কর্ণ পর্ব্বের সূচীপত্র সমাপ্ত।

মহাভারত।

কর্ণ পর্ব্ব।

—✽০✽—

প্রথম অধ্যায়।

নারায়ণ, নর নরোত্তম ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া জয়োচ্চারণ করিবে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য এই রূপে নিহত হইলে, দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভূপতিগণ নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে অশ্বত্থামার নিকট গমন করিলেন। তৎকালে তাঁহারা মোহ প্রভাবে নিতান্ত নিস্তেজ ও দ্রোণের নিমিত্ত একান্ত শোকাকুল হইয়া অশ্বত্থামার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন, এবং শাস্ত্রোক্ত যুক্তি স্মরণ করত আশ্বস্ত চিত্তে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর বিভাবরী সমাগত হইলে, তাঁহারা স্ব স্ব শিবিরে উপনীত হইলেন। তথায় সেই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড তাঁহাদিগের স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইলে, তখন তাঁহারা শোক মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া কোনরূপেই সুখ লাভ করিতে পারিলেন না। সেই নিশাকালে মহাবলশালী কর্ণ, রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও সুবলনন্দন সকলেই নরপতি দুর্য্যোধনের ভবনে অবস্থান করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহারা দ্যূতক্রীড়া সময়ে দ্রুপদনন্দিনীকে বলপূর্ব্বক সভায় আনয়ন ও পাণ্ডবদিগকে যে নানাবিধ ক্লেশ পরম্পরা প্রদান করিয়াছিলেন; এক্ষণে সেই সমুদায় স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। সেই বিভাবরী তাঁহাদিগের শত বৎসরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ এইরূপে অতিকষ্টে সেই রজনী যাপন করিলেন।

হে রাজন্! অনন্তর প্রাতঃকালে কৌরবগণ বিধানানুসারে অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য সমূহ সম্পাদন করিয়া আশ্বস্তমনে ভাগ্যের উপর নির্ভর করত সেনাগণকে সংগ্রামার্থ সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। এবং সূতপুত্রকে সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া করে মাঙ্গল্য সূত্র বন্ধন এবং

দধিপাত্র, ঘৃত, অক্ষত, নিষ্ক, গো, হিরণ্য ও মহার্ঘ্য বস্ত্র দ্বারা বিপ্রগণকে অর্চ্চন পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ বহির্গত হইলেন। তখন সূত, মাগধ ও বন্দিগণ মহাবল কর্ণকে "তোমার সংগ্রামে জয় লাভ হউক" এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

এ দিকে পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ ও প্রাতঃকালোচিত কার্য্য কলাপ সম্পাদন করিয়া সত্বরে সংগ্রামার্থ শিবির হইতে নির্গত হইলেন। অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া লোমহর্ষণ ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণের সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইলে, দুই দিন কৌরব ও পাণ্ডবগণের অতি অদ্ভুত সংগ্রাম হইয়াছিল। মহাবল পরাক্রান্ত সূর্য্যতনয় কর্ণ ঐ দুই দিবসের মধ্যে অসংখ্য শত্রু সংহার করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সমক্ষেই পার্থ শরে নিহত হইয়াছিলেন। মহাত্মা সঞ্জয় তদ্দর্শনে অবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন পূর্ব্বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধসংবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে দুর্য্যোধন হিতৈষী মহাবীর কর্ণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কিরূপে জীবন ধারণে সমর্থ হইলেন? তিনি যে কর্ণের বল বীর্য্যের উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় তনয়গণের জয়লাভের আশংসা করিতেন, সেই মহাবীর নিহত হইলে কিরূপে প্রাণ ধারণ করিলেন? তিনি এইরূপ শোকাবহ বিষয়েও প্রাণ ত্যাগ করেন নাই বলিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, মনুষ্য অতি কৃচ্ছ্র-দশায় পতিত হইলেও কোনরূপেই কলেবর পরিত্যাগ করিতে বাসনা করে না। যখন বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্ণ, ভীষ্ম, বাহ্লীক, দ্রোণ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক সুহৃৎ ও পুত্র পৌত্রগণের বিনাশবৃত্তান্ত শ্রবণগোচর করিয়াও জীবন ধারণ করিলেন, তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, জীবন পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর। হে তপোধন! এক্ষণে আপনি এই সমুদায় বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন। আমি পূর্ব্ব পুরুষদিগের অতি বিচিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া কোনমতেই তৃপ্তি লাভে সমর্থ হইতেছি না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে, মহাত্মা সঞ্জয় সেই নিশাকালে বিমনায়মান হইয়া পবন-বেগগামী অশ্বগণকে পরিচালন পূর্ব্বক অবিলম্বে হস্তিনাপুরে গমন করত রাজা ধৃতরাষ্ট্রসমীপে উপনীত হইলেন এবং তেজোবিহীন কুরুরাজকে দর্শন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অতি কষ্টে কহিতে লাগিলেন, হে নরনাথ! আমি সঞ্জয়! আপনি ত কুশলে আছেন? আপনি স্বীয় দোষে ভয়ঙ্কর বিপদে নিপতিত হইয়া ত বিমোহিত হন নাই? মহাত্মা বিদুর, দ্রোণ, ভীষ্ম, বাসুদেব এবং রাম, নারদ ও কর্ণ প্রভৃতি মহর্ষিগণ আপনাকে সভাস্থলে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে আপনি তাহাতে শ্রুতিপাতও করেন নাই। এক্ষণে কি সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া ব্যথিত হইতেছেন না? মহামতি ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি সুহৃদ্‌বর্গ আপনারে হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অরাতি শরে নিহত হইয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কি আপনার চিত্ত উদ্বিগ্ন হইতেছে না!

রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহামতি সঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে কহিলেন, হে সঞ্জয়! দিব্যাস্ত্রবিৎ মহাবল ভীষ্ম ও দ্রোণ বিনষ্ট হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। যিনি প্রতি দিবস দশ সহস্র রথীর জীবন সংহার করিয়াছেন, সেই মহাবীর ভীষ্ম পাণ্ডবরক্ষিত শিখণ্ডীর শরে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইতেছে। ভৃগুকুমার রাম বাল্যাবস্থায় যাঁহাকে ধনুর্ব্বেদের উপদেশ ও দিব্যাস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, মহাবীর পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য ভূপালগণ যাঁহার অনুগ্রহে মহারথ বলিয়া ধরাতলে বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই সত্য প্রতিজ্ঞ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক সমরে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত সাতিশয় কাতর হইয়াছে। এই পৃথিবীমণ্ডলে যাঁহাদের সদৃশ চতুর্ব্বিধ অস্ত্রের পারদর্শী আর কোন ব্যক্তিই দৃষ্ট হয় না, সেই মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছে। হে সঞ্জয়! ত্রিভুবনে যাঁহার সদৃশ অস্ত্রবেত্তা আর কোন ব্যক্তিই দৃষ্ট হয় না, সেই বীরবরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সমরে কালকবলে নিপতিত হইলে, আমার পক্ষীয় বীরগণ কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর অর্জ্জুনের পরাক্রমে

সংশপ্তক সেনাগণ নিহত, অশ্বত্থামার নারায়ণাস্ত্র ব্যর্থ ও অন্যান্য সেনা সকল পলায়িত হইলে, কৌরবেরা কি করিতে লাগিল? আমার বোধ হয়, তাঁহারা দ্রোণের নিধনানন্তর সাগর মধ্যস্থ তরীর ন্যায় শোকার্ণবে নিমগ্ন ও পলায়িত হইয়াছে। হে সঞ্জয় সেনা সকল পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে মহাবল কর্ণ, কৃতবর্ম্মা, শল্য, অশ্বত্থামা, কৃপ, এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতি আমার অবশিষ্ট তনয়গণের মুখবর্ণ কিরূপ হইল? এক্ষণে তুমি সেই সকল বিবরণ এবং পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষীয় বীরগণের বল বীর্য্য সবিস্তরে বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্? আপনার দোষে কৌরবদিগের যেরূপ দুর্দ্দশা সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া আপনি ব্যথিত হইবেন না। মানবগণের অভিলষিত অর্থ লাভ দৈবায়ত্ত, অতএব ইষ্টের অপ্রাপ্তি বা অনিষ্টের প্রাপ্তি নিবন্ধন শোক করা সুধীদিগের কর্ত্তব্য নহে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি স্বীয় অমঙ্গল ঘটনা শ্রবণে অধিকতর ব্যথিত হই নাই। একমাত্র দৈবই আমার অনিষ্টের মূল। অতএব তুমি সন্দিগ্ধ না হইয়া সমুদায় বিবরণ বর্ণন কর।

তৃতীয় অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্য সমরে নিপাতিত হইলে, আপনার মহারথ পুত্রগণ বিষণ্ণ, ম্লানবদন ও বিচেতন প্রায় হইলেন, এবং অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক শোকাকুলিত চিত্তে পরাঙ্মুখে পরস্পরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহ কাহাকে কিছুই কহিতে সমর্থ হইলেন না। সৈনিকেরা তাঁহাদিগকে নিতান্ত ব্যথিত দর্শনে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া ঊর্দ্ধনেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দ্রোণের নিধন দর্শনে তাহাদিগের হস্ত হইতে রুধিরাক্ত অস্ত্র সমুদায় পরিভ্রষ্ট হইতে লাগিল। হে রাজন্! অস্ত্র সকল সৈন্যগণের হস্তে লম্বমান থাকাতে নভোমণ্ডলস্থ নক্ষত্রমণ্ডলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন আপনার সৈনিকগণকে নিশ্চেষ্ট ও মৃততুল্য দেখিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! আমি তোমাদিগেরই ভুজবীর্য্য অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি; কিন্তু এক্ষণে দ্রোণা-

চার্য্য নিহত হওয়াতে আমাদিগের যুদ্ধ নিতান্ত বিষণ্ণের ন্যায় দৃষ্ট হই-তেছে। যোধগণ যুদ্ধেই নিহত হইয়া থাকে। বীরগণ সমরে প্রবৃত্ত হইলে, হয়, তাহাদিগের জয় লাভ, না হয়, মৃত্যু হয়। অতএব তোমরা অবিলম্বে চতুর্দ্দিক হইতে সমরে সমুদ্যত হও। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ কার্ম্মুক ও দিব্যাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে পরিভ্রমণ করিতেছেন। মহা-বল অর্জ্জুন যাঁহার ভয়ে সিংহভীত ক্ষুদ্র মৃগের ন্যায় নিয়ত প্রতিনিবৃত্ত হয়; যিনি অযুত মাতঙ্গ সদৃশ পরাক্রমবান্ বৃকোদরকে তদ্রূপ দুর্দ্দশায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন; আর যিনি অমোঘ শক্তি দ্বারা দিব্যাস্ত্রবিশারদ মায়াবী ঘটোৎকচকে নিহত করিয়াছেন; আজি সেই দুর্ব্বারবীর্য্য সত্য প্রতিজ্ঞ মহাবীরের বাহুবীর্য্য অবলোকন কর। পাণ্ডবেরাও দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা ও সূর্য্যতনয় কর্ণের বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রম সন্দর্শন করুক। তোমরা সকলেই বীর্য্যবান ও কৃতাস্ত্র। তোমাদের সমবেত হইবার কথা দূরে থাকুক, তোমরা প্রত্যেকেই সৈন্যসমবেত পাণ্ডবগণকে নিপা-তিত করিতে পার। হে প্রজানাথ! রাজা দুর্য্যোধন সেনাগণকে এইরূপ কহিয়া ভ্রাতৃবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া কর্ণকে সৈন্যাপত্যে অভি-ষিক্ত করিলেন। যুদ্ধ দুর্ম্মদ মহাবীর কর্ণ সেনাপতিপদ লাভ করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন পূর্ব্বক সংগ্রাম করত সৃঞ্জয়, পাঞ্চাল, কৈকয় ও বিদেহগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তাঁহার কার্ম্মুক হইতে ষট্‌পদরাজির ন্যায় শত শত শরধারা প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। হে নরনাথ! মহাবল কর্ণ এইরূপে মহাবলশালী পাঞ্চাল ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে নিপীড়িত এবং সহস্র সহস্র যোদ্ধৃবর্গকে নিপাতিত করিয়া অবশেষে ধনঞ্জয়শরে বিনষ্ট হইয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অম্বিকাত্মজ রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর কর্ণের বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অপার শোকার্ণবে নিপতিত হইলেন, এবং স্বীয় পুত্র দুর্য্যোধনকে নিহত বোধে নিতান্ত কাতর ও সংজ্ঞাবিহীন হইয়া বিচেতন কুঞ্জরের ন্যায় ক্ষিতিতলে নিপতিত হইলেন। অন্তঃপুর-চারিণী মহিলাগণ তদ্দর্শনে আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন। ভরতকুলকামিনীগণ ভীষণ শোকসাগরে অবগাহন পূর্ব্বক

নিতান্ত ব্যাকুলিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল তখন গান্ধারী ও অন্যান্য মহিলাগণ সকল রাজ-সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক চেতনবীহিনা হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাত্মা সঞ্জয় সেই শোক মূর্চ্ছিতা অশ্রুপূর্ণলোচনা কামিনীগণকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। মহিলা সকল সঞ্জয় কর্ত্তৃক আশ্বস্ত হইয়া পবনচালিত কদলী বৃক্ষের ন্যায় বারম্বার বিকম্পিত হইতে লাগিল। মহামতি বিদুর প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের গাত্রে জলসেচন পূর্ব্বক তাঁহারে আশ্বাস প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ক্রমে চৈতন্য লাভ করত মহিলাগণকে সমাগত জানিয়া নিতান্ত উন্মত্তের ন্যায় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় পুত্রগণের গর্হা ও পাণ্ডবগণের ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ করিলেন, এবং শকুনির ও আপনার বুদ্ধির নিন্দা করিয়া বহুক্ষণ চিন্তা করত বারম্বার কম্পিত হইতে লাগিল। তৎপরে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অবিচলিত চিত্তে পুনরায় সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি যে সকল কথা কহিলে, আমি তৎসমুদায় শ্রবণ করিলাম। আমার তনয় রাজ্যাভিলাষী দুর্য্যোধন বিজয়লাভে হতাশ হইয়া দেহ ত্যাগ করে নাই, তুমি পুনরায় আমার নিকট উহা যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।

গাবলগণতনয় সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে নরপতে! মহাবীর সূতপুত্র স্বীয় পুত্র ও ভ্রাতৃগণের সহিত কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। মহাযশস্বী ভীমসেন রণস্থলে দুঃশাসনকে নিপাতিত করিয়া রোষাবিষ্টচিত্তে তাঁহার রুধির পান করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহামতি সঞ্জয়ের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকসন্তপ্তচিত্তে কহিলেন, হে বৎস! আমার অদূরদর্শী পুত্রের দুর্নীতিবশতই মহাবীর কর্ণ সমরে নিপাতিত হইয়াছে; সূতপুত্রের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র শোকে আমার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইতেছে। সে যাহা হউক, এক্ষণে কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের মধ্যে কাহারা প্রাণ ধারণ করিতেছে, আর কাহারাই বা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই সমুদায় বিবরণ বর্ণন করত আমার সংশয় ছেদন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! মহাপ্রতাপশালী দুর্দ্ধর্ষ ভীষ্ম দশ দিনে অর্ব্বুদসংখ্যক পাণ্ডবসেনা বিনষ্ট, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য দুরাধর্ষ দ্রোণ পাঞ্চালগণের রথিগণকে নিহত, মহারথ সূতপুত্র কর্ণ, ভীষ্ম দ্রোণহতাবশিষ্ট পাণ্ডবাহিনীর অর্দ্ধাংশ ধ্বংস, মহাবীর ভূপতিতনয় বিবিংশতি দ্বারকাবাসী শত শত যোধগণকে নিপাতিত এবং অবন্তিদেশীয় ভূপতিতনয় মহাবীর বিন্দ ও অনুবিন্দ দুষ্কর কর্ম্ম সকল সম্পাদন করত সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। আপনার তনয় বিকর্ণ হতাশ্ব ও ক্ষীণায়ু হইয়াও ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে অরাতিগণের অভিমুখে অবস্থান করিলে, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, দুর্য্যোধনের দুর্নীতিজনিত নানাবিধ ক্লেশপরম্পরা ও স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহারে সংহার করিয়াছেন। সিন্ধুরাষ্ট্র প্রভৃতি দশটী রাজ্য যে মহাবীরের বশীভূত ছিল, যে মহাবীর সর্ব্বদা আপনার শাসনক্রমে কার্য্য সম্পাদন করিতেন; ধনঞ্জয় সুশানিত শরসমূহে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা পরাজয় করিয়া সেই মহাবলশালী সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বিনষ্ট করিয়াছেন। পিতৃমতাবলম্বী রণদুর্ম্মদ দুর্য্যোধনতনয় অভিমন্যুর, মহাবলশালী সমরবিশারদ দুঃশাসন পুত্র দ্রৌপদীপুত্রের, কৌরবদায়াদ অস্ত্রবিহীন অমিত পরাক্রম ভূরিশ্রবা সাত্যকির যুদ্ধনিপুণ কৃতাস্ত্র অমর্ষপরায়ণ দুঃশাসন বৃকোদরের এবং সাগরের অনূপবাসী কিরাতগণের অধিপতি ইন্দ্রের প্রিয়সখা ক্ষত্রধর্ম্মপরায়ণ ভগদত্ত ও নির্ভয়চিত্ত ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য যুদ্ধপরায়ণ অম্বষ্ঠরাজ শ্রুতায়ু অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। যে বীরের সহস্র সহস্র গজসৈন্য ছিল, মহাবীর ধনঞ্জয় সেই সুদক্ষিণকে বিনাশ করিয়াছেন। কৈলাসাধিপতি অতুলপরাক্রম অরাতিগণকে বিনাশ করিয়া সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুর হস্তে নিহত হইয়াছেন। আপনার পুত্র চিত্রসেন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমের সহিত অনেকক্ষণ তুমুল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাঁহার হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। অসিচর্ম্মধারী অরাতিগণের ভয়াবহ মদ্ররাজপুত্র অভিমন্যুর হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অমিত পরাক্রম অর্জ্জুন অভিমন্যু বিনাশে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত কর্ণের সমক্ষে দৃঢ়বিক্রম, অস্ত্র প্রয়োগনিপুণ, কর্ণসম তেজস্বী বৃষসেনের প্রাণ সংহার করিয়াছেন! পাণ্ডবদিগের পরম শত্রু রাজা শ্রুতায়ুও উঁহার শরে বিনষ্ট হইয়াছেন। বৃদ্ধ রাজা ভগীরথ ও কেকয়দেশীয় বৃহৎ ক্ষেত্র রণস্থলে অসামান্য বলবীর্য্য প্রদর্শন করত নিহত হইয়াছেন। মহাবীর সহদেব মহাবলশালী মাতুলজ-ভ্রাতা শল্য পুত্র রুক্মরথের, মহাবীর নকুল শ্যেনের ন্যায় যুদ্ধস্থলে পরিভ্রমণ করত বীর্য্যবান্ ভগদত্ততনয়ের, ভীমপরাক্রম ভীমসেন অমিতপরাক্রম

স্বগণ-পরিবৃত আপনার পিতামহ বাহ্লিকের এবং মহামতি সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু মগধরাজ জরাসন্ধপুত্র জয়ৎসেনের প্রাণ সংহার করিয়াছেন। আপনার পুত্র বীরাভিমানী মহাবল পরাক্রান্ত দুর্ম্মুখও বৃকোদরের ভীষণ গদা প্রহারে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহাবল পরাক্রান্ত দুর্ম্মর্ষণ, দুর্ব্বিষহ, দুর্জ্জয় এবং কলিঙ্গ ও বৃষক নামে রণদুর্ম্মদ দুই ভ্রাতা সংগ্রামে দুষ্কর কার্য্য সকল সম্পাদন করত মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। আপনার সচিব মহাবলশালী বৃষবর্ম্মা ভীমের হস্তে নিহত হইয়াছেন। অযুত মাতঙ্গ তুল্য বলবান্ রাজা পৌরব স্বীয় সৈন্যগণের সহিত পাণ্ডুতনয় মহাবল অর্জ্জুনের হস্তে নিহত হইয়াছেন। দুই সহস্র বশাতি এবং মহাবলশালী শূরসেন, বদ্ধসন্নাহ রণদুর্ম্মদ অভীষাহ, বীর্য্যবান্ শিবি, রণবিশারদ কলিঙ্গ ও গোকুল সংবৃদ্ধ রোষপরায়ণ অপাবৃত্ত বীরগণও ধনঞ্জয় শরে বিনষ্ট হইয়াছেন। ওঘবান্ ও বৃহন্ত ইহাঁরা দুই জন মিত্রের হিতকামনায় সমরে সমুদ্যত হইয়া শমন ভবনে গমন করিয়াছেন। বৃকোদর মহাধনুর্দ্ধর শাল্বরাজ ও মহাবাহু ক্ষেমধূর্ত্তিকে সাত্যকি শত্রুনিহন্তা বীর্য্যবান জলসন্ধকে এবং ঘটোৎকচ রাক্ষসরাজ অলম্বুষকে যমরাজসদনে প্রেরণ করিয়াছেন। সূতপুত্র কর্ণ, তাঁহার মহাবীর ভ্রাতৃগণ এবং কেকয়, মালব, মদ্রক, দ্রাবিড় যৌধেয়, ললিত্থ, ক্ষুদ্রক, উশীনর, মাবেল্লক, তুণ্ডিকেয়, সাবিত্রীনন্দন, প্রাচ্য উদীচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ ধনঞ্জয়ের শরে নিহত হইয়াছেন। তিনি বহুসংখ্যক মাতঙ্গ, অশ্ব, রথ, পদাতি এবং ধ্বজ, আয়ুধ, কবচ, ও বসনভূষণসমলঙ্কৃত সুখপরিবর্দ্ধিত বীরগণও পরস্পর বিনাশে সমুৎসুক অতুলবল যোধগণকে আক্রমণ করত সংহার করিয়াছেন। হে রাজন্! ইহা ভিন্ন অন্যান্য বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হইয়াছে। মহাবীর সূতপুত্র ও ধনঞ্জয়ের যুদ্ধে অনেকেই কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাসুরকে, দশরথতনয় রাম যেরূপ দশাননকে, কৃষ্ণ যেরূপ নরক ও মুরকে, ভৃগুতনয় রাম যেরূপ জ্ঞাতি, বন্ধু ও বান্ধব সমবেত রণদুর্ম্মদ কার্ত্তবীর্য্যকে, কার্ত্তিকেয় যেরূপ ত্রৈলোক্যমোহন মহাসমরে মহিষকে এবং রুদ্র যেরূপ অন্ধককে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ অমিততেজা অর্জ্জুন অমাত্যবান্ধব সমবেত কর্ণকে সংহার করিয়াছেন। যাহার উপর আপনার তনয়গণের জয়াশা প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে ব্যক্তি এই কুরুপাণ্ডবদিগের সংগ্রামের কারণ; পাণ্ডবেরা সেই সূতপুত্রের বিনাশসাধন করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। হে রাজন্! পূর্ব্বে আপনি হিতাভিলাষী বন্ধুগণের হিতকর বাক্যে কর্ণপাত করেন

নাই, তন্নিমিত্তই আপনার রাজ্যাভিলাষী তনয়গণের বিষম দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আপনি হিতাভিলাষী ব্যক্তির অহিতাচরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার ফলভোগের প্রকৃত সময় সমাগত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৬।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অস্মৎ পক্ষীয় যে সকল বীর, পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, তাহা কীর্ত্তন করিলে; এক্ষণে কৌরবেরা পাণ্ডবপক্ষীয় যে সকল বীরকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাবলপরাক্রান্ত ভীষ্ম, অমাত্য ও বন্ধুবান্ধব সমবেত মহাবল কুন্তিগণ এবং নারায়ণ বলভদ্র প্রভৃতি শতশত বীরগণকে সমরে নিহত করিয়াছেন। ধনঞ্জয় সমপরাক্রম সত্যজিৎ, পুত্র সমবেত বৃদ্ধ বিরাট, দ্রুপদ এবং রণকোবিদ মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ সত্যপ্রতিজ্ঞ দ্রোণের শরে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। যে মহাবীর বালক হইয়াও সংগ্রামে ধনঞ্জয়, কেশব ও বলভদ্রের সদৃশ বলবীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই মহাবলশালী সুভদ্রাতনয় অভিমন্যু বহুসংখ্যক অরাতি বিনষ্ট করিয়া ছয়জন মহারথ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও বিরথীকৃত হইয়া দুঃশাসন পুত্রের শরে নিহত হইয়াছেন। শত্রুনিপাতন শ্রীমান্ অম্বষ্ঠপুত্র মিত্রের হিতসাধনার্থ বহুসংখ্যক সৈন্যগণের সহিত সমরে সমুদ্যত হইয়া অসংখ্য শত্রু সৈন্য বিনাশ পূর্ব্বক দুর্য্যোধন পুত্র লক্ষ্মণের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহাবল পরাক্রান্ত সমরনিপুণ কৃতাস্ত্র ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বৃহন্তের, মহাবীর দ্রোণ যুদ্ধবিশারদ রাজা দণ্ডধর, মণিমান ও বলবীর্য্যসম্পন্ন অসংখ্য সৈন্যসমবেত ভোজপতি অংশুমানের, বীর্য্যমান বিকর্ণ বিচিত্রযোধী চিত্রায়ুধের, কেকয়াধিপতি কেকয়দেশীয় যোদ্ধবর্গে পরিবৃত ভীমসমপরাক্রম স্বীয় ভ্রাতার এবং আপনার পুত্র মহাবলশালী দুর্ম্মুখ শৈলবাসী মহাজেতা গদাযোধী জনমেজয়ের প্রাণসংহার করিয়াছেন। প্রজ্বলিত গ্রহদ্বয়ের ন্যায় মহাতেজঃসম্পন্ন রোচমান নামে দুই ভ্রাতা দ্রোণাচার্য্যের সুতীক্ষ্ণ শরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

হে রাজন্! এতদ্ব্যতীত অসংখ্য মহীপাল সমরে সমুদ্যত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ধনঞ্জয়ের মাতুল পুত্র-

জিৎ ও কুন্তিভোজকে এবং পাঞ্চালদেশীয় মিত্রধর্ম্মা ও ক্ষত্রধর্ম্মাকে নিপাতিত করিয়াছেন। কাশিরাজ অভিভূ যোধগণের সহিত বসুদান-তনয় কাশিক কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। মহাবলপরাক্রান্ত অমিতৌজা, যুধামন্যু ও উত্তমৌজা শত শত শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক অবশেষে কৌরবগণের শর প্রভাবে সমরে নিপতিত হইয়াছেন। আপনার পৌত্র লক্ষ্মণ শিখণ্ডী পুত্র ক্ষত্রদেবকে, কৌরবরাজ বাহ্লীক শত্রুহন্তসেনাবিন্দু পুত্রকে, এবং মহাবলপরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য, মহারথ সুচিত্র ও তাঁহার পুত্র চিত্রবর্ম্মাকে এবং শিশুপাল পুত্র সুকেতু, মহাবীর সত্যধৃতি, মহাবল মদিরাশ্ব, বীর্য্যবান্ সূর্য্যদত্ত, শত্রুনিসূদন বসুদান ও অন্যান্য পাণ্ডব পক্ষীয় মহারথগণকে আক্রমণ করত নিপাতিত করিয়াছেন। দিব্যাস্ত্রবেত্তা মহাবলশালী মগধরাজ, ভীষ্ম শরে নিহত হইয়া সমরশায়ী হইয়াছেন। পর্ব্বকালীন সাগরতুল্য সমুদ্ধৃত মহাবীর বার্দ্ধক্ষেমি আয়ুধবিহীন হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। বেদিশ্রেষ্ঠ ধৃষ্টকেতু, মহাবীর সত্যধৃতি, কুরুশ্রেষ্ঠ অরাতিনিপাতন সেনাবিন্দু, বীর্য্যবান্ শ্রেণীমান্ এবং বিরাটতনয় মহারথ শঙ্খ ও উত্তর পাণ্ডবদিগের হিতসাধনার্থ সমরে দুষ্করকার্য্য সকল সম্পাদন পূর্ব্বক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, হে রাজন্! ইহা ভিন্ন অন্যান্য অসংখ্য বীর দ্রোণ শরে নিপাতিত হইয়াছেন। আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এই তাহা কীর্ত্তন করিলাম।

—*—

সপ্তম অধ্যায়। ৭।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন আমাদের প্রধান প্রধান বীর সকল কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন মৎপক্ষীয় হতাবশিষ্ট সেনাগণও নিঃশেষিত হইল। যখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম ও দ্রোণ আমার কার্য্য সংসাধনার্থ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন আর আমার প্রাণ ধারণের প্রয়োজন কি। যে মহাবীর লক্ষ মাতঙ্গ সদৃশ ভুজবল সম্পন্ন ছিল, সেই সংগ্রামশোভী কর্ণও একবারে অদৃশ্য হইয়াছে। হে বৎস! অস্মৎপক্ষীয় যে সমুদায় মহাবীর নিহত হইয়াছে, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলে; এক্ষণে কোন্ কোন্ বীর প্রাণধারণ করিতেছে, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। অদ্য তোমার মুখে ধীমান্ পরাক্রমশালী বীরগণের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যাহারা জীবনধারণ করিতেছে, তাহাদিগকেও মৃত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্য যাহাকে বিশুদ্ধ চতুর্ব্বিধ মহাস্ত্র ও দিব্যাস্ত্রজাল প্রদান করিয়াছেন, সেই লঘুহস্ত দৃঢ়ায়ুধ বীর্য্যবান্ মহারথ অশ্বত্থামা এবং দ্বারকাবাসী হৃদিকানন্দন ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা আমাদিগের হিতসাধনার্থ যুদ্ধে সমবস্থিত রহিয়াছেন। যিনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনার্থ ভাগিনেয় পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, যিনি যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে সূতপুত্রের তেজ নিরাশ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; সেই ইন্দ্রসম পরাক্রম দুরাধর্ষ আর্ত্তায়ন তনয় শল্য আপনাদিগের হিতকামনায় সমরার্থী হইয়াছেন। মহাবল পরাক্রান্ত গান্ধারপতি আপনার হিতসাধনার্থ আজানীয়, সৈন্ধব, কাম্বোজ, বনায়ুজ, ও পার্ব্বতীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধভূমিতে উপনীত হইয়াছেন। বিচিত্র যোধী মহাবল কৃপ বৃহদ্ধনু উন্নমিত করিয়া এবং কৈকেয় রাজকুমার সদশ্ব ও পতাকা সুশোভিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক আপনার হিতসাধনার্থ সংগ্রামার্থ অবস্থান করিতেছেন। আপনার পুত্র পুরুমিত্র সূর্য্যাগ্নিসন্নিভ রথে সমারূঢ় হইয়া জলদ বিহীন নভোমণ্ডলে বিরাজমান দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইতেছেন। নরবর রাজা দুর্য্যোধন বহু সংখ্যক কুঞ্জরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া মৃগরাজের ন্যায় এবং হেমময় বিচিত্র তনুত্রাণ ধারণ পূর্ব্বক সুবর্ণালঙ্কৃত রথে সমারূঢ় হইয়া অল্পধূম অনলের ন্যায় ও মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় ক্ষিতিপালগণের মধ্যে বিরাজমান হইতেছেন। আপনার পুত্র অসিচর্ম্মধারী সুসেন, সত্যসেন ও চিত্রসেন সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে সংগ্রামার্থ প্রস্তুত হইয়াছেন। মহাবলশালী ক্ষণভোজী, সুদর্শ, জরাসন্ধের প্রথম পুত্র অদৃঢ়, চিত্রায়ুধ, জয়, শ্রুতিবর্ম্মা, শল, সত্যব্রত ও দুঃশল ইহাঁরা সংগ্রাম বাসনায় অবস্থান করিতেছেন। অরাতি নিপাতন বীরাভিমানী রাজকুমার কৈতব্যরাজ বহু সংখ্যক রথ, অশ্ব, মাতঙ্গ ও পদাতিগণে পরিবৃত হইয়া সমরস্থলে সমবস্থিত রহিয়াছেন। মহাবলশালী শ্রুতায়ু, ধ্রুতায়ুধ, চিত্রাঙ্গদ ও চিত্রসেন এবং কর্ণনন্দন সত্যসন্ধ ইহারা সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া সমরে অবস্থান করিতেছেন। মহারথ কর্ণের অন্য দুই পুত্র অল্পবলসম্পন্ন সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডবদিগের অসংখ্য সেনা সমাক্রমণে উদ্যত হইয়াছেন। ইন্দ্রসমপরাক্রম রাজা দুর্য্যোধন বিজিগীষু হইয়া এই সমস্ত মহাবীর ও অন্যান্য অমিত প্রভাব যোধগণ সমভিব্যাহারে বহুতর কুঞ্জর সেনার মধ্যস্থলে অবস্থান করিতেছেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সঞ্জয়!

আমাদের পক্ষীয় যে সকল বীর শত্রুহস্ত হইতে বিমুক্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে, তাহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে এবং ইতিপূর্ব্বে তুমি মৃত-ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ করাতেই কে জীবন ধারণ করিতেছে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র এই প্রকার কহিতে কহিতে বীরগণের নিধন ও সৈন্যের অল্পমাত্র অবশেষ বৃত্তান্ত শ্রবণ জনিত শোকে নিতান্ত ব্যাকুলিত ও মূর্চ্ছিত প্রায় হইয়া কহিলেন, হে সঞ্জয়! ক্ষণকাল বিলম্ব কর; এই দারুণ অশুভ বার্ত্তা শ্রবণে আমার চিত্ত সাতিশয় ব্যাকুলিত এবং সকল অঙ্গ অবসন্ন হইয়াছে। আমি কোন মতেই ধৈর্য্যাবলম্বনে সমর্থ হইতেছি না। হে নরপতে! ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বলিয়া নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন।

অষ্টম অধ্যায়। ৮।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাবল সূত-পুত্র ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ তনয়গণকে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া আত্মীয় বিনাশ ও পুত্র বিয়োগ জনিত দুঃখে সাতিশয় বিহ্বল হইয়া যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন। আমি উহা শ্রবণার্থ নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্র অদ্ভুত কাণ্ডের ন্যায় সাতিশয় অশ্রদ্ধেয়, ভূতসংমোহন, সুমেরু সঞ্চরণের ন্যায়, মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের বুদ্ধি বিভ্রমের ন্যায়, অমিততেজা বাসবের অরাতি কর্ত্তৃক পরাভূতের ন্যায়, মহাতেজস্বী দিবাকরের ধরাতল পতনের ন্যায়, অনন্ত উদক সম্পন্ন মহার্ণব শোষণের ন্যায়, ভূমণ্ডল, আকাশমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও জলরাশির অত্যন্তা ভাবের ন্যায় এবং পুণ্য ও পাপের বৈকল্যের ন্যায় নিতান্ত আশ্চর্য্য ও অশ্রদ্ধেয় কর্ণবধ বৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া, সর্ব্বনাশ হইল, হতাবশিষ্ট সেনাগণও বিনষ্ট হইবে বলিয়া অবধারণ করিলেন, এবং শোক-সন্তপ্ত মনে অবসন্ন শরীরে নিতান্ত দীনভাবে হায়! হত হইলাম বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস বিসর্জ্জন করিতে করিতে বিলাপ ও পরিতাপ করত কহি-লেন, হায়! যে বীর কেশরী ও মাতঙ্গের ন্যায় মহাবলশালী; যাহার স্কন্ধ ও লোচন বৃষভের ন্যায়; রথী, অশ্ব ও মাতঙ্গগণ যাহার জ্যানি-

ঘোষ, তলধ্বনি ও শরশব্দ শ্রবণ করিয়া যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইত না; যে মহাবীর বৃষভের সহিত সমরে সমুদ্যত বৃষভের ন্যায় সুরপতি বাসবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও প্রত্যাবৃত্ত হইত না; যাহার বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক বিজিগীষু দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগের সহিত বৈরানল প্রদীপ্ত করিয়াছে; সেই দুঃসহ সুতপুত্র কর্ণ সহসা কিরূপে অর্জ্জুনহস্তে প্রাণত্যাগ করিল? যে মহাবীর স্বীয় বাহুবীর্য্যে গর্ব্বিত হইয়া কেশব, ধনঞ্জয়, বৃষ্ণি-বংশীয় বীর ও অন্যান্য মহীপালগণকে লক্ষ্যই করিত না; যে বীর, আমি কৃষ্ণার্জ্জুনের অন্যতরকে রথ হইতে নিপাতিত করিব বলিয়া রাজ্যলিপ্স লোভবিমোহিত ভয়ার্ত্ত দুর্য্যোধনকে পুনঃপুন আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন; যে বীর দুর্য্যোধনের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত নিহত শরসমূহে কাম্বোজ, অবন্তি, কেকয়, গান্ধার, মদ্রক, মৎস্য, ত্রিগর্ত্ত, অঙ্গণ, শক, পাঞ্চাল, বিদেহ, কুলিন্দ, কোশল, কাশি, সুহ্ম, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, নিষাদ, পুণ্ড্র, চীন, বৎস, তরল, অশ্মক ও ঋষিকদিগকে পরাভব করিয়া আমাদের অধীন ও করপ্রদ করিয়াছিল; সেই পরমাস্ত্র বিশারদ সুতপুত্র কিরূপে পাণ্ডব কর্ত্তৃক নিহত হইল? দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র ও মনুষ্যদিগের মধ্যে কর্ণই শ্রেষ্ঠ; এই ত্রিভুবন মধ্যে তৃতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আর নাই। অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, মহীপালগণের মধ্যে বৈশ্রবণ, দেবগণের মধ্যে মহেন্দ্র ও অস্ত্রবর্ষীগণের মধ্যে কর্ণই শ্রেষ্ঠ। তিনি দুর্য্যোধনের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতিগণের মধ্যে সমস্ত বসুন্ধরা জয় করিয়াছিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধ যাহার সহিত মিত্রতা করিত যাদব ও কৌরবগণ ব্যতীত আর ভূমণ্ডলস্থ সমুদায় ক্ষত্রিয়গণকে সমরে আহ্বান করিয়াছিলেন; আমি সেই মহাবলশালী সুতপুত্রকে দ্বৈরথযুদ্ধে পার্থ কর্ত্তৃক নিহত শ্রবণ করিয়া অর্ণব মধ্যস্থ বিদীর্ণ তরী ও প্লববিহীন মনুষ্যের ন্যায় শোকসাগরে নিমগ্ন হইতেছি।

হে সঞ্জয়! যখন আমি এরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াও প্রাণত্যাগ না করিলাম, তখন বোধ হয়, আমার হৃদয় বজ্রাপেক্ষাও দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য। হায়! আমা ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি জ্ঞাতি, সম্বন্ধি ও মিত্রগণের ঈদৃশ পরাভব শ্রবণ করিয়া দেহ ত্যাগ না করে? আমার আর এরূপ কষ্ট সহ্য হয় না। এক্ষণে আমার এই মানস যে, আমি বিষ ভক্ষণ, অনল প্রবেশ বা শৈল শৃঙ্গ হইতে পতন দ্বারা জীবন পরিত্যাগ করি।

নবম অধ্যায়। ৯।

মহামতি সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে রাজন্! মনীষিগণ আপনাকে কুল, যশ, শ্রী, তপস্যা ও বিদ্যায় নহুষাত্মজ যযাতির তুল্য জ্ঞান করেন। আপনি শাস্ত্রজ্ঞান বিষয়ে মহর্ষিগণের ন্যায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অতএব আপনি এক্ষণে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।

কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! যখন শালতরু সন্নিভ মহাবীর কর্ণ সমরে নিহত হইয়াছে, তখন একমাত্র দৈবই বলবান; পুরুষকারে ধিক্, উহার কিছুই ফল লক্ষিত হয় না। মহাবাহু কর্ণ শর নিকর দ্বারা অসংখ্য যুধিষ্ঠিরের ও পাঞ্চালদেশীয় রথিগণেকে নিপাতিত, দিগ বিদিক্ সন্তাপিত এবং বজ্রপাণি দেবরাজ যেরূপ দেবগণকে মোহিত করেন, তদ্রূপ পাণ্ডবদিগকে বিমোহিত করিয়া কি প্রকারে বায়ুবেগভগ্নতরুর ন্যায় সমর ভূমিতে নিপতিত হইল? মহাবীর কর্ণের বিনাশ বিবরণ অতি আশ্চর্য্য জনক। আমি সূতপুত্রের বিনাশ ও ধনঞ্জয়ের জয়লাভ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া শোকার্ণবের পার দর্শনে অসমর্থ হইয়াছি। আমার চিন্তা সাতিশয় বলবতী হইতেছে। আর কোন মতেই জীবিত থাকিবার বাসনা নাই। হে সঞ্জয়! যখন আমার হৃদয় পুরুষব্যাঘ্র সূতপুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন উহা নিশ্চয়ই বজ্রসার ময় ও দুর্ভেদ্য। দেবগণ নিশ্চয়ই আমার দীর্ঘায়ু কল্পনা করিয়াছেন, নতুবা মহাবীর কর্ণের বিনাশ বার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়াও কি নিমিত্ত আমি জীবন ধারণ করিতেছি? হে সঞ্জয়! এই বন্ধুবান্ধববিহীন হতভাগ্যের জীবনে ধিক্। আজি আমি এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া সকলের শোচনীয় হইলাম। পূর্ব্বে আমাকে সকলেই সৎকার করিত; এক্ষণে আমি অরাতিগণ কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া কি প্রকারে জীবিত থাকি! মহাত্মা ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্য ও সূতপুত্রের বিনাশে আমার সাতিশয় দুঃখ ও ব্যসন উপস্থিত হইয়াছে। মহাবীর কর্ণ ব্যসনে বিনষ্ট হওয়াতেই, আমার সেনাগণ ও নিঃশেষিত হইল। যে বীর আমার তনয়কে যুদ্ধতরি হইতে উত্তীর্ণ করিল; অদ্য সেই মহাবীর কর্ণ শর নিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সংগ্রামে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। সেই মহাবলশালী কর্ণ ভিন্ন আমার জীবনধারণ করিবার প্রয়োজন কি? হায়! অদ্য সেই অধিরথ কর্ণ শর নিকরে নিপীড়িত ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া

অর্থ হইতে বজ্রবিদারিত শৈলশিখরের ন্যায়, মত্ত মাতঙ্গ বিনিপাতিত কুঞ্জরের ন্যায়, সংগ্রামভূমিতে নিপতিত হইয়া ভূমণ্ডলের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। যে মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ সুহৃদ্গণের অভয় ও পাণ্ডবদিগের ভয়স্থান ও মহাধনুর্দ্ধর গণের উপমাস্থান ছিল, সে এক্ষণে ইন্দ্র বিদারিত শৈলের ন্যায় পার্থহস্তে নিহত হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ান রহিয়াছে। এক্ষণে দুর্য্যোধনের অভিলাষ পঙ্গুর গমনেচ্ছা, দরিদ্রের মনোভিলাষ ও তৃষিতের সলিল বিন্দুর ন্যায় কোন কার্য্যকারক হইল না। আমরা যে রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানার্থ চিন্তাকরি, তাহার বিপরীত কার্য্য হইয়া উঠে। অতএব একমাত্র দৈবই বলবান্ এবং কাল নিতান্ত দুরতিক্রম্য।

হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুঃশাসন কি দীনাত্মা, সে বীতপৌরুষের ন্যায় পলায়নপর হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে? সে কি ক্ষত্রিয় প্রবর বীরগণের ন্যায় শূরত্ব প্রদর্শন না করিয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে? যুধিষ্ঠির বারম্বার যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলে, মূঢ়মতি দুর্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের সেই ঔষধ সদৃশ হিতজনক বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছিল। মহামতি ভীষ্ম সমরশায়ী হইয়া ধনঞ্জয়ের নিকট পানীয় প্রার্থনা করিলে, অর্জ্জুন পৃথিবী বিদারণ পূর্ব্বক সলিল ধারা উত্তোলিত করিয়া ছিল। তদ্দর্শনে মহাবীর শান্তনুপুত্র, দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিলেন, হে বৎস! আর যুদ্ধ করিও না। আমার বিনাশে তোমাদের যুদ্ধের শেষ হউক। এক্ষণে তুমি সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করত পাণ্ডবদিগের সহিত ভ্রাতৃভাবে পৃথিবী ভোগ কর। হে সঞ্জয়! আমার পুত্র, ভীষ্মদেবের সেই আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এক্ষণে শোকাকুল হইতেছে। হায়! বহুদর্শী মহামতি বিদুর পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই সংঘটিত হইয়াছে। সর্ব্বনাশকর দুরোদর প্রভাবে আমার পুত্র ও অমাত্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে। আমি সাতিশয় কষ্টে নিপতিত হইয়াছি। শিশুগণ বিহঙ্গমের পক্ষছেদন পূর্ব্বক তাহাকে পরিত্যাগ করত তাড়ন করিতে আরম্ভ করিলে, সেই বিহঙ্গম যে রূপ পক্ষবিহীনতা প্রযুক্ত গমনে অসমর্থ হইয়া সাতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করে, সেইরূপ আমি জ্ঞাতিবন্ধুহীন ও অর্থ বিহীন নিতান্ত ক্ষীণ ও অরাতিগণের বশীভূত হইয়া যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিতেছি। হায়! এক্ষণে কোথায় যাইব।

—•:•—

দশম অধ্যায়। ১০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকাকুলিত ও সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া এবম্বিধ বহুতর বিলাপ করিতে করিতে সঞ্জয়কে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে সঞ্জয়! যে মহাবীর রাজা দুর্য্যোধনের উন্নতির নিমিত্ত কাম্বোজ, অম্বষ্ঠ, কৈকয়, গান্ধার ও বিদেহগণকে জয় করিয়া সমস্ত পৃথিবী বশীভূত করিয়াছিল; মহাবল পরাক্রম পাণ্ডবেরা শর সমূহ দ্বারা সেই কর্ণকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াছে, হে বৎস! সেই মহা-ধনুর্দ্ধর সূতপুত্র পার্থশরে নিপতিত হইলে, আমাদিগের পক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর সমরস্থলে অবস্থান করিতে লাগিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। সেই মহাবীর পাণ্ডবশরে বিনষ্ট হইলে, আমাদিগের পক্ষীয় বীরগণ ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে নাই? হে সঞ্জয়! যে বীর যে প্রকারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, তাহা তুমি ইতিপূর্ব্বেই আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছ। দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী সুশাণিত শরনিকর বর্ষণকরত প্রতি প্রহার পরাঙ্মুখ শান্তনুতনয়কে নিহত এবং মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাধনুর্দ্ধর ন্যস্তশস্ত্র যোগপরায়ণ আচার্য্য দ্রোণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া খড়্গ দ্বারা সংহার করিয়াছে। ঐ বীরের মৃত্যু, ছিদ্রান্বেষী শত্রু-গণের ছল প্রভাবেই সম্পাদিত হইয়াছে, বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্রও ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করত উহাঁদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হন নাই। যাহা হউক, এক্ষণে দিব্যাস্ত্রবর্ষী ইন্দ্রসম পরাক্রম সূতপুত্র কি প্রকারে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল? তুমি তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর দেবরাজ ইন্দ্র কবচ ও কুণ্ডল যুগলের বিনিময়ে যাহাকে সুবর্ণ বিভূষিতা শত্রুঘাতিনী দিব্য শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার সুবর্ণালঙ্কৃত, সর্পমুখ দিব্য শর বিদ্যমান ছিল; যে মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি মহাবল দিগকে অবজ্ঞা করত পরশুরামের নিকট ভয়াবহ ব্রহ্মাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল; যে বীর দ্রোণ প্রমুখ বীরগণকে শরার্দ্দিত ও রণপরাঙ্মুখ দেখিয়া শর সমূহ দ্বারা অভিমন্যুর কার্ম্মুক ছেদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল; যে বীর অযুত মাতঙ্গের ন্যায় পরাক্রমশালী ও বজ্রের ন্যায় বেগবান্ বৃকোদরকে সহসা বলবিহীন করিয়া উপহাস করিয়াছিল; যে বীর সন্নতপর্ব্ব শর সমূহে সহদেবকে নির্জ্জিত ও রথবিহীন করিয়া কেবল ধর্ম্মানুরোধে বিনষ্ট করে নাই; যে বীর ইন্দ্রদত্ত শক্তিদ্বারা সাতিশয় মায়াবী জয়াভিলাষী রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচকে নিহত করিয়াছে, মৃত্যু-

বলশালী অর্জ্জুন ভয়ে যাহার সহিত এতাবৎ কাল দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই ; সেই মহাবল সূতপুত্র কি প্রকারে সমরে নিপাতিত হইল ? যদি যুদ্ধস্থলে তাহার রথভঙ্গ, কার্ম্মুক বিশীর্ণ বা অস্ত্র শস্ত্র সকল বিনষ্ট না হইত, তাহা হইলে, সে কদাচ শত্রুশরে প্রাণত্যাগ করিত না। মহারথ কর্ণ সমরাঙ্গনে মহাধনু বিঘূর্ণিত করত সুশাণিত শর ও দিব্যাস্ত্র সমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, কেহ তাহারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। হে সঞ্জয়! তোমার মুখে মহাবীর সূতপুত্রের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া আমার বোধ হইতেছে যে, ঐ মহাবীরের ধনুক ছিন্ন, রথ ধরাতলগত বা অস্ত্র সমূহ বিনষ্ট হইয়াছিল ; এই সকলের অন্যতর কারণ ভিন্ন আর কোন রূপেই তাহার বিনাশ সম্ভাবিত নহে।

হে সঞ্জয়! যে মহাবীর "আমি অর্জ্জুনের জীবন সংহার না করিয়া পাদপ্রক্ষালন করিব না" এই রূপ বলিয়া, দৃঢ়ব্রত হইয়াছিল ; এবং যাহার সংগ্রাম কৌশল স্মরণে শঙ্কিত হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষ নিদ্রাসুখ অনুভব করে নাই, আমার পুত্র দুর্য্যোধন যাহার বাহুবল অবলম্বন করত পাণ্ডবদিগের প্রেয়সী দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক সভাস্থলে আনয়ন করিয়াছিল ; পাণ্ডবদিগের সমক্ষে তাহাকে দাসভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল, যে মহাবীর সভাস্থলে রোষাবিষ্ট চিত্তে পাঞ্চালীকে হে বরবর্ণিনি! তোমার ষণ্ডতিল সদৃশ পতিগণ আর বর্ত্তমান নাই, অতএব তুমি অন্য কোন ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ কর, এই বলিয়া উপহাস করিয়াছিল ; সেই মহাবীর কর্ণ কি প্রকারে শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইল ? পূর্ব্বে ঐ বীর দুর্য্যোধনকে কহিয়াছিল, হে রাজন্! আপনি আর চিন্তিত হইবেন না। সমর বিশারদ ভীষ্ম ও রণদুর্ম্মদ দ্রোণাচার্য্য পক্ষপাত বশতঃ কুন্তী পুত্রগণকে নিহত না করিলে, আমি তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব। আমার স্নিগ্ধচন্দনলিপ্ত শরনিকর যুদ্ধস্থলে ধাবমান হইতে আরম্ভ হইলে, গাণ্ডীবধনু ও অক্ষয়তূণীরদ্বয় কিছুই করিতে পারিবে না। যে ধনুর্দ্ধর মহাবীর এই প্রকার আস্ফালন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছিল, সেই কর্ণ কি প্রকারে পার্থশরে নিহত হইল ? যে মহাবীর গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত, ভীষণ শরজাল অগ্রাহ্য করত দ্রুপদতনয়াকে হে পাঞ্চালি! তুমি পতিবিহীনা হইয়াছ, এইরূপ বলিতে বলিতে পাণ্ডবদিগের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াছিল ; যে বীর স্বীয় ভুজবল প্রভাবে ক্ষণকালও কৃষ্ণ ও সপুত্র পাণ্ডবগণ হইতে কিছুমাত্র ভীত হইত না। পাণ্ডবদিগের কথা কি, আমার বোধ হয়, ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণও সেই মহা-

বল পরাক্রান্ত সূতপুত্রকে সমরে সংহার করিতে সমর্থ হন না। যদি রাধাতনয় কর্ণ মৌর্ব্বী স্পর্শ বা কবচ ধারণ করে, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি তাহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয়। বরং ভূমণ্ডলে চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলের অংশু শূন্য হইতে পারে, কিন্তু রণে অপরাঙ্মুখ সূতপুত্রের নিধন কদাচ সম্ভাবিত হয় না।

হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন যে মহাবীর কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসনের সাহার্য্য প্রাপ্ত হইয়া জনার্দ্দনকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, বোধ হয়, এক্ষণে তাহাদিগের উভয়কেই সমরে বিনষ্ট দেখিয়া সাতিশয় শোকাকুল হইতেছে। হে বৎস! মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জ্জুনের হস্তে নিহত এবং পাণ্ডবগণ জয়যুক্ত হইলে, আমার পুত্র দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন কি করিতে লাগিল? আমার বোধ হইতেছে যে, সেই দুরাত্মা দুর্ম্মর্ষণ ও বৃষসেনকে বিনষ্ট, সেনা সকলকে মহারথগণ কর্ত্তৃক ভগ্ন, মহীপালগণকে পলায়নপর এবং রথিগণকে বিদ্রুত দেখিয়া শোক-সাগরে নিপতিত হইয়াছে। হে সঞ্জয়! দুর্ব্বিনীত অভিমানী দুর্ম্মতি অজিতেন্দ্রিয় দুর্য্যোধন পূর্ব্বে বন্ধুগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও ঐ সুদারুণ বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছে। এক্ষণে সে সৈন্যগণকে নিরুৎসাহ ও প্রায় সমুদায় বীরগণকে নিহত অবলোকন করিয়া কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল? গান্ধারপতি শকুনি পূর্ব্বে হৃষ্টচিত্তে দ্যূতক্রীড়া করিয়া পাণ্ডবদিগকে ব্যথিত করিয়াছিল; এক্ষণে সে মহাবীর কর্ণের নিধন দর্শনে কি কহিতে লাগিল? সাত্যত কুলোদ্ভব মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা কর্ণের বিনাশ দর্শনে কি বলিলেন? ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যাঁহার নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিতে বাসনা করেন, সেই রূপযৌবন সম্পন্ন মহাযশস্বী অশ্বত্থামা মহারথ কর্ণের বিনাশ দর্শনে কি বলিতে লাগিলেন? আর ধনুর্ব্বেদবেত্তা মহারথ কৃপ, কর্ণের সারথি পদে অধিষ্ঠিত সমর দুর্ম্মদ মহাধনুর্দ্ধর মদ্ররাজ শল্য এবং যুদ্ধার্থ সমাগত অন্যান্য অসংখ্য ভূপালই বা সূতপুত্রের বিনাশ দেখিয়া কি বলিতে লাগিলেন?

হে সঞ্জয়! পূর্ব্বে পুরুষ প্রবীর মহাবলশালী দ্রোণাচার্য্য প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, কোন্ কোন্ বীর অংশক্রমে সৈন্যমুখে অবস্থিত হইয়াছিলেন? মহাবীর মদ্ররাজ শল্য কি প্রকারে কর্ণের সারথি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন? মহাবীর সূতনন্দন কর্ণ সমরে সমুদ্যত হইলে, কোন্ কোন্ বীর দক্ষিণ চক্র, কোন্ কোন্ বীর বাম চক্র, এবং কাহারাই বা পৃষ্ঠভাগ রক্ষায় প্রবৃত্ত হইল? সেই সময় কোন্ কোন্ বীর কর্ণকে পরি-

ত্যাগ করেন নাই? আর কোন্ ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তিরাই বা তাহার নিকট হইতে পলায়ন পরায়ণ হইয়াছিল? একত্র মিলিত কৌরবদিগের সাক্ষাতে মহাবল কর্ণ কি প্রকারে বিনষ্ট হইল। মহারথ মহাবল পাণ্ডবেরা যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক কি প্রকারে বারিধারাবর্ষী বারিদের ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল? আর মহারথ সূতপুত্রের সেই সর্পমুখ দিব্য শর কি নিমিত্ত প্রতিহত হইল? এই সমস্ত আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

হে সঞ্জয়! যখন অস্মৎপক্ষীয় প্রধান প্রধান বীর সকল সমরে নিহত হইয়াছে, তখন বোধ হয়, আমাদের হতোৎসাহ অবশিষ্ট সৈন্যগণও নিঃশেষিত হইবে। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ভীষ্ম ও দ্রোণ আমার নিমিত্ত নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আমি কিরূপে জীবন-ধারণে সমর্থ হইব? যে ব্যক্তি শত মাতঙ্গ সদৃশ বাহুবল সম্পন্ন ছিল, এক্ষণে সেই কর্ণও পাণ্ডব শরে নিহত হইল। বারম্বার এরূপ কষ্ট আর আমার সহ্য হয় না। যাহা হউক, মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য সমরে নিহত হইলে, মহাবল সূতপুত্র কৌরবদিগের হিতসাধনার্থ পাণ্ডবদিগের সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে কলেবর পরিত্যাগ করিল? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

একাদশ অধ্যায়। ১১।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! ধনুর্দ্ধরপ্রধান মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের বিনাশ দিবসে মহারথ অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা করিলে ও কৌরবসেনাগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইলে, কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া স্বীয় সৈন্য সকল রক্ষা করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন মহাবীর অর্জ্জুনকে যুদ্ধস্থলে অবস্থান ও স্বীয় সৈন্যগণকে পলায়নপর দেখিয়া পুরুষকার প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিবারিত করিলেন, এবং স্বীয় বাহুবলে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত জয়লাভপ্রহৃষ্ট পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রাম করত অবশেষে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল দেখিয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন। তখন কৌরবেরা সৈন্যগণের অবহার করিয়া স্বীয় শিবিরে প্রবেশ পূর্ব্বক সকলে মিলিত ও অতি মনোহর আস্তরণে সমাবৃত মহামূল্য পর্য্যঙ্কের উপর সমাসীন হইয়া সুখশয্যাধিরূঢ় দেবগণের

ন্যায় পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন সুমধুর বাক্যে সেই সকল মহাধনুর্দ্ধরগণকে সম্ভাষণ করত কহিলেন, হে ধীমান্ নৃপতিগণ! যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে শীঘ্র স্ব স্ব মনোগত ভাব প্রকাশ কর।

হে কুরুরাজ! সিংহাসন সমারূঢ় সংগ্রামাভিলাষী নরপালগণ রাজা দুর্য্যোধনের এইরূপ আদেশানুসারে নানাবিধ চেষ্টা দ্বারা যুদ্ধাভিলাষ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তখন মেধাবী, বাক্যজ্ঞ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দেহত্যাগে সমুদ্যত নরপতিগণের ইঙ্গিত পরিজ্ঞাত হইয়া ও রাজা দুর্য্যোধনের বালার্ক সন্নিভ মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে বীরগণ! মনীষিগণ স্বামিভক্তি, দেশকালাদি সম্পত্তি, যুদ্ধকৌশল, ও নীতি এই কয়েকটিকে যুদ্ধের সাধন বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন; কিন্তু এই সমস্ত উপায়ে দৈববল অপেক্ষা করে। আমাদিগের যে সমুদায় সুরতুল্য লোক প্রধান মহারথগণ নীতিজ্ঞ, রণনিপুণ, প্রভুপরায়ণ ও সতত যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাদের সকলেই বিনষ্ট হইয়াছেন; কিন্তু তন্নিমিত্ত জয়াশা পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। সুনীতি প্রয়োগ করিলে, দৈবও অনুকূল হইতে পারে। অতএব অদ্য আমরা সর্ব্বগুণ সম্পন্ন নরব্যাঘ্র মহাবল কর্ণকে সেনাপতি পদে অভিষেক করিয়া অরাতিগণকে বিনাশ করিব। মহাবলশালী সূতপুত্র সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা, রণদুর্ম্মদ ও অন্তকের অসহ্য। ঐ মহাবীর অক্লেশে রণস্থলে বিপক্ষগণকে পরাজয় করিতে পারিবেন।

হে নরনাথ! রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাত্মজের মুখে সেই প্রিয়তর হিতজনক বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। ভীষ্ম ও দ্রোণের নিধনানন্তর মহারথ সূতপুত্র পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিবে বলিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে মহতী আশা সমুদিত হইল। তখন তিনি আশ্বস্ত হইয়া ভুজবল অবলম্বন পূর্ব্বক অবিচলিত চিত্তে কর্ণকে কহিলেন, হে সূতপুত্র! আমি তোমার ভুজবলও আমার সহিত পরম সৌহার্দ্দের বিষয় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি। তথাপি তোমাকে এই হিতকর বাক্য কহিতেছি; ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক তোমার যাহা বাসনা হয়, তাহা কর। তুমি অতিশয় বিজ্ঞ ও আমার একমাত্র পরম গতি। আমার সেনাপতি মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তুমি তাঁহাদিগের অপেক্ষাও বলবীর্য্য সম্পন্ন, অতএব তুমি সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হও। ঐ মহাধনুর্দ্ধর মহাবীরদ্বয় বৃদ্ধ ও অর্জ্জুনের অনুকূল ছিলেন। আমি তোমার বচনানুসারেই তাঁহাদিগকে বীর বলিয়া গণনা করিতাম।

মহারথ ভীষ্ম পিতামহ বলিয়াই দশ দিন পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে তুমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই অর্জ্জুন শিখণ্ডীকে অগ্রসর করিয়া মহাবল ভীষ্মকে বিনষ্ট করিয়াছে। পিতামহ সমরশায়ী হইলে, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য তোমার বাক্যানুসারে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বোধ করি, তিনিও শিষ্য বলিয়া পাণ্ডবদিগকে রক্ষা করিতেন। যাহা হউক, অদ্য তিনিও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন। হে কর্ণ! এক্ষণে তোমার ন্যায় অতুলবিক্রম যোদ্ধা আর কেহই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। আমরা নিশ্চয়ই তোমা হইতেই জয়লাভ করিতে সমর্থ হইব। তুমিই পূর্ব্বাপর আমাদিগের হিতানুষ্ঠান করিতেছ। অতএব তুমি আপনাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া সংগ্রামভার বহন কর। তুমি অমরগণের সেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের ন্যায়, আমাদিগের সেনাপতি হইয়া সৈন্যগণকে রক্ষা করত দানব বিঘাতী পুরন্দরের ন্যায় অরাতিগণকে সংহার কর। দৈত্যগণ যেমন পুরুষোত্তম বিষ্ণুকে সন্দর্শন করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, সেইরূপ মহাবীর পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণ তোমাকে সংগ্রামস্থিত অবলোকন করত অমাত্যগণের সহিত পলায়ন করিবে। অতএব সূর্য্যদেব যেরূপ সমুদিত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে তমোরাশি বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ তুমি অসংখ্য সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বিপক্ষগণকে বিনাশ কর। ধনঞ্জয় কদাচ তোমার সম্মুখীন হইয়া সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে না।

অমিততেজা কর্ণ রাজা দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন! পূর্ব্বে আমি তোমায় কহিয়াছিলাম যে, সপুত্র পাণ্ডবগণ ও বাসুদেবকে পরাজয় করিব। যাহা হউক, এক্ষণে অবশ্যই তোমার সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইব। এক্ষণে তুমি অবিচলিতচিত্তে পাণ্ডবদিগকে পরাজিত বলিয়া অবধারণ কর। হে কুরুরাজ! মহাবীর কর্ণ এইরূপ কহিলে, আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন পরম প্রীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ দেবগণের সহিত উত্থিত হইয়া মহাবীর কার্ত্তিকেয়কে সৈনাপত্যে বরণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বিজয়লোলুপ অন্যান্য ভূপতিগণের সহিত সমুত্থিত হইয়া স্বর্ণময় ও মৃণ্ময় পূর্ণকুম্ভ, হস্তী, গণ্ডার ও বৃষভের শৃঙ্গ, নানাবিধ সুগন্ধি ঔষধ এবং সুসংভৃত অন্যান্য উপকরণ দ্বারা ক্ষৌমাচ্ছাদিত তাম্রময় আসনে উপবিষ্ট মহাবল সূতপুত্রকে বিধানানুসারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ সেই বরাসনে উপবিষ্ট কর্ণের স্তুতিবাদ

রুদ্ধিতে লাগিলেন। পরবীরঘাতী মহাবীর কর্ণ এইরূপে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে নিষ্ক, ধন ও গোসমূহ দান করিয়া তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ প্রতিগ্রহ করিলেন। তখন বিপ্রগণ ও বন্দিগণ সূতপুত্রকে কহিলেন, হে নরবর! দিবাকর যেরূপ অভ্যুদিত হইয়া উগ্রতর করজাল বিস্তার পূর্ব্বক অন্ধকার উচ্ছেদ করেন, তদ্রূপ তুমি যুদ্ধস্থলে সানুচর, কৃষ্ণসহায় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে নিপাতিত কর। উলূকগণ যেরূপ দিবাকরের করনিকর নিরীক্ষণ করিতে পারে না, তদ্রূপ সকৃষ্ণ পাণ্ডবগণ তোমার নিক্ষিপ্ত শরসমূহ সন্দর্শন করিতে পারিবে না। দেবরাজ ইন্দ্র অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রণস্থলে অবস্থান করিলে, দানবগণ যেরূপ তাঁহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তোমার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইবে না। হে নরপতে! মহারথ কর্ণ এইরূপে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দিবাকরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! আপনার পুত্র কালপ্রেরিত রাজা দুর্য্যোধন মহাবীর সূতপুত্রকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলশালী কর্ণ প্রভাতে সৈন্যগণকে একত্রিত হইতে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক কৌরবগণের সহিত সমবেত হইয়া তারকাসুর যুদ্ধে দেবগণ পরিবেষ্টিত স্কন্দের ন্যায় শোভমান হইলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়। ১২।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন স্বীয় সহোদরের ন্যায় সুস্নিগ্ধ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক মহাবল সূতপুত্রকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলে, মহাবীর কর্ণ সূর্য্যোদয়কালে সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করত কি করিতে লাগিল? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ। কৌরবেরা মহাবীর সূতপুত্রের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তূর্য্য প্রভৃতি বাদ্যবাদন করত সৈন্যগণকে সুসজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন। তখন রাত্রিশেষে আপনার সেনাগণ মধ্যে সকলে সুসজ্জিত হও, সকলে সুসজ্জিত হও, সহসা এইরূপ শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুঞ্জর, বরূথযুক্ত রথ, সন্নদ্ধ অশ্ব ও পদাতি

সকল সুসজ্জিত হওয়াতে এবং পরস্পর ত্বরাবান্ বোধ করাতে গগন-স্পর্শী ভীষণ শব্দ শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র কর্ণ শ্বেতপতাকাযুক্ত নাগকক্ষকেতু সম্পন্ন বলাকা-সন্নিভ অশ্ব সংযোজিত বিমল আদিত্য সঙ্কাশ এক উচ্চতর রথে আরোহণ করিয়া সুবর্ণালঙ্কৃত শঙ্খ নিনাদিত ও হেমমণ্ডিত শরাসন বিকম্পিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ রথ কনকপৃষ্ঠ শরাসন, তূণীর, অঙ্গদ, শতঘ্নী, কিঙ্কিণী, শক্তি, শূল ও তোমর প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। তখন কৌরবেরা মহাধনুর্দ্ধর সূতপুত্রকে তমোনাশক উদয়মান সূর্য্যের ন্যায় দিব্য রথে সমারূঢ় দেখিয়া ভীষ্মদেব, দ্রোণাচার্য্যও অন্যান্য বীরগণের নিধনজনিত শোক একবারে বিস্মৃত হইলেন। সেই সময় মহাবীর কর্ণ ভীষণ শঙ্খ নিনাদিত করত যোদ্ধৃবর্গকে ত্বরান্বিত করিয়া বিপুল কৌরবসৈন্য লইয়া মকরব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের পরাজয় মানসে তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। ঐ ব্যূহের মুখে কর্ণ নয়নদ্বয়ে মহাবীর শকুনি ও মহাবল উলুক, মস্তকে দ্রোণপুত্র, মধ্যভাগে অসংখ্য সৈন্য পরিবৃত রাজা দুর্য্যোধন, গ্রীবাদেশে তাঁহার ভ্রাতৃগণ, বামপদে নারায়ণীসেনা পরিবেষ্টিত রণদুর্ম্মদ কৃতবর্ম্মা, দক্ষিণপদে মহাধনুর্দ্ধর ত্রিগর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যগণে পরিবারিত সত্যবিক্রম কৃপাচার্য্য, বামপদে পশ্চাদ্ভাগে বিপুলসেনা পরিবৃত মদ্ররাজ শল্য, দক্ষিণ পদের পশ্চাদ্ভাগে সহস্র রথ ও তিন শত মাতঙ্গ সমবেত সত্যসন্ধ সুষেণ এবং পুচ্ছদেশে মহাবলশালী সসৈন্য রাজা চিত্র ও চিত্রসেন নামে দুই সহোদর অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! নরবর কর্ণ এইরূপে সংগ্রামে যাত্রা করিলে, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করত কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! ঐ দেখ, মহাবল কর্ণ বীরগণ রক্ষিত কৌরব সৈন্যগণকে কেমন শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছে, হে পার্থ! ধৃতরাষ্ট্র সৈন্যমধ্যে যে সমুদায় প্রধান প্রধান বীর বিদ্যমান ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিরাই অবশিষ্ট আছে। অতএব তুমি নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তুমি সংগ্রাম করিলে, আমার হৃদয় হইতে দ্বাদশ বৎসর সংস্থিতি শল্য সমুদ্ধৃত হয়। হে ধনঞ্জয়! তুমি এক্ষণে স্বীয় অভিলাষানুরূপ ব্যূহ নির্ম্মাণ কর। হে নরপতে! মহাবীর অর্জ্জুন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণ দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। ব্যূহের বামভাগে বৃকোদর, দক্ষিণভাগে মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন, মধ্যস্থলে

রাজা যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন এবং ধর্ম্মরাজের পৃষ্ঠভাগে মাদ্রীতনয়দ্বয় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় অভিরক্ষিত চক্ররক্ষক পাঞ্চালদেশীয় যুধামন্যু ও উত্তমৌজা অর্জ্জুনের নিকট অবস্থান করিলেন। অবশিষ্ট বর্ম্মধারী ভূপতিগণ স্ব স্ব উৎসাহ ও যত্ন অনুসারে অংশক্রমে সেই ব্যূহ মধ্যে সমবস্থিত হইলেন। হে রাজন্! এই প্রকারে উভয় পক্ষীয় ব্যূহ নির্ম্মিত হইলে, মহাধনুর্দ্ধর কৌরব ও পাণ্ডবগণ সমরার্থ সমুৎসুক হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া মহাবীর কর্ণ নির্ম্মিত ব্যূহ অবলোকন করত পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরও স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যূহিত দেখিয়া কর্ণ ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণকে বিনষ্ট বোধ করিলেন। হে মহারাজ! অনন্তর উভয় পক্ষের সৈন্যমধ্যে শঙ্খ, ভেরী, আনক, দুন্দুভি, ডিণ্ডিম ও ঝর্ঝর প্রভৃতি নানাবিধ বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। তৎকালে জয়াভিলাষী বীরগণের গভীর গর্জ্জন, তুরঙ্গমগণের হ্রেষারব, হস্তিগণের বৃংহিত শব্দ ও রথনেমির নির্ঘোষ শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইল। মহাধনুর্দ্ধর কবচধারী সূতপুত্রকে ব্যূহমুখে অবস্থান করিতে দেখিয়া কৌরবপক্ষীয় কোন বীরই দ্রোণ বিনাশজনিত দুঃখ অনুভব করিল না। ঐ সময় প্রহৃষ্ট নরসমাকুল উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পরকে সংহার করিবার বাসনায় সমরে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পরকে সন্দর্শন করত সৈন্যগণমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে বোধ হইল যেন, সেই উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ নৃত্য করিতেছে। মহারাজ! এই প্রকারে সৈন্যগণ পরস্পর মিলিত হইলে, মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ সংগ্রাম বাসনায় পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে বিনির্গত হইতে লাগিলেন। অনন্তর হস্তী, অশ্ব ও রথিগণ পরস্পর সংহার করত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

—*—

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৩।

হে মহারাজ! তখন সেই প্রহৃষ্ট হস্ত্যশ্বনর সমাকুল দেবাসুর সৈন্যতুল্য উভয়পক্ষীয় সৈন্য সকল পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ভীষণ পরাক্রম রথী, অশ্বারোহী, গজারোহী, ও পদাতি সকল পরস্পরকে প্রাণ ও পাপ বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

প্রধান প্রধান যোধগণ অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল, ক্ষুরপ্র, অসি, পট্টিস ও পরশু দ্বারা চন্দ্রার্কসমপ্রভ, পদ্মগন্ধি নরমস্তক সকল ছেদন করিলেন। আয়ুধ ও অঙ্গদযুক্ত বাহুসকল ধরণী তলে নিপতিত হইয়া সুশোভিত অঙ্গুলিতল দ্বারা গরুড়বিধ্বস্ত পঞ্চাস্য ভুজঙ্গ সমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। স্বর্গবাসীরা যেমন পুণ্যক্ষয় কালে বিমান হইতে পতিত হন, সেইরূপ বীরপুরুষগণ শত্রুহস্তে নিহত হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিল। বহুতর বীর গুরুতর গদা, পরিঘ ও মুষল দ্বারা শত্রুপক্ষীয় বীরগণকে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ! সেই ভয়াবহ সঙ্কুল যুদ্ধে রথিগণ রথিগণকে কুঞ্জরগণ কুঞ্জরগণকে, অশ্বারোহীগণ অশ্বারোহীগণকে, নিপীড়িত করিতে লাগিল। রথসমূহদ্বারা নরগণ, হস্তিগণদ্বারা রথসমূহ, পত্তিগণদ্বারা অশ্বারোহীগণও অশ্বারোহিগণদ্বারা পদাতিগণ যুদ্ধে নিহত হইয়া শয়ন করিতে লাগিল। কখন মাতঙ্গগণ রথী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণকে, কখন পদাতিগণ রথী, অশ্বারোহী ও হস্ত্যারোহিগণকে, কখন অশ্বগণ রথ, পদাতি ও কুঞ্জরগণকে সংহার করিতে লাগিল। এইরূপে পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণ শত্রুপক্ষীয় পদাতি, অশ্বারোহী ও রথিগণের হস্ত, পাদ ও নানাবিধ অস্ত্র সকল ছেদন পূর্ব্বক তুমুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

হে রাজন! এই প্রকারে সেই সমুদায় সৈন্য পরস্পরের শরাঘাতে যৎপরোনাস্তি নিপীড়িত হইলে, মহাবাহু ভীমসেন প্রমুখ পার্থগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদেয়গণ, প্রভদ্রকগণ, সাত্যকি ও চেকিতান দ্রাবিড়দেশীয় সৈন্যগণ এবং ব্যূহাবৃত পাণ্ড্য, চোল, কেরলগণ সমভিব্যাহারে অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণের প্রতি অভিক্রুত হইলেন! তখন বিশালবক্ষা, দীর্ঘবাহু, উন্নতদেহ, পৃথুলোচন, রক্তদন্ত, মত্তমাতঙ্গ বিক্রম, বিচিত্র বস্ত্রাচ্ছন্ন, গন্ধচূর্ণাবৃতাঙ্গ, বদ্ধখড়্গ, পাশপাণি, উভয় পক্ষীয় হস্ত্যারোহী ও সমরপ্রিয়, চাপতূণীরধারী, দীর্ঘকেশ, পরাক্রান্ত পদাতি এবং মহাবল পরাক্রান্ত ভীষণ অশ্বারোহীগণ জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পরস্পর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল। চেদি, পাঞ্চাল, কেকয়, করূষ, কোশল, কাঞ্চি ও মগধদেশীয় বীরগণ দ্রুতবেগে যুদ্ধার্থ ধাবমান হইল। তাহাদিগের রথী, মাতঙ্গ, ও প্রধান প্রধান পদাতিগণ নানাবিধ বাদ্যোদ্যমে নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া হাস্য করত নৃত্য করিতে লাগিল। তখন মহাবলপরাক্রান্ত বৃকোদর মহামাত্রগণে পরিবৃত ও গজারূঢ় হইয়া সেনা মধ্য হইতে কুরুসেনার প্রতি অভিক্রুত হইলেন। তাঁহার যথাবিধি

সজ্জিত ভীষণাকার মাতঙ্গ উদিত সূর্য্য উদয়াচল শিখরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইল। সেই গজবরের অপূর্ব্ব রত্নখচিত লৌহময় উৎকৃষ্ট তনুত্রাণ শারদীয় নক্ষত্র বিরাজিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তোমরধারী ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই গজরাজের উপর অবস্থান পূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় স্বীয় তেজঃ প্রভাবে অরাতিগণকে সন্তাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি এক ভীষণ কুঞ্জরে আরোহণ পূর্ব্বক দূর হইতে সেই গজরাজকে সন্দর্শন করত প্রহৃষ্ট চিত্তে তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সেই ক্রমবান্ মহাশৈলদ্বয় তুল্য মহাকায় কুঞ্জরদ্বয়ের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ মাতঙ্গদ্বয় সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলে, গজারোহি বীরদ্বয় ও তীক্ষ্ণ সূর্য্যরশ্মি সদৃশ তোমর দ্বারা পরস্পরকে সমাহত করত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং তৎপরে কুঞ্জর হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক শরাসন গ্রহণ করিয়া মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করত পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের সিংহনাদ, আস্ফোটন ও শর শব্দে সকলেই আনন্দিত হইল। অনন্তর মহাবলশালী বীরদ্বয় বায়ু বিকম্পিত, পতাকা শোভিত উদ্যতশুণ্ড গজদ্বয় দ্বারা সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, এবং পরস্পর পরস্পরের কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক প্রাবৃটকালীন বারিধারাবর্ষী বারিদদ্বয়ের ন্যায় শক্তি ও তোমর নিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবলশালী ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমসেনের উরঃস্থলে এক তোমর প্রহার করত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং তৎপরে পুনরায় অতি বেগ সহকারে দৃঢ় তোমর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ক্রোধ সন্তপ্ত মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই অঙ্গসমাশ্রিত সপ্ত তোমর দ্বারা সপ্তাশ্ব যুক্ত সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং পরম যত্ন-সহকারে সেই শত্রুর প্রতি এক সূর্য্যপ্রভ লৌহনির্ম্মিত তোমর নিক্ষেপ করিলেন। কুলূতরাজ ক্ষেমধূর্ত্তি শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক দশ শরে তাঁহার সেই তোমর ছেদন করত ছয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ভীম পরাক্রম ভীমসেন এক মেঘ গম্ভীর নিস্বন শরাসন আকর্ষণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করত শর নিকর দ্বারা তাঁহার মাতঙ্গকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। কুলূতরাজের কুঞ্জর ভীমসেনের শর সমূহে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পবনেরিত মেঘের ন্যায় যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতে পারিল না। তখন বায়ুসঞ্চালিত জলধর যেরূপ পুরোধরের অনুগামী

হুর; তদ্রূপ ভীমসেনের মাতঙ্গ সেই কুঞ্জরের অনুগমন করিতে লাগিল। মহাপ্রতাপবান্ ক্ষেমধূর্ত্তি তদ্দর্শনে স্বীয় মাতঙ্গকে নিবারণ পূর্ব্বক ভীমসেনের ধাবমান কুঞ্জরকে শরবিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবলশালী ভীমসেন আনতপর্ব্বত শরদ্বারা ক্ষেমধূর্ত্তির চাপচ্ছেদন পূর্ব্বক মাতঙ্গের সহিত তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর কুলুতরাজ তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া ভীমসেনকে বিদ্ধ করত এক সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা তদীয় কুঞ্জরের সর্ব্বাঙ্গ ভেদ করিলেন। গজবর ক্ষেমধূর্ত্তির শর প্রহারে ভূতলশায়ী হইল। মহাবীর ভীমসেন গজ পতনের পূর্ব্বেই লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তিনিও তৎকালে ক্ষেমধূর্ত্তির মাতঙ্গকে গদাপ্রহার দ্বারা চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ক্ষেমধূর্ত্তি সেই নিহত হস্তী হইতে লম্ফপ্রদান করিয়া শরাসন সমুদ্যত করত আগমন করিতে লাগিলেন। সমর নিপুণ ভীমসেন তাহার উপর গদা প্রহার করিলেন। তখন মহাবীর খড়্গহস্ত ক্ষেমধূর্ত্তি ভীমসেনের সেই ভীষণ গদা প্রহারে গতাসু ও গজসমীপে নিপতিত হইয়া বজ্রভগ্ন অচল সমীপবর্ত্তী বজ্রহত সিংহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। হে রাজন্! তৎকালে আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ সেই কুলুতকুল সম্ভূত মহানুভব ক্ষেমধূর্ত্তিকে নিহত অবলোকন করত সাতিশয় ব্যথিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ১৪।

মহারাজ! অনন্তর ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বীরপ্রবর কর্ণ নতপর্ব্ব শরনিকর বর্ষণ করত পাণ্ডব সেনাগণকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবযোধগণও রোষপরবশ হইয়া কর্ণের সম্মুখেই কৌরব সেনাগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। তখন সূর্য্য সমপ্রভ সূর্য্যনন্দন কর্ণ কর্ম্মার পরিমার্জ্জিত নারাচরাজি দ্বারা পাণ্ডবসেনা সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। মাতঙ্গগণ সূতপুত্রের সেই সমস্ত নারাচ প্রহারে সাতিশয় ব্যথিত, বিষণ্ণ ও অবসন্ন হইয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ করত ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডবসেনাগণ কর্ণের সেই সমস্ত নারাচ প্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে, মহাবীর নকুল মহারথ কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ভীমসেন ভীমকর্ম্মা অশ্বত্থামার ও মহাবীর সাত্যকি কেকয়দেশীয় বিন্দ ও

অনুবিন্দের নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে রাজা চিত্রসেন শ্রুত-কর্ম্মার, প্রতিবিন্ধ্য বিচিত্র ধ্বজ শরাসন সম্পন্ন চিত্রের, দুর্য্যোধন ধর্ম্ম-পুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের, বীরবরাগ্রগণ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্য্যের, অরাতি নিপাতন শিখণ্ডী কৃতবর্ম্মার, মহাবীর শ্রুতকীর্ত্তি শল্যের ও বিক্রমশালী মাদ্রী-নন্দন সহদেব স্বদীয় পুত্র দুঃশাসনের সহিত যুদ্ধার্থ মিলিত হইলেন। তখন কেকয়দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ সাত্যকির প্রতি ও মহাবীর সাত্যকিও সেই সংক্রুদ্ধ বীরদ্বয়ের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ মাতঙ্গদ্বয় বিপক্ষ মাতঙ্গোপরি দন্তাঘাত করে, তদ্রূপ কেকয়দেশীয় ভ্রাতৃদ্বয় যুযুধানের বক্ষঃস্থলে সুদৃঢ় শর প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন সাত্যকি হাস্য সহকারে শরবর্ষণ দ্বারা চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন ও তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। তখন সেই ভ্রাতৃদ্বয় সাত্যকিশরে নিবারিত হইয়া রোষভরে শরজাল বর্ষণ করত তদীয় রথ সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর সমরবিশারদ শিনিপুঙ্গব সাত্যকি তদ্দর্শনে সেই বীরদ্বয়ের শরাসন ছেদন করত সুতীক্ষ্ণ শর বর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। তখন সেই ছিন্নশরাসন ভ্রাতৃদ্বয় সত্বর অন্য শরাসন গ্রহণ করত সাত্যকিকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাহা-দিগের সেই সমস্ত কঙ্কপত্র সুশোভিত হেমমণ্ডিত শরনিকর দশদিক আলোকময় করিয়া নিপতিত হইতে লাগিল, এবং ক্ষণকাল মধ্যে সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের শরজাল দ্বারা সংগ্রাম ভূমি তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অনন্তর সাত্যকি সেই বীরদ্বয়ের ও সেই ভ্রাতৃদ্বয় সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সমর-বিশারদ যুযুধান্ সত্বর অন্য চাপ গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ করত সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রান্ত দ্বারা অনুবিন্দের শিরশ্ছেদন করিলেন। রণ বিনষ্ট শম্বরাসুরের মস্তকের ন্যায় সেই অনুবিন্দের কুণ্ডল শোভিত ছিন্ন মস্তক ভূতলে নিপতিত হইল। কেকয়গণ অনুবিন্দের তদবস্থা অবলোকন করত অসীম শোকার্ণবে নিমগ্ন হইলেন।

হে রাজন্! অনন্তর মহারথ বিন্দ ভ্রাতাকে নিহত দর্শন করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন; এবং অবিলম্বে শরাসন জ্যাযুক্ত করিয়া শর-নিকর বর্ষণ দ্বারা শিনিপুঙ্গব সাত্যকিকে নিবারণ করত সত্বরে সুবর্ণ-পুঙ্খ নিশিত ষষ্টি শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করত পুনর্ব্বার তাহার বাহু ও উরূপরি অসংখ্য বিশিখ শায়ক সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সত্যসন্ধ সাত্যকি বিন্দের সেই সমস্ত শর প্রহার দ্বারা ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া পুষ্পরাজি সুশোভিত কিংশুক

তক্ষর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকি কৈকেয় শরে বিদ্ধ হইয়া হাস্যসহকারে অবিলম্বে পঞ্চবিংশতি সুতীক্ষ্ণ শরে কেকয়কে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পরের উৎকৃষ্ট আয়ুধ সকল দ্বিখণ্ড ও অশ্ব এবং সারথিকে নিহত করিয়া শত চন্দ্র সুশোভিত চর্ম্ম এবং অসি গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিলেন, এবং পরস্পর মণ্ডলাকারে বিচরণ করত সত্বরে অসি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের বিনাশ সাধনে যত্ন পরায়ণ হইলেন। তাঁহারা খড়্গাধারণ পূর্ব্বক দেবাসুর সংগ্রামকালীন খড়্গাধারী জম্বাসুর ও পুরন্দরের ন্যায় শোভমান হইলেন। ক্ষণকাল মধ্যে বীরপ্রবর সত্য বিক্রম সাত্যকি অসি প্রহারে কেকয় রাজের সুন্দর চর্ম্ম দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই ছিন্নচর্ম্ম মহাবীর বিন্দ রোষপরবশ হইয়া যুযুধানের শত শত তারানিকর সঙ্কুল চর্ম্ম ছেদন করত কখন মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ, কখন বা গমন ও প্রত্যাগমনাদি দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সত্যসন্ধ দৃঢ় বিক্রম সাত্যকি অবিলম্বে শক্রহস্তে সেই রণবিহারী বিন্দকে দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন বর্ম্মধারী বিন্দ ছিন্ন হইয়া বজ্রাহত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। এইরূপে মহাবীর সাত্যকি কেকয় রাজাকে সংহার করত অবিলম্বে যুধামন্যুর রথে আরোহণ করিলেন। পরে অন্য এক সুসজ্জিত রথে আরোহণ করত তীক্ষ্ণ শরজালে কেকয় সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ যুযুধানের শরাঘাতে ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

—০:০—

পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৫।

হে রাজন্! পরে মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা রোশ পরবশ হইয়া পঞ্চাশৎ শরে মহারাজ চিত্রসেনকে আহত করিলেন। তখন অভিসার রাজা চিত্রসেন নতপর্ব্ব নব বাণে শ্রুতকর্ম্মারে নিপীড়ন ও পাঁচ বাণে তদীয় সারথিকে বিদ্ধ করিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বীর প্রধান শ্রুতকর্ম্মা তদ্দর্শনে সাতিশয় রোষ পরবশ হইলেন এবং নিশিত নারাচ দ্বারা সেনাগ্র বর্ত্তী চিত্রসেনের মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর চিত্রসেন তদীয় নারাচাস্ত্রে অতিমাত্র আহত হইয়া হতচেতন ও ও মূর্চ্ছিত হইলেন। তুখন মহাযশস্বী শ্রুতকীর্ত্তি সত্বর নবতি বাণে শ্রুতকর্ম্মারে সমাচ্ছন্ন করিয়া

ফেলিলেন। অনন্তর মহাবীর চিত্রসেন সংজ্ঞা লাভ করিয়া নিশিত ভল্লাস্ত্রে শ্রুতকর্ম্মার শরাশন ছেদন করত সাত বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু শ্রুতকর্ম্মা অবিলম্বে হেমমণ্ডিত অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক শরজাল বর্ষণ দ্বারা চিত্রসেনকে বিচিত্র চিত্রিত করিলেন। চিত্রমালাধর চিত্রসেন ভূপতি শ্রুতকর্ম্মার শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া গোষ্ঠীমধ্যস্থিত মহাবৃষভের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন তিনি শ্রুতকর্ম্মারে তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া নারাচ দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর শ্রুতকর্ম্মা সেই চিত্রসেন বিনির্ম্মুক্ত ভীষণ নারাচাঘাতে গৈরিক বর্ণ রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া গৈরিক ধাতুবিস্রাবী অচলের ন্যায় ও কুসুমনিকর সুশোভিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর তিনি সত্বর চিত্রসেনের শত্রু নিবারণ শরাসন ছেদন করত তাঁহারে তিনশত নারাচাস্ত্রে সমাচ্ছন্ন করিয়া শরধারা বর্ষণ করত তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। এবং অবিলম্বে এক সুশাণিত ভীষণ ভল্লদ্বারা তাঁহার শিরস্ত্রাণশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন চিত্রসেনের মস্তক নভোমার্গ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে ধরানিপতিত চন্দ্রমার ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। যোধগণ তাঁহাকে নিহত দর্শন করিয়া মহাবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা প্রলয় কালীন ভূত সংহারক রোষাবিষ্ট প্রেতরাজের ন্যায় নিতান্ত ক্রোধ পরতন্ত্র হইয়া বাণবর্ষণ দ্বারা যোধগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। যোধগণ সেই কালান্তক সদৃশ শ্রুতকর্ম্মার শরপ্রহারে একান্ত নিপীড়িত হইয়া দাবাগ্নিদগ্ধ গজযূথের ন্যায় ইতস্তত ধাবমান হইতে লাগিল। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা তাহাদিগকে শত্রুপরাজয়ে নিরুৎসাহ অবলোকন করত অনবরত তাহাদিগের উপর সুশাণিত শররাজি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! তৎকালে মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য চিত্রকে পাঁচবাণে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও তিনশরে সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু চিত্র তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া প্রতি বিন্ধ্যের বাহু ও উরুদেশে কঙ্কপত্র বিরাজিত সুশাণিত স্বর্ণপুঙ্খ নয়ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য শরাঘাতে চিত্রের কোদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার উপর নিশিত পাঁচবাণ নিক্ষেপ করিলেন। অরিবিঘাতী চিত্র প্রতিবিন্ধ্যের শর প্রহারে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া হেমঘণ্টা সমলঙ্কৃত অগ্নিশিখা সদৃশ ভীষণ শক্তি গ্রহণ করত তদুপরি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সেই

মহোল্কা সদৃশ ভীষণ শক্তিকে মহাবেগে আগমন করিতে দর্শন করিয়া অবলীলাক্রমে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই চিত্রনির্ম্মুক্ত বিচিত্র শক্তি দ্বিধা ছিন্ন হইয়া প্রলয়কালীন সর্ব্বভূত ভয়প্রদ অশনির ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। বীরপ্রবর চিত্র স্বীয় শক্তিকে ব্যর্থ নিরীক্ষণ করত সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইলেন এবং অবিলম্বে হেমমণ্ডিত ভীষণ গদা গ্রহণ করিয়া প্রতিবিন্ধ্যের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই মহাগদা নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র প্রতি বিন্ধ্যের অশ্ব, সারথি ও রথ চূর্ণ হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য সেই ভগ্নরথ হইতে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং স্বর্ণভূষিত মহাশক্তি চিত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল চিত্র সহসা সেই প্রতিবিন্ধ্য নিক্ষিপ্ত মহাশক্তি গ্রহণ করত উহা তাহারই প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ শক্তি নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র প্রতিবিন্ধ্যের দক্ষিণ বাহু বিদীর্ণ করিয়া বজ্রের ন্যায় রণক্ষেত্র উদ্ভাসিত করত নিপতিত হইল। তখন মহাবীর প্রতিবিন্ধ্য ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া চিত্রের বিনাশ বাসনায় এক ভীষণ তোমর গ্রহণপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিলেন। তোমর নিক্ষিপ্ত হইয়া চিত্রের বর্ম্ম ও হৃদয় ভেদ করিয়া ভীষণ ভুজঙ্গের বিলপ্রবেশের ন্যায় ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ চিত্র তোমরাঘাতে সমাহত হইয়া পরিঘাকার পীন বাহু দ্বয় বিস্তার করত সমরশায়ী হইলেন। কৌরব সৈন্যগণ চিত্রসেনকে নিহত দেখিয়া দ্রুতবেগে প্রতিবিন্ধ্যের প্রতিধাবমান হইলেন, এবং কিঙ্কিণীজালজড়িত শতঘ্নী ও বিবিধ শর নিকর বর্ষণকরত জলধর যেরূপ সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহাকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। মহাবাহু প্রতিবিন্ধ্যও অসুর বিঘাতী বজ্রধরের ন্যায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সেই সমস্ত সৈন্যগণকে নিপীড়িত ও বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ প্রতিবিন্ধ্য শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হওয়াতে বাতাহত ঘনঘটার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিদ্রাবিত হইতে লাগিল। এইরূপে কৌরব সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন পরায়ণ হইলে মহাবীর অশ্বত্থামা একাকী মহাবাহু ভীমসেনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন দেবাসুর সংগ্রাম কালীন বৃত্রাসুরের ও পুরন্দরের যেরূপ যুদ্ধ হইয়া ছিল, সেই বীরদ্বয়ের তদ্রূপ ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

—০—

ষোড়শ অধ্যায়। ১৬।

হে রাজন্! মহাবীর দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা ত্বরান্বিত হইয়া অস্ত্র-নৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রথমতঃ ভীমসেনকে নিশিত নবতি শর বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে নবতিশর নিক্ষেপ করিলেন। ভীম-সেন দ্রোণতয়ের নিশিত শর নিকরে সমাচ্ছন্ন ও রশ্মিমান্ দিবাকরের ন্যায় সুশোভিত হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি দশ সহস্র সায়ক পরিত্যাগ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দ্রোণতনয় শরসমূহ দ্বারা তদীয় শরজাল নিবারণ পূর্ব্বক ভীমসেনের ললাটে নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ভীমসেন সেই অশ্বত্থামা নিক্ষিপ্ত নারাচ ললাটদেশে ধারণ করিয়া অরণ্য-চারী মত্ত খড়্গীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি বিস্ময়া-বিষ্ট হইয়াই যেন অশ্বত্থামার ললাটে তিন নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা সেই ললাটস্থ শরত্রয় দ্বারা বর্ষাভিক্ত ত্রিশৃঙ্গ অচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি বৃকোদরের উপর বারংবার শত শত শর নিক্ষেপ করিয়াও বায়ু যেরূপ পর্ব্বতকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, সেই রূপ মহাবীর পাণ্ডুতনয়কে কোনরূপেই কম্পিত করিতে সমর্থ হইলেন না! ভীমসেনও শত শত নিশিত শরে অশ্বত্থামাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন না। এই প্রকারে সেই রথারূঢ় মহারথদ্বয় শর সমূহে পর-স্পরকে সমাচ্ছন্ন করত লোকক্ষয়কর দিবাকর দ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা পরস্পর আক্রমণ ও প্রতিকারার্থ যত্নবান্ হইয়া অসংখ্য শর বর্ষণ দ্বারা দংষ্ট্রায়ুধ ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় সমরাঙ্গনে বিচরণকরিতে লাগিলেন। সেই বীরদ্বয় প্রথমত শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া জলদ জালাবৃত চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। পরে মুহূর্ত্ত মধ্যে পরস্পর শরজাল নিরাকৃত করিয়া মেঘজাল বিনির্গত মঙ্গল ও বুধ গ্রহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই ভীষণ সংগ্রাম সময়ে অশ্বত্থামা বৃষ্টি ধারায় পর্ব্বতের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শরধারায় ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে আপনার দক্ষিণ ভাগে স্থাপিত করিলেন। ভীম শক্রর এই বিজয় লক্ষণ কোনরূপেই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি অশ্বত্থামার দক্ষিণভাগ হইতেই মণ্ডল-গতি অতিপ্রত্যাগতি সকলের বিভাগক্রমে তাহার প্রতিকার করিতে লাগি-লেন। মণ্ডলস্থান ও বিবিধমার্গ পরিভ্রমণ করত সেই পুরুষ সিংহ দ্বয়ের ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়েই পূর্ণায়ত শরাসন হইতে শর বিসর্জ্জন

করত পরস্পরের বধে সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন, এবং পরস্পরকে বিরথ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহারথ অশ্বত্থামা মহাস্ত্র সকল প্রাদুর্ভূত করিলে, ভীমসেন তদ্রূপ অস্ত্র দ্বারাই সেই সমস্ত নিবারিত করিলেন। হে রাজন্! অনন্তর প্রলয় কালে গ্রহগণের যেরূপ ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ তাঁহাদের উভয়ের ঘোরতর অস্ত্রযুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে ভারত! সেই সমস্ত শর আপনার সৈন্যের চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইয়া দিক্ সকল সমুদ্ভাষিত করিতে লাগিল। প্রজা সংক্ষয় কালীন যুদ্ধে নভোমণ্ডল যেরূপ উল্কাপাত দ্বারা আবৃত হইয়াছিল, ভীমসেন ও অশ্বত্থামার যুদ্ধে শর দ্বারা তদ্রূপ সমাচ্ছন্ন হইল। হে ভারত! সেই সময়ে শর সমূহের পরস্পর আঘাত দ্বারা অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উত্থিত হইয়া উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই রণস্থলে সিদ্ধ পুরুষগণ সমাগত হইয়া এই কথা কহিলেন, এই যুদ্ধ সকল যুদ্ধকেই অতিক্রম করিয়াছে। অন্যান্য যুদ্ধ ইহার ষোড়শাংশের তুল্য হইবে না। ঈদৃশ যুদ্ধ আর কখন ঘটিবে না। অহো! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কুমার উভয়ে অসাধারণ জ্ঞান, পরাক্রম ও শৌর্য্যসম্পন্ন। অহো! ভীমসেনের কি অতুল পরাক্রম, অশ্বত্থামার কি অস্ত্র প্রয়োগ নিপুণতা, ইহাদিগের কি আশ্চর্য্যবীর্য্য সারল্য, কি সৌষ্ঠব। এই নরশার্দ্দূল বীরদ্বয়কে সংগ্রামে কালান্তক যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর রূপে অবস্থিতি দেখিয়া বোধ হয়, রুদ্রদ্বয়, ভাস্করদ্বয়, কি কালান্তক যমদ্বয় রণস্থলে বিচরণ করিতেছেন। সিদ্ধগণের এই বাক্য মুহুর্মুহু শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল, এবং সমবেত সুরগণের সিংহনাদ হইতে লাগিল। সিদ্ধ ও চারণগণ সেই বীরদ্বয়ের অদ্ভুত কর্ম্ম অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন দেবগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ ভীমসেন ও অশ্বত্থামার এই অচিন্তনীয় অদ্ভুত কর্ম্ম অবলোকন করিয়া ইহাদিগের বহুতর প্রশংসা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সমরে পরস্পর কৃতাপরাধ সেই বীরদ্বয় ক্রোধভরে লোচনদ্বয় উৎক্ষেপণ পূর্ব্বক পরস্পর নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, এবং ক্রোধভরে আরক্তলোচন ও কম্পিতাধর হইয়া দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ ও ওষ্ঠাধর দংশন করত শররূপ বারি ও শস্ত্র প্রভারূপ বিদ্যুৎযুক্ত মেঘ স্বরূপ হইয়া শরনিকর বর্ষণ দ্বারা পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সেই মহাসংগ্রামে সেই মহাবীরদ্বয় শর দ্বারা পরস্পরের ধ্বজ, সারথি ও অশ্বগণ বিদ্ধ করিয়া পরস্পরকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পরের বধাভিলাষী হইয়া ক্রোধভরে শর গ্রহণপূর্ব্বক অবিলম্বে পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন! হে মহারাজ! বজ্রবেগগামী বীরদ্বয় পরস্পর

সন্নিহিত হইয়া চমুমুখে পরস্পরকে আঘাত করিলেন! তাঁহারা পরস্পরের আঘাতে অতিমাত্র আহত হইয়া রথোপরি নিপতিত হইলেন! হে মহারাজ! অনন্তর সারথি, সমুদয় সৈন্যগণের সমক্ষে অশ্বত্থামাকে অচেতন দেখিয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। এই প্রকার ভীমসেনের সারথিও শত্রুতাপন ভীমসেনকে সমরে মুহুর্মুহু অচেতন হইতে দেখিয়া তাঁহাকে রথে লইয়া প্রস্থান করিল।

সপ্তদশ অধ্যায়। ১৭।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সংসপ্তক সৈন্য ও অশ্বত্থামার সহিত অর্জ্জুনের এবং অন্যান্য ভূপতিগণের সহিত পাণ্ডবদিগের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর!

হে রাজন্! শত্রুগণের সহিত বীরগণের দেহ ও প্রাণ বিনাশকর যে প্রকার সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পার্থ অর্ণবসন্নিভ সংসপ্তক সৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মহাবায়ু যেরূপ সমুদ্রকে বিলোড়িত করে, তদ্রূপ সেই সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। এবং ভল্ল সমূহ দ্বারা বীরগণের নেত্র, দশন ও ভ্রূযুক্ত পূর্ণচন্দ্র প্রভ মস্তক সকল ছেদন করিয়া যেন নালশূন্য নলিনীদ্বারা পৃথিবীকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। হে রাজন্! সংগ্রামে ধনঞ্জয় শত্রুগণের আয়ত পৃষ্ঠ শস্ত্র ও তলত্রযুক্ত অগুরু চন্দন ভূষিত পঞ্চাস্য ভুজঙ্গ সদৃশ বাহুসকল ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অশ্ব, সারথি, ধ্বজ, শরাসন, শর ও হস্ত, সমস্ত ভল্ল সমূহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ ছেদন করিতে লাগিলেন। আরোহির সহিত সহস্র সহস্র রথ, হস্তী ও হয়গণকে বহু সহস্র শর দ্বারা সমনভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখন সংসপ্তকগণের প্রধান প্রধান বীরগণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুষ্পবতী গাভীর নিমিত্ত কোপাবিষ্ট বৃষভেরা যেমন গর্জ্জন করিতে করিতে প্রতিদ্বন্দ্বী বৃষভের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ ধনঞ্জয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং বৃষভগণ যেমন শৃঙ্গদ্বারা অপর বৃষভকে তাড়িত করে, তদ্রূপ শর নিকর দ্বারা ধনঞ্জয়কে আঘাত করিতে লাগিলেন। ত্রৈলোক্য বিজয় কালে দেবরাজের সহিত দৈত্যগণের যে প্রকার লোমাঞ্চকর ঘোর সংগ্রাম হইয়াছিল, অর্জ্জুনের সহিত ঐ বীরগণের তদ্রূপ যুদ্ধ হইতে লাগিল। অর্জ্জুন স্বীয় অস্ত্রদ্বারা শত্রুগণের চতুর্দ্দিক হইতে নিপতিত অস্ত্র

সমুদয় নিবারণপূর্ব্বক অবিলম্বে বহুশর বর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। তখন শত্রুগণের ভয়বর্দ্ধন ধনঞ্জয় প্রবল সমীরণ কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন মহামেঘের ন্যায় বিপক্ষগণের রথ সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দর্শকগণের বিস্ময়োৎপাদন করত একাকী সহস্র সহস্র মহারথের কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত রথের ত্রিবেণু, চক্র, অক্ষ, ধ্বজ, যোক্ত্র, প্রগ্রহ, বর্ম্ম, কূবর, যুগ, অক্ষাগ্রমণ্ডল, অশ্ব, সারথি, ও তূণীর, প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গই ছিন্ন হইল। তখন সিদ্ধ, দেবর্ষি ও চারণগণ তাঁহারে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবদুন্দুভি সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণার্জ্জুনের মস্তকোপরি অনবরত পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল, এবং এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, যে বীরদ্বয় সতত চন্দ্র, অগ্নি ও অনিলের কান্তি ধারণ করেন, তাঁহারাই কৃষ্ণার্জ্জুন; ইহাঁরাই ভূতশ্রেষ্ঠ নারায়ণ; এক রথস্থ এই বীরদ্বয় ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের ন্যায় অজেয়।

হে ভারত! এই অত্যাশ্চর্য্য বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করত দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা একান্ত যত্নপরায়ণ হইয়া অর্জ্জুনের সম্মুখীন হইলেন, এবং হাস্য মুখে সশর হস্তদ্বারা সেই শরবর্ষী অর্জ্জুনকে আহ্বান করিয়া কহিলেন; হে বীর! যদি তুমি আমাকে তোমার উপযুক্ত অতিথি বোধ করিয়া থাক, তাহা হইলে বিশেষ রূপে সংগ্রামরূপ আতিথ্য প্রদান কর। অর্জ্জুন সহসা দ্রোণতনয় কর্ত্তৃক এইরূপে সংগ্রামে আহূত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করত জনার্দ্দনকে কহিলেন, হে বাসুদেব! আমি সংসপ্তকগণকে বধ করিব; কিন্তু এক্ষণে অশ্বত্থামা আমাকে আহ্বান করিতেছেন; অতএব তুমি ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিয়া যদি অশ্বত্থামাকে আতিথ্য প্রদানই বিহিত হয়, তবে অগ্রে তাহাই সম্পাদন কর।

হে রাজন্! তখন মহামতি কেশব ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বায়ু যেরূপ শতশক্রকে যজ্ঞস্থানে আনয়ন করে, তদ্রূপ সংগ্রামাহূত অর্জ্জুনকে অশ্বত্থামার অভিমুখে উপস্থিত করিলেন এবং আচার্য্যপুত্রকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন; হে দ্রোণপুত্র! এক্ষণে তুমি সুস্থির হইয়া প্রহার কর। উপজীবিগণের ভর্তৃপিণ্ড পরিশোধের সময় সমপুস্থিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বিবাদ সূক্ষ্ম, কিন্তু ক্ষত্রিয়দিগের জয় পরাজয় স্থূল। তুমি মোহবশতঃ ধনঞ্জয়ের নিকট যে আতিথ্য প্রার্থনা করিতেছ, এক্ষণে তাহা লাভের নিমিত্ত সুস্থির চিত্তে সংগ্রাম কর।

অনন্তর মহারথ আচার্য্যপুত্র মহাত্মা কেশবের এই সমস্ত বচনপরম্পরা

শ্রবণ করত তথাস্তু বলিয়া বাসুদেবকে ষষ্টিশরে ও ধনঞ্জয়কে নারাচত্রয়ে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তিন বাণে দ্রোণপুত্রের শরাসন ছেদন করিলেন। দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ছিন্ন শরাসন হইয়া অবিলম্বে অন্য ভীষণ কোদণ্ড গ্রহণ করত তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া নিমেষমধ্যে তিন শত শরে কৃষ্ণকে ও সহস্র শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন; পরে চরণদ্বয় সুস্থিত করিয়া সাতিশয় যত্ন সহকারে ধনঞ্জয়ের প্রতি সহস্র সহস্র শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। যোগবলে তদীয় তূণীর, শরাসন, জ্যা, বাহু, বক্ষস্থল, মুখ, নাসিকা, নেত্র, কর্ণ, মস্তক, লোমকূপ, ও অন্যান্য অঙ্গ ও রথধ্বজ হইতে শরসমূহ নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। সেই মহাশরজালে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সমাচ্ছন্ন হইলে, অশ্বত্থামা অতীব আনন্দসহকারে মেঘগম্ভীর নিস্বনে ভীষণ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন অরিনিসূদন ধনঞ্জয় মহাবল অশ্বত্থামার সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া কেশবকে কহিলেন, হে মাধব! আচার্য্যপুত্রের অত্যাশ্চর্য্য দর্শন কর। আমরা শরনিকরে পরিবৃত হইয়াছি বলিয়া উনি আমাদিগকে নিহতজ্ঞান করিতেছেন। যাহা হউক, আমি শিক্ষাবলে সত্বরই উহার অভিলাষ ব্যর্থ করিতেছি, এই বলিয়া সহস্র রশ্মি যে রূপ নীহাররাশি বিধ্বস্ত করেন, তদ্রূপ দ্রোণপুত্র নিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর ত্রিধা ছেদন করত নিপাতিত করিলেন, এবং অবিলম্বে উগ্রতর শরনিকর বিকীর্ণ করিয়া, সারথি, রথ, ধ্বজ, পদাতি ও কুঞ্জরের সহিত সংশপ্তকগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই সমরক্ষেত্রে যে যে ব্যক্তি যে যেরূপে অবস্থিত ছিল, সকলেই আপনাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। সেই গাণ্ডীব বিনির্ম্মুক্ত বিবিধ আয়ুধ সকল কি ক্রোশস্থিত কি সম্মুখবর্ত্তী সমস্ত নর ও মাতঙ্গগণকে ধ্বংশ করিতে লাগিল। ভল্লপ্রহারে মদবর্ষী মত্ত মাতঙ্গগণের শুণ্ড সকল ছিন্ন হইয়া পরশু নিকৃত্ত মহাদ্রুমের ন্যায় অবনীতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অচলোপম বৃহৎকায় মাতঙ্গগণ সাদিগণের সহিত বজ্রাহত অচলের ন্যায় ধরাশায়ী হইল। মহাবাহু ধনঞ্জয় বীরগণের অধিষ্ঠিত সুশিক্ষিত তুরঙ্গম যুক্ত গন্ধর্ব্বনগরোপম সুন্দর স্যন্দন সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া বিপক্ষ পক্ষীয় সুসজ্জিত অশ্বারোহী ও পদাতিগণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কল্পান্তকালীন মরীচিমালী যেমন স্বীয় রশ্মিজাল বিকর্ণ করত অম্ভোধি পরিশুষ্ক করেন, মহাবল ধনঞ্জয় সুতীক্ষ্ণ শরজাল বিস্তার করত সংশপ্তকগণকে তদ্রূপ নিপীড়িত করিয়া পুনরায় বজ্রপাণি পুরন্দর যেরূপ বজ্র

দ্বারা পর্ব্বত বিদারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নারাচদ্বারা আচার্য্যনন্দন অশ্বত্থামাকে সত্বর বিদীর্ণ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রতি অস্ত্ররাজি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দাতা যেরূপ অপাংক্তেয়দিগকে পরিত্যাগ করত পাংক্তেয় অর্থিগণের প্রতি গমন করেন, তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণকে পরিত্যাগ করিয়া সত্বর দ্রোণতনয়াভিমুখে গমন করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ১৮।

হে রাজন্! তখন নভোমণ্ডলস্থ শুক্র ও বৃহস্পতির ন্যায় মহারথ অশ্বত্থামা ও ধনঞ্জয়ের ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। সেই লোকভীষণ বীরদ্বয় পরস্পর শর নিকর বর্ষণকরত নভোমণ্ডলস্থ গ্রহদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে সন্তাপিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় নারাচদ্বারা দ্রোণতনয়ের ভ্রূদেশের মধ্যভাগে বিদ্ধ করিলে, তিনি ঊর্দ্ধরশ্মি দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনও অশ্বত্থামার শত শত শরে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া স্বীয় রশ্মিজালদ্বারা প্রদীপ্ত যুগান্তকালীন দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইলেন। অনন্তর বাসুদেব অভিভূত হইলে, অর্জ্জুন অশ্বত্থামার প্রতি এক সর্ব্বতোধার অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, এবং বজ্রাগ্নি ও যমদণ্ড সদৃশ শর রাজিদ্বারা তাঁহাকে সমাহত করিলেন। অমিত তেজা রৌদ্রকর্ম্মা অশ্বত্থামা যে সমস্ত শরে মৃত্যুও ব্যথিত হন, অতিবেগশালী তাদৃশ শর সমূহ দ্বারা কেশব ও অর্জ্জুনের মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন সযত্ন হইয়া অশ্বত্থামার শর সকল দ্বিগুণতর সুপুঙ্খ শর বর্ষণ দ্বারা সংহরণ পূর্ব্বক অশ্ব, সারথি ও ধ্বজের সহিত সেই বীরবরকে আচ্ছন্ন করিয়া সংসপ্তক সৈন্য মধ্যে আগমন করিলেন এবং সুমুক্ত বিশিখপুঞ্জ সহকারে, অপরাঙ্মুখ শত্রুগণের ধনু, বাণ, তুণ, মৌর্ব্বী বাহু করতলস্থ শস্ত্র, ছত্র, কেতু, অশ্ব, রথদণ্ড, বস্ত্র, মাল্য, ভূষণ, বর্ম্ম, চর্ম্ম, ও মস্তক সমুদয় ছেদন করিতে লাগিলেন। কৃতযত্ন যোধপুরুষেরা সমরে যে সকল সুসজ্জিত রথ, অশ্ব ও হস্তীর উপর অবস্থিতি করিতে ছিলেন, অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরশতদ্বারা নিরস্ত হইয়া তৎসমুদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই নিপতিত হইতে লাগিলেন। কিরীট, মাল্য ও মুকুট কদম্বে সমুজ্জ্বল, প্রভাকর, পদ্ম ও পূর্ণচন্দ্র সদৃশ বদনান্বিত, নর মস্তক সমস্ত ভল্ল, অর্দ্ধচন্দ্র ও

ক্ষুরপ্র প্রভৃতি বাণ নিবহে কর্ত্তিত হইয়া ধরাতলে নিরন্তর পতিত হইতে লাগিল। অনন্তর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও নিষাদ দেশীয় বীরগণ ঐরাবত সদৃশ গজবৃন্দে আরোহণ পূর্ব্বক দেবারিদর্পহারী সুমহাতেজস্বী অর্জ্জুনকে হনন করিতে অভিলাষী হইয়া ধাবমান হইলেন। ধনঞ্জয় তাঁহাদিগের হস্তী সকলের বর্ম্ম, চর্ম্ম, কর, নিষাদী, ধ্বজ ও পতাকা সকল ছেদন করিলেন। পশ্চাৎ তাহারা বজ্রাহত শৈলশিখরের ন্যায় পৃথিবীতলে পতিত হইল।

সেই গজসৈন্য সকল এইরূপে ছিন্ন ভিন্ন হইলে, বায়ু যেমন মেঘজালদ্বারা সমুদিত অংশুমালীকে আবৃত করে, সেইরূপ অর্জ্জুন বালার্কবর্ণ শরসমূহ দ্বারা আচার্য্যপুত্রকে আচ্ছন্ন করিলেন। অনন্তর দ্রোণনন্দন শায়ক সমূহ দ্বারা অর্জ্জুনের বাণ সমুদয় নিবারণপূর্ব্বক, আকাশ মণ্ডলে বর্ষাকালের আরম্ভে মেঘ যেমন চন্দ্র সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করত গর্জ্জন করে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে তদ্রূপ শরজালে আচ্ছাদিত করিয়া ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন সেই সমস্ত শস্ত্রদ্বারা পীড়িত হইয়া অশ্বত্থামা ও তদীয় অন্যান্য সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সহসা বাণান্ধকার অপনীত করিয়া সকলকেই সুপুঙ্খ শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। সংগ্রামে সব্যসাচী কোন সময়ে বাণ সকল গ্রহণ, সন্ধান বা পরিত্যাগ করিলেন, তাহা কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না; পরন্তু তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, রথ ও পদাতি সকল পরস্পর সংঘটিত ও হত হইয়া রহিয়াছে, ইহাই সকলে দেখিতে পাইল। তখন অশ্বত্থামা সত্বর হইয়া উৎকৃষ্ট দশটী শর সন্ধানপূর্ব্বক এরূপ সুকৌশলে নিক্ষেপ করিলেন যে, বোধ হইল যেন, একটি মাত্র নারাচ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ঐ নারাচ সকলের মধ্যে তিনি পাঁচটিদ্বারা অর্জ্জুনকে এবং অপর পাঁচটি দ্বারা কৃষ্ণকে বিদ্ধ করিলেন। সেই কুবের ও ইন্দ্রতুল্য মানব মুখ্য কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উক্ত বাণে আহত হইয়া রুধির স্রাব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগকে তদ্রূপ অভিভূত দেখিয়া সকলে বিবেচনা করিল যে, ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য অশ্বত্থামার প্রহারে তাঁহারা সমরে নিহত হইলেন। অনন্তর দশার্হপতি কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, পার্থ! "আর অনবধান করিতেছ কেন? অবিলম্বে এই যোদ্ধাকে বিনষ্ট কর। ব্যাধির প্রতিকার উপেক্ষা করিলে, তাহা যেমন ক্রমে ক্রমে কষ্টকর ও দোষজনক হইয়া উঠে, ইনিও উপেক্ষিত হইলে সেইরূপ হইতে পারেন।" অপ্রমত্ত ধনঞ্জয় কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণে তাহাই করিতেছি বলিয়া সাতিশয় প্রযত্নসহকারে বাণ বর্ষণদ্বারা অশ্ব-

আমার চন্দনসারচর্চ্চিত ভুজযুগল, বক্ষঃস্থল, মস্তক ও অনুপম উরুদ্বয় ক্ষতবিক্ষত করিলেন। সমরে অতিমাত্র ক্রোধাসক্ত হইয়া তিনি গাণ্ডীবমুক্ত বিকর্ণাস্ত্র সমূহদ্বারা অশ্বত্থামাকেও নিঃশেষে বিদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার অশ্বগণকেও বলগাচ্ছেদন পূর্ব্বক ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। বাণবিদ্ধ বাহনগণ অশ্বত্থামাকে লইয়া অতিদূরে গমন করিল। হে আর্য্য! গৌতমবংশাবতংস মতিমান তরস্বী দ্রোণনন্দন অর্জ্জুনশরে দৃঢ়তর অভিভূত হইয়া বায়ুবেগগামী বাহনগণ দ্বারা স্থানান্তরিত হইলেন, এবং মনে মনে বিবেচনা করত পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পার্থের সহিত যুদ্ধ করিতে আর অভিলাষী হইলেন না। তিনি জানিতেন যে, কৃষ্ণার্জ্জুন সংগ্রামে নিয়তই জয়ী হইয়া থাকেন; সুতরাং হতোৎসাহ ও হতাস্ত্রশস্ত্র হইয়া কর্ণের রথাশ্বনরসঙ্কুল সৈন্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অশ্বগণকে সংযত ও আশ্বস্ত করিয়া তথায় নিবিষ্ট হইলেন। মন্ত্রৌষধি ও ক্রিয়াযোগ দ্বারা দেহ হইতে ব্যাধি যেমন নিঃসৃত হয়, সেইরূপ অশ্বত্থামা সমরে অনিচ্ছুক হইয়া অশ্বগণদ্বারা রণস্থল হইতে অপসৃত হইলে, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন বাতোদ্ধূত পতাকাযুক্ত ঘোরতর শব্দশালী রথদ্বারা সংশপ্তক সৈন্যগণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

উনবিংশ অধ্যায়। ১৯।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর উত্তরদিকে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে দণ্ডধারকর্ত্তৃক বধ্যমান অশ্ব, রথ, মাতঙ্গ ও পত্তিগণের মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। কেশব গরুড় ও বায়ুসম বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে করিতেই সহসা রথবেগ নিবারণ করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, অতুল্য বিক্রমশালী মাগধ প্রবর দণ্ডধার শত্রুবলসংহারকারী গজ, অস্ত্রশিক্ষা বা সামর্থ্য, কোন বিষয়েই ভগদত্ত অপেক্ষা ন্যূন নহেন; অতএব অগ্রে ইহাকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ সংশপ্তক সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিও। তিনি এই কথা বলিয়াই অর্জ্জুনকে দণ্ডধার সমীপে লইয়া গেলেন। গ্রহগণমধ্যে অসহনীয় কেতুগ্রহের ন্যায় গজযুদ্ধে অসহনীয় সেই দারুণ কর্ম্মকারী মাগধপ্রবর, ধূমকেতুরূপী উৎপাতগ্রহ যেমন সমগ্র ভূমণ্ডল বিলোড়িত করে, সেইরূপ বিপক্ষদিগের সৈন্য সমুদয় প্রমথিত করিতে লাগিলেন। সেই বীরবর শত্রুমর্দ্দন ও মহামেঘতুল্য গর্জ্জনকারী গজাসুর সম

সুসজ্জিত গজরাজে অবস্থান পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা রথ সকল চূর্ণ এবং অসংখ্য মাতঙ্গ, অশ্ব ও মনুষ্যকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মাতঙ্গরাজও তুরঙ্গসারথি সম্বলিত রথ সমুদায় ও মনুষ্যগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক পাদ দ্বারা মর্দ্দন করিয়া কালচক্রের ন্যায় প্রকাণ্ড শুণ্ড দ্বারা অন্যান্য মাতঙ্গগণকে সংহার করিতে লাগিল। সেই তেজস্বী মাতঙ্গরাজের প্রভাবে বহুসংখ্য বর্ম্মসংবৃতগাত্র অশ্বারোহী ও পদাতি ধরাতলে বিপোথিত হইল।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় জ্যা, তল, ও রথচক্রের নিনাদে এবং মৃদঙ্গ, ভেরী ও অসংখ্য শঙ্খের শব্দে পরিপূর্ণ সহস্র সহস্র রথ, অশ্ব ও গজে সমাকীর্ণ রণস্থলে সেই মাতঙ্গকে লক্ষ্য করিয়া উপনীত হইলেন। তখন দণ্ডধার দ্বাদশ শরে অর্জ্জুনকে, ষোড়শ শরে কেশবকে ও তিন তিন শরে তাঁহাদের প্রত্যেক অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া বারম্বার সিংহনাদ করত হাস্য করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার শর, শরাসন ও অলঙ্কৃত ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া পাদরক্ষকগণের সহিত মহামাত্রকে সংহার করিলেন। গিরিব্রজেশ্বর দণ্ডধার তদ্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অনিল তুল্য বেগশালী মদোৎকট মাতঙ্গ দ্বারা বাসুদেবকে ধৈর্য্যচ্যুত করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের উপর তোমরাঘাত করিলেন। তখন পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন ক্ষুরত্রয় দ্বারা তাঁহার করিকর সন্নিভ বাহুদ্বয় ও পূর্ণেন্দু সদৃশ মস্তক এককালে ছেদন করিয়া বহুসংখ্যক শর দ্বারা সেই মাতঙ্গকে বিদ্ধ করিলেন। হেমবর্ম্মধারী গজরাজ অর্জ্জুনশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া রাত্রিকালে দাবাগ্নি প্রভাবে প্রদীপিত ঔষধপূর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইল এবং শরাঘাতজনিত বেদনায় আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখন উদ্ভ্রান্ত কখন বা স্খলিত পদে ধাবমান হইয়া মহামাত্রের সহিত বজ্রবিদারিত শৈলের ন্যায় মহীতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর মহাবলশালী দণ্ড স্বীয় ভ্রাতা দণ্ডধারের নিধন দর্শনে তুষারগৌর স্বর্ণদামবিভূষিত হিমাচলশিখর সদৃশ উত্তুঙ্গমাতঙ্গে সমারূঢ় হইয়া অর্জ্জুনের নিধনবাসনায় তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন এবং সূর্য্যরশ্মিসন্নিভ তিন তোমরে বাসুদেবকে ও পাঁচ তোমরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অমিততেজা অর্জ্জুনও সুতীক্ষ্ণ ক্ষুর দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দণ্ডধর সেই চন্দনচর্চ্চিত অঙ্গদভূষিত তোমরসম্পন্ন ভুজযুগল ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা

ছিন্ন হইয়া শৈলশিখর হইতে পতিত মনোহর মহাসর্পযুগলের ন্যায় গজপৃষ্ঠ হইতে যুগপৎ নিপতিত হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা দণ্ডের মস্তক ছেদন করিলে, উহা রুধিরাপ্লুত ও করিপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইয়া অস্তাচল হইতে পশ্চিমাভিমুখে নিপতিত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পরে মহাবীর ধনঞ্জয় তাঁহার শ্বেতাভ্রসন্নিভ হস্তীরে দিবাকরের করজাল সদৃশ শরজালে নির্ভিন্ন করিলেন। তখন সেই হস্তী অর্জ্জুনশরে বিদ্ধ হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বজ্রাহত হিমগিরির ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। তৎকালে মহাবীর অর্জ্জুন দণ্ডধার ও দণ্ডের হস্তীদ্বয়ের ন্যায় অন্যান্য হস্তীদিগকে সংহার করিলেন। শত্রুসৈন্যগণ তদ্দর্শনে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করত স্খলিত হইয়া কোলাহলের সহিত সমরাঙ্গনে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে অর্জ্জুনের সৈনিক পুরুষগণ দেবগণ কর্ত্তৃক পুরন্দর পরিবেষ্টনের ন্যায় ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করত কহিতে লাগিল, হে বীর! আমরা মহাবল পরাক্রান্ত শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াছিলাম; তৎকালে তুমি যদি আমাদিগকে রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে, আমরা এক্ষণে যেরূপ শত্রুবিনাশে আহ্লাদিত হইতেছি, তাহারাও তখন আমাদিগকে নিহত দর্শন করত সেইরূপ আনন্দিত হইত, সন্দেহ নাই। হে রাজন্! মহাবীর ধনঞ্জয় সুহৃদ্গণের মুখে এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মর্য্যাদানুসারে তাঁহাদিগকে সৎকার করত পুনরায় সংশপ্তকগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন।

—০:০—

বিংশতিতম অধ্যায়। ২০।

হে রাজন্! এইরূপে মহাবীর দণ্ডধার ও দণ্ড নিহত হইলে, জয়শীল অর্জ্জুন প্রত্যাগত হইয়া মঙ্গলগ্রহের ন্যায় বক্রভাবে সঞ্চরণ করত পুনরায় সংশপ্তকগণকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় অশ্ব, রথ, কুঞ্জর ও যোধগণ পার্থ শরে নিপীড়িত হইয়া বিচলিত, ঘূর্ণিত, ম্লান, পতিত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় ভল্ল, ক্ষুর, অর্দ্ধচন্দ্র ও বৎসদণ্ড দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী বীরগণের পরাক্রান্ত বাহন, ধ্বজ, শর, শরাসন, হস্ত, হস্তস্থিত শস্ত্র, বাহু, মস্তক ও সারথি সমুদায়কে ছেদন

করিয়া ফেলিলেন। বৃষভযুথ যেমন গাভীলাভার্থ অন্য বৃষভকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, তদ্রূপ সহস্র সহস্র শূরগণ অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। হে মহারাজ! ত্রৈলোক্য বিজয়কালে ইন্দ্রের সহিত দৈত্যগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে অর্জ্জুনের সহিত সেই বীরগণের তদ্রূপ লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ঐ সময় উগ্রায়ুধতনয় দন্দশূক সর্পসদৃশ তিন শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিল। ধনঞ্জয় তাহার শরাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সত্বরে তাহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন প্রাবৃটকালীন পবনেরিত মেঘমণ্ডল যেমন হিমালয়কে আবৃত করে, তদ্রূপ সেই বিপক্ষপক্ষীয় যোধগণ ক্রুদ্ধ হইয়া বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রে অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্রনিকরে বিপক্ষ পক্ষের অস্ত্র সমুদায় নিবারণ পূর্ব্বক শরজালে বহুসংখ্য বীরকে সংহার করিয়া রথিগণের ত্রিবেণু, আয়ুধ, তূণীর, চক্র, রথ, ধ্বজ, রশ্মি, যোক্ত্র, অক্ষ, রথের অধোভাগস্থ কাষ্ঠদ্বয় ও বর্ম্ম সমুদায় এবং অসংখ্য অশ্ব, পার্ষ্ণি ও সারথিরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অর্জ্জুনবিধ্বস্ত রথ সমুদায় অগ্নি, অনিল ও সলিলের প্রভাবে বিনষ্ট ধনিগণের গৃহ সমুদায়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কুঞ্জরগণ অশনি সদৃশ শরনিকরে ছিন্নকবচ হইয়া বজ্রাগ্নিনির্ভিন্ন পর্ব্বতাগ্রস্থিত গৃহ সমুদায়ের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। অশ্বগণ অর্জ্জুনের ভীষণ আঘাতে জিহ্বা ও অন্ত্র নির্গত হওয়াতে শোণিতার্দ্র কলেবরে ধরাশয্যা গ্রহণ করিল। অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য অর্জ্জুনের নারাচে বিদ্ধ হইয়া শব্দায়মান, ম্লান, বিঘূর্ণিত স্খলিত ও নিপতিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দৈত্যঘাতন মহেন্দ্রের ন্যায় শিলাধৌত অশনি সদৃশ শরনিকরে বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য বীরকে নিহত করিলেন। মহামূল্য বর্ম্ম ও ভূষণে মণ্ডিত মহাস্ত্রধারী নানারূপ বীরগণও ধ্বজের সহিত ধনঞ্জয়ের শরে নিহত হইয়া সমরশয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ যুদ্ধে পুণ্যকর্ম্মা সৎকুলোদ্ভব জ্ঞানসম্পন্ন বীরগণ নিহত হইয়া স্ব স্ব উৎকৃষ্ট কর্ম্মফলে স্বর্গারোহণ করিলেন; কেবল তাঁহাদের শরীর সমুদায় বসুধাতলে পতিত রহিল। অনন্তর নানাজনপদাধ্যক্ষ জাতক্রোধ যোধগণ স্বগণ সমভিব্যাহারে মহারথ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। গজারূঢ়, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ জিঘাংসাপরবশ হইয়া বিবিধ অস্ত্র বর্ষণ করত তাঁহার অভিমুখীন হইতে লাগিল। তখন মহাতেজা ধনঞ্জয়, প্রবল বায়ু যেরূপ মহামেঘনির্ম্মুক্ত বারিধারা নিবারণ করে, তদ্রূপ সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা যোধগণ-

নির্ম্মুক্ত অস্ত্রবর্ষণ নিবারণ করত তাহাদিগকে অশ্ব, পদাতি, মাতঙ্গ ও রথ সমূহের সহিত বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন।

সেই সময় মহামতি কেশব ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি কি বৃথা ক্রীড়া করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ? অবিলম্বে এই সংশপ্তকগণকে সংহার করিয়া কর্ণবিনাশে যত্নবান্ হও। মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবের বাক্যে সম্মত হইয়া দানবনিসূদন বাসবের ন্যায় বলবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক শস্ত্রদ্বারা অবশিষ্ট সংশপ্তকগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন যে কখন্ শর গ্রহণ, কখন্ শর সন্ধান বা কখন্ শরনিক্ষেপ করিলেন, তাহা কেহই অবগত হইতে সমর্থ হইল না। মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়ের হস্তলাঘব দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। যেমন মরালকুল সরোবরে প্রবিষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই শুভ্রবর্ণ শরনিকর সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

এই প্রকারে সেই মহাজনক্ষয় সমুপস্থিত হইলে, মহাত্মা বাসুদেব সমরক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এক দুর্য্যোধনের অপরাধে এই ভয়াবহ ভরতকুলক্ষয় ও রাজগণের বিনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে। ঐ দেখ, ধনুর্দ্ধরগণের রাশি রাশি হেমপৃষ্ঠ শরাসন, শরমুষ্টি, তূণীর, সুবর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব শর, নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ তৈলধৌত নারাচ, হেমভূষিত বিচিত্র তোমর, কনক, পৃষ্ঠ চর্ম্ম, সুবর্ণনির্ম্মিত প্রাস, কনকভূষিত শক্তি, হেমসূত্র পরিবেষ্টিত ভীষণ গদা, সুবর্ণমণ্ডিত পট্টিশ সুবর্ণ দণ্ডযুক্ত পরশু, ভীষণ পরিঘ, ভিন্দিপাল, ভুশুণ্ডী, লৌহময় প্রাস ও ভীষণ মুষল প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমুদায় নিপতিত রহিয়াছে। জয়াভিলাষী বীরগণ বিবিধ অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোধগণ গদাবিমথিত কলেবর মুষলচূর্ণিত মস্তক এবং হস্তী অশ্ব ও রথ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া পতিত রহিয়াছে। শর, শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, খড়্গ, প্রাস, পট্টিশ, নখর ও লগুড় প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন, রুধিরপরিপ্লুত মনুষ্য, অশ্ব ও হস্তী সমূহের শরীরে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়াছে। বীরগণের তলত্র ও অঙ্গদযুক্ত চন্দন-লিপ্ত বাহু, অঙ্গুলিত্রাণ যুক্ত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, করিশুণ্ডোপম উরু এবং চূড়ামণি ও কুণ্ডল ভূষিত মস্তক সমূহ দ্বারা রণভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। হেমকিঙ্কিণীযুক্ত রথ সকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, অসংখ্য শোণিতলিপ্ত অশ্ব, রথাধস্থিত কাষ্ঠ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, যোধগণের মহাশঙ্খ, পাণ্ডুরবর্ণ প্রকীর্ণক, নিস্তব্ধ রণশয়ান শৈলাকার মাতঙ্গ,

বিচিত্র পতাকা, নিহত গজযোধী, মাতঙ্গগণের বিচিত্র কম্বল, গজচূর্ণিত ঘণ্টা, বৈদূর্য্যমণিমণ্ডিত দণ্ড, অঙ্কুশ, অশ্বগণের যুগশেখর, রত্নচিত্রিত বর্ম্ম, সাদিগণের ধ্বজাগ্রে বিদ্ধ সুবর্ণমণ্ডিত বিচিত্র কম্বল, অশ্বগণের সুবর্ণখচিত মণিমণ্ডিত রাঙ্কর আস্তরণ, নৃপতিগণের কাঞ্চনমালা, চূড়ামণি, ছত্র ও চামর সকল নিপতিত রহিয়াছে। ভূপালগণের কুণ্ডলালঙ্কৃত চন্দ্রনক্ষত্র-সমপ্রভ, শ্মশ্রুযুক্ত বদনমণ্ডল চতুর্দ্দিকে নিপতিত থাকাতে সমরভূমি বিকসিত পদ্ম ও কুমুদযুক্ত সরোবরের ন্যায়, শরৎকালীন চন্দ্রনক্ষত্র ভূষিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! এই সমস্ত দর্শন করিয়া বোধ হইতেছে যে, তুমি সমরক্ষেত্রে আপনার উপযুক্ত কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ; তুমি যেরূপ যুদ্ধ করিয়াছ, দেবরাজ ভিন্ন আর কেহই এরূপ কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না।

হে রাজন্! অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনকে এই প্রকারে সমরক্ষেত্র প্রদর্শন করত গমন করিতে করিতে দুর্য্যোধনের বল-মধ্যে শঙ্খ, দুন্দুভি, ভেরী ও পণবের ধ্বনি এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও অস্ত্র সমুদায়ের ঘোর নিনাদ শ্রবণ করিলেন। তখন তিনি সেই বায়ুবেগগামী অশ্ব সকল সঞ্চালন পূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, পাণ্ড্যরাজ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে শর দ্বারা নিপীড়ন করিতেছেন। তদ্দর্শনে তিনি সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন শত্রুনিপাতন মহাবীর পাণ্ড্য অন্তকের ন্যায় ও অসুরনিপাতী পুরন্দরের ন্যায় বহুবিধ অস্ত্র দ্বারা অরাতি-গণের শর সমূহ ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে নিপাতিত করিতেছেন।

—০—

একবিংশতিতম অধ্যায়। ২১।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি পূর্ব্বেই লোকবিখ্যাত পাণ্ডরাজ প্রবীরের নাম কীর্ত্তন করিয়াছ, কিন্তু তাঁহার সমরকার্য্য কীর্ত্তন কর নাই। অতএব এক্ষণে তাঁহার বিক্রম, শিক্ষাপ্রভাব বলবীর্য্য ও দর্প আমার নিকট সবিস্তরে বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! যিনি ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ আপনার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাবল ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, অর্জ্জুন ও কেশবকে বলবীর্য্য দ্বারা পরাজিত করিতে সমর্থ হন, যে মহাবীর কাহাকেও কখন আত্ম সদৃশ জ্ঞান করেন না, যিনি আপনাকে কর্ণ ও ভীষ্মের সমকক্ষ এবং

কেশব ও ধনঞ্জয় হইতে কোন অংশে ন্যূন বলিয়া স্বীকার করেন না; সেই শস্ত্রধর শ্রেষ্ঠ মহীপতি পাণ্ড্যরাজ প্রকোপিত অন্তকের ন্যায় সূত-পুত্রের সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। বহুসংখ্যক রথাশ্ব পদাতিসমাকুল সৈন্য সকল পাণ্ড্যরাজ শরে নিপীড়িত হইয়া সমরস্থলে কুলাল চক্রের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। শত্রুনিসূদন পাণ্ড্যরাজ প্রবল বায়ু যেরূপ জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ শর সমূহ দ্বারা অশ্ব, রথ, ধ্বজ, আয়ুধ, কুঞ্জর ও সারথি সকলকে বিধ্বস্ত করিয়া সৈন্য-গণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। আরোহি সম্বলিত কুঞ্জরগণ পাণ্ড্য-রাজের ভীষণ শরাঘাতে ধ্বজ, পতাকা ও আয়ুধবিহীন হইয়া পাদ-রক্ষকদিগের সহিত জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বজ্রবিদারিত শৈলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। ঐ মহাবীর সুশাণিত শরনিকর দ্বারা শক্তি, প্রাস ও তূণীরধারী রণবিশারদ অশ্বারূঢ় বলবীর্য্য সম্পন্ন পুলিন্দ, খশ, বাহ্লীক, নিষাদ, অন্ধক, কুণ্তল, দাক্ষিণাত্য ও ভোজগণকে অস্ত্র শস্ত্র পরিশূন্য করিয়া সংহার করিলেন।

তখন মহাবীর অশ্বত্থামা অশঙ্কিত চিত্ত পাণ্ড্যরাজকে শর সমূহদ্বারা সেই চতুরঙ্গিণী সেনা বিনষ্ট করিতে দেখিয়া অসম্ভ্রান্তচিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং হাস্যমুখে মধুরবাক্যে তাঁহারে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে কমললোচন মহারাজ! তুমি সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার বল ও পৌরুষ সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে, তুমি পরা-ক্রমে দেবরাজ সদৃশ। তুমি বিশাল ভুজদ্বয় দ্বারা বিস্তৃত মৌর্ব্বীযুক্ত শরাসন বিস্ফারণ করত মহামেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া শত্রু-গণের প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতেছ। আমি এক্ষণে এই সংগ্রামে আমা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেই তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিতে পাই না। অরণ্যে ভীষণ পরাক্রম সিংহ যেমন নির্ভীকচিত্তে মৃগগণকে বিনষ্ট করে, তদ্রূপ তুমি একাকী অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতির প্রাণ সংহার করি-তেছ এবং ভীষণ রথনিস্বনে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল কম্পিত করত শস্য-নাশকারী শব্দায়মান্ মহামেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছ; অতএব তুমি এক্ষণে তূণীর হইতে ভুজঙ্গম সদৃশ সুনিশিত শর সমূহ সমুদ্ধৃত করিয়া অন্ধক যেরূপ শূলপাণির সহিত তুমুলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য অশ্বত্থামার এই-রূপ বাক্যবাণে তাড়িত হইয়া তথাস্তু বলিয়া কর্ণিদ্বারা দ্রোণতনয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণতনয় হাস্য করিয়া প্রথমতঃ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

সদৃশ উগ্র মর্ম্মভেদী শর নিকরে পাণ্ড্যকে নিপীড়িত করিয়া পুনর্ব্বায় তাঁহার প্রতি দশমী গতি সংযুক্ত মর্ম্মভেদী শর সকল পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর পাণ্ড্য নিশিত নয় শরে তৎক্ষণাৎ সেই নারাচনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর তিনি চারি শরে দ্রোণতনয়ের অশ্বগণকে নিপীড়িত ও নিহত করিয়া শর নিকরে তদীয় শর নিকর ও বিস্তৃত জ্যা ছেদন করিলেন। অনন্তর শত্রুবিঘাতী দ্রোণতনয় স্বীয় শরাসনে অন্য জ্যারোপণ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, পরিচারকগণ তাঁহার রথে অন্যান্য উৎকৃষ্ট অশ্ব সমুদায় সংযোজিত করিয়াছে। তখন তিনি বহুসহস্র শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক নভোমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। পুরুষপ্রবর পাণ্ড্য অশ্বত্থামার শরনিকর নিঃশেষিত হইবার নহে অবগত হইয়াও তন্নিক্ষিপ্ত শর সমূহ খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহার চক্ররক্ষকদ্বয়কে বিনাশ করিলেন।

অনন্তর মহাতেজা অশ্বত্থামা পাণ্ড্যরাজের লঘুহস্ততা সন্দর্শন করিয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক জলদনির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ মহাবীর দিবার অর্দ্ধপ্রহর মধ্যে আট আটটি বৃষভ সংযোজিত অষ্ট শকটপূর্ণ শর সমূহ নিক্ষেপ করিয়া নিঃশেষিত করিলেন। তৎকালে যে যে ব্যক্তি অন্তকের অন্তক সদৃশ ক্রোধপরবশ অশ্বত্থামাকে সন্দর্শন করিল, তাহারা প্রায় সকলেই বিমোহিত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে মেঘমণ্ডল যেরূপ গ্রীষ্মাবসানে শৈলবনস্পতি পূর্ণ পৃথিবীতে বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহাবলশালী অশ্বত্থামা অরাতিসৈন্যের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন ভূপালশ্রেষ্ঠ পাণ্ড্য হৃষ্টচিত্তে বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সেই দ্রোণতনয়নির্ম্মুক্ত শরনিকর নিবারণ করত সিংহের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর দ্রোণকুমার পাণ্ড্যরাজের গর্জ্জন শ্রবণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার চন্দনাগুরুমণ্ডিত মলয়প্রতিমধ্বজ ও অশ্বচতুষ্টয় নিপাতিত করিয়া এক শরে সারথিকে যমালয়ে প্রেরণ পূর্ব্বক অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা জলদনিস্বন শরাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং অবিলম্বে তাঁহার রথ চূর্ণ করিয়া অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করত তন্নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসকল নিরাকৃত করিলেন। তৎকালে দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা পাণ্ড্যরাজকে সংহার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাকে বিনষ্ট করিলেন না।

এই অবসরে মহারথ কর্ণ পাণ্ডবগণের নাগবল ও অন্যান্য সৈন্য

সমুদয় বিদ্রাবিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি রথিগণকে রথবিহীন করিয়া অসংখ্য শরে অশ্ব ও হস্তিগণকে সাতিশয় নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন এক সুসজ্জিত মহাবল পরাক্রান্ত হস্তী আরোহিবিহীন ও অশ্বত্থামার শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী হস্তীর প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করত মহাবেগে পাণ্ড্যের অভিমুখে ধাবমান হইল। তখন করি-যুদ্ধে সুনিপুণ মলয়ধ্বজ পাণ্ড্য সংগ্রামে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেশরীর শৈলশিখরে আরোহণের ন্যায় সেই মাতঙ্গ পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং অঙ্কুশাঘাত দ্বারা উহার ক্রোধ সমুদ্দীপিত করিয়া নিহত হইলি নিহত হইলি বলিয়া অশ্বত্থামার প্রতি বারম্বার তর্জ্জন গর্জ্জন করত ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি এক দিবাকর প্রভ প্রখর তোমর নিক্ষেপ পূর্ব্বক আনন্দিত চিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করত তাঁহার মণি, হীরক, সুবর্ণ ও মুক্তাহারে সমলঙ্কৃত কিরীট ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই চক্র, সূর্য্য, গ্রহ ও পাবক সদৃশ দ্যুতিমান কিরীট পাণ্ড্যের শরে ছিন্ন হইয়া বজ্রাভিহত পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় শব্দ করত ভূতলে নিপতিত ও চূর্ণ হইয়া গেল। তখন মহারথ অশ্বত্থামা পাদাহত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া যমদণ্ডসন্নিভ চতুর্দ্দশ শর গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ শরে হস্তীর পাদচতুষ্টয় ও শুণ্ড, তিন শরে পাণ্ড্যের বাহুদ্বয় ও মস্তক ছয় শরে তাঁহার ছয় অনুচরকে আহত ও নিপাতিত করিলেন। তখন পাণ্ড্যরাজের চন্দনচর্চ্চিত, সুবর্ণ, মুক্তা, মণি ও হীরকে সমলঙ্কৃত সুদীর্ঘ সুবৃত্ত ভুজযুগল ভূতলে নিপতিত হইয়া গরুড়নিহত উরগদ্বয়ের ন্যায় বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তাহার কুণ্ডলালঙ্কৃত পূর্ণচন্দ্র সমপ্রভ রোষকষায়িতলোচন আননও ক্ষিতিতলে নিপতিত হইয়া বিশাখা নক্ষত্রদ্বয়ের মধ্যগত চন্দ্রমার ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সমরবিশারদ মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে পাণ্ড্যরাজের দেহ তিন শরে অংশচতুষ্টয়ে এবং তাঁহার হস্তীর দেহ পাঁচশরে অংশষট্কে বিভক্ত করাতে সেই দশধাবিভক্ত দেহদ্বয় ইন্দ্রের বজ্র দ্বারা বিভক্ত দশ দৈবত হবির ন্যায় সমরক্ষেত্রে নিপতিত রহিল।

হে রাজন্! এইরূপে মহাবীর পাণ্ড্য বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, ও মনুষ্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ক্রব্যাদগণের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক শ্মশানাগ্নি যেরূপ মৃত কলেবররূপ স্বধা লাভ করত সলিল দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রোণতনয়ের শরাঘাতে প্রশান্ত ভাব অবলম্বন করিলেন। তখন আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সুহৃদগণের সহিত সেই কৃতকার্য্য দ্রোণতনয় সন্নিধানে উপনীত হইয়া দেবরাজ যেমন বলাসুরবিজয়ী

বিষ্ণুরে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরমাহ্লাদিত চিত্তে সমুচিত উপচারে তাঁহার সৎকার করিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়। ২২।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! এইরূপে দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা মহীপতি পাণ্ড্যকে বিনষ্ট এবং সূতপুত্র কর্ণ একাকী অরাতিগণকে বিদ্রাবিত করিলে, মহাবীর অর্জ্জুন কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল? পাণ্ডুতনয় ধনঞ্জয় বলবীর্য্যসম্পন্ন ও অস্ত্রে কৃতবিদ্য। দেবাদিদেব ত্রিলোচন তাঁহাকে সর্ব্বভূতের অজেয় বলিয়া বর প্রদান করিয়াছিলেন; অতএব সেই অর্জ্জুন হইতেই আমার সাতিশয় ভয় উপস্থিত হইতেছে। যাহা হউক, সেই বীর তৎকালে রণস্থলে কি করিতে লাগিল, তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! নরপতি পাণ্ড্য নিহত হইলে, মহামতি বাসুদেব সত্বরে অর্জ্জুনের হিতসাধনার্থ তাঁহাকে কহিলেন, হে পার্থ! এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আর দৃষ্টিগোচর হইতেছেন না। অন্যান্য পাণ্ডবগণও প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যাগত হইলে, বিপক্ষীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেন। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ অশ্বত্থামার অভিলাষানুসারে সৃঞ্জয়গণকে নিহত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল চূর্ণ করিয়াছে। হে রাজন্! বাসুদেব এই সমস্ত বাক্য অর্জ্জুনের কর্ণগোচর করিলে, মহাবীর অর্জ্জুন স্বীয় ভ্রাতার মহাভয় শ্রবণ ও দর্শন করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে মাধব! শীঘ্র রথ সঞ্চালন কর। মহামতি বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে, পুনরায় তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। নির্ভয়চিত্ত ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ ও কর্ণপ্রভৃতি কৌরবগণ পুনরায় সম্মিলিত হইলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণের সহিত মহাবীর কর্ণের পুনরায় যমরাষ্ট্রবর্দ্ধন তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের বিনাশবাসনায় বিবিধ বাণ, পরিঘ, অসি, পট্টিশ, তোমর, মুষল, ভুষুণ্ডি, শক্তি, ঋষ্টি, পরশু, গদা, প্রাস, কুন্ত, ভিন্দিপাল ও অঙ্কুশ প্রভৃতি অস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বাণশব্দ, জ্যা, তল ও রথনির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল, আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া পরস্পর অরাতির

অভিমুখে গমন করিলেন। বীরপুরুষেরা সেই শব্দে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বিবাদ শেষ করিবার বাসনায় বীরগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ শরাসন, তলত্র ও জ্যার নিস্বন, করিগণের বৃংহিত, ধাবমান পদাতিগণের চীৎকার ও শূরগণের বিবিধ তলশব্দ ও তর্জ্জন গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত, ম্লান ও নিপতিত হইল।

তখন মহাবীর কর্ণ সেই শব্দায়মান অস্ত্রবর্ষী বীরগণের অনেককেই সংহার পূর্ব্বক শরনিপাতে পাঞ্চালগণের অশ্ব, সারথি ও ধ্বজযুক্ত বিংশতি রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবলশালী প্রধান প্রধান বীরগণ শরজালে আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া কর্ণকে বেষ্টন করিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক যূথপতি হস্তী যেমন সারসকুলসমাকীর্ণ কমলবন আলোড়িত করে, তদ্রূপ শত্রুসৈন্য সমুদায় বিক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বীর শত্রুগণমধ্যে সমুপস্থিত হইয়া শরাসন আস্ফালন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের চর্ম্ম ও বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সমরক্ষেত্রে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন কোন ব্যক্তিকেই মহাবীর কর্ণের দ্বিতীয় বাণস্পর্শ সহ্য করিতে হইল না। সারথি যেমন অশ্বের উপর কশাঘাত করে, সেইরূপ তিনি শত্রুসৈন্যগণের তলত্রের উপর বর্ম্ম, দেহ ও অস্ত্র সংহারক শরনিকরের আঘাত করত সিংহ যেরূপ মৃগগণকে মর্দ্দন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বলপ্রকাশ করত পাণ্ডু, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, যুযুধান এবং নকুল ও সহদেব ইঁহারা সমবেত হইয়া কর্ণের প্রতি গমন করিলেন। যোধগণ ঐ সমস্ত মহাবীরকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া প্রাণপণে পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সিংহনাদ পরিত্যাগ, সংগ্রামার্থ আহ্বান ও লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক সমুন্নত কালদণ্ড সদৃশ গদা, মুষল, পরিঘ গ্রহণ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইল এবং পরস্পর পরস্পরের প্রহারে নিহত হইয়া শোণিত বমন পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন কাহার মস্তিষ্ক বহির্গত, কাহার নয়নদ্বয় উৎপাটিত এবং কাহারও বা আয়ুধ সকল ইতস্ততঃ নিপতিত হইল। কতকগুলি সৈন্য শরপূর্ণকলেবর হইয়া রুধিরলিপ্ত দশনপঁক্তিবিরাজিত, দাড়িম সন্নিভ বক্তু দ্বারা জীবিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কতকগুলি সৈন্য ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শত্রুগণকে পরশু দ্বারা তক্ষণ, পট্টিশ ও অসি দ্বারা ছেদন, শক্তি দ্বারা বিদারণ, ভিন্দিপাল দ্বারা নিক্ষেপ

এবং নখর, প্রাস ও তোমর দ্বারা বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। এই প্রকারে সৈন্যগণ পরস্পর নিহত হইয়া শোণিতধারা বর্ষণ পূর্ব্বক ছিন্ন রক্তচন্দন বৃক্ষের ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিতে লাগিল। রথী কর্ত্তৃক রথী, হস্তী কর্ত্তৃক হস্তী, পদাতি কর্ত্তৃক পদাতি ও অশ্ব কর্ত্তৃক অশ্ব নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ধ্বজদণ্ড, করিশুণ্ড এবং মনুষ্যগণের মস্তক হস্ত ও ছত্র সমুদায় ক্ষুর, ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য মনুষ্য, হস্তী ও রথ সমবেত অশ্ব সকল বিমর্দ্দিত হইল। হস্তী সমূহ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক ছিন্নশুণ্ড ও নিহত হইয়া পতাকা ও ধ্বজের সহিত পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য অশ্বারোহী পদাতি দ্বারা ও পদাতিগণ অশ্বারোহী দ্বারা নিহত হইয়া ভূতলে শয়ন করিতে লাগিল। মৃত মানবগণের বদনমণ্ডল ও কলেবর মৃদিত পদ্ম ও ম্লান মাল্যদামের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দ্বিরদ, অশ্ব ও মনুষ্য গণের পরম রমণীয় রূপ পঙ্কক্লিন্ন বসনের ন্যায় সাতিশয় মলিন ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়। ২৩।

—:০:—

হে রাজন্! তখন দুর্য্যোধনপ্রেরিত প্রধান প্রধান মহামাত্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার নিমিত্ত একান্ত ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসাপরবশ হইয়া করিসৈন্যগণের সহিত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। গজযুদ্ধবিশারদ প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্তক, মেকল, কোশল, মদ্র, দর্শান, নিষধ ও কলিঙ্গদেশীয় বীরগণ সকল মিলিত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদমণ্ডলের ন্যায় শর, তোমর ও নারাচ সমূহ বর্ষণ করত পাঞ্চালসৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই পার্ষ্ণি, অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্কুশ দ্বারা সঞ্চালিত অচলোপম কুঞ্জরগণকে নারাচ ও শর সমূহে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহাদের মধ্যে কোন কোনটারে দশ, কোন কোনটারে ছয় ও কোন কোনটারে আট বাণে বিদ্ধ করিলেন। তখন পাণ্ডব ও পাঞ্চাল পক্ষীয় বীরগণ দ্রুপদপুত্রকে মেঘাচ্ছন্ন দিনকরের ন্যায় সেই করিসৈন্য সমাচ্ছন্ন করিতে দেখিয়া নিশিত অস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করত অতিবেগে ধাবমান হইল এবং মাতঙ্গগণের উপর শর বর্ষণ করত জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি সহকারে নৃত্য করিতে

লাগিল। বীর্য্যবান্ নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, চেকিতান, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও প্রভদ্রকগণ মেঘের পর্ব্বতোপরি সলিল বর্ষণের ন্যায় সেই করিগণের উপর শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। করিগণ বীরগণের শরাঘাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও ম্লেচ্ছগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া অশ্ব, মনুষ্য ও রথিগণকে শুণ্ড দ্বারা উত্তোলন, পদ দ্বারা মর্দ্দন ও দন্তাঘাতে বিদারণ পূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। বহুসংখ্যক বীর হস্তিগণের দন্তে সংলগ্ন হইয়া ভীষণ বেগে নিপতিত হইল।

ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি নারাচ দ্বারা নিকটবর্ত্তী বঙ্গাধিপতির মাতঙ্গের মর্ম্মভেদ করিয়া নিপাতিত করিলেন। বঙ্গরাজ সেই নিহত মাতঙ্গ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময়ে সাত্যকি তাঁহার বক্ষঃস্থলে নারাচ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারেও ধরাসাৎ করিলেন। তখন মহাবীর সহদেব নারাচত্রয়ে পুণ্ড্রের পর্ব্বতাকার হস্তীর পাতাকা, বর্ম্ম ও ধ্বজ এবং মহামাত্রকে ছেদন পূর্ব্বক তাঁহারে সংহার করিয়া পুনরায় অঙ্গাধিপতিপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবলশালী নকুল সহদেবকে নিবারণ করিয়া শমনদণ্ডের ন্যায় তিন নারাচে অঙ্গরাজতনয়কে ও শত নারাচে তাঁহার হস্তীকে নিপীড়িত করিলেন। তখন অঙ্গরাজতনয় ক্রোধভরে নকুলের প্রতি সূর্য্যকিরণ তুল্য আট শত তোমর নিক্ষেপ করিলে, মাদ্রীতনয় তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রত্যেক অস্ত্র ত্রিধা ছেদন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণে তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অঙ্গরাজতনয় এই প্রকারে নকুলশরে নিহত হইয়া স্বীয় মাতঙ্গের সহিত ধরাতলে নিপতিত হইলেন। করিশিক্ষাবিশারদ অঙ্গরাজতনয় নিহত হইলে, অঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রোধপরবশ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে স্বর্ণময় রজ্জু ও তনুচ্ছদসম্বলিত পতাকাযুক্ত পর্ব্বতাকার গজযূথ লইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইল। মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ ও তাম্রলিপ্ত দেশীয় বীরপুরুষেরা জিঘাংসাপরতন্ত্র হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণ নকুলকে মেঘাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় অস্ত্রাচ্ছন্ন অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার রক্ষার্থ তথায় উপনীত হইলেন। তৎপরে সেই করিযূথের সহিত শর তোমরবর্ষী রথিগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রথিগণের নারাচে মাতঙ্গগণের কুম্ভ, মর্ম্ম ও দন্ত সমুদয় বিদীর্ণ ও ভূষণ সকল বিশীর্ণ হইতে লাগিল। মহাবীর সহদেব সুতীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা আটটি মহাগজের প্রাণবিনাশ করিয়া তাহাদিগকে আরোহিগণের

সহিত ধরাতলে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর নকুলও উৎকৃষ্ট শরাসন আকর্ষণ করিয়া বক্রগতি নারাচ সমূহ দ্বারা মাতঙ্গগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রৌপদেয় ও প্রভদ্রকগণ বৃহদাকার নাগগণের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই শৈলপ্রমাণ হস্তী সকল পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণের বারিদ-বিমুক্ত বারিধারার ন্যায় শর ধারায় নিহত হইয়া বজ্রাহত শৈলের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে পাণ্ডবপক্ষীয় রথী ও হস্ত্যা-রোহী সকল কৌরবপক্ষীয় মাতঙ্গগণকে নিপাতিত করত অন্যান্য শত্রু-সৈন্যগণকে ভিন্নকূল নদীর ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অবি-লম্বে তাহাদিগকে বিলোড়িত ও বিক্ষোভিত করত পুনরায় কর্ণাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়। ২৪।

হে নরনাথ! তখন মহাবীর দুঃশাসন সহদেবকে ক্রুদ্ধচিত্তে শত্রু-বিনাশে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। মহারথগণ ঐ মহাবীরদ্বয়কে পরস্পর যুদ্ধে সমুদ্যত দেখিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করত ধ্বজপট বিকম্পিত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দুঃশা-সন রোষাবিষ্ট হইয়া তিন শর দ্বারা সহদেবের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সহদেবও সপ্ততি নারাচ দ্বারা দুঃশাসনকে প্রহার করত তিন শর দ্বারা তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন সহ-দেবের শরাসন ছেদন করিয়া ত্রিসপ্ততি শর দ্বারা তাঁহার বাহুদ্বয় ও বক্ষঃ-স্থল বিদ্ধ করিলেন। পাণ্ডুপুত্র সহদেব তদ্দর্শনে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া অচিরাৎ খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক দুঃশাসনের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, উহা তাঁহার জ্যা ছেদন পূর্ব্বক অম্বরতলপরিভ্রষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন তিনি অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দুঃশাসনের প্রতি এক সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দুঃশাসন সেই যমদণ্ড সদৃশ শর আগমন করিতে দেখিয়া সুতীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা দুই খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর তিনি সহদেবের প্রতি সেই খড়্গ নিক্ষেপ পূর্ব্বক অবিলম্বে শর ও শরাসন গ্রহণ করিলেন। মহাবীর সহ-দেব সেই খড়্গ সমাগত দেখিয়া হাস্য করিতে করিতে সুশাণিত শরসমূহ

দ্বারা সহসা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর মহাবলশালী দুঃশাসন সহদেবকে লক্ষ্য করিয়া চতুঃষষ্টি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সহদেব সেই সকল শর দ্রুতবেগে সমাগত দেখিয়া তাহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দুঃশাসনকে লক্ষ্য করিয়া অসংখ্য শরবর্ষণ করিলেন। হে রাজন্! আপনার আত্মজ দুঃশাসনও তিন তিন শরে সহদেবনিক্ষিপ্ত প্রত্যেক শর খণ্ড খণ্ড করত পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি শরনিকরে সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া নয় শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সহদেব রোষপরবশ হইয়া বলপূর্ব্বক শরাসন আকর্ষণ করত দুঃশাসনের প্রতি কালান্তক যমোপম এক ভীষণ শর প্রয়োগ করিলে, উহা মহাবেগে তাঁহার কবচ ভেদ করত ভুজঙ্গ যেরূপ বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর দুঃশাসন সেই শরাঘাতে বিমোহিত হইলেন। তাঁহার সারথি তাঁহাকে জ্ঞানশূন্য অবলোকন করিয়া এবং স্বয়ং নিশিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া সত্বরে ভীতমনে রণস্থল হইতে রথ অপসারিত করিল। হে মহারাজ! মহাবীর সহদেব এইরূপে আপনার তনয় দুঃশাসনকে পরাজয় করিয়া মনুষ্য যেমন রোষভরে পিপীলিকাপুঞ্জ বিমর্দ্দিত করে, সেইরূপ রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্য সমুদয় প্রমথিত করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়। ২৫।

হে রাজন্! এদিকে মহাবীর কর্ণ মাদ্রীপুত্র নকুলকে কৌরবসৈন্য বিদ্রাবণে প্রবৃত্ত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন নকুল হাস্যমুখে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূতনন্দন! আমি বহুকালের পর অনুকূল দৈববলে তোমার নয়নগোচর হইলাম। হে পাপকারিন্! তুমিই এই অনর্থপরম্পরা, বৈর ও কলহের কারণ। তোমার দোষেই কৌরবগণ পরস্পর মিলিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে। অতএব এক্ষণে তুমি আমার প্রতাপ অবলোকন কর। অদ্য আমি তোমাকে সংহার করিয়া কৃতকার্য্য ও বিগতজ্বর হইব।

মহাবীর সূততনয় নকুলের মুখে রাজতনয়ের বিশেষতঃ ধনুর্দ্ধরের সমুচিত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীর। তুমি আমারে প্রহার

কর। অদ্য আমি তোমার পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিব। হে শূর! অগ্রে সমরে বীরোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পশ্চাৎ বাগ্‌জাল বিস্তার করা তোমার কর্ত্তব্য। বীরগণ অনর্থ বাক্য ব্যয় না করিয়া যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আজ আমি তোমার দর্প চূর্ণ করিব।

মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া সত্বরে ত্রিসপ্ততি শরে নকুলকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল নকুল সূতপুত্রশরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া আশীবিষ সদৃশ ভয়ঙ্কর অশীতি শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন কর্ণ সুবর্ণপুঙ্খ নিশিত শরনিকরে নকুলের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ত্রিংশৎ শরে তাঁহারে নিপীড়িত করিলে, সেই সমুদায় শর ভুজঙ্গগণ যেরূপ পৃথিবী ভেদ করিয়া জলপান করিয়াছিল, সেইরূপ তাঁহার কবচ ভেদ পূর্ব্বক শোণিত পান করিল।

অনন্তর নকুল অন্য এক হেমপৃষ্ঠ শরাসন গ্রহণ করত বিংশতি শরে কর্ণকে ও তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া ক্রোধভরে খরধার ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক হাস্যমুখে তিনশত শরে পুনরায় তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন অন্যান্য রথী ও সংগ্রাম দর্শনার্থ সমাগত দেবগণ নকুলের শরসমূহে কর্ণকে নিপীড়িত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর মহাবীর সূতপুত্র অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ শরে নকুলের জত্রুদেশ বিদ্ধ করিলেন। লোকদীপন ভগবান্ দিবাকর স্বীয় রশ্মিজাল প্রভাবে যেমন শোভমান হন, মহাবীর মাদ্রীতনয় সেই কর্ণ নিক্ষিপ্ত জত্রুদেশে বিদ্ধ শরসমূহ দ্বারা তদ্রূপ সুশোভিত হইলেন এবং সত্বরে সাতবাণে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার ধনুঃকোটি ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ শরাসন গ্রহণ করিয়া অন্য শরজালে নকুলের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর নকুল কর্ণের শরাসনক্ষিপ্ত শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া শরনিকর প্রয়োগ পূর্ব্বক অচিরাৎ তৎসমুদায় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন আকাশমণ্ডল সেই শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া খদ্যোত সঙ্কুলের ন্যায় ও শলভ সমাকীর্ণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং শ্রেণীভূত শরসমূহ নিরন্তর নিপতিত হইয়া শ্রেণীভূত বক পক্ষীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন আকাশমণ্ডল শরজালে সমাচ্ছন্ন ও দিনকর অন্তর্হিত হইলে, গগনচারী কোন প্রাণীই আর ভূতলে অবতীর্ণ হইতে পারিল না।

হে রাজন্! এই রূপে চারিদিক্ শরসমূহে নিরুদ্ধ হইলে, মহাবল পুরা-

ক্রান্ত কর্ণ ও নকুল সমুদিত কাল সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সোমকেরা কর্ণের শরাসন নির্ম্মুক্ত শরসমূহে সমাহত ও যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণও নকুল শরে সমাহত হইয়া পবনেরিত জলদজালের ন্যায় চারিদিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যমণ্ডল সেই বীর দ্বয়ের শরপ্রহারে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া তাঁহাদিগের শরপাতপথ অতিক্রম করত সেই লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! এই রূপে সৈন্যগণ সমুৎসারিত হইলে, ঐ মহাবীরদ্বয় পরস্পরের নিধনবাসনায় দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন ও বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর নকুলনিক্ষিপ্ত কঙ্কপত্রযুক্ত শর সকল কর্ণকে এবং কর্ণ নিক্ষিপ্ত শরনিকর নকুলকে বিদ্ধ করিয়া নভোমণ্ডলে অবস্থান করিতে লাগিল। এই প্রকারে সেই বীরদ্বয় পরস্পরের শরনিকরে সমাবৃত হইয়া মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রার্কের ন্যায় সকলের অদৃশ্য হইলেন।

অনন্তর মহাবলশালী সূতপুত্র ক্রোধান্বিত চিত্তে ভীষণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নকুলকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলে, মহাবীর নকুল কর্ণের শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া জলদজালসমাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না। তখন কর্ণ হাস্য করিতে করিতে তাঁহার উপর বহু সহস্র শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই নিরন্তর নিক্ষিপ্ত শরজালে রণভূমি যুগপৎ মেঘচ্ছায়ার ন্যায় শরচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইল। তখন মহামতি কর্ণ নকুলের কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক হাস্য করত তাঁহার সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া শরচতুষ্টয়ে তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়কে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন এবং শরসমূহ নিক্ষেপ করত তাঁহার দিব্য রথ চূর্ণ করিয়া পতাকা, গদা, খড়্গ, শতচন্দ্রযুক্ত চর্ম্ম ও অন্যান্য উপকরণ সকল এবং চক্ররক্ষকগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবলশালী নকুল রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পরিঘ সমুদ্যত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ সুশাণিত শরনিকর দ্বারা সেই ভীষণ পরিঘ ছেদন পূর্ব্বক নকুলকে অস্ত্রবিহীন করিয়া সন্নতপর্ব্ব শরদ্বারা তাঁহাকে সাতিশয় নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। অস্ত্রবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ এই রূপে নকুলকে প্রহার করিলে তিনি সূতপুত্রকে প্রহার করিতে সমর্থ না হইয়া সহসা আকুলিতচিত্তে প্রস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সূতনন্দন হাস্য করত মাদ্রীতনয়ের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাঁহার গলদেশে জ্যারোপিত কার্ম্মুক সমর্পণ করিলেন। তখন পাণ্ডুতনয় কর্ণের শরাসনে

বদ্ধকণ্ঠ হইয়া মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী চন্দ্রমার ন্যায় ও শক্রচাপশোভিত নিবিড় মেঘমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইলেন। তৎপরে মহাবীর কর্ণ নকুলকে কহিলেন, হে নকুল! তুমি ইতিপূর্ব্বে অনর্থ বাক্য ব্যয় করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে লজ্জিত হইও না। তুমি আর মহাবলশালী কৌরবগণের সহিত সমরে সমুদ্যত হইও না। এক্ষণে হয়, সমকক্ষ ব্যক্তির সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও, না হয়, গৃহে প্রতিগমন বা বাসুদেব ও ধনঞ্জয় সন্নিধানে প্রস্থান কর।

হে রাজন্! ধর্ম্মাত্মা কর্ণ তৎকালে এইমাত্র কহিয়া নকুলকে পরিত্যাগ করিলেন। তিনি মাদ্রীপুত্রকে তৎকালে অক্লেশে সংহার করিতে সমর্থ হইতেন; কিন্তু কুন্তীর বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে বিরত হইলেন। এই প্রকারে মহাবীর নকুল সূতপুত্রকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দুঃখিতচিত্তে কুম্ভস্থিত ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে লজ্জাবনতমুখে গমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের রথে সমারূঢ় হইলেন। মহাবীর কর্ণও নকুলকে পরাজিত করিয়া অবিলম্বে শুভ্রবর্ণ অশ্বসংযুক্ত ও বহুপতাকা শোভিত রথে সমাসীন হইয়া পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নকালে সেনাপতি সূতপুত্রকে পাঞ্চালগণের প্রতি ধাবমান দেখিয়া পাণ্ডবগণের মধ্যে মহান্ কোলাহল সমুত্থিত হইল। তখন মহাবীর কর্ণ চক্রাকারে পরিভ্রমণ করত পাঞ্চালগণকে মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! ঐ সময়ে কোন সারথি চক্র, ধ্বজ, পতাকা, অশ্ব ও অক্ষবিহীন রথে অবসন্ন পাঞ্চালদেশীয় রথিগণকে লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। রথকুঞ্জর সকল দাবানলে দগ্ধ হইয়াই যেন রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। অন্যান্য করিগণ বিদীর্ণকুম্ভ, রুধিরাক্ত কলেবর, বিরহিতশুণ্ড ও নিকৃত্তলাঙ্গূল হইয়া বিদলিত অভ্রখণ্ডের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল। কোন কোনটা নারাচ, শর ও তোমরের আঘাতে ভয়বিহ্বল হইয়া হুতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় কর্ণাভিমুখে প্রস্থান করিল। আর কোন কোনটা পরস্পরের আঘাতে রুধির ক্ষরণ করত বারিধারাবর্ষী মহীধরের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইল। তুরঙ্গমগণ ছিন্নোরু, গ্রথিতকেশর, স্বর্ণ, রৌপ্য ও কাংসময় আভরণ, কবিকা, চামর, চিত্রকম্বল, তূণীর এবং আরোহিশূন্য হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। খড়্গ, প্রাস ও ঋষ্টি দ্বারা বিদ্ধ, কবচ ও উষ্ণীষধারী অশ্বারোহিগণের মধ্যে কেহ কেহ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিহীন, কেহ কেহ বিনষ্ট, কেহ কেহ নিহন্যমান ও কেহ কেহ বা বিকম্পিত হইতে লাগিল। রথী সকল নিহত হইলে, বেগগামী তুরঙ্গযোজিত

হেমমণ্ডিত রথ সকল অক্ষ, কূবর, চক্র, ধ্বজ, পতাকা ও ঈশাদণ্ড বিহীন হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। বহুসংখ্যক রথী গতাসু ও অনেকে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। অনেকে অস্ত্রশূন্য ও অনেকে অস্ত্রধারী হইয়াই কলেবর পরিত্যাগ করিল। তারকাজাল পরিব্যাপ্ত উৎকৃষ্ট ঘণ্টাবলিবিভূষিত ও বিচিত্রবর্ণ পতাকা সমূহে সমলঙ্কৃত বারণগণ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। কর্ণচাপনির্ম্মুক্ত শর সমূহে বিচ্ছিন্ন অসংখ্য মস্তক, বাহু, উরু ও অন্যান্য অবয়ব সকল ইতস্ততঃ দৃষ্ট হইতে লাগিল।

হে রাজন! এইরূপে মহাবীর কর্ণের কঠোর শরপ্রভাবে সংগ্রাম প্রবৃত্ত যোদ্ধৃগণের সাতিশয় দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল। সৃঞ্জয়েরা সূতপুত্রের সায়কনিচয়ে বিদ্ধ হইয়া পতঙ্গ যেরূপ অনলাভিমুখে ধাবমান হয়, তদ্রূপ পুনরায় তাঁহারই অভিমুখে ধাবমান হইল। তখন হতাবশিষ্ট পাঞ্চাল মহারথগণ সেই কল্পান্তকালীন অনলের ন্যায় সৈন্যবিঘাতী কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবলশালী সূতপুত্র তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া শরনিকর দ্বারা মধ্যাহ্নকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় তাহাদিগকে সন্তাপিত করিতে আরম্ভ করিলেন।

—*—

ষড়বিংশতিতম অধ্যায়। ২৬।

হে রাজন! ঐ সময় আপনার তনয় যুযুৎসু বিপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবীর উলূক "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন যুযুৎসু বজ্র সদৃশ শিতধার শরদ্বারা উলূককে তাড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর উলূকও রোষপরবশ হইয়া শাণিত ক্ষুরপ্রদ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক কর্ণি দ্বারা তাঁহাকে তাড়িত করিলেন। তখন মহাবীর যুযুৎসু সেই ছিন্নশরাসন পরিত্যাগ ও বেগশালী অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রোষকষায়িতলোচনে ষষ্টি শরে উলূককে ও তিন বাণে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহারে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। উলূক ক্রোধান্বিত হইয়া স্বর্ণভূষিত বিংশতি শরে যুযুৎসুরে বিদ্ধ করত তাঁহার কাঞ্চনময় ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর যুযুৎসু উলূকের শরে ধ্বজ উন্মথিত হওয়াতে ক্রোধে অধীর হইয়া পাঁচ বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন উলূক তৈলধৌত ভল্ল দ্বারা যুযুৎসুর সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলি-

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়। ২৭।

হে নরনাথ! এ দিকে অরণ্যমধ্যে শরভ যেরূপ সিংহকে দর্শন করিয়া নিবারণ করে, সেই রূপ মহাবীর কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই বলিষ্ঠ গৌতম কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে পদনিক্ষেপ করিতেও সমর্থ হইলেন না। তত্রত্য প্রাণিগণ ধৃষ্টদ্যুম্নের রথসমীপে কৃপাচার্য্যের রথ অবলোকন পূর্ব্বক নিরতিশয় ভীত হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিল যে, অদ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন কালকবলে নিপতিত হইবেন। তখন রথী ও সাদিগণ নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া কহিতে লাগিল, বোধ হয়, এই উদারবুদ্ধি দিব্যাস্ত্রবেত্তা মহাতেজা কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্যের নিধনে সাতিশয় ক্রোধাসক্ত হইয়াছেন। অতএব অদ্য কি ধৃষ্টদ্যুম্ন ইহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন? এই সমুদায় সৈন্য কি সুমহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ পাইবে? ঐ দ্বিজবর কি সমাগত আমাদিগের সকলকে বিনাশ না করিয়া ক্ষান্ত হইবেন? ইহার যেরূপ কৃতান্তসদৃশ মুর্ত্তি লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, অদ্য ইনি দ্রোণাচার্য্যের পদবীতে পদার্পণ করিবেন, সন্দেহ নাই। ঐ সমরবিজয়ী মহারথ ক্ষিপ্রহস্ত এবং মহাস্ত্র ও বহুবীর্য্যসম্পন্ন, তাহাতে আবার ক্রোধাসক্ত হইয়াছেন। আজি মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে পরাঙ্মুখ হইবেন। হে রাজন্! মহাবীর কৃপ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সংগ্রামকালে ভবদীয় ও শত্রুপক্ষীয় যোধগণের এইরূপ নানাবিধ বাক্য পরম্পরা শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবীর কৃপাচার্য ক্রোধে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা নিশ্চেষ্ট ধৃষ্টদ্যুম্নের মর্ম্মস্থান সকল নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাত্মা গৌতমের শরজালে সমাহত ও মোহে নিতান্ত অভিভূত হইয়া কিংকর্ত্তব্যতাবধারণে অসমর্থ হইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সারথি তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্রুপদতনয়! আপনার মঙ্গল ত? আমি যুদ্ধ কালে আপনার এরূপ বিপদ্ কখন ত দর্শন করি নাই। দ্বিজবর কৃপাচার্য্য আপনার মর্ম্মস্থান সকল লক্ষ্য করিয়া মর্ম্মভেদী শরনিকর নিক্ষেপ করিতেছেন; কিন্তু দৈববশতঃ তৎসমুদায় আপনার মর্ম্মস্থলে নিপতিত হইতেছে না। অতএব আমি অবিলম্বে অর্ণব হইতে নিবর্ত্তিত নদীবেগের ন্যায় রথ নিবর্ত্তিত করি। যিনি আপনার বিক্রম বিনষ্ট করিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণ অবধ্য।

হে রাজন্! মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন সারথির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদু বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে সূত! আমার চিত্ত নিতান্ত মুগ্ধ এবং কলেবর ঘর্ম্মাক্ত, কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে। অতএব তুমি এক্ষণে এই ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করত আমার রথ অর্জ্জুন সন্নিধানে উপনীত কর। হে সারথে! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, অর্জ্জুন কিম্বা ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইলেই আমার শ্রেয়োলাভ হইবে। হে মহারাজ! তখন সারথি অশ্বগণকে ত্বরান্বিত করিয়া যে স্থানে মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন আপনার সৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন, তথায় রথ লইয়া গমন করিতে লাগিল। তখন শত্রুনিপাতন কৃপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ প্রধাবিত দেখিয়া তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং মুহুর্ম্মুহু শঙ্খধ্বনি করত মহেন্দ্র যেরূপ নমুচি দানবকে সন্ত্রাসিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দ্রুপদতনয়কে ভীত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মা হাস্য করিতে করিতে ভীষ্মসংহারক নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ শিখণ্ডীকে বারম্বার নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী সুশাণিত পাঁচ ভল্লে কৃতবর্ম্মার জত্রুদেশে আঘাত করিলেন। তখন মহাবীর হার্দ্দিক্য ক্রোধাসক্ত হইয়া ষষ্টি শরে শিখণ্ডীকে বিদ্ধ করত একশরে তাঁহার চাপ ছেদন করিলেন। দ্রুপদতনয় শিখণ্ডী সত্বরে অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ করত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কৃতবর্ম্মাকে "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নবতি সংখ্যক শর পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত বাণ তাঁহার বর্ম্মে লগ্ন হইয়া স্খলিত হইয়া পড়িল। মহাবীর শিখণ্ডী স্বীয় শরনিকর বিফল ও ধরাতলে নিপতিত অবলোকন করিয়া সুশাণিত ক্ষুরপ্র দ্বারা কৃতবর্ম্মার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা এইরূপে ছিন্নশরাসন হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় প্রভাব প্রকাশে অসমর্থ হইলে, দ্রুপদাত্মজ শিখণ্ডী রোষাবিষ্ট চিত্তে অশীতি শর নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার ভুজদ্বয় ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কৃতকর্ম্মা শিখণ্ডীর শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। কুম্ভমুখ হইতে সলিলধারা যেরূপ বিনির্গত হয়, তদ্রূপ তাঁহার কলেবর হইতে নিরন্তর শোণিত ধারা নির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে তিনি শোণিতাক্ত-কলেবর হইয়া ধাতুদ্বারা রঞ্জিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন, এবং তৎপরে অপর এক উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শিখণ্ডীর স্কন্ধদেশে অসংখ্য শর বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী স্কন্ধদেশবিদ্ধ শরনিকর দ্বারা শাখাপ্রশাখা

বিরাজিত প্রকাণ্ডকায় মহীরুহের ন্যায় শোভমান হইলেন। তদনন্তর ঐ মহাবীরদ্বয় পরস্পর পরস্পরের শরপ্রহারে শোণিতসিক্ত শরীর হইয়া শৃঙ্গাভিহত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় বিরাজমান হইলেন। মহারাজ! এইরূপে তাঁহারা পরস্পর বধে অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া বহুসংখ্যক মণ্ডলাকার গতি প্রদর্শন করত রথারোহণে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর কৃতবর্ম্মা সুতীক্ষ্ণ সপ্ততিসংখ্যক শরদ্বারা শিখণ্ডীকে সমাহত করিয়া তাঁহার উপর এক প্রাণান্তকর ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন। দ্রুপদতনয় শিখণ্ডী ভোজরাজ নিক্ষিপ্ত শর দ্বারা অভিহত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন পূর্ব্বক বিমোহিত হইলেন। তদীয় সারথি তাঁহাকে হার্দ্দিক্যের শর প্রহারে নিতান্ত দীনভাবে মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়া সত্বরে যুদ্ধস্থল হইতে অপসারিত করিল। হে প্রভো! দ্রুপদপুত্র শৌর্য্যশালী শিখণ্ডী এই রূপে পরাজিত হইলে, পাণ্ডবগণ শরতাড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়। ২৮।

হে রাজন্! তৎকালে শ্বেতবাহন ধনঞ্জয় অনিল যেরূপ ইতস্ততঃ তুলরাশি বিকীর্ণ করে, তদ্রূপ আপনার সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব, ত্রিগর্ত্ত, শিবি, শাল্ব, সংশপ্তক ও অন্যান্য নারায়ণী সেনা এবং সত্যসেন, চন্দ্রদেব, মিত্রদেব, সুতঞ্জয়, সৌশ্রুতি, চিত্রসেন, মিত্রবর্ম্মা, সুশর্ম্মা, বসুধর্ম্মা ও মহাধনুর্দ্ধর অস্ত্রবিশারদ পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত ত্রিগর্ত্তাধিপতি অর্জ্জুনের উপর শরনিকর বর্ষণ করত সলিলরাশি যেমন সাগরাভিমুখে গমন করে, সেই রূপ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! গরুড় দর্শনে ভুজঙ্গমগণ যেমন নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিতি করে, তদ্রূপ সেই যোধগণ অর্জ্জুন দর্শনে জড়ীভূত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তাঁহারা ধনঞ্জয় শরে সতত আহত হইয়াও হুতাশনে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় তাঁহারে পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর সত্যসেন তিন, মিত্রদেব ত্রিষষ্টি, চন্দ্রসেন সাত, মিত্রবর্ম্মা ত্রিসপ্ততি, সৌশ্রুতি, সাত শত্রুঞ্জয় বিংশতি ও সুশর্ম্মা নয় শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে সেই বীরগণ কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া সৌশ্রুতিরে সাত, সত্যসেনকে তিন, শত্রুঞ্জয়কে বিংশতি, চন্দ্রদেবকে আট, মিত্রদেবকে শত,

শ্রুতসেনকে তিন, মিত্রবর্ম্মাকে নয় ও সুশর্ম্মারে আট শরে বিদ্ধ করিয়া শিলাশোণিত শরনিকরে শত্রুঞ্জয়, সৌশ্রুতি ও চন্দ্রবর্ম্মারে শমন ভবনে প্রেরণ পূর্ব্বক পাঁচ পাঁচ বাণে অন্যান্য মহারথগণকে নিবারণ করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন ক্রোধান্বিত চিত্তে বাসুদেবকে লক্ষ্য করিয়া তোমর নিক্ষেপ করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। সেই লৌহদণ্ড সুবর্ণময় তোমর মহাত্মা বাসুদেবের বাহু বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। সেই আঘাতেই বাসুদেবের হস্ত হইতে প্রতোদ ও রথরশ্মি স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন হৃষীকেশকে বিকলাঙ্গ দর্শন করিয়া রোষভরে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি শীঘ্র সত্যসেনের নিকট রথ সঞ্চালন কর। আমি সত্বরেই উহারে বিনাশ করিব। তখন মহামতি বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতোদ ও রথরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক সত্যসেনের নিকট রথ সঞ্চালন করিলেন। মহারথ অর্জ্জুন সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা সত্যসেনকে নিবারণ করত নিশিত ভল্লাস্ত্র দ্বারা তদীয় কুণ্ডলশোভিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি শাণিত শর দ্বারা মিত্রবর্ম্মারে ও বৎসদন্ত দ্বারা তদীয় সারথিরে নিপাতিত করত শত শত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক অসংখ্য সংশপ্তকগণকে ধরাশায়ী করিলেন এবং অবিলম্বে রজতপুঙ্খ শাণিত ক্ষুরপ্র দ্বারা চিত্রসেনের মস্তক ছেদন করত সুশর্ম্মার জত্রুদেশে বিষমাঘাত করিলেন। তখন সংশপ্তকগণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দশ দিক নিনাদিত করত ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিল। মহাস্ত্রবেত্তা ইন্দ্রসমতেজা ধনঞ্জয় সেই সমস্ত শরনিকর প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইন্দ্রাস্ত্রের আবির্ভাব করিলেন। তখন তদীয় সেই আবির্ভূত অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র শরনিকর প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ঐ সকল শরজাল দ্বারা ভূরি ভূরি ধ্বজ, পতাকা, রথ, কার্ম্মুক, তূণীর, যুগ, অক্ষ, চক্র, যোক্ত্র, রশ্মি, কূবর, বরূথ, প্রাস, ঋষ্টি, গদা, পরিঘ, তোমর, শক্তি পট্টিশ, সচক্র শতঘ্নী, ভুজ, উরু, কণ্ঠসূত্র, অঙ্গদ, কেয়ূর, হার, নিষ্ক, বর্ম্ম, ছত্র, ব্যজন ও মুকুট সকল ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে সমরক্ষেত্রে ভীষণ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। সুন্দর লোচনযুক্ত কুণ্ডল পরিশোভিত পূর্ণচন্দ্র সদৃশ ছিন্ন মস্তক সমুদায় নভস্তলস্থিত তারকাজালের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। নিহত বীরগণের মাল্যাম্বরধারী চন্দনলিপ্ত দেহ সকল ধরাতলে নিপতিত রহিল। তখন রণস্থল অতি ভীষণ হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়রাজতনয়গণ এবং অসংখ্য হস্তী ও অশ্ব নিপতিত হওয়াতে সমরক্ষেত্র

...কীর্ণ ভূভাগের ন্যায় সাতিশয় দুর্গম হইয়া উঠিল। ঐ সময় শত্রুনিপাতন ধনঞ্জয়ের রথচক্রের গতি রোধ হইয়া গেল। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, মহাবীর অর্জ্জুনের রথচক্র তাঁহারে সেই রুধিরজনিত কর্দ্দমসমাকীর্ণ রণস্থলে বিচরণ পূর্ব্বক বহুসংখ্যক শত্রু, ও হস্ত্যশ্ব সমুদায় বিনাশ করিতে দর্শন করত অবসন্ন হইয়াছে। তখন মনোমারুতগামী তুরঙ্গমগণ একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াও প্রাণপণে সেই কর্দ্দমনিমগ্ন রথচক্র সমুদায়কে আকর্ষণ করিতে লাগিল। হে ভারত! মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন এইরূপ সৈন্যগণকে সংহার করিলে, তাহারা প্রায় সকলেই সমরে পরাঙ্মুখ হইল। তখন সমরবিজয়ী কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় সেই বহুসংখ্যক সংশপ্তকগণকে পরাজিত করিয়া বিধূম প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় বিরাজমান হইলেন।

—০:০—

একোনত্রিংশত্তম অধ্যায়। ২৯।

হে রাজন্! তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির অসংখ্য শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, রাজা দুর্য্যোধন নির্ভয় চিত্তে স্বয়ং তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সহসা আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে আপতিত দর্শন করত "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় দুর্য্যোধন নয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করত ভল্লদ্বারা তাঁহার সারথিকে তাড়িত করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের প্রতি ত্রয়োদশ শিলাশিত শিলীমুখ নিক্ষেপ করিয়া চারিটি দ্বারা তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়কে সংহার পূর্ব্বক পঞ্চম দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন, ষষ্ঠ দ্বারা রাজা দুর্য্যোধনের ধ্বজ ছেদন, ও সপ্তম দ্বারা তাঁহার খড়্গ ভূতলে নিপাতিত করত অবশিষ্ট পঞ্চম দ্বারা তাঁহাকে সাতিশয় নিপীড়িত করিলেন। আপনার পুত্র এইরূপে সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া সেই হতাশ্ব রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কর্ণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া তাঁহার রক্ষার্থ সহসা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন পাণ্ডুপুত্রগণও যুধিষ্ঠিরের রক্ষার্থ তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করত অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সহস্র সহস্র তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল।

হে মহীপতে! ঐ সময় যে স্থানে পাঞ্চালগণ কৌরবগণের সহিত

যুদ্ধার্থ সমাগত হইল, তথায় ঘোরতর কিলকিলা শব্দ সমুত্থিত হইল। নরগণ নরগণের সহিত, বারণগণ বারণগণের সহিত, রথিগণ রথিগণের সহিত ও অশ্বারোহিগণ অশ্বারোহিগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। হে মহারাজ! এইরূপে উভয় পক্ষীয় বীরগণের নানাবিধ অচিন্তনীয় সংগ্রাম দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। বীরপুরুষগণ পরস্পরের নিধন বাসনায় সুকৌশলে বিচিত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। তাঁহারা বীরপুরুষোচিত ব্রত প্রতিপালন পূর্ব্বক পরস্পরের অভিমুখীন হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। কোন বীরই কোন মতে সংগ্রাম পরিত্যাগ করিল না। হে রাজন্! এইরূপে সেই সংগ্রাম মুহূর্ত্তমাত্র অতি মধুবদর্শন হইয়াছিল। কিন্তু অবিলম্বেই সকলে যুগপৎ উন্মত্ত হওয়াতে উহা মর্য্যাদাশূন্য হইয়া উঠিল। তখন রথিগণ কুঞ্জরগণকে আক্রমণ করিয়া সুশাণিত শরনিকর দ্বারা বিদীর্ণ করত যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। অশ্বারোহী সকল চারিদিক্ হইতে আগমন ও তুরঙ্গমগণকে পরিবেষ্টন করিয়া তলধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। মহামাতঙ্গ সকল বিদ্রাবিত অশ্বগণের প্রতি ধাবমান হইলে, অশ্বারোহী সকল মাতঙ্গগণের পৃষ্ঠ ও পার্শ্বে শরাঘাত করিতে লাগিল। মদমত্ত মাতঙ্গ সকল অশ্বগণকে বিদ্রাবিত করিয়া দন্তাঘাতে নিহত ও বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। কতকগুলি মাতঙ্গ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দন্তদ্বারা অশ্বারোহীসমবেত অশ্বগণকে বিদ্ধ করত দ্রুতবেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী পদাতি সৈন্য কর্ত্তৃক সুযোগক্রমে সমাহত হইয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। পদাতি সকল আভরণ পরিত্যাগ করিয়া ধাবমান হইলে, হস্ত্যারোহিগণ জয় লক্ষণ অবগত হইয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিল, এবং মাতঙ্গগণকে সমাহত করিয়া পদাতিগণের কলেবর বিদীর্ণ ও আভরণ সকল গ্রহণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবেগশালী বলগর্ব্বিত পদাতিগণও গজারোহিগণকে পরিবেষ্টন করিয়া বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি গজারোহী গজশুণ্ড দ্বারা নভোমার্গে নিক্ষিপ্ত হইয়া পতন কালে গজগণের বিষাণাগ্রে বিদ্ধ হইল। কতকগুলি গজারোহী গজের দন্তাঘাতে বিনষ্ট হইয়া গেল। কতকগুলি সৈন্যমধ্যে মহাগজ দ্বারা বিদীর্ণকলেবর ও বারম্বার নিক্ষিপ্ত হইল। আর কতকগুলি গজের অগ্রবর্ত্তী বীর, মাতঙ্গগণ কর্ত্তৃক ব্যজনের ন্যায় ভ্রামিত হইয়া নিহত হইল। হে মহারাজ! এইরূপে গজারোহীগণের গাত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। নাগগণ প্রাস, তোমর ও ঋষ্টি দ্বারা দন্তান্তরাল কুম্ভ ও দন্তবেষ্টনে

অতিমাত্র বিদ্ধ হইল। ঐ সময় কোন কোন মাতঙ্গ পার্শ্বস্থিত দুর্দারুণ বীরগণ কর্ত্তৃক নিগৃহীত এবং অশ্বারোহিগণ কর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অশ্বারোহী সকল তোমর দ্বারা চর্ম্মধারী পদাতিগণকে ধরাতলে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। হস্তী সকল কোন কোন রথীকে আক্রমণ করিয়া সেই ভীষণ সমরভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কোন কোন অমিতপরাক্রম মাতঙ্গ নারাচ প্রহারে নিহত হইয়া বজ্রাভিহত শৈলশৃঙ্গের ন্যায় ভূমিতলে নিপতিত হইল। তখন যোধগণ পরস্পর সমাগত হইয়া পরস্পরকে মুষ্টিপ্রহার ও পরস্পরের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ বাহু-দ্বয় সমুদ্যত করিয়া প্রতিপক্ষকে ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করত পাদদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল আক্রমণ পূর্ব্বক শিরশ্ছেদন করিল। কেহ কেহ খড়্গা-ঘাতে পতনোন্মুখ অরাতির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। আর কেহ কেহ বা জীবিত ব্যক্তির গাত্রে শস্ত্র বিদ্ধ করিতে লাগিল।

অনন্তর যোধগণের মুষ্টিযুদ্ধ, কেশগ্রহ ও বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেহ কেহ অতর্কিতরূপে অন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত জনগণের জীবন সংহার করিল। হে রাজন্! এইরূপে যোদ্ধৃবর্গ পরস্পর ভীষণ সঙ্কুল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, বহুসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। শস্ত্র ও বর্ম্ম সকল শোণিতদিগ্ধ হইয়া ধাতুরাগ রঞ্জিত বসনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে সৈন্যগণের গঙ্গাপ্রপাত সদৃশ ভীষণ কল কল ধ্বনি সমুত্থিত হইল।

হে রাজন্! এই রূপে শস্ত্রপাতসঙ্কুল ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, সৈন্য সকল শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইল। কেহই আত্মপর অবধারণ করিতে সমর্থ হইল না। জিগীষাপরবশ মহীপালগণ যুদ্ধ করিতে হয় বলি-য়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন কেহ কেহ কি আত্মীয় কি শত্রুপক্ষীয় যাহারে সম্মুখে প্রাপ্ত হইলেন, তাহারেই বিনষ্ট করিলেন। ফলতঃ তৎকালে বীরগণের শরপ্রভাবে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছিল। সমরভূমি অসংখ্য নিপাতিত হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্যগণ দ্বারা মুহূর্ত্তমধ্যে অতি দুর্গম হইয়া উঠিল। ক্ষণকালমধ্যে সমরস্থলে শোণিতনদী প্রবাহিত হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ত্রিগর্ত্ত, কর্ণ পাঞ্চাল এবং ভীম-পরাক্রম ভীমসেন কৌরব ও হস্তিসৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এইরূপে সেই অপরাহ্ণ সময়ে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ বিপুল যশোভিলাষে ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় উপস্থিত হইল।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩০।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি তোমার মুখে পুত্রগণের নিধন বৃত্তান্ত ও অন্যান্য বহুতর বিষম দুঃখ বার্ত্তা শ্রবণ করিলাম। তুমি যেরূপ যুদ্ধের কথা কহিতেছ, তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, কৌরবগণ আর জীবিত নাই। হে সূতনন্দন! তুমি বিলক্ষণ বাক্যবিশারদ; অতএব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির মহারথ দুর্য্যোধনকে রথবিহীন করিয়া কিরূপে তাহার সহিত সংগ্রাম করিল? দুর্য্যোধনই বা কিরূপে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে প্রবৃত্ত হইল এবং সেই অপরাহ্ন সময়ে কিরূপে লোমহর্ষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল? তাহা আমার নিকট যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! এইরূপে উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর ভাগ্যক্রমে মিলিত ও নিহন্যমান হইলে, আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন অন্য এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক বিষধর ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধাসক্ত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে লক্ষ্য করত সারথিকে কহিলেন, হে সূত! যে স্থানে কবচধারী রাজা যুধিষ্ঠির আতপত্র দ্বারা সুশোভিত হইতেছেন, তথায় তুমি অবিলম্বে আমাকে লইয়া চল। সূতবর রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে যুধিষ্ঠিরাভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিল। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও মদস্রাবী কুঞ্জরের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় সারথিকে দুর্য্যোধনাভিমুখে গমন করিতে আদেশ করিলেন।

হে ভারত! অনন্তর রণদুর্ম্মদ মহাবীর যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন একত্র মিলিত হইয়া বিশাল শরাসন ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে পরস্পরের উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

হে আর্য্য! রাজা দুর্য্যোধন এক শিলাশাণিত ভল্ল দ্বারা ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠিরের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ধর্ম্মনন্দন সেই অপরাধ সহ্য করিতে না পারিয়া অবিলম্বে সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধারুণনেত্রে অন্য চাপ গ্রহণ করিয়া দুর্য্যোধনের ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। তখন দুর্য্যোধনও অন্য শরাসন গ্রহণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে শরাহত করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই মহাবীর ভ্রাতৃদ্বয় প্রকোপিত সিংহদ্বয়ের ন্যায় ও শব্দকারী বৃষদ্বয়ের ন্যায় জিগীষাপরবশ হইয়া শর বর্ষণ পূর্ব্বক পরস্পরকে নিপীড়িত করিলেন, এবং পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ পূর্ব্বক বিচরণ করত আকর্ণাকৃষ্ট চাপনির্ম্মুক্ত শর সমূহে ক্ষত বিক্ষত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক তরুর ন্যায় বিরাজমান

হইলেন। তৎপরে ঐ মহাবীরদ্বয় মুহুর্মুহু ঘোরতর সিংহনাদ, তল শব্দ, ধনুষ্টঙ্কার ও শঙ্খ ধ্বনি করত পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ক্রোধপরবশ হইয়া বজ্রতুল্য বেগশালী দুঃসহ বাণত্রয় দ্বারা আপনার পুত্রের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধনও সুবর্ণপুঙ্খ শিলানিশিত পাঁচ বাণ দ্বারা ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করত তাঁহার উপর এক খরধার লৌহময় ভীষণ শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই শক্তি মহোল্কার ন্যায় মহাবেগে আসিতে দেখিয়া সুশাণিত বাণদ্বয়ে ছেদন করত পাঁচ শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সেই সুবর্ণদণ্ডযুক্ত অনলসন্নিভ শক্তি গগনপরিভ্রষ্ট অনলের ন্যায় ভীষণ শব্দ করত নিপতিত হইল। দুর্য্যোধন শক্তি বিনিহত দেখিয়া নিশিত নয় ভল্লে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিলেন। শত্রুনিপাতন যুধিষ্ঠির এইরূপে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া শরাসনে শর যোজন করত তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে, ঐ শর আপনার পুত্র দুর্য্যোধনকে বিমোহিত করিয়া ভূগর্ত্তে প্রবিষ্ট হইল। তখন দুর্য্যোধন বিরোধের অবসান বাসনায় সক্রোধ নয়নে গদা সমুদ্যত করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির দণ্ডহস্ত কৃতান্তের ন্যায় গদা উদ্যত করত দুর্য্যোধনকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় বেগশালী তেজোময় মহাশক্তি পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন সেই শক্তির আঘাতে মর্ম্মবিদ্ধ ও নিতান্ত ব্যথিত হইয়া মোহিত ও রথোপরি নিপতিত হইলেন। তখন ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে রাজন্! দুর্য্যোধন আপনার বধ্য নহে! রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন কৃতবর্ম্মা ত্বরান্বিত হইয়া সেই দুঃখসাগরে নিমগ্ন রাজা দুর্য্যোধনের নিকট গমন করিলেন। তদ্দর্শনে ভীমসেন হেমমণ্ডিত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে হার্দ্দিক্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! এইরূপে সেই অপরাহ্ন সময়ে শত্রুগণের সহিত জয়লাভলোলুপ কৌরব-পক্ষীয় যোধগণের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩১।

হে রাজন্! অনন্তর আপনার পক্ষীয় বীরগণ মহাবীর কর্ণকে পুরোবর্ত্তী করত পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবাসুর যুদ্ধ সদৃশ ঘোরতর সংগ্রামে

আরম্ভ করিলেন। হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী, রথী ও পদাতিগণ করি-বৃংহিত, নরকোলাহল, রথঘর্ঘর শব্দ ও শঙ্খনিস্বন দ্বারা সাতিশয় পুল-কিত হইয়া ক্রোধভরে বিবিধ আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল। বীরপুরুষনিক্ষিপ্ত শাণিত পরশু, অসি, পট্টিশ, ও বহুবিধ শর দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও রথী সকল নিহত হইয়া গেল। চন্দ্র, সূর্য্য ও কমলসদৃশ, ধবল দশনরাজি বিরাজিত, নাসাবংশ সুশোভিত, মনোহর লোচন, রুচির কিরীট ও কুণ্ডলে সমলঙ্কৃত নরমস্তক সমূহে সমরভূমি পরি-ব্যাপ্ত হইল। অসংখ্য পরিঘ, মুষল, শক্তি, তোমর, নখর, ভুষণ্ডী ও গদা দ্বারা হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হইলে, সমরক্ষেত্রে ভীষণ শোণিত-নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল। এই রূপে অসংখ্য নিহত রথী, পদাতি, অশ্ব ও কুঞ্জর ক্ষত বিক্ষত এবং ভীষণদর্শন হওয়াতে সমরভূমি কালান্তক যমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

হে মহারাজ! অনন্তর আপনার দেবকুমার সদৃশ আত্মজ ও সৈনিক-গণ বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে সাত্যকির অভিমুখে ধাবমান হই-লেন। সেই অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসম্পন্ন কৌরবসৈন্য গমন-কালে সাগরের ন্যায় গভীর শব্দ করত দেবরাজের সেনার ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন ইন্দ্রসমবিক্রম কর্ণ দিবাকরকর সদৃশ খরতর শর সমূহ দ্বারা উপেন্দ্রতুল্য সাত্যকিকে আঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সাত্যকিও অবিলম্বে বিবিধ শর নিকরদ্বারা সর্পবিষ সদৃশ উগ্র পুরুষপ্রবীর কর্ণকে রথ, অশ্ব ও সারথির সহিত সমাচ্ছন্ন করিলেন। হে আর্য্য! অন-ন্তর আপনার সুহৃদ্ অতিরথ সকল সাত্যকিনিক্ষিপ্ত শরনিকরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ সমভিব্যাহারে বসুষেণের নিকট গমন করিলেন। হে মহারাজ! তখন মহাসাগর সদৃশ কৌরব সৈন্যসকল সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইলে, দ্রুপদাত্মজ প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় বীরবরগণ উহাদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। হে ভারত! ঐ সময় অসংখ্য মনুষ্য, অশ্ব ও কুঞ্জর বিনিষ্ট হইল।

এই অবসরে পুরুষপ্রবর ধনঞ্জয় ও বাসুদেব কৃতাহ্নিক হইয়া ভগবান্ ভবানীপতির যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন এবং শত্রুবধে কৃতনিশ্চয় হইয়া কৌরবসৈন্যের অনুগমন করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগের শ্বেতাশ্ব যোজিত, বায়ু বিকম্পিত ধ্বজপট, মেঘগম্ভীর নিস্বন রথ সম্মুখে সমাগত দেখিয়া বিমোহিত প্রায় হইলেন। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধনু বিস্ফারণ পূর্ব্বক রথমধ্যে যেন নৃত্য করিতে করিতে

শর বর্ষণ দ্বারা দিঙ্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং অনিল যেরূপ জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ সুসজ্জিত, যন্ত্র, আয়ুধ ও ধ্বজদণ্ড সমন্বিত, সারথি সমবেত দেবযানপ্রতিম রথ সমুদায় শর সমূহ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন। তৎপরে ঐ মহাবীর শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক বৈজয়ন্তী, আয়ুধ ও ধ্বজসম্পন্ন গজ, মহামাত্র, অশ্ব, সাদী ও পদাতিগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে ভারত! ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন একাকীই সেই ক্রুদ্ধ অন্তক সদৃশ দুর্নিবার ধনঞ্জয়কে শর সমূহ দ্বারা সমাহত করত তথায় উপনীত হইলেন। মহাবল ধনঞ্জয় তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সাত শরে তাঁহার কার্ম্মুক, অশ্ব, ধ্বজ ও সারথিকে কর্ত্তন পূর্ব্বক এক বাণে তাঁহার ছত্রদণ্ড দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া আর একটি প্রাণান্তকর শর নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অশ্বত্থামা উহা সপ্তধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অর্জ্জুন শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক দ্রোণাত্মজের শরাসন ও অশ্বগণকে ছেদন পূর্ব্বক কৃপাচার্য্যের শরাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন, এবং তৎপরে হার্দ্দিক্যের কার্ম্মুক, ধ্বজ ও অশ্বগণ এবং দুঃশাসনের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ সাত্যকিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বে শরত্রয় দ্বারা ধনঞ্জয়কে ও বিংশতি শর দ্বারা বাসুদেবকে বিদ্ধ করিয়া শর সমূহ নিক্ষেপ পূর্ব্বক বারম্বার ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি ক্রোধাসক্ত দেবরাজের ন্যায় শত্রুগণকে সংহার ও অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র গ্লানি উপস্থিত হইল না।

অনন্তর সাত্যকি তথায় আগমন পূর্ব্বক প্রথমতঃ কর্ণকে নিশিত নবতি শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি এক শত শর নিক্ষেপ করিলেন। তদনন্তর মহাবীর যুধামন্যু, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, উত্তমৌজা, যমজ নকুল ও সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেকিতান, ধর্ম্মরাজ, প্রভদ্রক, চেদি, কারূষ, মৎস্য ও কৈকেয়গণ অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতিগণের সহিত কর্ণবধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তাঁহারে পরিবেষ্টন ও কটূক্তি করত তাঁহার প্রতি বিবিধ শস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণ শাণিত শর সমূহে ঐ সকল শস্ত্র ছেদন করিয়া বায়ু যেমন বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া অপবাহিত করে, তদ্রূপ তথা হইতে সেই সমস্ত অপসারিত করিলেন। তদনন্তর তিনি ক্রোধপরবশ হইয়া রথী, মহামাত্র সমবেত গজ, সাদীর

সহিত অশ্ব ও পদাতিগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডব-সৈন্যগণ মহাবীর কর্ণের অস্ত্রবলে বিশস্ত্র, ক্ষতবিক্ষত ও বধ্যমান হইয়া প্রায় সকলেই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইল।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্যমুখে অস্ত্রজাল বর্ষণ করত সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত অস্ত্র সকল প্রতিহত করিয়া শরনিকর দ্বারা ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও আকাশ-মণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত শরজাল মুষলের ন্যায়, পরিঘের ন্যায়, শতঘ্নীর ন্যায় ও অতি কঠোর বজ্রের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরব সৈন্যগণ অর্জ্জুনের অস্ত্রবলে সমাহত হইয়া নিমীলিত নেত্রে ভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সমরে দেহ ত্যাগ করিল এবং কতকগুলি শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত ও একান্ত ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

হে রাজন্! অনন্তর ভগবান্ মরীচিমালী অস্তগিরিশিখরে আরোহণ করিলেন। সেই সময় প্রগাঢ় অন্ধকার ও ধূলিজাল প্রভাবে আর কোন বস্তুই লক্ষিত হইল না। কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ সেই নৈশযুদ্ধে ভীত হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন। পাণ্ডব-গণও জয়শ্রী লাভ করিয়া বিবিধ বাদিত্র বাদন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শত্রুগণকে উপহাস এবং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের স্তুতিবাদ করত স্বীয় শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এইরূপে উভয়-পক্ষীয় বীরগণ সংগ্রামে বিরত হইলে নৃপতিগণ পাণ্ডবগণকে আশী-র্ব্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবেরা সেই রাত্রিযুদ্ধে শিবিরে সমাগত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষস, পিশাচ ও শ্বাপদগণ দলবদ্ধ হইয়া মহাদেবের উদ্যানসন্নিভ সেই ভয়ঙ্কর সমরক্ষেত্রে সমাগত হইতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩২।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, অর্জ্জুন সচ্ছন্দে আমাদের সমস্ত যোদ্ধৃবর্গকে বিনষ্ট করিয়াছে। ঐ বীর অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিলে, কৃতান্তও উহার নিকট মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন না। যে মহাবীর একাকী দিব্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সুভদ্রারে হরণ, বহ্নির তৃপ্তি সাধন, এই ভূমণ্ডল পরাজয় করিয়া সমুদায় ভূপালগণের নিকট করগ্রহণ, নিবাত কবচ

মানবগণকে বিনাশ, ঘোষযাত্রাকালে দুর্য্যোধন প্রভৃতি ভারতপুত্রগণকে রক্ষা এবং কিরাতরূপী ভগবান্ ভবানীপতির সহিত যুদ্ধ করত তাঁহার সন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিল, সেই মহাতেজা অর্জ্জুন পরাক্রম দ্বারা সমুদায় নরপতিগণকে পরাজিত করিয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে সেই অনিন্দনীয় বীরগণ ও পুত্র দুর্য্যোধন যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বর্ম্মায়ুধবিবর্জ্জিত হত আহত ও বিদ্ধস্ত বাহনগণে পরিবেষ্টিত মাননীয় কৌরবগণ এইরূপে শক্রশরে বর্ম্মায়ুধ-বিবর্জ্জিত, বাহনবিহীন, হতসৈন্য, একান্ত সমাহত ও নির্জ্জিত হইয়া শিবিরে অবস্থান পূর্ব্বক ভগ্নদংষ্ট্র বিষবিহীন বিষধরের ন্যায় দীনস্বরে পুনরায় মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ ও হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন, মহারাজ! অর্জ্জুন দৃঢ়কর্ম্মদক্ষ ও ধৈর্য্যশালী; বিশেষত বাসুদেব উহারে যথা সময়ে প্রতিবোধিত করিয়া থাকেন। ধনঞ্জয় অদ্য সহসা শস্ত্র বর্ষণ পূর্ব্বক আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু কল্য আমি তাহার সমুদায় সঙ্কল্প বিনষ্ট করিব; দুর্য্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া নৃপতিগণকে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে আদেশ করিলে, তাঁহারা স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই রাত্রি সুখে অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে প্রফুল্ল-চিত্তে যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইলেন, এবং দেখিলেন, ধর্ম্মরাজ যত্নপূর্ব্বক বৃহস্পতি ও শুক্রের সম্মত এক দুর্জ্জয় ব্যূহ বিন্যাস করিয়াছেন। তখন পরবীরঘাতী রাজা দুর্য্যোধন যুদ্ধে পুরন্দর তুল্য, বলে মরুদ্গণ সম ও বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্য সদৃশ, অরাতি নিপাতন, বৃষভস্কন্ধ সূতপুত্রকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সৈন্যগণও কর্ণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া তাঁহাকেই বিপদ্‌কালীন বন্ধুর ন্যায় বোধ করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! সৈন্যগণ সূতপুত্রের প্রতি অনুরক্ত হইলে, দুর্য্যোধন কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল? সৈন্যগণের প্রস্থানানন্তর পুনরায় মহা সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, আমার পুত্র কি সূর্য্য-দর্শনোৎসুক শীতার্ত্ত পুরুষের ন্যায় কর্ণকে দর্শন করিয়াছিল? হে সঞ্জয়! উভয় পক্ষে যুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে, মহাবীর কর্ণ কি রূপে সংগ্রাম করিতে লাগিল? মহাবাহু সূতপুত্র একাকী সৃঞ্জয় ও পার্থগণকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়। ঐ বীর যুদ্ধ সময়ে ভীষণ অস্ত্রজাল এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণুর ন্যায়

ভুজবল ধারণ করে। দুর্য্যোধন কর্ণকে আশ্রয় করিয়াই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তৎকালে মহারথ কর্ণ পাণ্ডবগণ কর্তৃক দুর্য্যোধনকে নির্ভর নিপীড়িত ও পাণ্ডুতনয়গণকে পরাক্রান্ত দেখিয়া প্রযত্ন সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মন্দমতি দুর্য্যোধন কেশবের সহিত সপুত্র পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিবার বাসনায় পুনরায় কর্ণকে আশ্রয় করত সংগ্রামে উৎসাহিত হইয়া ছিল। কিন্তু হায়! কি দুঃখের বিষয়! কর্ণ কোপাবিষ্ট হইয়াও পাণ্ডবগণকে রণে পরাজয় করিতে পারিল না। অতএব এ বিষয়ে দৈবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। হায়! এক্ষণে দ্যূতক্রীড়ার পরিণাম উপস্থিত হইয়াছে। আমি দুর্য্যোধনকৃত শল্যভূত বিষম দুঃখ ভোগ করিতেছি। হে সঞ্জয়! কর্ণ নীতিমান্, পরাক্রমশালী ও দুর্য্যোধনের নিতান্ত অনুগত। তথাপি এই মহাসংগ্রামে আমারে স্বীয় পুত্রগণকে নির্জ্জিত ও বিনষ্ট শ্রবণ করিতে হইল! সমরে পাণ্ডবগণকে কেহই পরাজয় করিতে সমর্থ হইল না। যাহা হউক, দৈবই বলবান্।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মানুগত কার্য্য সকল চিন্তা করুন্। অতীত কার্য্যের অনুশোচনা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। উহা চিন্তার সহিত ধ্বংস হয়। আপনি পূর্ব্বে সঙ্গত ও অসঙ্গত বিবেচনা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করেন নাই; সেই জন্যই এক্ষণে আপনার রাজ্য লাভ নিতান্ত দুর্লভ হইয়াছে, পাণ্ডবগণ অনেক বার আপনাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আপনি মোহবশতঃ তাঁহাদিগের সেই হিতবাক্যে কর্ণপাতও করেন নাই। হে বিশাম্পতে! আপনি পাণ্ডবগণের ঘোরতর অনিষ্টাচরণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহার ফলস্বরূপ ঘোরতর জনক্ষয় সমুপস্থিত হইয়াছে। হে ভরতর্ষভ! অতিক্রান্ত বিষয়ের নিমিত্ত অনুশোচনার প্রয়োজন নাই; এক্ষণে ঘোরতর সংগ্রাম যেরূপে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাই শ্রবণ করুন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে, মহারথ কর্ণ রাজা দুর্য্যোধনের নিকট গমন করত তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! অদ্য আমি যশস্বী তৃতীয় পাণ্ডব ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। অদ্য হয় আমি তাহাকে সংহার করিব না হয়, সেই আমাকে বিনাশ করিবে। আমাদের উভয়ের কার্য্য বাহুল্য বশতঃ পরস্পরের কখনই যুদ্ধে সমাগম হয় নাই। হে বিশাম্পতে! এক্ষণে আমি স্বীয় বিবেচনানুসারে যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। হে ভারত! আমি সংগ্রামে ধনঞ্জয়কে বিনাশ না করিয়া কদাচ প্রতিনিবৃত্ত হইব না। আমাদের প্রধান প্রধান বীর-

গণ বিনষ্ট হইয়াছেন এবং আমিও ইন্দ্রদত্ত শক্তিবিহীন হইয়া রণস্থলে অবস্থিত হইয়াছি; সুতরাং পার্থ অবশ্যই সমরাঙ্গনে আমার অভিমুখীন হইবে। হে জনেশ্বর! তখন আপনি তাহার ও আমার পরাক্রম ও দিব্যাস্ত্র সমুদায় দেখিতে পাইবেন। সব্যসাচী পার্থ প্রতিযোদ্ধার কার্য্য-বিনাশ, লঘুহস্ততা, দূরপাতিত্ব, কৌশল, অস্ত্রপাত-বর্ষ, শৌর্য্য, বিজ্ঞান, নিমিত্তজ্ঞান ও বিক্রমবিষয়ে কখনই আমার তুল্য নয়। হে মহারাজ! আমার এই শরাসন সামান্য নহে, পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তাঁহার নিমিত্ত বিজয় নামে যে প্রসিদ্ধ শরাসন নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন, যদ্দ্বারা দেবরাজ দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছেন, যাহার নির্ঘোষে দৈত্যগণ দশদিক্ শূন্যপ্রায় অবলোকন করিয়াছিল, সুররাজ সেই শরাসন ভার্গবকে প্রদান করেন। ভার্গবও প্রসন্ন হইয়া সেই দিব্য শরাসন আমারে প্রদান করিয়াছেন। দেবরাজ ঐ শরাসন দ্বারা সমাগত দৈত্যগণের সহিত যে প্রকার সংগ্রাম করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ মহাবাহু ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব। আমার এই পরশুরামদত্ত ভীষণ চাপ অর্জ্জুনের গাণ্ডীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভার্গব ইহা দ্বারা এক বিংশতি বার পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনি ইহার দিব্য কার্য্য সকল কীর্ত্তন পূর্ব্বক ইহা আমাকে প্রদান করিয়াছেন। হে নরপতে! অদ্য আমি এই শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয়শীল ধন-ঞ্জয়কে নিপাতিত করত তোমাকে বান্ধবগণের সহিত আনন্দিত করিব। অদ্য এই পর্ব্বত ও কানন সুশোভিতা সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী তোমার ও তোমার পুত্র পৌত্রাদির ভোগার্থ কল্পিত হইবে। ধর্ম্মশীল ও আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সিদ্ধি লাভ যেমন অশক্য নহে, সেইরূপ তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমার অসাধ্য নহে। অনল পাদপের যেরূপ অসহ্য হইয়া উঠে, তদ্রূপ আমি অর্জ্জুনের অসহ্য হইব, সন্দেহ নাই।

হে মহাপতে! আমি অর্জ্জুন অপেক্ষা যে যে অংশে হীন, সেই সমু-দায় স্বীকার করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মহাবীর ধনঞ্জয়ের ধনুর্জ্যা দিব্য, তূণীরদ্বয় অক্ষয়, সারথি বাসুদেব, স্বর্ণভূষণ উৎকৃষ্ট, রথ অগ্নিদত্ত ও অচ্ছেদ্য, অশ্বগণ মনোবেগগামী এবং ধ্বজ বিস্ময়কর ও দ্যুতি-মান বানরে লাঞ্ছিত। আমার এতাদৃশ কিছুই না। আমার একমাত্র বিজয়াখ্য দিব্য শরাসন অর্জ্জুনের অজিত গাণ্ডীব অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। হে কুরুরাজ! আমি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সমুদায়ের অভাবে ধনঞ্জয় অপেক্ষা হীন হইয়াও তাহার সহিত যুদ্ধ করিবার মানস করিতেছি। কিন্তু

দুঃসহবীর্য্য মদ্রেশ্বরকে আমার সারথ্য কার্য্য স্বীকার করিতে হইবে। মহাবীর শল্য বাসুদেবের সমকক্ষ; উনি যদি আমার সারথি পদে অভিষিক্ত হন, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তুমি জয়লাভ করিতে সমর্থ হইবে। অতএব দুঃসহবীর্য্য শল্যই আমার সারথি হউন। শকট সমস্ত আমার নারাচনিকর বহন করুক। উৎকৃষ্ট অশ্বযোজিত রথ সকল আমার অনুগামী হউক। হে রাজন্! এই প্রকার হইলে, আমি অর্জ্জুন অপেক্ষা অধিকতর হইব। মহাবীর শল্য বাসুদেবের অপেক্ষা সমধিক গুণবান্ এবং আমিও ধনঞ্জয় অপেক্ষা গুণসম্পন্ন। বাসুদেব যেমন অশ্ববিজ্ঞানবেত্তা, মহাবীর শল্যও তদ্রূপ। বিশেষতঃ শল্য যেরূপ ভুজবীর্য্যসম্পন্ন, তদ্রূপ আর কেহই নাই, এবং আমার সদৃশ অস্ত্রযুদ্ধ করিতে আর কেহই সমর্থ হন না। অতএব মহাবীর শল্য আমার সারথিপদে নিযুক্ত হইলে, মদীয় রথ অর্জ্জুনরথ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে। আর আমিও নিঃসন্দেহ অর্জ্জুনকে পরাজয় করিব। এক্ষণে সত্বরে আমার এই মনোরথ পূর্ণ কর। ইহা সম্পাদিত হইলে, আমি সমরে যেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। তৎকালে দেবগণও আমার অভিমুখীন হইতে সমর্থ হইবেন না। আমি যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবগণকে অবশ্যই পরাজয় করিব। সামান্য নর পাণ্ডবগণের কথা কি বলিব, দেবাসুরগণও আমার হস্তে নিস্তার পাইবেন না।

হে ভারত! মহাবীর! কর্ণ এইরূপ কহিলে পর, রাজা দুর্য্যোধন সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি যাহা কহিলে, আমি তাহাই করিব। এক্ষণে তূণীর ও অশ্বসংযোজিত রথ সমুদায় তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। শকট সমুদায় তোমর, নারাচ ও শরনিকর বহন করুক। আমরাও তোমার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইব।

—০:০—

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৩।

হে নরনাথ! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন কর্ণকে এই সকল কথা বলিয়া মহারথ মদ্ররাজের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সপ্রণয় সম্ভাষণ করত বিনীত ভাবে কহিতে লাগিলেন, হে মদ্ররাজ! আপনি অরাতিকুলের সন্তাপ বর্দ্ধন, সত্যব্রত ও বিপক্ষসৈন্যের ভয়াবহ। মহাবীর কর্ণ

প্রধান প্রধান নরপালগণের মধ্যে আপনাকে যেরূপে বরণ করিয়াছেন, তাহা আপনার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। এক্ষণে আমি নতশিরা ও বিনীত হইয়া অরাতিগণের সংহারার্থ আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি প্রণয়ানুরোধে পার্থের বিনাশ ও আমার হিত সাধনার্থ কর্ণের সারথ্য কার্য্য স্বীকার করুন। আপনি সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, রাধেয় আমার শত্রুগণকে পরাজয় করিবেন। হে মহাভাগ! সংগ্রামে আপনি বাসুদেবের সমকক্ষ; সুতরাং আপনা ব্যতিরেকে কর্ণের অশ্বরশ্মি ধারণ করিবার যোগ্যপাত্র আর কেহই নাই। অতএব সংগ্রামে ব্রহ্মা যেমন মহাদেবকে রক্ষা করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণ যেরূপ পার্থকে সমুদয় আপদ হইতে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা করিতেছেন, হে মদ্রেশ্বর! সেই রূপ আপনিও রাধেয়কে অদ্য পরিত্রাণ করুন। বীর্য্যবান্ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, আপনি, ভোজরাজ, শকুনি, সৌবল, অশ্বত্থামা ও আমি, এই নয় জন আমাদিগের প্রধান বল। হে পৃথিবীপতে! শত্রুসংহার নিমিত্ত এই নয়জনের নয়ভাগ কল্পিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে মহাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণের অংশ উন্মুলিত হইয়াছে। তাঁহারা স্ব স্ব অংশ অতিক্রম করিয়া আমার শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়াছেন। হে অনঘ! সেই বৃদ্ধ পুরুষপুঙ্গবদ্বয় দুঃসাধ্য কর্ম্ম সাধন পূর্ব্বক সংগ্রামে শত্রুছলদ্বারা নিহত হইয়া ইহলোক হইতে স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন। অস্মৎপক্ষীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান যোধগণও যথাশক্তি আমাদিগের হিতসাধন করত সমরে শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়া স্বর্গারূঢ় হইয়াছেন। হে রাজন্! পূর্ব্বে পাণ্ডবেরা অল্পসংখ্যক হইয়াও আমাদের অধিকাংশ সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে সেই মহাবলশালী সত্যবিক্রম পাণ্ডবগণ যাহাতে আমাদের হতাবশিষ্ট সৈন্যসকল সংহার করিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান করুন। হে মদ্রেশ্বর। মহাবাহু কর্ণ ও আপনি, আপনারা দুই জনই সর্ব্বলোকাতিগামী, মহারথ ও আমাদের হিতসাধনে তৎপর। আজি মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষ করিতেছেন; তন্নিবন্ধন আমাদের জয়াশাও বলবতী হইয়াছে; কিন্তু উঁহার অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিতে পারে, এই পৃথিবীমধ্যে আপনি ভিন্ন এমন আর কেহই দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব মহাত্মা বাসুদেব যেরূপ সমরে অর্জ্জুনের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করেন, আপনিও সেইরূপ সূতপুত্রের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন। মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবের সাহায্যে অভিরক্ষিত হইয়া যে সকল কার্য্য সম্পাদন করে, তাহা আপনার নয়নগোচর হইয়াছে। অর্জ্জুন পূর্ব্বে অন্যান্য শত্রু-

গণের সহিত সমরে সমুদ্যত হইয়া শত্রুগণকে এরূপ সংহার করিতে পারিত না; এক্ষণে একমাত্র কৃষ্ণের সহিত সমবেত হইয়াই অধিকতর পরাক্রম দ্বারা প্রতিদিন কৌরব সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। হে মদ্রেশ্বর! এক্ষণে কর্ণের ও আপনার হন্তব্য আরাতি সৈন্যের অল্প অংশ অবশিষ্ট আছে। অতএব সূর্য্যদেব যেরূপ অরুণের সহিত মিলিত হইয়া তমোরাশি বিনষ্ট করেন, তদ্রূপ আপনিও কর্ণের সহিত মিলিত হইয়া এককালে সেই দুই অংশ ক্ষয় করত অর্জ্জুনকে বিনাশ করুন। পাণ্ডব-পক্ষীয় মহারথগণ উদিত বাল সূর্য্যদ্বয়ের ন্যায় কর্ণকে ও আপনাকে অবলোকন করত পলায়নপর হইবে। অন্ধকার যেরূপ দিবাকর ও অরুণকে দেখিবামাত্র অন্তর্হিত হয়, পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ আপনাদিগকে দর্শন করিয়াই নিহত হউক। মহাবীর সূতপুত্র রথিগণের শ্রেষ্ঠ, আপনিও সারথিগণের অগ্রগণ্য; বিশেষতঃ সংগ্রামে আপনার সদৃশ আর কেহই দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব কৃষ্ণ যেরূপ অর্জ্জুনকে সর্ব্বাবস্থাতেই রক্ষা করিয়া থাকেন, আপনিও সেইরূপ কর্ণকে সমরে পরিত্রাণ করুন। আমি যথার্থ কহিতেছি যে, আপনি সারথিপদে নিযুক্ত হইলে, সামান্য মনুষ্য পাণ্ডবগণের কথা কি বলিব, দেবগণও কর্ণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না।

হে রাজন্! কুল, ঐশ্বর্য্য, শাস্ত্রজ্ঞান ও বলমদে মত্ত মদ্রাধিপতি শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণে রোষপরবশ হইয়া ললাটদেশে ত্রিশিখা ভ্রূকুটী বিস্তার পূর্ব্বক বারম্বার করদ্বয় বিকম্পিত ও ক্রোধারুণনেত্রদ্বয় পরিবর্ত্তিত করত কহিতে লাগিলেন, হে কুরুরাজ! তুমি আমারে নিঃশঙ্কচিত্তে সারথ্য কার্য্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করাতে আমার সুস্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, তুমি আমারে বীর্য্যহীন জ্ঞান করিয়া অবমাননা করিতেছ। তুমি কর্ণকে আমা অপেক্ষা সমধিক বলশালী বিবেচনা করিয়া তাহার প্রশংসা করিতেছ। কিন্তু আমি তাহাকে সমকক্ষ ব্যক্তি বলিয়াই গণনা করি না। হে পৃথিবীপতে! সৈন্যসংহার বিষয়ে আমার যে ভাগ কল্পিত হইয়াছে, তুমি তদপেক্ষা আমাকে অধিকতর অংশ নির্দ্দেশ করিয়া দাও। আমি উহা অনায়াসে পরাজয় করিয়া স্বস্থানে গমন করিব। অথবা আমি একাকী এক্ষণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুসংহার করিতেছি। তুমি আমার বাহুবল অবলোকন কর। হে রাজন্! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, মাদৃশ পুরুষ কখনই অবমানিত হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না; অতএব তুমি যুদ্ধস্থলে আমাকে অবমানিত করিতে চেষ্টা করিও না। হে গান্ধারী-

তনয়! আমার এই পীবর ও বজ্রতুল্য ভুজদ্বয়, বিচিত্র শরাসন, আশী-বিষোপম ভয়ঙ্কর শর সকল, বায়ুবেগগামী তুরঙ্গমযোজিত সুসজ্জিত রথ ও হেমপট্টবিভূষিত গদা অবলোকন কর। হে ভূপতে! আমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ভূতল বিদীর্ণ, পর্ব্বত সমুদায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং সমুদ্র সকলকে শুষ্ক করিতেও অসমর্থ নহি। অতএব হে রাজন্! তুমি আমাকে এরূপ মহাবল পরাক্রান্ত ও শত্রুনিগ্রহে সমর্থ জানিয়াও সমরে অপেক্ষাকৃত হীনবীর্য্য ও নীচকুলোদ্ভব কর্ণের সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছ; আমাকে এই অকার্য্যে নিযুক্ত করা তোমার উচিত নহে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কদাচ নীচ ব্যক্তির আজ্ঞাবহ হইতে সাহসী হয় না। প্রীতিপূর্ব্বক সমাগত ও বশীভূত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরে নীচাশয় পুরুষের বশীভূত করিয়া রাখিলে, উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্টের বৈপরীত্য করণ জনিত গুরুতর পাপের অনুষ্ঠান করা হয়। হে ভারত! বেদে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়,উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য ও পাদদ্বয় হইতে শূদ্র সৃষ্ট হইয়াছে। অনন্তর এই বর্ণচতুষ্টয়ের পরস্পর সংযোগে প্রতিলোম ও অনুলোম জাত বর্ণ শঙ্কর সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রজা পালন, কর সংগ্রহণ ও দান এই কয়েকটী ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম; যাজন, অধ্যাপন, বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ ও লোকের প্রতি অনুগ্রহ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও ধর্ম্মানুসারে দান এই কয়েকটি বৈশ্যের ধর্ম্ম, আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সূতগণও ক্ষত্রিয়ের পরিচারক; অতএব সূতের পরিচর্য্যা করা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে। আমি মূর্দ্ধাভিষিক্ত, রাজর্ষিকুলসম্ভূত মহারথ এবং বন্দিগণের সেবনীয় ও স্তুতিভাজন, সুতরাং সংগ্রামে সূতপুত্রের সারথ্য করা আমার কার্য্য নহে। হে রাজন্! আমি সূতপুত্রের অবমান সহ্য করিয়া কখনই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। অতএব এক্ষণে আমাকে বিদায় দাও, আমি স্বগৃহে প্রস্থান করি। মহাবীর শল্য এই বলিয়া অচিরাৎ রোষভরে ভূপালগণমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা দুর্য্যোধন শল্যের প্রতি প্রণয় ও বহুমান প্রযুক্ত তাঁহার করগ্রহণ করিয়া শান্তভাবে সর্ব্বার্থ সাধন মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মদ্রাধিপতে! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই; কিন্তু আমি যে নিমিত্ত আপনাকে কর্ণের সারথি হইতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। কর্ণ আপনার অপেক্ষা সমধিক পরাক্রান্ত নহে; এবং আমিও আপনারে হীন বলিয়া আশঙ্কা করি না।

হে মাতুল! আপনার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে, আমার বিবেচনায় আপনার পূর্ব্ব পুরুষগণ কদাচ মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেন না। এই জন্য আপনার নাম আর্ত্তায়নি বলিয়া বিখ্যাত আছে। আপনি সংগ্রামে শত্রুগণের শল্য স্বরূপ; এই নিমিত্ত শল্য নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। অতএব আপনি পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছেন, আমার হিতার্থ তাহার অনুষ্ঠান করুন। আমি বা কর্ণ, আমরা কেহই আপনার অপেক্ষা সমধিক বলশালী নহি। হে মহাত্মন্! আমি কর্ণকে ধনঞ্জয় অপেক্ষা এবং আপনাকে বাসুদেব অপেক্ষা গুণশালী জ্ঞান করিয়া থাকি। মহাবীর সূতপুত্র অস্ত্রযুদ্ধে অর্জ্জুন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং আপনিও বাসুদেব অপেক্ষা দ্বিগুণ অশ্ববিদ্যাবিশারদ ও সমধিক বলবীর্য্য-সম্পন্ন; আমি এই নিমিত্তই এক্ষণে আপনারে অশ্বগণের যন্তৃপদে বরণ করিতে অভিলাষ করি।

হে মহারাজ! মহাবীর শল্য দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কুরুপ্রবীর! তুমি যে আমাকে সৈন্যগণ মধ্যে দেবকীপুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, তাহাতেই আমি তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইলাম। এক্ষণে আমি তোমার অভিলাষানুসারে ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত সূতপুত্র কর্ণের সারথ্য অঙ্গীকার করিতেছি, কিন্তু কর্ণের সহিত আমার এই একটী নিয়ম নির্দ্দিষ্ট রহিল যে, আমি উহাঁরই সমক্ষে স্বেচ্ছানুসারে বাক্য প্রয়োগ করিব। হে রাজন্! তখন আপনার তনয় দুর্য্যোধন ও কর্ণ ইহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন।

—০:০—

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৪।

হে রাজন্! অনন্তর দুর্য্যোধন শল্যকে পুনরায় কহিলেন, হে মদ্রাধিপতে! পূর্ব্বকালে দেবাসুর সংগ্রামে যেরূপ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করেন। এক্ষণে আমি আপনাকে সেই বৃত্তান্ত কহিতেছি, আপনি অবিচলিত চিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে সুরাসুরগণ পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত করেন। তৎকালে দৈত্যগণ তারকাসুরের অধীন ছিল। ঐ সংগ্রামে দেবগণ দৈত্যগণকে পরাজিত করিলে তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে তারকাসুরের তিন্ পুত্র তীব্রতর তপস্যা করত সুকঠিন নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব কলেবর শুষ্ক করিতে লাগিল। কিছুকাল পরে বরদাতা

পিতামহ ব্রহ্মা তাহাদিগের দম, নিয়ম, সমাধি ও তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে বর প্রদান করিতে সমুৎসুক হইলেন। তখন তারকপুত্রগণ সকলে মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট এই বর প্রার্থনা করিল যে, হে ভগবন্! আমরা যেন সর্ব্বভূতের অবধ্য হই। সর্ব্বলোক পিতামহ তাহাদিগের প্রার্থনা শ্রবণে কহিলেন, হে অসুরগণ! কেহই সর্ব্বভূতের অবধ্য নহে। অতএব তোমরা অভিপ্রেত বর প্রাপ্তি বিষয়ে নিবৃত্ত হও। যদি তোমাদের অপর কোন প্রকার বর অভিরুচি হয়, তবে তাহা প্রার্থনা কর। তখন সেই অসুরত্রয় একতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্থির-নিশ্চয় হইয়া প্রণতি পুরঃসর পিতামহকে কহিলেন, হে দেব পিতামহ! আমরা এই বর প্রার্থনা করি যে, আমরা তিন জনে যেন তিন পুরে অবস্থান পূর্ব্বক জনসমাজে পুজিত হইয়া এই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিতে পারি, এবং সহস্র বর্ষ অতীত হইলে, পুনরায় পরস্পর সম্মিলিত হই। তখন সেই পুরত্রয়ও যেন একাকার হয়। তৎকালে যে ব্যক্তি এক বাণে সেই একত্র সমবেত পুরত্রয় সংহার করিতে পারিবেন, তিনিই আমাদিগের নিহন্তা হইবেন। সব্বলোকপিতামহ প্রজাপতি তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণে তথাস্ত বলিয়া স্বর্গপুরে গমন করিলেন।

এ দিকে তারকাসুরের পুত্রগণ এইরূপে বরলাভ করত পরম প্রীত হইয়া পরস্পর পরামর্শ করত পুরত্রয় নির্ম্মাণার্থে দৈত্যদানবপূজিত, রোগবিহীন সর্ব্বকর্ম্মদক্ষ ময়নামা মহাসুরকে নিযুক্ত করিল। তখন ধী-সম্পন্ন ময়দানবও স্বীয় তপঃ প্রভাবে স্বর্গে কাঞ্চনময়, অন্তরীক্ষে রজত-ময় ও মর্ত্ত্যে লৌহময় পুর নির্ম্মাণ করিল। ঐ পুরত্রয়ের এক একটি দৈর্ঘ্য ও বিস্তারে শতযোজন পরিমিত এবং প্রকাণ্ড প্রাকার ও তোরণ সমন্বিত, উৎকৃষ্ট গৃহনিকরসমাকীর্ণ, অসংকীর্ণ মহাপথবিশিষ্ট ও বহুতর মন্দির, অট্টালিকা, প্রাসাদ, বিবিধ দ্বারে পরিশোভিত। হে রাজন্! তারকাসুরের পুত্রত্রয় ঐ পুরত্রয়ের অধিপতি হইল। মহাত্মা তারকাক্ষের সুবর্ণময়, কমলাক্ষের রজতময় ও বিদ্যুন্মালীর লৌহময় পুর নির্দ্দিষ্ট হইল। অনন্তর সেই দৈত্যত্রয় অস্ত্রবলে লোকত্রয় আক্রমণ করিয়া অবস্থান পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "প্রজাপতি আবার কে!" হে রাজন্! পূর্ব্বে যে সকল মাংসাশী সুদৃপ্ত দানব দেবগণ কর্ত্তৃক নিরাকৃত হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণে মহৎ ঐশ্বর্য্য প্রার্থনায় ক্রমে ক্রমে প্রযুত প্রযুত অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ কোটি কোটি জন নানাস্থান হইতে আগমন পূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া সেই অসুরত্রয়ের সমীপে উপনীত হইয়া ত্রিপুর দুর্গ

আশ্রয় করিল। এবং পুনর্ব্বার সকলে সম্মিলিত হইয়া নির্ভয়চিত্তে বাস করিতে লাগিল। ঐ সকল ত্রিপুরবাসী দৈত্য যে যাহাতে অভিলাষী হইল, ময়দানব মায়াপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহারে তাহাই প্রদান করিতে আরম্ভ করিল।

মহারাজ! এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, তারকাক্ষ পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত হরিনামা দানব ঘোরতর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক লোকপিতামহ প্রজাপতিকে পরিতুষ্ট করিলে, তিনি তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তখন হরিনামা দানব কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল, হে দেব! আমি আমাদিগের পুরমধ্যে একটী বাপী নির্ম্মাণ করিব। ঐ বাপীজলে যে সকল অস্ত্রবিনিহত জনগণকে নিক্ষেপ করা যাইবে, তাহারা যেন আপনার প্রসাদে পুনর্জ্জীবিত ও মহাবল পরাক্রান্ত হয়। প্রজাপতি দানবতনয়ের বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়া তাহারে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তখন তারকাক্ষতনয় বীর্য্যবান্ হরিদানব এইরূপ বর লাভ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে আপনাদিগের পুরমধ্যে এক মৃতসঞ্জীবনী বাপী প্রস্তুত করিল। দৈত্যগণ যে বেশেই নিহত হইত, ঐ বাপীতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র তাহারা সেই বেশে জীবিত হইয়া উঠিত। এইরূপে দৈত্যগণ সেই বাপীপ্রভাবে নিহত দানবগণকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া লোকত্রয়ের ক্লেশোৎপাদন করিতে লাগিল। দুষ্কর তপঃপ্রভাবে তাহারা সংগ্রামে অক্ষয় হইয়া উঠিল। তখন দেবগণও তাহাদের নিকট ভীত হইতে লাগিলেন।

হে মদ্রাধিপতে! নির্লজ্জ দানবগণ এইরূপে ব্রহ্মার বরপ্রভাবে দর্পিত ও লোভ মোহে একান্ত অভিভূত হইয়া দেবগণকে বিদ্রাবণ পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে সুরম্য দেবারণ্য, তপস্বিগণের পবিত্র আশ্রম ও রমণীয় জনপদ সমুদায়ে বিচরণ করত সকলের মর্য্যাদা নষ্ট করিতে লাগিল। সুররাজ ইন্দ্র দানবগণ কর্ত্তৃক ত্রিভুবন নিপীড়িত দেখিয়া দেবগণে পরিবৃত হইয়া দানবগণের পুরত্রয়ের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার বরপ্রভাবে সেই অভেদ্য পুর সমুদায় ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি সেই সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক দানবগণের দৌরাত্ম্য জ্ঞাপনার্থ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইলেন। সুরগণ নতশিরা হইয়া পিতামহকে প্রণতি পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করত দানবগণের বধোপায় জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ! যে তোমাদের অনিষ্টাচরণ করে, সে আমার নিকট অপরাধী হয়; অতএব দুর্ম্মতি দৈত্যগণ তোমাদিগকে নিপীড়িত করিয়া আমার নিকট অপরাধী

হইয়াছে। আমি সর্ব্বপ্রাণীকেই সমান জ্ঞান করি; কিন্তু অধার্ম্মিক জন-গণকে সংহার করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হে সুরগণ! অসুর-গণের পুরত্রয় এক বাণেই ভেদ করিতে হইবে; কিন্তু ঐ কর্ম্ম মহাদেব ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব তোমরা শীঘ্র সেই জয়-শীল যোদ্ধা অক্লিষ্টকর্ম্মা মহাদেবকে যুদ্ধার্থ বরণ কর। তিনিই তাহা-দিগকে নিপাতিত করিবেন।

হে মদ্ররাজ! ধর্ম্মপরায়ণ ইন্দ্রাদি দেবগণ ভগবান্ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহারে পুরোবর্ত্তী করিয়া ঋষিগণের সহিত মহাদেবের শরণা-গত হইলেন এবং তপোনিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করত রক্ষোঘ্ন বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন, যিনি সর্ব্বত্র আত্মা ও পরমাত্মা রূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি বিবিধ তপোবলে আত্ম-তত্ত্ব ও সাংখ্য যোগ অবগত হইয়াছেন এবং আত্মা সর্ব্বদা যাঁহার বশীভূত রহিয়াছে; সেই তেজোরাশি ভগবান্ উমাপতি দেবগণের নয়নগোচর হইলেন। তাঁহারা অনন্য সদৃশ নিষ্পাপ ভগবান্ দেবদেবকে নানা রূপে কল্পিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সকলে সেই মহাত্মাতে স্ব স্ব কল্পনানুরূপ মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সমুদয় ব্রহ্মর্ষি ও দেবগণ দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। তখন ভগবান্ শঙ্কর তাঁহাদিগকে উত্থাপিত করিয়া মঙ্গল জনক বাক্যে সৎকার করত হাস্য মুখে কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ? তাহা শীঘ্র আমার নিকট ব্যক্ত কর। দেবগণ ত্রিলোচন কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক স্বস্থচিত্তে কহি-লেন, হে প্রভো! আপনি দেবাদিদেব, পিনাকধারী, বনমালাবিভূষিত, দক্ষযজ্ঞ বিনাশন, প্রজাপতিদিগের পূজ্য, সকলের স্তুত্য, স্তূয়মান ও স্তুত। আপনি শম্ভু, বিলোহিত, রুদ্র, নীলগ্রীব, শূলপাণি, অমোঘ, মৃগাক্ষ, প্রব-রায়ুধযোধী, অর্হ, শুদ্ধ, ক্ষয়, ক্রথন, দুর্ব্বারণ, ক্রাথ, ব্রহ্ম, ব্রহ্মচারী, ঈশান, প্রমেয়, নিয়ন্তা, ব্যাঘ্রচর্ম্মবাসা, তপস্যানিয়ত, পিঙ্গ, ব্রতনিষ্ঠ, কৃত্তি-বাসা, কুমারপিতা, ত্র্যম্বক, উত্তমায়ুধপাণি। আপনি শরণাগত জনের দুঃখসংহর্ত্তা, অসুরকুলবিনাশন, বনস্পতিপতি, নারীপতি, গোপতি, যজ্ঞ-পতি, সসৈন্য ও অমিতৌজা; আপনাকে নমস্কার করি। হে দেব! আমরা কায়মনোবাক্যে আপনার শরণাগত হইয়াছি; আপনি আমা-দিগের প্রতি প্রসন্ন হউন। তখন ভগবান্ ভবানীপতি দেবগণের বাক্যে প্রসন্ন হইয়া স্বাগত প্রশ্ন দ্বারা তাঁহাদিগকে আনন্দিত করত কহিলেন,

হে সুরগণ! তোমাদিগের সন্ত্রাস দূর হউক। এক্ষণে বল, আমি তোমাদিগের কি কার্য্য সম্পাদন করিব।

—*•*—

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৫।

হে মন্ত্রেশ্বর! মহাত্মা মহেশ্বর দেবর্ষিগণকে এইরূপে অভয় প্রদান করিলে, পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহারে অভিবাদন করত সর্ব্বলোকের হিতকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে দেবেশ! আমি তোমার অনুগ্রহে প্রজাপতিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া দানবগণকে অতি মহৎ বর প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে তুমি ভিন্ন আর কেহই সেই মর্য্যাদানাশক দানবগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি প্রার্থনাকারী সুরগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দানবগণকে পরাজয় কর। হে মানপ্রদ! তোমার প্রসাদে সমুদায় জগৎ সুখলাভ করুক। হে সর্ব্বলোকেশ! তুমি সকলের শরণ্য; এই জন্য আমরা সকলে তোমার শরণাগত হইয়াছি।

তখন ভগবান্ শঙ্কর কহিলেন, হে সুরগণ! আমার মতে তোমাদিগের শত্রুগণকে সংহার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু সুরদ্বেষী অসুরগণ অসাধারণ বলসম্পন্ন; তন্নিবন্ধন একাকী সমরে তাহাদিগকে সংহার করিতে আমার উৎসাহ হয় না। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া আমার অর্দ্ধ বল গ্রহণ পূর্ব্বক অরাতিগণকে সংহার কর। একতা মহাবল উৎপাদনের হেতু।

দেবগণ কহিলেন, হে মহেশ্বর! আমরা তাহাদিগের বলবিক্রম প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের বলবিক্রম দ্বিগুণতর হইবে। মহাদেব কহিলেন, সেই অপরাধী পাপাত্মাগণকে যে রূপে হউক, নিহত করিতে হইবে। অতএব তোমরা আমার অর্দ্ধতেজ লইয়া তাহাদিগকে বিনাশ কর। তখন দৈন্যগণ কহিলেন, হে ভূতনাথ! আমরা আপনার অর্দ্ধ তেজ ধারণ করিতে সমর্থ নহি। অতএব আপনি আমাদিগের অর্দ্ধবল লইয়া শত্রু সংহার করুন।

তখন মহাদেব কহিলেন, হে সুরগণ! যদি তোমরা আমার অর্দ্ধ বল ধারণ করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে আমিই তোমাদিগের বলার্দ্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক দানবগণকে নিপাতিত করিব। ভগবান্ শূলপাণি এই বলিয়া দেবগণের বলার্দ্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক সর্ব্বাপেক্ষা মহাবলশালী হইয়া

উঠিলেন। তদবধি তিনি মহাদেব নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। অনন্তর সেই দেবাদিদেব মহাদেব দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! আমি ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক তোমাদিগের শত্রুগণকে সংহার করিব। তাহা হইলে আমি অবিলম্বে দানবগণকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইব। দেবগণ কহিলেন, হে দেবেশ! আমরা ত্রিলোকস্থ সমুদয় মূর্ত্তি আহরণ করিয়া বিশ্বকর্ম্মানির্ম্মিত রথের ন্যায় আপনার নিমিত্ত এক দ্যুতিমান রথ প্রস্তুত করিব। দেবগণ এই বলিয়া রথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা শৈল, অরণ্য, দ্বীপ ও ভূতগণ পরিবৃত বিশাল নগর সম্পন্ন বসুন্ধরাকে মহাদেবের রথ করিলেন। মন্দর শৈল, অম্বুরাশয় ও জলনিধি ঐ রথের অক্ষ; মহানদী ভাগীরথী জঙ্ঘা; দিগ্বিদিক অলঙ্কার; নক্ষত্র সকল ঈষা; সত্য যুগ ও স্বর্গ যুগকাষ্ঠ; ভুজঙ্গমরাজ অনন্তদেব কূবর; হিমালয়, বিন্ধ্যাচল, সূর্য্য ও চন্দ্র চক্র; সপ্তর্ষিমণ্ডল চক্ররক্ষক; গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু ও আকাশ ধুর্ভাগ; সলিল ও নদী সকল বন্ধন সামগ্রী; অহোরাত্র, কলা, কাষ্ঠা, ছয় ঋতু ও দীপ্ত গ্রহ সমুদায় অনুকর্ষ; তারকা সকল বরূথ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম ত্রিবেণু; ফলপুষ্প শোভিত ওষধি ও লতা সকল ঘণ্টা; রাত্রি ও দিবা পূর্ব্ব ও অপর পক্ষ; ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি দশ নাগপতি ঈষা; মহোরগগণ যোক্ত্র; সম্বর্ত্তক মেঘ যুগ চর্ম্ম, কালপৃষ্ঠ; নহুষ, কর্কোটক, ধনঞ্জয় ও অন্যান্য নাগগণ অশ্বগণের কেশর বন্ধন; দিক্, প্রদিক্ এবং ধর্ম্ম, সত্য, তপ ও অর্থ অশ্বরশ্মি; সন্ধ্যা, ধৃতি, মেধা, স্থিতি, সন্নতি ও গ্রহ নক্ষত্রাদি দ্বারা সুশোভিত নভোমণ্ডল বাহ্যাবরণ; লোকেশ্বর ইন্দ্র, বরুণ, যম, ও কুবের অশ্ব; পূর্ব্ব অমাবস্যা, পূর্ব্ব পৌর্ণমাসী, উত্তর অমাবস্যা, উত্তর পৌর্ণমাসী অশ্বযোক্ত্র; পূর্ব্ব অমাবস্যায় অধিষ্ঠিত পিতৃগণ যুগকীলক; মন রথোপস্থ; সরস্বতী রথের পশ্চাদ্ভাগ; ইন্দ্রচাপ সম্বলিত বিদ্যুৎ পবনোদ্ধূত পতাকা; বষট্‌কার প্রতোদ এবং গায়ত্রী শীর্ষবন্ধন হইলেন। তখন বিষ্ণু, সোম ও হুতাশন এই তিন মহাত্মার যোগে মহাদেবের বাণ কল্পিত হইল। অগ্নি ঐ বাণের কাণ্ড, সোম ফলক ও বিষ্ণু তীক্ষ্ণধার স্বরূপ হইলেন। পূর্ব্বে মহাত্মা ঈশানের যজ্ঞে যে সম্বৎসর কল্পিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা উঁহার শরাসন রূপ ও মহাস্বন সাবিত্রী মৌর্ব্বী রূপ পরিগ্রহ করিলেন। কালচক্র হইতে মহামূল্য রত্নমণ্ডিত অভেদ্য দিব্য বর্ম্ম বহিষ্কৃত হইল। মৈনাক ও মেরুগিরি ধ্বজযষ্টি হইল। এবং বিদ্যুন্মালাবিলসিত মেঘ মণ্ডল পতাকা হইয়া ঋত্বিক্‌গণ মধ্যস্থিত জাজ্বল্যমান হুতাশনের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ

করিল। এইরূপে সেই অপূর্ব্ব রথ ও শরাসনাদি নির্ম্মিত হইলে, দেবগণ সকল সর্ব্বলোকের তেজোরাশির একতা দর্শনে সাতিশয় বিস্মিত হইয়া মহাদেব সমীপে সমুদায় বিবরণ নিবেদন করিলেন।

হে মদ্রেশ্বর! এইরূপে দেবগণ কর্ত্তৃক বিপক্ষমর্দ্দন প্রধানতম রমণীয় রথ নির্ম্মিত হইলে, মহাত্মা শঙ্কর উহাতে স্বকীয় দিব্য আয়ুধ সকল সংস্থাপন পূর্ব্বক আকাশকে ধ্বজযষ্টি করত উহার উপর মহা বৃষভকে সন্নিবেশিত করিলেন। ব্রহ্মদণ্ড, কালদণ্ড, রুদ্রদণ্ড ও জর রথের পার্শ্ব-রক্ষক, অথর্ব্ব ও আঙ্গিরস চক্ররক্ষক, ঋগ্বেদ, সামবেদ ও পুরাণ সকল পুরঃসর, ইতিহাস ও যজুর্ব্বেদ পৃষ্ঠ রক্ষক ও সমুদায় স্তোত্রাদি, দিব্য বাক্য, বিদ্যা ও বষট্কার পার্শ্বচর হইয়া রহিল। ওঁকার সেই রথের সম্মুখে শোভা পাইতে লাগিল। তখন দেবাদিদেব মহাদেব ষড়্ঋতুসম্পন্ন সম্বৎসরকে বিচিত্র শরাসন করিয়া আপনার ছায়াকেই মৌর্ব্বী করিলেন। ভগবান্ রুদ্রদেব সাক্ষাৎ কাল স্বরূপ; সম্বৎসর তাঁহার শরাসন; এই নিমিত্তই তাঁহার ছায়ারূপ কালরাত্রি ঐ শরাসনের মৌর্ব্বী হইল। বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র ইঁহারা তাঁহার বাণ স্বরূপ হইলেন। সমুদায় জগৎ অগ্নি, সোম ও বিষ্ণুময়। বিশেষতঃ বিষ্ণু ভগবান্ ভূতনাথের আত্মস্বরূপ; সুতরাং ঐ শর দৈবগণেরও অসহ্য হইয়া উঠিল; ভগবান্ ভূতনাথ সেই শরে ভৃগু ও অঙ্গিরার যজ্ঞসম্ভূত দুঃসহ ক্রোধানল নিহিত করিলেন।

হে মদ্রাধিপতে! ঐ সময় যে নীললোহিত ব্যাঘ্রচর্ম্মধারী ভবানীপতি অযুত দিনকরের ন্যায়-তেজঃসম্পন্ন, ত্রিদশেশ্বর ইন্দ্রেরও বিনাশক্ষম, ব্রহ্ম-দ্বেষিগণেরও নিধনকারী, ধার্ম্মিকগণের পরিত্রাণকর্ত্তা, অধার্ম্মিকদিগের সংহারকর্ত্তা এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই অদ্ভুতদর্শন স্থাবরজঙ্গমা-ত্মক জগৎ শোভা পাইতেছে, সেই মহাত্মা ভীমবল, ভীমরূপ ও প্রমথন-শীল আত্মগুণে পরিবৃত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর দেবগণ কবচশরাসনধারী ভগবান্ ভাবনীপতিকে অগ্নি, সোম ও বিষ্ণু-সম্ভূত দিব্য শর গ্রহণ পূর্ব্বক রথারোহণে উৎসুক দর্শন করিয়া সুগন্ধবাহী সমীরণকে তাঁহার অনুকূলে সঞ্চারিত করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান মহেশ্বর ধরাতল কম্পিত ও দেবগণকে বিত্রাসিত করত সেই রথারোহণে সমুদ্যত হইলেন। মহর্ষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ব্রহ্মর্ষি ও বন্দিগণ তাঁহার স্তুতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। নর্ত্তকগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ঐ সময় খড়্গ, শর ও শরাসনধারী ভগবান মহাদেব হাস্য করিয়া কহি-লেন, হে দেবগণ! এক্ষণে কোন্ মহাত্মা আমার সারথ্য কর্ম্ম করিবেন?

সুরগণ কহিলেন, হে দেবেশ! তুমি যাঁহারে নিয়োগ করিবে, তিনিই তোমার সারথি হইবেন, সন্দেহ নাই। তখন দেবাদিদেব মহাদেব পুনরায় কহিলেন, হে দেবগণ! যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইবেন, তোমরা বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহারেই সারথি কর।

হে মদ্রাধিপতে। সুরগণ দেবাদিদেব মহাদেবের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রজাপতিসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করত কহিতে লাগিলেন, হে সর্ব্বলোকপিতামহ! তুমি অসুরগণের বিনাশসাধনার্থ যাহা কহিয়াছিলে, আমরা তাহার অনুষ্ঠান করিয়াছি। মহাদেব আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; আমরা তাঁহার বিচিত্র আয়ুধযুক্ত মনোহর রথও নির্ম্মাণ করিয়াছি। কিন্তু এ উৎকৃষ্ট রথের কে সারথি হইবে, তাহার কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। অতএব তুমি কোন প্রধান ব্যক্তিকে সারথ্যে নিযুক্ত করিয়া আমাদিগের বাক্য প্রতিপালন কর। হে ভগবন্! তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছ যে, আমি তোমাদিগের হিতানুষ্ঠান করিব; অতএব এক্ষণে সেই বাক্য সুসিদ্ধ কর। হে পদ্মাসন! সুরগণের মূর্ত্তি সংযোগে সেই শত্রুবিদারণ রথ নির্ম্মিত হইয়াছে। চারি বেদ উহার অশ্ব চতুষ্টয় এবং নক্ষত্র সকল বরূথ হইয়াছে। অসুরনিপাতন ভগবান পিনাকপাণি স্বয়ং উহার রথী হইয়াছেন; কিন্তু উহার উপযুক্ত সারথি দৃষ্ট হইতেছে না। যিনি সমুদায় দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে সারথি করিতে হইবে। আমাদিগের রথ, অশ্ব, যোদ্ধা, কবচ, শস্ত্র ও শরাসন প্রভৃতি সমুদায়ই প্রস্তুত হইয়াছে। এক্ষণে তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও সারথি লক্ষিত হইতেছে না। তুমি সর্ব্ব গুণান্বিত ও সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান; অতএব তুমি অবিলম্বে সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট অশ্বগণকে সংযত কর।

হে মদ্ররাজ! এইরূপে সুরগণ আপনাদিগের জয় ও শত্রুগণের পরাজয়ের নিমিত্ত অবনত হইয়া পিতামহকে সারথি হইতে অনুরোধ করত প্রসন্ন করিতে লাগিলেন। তখন পিতামহ কহিলেন, হে দেবগণ! তোমরা যাহা কহিতেছ, তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। আমি সংগ্রামকালে মহাদেবের অশ্ব সমুদয় সংযত করিব। অনন্তর দেবগণ সেই বিশ্বপাতা ভগবান্ পিতামহকে ভগবান মহাদেবের সারথিপদে অভিষিক্ত করিলেন। ভগবান পিতামহ সেই লোকপূজিত রথে সমারূঢ় হইলে, বায়ুবেগগামী অশ্বগণ ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। তখন লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রগ্রহ ও প্রতোদ গ্রহণ পূর্ব্বক মহেশ্বরকে কহিলেন, হে ভগবন্!

অশ্বারোহণ কর। তখন ভগবান্ ভবানীপতি সেই বিষ্ণুসোমাগ্নিসম্ভূত শর গ্রহণ করিয়া শরাসন নির্ঘোষে বসুমতী বিকম্পিত করত রথারোহণ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে রথারূঢ় দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তখন দেবাদিদেব মহাদেব শর, শরাসন ও অসি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ত্রিলোক আলোকময় করিয়া পুনরায় ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ! আমি দৈত্যগণকে সংহার করিতে অসমর্থ হইব বিবেচনা করিয়া তোমরা শোক করিও না। তোমরা আমার এই শরে তাহাদিগকে নিহত বলিয়া বিবেচনা কর। তখন দেবগণ তোমার বাক্য সত্য, অতএব অসুরগণ নিহত হইয়াছে, এই বলিয়া মহাদেবকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন, এবং শিববাক্য কখন মিথ্যা হয় না, ইহা বিবেচনা করত পরম প্রীতিলাভ করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ নীলকণ্ঠ সেই অপ্রতিম মনোহর রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেববৃন্দে পরিবৃত এবং পরস্পর তর্জ্জনকারী, চতুর্দ্দিকে ধাবমান ও মাংসাশী, নৃত্যানুরক্ত দুরাসদ স্বীয় পারিষদগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তপোনিরত মহাভাগ মহর্ষি ও দেবগণ তাঁহার বিজয় প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে অভয়দাতা মহেশ্বর সমরে নির্গত হইলে, দেবগণ ও জগতীতলস্থ যাবতীয় লোক যারপর নাই আনন্দিত হইল। ঋষিগণ তাঁহার নানাবিধ স্তুতিবাদ করত তদীয় তেজ বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তখন অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ গন্ধর্ব্বগণ নানাবিধ বাদিত্রবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ব্রহ্মা অসুরগণের উদ্দেশে রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলে, ভূতপতি তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাদেব! তুমি অতন্দ্রিত চিত্তে অসুরাভিমুখে অশ্বসঞ্চালন কর। আজি আমি শত্রুগণকে সংহার পূর্ব্বক তোমাকে বাহুবল দেখাইব। ভগবান্ কমলযোনি ভূতপতির বাক্য শ্রবণে ত্বরান্বিত হইয়া দৈত্যদানবরক্ষিত ত্রিপুরের অভিমুখে বায়ুবেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে অশ্বগণকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন তাহারা আকাশ পান করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইতেছে।

ভগবান্ নীলকণ্ঠ এইরূপে সেই লোকবন্দিত অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া দৈত্যবিজয়ের নিমিত্ত ধাবমান হইলে, তাঁহার ধ্বজাগ্রস্থিত বৃষভ ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া দশদিক্ পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। সেই ভীষণ শব্দশ্রবণে বহুসংখ্যক দৈত্য কলেবর পরিত্যাগ করিল, এবং অনেকে

সংগ্রামার্থ অভিমুখীন হইল। তদ্দর্শনে শূলপাণি ক্রোধে সাতিশয় অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন সমুদয় প্রাণী ভীত, ত্রৈলোক্য কম্পিত ও ঘোর নিমিত্ত সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। তৎকালে মহাদেবের সেই রথ সোম, অগ্নি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, রুদ্র এবং সেই শরাসনের সঞ্চালনে অবসন্ন হইল। তখন নারায়ণ সেই শরভাগ হইতে বিনির্গত হইয়া বৃষমূর্ত্তি পরিগ্রহ করত সেই মহারথ উদ্ধৃত করিলেন। তখন রথ অবসন্ন ও শত্রুগণ গর্জ্জমান হওয়াতে অমিতপরাক্রম মহাদেব অশ্বপৃষ্ঠ ও বৃষভের মস্তকে অবস্থান পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করত দৈত্যপুর অবলোকন করিতে লাগিলেন, এবং অশ্বের স্তনচ্ছেদন ও বৃষভের খুর দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। তদবধি গোগণের খুর দুইখণ্ডে বিভক্ত ও অশ্বগণ স্তনবিহীন হইয়াছে। হে রাজন্! অনন্তর ভগবান্ দেবাদিদেব ধনুকে জ্যারোপণ করিয়া পাশুপত অস্ত্র সংযোজন পূর্ব্বক ত্রিপুরের অপেক্ষা করত দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন সেই তিন পুর একত্র সমবেত হইল। তদ্দর্শনে দেব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ পরম আহ্লাদিত হইয়া মহাদেবের স্তুতিবাদ করত জয়শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর সেই তিন পুরের দৈত্য বধোদ্যত অসহ্য পরাক্রম, উগ্রমূর্ত্তি ভগবান্ ভবানীপতির সমক্ষে উপস্থিত হইল। তখন ত্রিলোকনাথ মহাদেব সেই দিব্য শরাসন আকর্ষণ করিয়া পুরত্রয়কে লক্ষ্য করত সেই ত্রৈলোক্যসারভূত শর নিক্ষেপ করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, সেই পুরত্রয় তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন দৈত্যগণ ঘোরতর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর ভগবান ঈশান তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিম সাগরে নিক্ষেপ করিলেন।

মহারাজ! এইরূপে ত্রিলোকহিতৈষী ত্রিলোচন শঙ্কর রোষভরে সেই পুরত্রয় ও তত্রত্য দানবগণকে নিঃশেষে ভস্মসাৎ করিয়া হাহা শব্দ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় রোষসম্ভূত হুতাশনকে নিবারিত করিয়া কহিলেন, হে হুতাশন! তুমি ত্রিলোককে ভস্মসাৎ করিও না। অনন্তর প্রজাপতি প্রভৃতি দেব, মহর্ষি ও অন্যান্য লোক সমুদায় মহাদেবের প্রযত্নে পূর্ণকাম হইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং অতি উদার বাক্যে তাঁহার স্তুতিবাদ করত তদীয় অনুমতি ক্রমে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

হে মদ্ররাজ। এইরূপে সেই লোকস্রষ্টা সুরাসুরগণের অধ্যক্ষ ভগবান্ মহেশ্বর লোক সকলের মঙ্গল বিধান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে লোকপিতামহ ব্রহ্মা যেমন রুদ্রের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন, তদ্রূপ এক্ষণে

আপনিও মহাত্মা কর্ণের সারথ্য গ্রহণ করুন। আপনি যে কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও সূতপুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হে মদ্ররাজ! এই কর্ণ সংগ্রামবিষয়ে রুদ্রতুল্য পরাক্রান্ত; এবং আপনিও নীতি বিষয়ে ব্রহ্মার সদৃশ। অতএব আপনি দৈত্যগণের ন্যায় এই শত্রুগণকে পরাজয় করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। হে শল্য! অদ্য মহাবীর সূতপুত্র যাহাতে শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুনকে প্রপীড়ন পূর্ব্বক নিহত করিতে পারেন, আপনি অবিলম্বে তাহার উপায় বিধান করুন।

হে মদ্ররাজ! আমাদিগের রাজ্যলাভ প্রত্যাশা, জীবন ও কর্ণের সাহায্যনিবন্ধন জয়াশা আপনাতেই বিদ্যমান রহিয়াছে আমাদিগের রাজ্য, জয়লাভ এবং মহাবীর কর্ণ ও আমরা আপনারই আয়ত্ত; অতএব আপনি এক্ষণে অশ্বরশ্মি গ্রহণ করুন! হে মদ্রাধিপতে! আর এক ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ আমার পিতার সমক্ষে যে ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আপনি তাহাও শ্রবণ করুন। সেই হেতুপূর্ণ কার্য্যার্থ সম্বলিত ইতিহাস শ্রবণ ও অবধারণ করিয়া আমি যে বিষয়ের নিমিত্ত আপনারে অনুরোধ করিতেছি, অসন্দিগ্ধ মনে তাহার অনুষ্ঠান করুন। মহাযশা মহর্ষি জমদগ্নি ভৃগুবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম রাম। ঐ মহাতেজা জমদগ্নি-তনয় অস্ত্র লাভার্থ অতি কঠোর তপস্যারঅনুষ্ঠান করিয়া রুদ্রদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান্ মহেশ্বর তাঁহার ভক্তি-ভাব ও শান্তিগুণে একান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন, এবং তাঁহার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া তথায় আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে রাম! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট এবং তোমার অভিপ্রায় সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়াছি; এক্ষণে তুমি আপনারে পবিত্র কর। তাহা হইলে তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। হে ভৃগুনন্দন। যখন তুমি পবিত্র হইবে, তখন আমি তোমারে অস্ত্র সমুদায় প্রদান করিব। এই সমস্ত অস্ত্র অপাত্র ও অসমর্থ ব্যক্তিদিগকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে।

জমদগ্নিতনয় রাম ভগবান্ শূলপাণি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্। আমি নিয়তই আপনার শুশ্রূষা করিতেছি; আপনি যখন আমারে অস্ত্রধারণের উপযুক্ত পাত্র বোধ করি-করিবেন, সেই সময়েই আমারে উহা প্রদান করিবেন। জমদগ্নিনন্দন এই বলিয়া তপস্যার অনুযোগে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, নিয়ম, পূজা, উপহার, বলি, মন্ত্র ও হোমদ্বারা বহুবৎসর ভগবান্ মহাদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন, তখন ভগবান্ মহাদেব ভৃগুতনয়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভগবতী পার্ব্বতীর

নিকট কহিলেন, প্রিয়ে! দৃঢ়ব্রতপরায়ণ রাম আমার প্রতি সাতিশয় ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। ভগবান্ শঙ্কর পার্ব্বতীকে এইরূপ কহিয়া দেবগণ ও পিতৃগণ সমক্ষে বারংবার জামদগ্ন্যের গুণগ্রামের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন।

হে মদ্ররাজ! ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত অসুরগণ মোহ ও গর্ব্ব প্রভাবে দেবগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। তখন দেবগণ একত্র সমবেত ও তাহাদিগের সংহারে কৃতনিশ্চয় হইয়া পরম যত্ন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা ভগবান্ রুদ্রদেবের নিকট সমুপস্থিত হইয়া ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রসন্ন করত কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাদিগের বিপক্ষগণকে সংহার করুন। রুদ্রদেব দেবগণের বাক্য শ্রবণে তাঁহাদের সমক্ষে শত্রুসংহারে অঙ্গিকার করিয়া রামকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাম! তুমি লোকের হিত ও আমার প্রীতি সাধনের নিমিত্ত সুরশত্রুগণকে সংহার কর। রাম কহিলেন, হে দেবেশ! আমি অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইনাই সুতরাং অস্ত্রবিদ্যাপারদর্শী যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবদলকে দলন করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? রুদ্র কহিলেন, হে রাম! আমি কহিতেছি, তুমি দেবশত্রু অসুরগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে; একণে আমার আদেশানুসারে যুদ্ধার্থ গমন কর। তুমি উহাদিগকে পরাজয় করিলে, অসামান্য গুণগ্রাম প্রাপ্ত হইবে। তখন রাম রুদ্রদেবের বাক্যে সম্মত হইয়া যুদ্ধার্থ রণমদমত্ত দানবগণের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দৈত্যগণ! দেবাদিদেব শঙ্কর তোমাদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত আমারে প্রেরণ করিয়াছেন। একণে তোমরা আমার সহিত সমরে সমুদ্যত হও। দানবগণ রামের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র সমরে প্রবৃত্ত হইল। মহাবীর রাম ও বজ্রসমস্পর্শ অস্ত্রদ্বারা অচিরাৎ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি দানবাস্ত্রে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া রুদ্রদেবের নিকট গমন করিলেন। ভগবান্ মহাদেব করস্পর্শ দ্বারা অবিলম্বে তাঁহারে ব্রণবিহীন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে নানাবিধ বর প্রদান করত কহিলেন, হে রাম! তুমি নিরন্তর নিপীড়িত হইয়াও দানবাস্ত্র সকল সহ্য করিয়া মনুষ্যগণের অসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ। একণে তুমি আমার নিকট অভিলষিত দিব্যাস্ত্র সকল গ্রহণ কর।

অনন্তর রাম রুদ্রদেবের প্রসাদে অভিলষিত বর ও দিব্যাস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে বন্দনা করত তাঁহার অনুমতি ক্রমে স্বস্থানে গমন করি-

লেন। হে মদ্রেশ্বর! মহর্ষি আমার পিতার নিকট এই পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন! সেই ভৃগুকুলতিলক মহাবীর পরশুরাম আনন্দিত চিত্তে কর্ণকে দিব্য ধনুর্ব্বেদে দীক্ষিত করেন যদি সূতপুত্রের কিঞ্চিন্মাত্র দোষ থাকিত, তাহা হইলে, মহর্ষি রাম তাঁহাকে কখনই দিব্যাস্ত্রজাল প্রদান করিতেন না। এই জন্য আমি তাঁহাকে সূতবংশোদ্ভব বলিয়া বিবেচনা করি না! আমার বিবেচনায় উনি ক্ষত্রিয়কুলপ্রসূত দেবকুমার ও মহৎ গোত্রসম্পন্ন। উনি কদাচ সূতবংশোৎপন্ন নহেন। যেন মৃগীর গর্ভে ব্যাঘের উৎপত্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, সেই রূপ সামান্য নারীর গর্ভে কুণ্ডলালঙ্কৃত, কবচধারী, দীর্ঘ ভুজ, আদিত্য সন্নিভ মহারথ পুত্র সমুৎপন্ন হওয়া কখনই সম্ভবপর নহে। হে মদ্রপতে! মহাবীর কর্ণের বাহুদ্বয় হস্তিশুণ্ড সদৃশ নিতান্ত পীন ও বক্ষঃস্থল অতি বিশাল; অতএব উনি কখনই প্রাকৃত মনুষ্য নহেন। উনি মহাবলশালী রামের শিষ্য ও মহাত্মা।

ষট্ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৬।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মদ্রাধিপতে! এইরূপে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা রুদ্রদেবের সারথ্যকার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ফলতঃ রথী অপেক্ষা বলসম্পন্ন ব্যক্তিকেই সারথি করা কর্ত্তব্য। অতএব হে পুরুষব্যাঘ্র! আপনি যুদ্ধস্থলে কর্ণের অশ্বগণকে সংযত করুন। দেবগণ যেমন ব্রহ্মাকে শঙ্করাপেক্ষা অধিকতর বলশালী জানিয়া মহাদেবের সারথি করিয়াছিলেন। তদ্রূপ আমরা আপনারে কর্ণাপেক্ষা সমধিক বীর্য্যবান্ অবগত হইয়া সূতপুত্রের সারথ্যে নিয়োগ করিতেছি।

মদ্ররাজ কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ ব্রহ্মা যেরূপে রুদ্রদেবের সারথ্য কার্য্য করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ ভবানীপতি যেরূপে এক বাণ দ্বারা দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই অলৌকিক দিব্য উপাখ্যান বহুবার আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। ভূত ভবিষ্যৎবেত্তা মহাত্মা হৃষীকেশও এ বিবরণ আনুপূর্ব্বিক অবগত আছেন। এবং ইহা অবগত হইয়াই বিধাতা যেমন বৃষভধ্বজের সারথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি অর্জ্জুনের সারথ্য স্বীকার করিয়াছেন। যদি কর্ণ কোনক্রমে অর্জ্জুনকে নিহত করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে বাসুদেব স্বয়ং শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ, পূর্ব্বক তোমার সৈন্যগণকে উন্মূলিত করিবেন। মহাত্মা

পরনিন্দা ও পরস্তুতি এই চারিটি বিষয়ে কদাচ আসক্ত হন না। কিন্তু হে বিদ্বান্! আমি তোমার প্রত্যয়ার্থে আত্মশ্লাঘাযুক্ত যে বাক্য কহিতেছি, তাহা তুমি প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম কর। আমি সাবধানে অশ্বগণের প্রয়োগ, ও তাহাদের ভাবীদোষের পরিজ্ঞান এবং সেই দোষ নিবারণের উপায় বিজ্ঞান ও সামর্থ্য এই সমস্ত গুণে মাতলির ন্যায় দেবরাজের সারথি হইবার উপযুক্ত পাত্র। অতএব হে সূতনন্দন! তুমি ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, আমি তোমার তুরগগণকে পরিচালিত করিব। তুমি এক্ষণে স্থিরভাবে অবস্থিতি কর।

—০:০—

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৭।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে কর্ণ! অশ্বসঞ্চালন বিষয়ে কৃষ্ণ অপেক্ষা সমধিক দক্ষ এই মদ্ররাজ, ইন্দ্রসারথি মাতলির ন্যায় তোমার সারথ্য কার্য্য সম্পাদন করিবেন। মাতলি যেমন দেবরাজের হরিদ্বর্ণ অশ্বসংযোজিত রথ পরিচালন করেন, তদ্রূপ আজি এই শল্য তোমার রথাশ্বগণকে সঞ্চালন করিবেন। তুমি যোদ্ধা এবং মদ্ররাজ সারথি হইয়া রথোপরি অবস্থিত হইলে, এই উৎকৃষ্ট রথ নিশ্চয়ই পাণ্ডবগণকে সমরে পরাজয় করিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! পর দিন প্রাতঃকালে রাজা দুর্য্যোধন মহাবীর মদ্ররাজকে পুনরায় কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আপনি কর্ণের অশ্বগণকে সংযত করুন। আপনি রক্ষক হইলে, কর্ণ অর্জ্জুনকে নিশ্চয়ই পরাজয় করিতে পারিবেন।

হে ভারত! মহাবীর শল্য দুর্য্যোধন বাক্যে সম্মত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক কর্ণ সমীপে উপনীত হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সারথিকে কহিলেন হে সূত! তুমি অবিলম্বে আমার রথ সুসজ্জিত কর। তখন সারথি সেই গন্ধর্ব্বনগরোপম জয়শীল রথ যথাবিধি সুসজ্জিত করিয়া কর্ণসমীপে "মঙ্গল হউক, জয়লাভ করুন" এই বলিয়া তদবৃত্তান্ত নিবেদন করিল। পূর্ব্বে বেদবিশারদ পুরোহিত ঐ রথের নীরাজনাদি সংস্কার সম্পাদন করিয়াছিলেন; এক্ষণে রথিশ্রেষ্ঠ কর্ণ যথাবিধি তাহার অভ্যর্থনা ও যত্নসহকারে প্রদক্ষিণ করিয়া সূর্য্যোপাসনা সমাধানন্তর সমীপস্থিত মদ্ররাজকে কহিলেন হে মদ্ররাজ!

আপনি রথারোহণ করুন। তখন মহাতেজা শল্য সিংহের শৈলারোহণের ন্যায় কর্ণের সেই দুর্জ্জয় উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ স্বীয় রথে শল্যকে আরোহণ করিতে দেখিয়া সূর্য্যদেব যেমন বিদ্যুৎ-শোভিত জলধরের উপর অধিষ্ঠান করেন তদ্রূপ স্বয়ং তাহাতে অধিষ্ঠিত হইলেন। সেই সূর্য্যানলসদৃশ তেজঃসম্পন্ন মহাবীরদ্বয় এক রথারূঢ় হইয়া গগনমণ্ডলে একত্র সমবেত মেঘারূঢ় ভানু ও কৃশানুর ন্যায় বিরাজমান হইলেন। অনন্তর যজ্ঞস্থলে ঋত্বিকগণ যেমন ইন্দ্র ও অগ্নির স্তব করে তদ্রূপ বন্দিগণ ঐ বীরদ্বয়কে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন শর-নিকরধারী পুরুষশ্রেষ্ঠ কর্ণ সেই মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক শরাসন বিস্ফারণ করত মণ্ডলান্তর্গত মন্দরভূধরস্থ ভাস্করের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন সেই যুদ্ধার্থ সমুদ্যত অমিততেজা মহাবাহু কর্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে কর্ণ! মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম ও দ্রোণ রণস্থলে যে দুষ্কর কর্ম্ম করিতে সমর্থ হন নাই, এক্ষণে তুমি সমুদায় ধনুর্দ্ধরগণের সমক্ষে তাহা সম্পাদন কর। আমার মনে এই ছিল যে, মহারথ ভীষ্ম ও দ্রোণ নিশ্চয়ই অর্জ্জুন ও ভীমসেনকে নিহত করিবেন; কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। অতএব তুমি এক্ষণে হয়, ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ, না হয়, ধনঞ্জয়, ভীমসেন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল ও সহদেবকে সংহার কর। হে রাধেয়! তোমার জয় ও মঙ্গল হউক, তুমি যুদ্ধে গমন পূর্ব্বক পাণ্ডব সৈন্যগণকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেল।

হে রাজন্! অনন্তর মেঘনির্ঘোষের ন্যায় সহস্র সহস্র তূর্য্য ও অযুত অযুত ভেরী নিনাদিত হইতে লাগিল। রথারূঢ় মহারথ কর্ণ দুর্য্যোধনের বাক্যে স্বীকৃত হইয়া শল্যকে কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি যতক্ষণ ধনঞ্জয়, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও যুধিষ্ঠিরকে সংহার না করিতেছি, ততক্ষণ তুমি অশ্বগণকে সঞ্চালিত কর। আমি সহস্র সহস্র শর নিক্ষেপে প্রবৃত্ত হইতেছি। ধনঞ্জয় আমার বাহুবল অবলোকন করুক। আজি আমি পাণ্ডব বিনাশ ও দুর্য্যোধনের জয়লাভের নিমিত্ত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিব!

শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সূতপুত্র! সাক্ষাৎ দেবরাজ যাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া থাকেন, তুমি সেই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণকে কি সাহসে অবজ্ঞা করিতেছ? সেই মহাবীরগণ সংগ্রামে কদাচ প্রতিনিবৃত্ত বা পরাজিত হইবেন না। যখন শ্রবণ

করিবে, রণস্থলে অর্জ্জুনের অশনির্ঘোষ সদৃশ ভয়ঙ্কর গাণ্ডিবনিস্বন হইতেছে এবং যখন দেখিবে ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় কুঞ্জরগণকে বিশীর্ণদন্ত ও নিহত করিতেছেন; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেব মেঘভিব্যাহারে শাণিত শর সমূহ দ্বারা আকাশমণ্ডলকে মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় করিয়াছেন ও অন্যান্য ক্ষিপ্রহস্ত দুরাসদ ভূপালগণ শত্রুগণের প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতেছেন, তখন আর এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। হে রাজন্! তখন কর্ণ মদ্ররাজের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পুর্ব্বক তাঁহাকে রথ সঞ্চালনে অনুমতি করিলেন;

—*০*—

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়। ৩৮।

হে রাজন্! অনন্তর কৌরবগণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত দেখিয়া হৃষ্টমনে চতুর্দ্দিক হইতে চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর আপনার সৈন্যগণ একমাত্র মৃত্যুকেই নিনাদ সংগ্রামে নিবর্ত্তনকারী স্থির করিয়া যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইল।

হে রাজন্! তখন দুন্দুভি নির্ঘোষ, ভেরী, বিবিধ শরশব্দ ও বেগশালী বাহনগণের গর্জ্জন হইতে আরম্ভ হইল। কর্ণ সমরে প্রস্থিত হইলে যোধগণ সাতিশয় আহ্লাদিত হইল। তখন পৃথিবী বিচলিত হইয়া প্রচণ্ড শব্দ করিতে লাগিল। সূর্য্য হইতে সপ্ত মহাগ্রহকে বিনির্গত হইতে দৃষ্ট হইল। উল্কাপাত, দিগ্দাহ বিনাবর্ষণে বজ্রপতন ও প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। তৎকালে দুর্নিমিত্তদ্যোতক মৃগ ও বিহগগণ আপনার বাহিনীকে অনেকবার দক্ষিণবর্ত্তিনী করিল। কর্ণের তুরগগণ প্রস্থান সময়ে বারম্বার ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। আকাশমণ্ডল হইতে নিরন্তর অস্থি বর্ষণ আরম্ভ হইল। শস্ত্র সমুদয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ধ্বজ সকল কম্পিত হইতে লাগিল এবং বাহনগণ অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। হে রাজন্! কৌরবগণের বিনাশসূচক এবম্বিধ ও অন্যান্য বহুতর ভয়াবহ উৎপাত উপস্থিত হইল। কিন্তু তখন সকলে দৈব কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া সেই সমস্ত দুর্নিমিত্ত উপেক্ষা করিল। নরপতিগণ যুদ্ধার্থ প্রস্থিত সূতপুত্রকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন এবং কৌরবগণ পাণ্ডবগণকে পরাজিত বলিয়াই স্থির করিলেন।

. হে রাজন্! অনন্তর প্রজ্বলিত অনল ও সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী অরাতি-ঘাতন কর্ণ মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের বীর্য্যহীনতা ও অর্জ্জুনের কার্য্যাতিশয় চিন্তা করিয়া একবারে অভিমান, দর্প ও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমি রথারোহণ ও আয়ুধ ধারণ করিলে, ক্রোধপরতন্ত্র বজ্রধর ইন্দ্রকে দর্শন করিয়াও ভীত হই না। এক্ষণে ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণকে সমরশয্যায় শয়ান দেখিয়া আমি কিছুমাত্র অস্থির হইতেছি না। প্রধান প্রধান রথ, অশ্ব ও কুঞ্জরগণের প্রমথনকারী, মহেন্দ্র ও বিষ্ণু তুল্য পরাক্রান্ত, অবধ্যকল্প, অনিন্দিত ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্যকে শত্রুহস্তে নিহত দেখিয়াও আমার কিছুমাত্র ভয় হইতেছে না। মহাস্ত্রবেত্তা দ্বিজবর গুরু দ্রোণাচার্য্য মহাবলশালী মহীপালগণকে এবং সারথি, রথী ও কুঞ্জরদিগকে অরাতিগণ কর্ত্তৃক নিহত দর্শন করিয়া কি নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সংহার করিলেন না? হে কৌরবগণ! আমি ধনঞ্জয়কে সমরে দ্রোণেরও সম্মানভাজন অবগত হইয়া সত্য কহিতেছি যে, আমা ভিন্ন অন্য কোন বীরই করাল কৃতান্তের ন্যায় সমাগত ধনঞ্জয়ের বাহুবল সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। মহাবীর দ্রোণ অস্ত্রাভ্যাস, অবধানতা, বাহুবল, ধৈর্য্য, ও নীতিসম্পন্ন ছিলেন। যখন তিনি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন, তখন আজি আমি সকলকেই আসন্নমৃত্যু বলিয়া বোধ করিতেছি। কর্ম্ম সকল দৈবায়ত্ত; তন্নিমিত্ত আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই ভূমণ্ডলের কোন বস্তুই স্থিরতা দেখিতেছি না। যখন আচার্য্য নিহত হইয়াছেন, তখন অদ্য সূর্য্যোদয়ে আমি যে জীবিত থাকিব, এ কথা নিশ্চয়রূপে কে বলিতে পারে? হে মদ্ররাজ! শত্রুহস্তে আচার্য্যের নিধন দর্শন করিয়া আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, নীতি, দিব্য আয়ুধ, বলবীর্য্য ও কার্য্যকলাপ এই সমস্ত মনুষ্যের সুখোৎপাদনে সমর্থ নহে। দেখ, যিনি বলে ত্রিবিক্রম ও পুরন্দর সদৃশ, নীতিবিষয়ে বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যের সদৃশ এবং তেজে অনল ও আদিত্য সদৃশ, সেই নিতান্ত দুঃসহবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য দিব্যাস্ত্র প্রভৃতি কোন উপায় দ্বারা রক্ষা পাইলেন না। হে মদ্ররাজ! এক্ষণে আমাদিগের স্ত্রীপুত্রগণ মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছে এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের পৌরুষও ব্যর্থ হইয়াছে। এ সময় যুদ্ধ করা একমাত্র আমারই কার্য্য! অতএব তুমি শীঘ্র আমাকে শত্রুসৈন্যমধ্যে লইয়া চল। আমা ভিন্ন আর কোন ব্যক্তি সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, বাসুদেব, সাত্যকি ও সৃঞ্জয়গণের বলবীর্য্য সহ্য করিতে

সমর্থ হইবে? অতএব হে মদ্ররাজ! যে স্থানে পাঞ্চাল, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ অবস্থিতি করিতেছে, তুমি শীঘ্র তথায় রথ লইয়া চল। অদ্য আমি হয় তাহাদিগকে সংহার, না হয় স্বয়ং দ্রোণপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করত শমনভবনে গমন করিব। হে শল্য! আমিও সেই ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবীরগণের ন্যায় নিঃসন্দেহ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইব। কিন্তু আমি সংগ্রামস্থল হইতে পলায়ন করিয়া কোন ক্রমেই মিত্রদ্রোহী হইতে পারিব না। বিদ্বানই হউক, বা মূর্খ ই হউক, আয়ুক্ষয় হইলে, কেহই মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যাহা অদৃষ্টে আছে, কেহই তাহার অতিক্রম করিতে পারে না। অতএব আমি অবশ্যই সংগ্রামার্থ পাণ্ডবগণ সমীপে গমন করিব। মহারাজ দুর্য্যোধন নিরন্তর আমার হিত চিন্তা করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার কার্য্যসাধনের নিমিত্ত প্রীতিকর ভোগ ও দুস্ত্যজ জীবন বিসর্জ্জন করা আমার অকর্ত্তব্য নহে। হে মদ্ররাজ! ভগবান্ রাম আমারে এই ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিবৃত, শব্দবিহীন চক্র যুক্ত, সুবর্ণময় আসন সম্পন্ন, রজতময় ত্রিবেণু সমলঙ্কৃত, উৎকৃষ্ট অশ্ব সংযোজিত রথ প্রদান করিয়াছেন। আর এই আমার বিচিত্র শরাসন, ধ্বজ, গদা, ভীষণ সায়ক সমূহ, সমুজ্জ্বল খড়্গ, ভীষণ নিস্বন-সম্পন্ন শুভ্র শঙ্খ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি এই বিচিত্র পতাকাপরিশোভিত অশনি-সমনিস্বন শ্বেতাশ্ব যুক্ত তূণীর সুশোভিত রথে আরোহণ করিয়া পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সংহার করিব। যদি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু স্বয়ং অপ্রমত্ত হইয়া অর্জ্জুনকে রক্ষা করেন, তথাপি আমি তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া হয় তাহারে সংহার, না হয় স্বয়ংই ভীষ্মের ন্যায় শমনভবনে গমন করিব। অধিক কি, যদি অদ্য যম, বরুণ, কুবের এবং ইন্দ্রও স্বগণ সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়কে রক্ষা করিতে অভিলাষ করেন, তথাপি আমি তাঁহাদিগের সহিত তাহাকে পরাজয় করিব।

হে রাজন্! মদ্ররাজ শল্য যুদ্ধার্থ একান্ত হৃষ্ট সূত পুত্রের এইরূপ আত্ম-শ্লাঘা শ্রবণগোচর করিয়া তাঁহার বাক্যে উপহাস ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহারে প্রতিষেধ করত কহিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি আর আত্ম শ্লাঘা করিও না। তুমি মহাবলশালী বট, কিন্তু এক্ষণে স্বীয় সামর্থ্য অপেক্ষা সমধিক বাক্য ব্যয় করিতেছ। অর্জ্জুন পুরুষশ্রেষ্ঠ, তুমি পুরুষাধম; অতএব তাঁহার সহিত তোমার তুলনা হইতে পারে না; দেখ, পুরন্দর সদৃশ বলবীর্য্যসম্পন্ন মহাবীর ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তি ইন্দ্ররক্ষিত দেবলোকের ন্যায় কৃষ্ণরক্ষিত দ্বারকাপুরী আলোড়িত করিয়া

কৃষ্ণের কনিষ্ঠা ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ এবং ত্রিলোকনাথ ভগবান্ ভবানী পতিকে মৃগবধ কলহযুদ্ধে আহ্বান করিতে সমর্থ হয়? ঐ বীর হুতাশনের প্রতি বহুমান প্রদর্শন পূর্ব্বক দেব, দৈত্য, উরগ, পিশাচ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় করিয়া তাঁহার অভিলষিত হবি প্রদান করিয়াছিল। হে কর্ণ! গন্ধর্ব্বগণ কৌরবগণ সমক্ষে কলহপ্রিয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে হরণ ও তুমি সর্ব্বাগ্রে পলায়ন করিলে, মহাবীর অর্জ্জুন যে দিবাকরের করজাল সদৃশ শরনিকর দ্বারা গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণকে মুক্ত করিয়াছিল, তাহা কি তোমার স্মরণ হয়? ঐ মহাবীর গোগ্রহযুদ্ধে বলবাহনসম্পন্ন দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও ভীষ্ম প্রভৃতি বীরগণকে পরাজয় করিয়াছিল। তৎকালে তুমি কি তাঁহাকে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলে? হে সূতপুত্র! এক্ষণে তোমার যথার্থ এই একটী সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি অদ্য শত্রুভয়ে পলায়ন না করিয়া যুদ্ধে গমন কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

মদ্রাধিপতি শল্য একাগ্রচিত্তে কর্ণের প্রতি অর্জ্জুনের স্তুতিবাদযুক্ত কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিলে, কৌরবসেনাপতি সূতপুত্র সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মদ্ররাজ! তুমি কি নিমিত্ত অর্জ্জুনের শ্লাঘা করিতেছ? অদ্য অর্জ্জুনের সহিত আমার সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। যদি সে আমাকে পরাজয় করিতে পারে, তাহা হইলে, তোমার এই শ্লাঘা সফল হইবে। মহাত্মা মদ্ররাজ কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হউক বলিয়া নিরস্ত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ যুদ্ধার্থ শল্যকে অশ্বচালন করিতে কহিলেন। হে রাজন্! অনন্তর কর্ণের সেই শ্বেতাশ্বযোজিত রথ শল্য কর্তৃক পরিচালিত হইয়া সূর্য্যদেব যেরূপ অন্ধকার বিনাশ করত সমুদিত হন, তদ্রূপ শত্রু সংহার করত ধাবমান হইল।

—*—

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৩৯।

হে নরনাথ! তখন মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ পরম প্রীতি লাভ করিয়া সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথে আরোহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আপনার সৈন্যগণকে আনন্দিত করত পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! অদ্য তোমাদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি মহাত্মা ধনঞ্জয়কে দেখাইতে পারিবে, আমি তাহাকে

তাঁহার অভিলষিত ধন প্রদান করিব। যদি তাহাতে তাঁহার প্রীতি না জন্মে, তাহা হইলে, তাঁহাকে শকটপূর্ণ রত্ন প্রদান করিব। যদি তাহা তাঁহার সন্তোষকর না হয়, তাহা হইলে, তাঁহাকে কাংস্যনির্ম্মিত দোহনপাত্র সম্বলিত একশত দুগ্ধবতী গাভী, এক শত গ্রাম এবং অশ্বতরী সংযোজিত, কৃষ্ণকেশী যুবতীগণ যুক্ত, শ্বেতবর্ণ রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ না হয় তাহা হইলে, তাঁহারে ছয় মাতঙ্গ সংযোজিত সুবর্ণ নির্ম্মিত রথ ও নিষ্ককণ্ঠী গীতবাদ্যাদি বিশারদা অজাতপুত্রা এক শত কামিনী প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার সন্তোষ না জন্মে, তাহা হইলে, একশত কুঞ্জর, এক শত গ্রাম, একশত স্বর্ণ রথ গুণবৃদ্ধ, সুশিক্ষিত দশ সহস্র অশ্ব এবং হেমশৃঙ্গ যুক্ত চারি শত সবৎসা ধেনু প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তিনি প্রীত না হন, তাহা হইলে তাঁহাকে সুবর্ণমণ্ডিত মণিময় ভূষণ সম্পন্ন শ্বেতবর্ণ সুদন্ত অষ্টাদশবিধ পঞ্চশত অশ্ব এবং কাম্বোজদেশজাত ও সুন্দর ভূষণ ভূষিত কনকময় রথ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তিনি প্রীত না হন, তাহা হইলে তাঁহারে সুবর্ণভূষিত পশ্চিম দেশোৎপন্ন ছয় শত মাতঙ্গ প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে মগধদেশ সম্ভূত একশত নবযৌবনসম্পন্না নিষ্ককণ্ঠী দাসী ও প্রভূত ধনশালী, ভয় শূন্য, নদী ও পবনের সমীপবর্ত্তী রাজভোগ্য চতুর্দ্দশ বৈশ্য গ্রাম প্রদান করিব। যদি তাহাতেও তাঁহার তুষ্টি সাধন না হয়, তাহা হইলে তিনি আমার পুত্র কলত্র ও বিহারসামগ্রী সমুদায়ের মধ্যে যাহা প্রার্থনা করিবেন, আমি তাঁহাকে তাহাই সমর্পন করিব এবং অবশেষে কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিয়া তাহাদিগের অর্থ সমুদায় তাঁহাকে প্রদান করিব।

রাজন্! মহাবীর কর্ণ বারম্বার এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া সমুদ্রজাত সুস্বর শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সূতপুত্রের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার অনুগামী হইলেন। তখন আপনার সৈন্য মধ্যে সিংহনাদমিশ্রিত বৃংহিত ধ্বনি এবং দুন্দুভি ও মৃদঙ্গের ন্যায় নিস্বন সমুত্থিত হইল। হে রাজন্! এই রূপে আপনার সৈন্যগণ একান্ত আহ্লাদিত হইলে, মদ্ররাজ শল্য সমরবিহারী আত্মশ্লাঘা নিরত মহারথ সূতপুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক হাস্যবদনে কহিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪০।

হে কর্ণ! তুমি ছয় মাতঙ্গ সংযোজিত হেমময় রথ প্রভৃতি কিছুই প্রদান করিও না। তুমি বালকতাপ্রযুক্তই কুবেরের ন্যায় ধনদানে প্রবৃত্ত হইয়াছ। আজি অক্লেশেই অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইবে। তুমি অতি মূঢ়ের ন্যায় বিপুল ধন বিতরণের বাসনা করিতেছ; কিন্তু অপাত্রে দান করিলে, যে সকল দোষ জন্মে, মোহ প্রযুক্ত তাহা বুঝিতে পারিতেছ না। তুমি যে সকল ধন বৃথা ব্যয় করিতে সমুদ্যত হইয়াছ, তদ্দ্বারা নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পার। আর তুমি অজ্ঞানতা বশতঃ কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়কে সংহার করিতে অভিলাষ করিতেছ; কিন্তু উহা কখনই সম্ভবপর নহে। শৃগাল কেশরিদ্বয়কে সমরে নিপাতিত করিয়াছে, ইহা কখনই আমাদিগের শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হয় নাই। তোমার ন্যায় ক্ষুদ্র জনের যাহা অভিলাষ করিবার নহে, তাহা তুমি অভিলাষ করিতেছ। তোমার কি এমন কোন সুহৃদ্ নাই যে, এ সময়ে তোমারে অনলে পতনোন্মুখ দেখিয়া নিবারণ করে? তুমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই অবধারণ করিতে সমর্থ হইতেছ না। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে। কোন্ জিজীবিষু ব্যক্তি অসম্বদ্ধ অশ্রোতব্য বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে? তুমি যাহা বাসনা করিতেছ, উহা কণ্ঠে মহাশিলা বন্ধন পূর্ব্বক উভয় ভুজ দ্বারা সমুদ্র সন্তরণ ও অচলশৃঙ্গ হইতে নিপতনের ন্যায় নিতান্ত বিফল বোধ হইতেছে। এক্ষণে যদি তুমি স্বীয় মঙ্গল বাঞ্ছা কর, তাহা হইলে ব্যূহিত যোদ্ধা ও সেনাগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার প্রতি বিদ্বেষাচরণ করিতেছি না, দুর্য্যোধনের হিতাভিলাষেই এইরূপ কহিতেছি; এক্ষণে যদি তোমার জীবিত থাকিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে আমার বাক্যে আস্থা প্রদর্শন কর।

কর্ণ কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমি স্বীয় বাহুবলে অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে অভিলাষী হইতেছি, তুমি মিত্রতা পূর্ব্বক শত্রুতাচরণ করিয়া আমারে ভীত করিতে অভিলাষী হইয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, অদ্য দেবরাজও আমাকে এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না।

অনন্তর মহাবীর মদ্রাধিপতি শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রকোপিত করিবার নিমিত্ত পুনরায় কহিলেন, হে সূতপুত্র! যখন অর্জ্জু-

নের জ্যানিঃসৃত বেগবান্ নিশিতাগ্র শরজাল তোমার অনুগমন করিবে, যখন বীভৎসু দিব্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক কৌরব বাহিনী সন্তাপিত করত নিশিত শরনিকরে তোমারে নিপীড়িত করিবে, সেই সময় তোমাকে অনুতাপিত হইতে হইবে। বালক যেরূপ মাতৃ ক্রোড়ে শয়ন করিয়া চন্দ্র গ্রহণে অভিলাষী হয়, সেই রূপ তুমি মোহ বশতঃ অদ্য দেদীপ্যমান রথস্থ অর্জ্জুনকে জয় করিতে অভিলাষ করিতেছ।

হে মূঢ়! আজি ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করাতে তীক্ষ্ণধার ত্রিশূলে তোমার সর্ব্বশরীর ঘর্ষিত করা হইতেছে। অল্পপ্রাণ মৃগশাবক যেমন ক্রুদ্ধ বৃহৎ কেশরীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে, সেই রূপ তুমি অদ্য ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিতেছ। বন মধ্যে মাংসতৃপ্ত শৃগাল যেমন কেশরীর সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হয়, তদ্রূপ তুমি আজি পরাক্রান্ত রাজতনয় ধনঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া বিনষ্ট হইও না। হে সূতপুত্র! তুমি শশক হইয়া প্রভিন্নগণ্ড বিশাল দন্তশালী মহাগজ স্বরূপ ধনঞ্জয়কে সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতেছ। অজ্ঞানতা বশত ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ বাসনা করাতে তোমার কাষ্ঠ দ্বারা বিলস্থ মহাবিষ রোষাবিষ্ট ভুজঙ্গ বিদ্ধ করা হইতেছে। শৃগাল যেমন কেশরবিরাজিত ক্রোধাবিষ্ট সিংহকে ও সর্প যেমন আত্মবিনাশার্থ বলিষ্ঠ পতগরাজ গরুড়কে আহ্বান করে, তুমি তদ্রূপ অর্জ্জুনকে আহ্বান করিতেছ এবং প্লববিহীন হইয়া চন্দ্রোদয়ে পরিবর্দ্ধিত অসংখ্য মীনসমাকীর্ণ ভয়ঙ্কর জলনিধি উত্তীর্ণ হইতে উদ্যত হইয়াছ। বৎস যেমন সুতীক্ষ্ণ শৃঙ্গশালী প্রহারসমর্থ বৃষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করে, ভেক যেরূপ সলিলপ্রদ নিবিড় মহামেঘের উদ্দেশে ও আত্ম-গৃহস্থিত কুক্কুর যেমন অরণ্যচারী ব্যাঘ্রের উদ্দেশে ঘোরতর গর্জ্জন করে; সেইরূপ তুমি নরশার্দ্দূল ধনঞ্জয়ের উদ্দেশে গর্জ্জন ও তাঁহারে আহ্বান করিতেছ। হে রাধেয়! অরণ্য মধ্যে শশক পরিবেষ্টিত শৃগাল যাবৎ সিংহকে দর্শন না করে, তাবৎ আপনারে সিংহের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকে, সেই রূপ তুমিও শত্রুনিসূদন ধনঞ্জয়কে না দেখিয়া আপনাকে সিংহের ন্যায় জ্ঞান করিতেছ। যাবৎ সূর্য্য ও চন্দ্রমার ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন এক রথস্থ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে দর্শন না করিতেছ, তাবৎ তুমি আপনাকে ব্যাঘ্র বলিয়া বোধ করিতেছ। যাবৎ ঘোর সমরে অর্জ্জুনের ভীষণ গাণ্ডীব নির্ঘোষ তোমার শ্রবণগোচর না হইবে, তাবৎকাল তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিবে। কিন্তু অর্জ্জুনের রথ ও শরাসনের গভীর নিস্বনে দশদিক প্রতিধ্বনিত হইলে, তোমারে নর্দ্দমান শার্দ্দূলদর্শী শৃগালের

ন্যায় বিমূঢ় হইতে হইবে। হে মূঢ়! মহাবীর অর্জ্জুন সিংহের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন, আর তুমি বীরজনের বিদ্বেষাচরণ করিয়া শৃগালের ন্যায় লক্ষিত হইতেছ। হে সূতপুত্র! মূষিক ও বিড়ালের, কুক্কুর ও ব্যাঘ্রের শৃগাল ও সিংহের, শশক ও কুঞ্জরের, মিথ্যা ও সত্যের এবং বিষ ও অমৃতের যেরূপ প্রভেদ, তোমার এবং ধনঞ্জয়ের তদ্রূপ বিভিন্নতা সন্দেহ নাই।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪১।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অমিততেজা শল্য কর্ণকে এই রূপ তিরস্কার করিলে, মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র তাঁহার বাক্‌শল্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া রোষভরে কহিতে লাগিলেন, হে শল্য! গুণবান্ ব্যক্তিই গুণিগণের গুণগ্রাম জানিতে পারেন; কিন্তু যে নির্গুণ হয়, সে কদাচ তাহা জানিতে পারে না। তুমি গুণবিহীন; অতএব কিরূপে গুণাগুণ পরিজ্ঞানে সমর্থ হইবে? আমি মহাবীর ধনঞ্জয়ের মহাস্ত্রনিচয়, শরাসন, ক্রোধ ও বলবিক্রম এবং মহাত্মা কৃষ্ণের মাহাত্ম্য যেরূপ অবগত আছি, তুমি তদ্রূপ নহ। আমি আপনার ও ধনঞ্জয়ের বীর্য্যের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াই গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনকে সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতেছি। হে শল্য! আমার নিকট এক তূণীরশায়ী সুপুঙ্খ শোণিতভোজী সুশাণিত শর বিদ্যমান আছে। আমি বহুকাল উহারে পূজা করত চন্দনচূর্ণ মধ্যে রাখিয়াছি। ঐ বিষবান্ ভীষণ শর নর, অশ্ব ও কুঞ্জর নিকরের বিনাশ সাধন এবং এক কালে মর্ম্ম ও অস্থি বিদারণ করিতে সমর্থ হয়! আমি উহা দ্বারা মহাগিরি সুমেরুকেও বিদীর্ণ করিতে পারি। আমি সত্য বলিতেছি, অর্জ্জুন ও দেবকী পুত্র কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহারও প্রতি ঐ বাণ কদাচ নিক্ষেপ করিব না। হে শল্য! আমি সেই অমোঘ শর প্রভাবে রোষভরে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় পরাক্রমানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিব। সমুদায় বৃষ্ণিবীরগণ মধ্যে কৃষ্ণে লক্ষ্মী এবং পাণ্ডবগণ মধ্যে অর্জ্জুনের উপর বিজয় প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ উভয় বীরের হস্তে কাহারই নিস্তার নাই। কিন্তু আজি সেই রথস্থিত মহাপুরুষদ্বয় আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবে। তুমি আজি আমার আভিজাত্য সন্দর্শন কর। অদ্য আমি সেই পিতৃস্বস্রেয় ও মাতুলজ

ভ্রাতৃদ্বয়কে সংহার করিয়া সূত্রগ্রথিত মণিদ্বয়ের ন্যায় সমরে নিপাতিত করিব। হে শল্য! ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীব ও কপিধ্বজ এবং বাসুদেবের চক্র ও গরুড়ধ্বজ ভীরুস্বভাব মনুষ্যগণের ত্রাসজনক বটে; কিন্তু আমার সাতিশয় হর্ষসম্পাদক। তুমি নিতান্ত মূঢ়, দুষ্প্রকৃতি ও মহাযুদ্ধে অনভিজ্ঞ; সুতরাং ভয় প্রযুক্ত নানাবিধ অসম্বদ্ধ প্রলাপ এবং কোন কারণ বশতঃ তাহাদিগের স্তুতিবাদ করিতেছ। আমি সমরে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে সংহার করিয়া তোমাকেও তোমার বান্ধবগণের সহিত শমনসদনের অতিথি করিব। হে দুর্ম্মতে! ক্ষুদ্রাশয়! ক্ষত্রিয়কুলপাংসন! তুই সুহৃদ্ হইয়াও শত্রুর ন্যায় কি নিমিত্ত আমাকে কৃষ্ণার্জ্জুন হইতে ভীত করিতেছিস! যাহা হউক, অদ্য হয়, তাহারাই আমাকে বিনাশ করিবে না হয়, আমিই তাহাদিগকে সংহার করিব; কিন্তু স্বীয় বলবীর্য্য পরিজ্ঞাত হইয়া কদাচ তাহাদিগের নিকট ভীত হইব না। সহস্র বাসুদেব ও শত শত অর্জ্জুন সমরে সমাগত হইলেও তাহাদিগকে সংহার করিব। রে কুদেশজ! তুই আর কোন কথা উচ্চারণ করিস না।

রে মূঢ়মতে! স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ ও ক্রীড়াগত মনুষ্যেরা দুর্ম্মতি মদ্রকগণের যে বিষয় অবধারণ ও কীর্ত্তন করে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরা রাজসভায় যাহা কীর্ত্তন করিতেন, একচিত্তে তাহা শ্রবণ করিয়া হয় ক্ষান্ত হও, না হয় প্রত্যুত্তর প্রদান কর। মদ্রকগণ মিত্রদ্রোহী ও নিয়ত পরদ্বেষী তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য নাই। তাহারা নীচপ্রকৃতি নরাধম, দুরাত্মা, মিথ্যাবাদী ও উগ্রস্বভাব। তাহাদের সহিত প্রণয় করা অকর্ত্তব্য। আমরা শ্রবণ করিয়াছি মদ্রকগণ জন্মাবধি সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মদ্রদেশে পিতা, পুত্র, মাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, মাতুল, জামাতা, দুহিতা, ভ্রাতা, নপ্তা, অন্যান্য বন্ধুবান্ধব, অভ্যাগত ও দাসদাসী সকলে সমবেত এবং রমণীগণ স্বেচ্ছানুসারে পুরুষগণের সহিত সুরতে প্রবৃত্ত হইয়া মদ্যপান পূর্ব্বক শক্তু, মৎস্য ও মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করত কখন রোদন, কখন হাস্য, কখন গান ও কখন অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়া থাকে। মদ্রকগণ বিরুদ্ধকর্ম্মা ও অহঙ্কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। অতএব তাহাদিগের কি রূপে ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে? মদ্রকদিগের সহিত বৈর বা সৌহার্দ্দ করা কর্ত্তব্য নহে। উহাদিগের সহিত কেহই মিলিত হয় না। উহারা মল স্বরূপ। গান্ধারকদিগের শৌচ ও মদ্রকদিগের সদ্গতি নাই।

হে মদ্রাধিপতে! প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা এইমাত্র বলিয়া বৃশ্চিকদ্রষ্ট ব্যক্তির

চিকিৎসা করিয়া থাকেন যে, রাজা যেমন যজ্ঞে ঋত্বিক্ হইলে হবি নষ্ট হয়; ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অধ্যয়ন করাইলে যেমন অবমানিত হন এবং ব্রাহ্মণ-দ্বেষী যেমন সকলের অবজ্ঞাভাজন হয়, সেইরূপ লোকে মদ্রকগণের সহিত সৌহার্দ্দ করিলে পতিত হইয়া থাকে। অতএব মদ্রকদিগের সহিত প্রণয় করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। হে বৃশ্চিক! তোমার বিষক্ষয় হইল, আমি অথর্ব্ব বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা সমুদয় শান্তি করিলাম। হে শল্য! আমি এইরূপে বৃশ্চিকদষ্ট ব্যক্তির চিকিৎসা করিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব তুমি ইহা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে কর্ণপাত কর।

হে মদ্ররাজ! যে রমণীগণ মদমত্ত হওয়াতে পরিধান বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নৃত্য, যাহারা ব্যভিচার দোষদূষিত হইয়া অভিমত পুরুষের সহিত সংসর্গ এবং যাহারা উদ্ধতস্বভাব হইয়া উষ্ট্র ও গর্দ্দভের ন্যায় মূত্র পরিত্যাগ করে, তুমি সেই ধর্ম্মভ্রষ্ট নির্লজ্জ রমণীগণের অন্যতরের তনয় হইয়া কিরূপে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতে অভিলাষ করিতেছ? মদ্রদেশীয় রমণী-গণের নিকট কাঞ্জিক প্রার্থনা করিলে, তাহারা তৎ প্রদানে অসম্মত হইয়া নিতম্বদ্বয়ে করাঘাত করত কহিয়া থাকে, কাঞ্জিক আমাদিগের অতিশয় প্রিয়, উহা কেহ যাচ্ঞা করিও না। আমরা পতি অথবা পুত্রকে প্রদান করিতে পারি, কিন্তু কাঞ্জিক প্রদান করিতে পারি না। হে মদ্ররাজ! আমরা আরও শ্রবণ করিয়া থাকি যে, মদ্রদেশীয় গৌরীরা নির্লজ্জ, কম্বলাবৃত উদরপরায়ণ ও অশুচি; আমি হই, আর অন্য যে কোন ব্যক্তিই হউক না কেন, সকলেই অতীব নিন্দনীয় কুকর্ম্ম-শালী মদ্রকদিগের এইরূপ দোষ কীর্ত্তন করিতে পারে। মদ্রক, সৈন্ধব ও সৌবীরগণ পাপদেশ সম্ভূত, ম্লেচ্ছ ও নিতান্ত অধার্ম্মিক; তাহারা কি প্রকারে ধর্ম্ম কীর্ত্তনে সমর্থ হইবে? যুদ্ধে নিহত ও সজ্জনগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রণশয্যায় শয়ন করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম; অস্ত্রযুদ্ধে প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গলাভ করাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য; বিশেষতঃ আমি দুর্য্যো-ধনের প্রিয়সখা, অতএব তাঁহার নিমিত্ত আমার প্রাণ ও ধন পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি পাপদেশসম্ভূত ও ম্লেচ্ছ। এক্ষণে তুমি আমা-দিগের সহিত শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছ; ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পাণ্ডবগণ ভেদের নিমিত্ত তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে। যাহা হউক, নাস্তিক ব্যক্তিরা যেমন ধর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মচ্যুত করিতে পারে না, তদ্রূপ ভবাদৃশ শত ব্যক্তিও আমারে সমরপরাঙ্মুখ বা ভীত

করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমি গ্রীষ্মপীড়িত মৃগের ন্যায় যথেষ্ট বিলাপ কর বা শুষ্ককণ্ঠ হও তথাপি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে ব্যবস্থিত এই ব্যক্তিকে কখন ভীত করিতে সমর্থ হইবে না। পূর্ব্বে গুরু পরশুরাম দেহ ত্যাগে অসঙ্কুচিত ও সমরে অপরাঙ্মুখ নরশার্দ্দূলগণের যে গতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই স্মরণ ও প্রধানতম পুরূরবার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া কৌরবগণের উদ্ধার ও শত্রুগণের বিনাশ সাধনে সমুদ্যত হইয়াছি; অতএব কখনই পরাঙ্মুখ হইব না। বোধ হয়, এক্ষণে আমারে এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করে, এরূপ লোক ত্রিলোক মধ্যে জন্ম গ্রহণ করে নাই; অতএব তুমি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর, ভীত হইয়া অনর্থ বাক্য ব্যয় করিতেছ কেন? হে মদ্রকাধম! আমি তোমারে সংহার করিয়া ক্রব্যাদগণকে উপহার প্রদান করিব না। মিত্রের কার্য্য সাধন, দুর্য্যোধনের অনুরোধ ও তিতিক্ষা এই তিন কারণে তুমি এ যাত্রা আমার নিকট পরিত্রাণ পাইলে, কিন্তু পুনরায় এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, বজ্রতুল্য গদা দ্বারা তোমার মস্তক অধঃপাতিত করিব। হে কুদেশজ শল্য! অদ্য বীরগণ আমারে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের হস্তে বিনষ্ট অথবা তাহাদিগকে আমার হস্তে নিহত দর্শন ও শ্রবণ করিবে। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এইরূপ কহিয়া নির্ভয় চিত্তে পুনরায় বারম্বার মদ্রাধিপতিকে অশ্বসঞ্চালনে আদেশ করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪২।

হে মহারাজ! অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যুদ্ধার্থী কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারে একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করত পুনর্ব্বার কহিলেন, হে সূতপুত্র! আমি ধর্ম্মপরায়ণ এবং সমরে অপরাঙ্মুখ, যজ্ঞনিরত মূর্দ্ধাভিষিক্ত ভূপালগণের বংশে সমুৎপন্ন হইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে মত্তের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে; অতএব সৌহৃদ্য বশতঃ তোমার চিকিৎসা করিব। হে কর্ণ! আমি যে এক্ষণে একটি কাকোপাখ্যান বর্ণন করিতেছি, তুমি তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ করিয়া যাহা ইচ্ছা হয়, কর। হে কুলপাংশন! আমি বিলক্ষণ স্মরণ করিয়া দেখিতেছি, আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই, অতএব তুমি কি নিমিত্ত বিনাপরাধে আমারে বিনষ্ট করিতে অভিলাষ করিতেছ? আমি সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত, বিশে-

স্বতঃ রাজা দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষু; সুতরাং তোমারে হিতাহিত জ্ঞান প্রদান করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। তুমি তৎসমুদায় অবগত হইয়া কার্য্যানুষ্ঠান কর। হে কর্ণ! আমি যখন এই রথের সারথি হইয়াছি, তখন সম বিষম ভূভাগ, রথীর বলাবল, রথ ও অশ্বগণের শ্রম ও অবসাদ, মৃগের শব্দ, পক্ষীর বিরুত, ভার, অতিভার, শল্য সকলের প্রতীকার, অস্ত্রযোগ, যুদ্ধ ও শুভাশুভ নিমিত্ত সমুদায় আমার সতত পরিজ্ঞেয়; যাহা হউক, আমি এক্ষণে যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।

হে কর্ণ! সমুদ্র পারে কোন ধর্ম্মশীল রাজার রাজ্যে এক প্রভূত ধনধান্যসম্পন্ন, যাজ্ঞিক, দানশীল, ক্ষমাশীল, স্বধর্ম্মনিরত, পবিত্রচিত্ত, সর্ব্বভূতহিতৈষী এক বৈশ্য বাস করিত। ঐ বৈশ্যের অনেকগুলি পুত্র ছিল। বৈশ্যতনয়গণ আপনাদের উচ্ছিষ্ট মাংস, অন্ন, দধি, ক্ষীর, পায়স, মধু ও ঘৃত দ্বারা একটি কাকের ভরণ পোষণ করিত। ঐ কাক বৈশ্যতনয়গণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিল এবং আপনার সদৃশ ও আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল।

একদা গরুড়তুল্য বেগগামী হৃষ্টচিত্ত কতকগুলি হংস সেই সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইল। বৈশ্যতনয়গণ সেই হংসগণকে অবলোকন করিয়া কাককে কহিল, ওহে কাক! তুমি সকল পক্ষী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। উচ্ছিষ্টভোজী বায়স অল্পবুদ্ধি বৈশ্য কুমারগণের সেই প্রতারণা বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া মূর্খতা ও গর্ব্ব নিবন্ধন তাহাদিগের বাক্য সত্য বলিয়াই বিবেচনা করিল। তখন সেই হংসগণের মধ্যে কে প্রধান ইহা জানিবার নিমিত্ত তাহাদের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাহাদিগের মধ্যে একটি হংসকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাহাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিল, হে হংসশ্রেষ্ঠ! এস, আমরা উভয়ে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হই।

তখন সেই সমাগত বিহঙ্গমশ্রেষ্ঠ হংসগণ বহুভাষী বায়সের বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে কহিল, রে দুর্ম্মতিপরতন্ত্র কাক! আমরা মানসসরোবরবাসী হংস, ইচ্ছানুসারে সমগ্র মহীমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকি অন্যান্য বিহঙ্গমেরা আমাদিগকে দূরগামিত্ব প্রযুক্ত নিয়তই সৎকার করিয়া থাকে। রে দুর্ম্মতে! তুই কাক হইয়া প্রভূতশালী, দূরপাতী, চক্রাঙ্গ হংসকে কি বলিয়া উড্ডয়নে আহ্বান করিতেছিস? যাহা হউক, তুই কি রূপে আমাদের সহিত উড্ডয়ন করিবি, তাহা বল।

তখন হীনজাতি প্রযুক্ত আত্মশ্লাঘা পরবশ মূঢ়মতি কাক হংসের বাক্যে

বারম্বার অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, হে হংসগণ। আমি এক শত বিচিত্র উড্ডয়ন প্রদর্শন করিতে পারি। আমি প্রত্যেক উড্ডয়নে শত যোজন করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইব; এবং তোমাদিগের সাক্ষাতে উড্ডীন; অবডীন প্রডীন, ডীন, নিডীন, সংডীন, তির্য্যকডীন, বিডীন, পরিডীন, পরাডীন, সুডীন, অভিডীন, খডীন, ডীনডীন, সম্পাত, সমুদীর্ণ ও অন্যান্য নানাবিধ গতাগতি এবং কাকের সমুচিত বিবিধ গতি প্রদর্শন করিব। তোমরা এক্ষণে আমার বল সন্দর্শন কর। হে হংসগণ! আমি এক্ষণে ঐ সকল গতির মধ্যে কোন প্রকার গতি অবলম্বন করিয়া আকাশ মার্গে উড্ডীন হইব; তোমরা তাহা বিশেষরূপে নির্দ্দেশ কর। আমি যে গতিদ্বারা উড্ডীন হইব, সেই গতি দ্বারা তোমাদিগকেও নিরাশ্রয় অন্তরীক্ষে উত্থিত হইতে হইবে। তোমরা কৃতনিশ্চয় হইয়া বল, আমি কোন্ কোন্ গতি দ্বারা উড্ডীন হইব।

তখন সেই হংসগণের মধ্যে একটি হংস কাকের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া কহিল, হে কাক! তোমার শত প্রকার গতাগতি বিদিত আছে। কিন্তু আমাদের সমস্ত পক্ষিজাতি বিদিত একমাত্র গতি ভিন্ন আর কিছুই পরিজ্ঞাত নাই। আমি তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক তোমার সহিত গমন করিব; এক্ষণে তোমার ইচ্ছানুরূপ গতি দ্বারা উড্ডীন হও।

হে কর্ণ! তৎকালে ঐ স্থানে আরও কএকটি কাকের সমাগম হইয়াছিল। তাহারা হংসের বাক্য শ্রুতিগোচর করত হাস্যমুখে কহিল, এই হংস এক প্রকার গতি অবলম্বন পূর্ব্বক কি প্রকারে শত প্রকার গতি পরাজয় করিবে।

অনন্তর কাক ও হংস পরস্পর স্পর্দ্ধা সহকারে নভোমণ্ডলে উৎপতিত হইল এবং স্ব স্ব কার্য্যের প্রশংসা করত পরস্পরকে বিস্মিত করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিল। তখন বায়সগণ সেই কাকের নানাবিধ বিচিত্র-গতি অবলোকনে পরমাহ্লাদিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে কোলাহল করিতে লাগিল। হংসগণও অপ্রিয় বাক্যদ্বারা কাককে উপহাস করত কখন বৃক্ষাগ্র কখন বা ধরাতল হইতে উৎপতিত ও নিপতিত হইতে আরম্ভ করিল এবং নিরন্তর শব্দ করিয়া আপনাদিগের জয়ঘোষণা করিতে লাগিল। হংস একমাত্র মৃদুগতি দ্বারা নভোমণ্ডলে উত্থিত হইবার উপক্রম করত কাক অপেক্ষা হীনগতি দৃষ্ট হইল। ঐ সময় কাকেরা হংসগণকে অবজ্ঞা করত কহিল, হে হংসগণ! তোমাদের মধ্যে যে হংসটি আকাশমার্গে উত্থিত হইয়াছে, ঐ দেখ, সে এক্ষণে হীনগতি হইয়া পড়িতেছে।

অনন্তর সেই অন্তরীক্ষস্থ হংস কাকগণের স্পর্দ্ধাসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া সাগরের উপরিভাগে পশ্চিম দিকে মহাবেগে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন কাক নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সেই মহাসমুদ্র মধ্যে দ্বীপ ও বৃক্ষ সকল নিরীক্ষণ না করিয়া ভয় ও মোহে সাতিশয় অভিভূত হইল এবং কোন্ স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রমাপনোদন করিবে, ইহাই মুহুর্মুহু চিন্তা করিতে লাগিল।

হে কর্ণ! মহাসমুদ্র জলজন্তুগণের আকর ও দুঃসহ বেগ সম্পন্ন; উহা অসংখ্য মহাসত্বে সমুদ্ভাসিত হইয়া আকাশকেও পরাভূত করিয়াছে। গাম্ভীর্য্যে কেহই উহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। উহার জলরাশি আকাশের ন্যায় সুদূর বিস্তৃত, সুতরাং সামান্য কাক কি রূপে সেই বহুবিস্তীর্ণ সাগর পার হইতে সমর্থ হইবে? অনন্তর হংস বহু দূর অতিক্রম করিয়া মুহূর্ত্তকাল সেই কাককে নিরীক্ষণ করত, তাহারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতে সমর্থ হইয়াও তাহার আগমন কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তখন কাক নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া হংস সমীপে আগমন করিল। হংস কাককে গতিবিহীন ও নিমজ্জনোন্মুখ দেখিয়া সৎপুরুষোচিত ব্রত স্মরণ পূর্ব্বক তাহারে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কহিল, হে কাক! তুমি শত শত প্রকার উড্ডয়নের বিষয় বারম্বার উল্লেখ করিয়া গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করিয়াছ। তুমি এক্ষণে যেরূপ গতি অবলম্বন পূর্ব্বক উড্ডীন হইতেছ, ইহার নাম কি? তুমি চঞ্চুপুট ও দুই পক্ষ দ্বারা বারম্বার সলিল স্পর্শ করিতেছ; অতএব বল, এক্ষণে কোন গতি আশ্রয় করিয়াছ? হে বায়স! আমি তোমার অপেক্ষা করিতেছি, তুমি শীঘ্র আমার নিকট আগমন কর।

হে কর্ণ! তখন সেই দুষ্ট স্বভাব বায়স সাগরের পার দর্শন না করিয়া একান্ত শ্রান্ত, বায়ুবেগে প্রমথিত ও নিমজ্জনোন্মুখ হইয়া আর্ত্ত স্বরে হংসকে কহিল, হে হংস! আমরা কাক, কা কা শব্দ করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিয়া থাকি। এক্ষণে আমি স্বীয় জীবন সমর্পণ পূর্ব্বক তোমার শরণাগত হইতেছি; তুমি আমারে সমুদ্র পারে লইয়া চল।

কাক এই বলিয়া সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও নিতান্ত কাতর হইয়া দুই পক্ষ চঞ্চুপুট দ্বারা সাগর সলিল স্পর্শ করিয়া সলিল মধ্যে পতিত হইল। তখন হংস কাককে সমুদ্র জলে নিপতিত, দীনমনা ও মৃতপ্রায় দেখিয়া কহিল, হে কাক! তুমি আত্মশ্লাঘা করত কহিয়াছিলে যে, আমি শত প্রকার উড্ডয়ন প্রদর্শন করিব। এক্ষণে সেই বাক্যটি স্মরণ কর। তুমি শত

প্রকার উড্ডয়নাভিজ্ঞ ও আমা অপেক্ষা সমধিক ক্ষমতাপন্ন; তবে এক্ষণে এইরূপ পরিশ্রান্ত হইয়া কি নিমিত্ত সাগরে নিপতিত হইলে?

তখন কাক একান্ত অবসন্ন হইয়া উপরিভাগে হংসকে অবলোকন পূর্ব্বক প্রসন্ন করত কহিল, হে হংস! আমি উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে গর্ব্বিত হইয়া আপনাকে গরুড়ের ন্যায় জ্ঞান এবং অন্যান্য কাক ও অপরাপর পক্ষিগণকে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম; এক্ষণে প্রাণ রক্ষার্থ তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি আমারে দ্বীপে লইয়া চল। যদি আমি জীবিতাবস্থায় স্বদেশ যাইতে পারি, তাহা হইলে আর কাহারেও অপমানিত করিব না। তুমি আমারে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর। তখন বেগবান হংস মহাসমুদ্রে নিপতিত বিচেতন বায়সের কাতরোক্তি শ্রবণে করুণার্দ্র হইয়া পদ দ্বারা তাহারে বেগে উৎক্ষেপণ ও আত্মপৃষ্ঠে সংস্থাপন করত পূর্ব্বে যে দ্বীপ হইতে স্পর্দ্ধা করত উড্ডীন হইয়াছিল, তথায় পুনরায় উত্তীর্ণ হইল এবং কাককে আশ্বাসিত করিয়া স্বাভিলষিত প্রদেশে প্রস্থান করিল।

হে কর্ণ। সেই উচ্ছিষ্টপুষ্ট বায়স এইরূপে হংস কর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বীয় বলবীর্য্য পরিহার পূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করিল। তুমিও সেই উচ্ছিষ্টভোজী কাকের ন্যায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের উচ্ছিষ্ট ভোজনে প্রতিপালিত হইয়া কি সদৃশ, কি শ্রেষ্ঠ সকলকেই অবজ্ঞা করিতেছ, সন্দেহ নাই। হে সূতপুত্র! বিরাটনগরে অর্জ্জুন যখন তোমাদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিল, তখন তুমি দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, ভীষ্ম ও অন্যান্য কৌরবগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়াও তাঁহারে বিনাশ করিতে সমর্থ হও নাই। তৎকালে সিংহ যেমন শৃগালগণকে অনায়াসে পরাজয় করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন তোমাদিগকে পরাজয় করিয়াছিল। তখন তোমার বীরত্ব কোথায় ছিল? সব্যসাচী তোমার ভ্রাতাকে নিহত করিলে, তুমিই প্রথমে সমুদায় কৌরবগণের প্রত্যক্ষে পলায়ন করিয়াছিলে। যখন দ্বৈতবনে গন্ধর্ব্বগণ কৌরবদিগকে আক্রমণ করে, তখন তুমিই সর্ব্বাগ্রে কৌরবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন কর। তৎকালে ধনঞ্জয় চিত্রসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় পূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া ভার্য্যা সমবেত দুর্য্যোধনকে মুক্ত করিয়াছিল। পরশুরাম রাজসভায় ধনঞ্জয় ও বাসুদেবের পূর্ব্ব প্রভাব কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভীষ্ম এবং দ্রোণ ও সর্ব্বদা মহীপালগণের সমক্ষে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে অবধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। হে কর্ণ! ব্রাহ্মণ যেমন সমুদায় প্রাণী অপেক্ষা প্রধান, তদ্রূপ অর্জ্জুন তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এক্ষণে তুমি অবিলম্বে সেই এক রথারূঢ় কুন্তীতনয় ধনঞ্জয় ও বসুদেবনন্দন কৃষ্ণকে দেখিতে পাইবে। অতএব কাক যেমন বুদ্ধি পূর্ব্বক হংসের আশ্রিত হইয়াছিল, তদ্রূপ তুমিও সেই বৃষ্ণিকুলচূড়ামণি কৃষ্ণ ও পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের আশ্রিত হইও। হে কর্ণ! তুমি যখন মহাবলশালী কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে এক রথে উপবিষ্ট দেখিবে, তখন আর এরূপ কথা কহিবে না। যখন অর্জ্জুন শত শর দ্বারা তোমার দর্প চূর্ণ করিবেন, তখন তুমি তাঁহার ও তোমার যে কি বৈলক্ষণ্য, তাহা দেখিতে পাইবে। তুমি মূর্খতা প্রযুক্ত দেবাসুর মনুষ্য মধ্যে সুবিখ্যাত নরোত্তম বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে অবজ্ঞা করিও না। হে মূঢ়! এক্ষণে তুমি আপনাকে খদ্যোততুল্য এবং ধনঞ্জয় ও বাসুদেবকে চন্দ্র ও সূর্য্য সদৃশ বিবেচনা কর। তুমি ঐ মহানুভাব নরসিংহদ্বয়কে আর অশ্রদ্ধা করিও না। আত্মশ্লাঘা বিষয়ে মৌনাবলম্বন কর।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৩।

হে রাজন্! মহাত্মা অধিরথতনয় কর্ণ মদ্রাধিপের সেই অপ্রিয়বাক্য শ্রবণ করত ক্রোধভরে তাঁহাকে কহিলেন, হে শল্য! আমি অর্জ্জুন ও বাসুদেবের বল সম্যক্ বিদিত আছি, আমি কৃষ্ণের রথসঞ্চালন ও ধনঞ্জয়ের অস্ত্র বল যেরূপ জ্ঞাত আছি, তুমি তদ্রূপ অবগত নহ। অতএব আমি নির্ভয়ে সেই অস্ত্রবিদ্ শ্রেষ্ঠ মহাবীরদ্বয়ের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, কিন্তু দ্বিজবর পরশুরামের শাপের নিমিত্ত আমার সাতিশয় সন্তাপ হইতেছে। পূর্ব্বে আমি দিব্যাস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ বেশে পরশুরামের নিকট অবস্থান করিয়াছিলাম। কোন সময়ে গুরু আমার ঊরু দেশে মস্তক অর্পণ করিয়া নিদ্রিত হইলে দেবরাজ অর্জ্জুনের হিতাভিলাষে আমার বিঘ্ন বিধানার্থ কীটরূপ ধারণ করিয়া আমার ঊরুদেশ বিদীর্ণ করিল, তাহা হইতে অতিমাত্র শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। তথাপি আমি গুরুর নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে স্থির হইয়া রহিলাম। ক্ষণকাল পরে মহাত্মা জামদগ্ন্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তিনি সেই শোণিত দর্শনে আমার দৃঢ়তর ধৈর্য্যগুণ পর্য্যালোচনা করত কহিলেন, হে বৎস! তুমি ব্রাহ্মণ নহ; অতএব তুমি যথার্থ রূপে তোমার আত্মপরিচয় প্রদান কর। তখন আমি সূতপুত্র বলিয়া তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিলাম। মহা-

তপা ভৃগুনন্দন আমার বাক্য শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া আমারে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, হে দুরাত্মন্! তুমি শঠতাচরণ পূর্ব্বক আমার নিকট যে ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছ। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে তাহা আর তোমার স্মৃতিপথে উদিত হইবে না। রে মূঢ়! অব্রাহ্মণ কি কখন ব্রাহ্মণ হইতে পারে? হে শল্য! অদ্য সেই ভীষণ তুমুল সংগ্রামে আমি সেই অস্ত্র বিস্মৃত হইলে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ ভীমপরাক্রম ধনঞ্জয় নিখিল ক্ষত্রিয়গণকে সন্তাপিত করিবে। আমি এই জন্যই সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। যাহা হউক, আমার যে সর্পময় শর আছে, তদ্দারা আমি শত্রুগণকে সংহার করিয়া অসহ্য পরাক্রম, সত্যপ্রতিজ্ঞ ক্রূরকর্ম্মা পরাক্রমশালী মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনকে সংহার করিব। মহা সমুদ্র অসংখ্য জনগণকে জলনিমগ্ন করিবার মানসে ভীষণ বেগে প্রবাহিত হইলে, যেমন বেলাভূমি তাহারে নিবারিত করে, তদ্রূপ মহাস্ত্রবলসম্পন্ন মহাবীর ধনঞ্জয় মর্ম্মভেদী শত্রুনিপাতন শরনিকরে ভূপালগণকে উন্মূলিত করিতে উদ্যত হইলে, আমি শরনিপাত দ্বারা তাহারে নিবারণ করিব। হে শল্য! যে মহাবীর অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর এবং যে সমরক্ষেত্রে সুরাসুরগণকেও পরাজিত করিতে সমর্থ, আজি সেই মহাবীরের সহিত আমার ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন করিবে। প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড সদৃশ মহাবীর অর্জ্জুন অলৌকিক মহাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে, আমি মেঘের ন্যায় তাহারে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া স্বীয় উত্তমাস্ত্র দ্বারা তাহার অস্ত্র সকল ছেদন পূর্ব্বক তাহারে ভূতলে নিপাতিত করিব। মেঘ যেরূপ সলিলরাশি বর্ষণ দ্বারা সর্ব্বলোকদহনোন্মুখ হুতাশনকে প্রশমিত করে, তদ্রূপ আমি শরসমূহ বর্ষণ পূর্ব্বক তাহারে প্রশমিত করিব। তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ভুজঙ্গ সদৃশ ক্রোধপ্রদীপ্ত কুন্তীতনয় আজি আমার নিশিত ভল্ল প্রহারে সমরে নিরস্ত হইবে। হিমালয় যেমন অনায়াসে প্রচণ্ড বায়ুবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ আমি রথমার্গবিশারদ সমরপারদর্শী অর্জ্জুনের পরাক্রম সহ্য করিব। যে মহাবীর স্বীয় বাহুবলে সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়াছিল, যাহার সদৃশ যোদ্ধা আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই, আজি আমি তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। যে বীর খাণ্ডবদহনকালে দেবগণের সহিত অসংখ্য জীবজন্তু পরাজিত করিয়াছে, আমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি জীবিতনিরপেক্ষ না হইয়া সেই অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে সমুদ্যত হইতে সমর্থ হয়? হে শল্য! অদ্য আমি শরনিকর দ্বারা নিশ্চয়ই সেই অভিমানী শিক্ষিতাস্ত্র দিব্যাস্ত্রবেত্তা লঘুহস্ত মহাবীর অর্জ্জুনের শিরশ্ছেদন করিব।

অন্য কোন ব্যক্তি সহায়বিহীন হইয়া যাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করে না, আমার মৃত্যুই হউক, বা জয় লাভই হউক, আজি আমি সেই অর্জ্জুনের সহিত সমরে সমুদ্যত হইব। হে মূঢ়! তুমি কি নিমিত্ত ধনঞ্জয়ের পুরুষকার বর্ণন করিতেছ? আমি স্বয়ংই হৃষ্টচিত্তে নরপতিগণের সাক্ষাতে তাহার পৌরুষ ব্যক্ত করিব। তুমি নিতান্ত অহিতকারী, নিষ্ঠুর, ক্ষুদ্রাশয়, ও অসহিষ্ণু; আমি তোমার তুল্য শত ব্যক্তিকে সংহার করিতে পারি। কিন্তু এক্ষণে অসময় বলিয়া ক্ষমা প্রদর্শন করিলাম। তুমি নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় আমারে অবমানিত করিয়া, অর্জ্জুনের প্রতি প্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। দেখ, আমার প্রতি সরল ব্যবহার করাই তোমার কর্ত্তব্য; কিন্তু তুমি তাহা না করিয়া আমার প্রতি কৌটিল্য প্রদর্শন করিলে; তুমি অতি মিত্রদ্রোহী; যে হেতু কোন ব্যক্তির সহিত একত্র সপ্তপদ ভূমি বিচরণ করিলেই তাহার সহিত মিত্রতা হইয়া থাকে। হে মূর্খ! এক্ষণে রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং যুদ্ধে আগমন করিয়াছেন; সুতরাং ইহা অতি ভয়ঙ্কর কাল। আমি রাজা দুর্য্যোধনের হিতসাধনার্থ যত্ন করিতেছি; কিন্তু তুমি যাহদিগের সহিত কিছুই মিত্রতা নাই, তাহাদিগের হিতানুষ্ঠানের বাসনা করিতেছ। হে শল্য! মিদ, নন্দ, প্রী, সংপূর্ব্বক ত্রৈ মি ও মুদ এই সকল ধাতুর অর্থই মিত্র শব্দের বাচ্য; অর্থাৎ স্নেহ, অভিনন্দন, প্রীতি, সম্যক্‌রূপে ত্রাণ, মান, ও হর্ষ এই সমুদয় মিত্রতার কার্য্য। আমি তোমারে সত্য বলিতেছি, আমার এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান আছে। তাহা রাজা দুর্য্যোধনেরও অবিদিত নাই। আর শদ, শাস, শো, শৃ, শ্বস, সীদ, ও বহুবিধ উপসর্গ পূর্ব্বক সূদ এই সমস্ত ধাতুর অর্থই শত্রু শব্দের বাচ্য; অর্থাৎ নিপাতন, শাসন, অল্পতাপাদন, বিষাদ, ও বহু প্রকারে হিংসা এই সমুদয় শত্রুতার কার্য্য, সেই সমস্ত দোষই প্রায় তোমাতে বিদ্যমান আছে; এবং তুমি তৎসমুদায় আমার প্রতি প্রদর্শন করিতেছ। যাহা হউক, হে শল্য! অদ্য আমি দুর্য্যোধনের শুভানুষ্ঠান, তোমার সন্তোষ সাধন এবং আপনার জয়লাভ, যশোলাভ ও ধর্ম্মলাভের নিমিত্ত পরম যত্নবান্ হইয়া ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণের সহিত সমরে সমুদ্যত হইব। এক্ষণে তুমি আমার অদ্ভুত কার্য্য, ব্রাহ্ম অস্ত্র, ঐন্দ্র, বারুণ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্র সমুদায় অবলোকন কর। অদ্য যুদ্ধকালে আমার রথচক্র যদি বিষম স্থলে নিপতিত না হয়, তাহা হইলে আমি মত্ত হস্তী যেমন মত্ত হস্তীর সহিত যুদ্ধ করে, তদ্রূপ মহাবলশালী অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করত জয়লাভার্থী হইয়া তাহার প্রতি দুর্নিবার ব্রাহ্ম

অস্ত্র নিক্ষেপ করিব। ঐ অস্ত্রে কাহারও নিস্তার নাই। হে শল্য! তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, আমি দণ্ডধারী কৃতান্ত, পাশপাণি বরুণ, গদাধারী কুবের ও বজ্রহস্ত বাসব প্রভৃতি কোন আততায়ী শত্রু হইতেই ভীত হই না, অতএব ধনঞ্জয় ও জনার্দ্দন হইতে আমার কিছুমাত্র ভয় উপস্থিত হইতেছে না। এই নিমিত্ত আজি আমি নিশ্চয়ই সমরে সমুদ্যত হইব।

হে মদ্রাধিপতে! একদা আমি অস্ত্রাভ্যাসের নিমিত্ত প্রমত্তের ন্যায় শরনিকর বর্ষণপূর্ব্বক অজ্ঞানতা বশতঃ কোন এক ব্রাহ্মণের হোমধেনুসম্ভূত বৎসকে সংহার করিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে আমাকে কহিলেন, তুমি প্রমত্ত হইয়া আমার এই হোমধেনুর বৎসটীকে বিনষ্ট করিয়াছ। এই নিমিত্ত তুমি যুদ্ধ করিতে করিতে যখন একান্ত ভীত হইবে, তখন তোমার রথচক্র নিশ্চয়ই বিলমধ্যে নিপতিত হইবে। হে শল্য! সেই ব্রাহ্মণের অভিশাপে কেবল আমার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে। তিনি এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিলে, এই সমস্ত সুখ দুঃখের ঈশ্বর সোমবংশসম্ভূত মহীপালগণ তাঁহাকে সহস্র ধেনু ও ছয় শত বলীবর্দ্দ প্রদান করিলেন; কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণ কোন রূপেই প্রসন্ন হইলেন না। তৎপরে আমিও শত শত দীর্ঘদন্ত মাতঙ্গ ও অসংখ্য দাস দাসী প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারিলাম না। পরে আমি তাঁহাকে শ্বেতবর্ণ বৎসসম্পন্ন কৃষ্ণকায় চতুর্দ্দশ সহস্র ধেনু প্রদান করিলাম; ব্রাহ্মণ তথাপি প্রসন্ন হইলেন না। তদনন্তর আমি তাঁহাকে সৎকার করিয়া সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন গৃহ ও সমস্ত ধন প্রদান করিলাম। কিন্তু তিনি তাহাও প্রতিগ্রহ করিলেন না। তৎপরে তিনি আমারে যত্ন পূর্ব্বক অপরাধ মার্জ্জনা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে সূত! আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কখন মিথ্যা হইবে না। অনৃতবাক্য কথিত হইলে, প্রজা বিনষ্ট এবং তদ্দারা আমাকেও পাপগ্রস্ত হইতে হইবে; অতএব আমি ধর্ম্মরক্ষার্থ কখনই অনৃত বাক্য প্রয়োগ করিতে পারিব না। হে সূত! তুমি আমার সত্যের প্রতি হিংসা করিও না। মৎপ্রদত্ত শাপ তোমার গোবধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ হইবে। কেহই আমার বাক্য অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি আমার প্রদত্ত অভিশাপের ফলভোগ কর। হে মদ্ররাজ! আমি তোমাকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও বন্ধুতা নিবন্ধন তোমাকে এই কথা কহিলাম। এক্ষণে আরও যাহা কহিতেছি, তাহা তুমি তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

---*---

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৪।

হে রাজন্! শত্রুনিপাতন কর্ণ মদ্ররাজকে এইরূপে নিবারণ করত পুনরায় কহিলেন, হে শল্য! তুমি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ আমার নিকট যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলে, তাহাতে আমি কদাচ সংগ্রামে ভীত হইব না। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের কথা কি বলিব, দেবগণসমবেত দেবরাজও আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, আমার মনে ভয় সঞ্চারিত হয় না। তুমি বাক্য দ্বারা আমাকে কদাচ শঙ্কিত করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি আমার প্রতি পুনঃ পুনঃ কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছ; কিন্তু নীচ ব্যক্তিরাই পরুষ বাক্য প্রয়োগ দ্বারা বল প্রকাশ করিয়া থাকে। হে দুর্বুদ্ধে! তুমি আমার গুণ কীর্ত্তনে অসমর্থ হইয়াই বিবিধ কুবাক্য প্রয়োগ করিতেছ; কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, কর্ণ ভীত হইবার নিমিত্ত এই সংসারে জন্মগ্রহণ করেন নাই। কর্ণ স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ ও যশোলাভের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন! এক্ষণে তুমি কেবল আমার সহিষ্ণুতা, সৌহার্দ্দ ও মিত্রের অভীষ্ট সাধন এই তিন কারণেই জীবিত রহিয়াছ। রাজা দুর্য্যোধনের গুরুতর কার্য্য সমুপস্থিত হইয়াছে, এবং তিনি সেই কার্য্যভার আমার প্রতি ন্যস্ত করিয়াছেন। আর আমিও পূর্ব্বে তোমার কটূক্তি ক্ষমা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, বিশেষতঃ মিত্রদ্রোহ নিতান্ত পাপজনক; এই সমস্ত কারণেই তুমি এতাবৎকাল জীবিত রহিয়াছ। হে মদ্ররাজ! আমি সহস্র শল্য সদৃশ; অতএব আমার সহায় না থাকিলেও আমি অনায়াসে শত্রুগণকে জয় করিতে পারি।

—*—

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৫।

শল্য কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি বিপক্ষোদ্দেশে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিলে, তৎসমুদায় কেবল প্রলাপমাত্র। তোমার ন্যায় সহস্র কর্ণও তাঁহাদিগকে পরাভব করিতে পারে না।

মদ্ররাজ শল্য সূতপুত্রকে এইরূপ কঠোর বাক্য কহিলে, কর্ণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি দ্বিগুণতর পরুষবাক্য প্রয়োগ করত কহিলেন, হে শল্য! আমি ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে ব্রাহ্মণ মুখে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণেরা ধৃতরাষ্ট্রভবনে বিবিধ

বিচিত্র দেশ ও পূর্ব্বতন নরপতিগণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেন। তথায় একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাহীক ও মদ্র দেশনিবাসী ব্যক্তিগণকে নিন্দা করত কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! যাহারা হিমালয়, গঙ্গা, সরস্বতী, যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের বহির্ভাগে এবং যাহারা সিন্ধুনদী ও তাহার পাঁচ শাখা হইতে দূর প্রদেশে অবস্থিত, সেই সমুদায় অধার্ম্মিক অশুচি বাহীকগণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গোবর্দ্ধন, বট ও সুভদ্রনামে চত্বর বাল্যাবধি স্মৃতিপথে জাগরূক রহিয়াছে। আমি নিতান্ত নিগূঢ় কার্য্যানুরোধ বশতঃ বাহীকগণের সহিত বাস করিয়াছিলাম, সেই নিমিত্ত তাহাদের ব্যবহার আমার বিদিত আছে। শাকল নামে নগর, আপগা নামে নদী ও জর্ত্তিকাভিধেয় বাহীকগণের ব্যবহার অত্যন্ত নিন্দনীয়। তথায় আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিরা গৌড়ীসুরা পান এবং লসুনের সহিত ভ্রষ্টযব, অপূপ ও গোমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। কামিনীগণ মত্ত, বিবস্ত্র ও মাল্যচন্দন বিহীন হইয়া নগরের গৃহপ্রাচীর সমীপে নৃত্য এবং গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের ন্যায় চীৎকার করত অশ্লীল সঙ্গীত করিয়া থাকে। তাহারা স্বপুরুষবিবেকবিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে বিহার করত উচ্চৈঃস্বরে পুরুষগণের প্রতি আনন্দজনক বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। কোন সময়ে এক জন বাহীক কুরুজাঙ্গলে অবস্থান করত অপ্রফুল্ল চিত্তে কহিলেন, আহা! সেই স্থূলকম্বলবাসিনী গৌরী আমারে স্মরণ করিয়া শয়ন করিতেছে। হায়! আমি কত দিনে রমণীয়া শতদ্রু ও কম্বলাজিনধারিণী ও স্থূলললাটাস্থিসম্পন্না গৌরীগণের মনঃশিলার ন্যায় সমুজ্জল অপাঙ্গদেশ, ললাট, কপোল ও চিকুরে অঞ্জনচিহ্ন এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বতরের শব্দতুল্য মৃদঙ্গ, আনক, শঙ্খ ও মর্দ্দলের নিস্বন সহকারে কেলিপ্রসঙ্গ অবলোকন করিব। হায়! কত দিনে শমী, পীলু ও করীরের অরণ্যে সচক্র অপূপ ও শক্তুপিণ্ড ভক্ষণ করত সুখী হইব, এবং মহাবেগে গমন পূর্ব্বক পথিমধ্যে পথিকগণের বস্ত্রাপহরণ করিয়া বারম্বার তাহাদিগকে তাড়ন করিব। হে মহারাজ! দুরাত্মা বাহীকদিগের এইরূপ দুশ্চরিত্র। তাহাদের দেশে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি অবস্থান করিতে পারে?

হে মদ্ররাজ! তুমি যে বাহীকগণের পুণ্য পাপের ষষ্ঠাংশ ভোগ করিয়া থাক, সেই ব্রাহ্মণ তাহাদিগের এইরূপ ব্যবহার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ পুনরায় যাহা কহিলেন, তাহা শ্রবণ কর। বাহীকদেশে শাকল নামে একটি নগর আছে; তথায় এক রাক্ষসী প্রতি কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রজনীতে দুন্দুভিধ্বনি করত এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে যে, আহা! আমি

কত দিনে পুনরায় এই শাকল নগরে সুসজ্জিত হইয়া গৌরীগণের সহিত গৌড়ী সুরাপান এবং গোমাংস ও পলাণ্ডুযুক্ত মেষমাংস ভোজন করিয়া বাহেয়িক সঙ্গীত করিব, যাহারা বরাহ, কুক্কুর, গো, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও মেষের মাংস ভোজন না করে, তাহাদের জন্ম বৃথা। হে শল্য! শাকল দেশে আবালবৃদ্ধ সকলেই সুরাপানে মত্ত হইয়া এইরূপ সঙ্গীত করিয়া থাকে, অতএব তাহাদিগের ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভবপর হয়?

হে শল্য! আর এক ব্রাহ্মণ কুরুসভায় যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাও শ্রবণ কর। হিমালয়ের বহির্ভাগে, যে স্থলে পীলুবন বিদ্যমান আছে এবং সিন্ধু ও তাহার শাখা বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদী প্রবাহিত হইতেছে। সেই আরট্ট দেশ নিতান্ত ধর্ম্মবিবর্জ্জিত; তথায় গমন করা বিধেয় নহে। ব্রাহ্মণ, দেবতা ও পিতৃলোক ধর্ম্মচ্যুত সংস্কার-বিহীন আরট্টদেশীয় বাহীকগণের পূজা গ্রহণ করেন না। সেই ঘৃণাশূন্য মূঢ়েরা শক্তু ও মদ্যবিলিপ্ত কুক্কুরাবলীঢ় কাষ্ঠময় ও মৃণ্ময় পাত্রে উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও মেষের দুগ্ধ ও তজ্জাত দধি প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া থাকে। সেই দুরাচারগণ কোন প্রকার অন্ন ভক্ষণে বা ক্ষীর পানে পরাঙ্মুখ নহে। তাহাদের কাহারই পিতার নির্ণয় নাই। পণ্ডিতগণ কদাচ তাহাদের সংসর্গ করেন না।

হে শল্য! কুরুসভায় ঐ ব্রাহ্মণ আরও যাহা কহিয়াছিলেন আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ত্তন করিতেছি যে ব্যক্তি যুগন্ধরে উষ্ট্রাদির দুগ্ধ পান, অচ্যুত স্থলে বাস ও ভূতিলয়ে স্নান করে, তাহার কিরূপে স্বর্গলাভ হইবে, পঞ্চনদী পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া যে স্থলে প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানের নাম আরট্ট। সাধুলোক কদাচ তথায় দুই দিন অবস্থান করিবেন না। বিপাশা নদীতে বাহ ও বহীক নামে দুইটি পিশাচ আছে। বাহীকেরা তাহাদেরই অপত্য। উহারা প্রজাপতির সৃষ্ট নহে; সুতরাং হীনযোনি হইয়া কি রূপে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইবে। ধর্ম্মবিবর্জ্জিত কারস্কর, মাহিষক, কালিঙ্গ, কেরল, কর্কোটক ও বীরক-গণকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। হে শল্য! সেই ব্রাহ্মণ তীর্থগমনপ্রসঙ্গে সেই আরট্টদেশে একরাত্রি অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ রজনীতে এক উলূখলমেখলা রাক্ষসী তাঁহারে ঐ সকল বৃত্তান্ত কহিয়াছিল। সেই আরট্টদেশ বাহীকগণের বাসস্থান। তথায় যে সমস্ত হতভাগ্য ব্রাহ্মণ বাস করে, তাহাদিগের বেদাধ্যয়ন বা যজ্ঞানুষ্ঠান কিছুই নাই। দেবগণ সেই ব্রতবিহীন দুরাচারদিগের অন্ন ভক্ষণ করেন না। আরট্টদেশের ন্যায় প্রস্থল,

মদ্র, গান্ধার, খস, বসাতি, সিন্ধু ও সৌবীর দেশে এইরূপ অসদ্ব্যবহার প্রচলিত আছে।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৬।

হে মদ্ররাজ! আমি পুনরায় তোমার নিকট এক উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত চিত্তে বিশেষ রূপে তাহা শ্রবণ কর। কিয়দ্দিন অতীত হইল, এক ব্রাহ্মণ আমাদের গৃহে অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি তথায় সদাচার দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি বহুকাল হিমালয়শৃঙ্গে বাস ও বিবিধ ধর্ম্মসঙ্কুল বহুতর দেশ দর্শন করিয়াছি। কিন্তু কোন স্থানে সমুদয় প্রজাগণেকে ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখি নাই। সকল ব্যক্তিই বেদোক্ত ধর্ম্মকে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। পরিশেষে আমি বহুজনপদ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বাহীক দেশে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, তত্রত্য লোক সকল অগ্রে ব্রাহ্মণ হইয়া পরে ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র, বাহীক ও নাপিত হয়; অনন্তর পুনরায় ব্রাহ্মণ হইয়া তৎপরে দাস হয়। গন্ধার, মদ্রক ও বাহীকগণ কামচারী, লঘুচেতা ও সঙ্কীর্ণ। আমি সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক বাহীকদেশে এইরূপ ধর্ম্ম-সঙ্কর কারক আচারবিপর্য্যয় দর্শন করিলাম।

হে মদ্ররাজ! আমি আর এক জনের নিকট বাহীকদিগের যে কুৎসিত কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে আরট্টদেশীয় দস্যুরা এক পতিপরায়ণা রমণীরে অপহরণ পূর্ব্বক তাঁহার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে, তিনি এই শাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, হে নরাধমগণ! তোমরা অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক আমার সতীত্ব ভঙ্গ করিলে; অতএব তোমাদিগের কুলকামিনীগণ সকলেই ব্যভিচারিণী হইবে। তোমরা কখনই এই ঘোরতর পাপ হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে না। হে মদ্ররাজ! এই জন্যই আরট্টদিগের পুত্রেরা ধনাধিকারী হয় না, ভাগিনেয়-গণই ধনাধিকারী হইয়া থাকে। কুরু, পাঞ্চাল, শাল্য, মৎস্য, নৈমিষ, কোশল, কাশপৌণ্ড, কলিঙ্গ, মগধ এবং চেদিদেশীয় মহাত্মারা সকলেই পুরাতন শাশ্বত ধর্ম্ম অবিশেষ অবগত আছেন এবং তদনুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন। হে শল্য! অধিক আর কিবলিব, বাহীক, মদ্রক ও কুটিলহৃদয় পাঞ্চনদ ভিন্ন অন্যান্য দেশের অসাধু ব্যক্তিরাও ধর্ম্মবিষয় অবগত আছেন।

হে মদ্ররাজ! তুমি এই সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর। তুমি সেই সমস্ত লোকের রক্ষাকর্ত্তা এবং তাহাদিগের পুণ্যপাপের ষড়্ভাগ গ্রহীতা; অথবা রাজা প্রজা রক্ষা করিলেই তাহাদিগের পুণ্য ভাগী হন; তোমার ত তাহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিছু মাত্র যত্ন নাই, অতএব তুমি তাহাদিগের পুণ্যভাগী নহ। কেবল তাহাদিগের দুষ্কৃতেরই অংশভাগী। পূর্ব্বে সত্যযুগে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা অন্যান্য সমুদয় দেশে সনাতন ধর্ম্ম পূজিত ও সকল বর্ণকে স্ব স্ব ধর্ম্মে অবস্থিত অবলোকন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়াছেন; কিন্তু পঞ্চনদ দেশের ধর্ম্ম সাতিশয় কুৎসিত দেখিয়া ধিক্কার প্রদান করেন। ব্রহ্মা যখন বাহীক-গণকে সত্যযুগেও কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাহাদের ধর্ম্মকে নিন্দা করিয়া-ছেন, তখন তোমার জনসমাজে বাক্য ব্যয় করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

হে শল্য! আমি পুনরায় তোমাকে কহিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বে কল্মাষপাদ নিশাচর "ক্ষত্রিয়গণের ভিক্ষাবৃত্তি এবং ব্রাহ্মণদিগের অব্রত মলস্বরূপ, বাহীকগণ পৃথিবীর মলস্বরূপ ও মদ্রদেশীয় কামিনীগণ অন্যান্য স্ত্রীগণের মলস্বরূপ" এই কথা বলিতে বলিতে সরো-বরে নিমগ্ন হইতেছিল; এমন সময় এক ভূপতি তাহাকে সেই সরোবর হইতে উদ্ধার করিয়া রাক্ষসবিদ্রাবক মন্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই রাক্ষস তাঁহাকে কহিল, হে রাজন্! কোন ব্যক্তি রাক্ষস কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইলে, এই মন্ত্র দ্বারা তাহার চিকিৎসা করিবেক যে, "ম্লেচ্ছগণ মনুষ্যদিগের, তৈলিকগণ ম্লেচ্ছদিগের, ষণ্ডগণ তৈলিকদিগের ও ঋত্বিক্ ভূপতিগণ ষণ্ডদিগের মলস্বরূপ। এক্ষণে তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে ঋত্বিক্ ভূপতি ও মদ্রকদিগের ন্যায় পাপভাজন হইবে। পাঞ্চালগণ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, কৌরবগণ সত্যধর্ম্ম এবং মৎস্য ও শূর-সেনদেশবাসিগণ যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বদেশীয়গণ শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী; দাক্ষিণাত্য ধর্ম্মদ্রোহী; বাহীকগণ তস্কর এবং সৌরাষ্ট্রয়-গণ সঙ্কর। কৃতঘ্নতা, পরধনাপহরণ, সুরাপান, গুরুপত্নীগমন, বাক্-পারুষ্য, গোবধ, পারদারিকতা ও পরবস্তু উপভোগ যাহাদিগের ধর্ম্ম, সেই আরট্টদিগের আর কি অধর্ম্ম হইতে পারে? অতএব পঞ্চনদদেশকে ধিক্! হে শল্য! পাঞ্চাল, কুরু, নৈমিষ ও মৎস্য দেশীয়েরা ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত আছেন। আর উত্তর দিক্স্থিত অঙ্গ ও মগধদেশীয় বৃদ্ধগণ ধর্ম্মের স্বরূপ অবগত না হইয়াও শিষ্টাচারের অনুসারী হইয়া থাকেন।

হে শল্য! অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ পূর্ব্বদিক এবং পিতৃগণ পুণ্যকর্ম্মা

প্রেতপতির পালিত দক্ষিণদিক্ আশ্রয় করিয়াছেন। বলবান বরুণদেব দেবগণকে প্রতিপালন করত পশ্চিম দিক্ রক্ষা করিয়া থাকেন। ভগবান সোম ব্রাহ্মণগণের সহিত উত্তর দিক পালন করেন। হে রাজন! পিশাচ ও নিশাচরগণ গিরিবর হিমালয়কে, গুহ্যকগণ গন্ধমাদন পর্ব্বতকে রক্ষা করিতেছেন এবং সনাতন ভগবান বিষ্ণু সমুদায় প্রাণিগণকে রক্ষা করিতেছেন। মাগধগণ ইঙ্গিত দ্বারা কোশলদেশবাসিগণ দর্শন দ্বারা, কৌরব ও পাঞ্চালগণ অর্দ্ধোক্তি দ্বারা সকলই জানিতে পারে। পার্ব্বতীয়গণ শিবিদিগের ন্যায় নিতান্ত নির্ব্বোধ। যবনগণ সর্ব্বজ্ঞ, বিশেষতঃ শূর; ম্লেচ্ছগণ স্বীয় সঙ্কেত পরতন্ত্র, ইতর লোকেরা প্রবোধিত না হইলে অর্থ বোধ করিতে পারে না। বাহীকগণ তাড়নাদি দ্বারা বুঝিতে পারে। কিন্তু মদ্রদেশীয়গণ কিছুতেই বুঝিতে পারে না। হে শল্য! তুমি সেই মদ্রদেশীয়; অতএব আমার কথায় আর প্রত্যুত্তর করিও না। মদ্রদেশ পৃথিবীস্থ সর্ব্ব দেশের মল স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। দেখ, সুরাপান, গুরুদারাভিমর্ষণ, ভ্রূণহত্যা ও পরধনাপহরণ যাহাদিগের ধর্ম্ম তাহাদের পক্ষে কিছুই অধর্ম্ম নাই; অতএব আরট্ট ও পাঞ্চনদদিগকে ধিক্! হে শল্য! আমি যাহা কহিলাম, তাহা অবগত হইয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন কর; আর আমার প্রতিকুলাচরণ করিও না। নচেৎ আমি অগ্রে তোমারে সংহার করিয়া অবশেষে কেশব ও ধনঞ্জয়কে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

অনন্তর মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি যাহাদিগের অধিপতি, সেই অঙ্গ দেশীয়দিগের মধ্যে আতুর ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও পুত্র কলত্র দিগকে বিক্রয় করা প্রচলিত আছে। মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম রথাথিরথ সংখ্যা সময়ে তোমার, যে সকল দোষ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমি তৎসমুদায় অবগত হইয়া ক্রোধ সম্বরণ কর। হে কর্ণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং সুব্রতপরায়ণা সাধ্বী অঙ্গনাগণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। সর্ব্ব স্থলেই পুরুষগণ পরস্পর পরস্পরকে উপহাস করিয়া থাকে। এবং সুরতাসক্ত পুরুষেরাও সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। হে কর্ণ! সকলেই পরদোষ কীর্ত্তনে নিপুণ; কিন্তু কেহই আত্মদোষে ভ্রূক্ষেপও করে না। লোকে আপনার দোষ অবগত হইয়াও বিস্মৃত হয়, স্বধর্ম্মনিরত নরপতিগণ, সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া দুষ্টদল দমন করিতেছেন; ধার্ম্মিক পুরুষেরাও সর্ব্ব স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এক দেশের সকল ব্যক্তিই যে অধর্ম্মা-

চরণ করে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। অনেক স্থানে অনেকে স্ব স্ব চরিত্র দ্বারা দেবগণকেও অতিক্রম করিয়াছে।

হে রাজন্। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন মদ্ররাজ ও সূতপুত্রকে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়া মিত্রভাবে কর্ণকে ও কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক শল্যকে নিবারণ করিলেন। তখন কর্ণ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না এবং শল্যও শত্রুসংহারে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ হাস্য করিয়া পুনরায় শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! এক্ষণে তুমি রথ সঞ্চালন কর।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৭।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর সমরবিশারদ অরিনিসূদন মহাতেজা কর্ণ পাণ্ডবগণের ধৃষ্টদ্যুম্নপরিরক্ষিত পরপরাক্রমসহিষ্ণু অপ্রতিম ব্যূহ দর্শন পূর্ব্বক রোষপরবশ হইয়া স্বীয় সৈন্যগণকে যথাবিধি ব্যূহিত করত রথ নির্ঘোষ, সিংহনাদ ও বাদিত্র নিস্বনে মেদিনী কম্পিত করিয়া শত্রুগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং দেবরাজ যেরূপ অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই রূপ পাণ্ডব সৈন্যগণকে সংহার করত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার বাম ভাগে গমন করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর কর্ণ কিরূপে সেই ভীমসেন পরিরক্ষিত দেবগণেরও অজেয় ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণের বিপক্ষে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিল? কোন্ কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের ব্যূহের পক্ষ ও কোন্ কোন্ ব্যক্তি প্রপক্ষ হইয়াছিল? বীরগণ কিরূপে ন্যায়ানুসারে বিভাগ করত অবস্থিতি করিতে লাগিল? পাণ্ডতনয়গণ কিরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিল? আর কিরূপে সেই ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল? যখন সূতপুত্র যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করে, তখন অর্জ্জুন কোথায় অবস্থিতি করিতেছিল? মহাবীর অর্জ্জুনের সমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করা কাহারও সাধ্য নহে। যে অর্জ্জুন একাকী খাণ্ডবদাহে সকল প্রাণীকে পরাজয় করিয়াছিল, কর্ণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি জীবিতনিরপেক্ষ না হইয়া তাহার প্রতিদ্বন্দী হইতে সমর্থ হয়?

সঞ্জয় কহিলেন, রাজন্! যেরূপে ব্যূহ নির্ম্মিত হইল, মহাবলশালী ধনঞ্জয় তৎকালে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং যে যে বীর স্ব স্ব পক্ষীয় নরপতিকে পরিবেষ্টন করিয়া যেরূপ যুদ্ধ করিলেন, সেই সমস্ত

বিষয় শ্রবণ করুন। মহাবল কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মাগধগণ দক্ষিণ পক্ষ আশ্রয় করিলেন। মহারথ শকুনি ও উলুক বিমল পাশধারী সাদিগণ, শলভসমূহের ন্যায় ও বিকটমূর্ত্তি পিশাচগণের ন্যায় অসম্ভ্রান্ত গান্ধার সৈন্যগণ দুর্জ্জয় পার্ব্বতীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই বীরগণের প্রপক্ষে অবস্থান পূর্ব্বক কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধমদমত্ত সংসপ্তকগণও চতুর্ব্বিংশতি সহস্র রথ সমভিব্যাহারে কৃষ্ণার্জ্জুনের বধসাধনার্থ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত মিলিত হইয়া ঐ ব্যূহের বামপার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিল। শক, কাম্বোজ ও যবনগণ অসংখ্য রথ, অশ্ব ও পদাতিগণের সহিত কর্ণের আদেশক্রমে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত উহাদিগের প্রপক্ষে অবস্থান করিল। বিচিত্র কবচধারী অঙ্গদালঙ্কৃত সূতপুত্র ক্রোধাবিষ্ট স্বীয় পুত্রগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সেনামুখের মধ্য ভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সূর্য্যাগ্নিসন্নিভ, পিঙ্গললোচন প্রিয়দর্শন দুঃশাসন হস্ত্যারোহণ পূর্ব্বক সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া ব্যূহের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন দেবগণরক্ষিত দেবরাজের ন্যায় বিচিত্র অস্ত্র ও কবচধারী সহোদর এবং মহাবল মদ্রক, কেকয় ও দ্রোণপুত্র প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া দুঃশাসনের অনুগমন করিতে লাগিলেন। মহাবীর্য্যসম্পন্ন ম্লেচ্ছগণসমারূঢ় মত্ত মাতঙ্গ সকল জলধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় নিরন্তর মদধারা বর্ষণ করত রথিগণের অনুগামী হইল। উহারা ধ্বজ, পতাকা ও আয়ুধধারী মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক অধিরূঢ় হইয়া তরুগণবিরাজিত শৈলের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। সমরে অপরাঙ্মুখ অসংখ্য বীরগণ পট্টিশ ও অসিধারণ পূর্ব্বক ঐ সকল মাতঙ্গের পাদরক্ষক হইল। হে মহারাজ! এই রূপে সেই কর্ণের প্রযত্নে মহাব্যূহ অশ্বারোহী, হস্ত্যারোহী ও রথী সমূহে পরিপূর্ণ হইয়া দেবাসুর ব্যূহের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ পূর্ব্বক শত্রুগণের মনোমধ্যে ভয় সঞ্চার করতই যেন নৃত্য করিতে লাগিল। হস্তী, অশ্ব ও রথ সকল বর্ষাকালীন বলাহকের ন্যায় উহার পক্ষ ও প্রপক্ষ হইতে সমরবাসনায় বিনির্গত হইতে লাগিল।

মহারাজ! ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির কর্ণকে সেনামুখে সমবস্থিত অবলোকন করিয়া অমিত্রহন্তা, বীরপ্রবর ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ যুদ্ধার্থ পক্ষ প্রপক্ষযুক্ত মহাব্যূহ প্রস্তুত করিয়াছে। অতএব এক্ষণে অরাতিগণ যাহাতে আমাদিগকে পরাভূত করিতে না পারে, তুমি এইরূপ উপায় বিধান কর।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে এইরূপ আদেশ প্রদান করিলে, মহাবীর ধনঞ্জয় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার আদেশানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। তাহার কদাচ অন্যথা হইবে না। যাহাতে বিপক্ষগণ বিনষ্ট হয়, আমি তাহাই করিতেছি। উহা-দিগের মধ্যে যাহারা প্রধান, তাহাদিগকে সংহার করিলে, সকলের বিনাশ সাধন হইবে।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি কর্ণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও, এবং ভীমসেন দুর্য্যোধনের, নকুল বৃষসেনের, সহদেব শকুনির, শতানীক দুঃশাসনের, সাত্যকি কৃতবর্ম্মার, পাণ্ড্য অশ্বত্থামার ও দ্রৌপদেয়গণ শিখণ্ডি সমভিব্যাহারে অন্যান্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত সংগ্রাম করুন। আর আমি স্বয়ং কৃপাচার্য্যের সহিত সমরে সমুদ্যত হইতেছি।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ প্রদান করিয়া স্বয়ং চমূখে অবস্থান করত বিপক্ষের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! পূর্ব্বে ব্রহ্মার মুখসম্ভূত বিশ্বানরপ্রণেতা অনল যে রথের অশ্ব হইয়াছিলেন, প্রথমে অগ্নি হইতে যাহার উৎপত্তি হইয়াছিল, দেবগণ যাহাকে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় বলিয়া জানিতেন এবং পূর্ব্বে যাহা ব্রহ্মা, ঈশান, ইন্দ্র ও বরুণকে ক্রমে ক্রমে বহন করিয়াছিল, অদ্য বাসুদেব ও অর্জ্জুন সেই রথে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। মদ্ররাজ শল্য সেই অদ্ভুতদর্শন রথ অবলোকন করিয়া রণদুর্ম্মদ কর্ণকে পুনরায় কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি যাহার অন্বেষণ করিতেছিলে, ঐ সেই মহাবীর অর্জ্জুন শ্বেতাশ্বযুক্ত বাসুদেবপরিচালিত, নিতান্ত দুর্নিবার্য্য মহারথে আরোহণ পূর্ব্বক শত্রুসৈন্য নিপীড়িত করত আগমন করিতেছেন। হে রাধেয়! যখন মেঘ নিস্বনের ন্যায় ভীষণ শব্দ শ্রবণগোচর হইতেছে, তখন বাসুদেব ও ধনঞ্জয় আগমন করিতেছেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, ধূলিপটল সমুত্থিত হইয়া নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। ভূমণ্ডল চক্রনেমি দ্বারা আহত হইয়াই যেন বিকম্পিত হইতেছে। তোমার সৈন্যের দুই দিকে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইতেছে। ক্রব্যাদগণ ঘোরতর চীৎকার ও কুরঙ্গ-গণ ভীষণ রবে ক্রন্দন করিতেছে। ঐ দেখ, মেঘাকার ঘোরদর্শন কেতু-গ্রহ দিবাকরকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। চতুর্দ্দিকে বিবিধ মৃগযূথ ও বলিষ্ঠ শার্দ্দূলগণ সূর্য্যদেবকে অবলোকন করিতেছে। সহস্র সহস্র ভীষণ কঙ্ক ও গৃধ্র সকল একত্র সমবেত ও পরস্পর অভিমুখীন হইয়া সম্ভাষণ করিতেছে।

ছেন, এমন সময়ে উভয় পক্ষীয় সেনাগণ গঙ্গা ও যমুনার ন্যায় পরস্পর মিলিত হইল।

—০:০—

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৮।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ এইরূপে ব্যূহিত ও পরস্পর মিলিত হইলে, মহাবলশালী ধনঞ্জয় সংশপ্তকগণের এবং কর্ণ পাণ্ডবগণের প্রতি কিরূপে যুদ্ধার্থ গমন করিব? যুদ্ধবর্ণনে তোমার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে। অতএব এক্ষণে তুমি উহা সবিস্তর কীর্ত্তন কর। বীরগণের বিক্রম বিবরণ শ্রবণ করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না।

সঞ্জয় কহিলেন, রাজন্! মহাবীর ধনঞ্জয় ব্যূহিত বিপক্ষসেনার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া কৌরবগণের অনিষ্ঠসাধনোদ্দেশে স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যূহিত করিলেন। চন্দ্রার্ক সদৃশ দ্যুতিমান মহাধনুর্দ্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন পরাবতসবর্ণ অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সেই সাদি, মাতঙ্গ, পদাতি ও রথসমূহে সমাকীর্ণ মহাব্যূহের মুখে অবস্থান পূর্ব্বক মূর্ত্তিমান কৃতান্তের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তারাগণ যেমন নিশাকরকে রক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ শার্দ্দলসম পরাক্রম, বিচিত্র বর্ম্ম ও দ্রৌপদেয়গণ অনুচরগণ সমভিব্যাহারে ধৃষ্টদ্যুম্নকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! এই রূপে সৈন্য সকল ব্যূহিত হইলে, মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে যুদ্ধস্থলে অবলোকন করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে ধনুর্বিস্ফারণ করিতে করিতে তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। এদিকে হতাশ্ব রথভূমিষ্ঠ সংশপ্তকগণও জয়লাভে সমুৎসুক ও অর্জ্জুনবধে কৃতসঙ্কল্প হইয়া জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে গমন করত তাঁহাকে শরসমূহে নিপীড়িত করিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুনের সহিত নিবাতকবচগণের ন্যায় সেই সংশপ্তকগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় শত্রুপক্ষীয়ের রথ, অশ্ব, হস্তী, ধ্বজ, পদাতি, শর, শরাসন, খড়্গ, চক্র, পরশু এবং আয়ুধযুক্ত সমুদ্যত বাহু, বিবিধ অস্ত্র ও মস্তক সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। সংশপ্তকগণ সেই সৈন্যরূপ মহাবর্ত্ত মধ্যে অর্জ্জুনের রথ নিমগ্ন জ্ঞান করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় পশুসংহারে প্রবৃত্ত রুদ্রদেবের ন্যায় একান্ত রোষপরবশ

হইয়া সম্মুখবর্ত্তী বীরগণকে সংহার পূর্ব্বক উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চাৎভাগস্থিত শত্রুগণকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় পাঞ্চাল, চেদি ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরবগণের তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও শকুনি, ইহারা সমরে প্রমত্ত হইয়া কৌশল্য, কাশি, মৎস্য, কারূষ, কৈকয় ও শূরসেনদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! ঐ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-কুলসম্ভূত বীরগণের বিনাশকর, যশস্কর, পাপনাশক এবং স্বর্গ ও ধর্ম্ম-লাভের হেতুভূত।

ঐ সময় মহারাজ দুর্য্যোধন মদ্রক ও কৌরব বীরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিগণ এবং সাত্যকির সহিত সমরে প্রবৃত্ত মহারথ কর্ণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ নিশিত শরনিকরে পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্য বিনষ্ট ও মহারথগণকে বিমর্দ্দিত করত যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বহুসংখ্যক শত্রুগণের বস্ত্র ছেদন, রথ উন্মূলন ও জীবন সংহার পূর্ব্বক তাহাদিগকে যশস্বী স্বর্গ ভাজন করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের বিনাশকর দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

একোন পঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৪৯।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির সমীপে উপনীত হইয়া কিরূপে জনক্ষয় করিল? যুদ্ধস্থলে পাণ্ডবপক্ষীয় কোন্ কোন্ বীর অধিরথতনয় কর্ণকে নিবারিত করিল এবং সূতপুত্র কোন্ কোন্ বীরকে প্রমথিত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে প্রপীড়িত করিল? তুমি আমার নিকট সেই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বৈরিবিঘাতক কর্ণ ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণকে যুদ্ধার্থ ব্যবস্থিত দেখিয়া পাঞ্চালগণের প্রতি সত্বরে ধাবমান্ হইলেন। জয়শীল পাঞ্চালগণ কর্ণকে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া মহাসাগরাভিমুখে ধাবমান হংসগণের ন্যায়, তাঁহার অভিমুখে মহাবেগে গমন করিল। অনন্তর উভয় পক্ষে অসংখ্য শঙ্খধ্বনি ও ভীষণ ভেরীশব্দ প্রাদুর্ভূত হইল এবং অনবরত শরনিপাত শব্দ, মাতঙ্গবৃংহিত,

তুরঙ্গ হ্রেষিত, রথঘর্ঘর রব ও বীরবর্গের সুদারুণ সিংহনাদ শ্রুত হইতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে সমুদায় প্রাণিগণ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া এই রূপ বিবেচনা করিতে লাগিল যে, তরু, ভূধর ও সাগর সম্বলিত অখিল ভূমণ্ডল, বায়ুবারিদসমন্বিত গগনমণ্ডল এবং সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্রপরিব্যাপ্ত স্বর্গ বিঘূর্ণিত হইতেছে। তখন ক্ষুদ্র প্রাণিগণ প্রায় সকলেই দেহ পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্বরে শরসমূহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজ যেমন অসুরগণকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তিনি পাণ্ডব সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সপ্তসপ্ততি প্রভদ্রককে শরানলে দগ্ধ করিলেন এবং নিশিত পঞ্চবিংশতি শরে পঞ্চবিংশতি পাঞ্চালকে বিনাশ করিয়া শত্রুশরীরবিদারণ সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে সহস্র সহস্র চেদিদেশীয় বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণ সূতপুত্রকে সমরে অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া সত্বরে তাঁহারে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রও শীঘ্র শরাসনে পাঁচ শর সন্ধান করিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শূরসেনকে বিনাশ করিলেন। পাঞ্চালগণ তদ্দর্শনে হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল। তখন পাঞ্চালদেশীয় আর দশ জন মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলে, মহাবীর কর্ণ তাহাদিগকেও অবিলম্বে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহার পুত্র ও চক্ররক্ষক সুষেণ এবং সত্যসেন প্রাণপণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। আর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ও পৃষ্ঠরক্ষক বৃষসেন প্রযত্ন সহকারে তাঁহার পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, বৃকোদর, জনমেজয়, শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং প্রবীর, প্রভদ্রক, চেদি, কৈকেয়, পাঞ্চাল ও মৎস্যগণ কর্ণের সংহারার্থ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া বর্ষাকালীন মেঘমণ্ডল যেরূপ পর্ব্বতের উপর বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণের তনয়গণ ও তাঁহার পক্ষ অন্যান্য বীরগণ তাঁহাকে রক্ষা করিবার বাসনায় সেই পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর সুষেণ এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা ভীমসেনের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া সাত নারাচে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন রোষাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য এক সু-

কার্ম্মুক গ্রহণ ও তাহাতে জ্যা আরোপণ পূর্ব্বক সুষেণের শরাসন ছেদন করত দশ শর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং সুশাণিত ত্রিসপ্ততি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া দশ শরে তাঁহার পুত্র ভানুসেনকে বিদ্ধ করত সুহৃদ্গণের সাক্ষাতে ক্ষুর দ্বারা অশ্ব, সারথি আয়ুধ ও ধ্বজের সহিত তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। ভানুসেনের সেই চন্দ্রসদৃশ মনোরম মস্তক ভীমের ক্ষুরে ছিন্ন হইয়া মৃণালচ্যুত পদ্মের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন কৃপ ও কৃতবর্ম্মার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য বীরগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন এবং তিন শরে দুঃশাসনকে ও ছয় শরে শকুনিকে বিদ্ধ করিয়া উলুক ও তাঁহার ভ্রাতা পতত্রিকে বিরথ করিলেন; তৎপরে সুষেণকে লক্ষ্য করিয়া, হা সুষেণ! তুমি এইবারে নিহত হইলে! এই বলিয়া, এক শর গ্রহণ করিলে, মহাবীর কর্ণ সত্বরে উহা ছেদন পূর্ব্বক তিন শরে তাঁহারে তাড়িত করিলেন। তখন মহাবীর ভীম আর একটী সুতীক্ষ্ণ শর গ্রহণ করিয়া কর্ণপুত্র সুষেণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ তৎক্ষণাৎ উহাও ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি সুষেণকে রক্ষা ও ভীমকে নিহত করিবার অভিলাষে ত্রিসপ্ততি শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে মহাবীর সুষেণ ভারসহ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ শরে নকুলের বাহু ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন, মহাবীর মাদ্রীতনয় বিংশতি শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া কর্ণের মনে ভয়োৎপাদন করত সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ সুষেণ দশ শরে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। নকুল তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া সত্বরে অন্য এক শরাসন গ্রহণ গ্রহণ পূর্ব্বক নয় শরে সুষেণকে নিবারণ করিলেন এবং অসংখ্য শরে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া সুষেণের সারথিকে নিহত ও তিন শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিয়া তিন ভল্লে তাঁহার কার্ম্মুক তিনখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন সুষেণ ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নকুলকে ষষ্টি ও সহদেবকে সাতশরে বিদ্ধ করিলেন। এই প্রকারে তাঁহারা পরস্পর বধাভিলাষে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই সংগ্রাম দেবাসুর সংগ্রামের ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল।

তখন মহাবীর সাত্যকি তিন শরে বৃষসেনের সারথিকে বিনাশ, এক ভল্লে শরাসন ছেদন, সাত শরে অশ্ব সংহার ও এক সায়কে ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া শাণিত শরত্রয়ে তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন। বৃষসেন

সাত্যকির শরাঘাতে প্রথমতঃ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে পুনরায় উত্থিত হইলেন এবং সাত্যকিরে সংহার করিবার নিমিত্ত খড়্গাচর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি বৃষসেনকে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া অবিলম্বে দশ বরাহকর্ণ অস্ত্রদ্বারা তাঁহার খড়্গাচর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন দুঃশাসন বৃষসেনকে রথশূন্য ও অস্ত্রবিহীন অবলোকন করিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করতঃ সত্বরে অন্য এক খান রথ আনয়ন করাইলেন। মহাবীর বৃষসেন সেই রথে আরোহণ করিয়া দ্রৌপদেয়গণকে ত্রিসপ্ততি, সাত্যকিকে পাঁচ, ভীমসেনকে চতুঃষষ্টি, সহদেবকে পাঁচ, নকুলকে ত্রিংশৎ শতানীককে সাত, শিখণ্ডীকে দশ, যুধিষ্ঠিরকে এক শত ও অন্যান্য বীরগণকে অসংখ্য শরে নিপীড়িত করতঃ কর্ণের পৃষ্ঠ রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকী নয় শরে দুঃশাসনকে বিদ্ধ এবং তাঁহার রথ ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া তাঁহার ললাটদেশে তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর দুঃশাসন পুনরায় অন্য সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক কর্ণ সৈন্যগণকে আচ্ছাদিত করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দশ, দ্রৌপদেয়গণ ত্রিসপ্ততি, সাত্যকি সাত, ভীমসেন চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত, শিখণ্ডী দশ, যুধিষ্ঠির একশত এবং অন্যান্য বীরগণ অসংখ্য শরে কর্ণকে বিমর্দ্দিত করিলেন। মহাবলশালী কর্ণও ঐ সকল বীরের প্রত্যেককে দশ দশ শরে বিদ্ধ করতঃ যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সূতপুত্রের অস্ত্রবল ও পাণিলাঘব দর্শনে আমাদের সাতিশয় বিস্ময় জন্মিল। কর্ণ যে রোষাবিষ্ট চিত্তে কখন অস্ত্র গ্রহণ, কখন সন্ধান এবং কখনই বা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তাহা কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন সকলে কেবল তাঁহার শত্রুগণকে নিহত ও রণস্থলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিল। ঐ সময় সূতপুত্রের শর সমূহে দিঙ্মণ্ডল, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল এবং অম্বরতল রক্তবর্ণ অভ্রখণ্ডে সম্বৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বিপক্ষগণ যত শরে সূতপুত্রকে বিদ্ধ করিয়াছিল, কর্ণ তদপেক্ষা তিনগুণ শরে তাহাদিগের প্রত্যেককে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সহস্র সহস্র শরে নিপীড়িত করতঃ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ কর্ণের শরে অশ্ব ও রথের সহিত সমাচ্ছন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ অবকাশ প্রদান পূর্ব্বক অপসৃত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণের করিসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চেদি দেশীয় ত্রিংশৎ রথীকে সংহার পূর্ব্বক নিশিত শর সমূহে ধর্ম্মরাজকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণ এবং শিখণ্ডী ও সাত্যকি ধর্ম্মরাজের রক্ষার্থ তাঁহার চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবীর কৌরবগণও দুর্নিবার কর্ণকে পরম যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে লাগিলেন! ঐ সময় যুদ্ধক্ষেত্রে নানাবিধ বাদিত্র ধ্বনি ও বীরগণের সিংহনাদ প্রাদুর্ভূত হইল। তখন যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণ ও কর্ণ প্রভৃতি কৌরবগণ নির্ভয়চিত্তে পুনর্ব্বার ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫০।

হে রাজন্! অনন্তর মহাবীর রাধেয় সহস্র২ হস্তী, অশ্ব এবং পদাতিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডবসৈন্য ভেদ করত যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিলেন এবং শত্রুনিক্ষিপ্ত বহুবিধ শর সমূহ ছেদন পূর্ব্বক অনায়াসে তাহাদিগকে বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মস্তক, বাহু ও উরুদেশ ছেদন করিতে লাগিলেন। কর্ণের ভীষণ শরাঘাতে বিপক্ষপক্ষীয় অসংখ্য বীর নিহত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল এবং কতকগুলি বিকলাঙ্গ হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিল। তখন দ্রাবিড় ও নিষাদদেশীয় পদাতিগণ সাত্যকি কর্তৃক প্রেরিত হইয়া কর্ণের বিনাশ বাসনায় ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণও তাহাদিগকে ছিন্নবাহু, ছিন্নউষ্ণীষ ও বিগতাসু করিয়া ছিন্নমূল শালবনের ন্যায় যুগপৎ ভূতলে নিপতিত করিলেন। বীরগণ এইরূপে অকুতোভয়ে কর্ণের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করাতে তাহাদের যশোঘোষণায় দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইল।

অনন্তর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় কর্ণকে সমরক্ষেত্রে অবস্থান করিতে অবলোকন করিয়া মন্ত্র ও ঔষধ যেমন ব্যাধিকে অবরোধ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে অবরোধ করিলেন। মহাবীর কর্ণও মন্ত্রৌষধপ্রমাথী উল্বণ ব্যাধির ন্যায় তাঁহাদিগকে অবরোধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অনতিদূরে উপনীত হইলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের হিতাভিলাষী পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও কেকয়গণ কর্তৃক রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মবেত্তাও যেমন মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোষারুণ নেত্রে অদূরবর্ত্তী শত্রুনিপাতন

সূতপুত্রকে কহিলেন, হে কর্ণ! আমি যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। তুমি সতত বলবান্ অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক এবং দুর্য্যোধনের মতানুসারে নিয়ত আমাদিগকেও নিপীড়িত করিতেছ; এক্ষণে তোমার যত দূর বলবীর্য্য এবং আমাদিগের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধি থাকে, পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক তাহা প্রকাশ কর। আমি অদ্য তোমার সংগ্রামবাসনা নিঃশেষিত করিব।

হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সূতপুত্র কর্ণকে এই কথা বলিয়া সুবর্ণপুঙ্খ লৌহময় দশ শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর শত্রুতাপন কর্ণ হাস্য করতঃ দশ বৎসদন্ত শরে যুধিষ্ঠিরকে প্রতিবিদ্ধ করিলেন। ধর্ম্মরাজ কর্ণশরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক হুত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার কলেবর কল্পান্তকালীন বিশ্বদহনপ্রবৃত্ত জ্বালাসমাকীর্ণ সম্বর্ত্তহুতাশনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সেই প্রদীপ্ত আয়ুধধারী সৈন্যগণ মাল্যাম্বর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে ধাবমান হইল।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির সূতপুত্রের বিনাশ বাসনায় সত্বরে সুবর্ণভূষিত মহাকোদণ্ড বিস্ফারিত করিয়া তাহাতে পর্ব্বতবিদারণক্ষম সুশাণিত যমদণ্ডসদৃশ শর সংযোগ ও আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই বজ্রনিস্বন শর মহারথ কর্ণের বামপার্শ্বে প্রবিষ্ট হওয়াতে তিনি সাতিশয় কাতর ও বিকলাঙ্গ হইয়া রথোপরি শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর কর্ণকে তদবস্থ ও তাঁহার মুখ বিবর্ণ দর্শন করিয়া কৌরবসৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল। পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম দর্শন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও কিল কিলা শব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ভীমপরাক্রম কর্ণ সত্বরেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিধনার্থ কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং কনকময় শরাসন বিস্ফারিত করিয়া যুধিষ্ঠিরের উপর শাণিত শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরের চক্ররক্ষক পাঞ্চালবংশোদ্ভব চন্দ্রদেব ও দণ্ডধার নিশাকরপার্শ্ববর্ত্তী পুনর্ব্বসুর ন্যায় ধর্ম্মরাজের উভয় পার্শ্বে বিদ্যমান ছিলেন। মহাবীর কর্ণ দুই ক্ষুর দ্বারা তাহাদিগকে নিহত করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ সুশাণিত শরনিকর দ্বারা সূতপুত্রকে বিদ্ধ করত সুষেণের প্রতি তিন, সত্যসেনের প্রতি তিন, শল্যের প্রতি নবতি এবং রাধেয়ের প্রতি পুনর্ব্বার ত্রিসপ্ততি শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার রক্ষকগণকে তিন তিন কুটিল শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন সূত-

পুত্র হাস্যমুখে শরাসন বিধূনন পূর্ব্বক এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা যুধিষ্ঠিরের কলেবর বিদীর্ণ করতঃ তাঁহাকে ষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অমর্ষিতচিত্তে ধর্ম্মরাজের রক্ষার্থ কর্ণের উপর শর বর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, চেকিতান, যুযুৎসু, পাণ্ড্য, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদেয়গণ, প্রভদ্রকগণ, মাদ্রীতনয়দ্বয়, ভীমসেন, শিশুপালপুত্র এবং কেকয়, কারূষ, কাশি ও কোশল দেশোদ্ভব বীরগণ অচিরাৎ বসুষেণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পাঞ্চালদেশীয় জনমেজয় শরনিকর দ্বারা সূতপুত্রকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। আর অপরাপর পাণ্ডবপক্ষীয় বীর পুরুষগণ বহুসংখ্যক রথ, হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্য সমভিব্যাহারে বরাহকর্ণ নারাচ, নিশিত নালীক, বৎসদন্ত, বিপাঠ, ক্ষুরপ্র ও চটকামুখ প্রভৃতি বিবিধ শর নিক্ষেপ করতঃ কর্ণের নিধনবাসনায় চারি দিক্ হইতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল।

হে রাজন্! এইরূপে মহাতেজা সূতপুত্র পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করত শরবৃষ্টি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিলেন এবং শরানলে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যারণ্য দগ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে তিনি মহাস্ত্র সন্ধান পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করতঃ যুধিষ্ঠিরের কোদণ্ড দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং নিমেষমধ্যে নতপর্ব্ব নবতি শর সন্ধান পূর্ব্বক তাঁহার সুবর্ণমণ্ডিত কবচ ছেদন করিলেন। ধর্ম্মরাজের বিচিত্র কবচ কর্ণশরে ছিন্ন হইয়া সূর্য্যকিরণ সংশ্লিষ্ট বিদ্যুদ্বিলসিত বাতাহত মেঘের ন্যায় ও রাত্রিকালীন বিগতাভ্র নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। মহারাজ! এই রূপে রাজা যুধিষ্ঠির কবচবিহীন ও শোণিতাক্তকলেবর হইয়া রোষাবিষ্টচিত্তে কর্ণের প্রতি এক লৌহময়ী শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র সাতশর দ্বারা সেই প্রদীপ্ত শক্তি আকাশপথেই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ বলপূর্ব্বক কর্ণের বক্ষঃস্থলে চারি তোমর নিক্ষেপ করতঃ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণ সেই তোমরাঘাতে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া শোণিত ক্ষরণ ও ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে এক ভল্লে যুধিষ্ঠিরের ধ্বজ ছেদন ও তিন ভল্লে তাঁহার গাত্র বিদারণ পূর্ব্বক তাঁহার তূণীরদ্বয় ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির অসিতপুচ্ছ শ্বেতাশ্ব সংযোজিত অন্য এক রথে আরোহণ করিয়া সংগ্রাম

পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিতে লাগিলেন; কোনমতেই কর্ণের সমক্ষে অবস্থিতি করিতে পারিলেন না। তখন মহাবীর কর্ণ দ্রুতবেগে গমন পূর্ব্বক বজ্র, ছত্র, অঙ্কুশ, মৎস্য, ধ্বজ, কূর্ম্ম ও শঙ্খ প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত পাণ্ডুরবর্ণ হস্ত দ্বারা ধর্ম্মরাজের স্কন্ধদেশ স্পর্শ করতঃ স্বয়ং পবিত্র হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন। তখন কুন্তীর বাক্য তাঁহার স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইল।

হে মহারাজ! তখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণকে যুধিষ্ঠিরগ্রহণে সমুদ্যত দেখিয়া নিষেধ করতঃ কহিলেন, হে সূতপুত্র! তুমি এই শ্রেষ্ঠ নরপতিকে গ্রহণ করিও না; উহাঁরে গ্রহণ করিলেই উনি তোমাকে বিনাশ করিয়া আমাকে ভস্মসাৎ করিবেন। তখন সূতপুত্র হাস্যমুখে যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করতঃ কহিলেন, হে পাণ্ডুনন্দন! তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কিরূপে প্রাণভয়ে সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ; আমার বোধ হয়, তুমি ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিজ্ঞাত নহ। তুমি নিয়ত বেদপাঠ ও যজ্ঞ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাক; অতএব যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। যুদ্ধাভিলাষ পরিত্যাগ কর। আর বীরপুরুষদিগের নিকট গমন ও তাহাদিগের প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করিও না।

মহাবীর কর্ণ ধর্ম্মরাজকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বজ্রহস্ত দেবরাজের ন্যায় পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। নরপতি যুধিষ্ঠিরও লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। চেদি, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং মহারথ সাত্যকি, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীতনয়গণ যুধিষ্ঠিরকে অপসৃত দেখিয়া সকলেই তাহার অনুগামী হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে সংগ্রামে বিমুখ দর্শন করতঃ হৃষ্টচিত্তে কৌরবগণের সহিত তাঁহাদের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্য মধ্যে ভীষণ শরাসনধ্বনি, সিংহনাদ, এবং ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের নিস্বন সমুত্থিত হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির শ্রুতকীর্ত্তির রথে আরোহণ পূর্ব্বক কর্ণের পরাক্রম অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কৌরবগণ কর্ত্তৃক পাণ্ডব সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে স্বপক্ষীয় যোধগণকে কহিলেন, হে বীরগণ? তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছ কেন? সত্বরে বিপক্ষগণকে বিনাশ কর। তখন ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ ধর্ম্মরাজের আদেশানুসারে আপনার পুত্রগণের প্রতি গমন করিলেন। ঐ সময় অসংখ্য যোধগণ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি ও অস্ত্র সমূহের তুমুলশব্দ সমুত্থিত হইল। যোদ্ধৃ-

বর্দ্ধ গাত্রোত্থান কর, প্রহার কর, সম্মুখবর্ত্তী হও, এই কথা বলিতে বলিতে পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। তখন নভোমণ্ডল মেঘমণ্ডলের ন্যায় শরজালে সমাচ্ছন্ন হইল। শরসমাচ্ছন্ন নরবীরগণ পরস্পর প্রহার করতঃ বিকলাঙ্গ এবং পতাকা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও আয়ুধবিহীন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কুঞ্জরগণ আরোহিগণের সহিত বহুল বনসম্পন্ন বজ্রভিন্ন পর্ব্বতশিখরের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল। কবচধারী দিব্য ভূষণভূষিত পদাতিগণ প্রতিপক্ষ বীরগণের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিল। ঐ সময় সমরাঙ্গন রণমত্ত বীরগণের বিশাল তাম্রবর্ণ লোচনযুক্ত, ইন্দু ও অরবিন্দ সদৃশ আননসমন্বিত মস্তক সমূহে সমাচ্ছন্ন হইল। অপ্সরোগণ অভিমুখাগত রণনিহত শত সহস্র বীরগণকে গীতবাদ্যাদিযুক্ত বিমানে আরোপিত করিয়া গমন করাতে ভূমণ্ডলের ন্যায় গগনমণ্ডলেও তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। বীরগণ সেই মহান্ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন পূর্ব্বক স্বর্গবাস লালসায় পরম আহ্লাদিত হইয়া সত্বরে পরস্পরকে সমাহত করিতে প্রবৃত্ত হইল। রথিগণ রথিগণের, পদাতিগণ পদাতিগণের, হস্তিগণ হস্তিগণের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল।

হে রাজন্! এইরূপে সেই গজবাজিনরক্ষয়কর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, সৈন্যগণের পাদোৎক্ষিপ্ত ধূলিপটলে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন হইল। তখন বীরগণ কি স্বপক্ষীয় কি পরপক্ষীয় যাহাকে দেখিতে পাইলেন, তাহাকেই প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর সৈন্যগণ কেশাকেশি, দন্তাদন্তি, মুষ্টামুষ্টি, নখানখি, ও বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন তাহাদিগের শরীর-বিনির্গত রুধির দ্বারা রণস্থলে ভীরুজনের ভয়াবহ ঘোরতর নদী সমুৎপন্ন হইল। উহার স্রোতে অসংখ্য গজ, অশ্ব ও নরদেহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বীরগণ মধ্যে কেহ কেহ নদীপারে, কেহ কেহ বা তাহার মধ্যে গমন করিলেন এবং কেহ কেহ সন্তরণ করত সেই রুধিরমধ্যে একবার নিমগ্ন ও একবার উন্মগ্ন হওয়াতে বর্ম্ম, অস্ত্র ও বসনের সহিত শোণিতাক্ত হইয়া সেই রুধিরে স্নান, সেই রুধির পান করিয়া তাহাতে অবসন্ন হইতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব, রথ, আয়ুধ, আভরণ, বসন, বর্ম্ম, হত ও আহত বীরগণ এবং ভূমণ্ডল, নভোমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল প্রায় সমুদায় লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। শোণিতের গন্ধ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গমন শব্দে সৈন্যগণের মহাবিষাদ উপস্থিত হইল। ঐ সময় ভীমসেন ও সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণ সেই নিহতপ্রায় সেনাগণের প্রতি বারম্বার

ধাবমান হইতে লাগিলেন। মহারাজ! তখন আপনার পুত্রগণের চতুরঙ্গ বল সেই ধাবমান বীরগণের পরাক্রম সহ্য করিতে অসমর্থ এবং চর্ম্ম, কবচ ও আয়ুধবিহীন হইয়া অরণ্যস্থিত সিংহার্দ্দিত মাতঙ্গকুলের ন্যায় চারি দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫১।

হে রাজন্! তখন রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে পাণ্ডবগণকর্তৃক বিদ্রাবিত দেখিয়া যত্নসহকারে চীৎকার করতঃ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কোনক্রমেই প্রতিনিবৃত্ত হইল না। অনন্তর ব্যূহের পক্ষ ও প্রপক্ষ এবং শকুনি ও কৌরবগণ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সূতপুত্রও কৌরবগণকে দুর্য্যোধনের সহিত ভীমাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া শল্যকে কহিলেন, হে শল্য! এক্ষণে আমাকে ভীমের সম্মুখে লইয়া চল। তখন মদ্ররাজ কর্ণের বাক্যানুসারে হংসসদৃশ ধবলবর্ণ অশ্বগণকে ভীমের অভিমুখে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহারা শীঘ্র ভীমসেনের সমক্ষে উপস্থিত হইল। মহাবীর ভীমসেন কর্ণকে সমাগত অবলোকন করিয়া রোষভরে তাঁহাকে সংহার করিবার অভিলাষে সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে কহিলেন, হে বীরদ্বয়! তোমরা এক্ষণে ধর্ম্মরাজকে রক্ষা কর। দুর্ম্মতি কর্ণ দুর্য্যোধনের প্রীতি সমুৎপাদনের নিমিত্ত উহঁার পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছে। ভাগ্যে আমি দেখিয়াছিলাম, এই জন্য উনি তৎকালে সেই বিষম সঙ্কট হইতে কথঞ্চিৎ পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন। অতএব অদ্য আমাকে এককালে এই দুঃখের অবসান করিতে হইবে। আজি হয়, আমি কর্ণকে বিনাশ করিব, না হয়, সেই আমাকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই। হে বীরগণ! অদ্য আমি ধর্ম্মরাজকে তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিতেছি। তোমরা নিরলস হইয়া সাবধানে উহঁারে রক্ষা কর। মহাবীর বৃকোদর এই বলিয়া সিংহনাদে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করতঃ কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ঐ সময় শল্য ভীমসেনকে সম্মুখে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে কহিলেন, হে সূতপুত্র! ঐ দেখ, ভীমসেন রোষভরে তোমার অভিমুখে আগমন করিতেছেন। ইনি অদ্য নিশ্চয়ই তোমার উপর চিরসঞ্চিত

ক্রোধানল নিক্ষেপ করিবেন। এক্ষণে ইঁহার রূপ প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছে। মহাবীর অভিমন্যু ও রাক্ষস ঘটোৎকচ নিহত হইলেও, ইঁহার ঈদৃশ রূপ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ঐ মহাবীর ক্রুদ্ধ হইলে, ত্রিলোকস্থ সকল ব্যক্তিকে নিবারণ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

হে রাজন্! মদ্রেশ্বর শল্য সূতপুত্রকে এই রূপ কহিতেছেন, এমন সময়ে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন রোষাবিষ্ট চিত্তে তথায় আগমন করিলেন। মহাবীর কর্ণ যুদ্ধাভিলাষী ভীমসেনকে সমাগত দেখিয়া হাস্য করতঃ মদ্ররাজকে কহিলেন, হে শল্য! তুমি আমার সাক্ষাতে ভীমসেনের বিষয়ে যে সকল কথা কহিলে, তৎসমস্তই সত্য। ভীমসেন মহাবলশালী, ক্রোধনস্বভাব ও দেহ রক্ষায় নিতান্ত নিরপেক্ষ। ঐ মহাবীর বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাস সময়ে দ্রৌপদীর প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে কীচককে স্বগণ সমভিব্যাহারে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। আজি ঐ ভীম উদ্যতদণ্ড মূর্ত্তিমান্ কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধপরবশ হইয়া যুদ্ধস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে মদ্ররাজ! হয়, ধনঞ্জয় আমারে বিনাশ করিবে, না হয়, আমিই তাঁহাকে সংহার করিব। ইহা আমার চিরপ্রার্থনীয়। আজি কি ভীমের সহিত সমাগম লাভে আমার সেই মনোরথ পূর্ণ হইবে? ভীম বিনষ্ট বা বিরথ হইলে, যদি অর্জ্জুন আমার সহিত যুদ্ধার্থ আগমন করে, তাহা হইলেই নিশ্চয় আমার মনোরথ সফল হইবে। হে শল্য! এক্ষণে এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়; তাহা তুমি অবিলম্বে স্থির কর।

মদ্ররাজ শল্য কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে সূতপুত্র। তুমি এক্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমের সহিত সমরে সমুদ্যত হও। অগ্রে ভীমকে পরাজয় করিলে, পশ্চাৎ ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইবে। আমি সত্য কহিতেছি, তুমি চিরকাল যে রূপ অভিলাষ করিতেছ, তাহা আজি পূর্ণ হইবে। ঐ সময় কর্ণ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, হে শল্য! আজি অর্জ্জুনকে সংহার করিব। এক্ষণে তুমি যুদ্ধে মনঃসমাধান করিয়া ভীমের প্রতি অশ্ব সঞ্চালন কর।

হে রাজন্! অনন্তর মদ্ররাজ শল্য যে স্থানে ভীমসেন কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতেছিলেন, তথায় অবিলম্বে রথ সমানীত করিলেন। এই প্রকারে ভীমসেন ও কর্ণ পরস্পর সম্মুখীন হইলে রণস্থলে তূর্য্যধ্বনি ও ভেরীনিনাদ সমুত্থিত হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত নারাচনিকরে দুরাসদ কৌরবসৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রা-

বিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের সংগ্রাম অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিল। মহাবীর বৃকোদর মুহূর্ত্তমধ্যে কর্ণের সম্মুখীন হইলেন। সূতপুত্রও তাঁহারে সমাগত অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে নারাচ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থলে আঘাত করিয়া পুনরায় তাঁহার প্রতি শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর কর্ণনিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া তাঁহারে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করতঃ নিশিত নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন কর্ণ শরাঘাতে ভীমসেনের শরাসন ছেদন করতঃ সর্ব্বাবরণভেদী সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর ভীমসেনও সত্বরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নিশিত শরে কর্ণের মর্ম্মদেশ বিদ্ধ করিয়া স্বর্লোক ও ভূলোক বিকম্পিত করতঃ ঘোরতর সিংহ-নাদ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অরণ্যমধ্যে মদোৎকট গর্ব্বিত কুঞ্জরকে যেমন উল্কা দ্বারা আহত করে, তদ্রূপ পঞ্চবিংশতি নারাচে ভীমসেনকে সমাহত করিলেন। মহাবীর ভীমসেন রোষকষায়িত লোচনে সূতপুত্রের সংহার বাসনায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি এক পর্ব্বতবিদারণক্ষম ভারসহ সায়ক সন্ধান করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। তখন বজ্রবেগ যেমন পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করে, তদ্রূপ সেই অশনিনিস্বন ভয়ঙ্কর শর সূতপুত্রকে বিদীর্ণ করিল। মহাবল কর্ণ সেই ভীমনিক্ষিপ্ত শরে গাঢ়তর বিদ্ধ ও বিমোহিত হইয়া রথোপস্থে নিষণ্ণ হইলেন। তখন মদ্রপতি শল্য তাঁহাকে সংজ্ঞাবিহীন অবলোকন করিয়া সত্বরে রণস্থল হইতে অপসারিত করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে কর্ণকে পরাজিত করিয়া মহাবীর বৃকোদর পূর্ব্বে দেবরাজ যেমন অসুরগণকে বিদ্রাবিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কৌরবসৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

—*—

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫২।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! ভীমসেন মহাবাহু কর্ণকে রথোপরি পাতিত করিয়া দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। দুর্য্যোধন বারম্বার আমারে কহিয়াছিল, কর্ণ একাকী সমরে সমুদায় সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে। এক্ষণে সে ভীমসেনকর্তৃক রাধেয়কে পরাজিত অব-লোকন করিয়া কি উপায় অবলম্বন করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন কর্ণকে রণপরাঙ্মুখ

অবলোকন করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, হে সহোদরগণ! তোমরা শীঘ্র গমন-পূর্ব্বক অগাধ ব্যসনার্ণবে নিমগ্ন রাধেয়কে উদ্ধার কর। তখন আপনার তনয়গণ জ্যেষ্ঠ সহোদর কর্ত্তৃক এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া পতঙ্গের পাবকাভিমুখে গমনের ন্যায় ভীমসেনকে সংহার করিবার নিমিত্ত সরোষ-নয়নে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত পাশ, তূণীর ও কবচধারী শ্রুতবান্, দুর্দ্ধর, ক্রাথ, বিবিৎসু, বিকট, সম, নন্দ, উপনন্দক, দুষ্প্রধর্ষ, সুবাহু, বাতবেগ, সুবর্চ্চা, ধনুগ্রাহ, দুর্ম্মদ, জলসন্ধ, শল ও সহ, ইঁহারা অসংখ্য রথে পরিবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করতঃ তাঁহার উপর বিবিধ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন এইরূপে আপনার পুত্রগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া সত্বরে তাহাদের পক্ষীয় পঞ্চদশ রথী ও পঞ্চাশৎ রথ বিনষ্ট করিয়া ভল্ল দ্বারা বিবিৎসুর কুণ্ডলসুশোভিত শিরস্ত্রাণসম্বলিত পূর্ণ চন্দ্র সন্নিভ মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। আপনার অন্যান্য তনয়গণ মহাবীর বিবিৎসুরে নিহত দেখিয়া ভীমপরাক্রম ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন শত্রুনিপাতন ভীমসেন অপর দুই ভল্ল দ্বারা বিকট ও সম নামক আপনার আর দুই পুত্রের প্রাণ সংহার করিলেন। সেই দেবকুমার সদৃশ বীরদ্বয় বায়ুভগ্ন মহীরুহের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন সত্বরে সুতীক্ষ্ণ নারাচ দ্বারা ক্রাথকে নিহত করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। হে রাজন্! এই প্রকারে আপনার ধনুর্দ্ধর তনয়গণ নিহত হইলে, সমরভূমিতে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন পুনর্ব্বার নন্দ ও উপনন্দকে নিপাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে আপনার তনয়গণ রথস্থ ভীমসেনকে সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় জ্ঞান করিয়া নিতান্ত ভীত ও বিহ্বল হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় সূতপুত্র কর্ণ আপনার তনয়গণকে নিহত দর্শন করতঃ নিতান্ত দুর্ম্মনায়মান হইয়া পুনরায় ভীমসেনের অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে আদেশ করিলেন। মদ্ররাজ কর্ণের আদেশানুসারে হংসবর্ণ অশ্বগণকে পরিচালিত করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা মহাবেগে ধাবমান হইয়া সত্বরে ভীমসেনের সম্মুখে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর কর্ণ ও ভীমসেনের অতি ভীষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। হে রাজন্! আমি তৎকালে মহারথ কর্ণ ও ভীমসেনকে সমরে সমবেত দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, না জানি, অদ্য এই বীরদ্বয়ের কিরূপ

সংগ্রাম হইবে। অনন্তর সংগ্রামনিপুণ ভীমসেন আপনার পুত্রগণের সমক্ষে কর্ণকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। পরমাস্ত্রবিৎ কর্ণও ক্রোধাসক্ত হইয়া নতপর্ব্ব নয় ভল্ল দ্বারা ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। ভীমপরাক্রম মহাবাহু ভীমসেন সূতপুত্রের শরে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া আকর্ণপূর্ণ সাত শরে তাঁহারে আহত করিলেন। তখন সূতপুত্র কর্ণও ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরনিকর বর্ষণদ্বারা তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবল ভীমসেন কৌরবগণের সমক্ষে মহারথ কর্ণকে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করতঃ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর কর্ণ ভীমসেনের শরাঘাতে রোষপরবশ হইয়া দৃঢ়রূপে শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি দশ বাণ নিক্ষেপ করতঃ নিশিত ভল্লদ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর বৃকোদর কর্ণের বিনাশবাসনায় এক হেমপট্টবিভূষিত দ্বিতীয় যমদণ্ড সদৃশ ভীষণ পরিঘ গ্রহণ করত তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণও তৎক্ষণাৎ অসংখ্য আশীবিষ সদৃশ শরনিকরে সেই অশনির ন্যায় শব্দায়মান সমাগত পরিঘ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুনিসূদন কর্ণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

হে রাজন্! অনন্তর পরস্পর বধৈষী সিংহদ্বয়ের ন্যায় মহাবীর কর্ণ ও ভীমসেনের পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর কর্ণ শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তিনশরে ভীমসেনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন কর্ণশরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া এক দেহবিদারণ বিষম সায়ক গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলে, উহা কর্ণের বর্ম্ম ছেদন ও শরীর ভেদ করিয়া বল্মীকান্তর্গামী পন্নগের ন্যায় ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। মহাবীর কর্ণ বৃকোদরের শরাঘাতে সাতিশয় ব্যথিত ও বিহ্বল হইয়া ভূকম্পকালীন পর্ব্বতের ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া ভীমসেনকে পঞ্চবিংশতি নারাচ দ্বারা বিদ্ধ ও অসংখ্য শরে নিপীড়িত করিয়া একবাণে তাহার ধ্বজ ছেদন ও ভল্ল দ্বারা সারথিরে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে অনায়াসে তাহার শরাসন ছিন্ন ও রথ ভগ্ন করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু ভীমসেন গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই ভগ্ন রথ হইতে মহাবেগে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বায়ু যেমন শরৎকালীন মেঘ সঞ্চালিত করে, সেইরূপ গদা প্রহারে কৌরবসেনাগণকে

বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। এবং ঈষাদন্ত সপ্তশত মাতঙ্গগণকে সহসা বিদ্রাবিত করিয়া তাহাদের দন্তবেষ্টন, নেত্র, কুম্ভ, গণ্ড ও মর্ম্মে সাতিশয় আঘাত করিলেন। তাহারা ভীমসেনের ভীষণ প্রহারে অতিমাত্র ভীত হইয়া প্রথমতঃ ইতস্ততঃ ধাবমান হইল; কিন্তু মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া পুনর্ব্বার ভীমসেনের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক বারিদমণ্ডল যেরূপ দিবাকরকে বেষ্টন করে, সেইরূপ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিল। তখন শত্রুনিপাতন্ ভীমসেন পুরন্দরকর্ত্তৃক বজ্রদ্বারা অচল চূর্ণের ন্যায় গদাঘাতে সেই সপ্ত শত মাতঙ্গ বিনষ্ট করিলেন। তৎপরে তিনি পুনরায় শকুনির মহাবলশালী দ্বিপঞ্চাশৎ হস্তী বিপোথিত করিয়া কৌরবপক্ষীয় এক শত রথ ও শত শত পদাদিকে বিনষ্ট করতঃ সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এইরূপে আপনার সৈন্যগণ মহাবীর ভীমের প্রভাবে ও মার্ত্তণ্ডের প্রতাপে সাতিশয় সন্তপ্ত ও হুতাশনার্পিত চর্ম্মের ন্যায় নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া ভীমভয়ে সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

ঐ সময় অন্যান্য চর্ম্ম ও বর্ম্মধারী পঞ্চ শত রথী শরনিকর বর্ষণ করিতে করিতে ভীমের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবলশালী ভীমসেনও দৈত্যনিসূদন্ বিষ্ণুর ন্যায় গদা দ্বারা সেই ধ্বজ, পতাকা ও আয়ুধসমন্বিত বীরগণকে বিপোথিত করিয়া ফেলিলেন। তখন বীর্য্যবান্ তিন সহস্র অশ্বারোহী শকুনির অনুমতি ক্রমে শক্তি, ঋষ্টি ও পাশ হস্তে ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। শত্রুনিসূদন বৃকোদরও দ্রুতবেগে তাহাদিগের সমীপবর্ত্তী হইয়া নানাবিধ মার্গে পরিভ্রমণ করতঃ গদা দ্বারা তাহাদিগকে বিমর্দ্দিত করিলেন। তৎকালে শিলানিপীড়িত মাতঙ্গগণের ন্যায় তাহাদিগের ভীষণ আর্ত্তধ্বনি হইতে লাগিল। হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুপুত্র এইরূপে সুবলতনয়ের তিন সহস্র অশ্বারোহী নিহত করতঃ অন্য রথে সমারূঢ় হইয়া কর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

তখন মহাবীর সূতপুত্র শত্রুনিপাতন যুধিষ্ঠিরকে শরজালে সমাচ্ছন্ন ও তাহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। মহারথ ধর্ম্মরাজ কর্ণের রথ দর্শন করতঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও যুধিষ্ঠিরের প্রতি শরজাল বর্ষণ পূর্ব্বক স্বর্লোক ও ভূলোক সমাবৃত করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন পবনতনয় ভীমসেন কর্ণকে ধর্ম্মরাজের পশ্চাৎ প্রধাবিত দেখিয়া ক্রোধভরে কর্ণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে

লাগিলেন। শক্রকর্ষণ সূতপুত্রও সত্বরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সুশাণিত শর নিকর দ্বারা ভীমসেনকে পরিব্যাপ্ত করিলেন। তখন সাত্যবিক্রম সাত্যকি ভীমের পার্ষ্ণি গ্রহণার্থ তাঁহার রথ সন্নিহিত সূতপুত্রকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর সূতপুত্র সাত্যকিনির্ম্মুক্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও ভীমের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীরদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের ক্রৌঞ্চ-পৃষ্ঠের ন্যায় অরুণবর্ণ শরনিকর চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হওয়াতে দিগ্বিদিক্ সমাচ্ছন্ন ও সূর্য্যদেব আকাশমণ্ডলের মধ্যগত হইলেও তাঁহার প্রভা অন্তর্হিত হইল। মহারাজ! তখন কৌরবগণ শকুনি, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, কর্ণ ও কৃপকে পাণ্ডবগণের সহিত সমবেত দেখিয়া পুনরায় যুদ্ধবাসনায় আগমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবৃষ্টি সমুদ্ধৃত মহাসাগরের ন্যায় তাঁহাদিগের কিলকিলা ধ্বনি সমুত্থিত হইল। অনন্তর উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পরকে দর্শন ও গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে পরস্পর সমবেত হইতে লাগিল। হে মহারাজ! সেই মধ্যাহ্ন-সময়ে উভয় পক্ষীয় বীরগণের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্রূপ সংগ্রাম কখনই আমাদের নয়নগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই। বারিপ্রবাহ যেরূপ সাগরের সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণের সহিত মিলিত হইল। মহারাজ! এইরূপে সেই উভয় পক্ষীয় বেগবতী সেনানদী পরস্পর মিলিত হইলে তাহাদিগের পরস্পর-নিক্ষিপ্ত শরসমূহের মহাশব্দ সমুত্থিত হইল।

হে রাজন্! অনন্তর যশোলাভার্থী কৌরব ও পাণ্ডবগণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, উভয় পক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ পরস্পরের নমোল্লেখ পূর্ব্বক অনবরত বিবিধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যাহার পিতৃগত, মাতৃগত, কর্ম্মগত বা চরিত্রগত যে কিছু দোষ ছিল, বিপক্ষগণ তাহারে সেই সমস্ত মুক্তকণ্ঠে শ্রবণ করাইতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় যুদ্ধস্থলে বীরগণকে পরস্পর তর্জ্জন করিতে দেখিয়া আমার বিবেচনা হইল যে, উহারা আর জীবিত নাই। ফলতঃ সেই অমিততেজা রোষাবিষ্ট বীরগণের কলেবর নিরীক্ষণ করিয়া আমার সাতিশয় ভয় উপস্থিত হইল। তখন আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম, না জানি, আজি কি কাণ্ড উপস্থিত হইবে। মহারাজ! অনন্তর মহারথ কৌরব ও পাণ্ডবগণ সুতীক্ষ্ণ শর সমূহ দ্বারা পরস্পরকে নিপীড়িত ও ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৩।

হে মহারাজ! তখন সেই পরস্পর জয়াভিলাষী বদ্ধবৈর ক্ষত্রিয়গণ পরস্পরকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে পরস্পর নিক্ষিপ্ত গদা, পরিঘ কুণপ, প্রাস, ভিন্দিপাল ও ভুশুণ্ডী প্রভৃতি অস্ত্র সমুদয় পতঙ্গসমূহের ন্যায় চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ মাতঙ্গগণকে, অশ্বগণ অশ্বগণকে, রথিগণ রথিগণকে, পদাতিগণ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে, রথিগণ হস্তী ও অশ্বগণকে এবং দ্রুতগামী মাতঙ্গগণ হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায়কে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিল। বীরগণ চীৎকার করিয়া পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইলে, রণভূমি পশুদিগের বধ্যভূমির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তৎকালে চতুর্দ্দিক্ রুধিরাক্ত হইলে, পৃথিবী কুসুমরাগরঞ্জিত বসনধারিণী যুবতীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তখন উহা সুবর্ণময় বা বর্ষাকালীন ইন্দ্রগোপ কীটে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীরগণের মস্তক, বাহু, উরু, কুণ্ডল ও নিষ্ক প্রভৃতি ভূষণ, চর্ম্ম এবং কলেবর সমুদয় অনবরত নিপতিত হইতে লাগিল। মাতঙ্গগণ পরস্পর দন্তাঘাতে বিদীর্ণ ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া ধাতুধারাস্রাবী-গৈরিক পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন মাতঙ্গ তোমর সমুদয়ের উপর শুণ্ডনিক্ষেপ এবং কোন কোনটা তোমর সকল চূর্ণ করিতে লাগিল। কোন কোন হস্তী নারাচ অস্ত্রে ছিন্নবর্ম্ম হইয়া হিমাগমে মেঘনির্ম্মুক্ত ভূধরের এবং সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকরে চিত্রিত হইয়া উল্কা প্রদীপ্ত পর্ব্বত শৃঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। কোন কোন পর্ব্বতাকার মাতঙ্গ পরস্পরের আঘাতে সমাহত হইয়া পক্ষশালী অচলের ন্যায় বিনষ্ট, কোন কোনটা শল্যদ্বারা নিপীড়িত ও একান্ত ব্যথিত হইয়া মহাবেগে ধাবমান এবং কোন কোনটা দন্ত ও কুম্ভদ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া নিপতিত হইল। অন্যান্য মাতঙ্গগণ সিংহের ন্যায় ভীষণ শব্দ ও ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। স্বর্ণভূষণালঙ্কৃত অশ্বগণও শরসমূহে নিপীড়িত হইয়া অবসন্ন, ম্লান ও উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। কতকগুলি অশ্ব শর ও তোমরের প্রহারে ধরাতলে পতিত হইয়া নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি করিতে লাগিল। মনুষ্যগণ ধরাতলে পতিত হইয়া কেহ কেহ পিতা, পিতামহ ও বন্ধুগণকে এবং কেহ কেহ ধাবমান শত্রুগণকে নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের সুপ্রসিদ্ধ নাম ও গোত্র জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের সুবর্ণ ভূষণবিভূষিত ছিন্নবাহু সমুদায় কখন উদ্ভ্রান্ত কখন বিচেষ্টিত কখন পতিত

কখন উত্থিত ও কখন কম্পিত হইতে লাগিল এবং কতকগুলি পঞ্চমুখ ভুজঙ্গের ন্যায় বেগে বিলুণ্ঠিত হইল। সেই চন্দনলিপ্ত সর্পাকার ভুজ সকল শোণিতসিক্ত হওয়াতে স্বর্ণধ্বজের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

হে রাজন্! এইরূপে চতুর্দ্দিকে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে সৈন্যগণ পরস্পরকে চিনিতে সমর্থ হইল না। তখন রণস্থল ধূলিপটল ও শরসম্পাতে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তৎকালে কাহারই আত্ম পর বিবেচনা রহিল না। মহারাজ! সেই ভীষণ সংগ্রামকালে বারম্বার সুদীর্ঘ শোণিতনদী সকল প্রবাহিত হইতে লাগিল। মস্তক সকল উহাদের পাষাণ, চিকুরনিকর শৈবাল ও শাদ্বল, অস্থি সকল মীন, শর, শরাসন ও গদা সকল ভেলা এবং মাংস উহার পঙ্কস্বরূপ হইল। অনেকেই সেই ভীরুগণের ভয়াবহ ও বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন ভীষণ নদীতে নিমগ্ন হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিল। ঐ সময় মাংসাশী জন্তুসকল চতুর্দ্দিকে ভীষণ নিনাদ করিতে আরম্ভ করিলে, রণস্থল শমনসদনের ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। ভূতগণ মাংস ভক্ষণ এবং শোণিত ও বসা পানে পরিতুষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। কাক, গৃধ্র ও বক সমুদায় মেদ, মজ্জা, বসা ও মাংস ভক্ষণে প্রমত্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। শূরগণ সেই ভীষণ সময়ে যোধগণের সমুচিত ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক দুষ্পরিহার্য্য ভয় পরিত্যাগ করিয়া সেই শরশক্তিসমাকুল ক্রব্যাদগণ-সমাবৃত সমরক্ষেত্রে স্বীয় স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ পূর্ব্বক নির্ভয়ে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অসংখ্য যোদ্ধা চতুর্দ্দিক হইতে পরস্পরকে পিতৃনাম, গোত্রনাম ও স্বীয় নাম শ্রবণ করাইয়া শক্তি, তোমর ও পট্টিশ দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিল। হে রাজন্! এইরূপে সেই ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, সমুদয় কৌরবসেনা সমুদ্রস্থ ভগ্ন নৌকার ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িল।

—:•:—

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৪।

হে রাজন্! ক্ষত্রিয়গণের ক্ষয়কারক ভয়ঙ্কর সংগ্রামসময়ে যেস্থানে মহাবীর ধনঞ্জয় সংশপ্তক, কোশল ও নারায়ণী সেনা সংহার করিতেছিলেন, তথায় গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণগোচর হইল। সংশপ্তকগণ রোষাবিষ্ট ও জয়াভিলাষী হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে অর্জ্জুনের প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবীর অর্জ্জুন অনায়াসে সেই শরবৃষ্টি নিবারণ পূর্ব্বক মহারথগণকে নিপা-

স্তৃত করিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং শিলাশাণিত কঙ্কপত্রবিভূষিত শরনিকরে সেই সমস্ত সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিয়া উৎকৃষ্ট আয়ুধধারী মহাবীর সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করিলেন। তখন সুশর্ম্মা ও সংশপ্তকগণ অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুশর্ম্মা দশ শরে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিয়া বাসুদেবের দক্ষিণ বাহুতে শরত্রয় নিক্ষেপ পূর্ব্বক এক ভল্ল দ্বারা পার্থের রথকেতু বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুনধ্বজস্থিত বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত কপিবর সুশর্ম্মার শরে সমাহত হইয়া সৈন্যগণকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাগর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। হে রাজন্! আপনার সৈন্য সেই কপিবরের ভীষণ শব্দ শ্রবণে সাতিশয় ভীত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বিবিধ পুষ্পসমাকীর্ণ চৈত্ররথ বনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর যোধগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া জলদাবলি যেমন পর্ব্বতের উপর বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ মহারথ ধনঞ্জয়ের উপর অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার সেই বিপুল রথ পরিবেষ্টন করিল এবং মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক শাণিত শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও তাঁহারে আক্রমণ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিল। তৎপরে তাহারা ক্রোধভরে চতুর্দ্দিক্ হইতে অর্জ্জুনের অশ্ব, রথচক্র, রথেষা ও রথ আক্রমণ পূর্ব্বক ভীষণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে অনেকে বাসুদেবের ভুজদ্বয় এবং কেহ কেহ হৃষ্টচিত্তে রথস্থিত ধনঞ্জয়কে ধারণ করিল। তখন অমিততেজা কৃষ্ণ বেগসহকারে বাহু বিকম্পিত করিয়া দুষ্ট মাতঙ্গ যেরূপ হস্তীপকদিগকে অধঃপাতিত করে, তদ্রূপ সেই বীরগণকে ধরাতলে পাতিত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনও সেই মহামাত্রগণ কর্ত্তৃক আপনাকে পরিবৃত, রথ নিগৃহীত ও কেশবকে উপদ্রুত দেখিয়া, ক্রুদ্ধচিত্তে তাঁহার রথে সমারূঢ় অসংখ্য পদাতিকে অধঃপাতিত ও সমীপস্থ যোদ্ধৃবর্গকে আসন্নযুদ্ধোপযোগী বাণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত বহুসংখ্য সংশপ্তক নিহত হইয়াছে। এই পৃথিবীমণ্ডলে আমা ব্যতিরেকে এরূপ ঘোরতর রথবন্ধ সহ্য করা আর কাহারই সাধ্য নহে।

হে রাজন্! অমিততেজা ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া দেবদত্ত শঙ্খ বাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেবও পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদিত করিয়া স্বর্গ ও পৃথিবী পরিপূরিত করিলেন। সংশপ্তকগণ সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণে সাতিশয় ভীত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। পরবীরঘাতী অর্জ্জুন তদ্দর্শনে বারম্বার নাগাস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক সংশপ্তকগণের গতিরোধ করিলেন। তখন সংশপ্তকগণ অচলের ন্যায় নিশ্চেষ্ট-

ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ সময় পূর্ব্বে তারকাসুরের বিনাশ সময়ে দেবরাজ যেমন দৈত্যদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডুনন্দন সেই নিশ্চেষ্ট যোধগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন ও সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিল; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুনের নাগাস্ত্রপ্রভাবে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর পাণ্ডুতনয় সন্নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা তাহাদিগকে অক্লেশে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। কেন না, তিনি তৎকালে যাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া নাগাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই ভুজঙ্গসমূহে পরিবৃত হইয়াছিল।

হে রাজেন্দ্র! অনন্তর মহারথ সুশর্ম্মা সেই সৈন্যগণকে নিগৃহীত অবলোকন করিয়া সত্বরে গারুড়াস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তাঁহার ঐ অস্ত্রপ্রভাবে বহুসংখ্যক সুপর্ণ উৎপন্ন হইয়া ভুজঙ্গগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। হতাবশিষ্ট ভুজঙ্গগণ সেই সুপর্ণগণকে সন্দর্শন করিয়া ভয়ব্যাকুলিত মনে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন দিবাকর যেমন মেঘ হইতে নির্ম্মুক্ত হন, তদ্রূপ ঐ সৈন্যগণ সেই নাগাস্ত্র হইতে বিমুক্ত হইয়া ধনঞ্জয়ের রথোপরি অনবরত বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। পরবীরঘাতী অর্জ্জুন শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই মহাস্ত্রবৃষ্টি নিবারণ করিয়া যোধগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারথ সুশর্ম্মা তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমতঃ আনতপর্ব্ব এক শরে অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন সেই শরপ্রহারে যার পর নাই ব্যথিত হইয়া রথোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গ "ধনঞ্জয় নিহত হইল" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তৎপরে চারিদিকে শঙ্খ, ভেরী ও নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের বিপুল নিস্বন এবং বীরগণের সিংহনাদ হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে শ্বেতাশ্ব কৃষ্ণসারথি অর্জ্জুন সংজ্ঞা লাভ করিয়া অবিলম্বে ঐন্দ্রাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। সেই অস্ত্র প্রভাবে সহস্র সহস্র বাণ সমুৎপন্ন হইয়া চারিদিকে আপনার সহস্র সহস্র অশ্ব, রথ ও অন্যান্য সৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। তখন সংশপ্তক ও গোপালগণের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল। তাহাদিগের মধ্যে কেহই অর্জ্জুনকে শরবিদ্ধ করিতে সমর্থ হইল না। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় বীরগণের সাক্ষাতেই সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।

বীরগণ স্পন্দহীন হইয়া তাঁহাদিগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিতে লাগিলেন। হে রাজন্! পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় সেই যুদ্ধে অযুত রথী, চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য ও তিন সহস্র হস্তীকে বিনষ্ট করিয়া বিধূম প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণ "হয়, মৃত্যুমুখে নিপতিত হইব, না হয়, শাশ্বত জয় লাভ করিব" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুনরায় ধনঞ্জয়কে পরিবেষ্টন করিলেন। হে ভরতকুলপালক! তখন মহাবলশালী পাণ্ডুতনয় কিরীটীর সহিত তাহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৫।

হে বিশাম্পতে! তখন কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কর্ণ, উলুক শকুনি ও ভ্রাতৃগণসমবেত রাজা দুর্য্যোধন অর্ণবস্থ ভগ্ন নৌকার ন্যায় স্বপক্ষীয় বাহিনীকে পাণ্ডুপুত্রভয়ে সাতিশয় নিপীড়িত ও অবসন্ন দেখিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন। অনন্তর মুহূর্ত্তকাল মধ্যে ভীরুগণের ভয়-বর্দ্ধন ও বীরগণের আহ্লাদজনক ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কৃপবিনির্ম্মুক্ত শরজাল শলভসমূহের ন্যায় সৃঞ্জয়গণকে সমাচ্ছন্ন করিল। তখন শিখণ্ডী রোষভরে কৃপের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার চারিদিকে শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাস্ত্রবেত্তা কৃপাচার্য্যও সেই শরবৃষ্টি নিবারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে শিখণ্ডীকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন শিখণ্ডী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অবক্রগামী সাত শরে কৃপকে বিদ্ধ করিলেন। মহারথ কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীর শরনিকরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া সুশাণিত শরসমূহ দ্বারা তাঁহার অশ্ব, সারথি ও রথ বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ শিখণ্ডী সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে কৃপাচার্য্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ কৃপাচার্য্য তাঁহাকে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা সহসা আচ্ছন্ন করিলেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য জনগণ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল। হে রাজন্! তখন আমরা সলিলোপরি শিলাসন্তরণের ন্যায় এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলাম যে, মহাবীর শিখণ্ডী কৃপের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া সমরে নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীকে গোতমনন্দনের শরে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া কৃপের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে কৃপা-

চার্য্যের রথাভিমুখে ধাবমান দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠিরও পুত্র ও সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া কৃপের অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে মহাবীর অশ্বত্থামা তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ত্বরান্বিত মহারথ নকুল ও সহদেবকে শরনিকর দ্বারা নিবারণ পূর্ব্বক আক্রমণ করিলেন। সূর্য্যনন্দন কর্ণ ভীমসেন এবং কারূষ, কৈকয় ও সৃঞ্জয়গণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন শরদ্বৎপুত্র কৃপাচার্য্য ত্বরান্বিত হইয়া শিখণ্ডীকে যেন দগ্ধ করিবার অভিলাষে তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবলশালী শিখণ্ডী খড়্গ বিঘূর্ণন পূর্ব্বক কৃপনিক্ষিপ্ত সুবর্ণমণ্ডিত সমস্ত শর ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন কৃপাচার্য্য অবিলম্বে শরসমূহ দ্বারা শিখণ্ডীর শতচন্দ্র বিভূষিত চর্ম্ম ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল। এই রূপে শিখণ্ডী চর্ম্মবিহীন হইয়া খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক কৃপসমীপে ধাবমান হইলেন এবং আতুর ব্যক্তি যেমন মৃত্যুর বশীভূত হয় তদ্রূপ গৌতমতনয়ের বশীভূত হইয়া পড়িলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় মহাবলশালী চিত্রকেতুপুত্র সুকেতু শিখণ্ডীকে কৃপাচার্য্যশরে সমাচ্ছন্ন ও নিতান্ত ক্লিষ্ট দেখিয়া অবিলম্বে নানাবিধ শরজাল দ্বারা কৃপকে সমাকীর্ণ করত তাঁহার রথসমীপে আগমন করিলেন। তখন শিখণ্ডী দ্বিজবর কৃপকে সুকেতুর সহিত সমরে সমাসক্ত দেখিয়া পলায়নপরায়ণ হইলেন। সেই সময় মহাবীর সুকেতু প্রথমতঃ নয়, তৎপরে সপ্ততি ও পুনরায় তিন শরে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সশর শরাসন ছেদন পূর্ব্বক একশরে সারথির মর্ম্মস্থান বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে গৌতমতনয় সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিংশৎ শরে সুকেতুর সমস্ত মর্ম্ম আহত করিলেন। মহাবীর চিত্রকেতু-তনয় কৃপাচার্য্যের শরপ্রহারে বিকলাঙ্গ হইয়া ভূমিকম্পসময়ে বৃক্ষ যেমন কম্পিত হইতে থাকে, তদ্রূপ রথোপরি কম্পিত হইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কৃপাচার্য্য ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা তাঁহার উজ্জ্বল কুণ্ডলালঙ্কৃত উষ্ণীষভূষিত শিরস্ত্রাণসমন্বিত মস্তক ছেদন করিয়া শ্যেনসমাহৃত আমিষের ন্যায় ধরাতলে পাতিত করিলেন। তখন সুকেতুর কলেবরও ভূমিতলে পতিত হইল। হে মহারাজ! চিত্রকেতু-তনয় এইরূপে নিহত হইলে, তাঁহার সেনাগণ সাতিশয় ভীত হইয়া কৃপাচার্য্যকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে রাজেন্দ্র! এদিকে কৃতবর্ম্মা মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমরে নিবারণ

পূর্ব্বক হর্ষাবিষ্ট চিত্তে "স্থির হও" "স্থির হও" এই কথা বলিতে বলিতে তর্জ্জন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তখন আমিষের নিমিত্ত রোষাবিষ্ট শ্যেনদ্বয়ের যেরূপ যুদ্ধ হয়, মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও ধৃষ্টদ্যুম্নের তদ্রূপ ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল। পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন ক্রুদ্ধ হইয়া হার্দ্দিক্যকে নিপীড়িত করিয়া নয় শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল আহত করিলেন। মহারথ কৃতবর্ম্মাও দ্রুপদপুত্রের শরে নিপীড়িত হইয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাকে রথ ও অশ্বের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন রথারূঢ় ধৃষ্টদ্যুম্ন কৃতবর্ম্মার শরনিকরে পরিবৃত হইয়া জলধারাবর্ষী জলধর-সমাচ্ছন্ন দিবাকরের ন্যায় অদৃশ্য হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সুবর্ণভূষিত বিশিখসমূহে সেই শর সকল নিরাকৃত করিয়া কৃতবর্ম্মার প্রতি নিশিত বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সমরবিশারদ হার্দ্দিক্যও সহস্র সহস্র শরে সেই সহসাগত দুরাসদ শরবৃষ্টি দূরীভূত করিলেন। তখন সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় শরজাল নিবারিত দেখিয়া কৃতবর্ম্মাকে নিবারণ পূর্ব্বক ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার সারথিকে নিপাতিত করিলেন। হে বিশাম্পতে! মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে বীর্য্যবান্ বিপক্ষকে পরাজিত করিয়া সত্বরে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কৌরবগণও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৬

হে মহারাজ! তখন মহাবীর অশ্বত্থামা যুধিষ্ঠিরকে সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত দেখিয়া লঘুহস্তে শরসমূহ বর্ষণ ও বিবিধ শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং ধর্ম্মরাজকে দিব্য মন্ত্রপূত অস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন করত আকাশমণ্ডল সমাবৃত করিয়া ফেলিলেন। তখন আর কোন বস্তুই অনুভূত হইল না। সেই অতি বিস্তীর্ণ রণস্থল কেবল শরময় হইয়া উঠিল। সুবর্ণমণ্ডিত শরনিকর নভস্থল সমাচ্ছন্ন করিয়া চন্দ্রাতপের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। তখন নভোমণ্ডল শর সমূহে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে সমরভূমি যেন মেঘচ্ছায়ায় সমাবৃত হইল। আকাশচারী প্রাণিগণ আর উড্ডীন হইতে সমর্থ হইল না। তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। ঐ সময় সংগ্রাম-

প্রিয় শিনিপ্রবীর সাত্যকি, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য সৈনিকগণ দ্রোণতনয়ের ক্ষিপ্রকারিতা সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কোন-ক্রমেই পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহার সহিত বৈরিতাচরণে সমর্থ হইলেন না। মহারথ নরপতিগণও সেই প্রখর দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী দ্রোণ-তনয়কে দর্শন করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, পাঞ্চাল ও দ্রৌপদীতনয়গণ অশ্বত্থামার শরনিকরে স্বীয় সৈন্যগণকে বধ্যমান দেখিয়া মৃত্যুভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি সপ্তবিংশতি শরে অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সুবর্ণখচিত সাত নারাচে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর ধর্ম্মরাজ ত্রিসপ্ততি, প্রতিবিন্ধ্য সাত, শ্রুতকর্ম্মা তিন, শ্রুতকীর্ত্তি সাত, সুতসোম নয়, শতানীক সাত এবং অন্যান্য বীরগণ অসংখ্য শরে চতুর্দ্দিক হইতে অশ্বত্থামারে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। মহা-বীর দ্রোণনন্দন তাঁহাদের শরাঘাতে একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাত্যকিরে পঞ্চবিংশতি, শ্রুতকীর্ত্তিরে নয়, সুতসোমকে পাঁচ, শ্রুতবর্ম্মারে আট, প্রতিবিন্ধ্যকে তিন, শতানীককে নয়, ধর্ম্মপুত্রকে পাঁচ ও অন্যান্য বীরগণকে দুই দুই শরে নিপীড়ন করিয়া নিশিত শরনিকরে শ্রুতকীর্ত্তির শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন শ্রুতকীর্ত্তি অন্য শরাসন গ্রহণ করত অশ্বত্থামারে প্রথমতঃ তিন শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় নিশিত শরজালে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণনন্দন শরবর্ষণ পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্যগণকে আচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে ধর্ম্মরাজের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তিন শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সপ্ততিশরে অশ্ব-ত্থামার বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। সাত্যকিও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ অর্দ্ধচন্দ্র বাণে অশ্বত্থামার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ভয়ঙ্কর সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণতনয় সত্বরে শক্তি দ্বারা সাত্যকির সারথিকে রথ হইতে নিপাতিত করিয়া অনতিবিলম্বে অন্য চাপ গ্রহণ পূর্ব্বক শরনিকরে যুযুধানকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সাত্য-কির অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তখন যুধিষ্ঠিরাদি বীরগণ সেই শস্ত্রধরপ্রধান দ্রোণাত্মজের উপর মহা-বেগে নিরন্তর নিশিত শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামাও সেই মহাবেগে সমাগত শর সমুদায় সহাস্যবদনে প্রতিগ্রহ করিলেন। অনন্তর হুতাশন যেরূপ তৃণরাশি ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে,

তদ্রূপ তিনি শরানলে পাণ্ডবসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন এবং তিমি যেরূপ নদীমুখ ক্ষোভিত করে, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণকে আলোড়িত করিয়া সাতিশয় সন্তপ্ত করিতে লাগিলেন। তখন তত্রত্য সকল ব্যক্তিই দ্রোণতনয়ের পরাক্রম সন্দর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে নিহত বলিয়া অবধারণ করিল।

ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে দ্রোণতনয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে গুরুপুত্র! আজি তুমি যখন আমাকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছ, তখন বোধ হইতেছে, তোমার অন্তঃকরণে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র নাই। দেখ, তপোনুষ্ঠান, দান ও অধ্যয়নই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম; আর ধনুর্দ্ধারণ করাই ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য; অতএব তুমি যখন ব্রাহ্মণকুলে সমুৎপন্ন হইয়া ধনুর্দ্ধারণ করিতেছ, তখন তুমি নামমাত্র ব্রাহ্মণ। যাহা হউক, হে ব্রাহ্মণাধম! আমি অদ্য তোমার সমক্ষেই কৌরবগণকে পরাজিত করিব; এক্ষণে তুমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও।

হে রাজন্! মহাবীর অশ্বত্থামা ধর্ম্মরাজের এই বাক্য শ্রবণে হাস্যমুখে প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন পূর্ব্বক কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া প্রজাসংহারে প্রবৃত্ত অন্তকের ন্যায় ক্রোধাবিষ্টচিত্তে অনবরত শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহারে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রোণতনয়নির্ম্মুক্ত শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া সেই বহুল সৈন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে তথা হইতে কৌরবসৈন্য সংহারার্থ প্রস্থান করিলেন। দ্রোণতনয় অশ্বত্থামাও যুধিষ্ঠিরকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া তথা হইতে গমন করিলেন।

—*—

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৭।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণ চেদি, কৈকেয় পরিবৃত ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে স্বয়ং অবরোধ করিয়া শরনিকর দ্বারা নিবারণ এবং ভীমের সমক্ষেই মহারথ চেদি, কারূষ ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন মহারথ কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কক্ষদহনে প্রবৃত্ত হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রস্থান করিলেন। মহাবীর কর্ণও মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল, কেকয় ও সৃঞ্জয়গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে মহারাজ! আপনার দুর্ম্ম-

স্ত্রণাবশতঃ এইরূপে ক্ষত্রিয়গণ ঐ অনলতুল্য তিন মহারথ কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও বিনষ্ট হইতে লাগিল।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! অনন্তর আপনার পুত্র অপরিমিতবলশালী রাজা দুর্য্যোধন একান্ত ক্রোধাসক্ত হইয়া নয় শরে নকুলকে ও তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন এবং খরধার ক্ষুর দ্বারা সহদেবের কাঞ্চনধ্বজ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন নকুল রোষভরে সাত ও সহদেব পাঁচ শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। দুর্য্যোধনও ক্রোধাসক্ত হইয়া পাঁচ পাঁচ শরে সেই মহাধনুর্দ্ধর যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া দুই ভল্লে কার্ম্মুক ও শর ছেদন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে ত্রিসপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন দেবকুমার সদৃশ মহাবীর নকুল ও সহদেব সত্বরে ইন্দ্র-চাপ সদৃশ অন্য দুই কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া মহামেঘ যেমন শৈলোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ দুর্য্যোধনের উপর শরধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া ঐ মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডুনন্দনদ্বয়কে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তৎকালে কেবল তাঁহার শরাসন মণ্ডলীকৃত ও শরনিকর নিরন্তর নিপতিত হইতেছে, ইহা নেত্রগোচর হইল। তিনি দিনকরের করনিকরের ন্যায় শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিলেন। মহারাজ! এইরূপে সমরভূমি শরময় ও গগনমণ্ডল শরসমাচ্ছন্ন হইলে পর, মহাবীর নকুল ও সহদেবের মূর্ত্তি সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন মহারথগণ দুর্য্যোধনের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া মাদ্রীতনয়দ্বয়কে মৃত্যুসমীপে উপনীত বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ঐ সময় পাণ্ডবসেনাপতি মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন নকুল ও সহদেবকে অতিক্রমপূর্ব্বক দুর্য্যোধনসমীপে উপনীত হইয়া শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অমর্ষপরায়ণ দুর্য্যোধনও ধৃষ্টদ্যুম্নকে প্রথমতঃ পঞ্চবিংশতি ও তৎপরে পঞ্চষষ্টি শরে বিদ্ধ করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্রাস্ত্রে তাঁহার শর, শরাসন ও অঙ্গুলিত্রাণ ছেদন পূর্ব্বক সিংহ-নাদ করিতে লাগিলেন। তখন অরাতিনিপাতন ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য এক ভারসহ শরাসন গ্রহণ করিয়া রোষারুণনেত্রে দুর্য্যোধনের নিধনবাসনায় গর্জ্জনকারী পন্নগের ন্যায় পঞ্চদশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। সেই কঙ্ক-পত্রপরিশোভিত শিলাশাণিত নারাচনিচয় নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র দুর্য্যোধনের হেমময় বর্ম্ম ভেদ করিয়া মহাবেগে বসুধাগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন

রাজা দুর্য্যোধন সেই ধৃষ্টদ্যুম্ননিক্ষিপ্ত নারাচে অতিমাত্র বিদ্ধ, ছিন্নবর্ম্ম ও জর্জ্জরীকৃতগাত্র হইয়া বসন্তকালীন কুসুমিত কিংশুক তরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর ঐ মহাবীর ক্রোধান্বিত হইয়া এক ভল্ল দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক সত্বরে দশ বাণে তাঁহার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল বিদ্ধ করিলেন। মধুলিপ্সু ভ্রমরগণ যেমন প্রফুল্ল পঙ্কজের শোভা উৎপাদন করে, তদ্রূপ সেই দুর্য্যোধননিক্ষিপ্ত কর্ম্মারপরিমার্জ্জিত নারাচনিকর দ্রুপদনন্দনের মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিল। অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্য এক বাণ ও ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ করিয়া পাঁচ ভল্লে দুর্য্যোধনের অশ্ব ও সারথিকে সংহার, এক ভল্লে চাপচ্ছেদন এবং দশ ভল্লে সুসজ্জিত রথ, ছত্র, শক্তি, খড়্গ, গদা ও ধ্বজ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন নরপতিগণ কুরুপতির স্বর্ণাঙ্গদবিভূষিত বিচিত্র মণিময় নাগধ্বজ ছিন্ন ভিন্ন দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহারাজ! এই রূপে রাজা দুর্য্যোধন বিরথ ও ছিন্নায়ুধ হইলে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে যত্ন সহকারে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দণ্ডধার ধৃষ্টদ্যুম্নের সাক্ষাতেই অসম্ভ্রান্তচিত্তে দুর্য্যোধনকে স্বরথে আরোপিত করিয়া রণস্থল হইতে অপসৃত হইলেন।

এদিকে মহাবল সূতপুত্র সাত্যকিকে পরাজয় করিয়া দুর্য্যোধনের হিতসাধনার্থ দ্রোণঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সাত্যকিও মাতঙ্গ যেরূপ প্রতিপক্ষ মাতঙ্গের জঘনস্থলে দন্তাঘাত করে, তদ্রূপ কর্ণের পশ্চাদ্ভাগে শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামী হইলেন।

হে রাজন্! তখন কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের মধ্যস্থলে বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে আরম্ভ হইল। কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় কোন বীরই তৎকালে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলেন না।

অনন্তর মহারথ কর্ণ সত্বরে পাঞ্চালগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই মধ্যাহ্নসময়ে উভয়পক্ষে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্য সমুদয় বিনষ্ট হইতে লাগিল। তখন বিহঙ্গমগণ যেরূপ আবাসবৃক্ষে ধাবমান হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ কর্ণকে পরাজয় করিবার অভিলাষে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর কর্ণও ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত ব্যাঘ্রকেতু, সুশর্ম্মা, চিত্র, উগ্রায়ুধ, জয়শুক্র, রোচমান ও সিংহসেন এই কয়েকটী পাঞ্চালদেশীয় প্রধান প্রধান বীরকে লক্ষ্য করিয়া শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ সকল বীরগণ রথসমূহ দ্বারা মহারথ কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। কর্ণ তদ্দর্শনে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মহাস-

গ্রামে প্রবৃত্ত সেই আট জন মহাবীরকে সুশাণিত আট রেশ সমাচ্ছন্ন করিয়া সমরবিশারদ অন্যান্য অসংখ্য বীরকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি জিষ্ণু, জিষ্ণুকর্ম্মা, দেবাপি, ভদ্র, দণ্ড, চিত্রায়ুধ, হরি, সিংহকেতু, রোচমান, শলভ এবং চেদিদেশীয় বহুসংখ্যক মহারথকে বিনাশ করিলেন। ঐ বীরগণের বধসময়ে কর্ণের শরীর রুধিরাক্ত হইয়া রুদ্রদেবের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। তখন করিনিকর কর্ণ শরনিকরে তাড়িত ও নিতান্ত ভীত হইয়া সমরক্ষেত্র একান্ত আকুলিত করিয়া, চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল এবং কতকগুলি কর্ণশরে নিহত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে করিতে বজ্রবিদলিত অচলের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। নিহত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যের দেহে মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্রের গমনপথ সমাকীর্ণ হইল।

হে রাজন্! মহাতেজা কর্ণ তৎকালে যে প্রকার কার্য্য সম্পাদন করিলেন, মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ বা আপনার পক্ষীয় কোন যোদ্ধাই তদ্রূপ ভয়াবহ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। তিনি বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্যগণকে বিমর্দ্দিত করিলেন এবং কেশরী যেমন মৃগকুলমধ্যে নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করে তদ্রূপ পাঞ্চালগণের মধ্যে অকুতোভয়ে সঞ্চরণ করিয়া তাহাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। মৃগযূথ যেরূপ সিংহমুখে নিপতিত হইয়া কখনই জীবন ধারণে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ ঐ সকল মহারথগণ কর্ণের নিকটবর্ত্তী হইয়া আর জীবিত রহিল না। মনুষ্যগণ যেমন অগ্নিতে পতিত হইয়া দগ্ধ হয়, তদ্রূপ সৃঞ্জয়গণ কর্ণের রোষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। হে রাজন্! এই রূপে চেদি, কৈকেয় ও পাঞ্চালগণ মধ্যে বহুসংখ্যক বীরই স্ব স্ব নাম উচ্চারণ করত কর্ণকর্তৃক নিহত হইল। হে রাজন্! মহাবীর কর্ণের পরাক্রম দর্শনে আমার বিবেচনা হইয়াছিল যে, পাঞ্চালগণের মধ্যে এক জনও জীবনসত্বে অধিরথতনয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির পাঞ্চালগণকে যুদ্ধে কর্ণ কর্তৃক নিহত দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সহদেব, নকুল, জনমেজয়, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও প্রভদ্রকগণ এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক বীর পুরুষ অগ্রসর হইয়া সূতপুত্রের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ গরুড় যেমন সর্পগণকে আক্র-

খণ্ড করে, তদ্রূপ একাকী সেই সকল চেদি, পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর তাহাদিগের সহিত সূতপুত্রের দেবাসুরযুদ্ধ সদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। দিবাকর যেমন তমোরাশি নিরাস করেন, তদ্রূপ কর্ণ একাকী অসম্ভ্রান্ত চিত্তে সেই একত্র সমবেত শরবর্ষী মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে পরাজিত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! ভীমপরাক্রম ভীমসেন সূতপুত্রকে পাণ্ডবগণের সহিত সমরে সমুদ্যত দেখিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে যমদণ্ড সদৃশ শরনিকর দ্বারা চারিদিকে কৌরবসেনাগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মহাধনুর্দ্ধর একাকী বাহ্লীক, কৈকেয়, মৎস্য, বাসাত্য, মদ্র ও সৈন্ধব-গণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করত সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। হস্তা-রোহী মাতঙ্গগণ তাঁহার শরসমূহে মর্ম্মস্থানে তাড়িত হইয়া ভূতলে নিপ-তিত হইতে লাগিল এবং ভূতলে নিপতনসময়ে মেদিনীমণ্ডল বিকম্পিত করিতে লাগিল। হতারোহী অশ্বগণ ও পদাতি সমুদায় ভীমশরে নির্ভিন্নগাত্র ও গতপ্রাণ হইয়া অনবরত রুধির বমন করত সমরশয্যায় শয়ন করিল। সহস্র সহস্র রথী ভীমভয়ে ভীত ও পতিতায়ুধ হইয়া প্রাণত্যাগপূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন ভীমসেনের শর-নিকরে সমাচ্ছন্নকলেবর অশ্বারোহী, সারথি, পদাতি, অশ্ব ও গজ সমূহে বসুধাতল পরিব্যাপ্ত হইল। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ ভীমভয়ে ভীত, নিষ্প্রভ, নিরুৎসাহ ও দীনভাবাপন্ন হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করত শরৎকালীন নিশ্চল মহার্ণবের ন্যায় শোভমান হইল। হে রাজন্! উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর সংহারে প্রবৃত্ত হইয়া রুধিরধারায় পরিবৃত ও আর্দ্র হইল; কিন্তু তথাপি পরস্পর হতাহত করত পরস্পরসন্নিধানে গমন করিতে লাগিল। এইরূপে ক্রোধপরবশ কর্ণ পাণ্ডববাহিনীকে ও ভীমপরাক্রম ভীমসেন কৌরববাহিনীকে বিদ্রাবিত করত অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

হে রাজন্! সেই অদ্ভুত দর্শন ঘোরতর যুদ্ধকালে জয়শীল অর্জ্জুন বহুসংখ্যক সংশপ্তকগণকে সংহার করিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আমাকে যে সকল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহারা এক্ষণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। মহারথ সংশপ্তকগণ আমার বাণ নিবারণ করিতে না পারিয়া সিংহশব্দার্ত্ত মৃগযূথের ন্যায় অনুগামিগণের সহিত পলায়ন করিতেছে। এ দিকে সৃঞ্জয়সৈন্যগণ কর্ণশরে বিদলিত হইতেছে। ঐ দেখ, ধীমান্ সূতপুত্রের হস্তিকক্ষাচিহ্নিত রথকেতু সৈন্যমধ্যে সুশোভিত

রহিয়াছে। এ মহাবীর হৃষ্টচিত্তে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতেছে। অন্য কোন মহারথই উহাকে পরাজয় করিতে পারিবেন না। কর্ণ যেরূপ বীর্য্যশালী, তাহা তোমার বিদিত আছে। অতএব ঐ বীর পুরুষ যে স্থানে আমাদিগের সৈন্য সকল বিদ্রাবিত করিতেছেন, তুমি এক্ষণে সংশপ্তকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তথায় গমন কর; ইহাই আমার অভিপ্রেত। হে কৃষ্ণ! তোমার যাহা অভিরুচি হয়, সম্প্রতি তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যেন হাস্য করত তাঁহারে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে কৌরবগণকে সংহার কর।

হে মহারাজ! তখন ধনঞ্জয়ের হংসবর্ণ অশ্বগণ বাসুদেব কর্তৃক পরিচালিত হইয়া আপনার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। অশ্বগণের প্রবেশ কালে ভবদীয় সৈন্যগণের চতুর্দ্দিক্ ভগ্ন হইয়া পড়িল। ধনঞ্জয়ের সেই কপিধ্বজ রথ মেঘগর্জ্জন তুল্য ঘোরতর শব্দ করিয়া পতাকা উড্ডীন করিতে করিতে বিমান যেমন আকাশপথে গমন করে, তদ্রূপ আপনার সৈন্যমধ্যে গমন করিল। তখন মহাপ্রভাব সম্পন্ন কেশব ও অর্জ্জুন আপনার সৈন্যগণকে প্রভগ্ন করত তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক রোষাবেশে লোহিতলোচন হইয়া সাতিশয় শোভমান হইতে লাগিলেন। যাজ্ঞিকগণ দেবপ্রধান অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে বিধিপূর্ব্বক আহ্বান করিলে, তাঁহারা যেমন যজ্ঞস্থলে আগমন করেন, তদ্রূপ সেই যুদ্ধনিপুণ কেশবার্জ্জুন সমরে সমাহূত হইয়া সমরযজ্ঞে সমাগত হইলেন এবং মহারণ্যমধ্যে তলশব্দে রোষাবিষ্ট মাতঙ্গযুগলের ন্যায় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় রথসৈন্য ও অশ্ব সমূহে আলোড়িত করত পাশহস্ত যমের ন্যায় বাহিনী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! সেই সময় অর্জ্জুনকে স্বদীয় সৈন্যমধ্যে বিক্রম প্রকাশ করিতে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন পুনরায় সংশপ্তকগণকে প্রেরণ করিলেন।

হে রাজন্! তখন সংশপ্তক মহারথগণ এক সহস্র রথ, তিন শত হস্তী, চতুর্দ্দশ সহস্র তুরঙ্গ ও দুই লক্ষ প্রসিদ্ধ লক্ষ্যবেধী শৌর্য্যসম্পন্ন ধনুর্দ্ধারী পদাতি সমভিব্যাহারে চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকর বর্ষণ করিয়া পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুনকে সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করত তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেন। তখন শত্রুঘাতী অর্জ্জুন সংশপ্তকগণের সায়ক সমূহে আচ্ছাদিত হইয়া আপনাকে পাশহস্ত অন্তক সদৃশ সাতিশয় ভীষণমূর্ত্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং সংশপ্তকগণের বধসাধন করিয়া মধুরদর্শন হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর ঐ মহাবীর পার্থ বিদ্যুৎসদৃশ প্রভাশালী সুবর্ণভূষিত শরজালে সমুদয় নভোমণ্ডল এরূপ আচ্ছন্ন করিলেন যে, তাহাতে আর কিছুমাত্র স্থান রহিল না। হে রাজন্! অর্জ্জুনের বাহুবিমুক্ত শরনিকরে নভোমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে, বোধ হইতে লাগিল যে, আকাশমণ্ডল ভুজঙ্গসমূহে আচ্ছাদিত হইয়াছে। ফলত মহাবীর ধনঞ্জয় সকল দিকেই সুবর্ণপুঙ্খ সুতীক্ষ্ণাগ্র সন্নতপর্ব্ব শর সমস্ত নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তলশব্দ শ্রবণে সকলেই এইরূপ বোধ করিল যে, ভূতল, আকাশমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল, সমুদ্র ও পর্ব্বত সকল যেন বিদীর্ণ হইতেছে।

এই রূপে মহাবল কুন্তীনন্দন দশ সহস্র মহীপালকে সংহার করিয়া সংশপ্তকগণের প্রপক্ষাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং কাম্বোজগণ পরিরক্ষিত সেই প্রপক্ষ সৈন্যের সন্নিহিত হইয়া, ইন্দ্র যেরূপ দানবদল দলন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বল পূর্ব্বক শরবৃষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে প্রমথিত করিতে লাগিলেন। তিনি ভল্লপ্রহারে বিপক্ষগণের শস্ত্রযুক্ত বাহু ও মস্তক সমস্ত অবিলম্বে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন তাহারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিহীন ও অস্ত্রশূন্য হইয়া বাতভগ্ন বহুশাখাসমন্বিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে অশ্ব, গজ, রথ ও পদাতিগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বয়দ্বারা তদীয় পরিঘতুল্য বাহুযুগল এবং ক্ষুরাস্ত্রদ্বারা পূর্ণচন্দ্রসদৃশ বদনযুক্ত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন সুদক্ষিণানুজ রক্তাক্তকলেবর হইয়া বাহনপৃষ্ঠ হইতে বজ্র বিদারিত মনঃশীলাশৈল শিখরের ন্যায় নিপতিত হইলেন। দর্শকগণ সেই উন্নতদেহ কমললোচন প্রিয়দর্শন সুদক্ষিণের কনিষ্ঠ সহোদরকে কাঞ্চন স্তম্ভের ন্যায় ও বিদীর্ণ সুমেরু শৈলের ন্যায় নিপতিত দর্শন করিলেন।

হে রাজন্! অনন্তর পুনরায় ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই সংগ্রামে যাহারা প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদিগেরও নানাপ্রকার অবস্থা সংঘটিত হইল। হে ভারত! তখন কাম্বোজ, যবন ও শকদেশীয় অশ্বগণ অর্জ্জুনের এক এক শরে নিহত ও রুধিরাক্ত কলেবর হওয়াতে সমুদায়ই শোণিতময় হইল। ঐ সময় অশ্বসারথিবিহীন রথী, আরোহিশূন্য অশ্ব, মহামাত্রহীন হস্তী ও হস্তিবিহীন মহামাত্রগণ পরস্পরের সংহারে প্রবৃত্ত হইলে, উভয় পক্ষে ঘোরতর জনক্ষয় সমুপস্থিত হইল। মহাবীর অর্জ্জুন

সংশপ্তকগণের পক্ষ ও প্রপক্ষ নিহত করিলে, মহাবীর অশ্বত্থামা সূর্য্যের ন্যায় কিরণ সম্পন্ন ঘোরতর শরনিকর ধারণ ও সুবর্ণ বিভূষিত শরাসন বিকম্পিত করত সত্বরে তাঁহার নিকট ধাবমান হইলেন এবং ক্রোধভরে মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক লোহিতলোচন হইয়া দণ্ডধারী ক্রোধান্ধ কৃতান্তের ন্যায় আকার ধারণ করত উগ্রতর শর বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডব-পক্ষীয় সৈন্যগণ অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত শর সমূহ দ্বারা সমাহত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। হে রাজন! অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা বাসু-দেবকে রথস্থ দর্শন করিবামাত্র পুনরায় উগ্রতর শর বর্ষণ করিতে লাগি-লেন। দ্রোণাত্মজ নিক্ষিপ্ত সায়ক সকল চতুর্দ্দিকে পতিত হইয়া রথস্থিত কৃষ্ণ ও ধনঞ্জয় উভয়েই আচ্ছাদিত করিল। এ সময় প্রতাপশালী অশ্ব-ত্থামা তীক্ষ্ণতর শরশত দ্বারা মাধব ও পাণ্ডবকে সমরে বিচেতনপ্রায় করিলেন। তদ্দর্শনে স্থাবরজঙ্গমাত্মক প্রাণিগণ হাহাকার করিতে লাগিল। তখন সিদ্ধ ও চারণগণ সেই চরাচররক্ষক কৃষ্ণার্জ্জুনকে শর-সমাচ্ছন্ন দেখিয়া "অদ্য সর্ব্বরূপের কিরূপে মঙ্গল হইবে" এই রূপ চিন্তা করত চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিলেন। হে মহাবাহ! মহাবীর অশ্বত্থামা কৃষ্ণার্জ্জুনকে শর সমাচ্ছন্ন করিয়া যাদৃশ পরাক্রম প্রকাশ করি-লেন, আমি পূর্ব্বে আর কখনই কাহারও তাদৃশ বিক্রম সন্দর্শন করি নাই। এই সময় আমি দ্রোণাত্মজের সিংহনাদের ন্যায় শত্রুকুল ভয়াবহ শরাসননির্ঘোষ বারম্বার শ্রবণ করিলাম। তিনি যখন বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে শররাজি বর্ষণ পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার ধনুর্জ্যা জলধরমধ্যবর্ত্তিনী সৌদামিনীর ন্যায় শোভমান হইল। হে মহারাজ! এ সময়ে তাঁহার কলেবর এরূপ দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল যে, মহাযশা অর্জ্জুন সাতিশয় ক্ষিপ্রকারী ও দৃঢ়হস্ত হইলেও সেই দ্রোণা-ত্মজকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিমোহিত হইয়া আপনার পরাক্রম নিহত বোধ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন ও আচার্য্যপুত্রের এইরূপ ভীষণ সংগ্রামে, মহাত্মা বাসুদেব দ্রোণপুত্রকে অধিকবল এবং অর্জ্জুনকে ন্যূনবল অবলোকন পূর্ব্বক সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অশ্বত্থামা ও ধনঞ্জয়কে লোচন দ্বারা দগ্ধ করিয়াই যেন বারম্বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি সপ্রণয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আজি আমি তোমার পক্ষে ইহা অতি আশ্চর্য্য দেখিতেছি যে, দ্রোণপুত্র তোমারে যুদ্ধে অতিক্রম করিয়াছে। হে

পার্থ! আজি কি তোমার বীর্য্য ও বাহুবল অবসন্ন হইয়াছে? তোমার হস্তে বা রথে কি গাণ্ডীব বিদ্যমান নাই? তোমার মুষ্টি ও বাহুযুগলের কি কোন আঘাত ঘটিয়াছে? আজি আমি যে, অশ্বত্থামাকে রণস্থলে তোমা অপেক্ষা সমধিক পরাক্রম প্রকাশ করিতে অবলোকন করিতেছি, ইহার কারণ কি? হে পার্থ! এ সময় দ্রোণতনয়কে গুরুপুত্র বলিয়া উপেক্ষা করিও না।

হে রাজেন্দ্র! মহাবীর অর্জ্জুন মহাত্মা বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া সত্বরে চতুর্দ্দশ ভল্ল গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্বত্থামার কার্ম্মুক, ধ্বজ, ছত্র, পতাকা, রথ, শক্তি ও গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং অবিলম্বে বৎসদন্ত শরনিকরে তাঁহার জত্রুদেশে প্রহার করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধ্বজযষ্টি অবলম্বন করত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সারথি তাঁহাকে পার্থশরে নিপীড়িত ও সংজ্ঞাবিহীন অবলোকন করিয়া অর্জ্জুনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত রণস্থল হইতে অপসারিত করিল। এই অবসরে শত্রুবিনাশন ধনঞ্জয় দুর্য্যোধনের সমক্ষেই শত সহস্র কৌরবসৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ? আপনার কুমন্ত্রণাতেই কৌরবসৈন্যগণ তৎকালে সমরে এইরূপ আহত ও নিহত হইল। ঐ সময় ক্ষণকাল মধ্যেই মহাবীর অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে; বৃকোদর কৌরবগণকে এবং কর্ণ পাঞ্চালগণকে বিমর্দ্দিত করিলেন। হে বিশাম্পতে! বীরজনধ্বংসকারক রণক্ষেত্রে এইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, অসংখ্য কবন্ধ সমুত্থিত হইল। হে ভরতসত্তম! তৎকালে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শরপ্রহারবেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া রণস্থল হইতে এক ক্রোশ দূরে গমন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৮।

হে রাজন্! অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন কর্ণসমীপে উপনীত হইয়া মদ্ররাজ শল্য ও অন্যান্য মহারথগণকে লক্ষ্য করিয়া সূর্য্যতনয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূতপুত্র! আত্মসদৃশ বীর্য্যসম্পন্ন জনগণের সহিত যুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের প্রার্থনীয়। এক্ষণে তাহা উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রকার যুদ্ধ করাই ক্ষত্রিয়গণের সুখজনক, সন্দেহ নাই। এই যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে উহাদিগের স্বর্গদ্বার স্বেচ্ছাক্রমে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে শূর-

গণ হয় সমরে পাণ্ডবগণকে নিপাতিত করিয়া ঋদ্ধিমতী বসুমতী লাভ করুন, অথবা শত্রুকর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হউন।

হে মহারাজ! প্রধান প্রধান ক্ষত্রিয় সকল দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ ও নানা প্রকার বাদিত্র ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা আপনার যোধপুরুষদিগকে অধিকতর আনন্দিত করিয়া কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়গণ! আমার পিতা সমুদায় সৈন্য-গণের ও তোমাদিগের সমক্ষে শস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিলে পর, নরাধম ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে বধ করিয়াছে। অতএব আমি সেই পিতৃবধজনিত ক্রোধ এবং বন্ধুবর দুর্য্যোধনের উপকারের নিমিত্ত তোমাদিগের নিকট যাহা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি পাপাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ না করিয়া কদাচ কবচ পরিত্যাগ করিব না। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হয়, তাহা হইলে আমার স্বর্গলাভ হইবে না। আজি কি অর্জ্জুন, কি ভীমসেন যে ব্যক্তি সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষার্থে আগমন করিবে, আমি তাহাকেই শরদ্বারা বিনাশ করিব।

দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিলে, সমস্ত কৌরবসৈন্য একত্র মিলিত হইয়া পাণ্ডবদিগের ও পাণ্ডবগণ কৌরবদিগের অভিমুখীন হইলেন। অনন্তর উভয়পক্ষীয় রথিগণের যুগান্তকালতুল্য অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন দেবগণ, অপ্সরোগণ ও অপরাপর প্রাণিগণ নরবীর-দিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অপ্সরারা প্রহৃষ্টচিত্তে স্বকার্য্যসাধনকুশল বীরপুরুষদিগকে নানাবিধ দিব্য মালা, গন্ধ ও রত্ন দ্বারা ব্যাপ্ত করিলেন। সমীরণ সেই সমস্ত সুগন্ধ বহন করিয়া সমুদায় যোধদিগকে আমোদিত করিতে লাগিল। যোধগণ সুগন্ধি বায়ু সেবনে আহ্লাদিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। সেই সময় রণস্থলী দিব্য মালা, স্বর্ণপুঙ্খ বিচিত্র শরজাল ও যোধগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া নক্ষত্রমালাবিরাজিত আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন দেব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি আকাশচারিগণ সাধু-বাদ দ্বারা জ্যানির্ঘোষ, নেমিনিস্বন ও সিংহনাদসমাকীর্ণ রণস্থলকে সমা-কুল করিলেন।

একোন ষষ্টিতম অধ্যায়। ৫৯।

হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর ভীমার্জ্জুন ও কর্ণ কোপান্বিত হইলে, ভূপালদিগের এই রূপ ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অমিতপরাক্রম অর্জ্জুন দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যান্য মহারথদিগকে পরাজয় করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মহাবাহো! ঐ দেখ, পাণ্ডবসৈন্য চতুর্দ্দিকে প্রক্রুত হইতেছে। মহাবীর কর্ণও অস্মৎপক্ষীয় মহারথগণকে নিপীড়িত করিতেছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বা তাঁহার ধ্বজদণ্ড আমার নয়নগোচর হইতেছে না। দিবসের দুই ভাগ গত হইয়াছে, এক ভাগমাত্র অবশিষ্ট আছে। বিশেষতঃ কৌরবপক্ষীয় বীরগণের মধ্যে কেহই আর আমার সহিত সংগ্রাম করিতেছে না। অতএব তুমি এই সময় আমার প্রিয় কার্য্যসাধনার্থ যুধিষ্ঠির সমীপে গমন কর। আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কুশলী দেখিয়া পুনর্ব্বার শত্রুদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনবাক্য শ্রবণে শীঘ্র যুধিষ্ঠিরসমীপে রথ চালন করিলেন।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির ও মহারথ সৃঞ্জয়গণ একমাত্র মৃত্যুকেই সংগ্রামে নিবর্ত্তনকারী স্থির করিয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। মহাত্মা গোবিন্দ সেই সংগ্রামভূমিতে অসংখ্য বীরকে বিনষ্ট দেখিয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! ঐ দেখ, দুর্য্যোধনের দুর্নীতিনিবন্ধন পৃথিবীতে ভরতবংশীয় ও অন্যান্য রাজগণের কি অতি ঘোরতর বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে! ঐ দেখ, মৃত ধনুর্দ্ধরদিগের স্বর্ণপৃষ্ঠ কার্ম্মুক, মহামূল্য তূণীর, সুবর্ণপুঙ্খ আনতপর্ব্ব শর, নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ সুপরিষ্কৃত নারাচ, গজদন্তনির্ম্মিত মুষ্টিযুক্ত খড়্গ, কনকখচিত চর্ম্ম, স্বর্ণময় প্রাস, কনকভূষণ শক্তি, স্বর্ণপট্টবদ্ধ মহাগদা, কনকময় ঋষ্টি, স্বর্ণভূষিত পট্টিশ, স্বর্ণদণ্ডযুক্ত পরশু, অয়োনির্ম্মিত কুন্ত, গুরুতর মুষল, বিচিত্র শতঘ্নী, বিপুল পরিঘ, চক্র ও তোমর ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে। জয়াভিলাষী বীরগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক নিহত হইয়াও জীবিতের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন। ঐ দেখ, সহস্র সহস্র যোধ পুরুষ গদাপ্রহারে চূর্ণগাত্র, মুষলাঘাতে ভিন্নমস্তক ও হস্ত্যশ্বরথ দ্বারা মথিত হইয়াছে। হে পরন্তপ! শর, শক্তি, ঋষ্টি, পট্টিশ, ঘোরতর লৌহনির্ম্মিত পরিঘ, কুন্ত, পরশু ও অশ্বগণের খুরের প্রহারে ছিন্ন ভিন্ন শোণিতাক্ত মনুষ্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের শরীর সমূহে সংগ্রামস্থল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, বীরগণের সুবর্ণালঙ্কৃত কেয়ূরান্বিত অঙ্গলত্র চন্দনচর্চ্চিত ছিন্ন বাহু, অঙ্গুলিত্র সমন্বিত অলঙ্কৃত ভুজাগ্র, গজশুণ্ড-

তুল্য উরু ও অত্যুত্তম চূড়ামণিবদ্ধ কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক সমূহে রণভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ শোণিতদিগ্ধ কবন্ধগণ চতুর্দ্দিকে সমুত্থিত হওয়াতে সমরাঙ্গন শাস্ত্রজ্বাল হুতাশনে সমাবৃত বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, স্বর্ণকিঙ্কিণীযুক্ত অত্যুৎকৃষ্ট রথ সকল বহু প্রকারে ভগ্ন হইয়া পতিত রহিয়াছে। ঐ দেখ, অশ্ব সকল শরসমাহত ও বিনির্গতান্ত্র হইয়া পতিত রহিয়াছে। ঐ দেখ, অনুকর্ষ, তূণীর, বিবিধ ধ্বজ, পতাকা, মহারথদিগের মহাশঙ্খ, শুভ্রবর্ণ চামর সকল ইতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বততুল্য প্রকাণ্ড গজ সকল জিহ্বা বহির্গত করিয়া শয়ন করিয়াছে। ঐ দেখ, বিচিত্র পতাকাশোভিত নিহত তুরঙ্গ, গজবাজিগণের পৃষ্ঠস্থ বিচিত্র চিত্রকম্বল, স্বর্ণখচিত রথাঙ্কুশ, পতিত মাতঙ্গগণের শরীরাঘাতে বহুধাভগ্ন ঘণ্টা, বৈদূর্য্যদণ্ড, অঙ্কুশ, অশ্বারোহিগণের ভুজাগ্রবদ্ধ সুবর্ণরচিত কশা, বিচিত্র মণিখচিত সুবর্ণবিভূষিত রঙ্কুচর্ম্মনির্ম্মিত অশ্বাস্তরণ, নরপতিগণের চূড়ামণি, বিচিত্র কাঞ্চনমালা, ছত্র ও ব্যজন সকল চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বীরগণের চন্দ্র ও নক্ষত্র তুল্য দীপ্তিসম্পন্ন মনোহর কুণ্ডল-মণ্ডিত শ্মশ্রুযুক্ত বদন সমূহে বসুন্ধরা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। ঐ দেখ, অনেকে গাঢ়তর আহত ও নিপতিত হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতেছে এবং উহাদিগের জ্ঞাতিগণ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে উহাদিগের শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। জয়াভিলাষী বীরগণ রোষভরে মৃত যোধগণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া অন্যান্য বীর-গণের সহিত যুদ্ধার্থ ধাবমান হইতেছে। সমরসমাহত শয়ান জ্ঞাতিবর্গ জল প্রার্থনা করাতে অনেকে জল আনয়ন করিতে ধাবমান হইতেছে। অনেকে বান্ধবগণের নিমিত্ত জল আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে বিচে-তন দর্শনে জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক আক্ষেপ করিতে করিতে গমন করি-তেছে। কেহ কেহ জল পান করিতে করিতেই প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে। বান্ধবপ্রিয় বীরগণ সেই প্রিয় বান্ধবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ ধাব-মান হইতেছে। আর অন্যান্য যোধগণ অধরোষ্ঠ সংদংশন করত ভ্রুকুটী বন্ধন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে।

হে মহারাজ! মহাত্মা কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এইরূপ বলিতে বলিতে যুধিষ্ঠিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও ধর্ম্মরাজকে দেখিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া কৃষ্ণকে বারম্বার ত্বরান্বিত করিতে লাগিলেন। তখন মাধব সত্বর হইয়া অর্জ্জুনকে সেই সমরভূমি প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডব! ঐ দেখ, কৌরবপক্ষীয় ভূপতিগণ যুধিষ্ঠিরের

প্রতি ধাবিত হইতেছেন। মহাবীর কর্ণ যুদ্ধস্থলে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। মহাধনুর্দ্ধর বৃকোদর যুদ্ধে ধাবমান হইতেছেন। পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবগণের অগ্রবর্ত্তী যোদ্ধা ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ বীরগণ তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। পাণ্ডবসৈন্যগণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া কৌরবসৈন্যগণকে নিপীড়িত করাতে তাহারা পলায়নপর হইতেছে। মহাবীর রাধানন্দন রণপরাঙ্মুখ কৌরবসৈন্যগণকে অবরোধ করিতেছে। ঐ দেখ, ইন্দ্রসমপরাক্রম শস্ত্রধারীদিগের অগ্রগণ্য দ্রোণনন্দন কালান্তক যমের ন্যায় সংগ্রামে গমন করিতেছে। মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়াছে। ঐ দেখ, সৃঞ্জয়গণ সংগ্রামে নিহত হইতেছে।

হে মহারাজ! এইরূপে বসুদেবকুমার কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সমস্ত সংগ্রাম বিবরণ কহিলেন। অনন্তর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় সৈনিকগণ জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে লাগিল। হে ভূমিপাল! আপনার দুর্মন্ত্রণাতেই তৎকালে ভবদীয় ও শত্রুপক্ষীয় বহুসংখ্যক লোকের এই প্রকার বিনাশ উপস্থিত হইল।

—•:•—

ষষ্টিতম অধ্যায়। ৬০।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাবীর কর্ণপ্রভৃতি কৌরব ও যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণ নির্ভয়চিত্তে পুনরায় যুদ্ধার্থ পরস্পর সমাগত হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ও পাণ্ডবদিগের যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সেই ঘোরতর যুদ্ধে শোণিতস্রোত প্রবাহিত ও শৌর্য্যসম্পন্ন সংশপ্তকগণ অল্পমাত্র অবশিষ্ট হইলে, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও পাণ্ডবগণ অন্যান্য রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর সূতপুত্র সেই জয়লাভেচ্ছু বীরগণকে হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধার্থ সমাগত দেখিয়া পর্ব্বত যেমন বারিপ্রবাহকে অবরোধ করে, তদ্রূপ একাকীই তাঁহাদিগের গতিরোধ করিলেন। তখন জলস্রোত যেমন পর্ব্বতে সংলগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সেই মহারথগণ কর্ণকে প্রাপ্ত হইয়াই ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। হে ভারত! অনন্তর সেই বীরগণের তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আনতপর্ব্ব শরদ্বারা কর্ণকে প্রহার করত "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এইরূপ কহিতে লাগিলেন। মহারথ কর্ণও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিজয়াখ্য উৎকৃষ্ট শরাসন বিকম্পিত

করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের আশীবিষ সদৃশ শর ও শরাসন ছেদন করত তাঁহাকে নয় শরে তাড়িত করিলেন। কর্ণনির্ম্মুক্ত বাণ সকল ধৃষ্টদ্যুম্নের কাঞ্চননির্ম্মিত কবচ ভেদ পূর্ব্বক শোণিতলিপ্ত হইয়া ইন্দ্রগোপ কীটকুলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ছিন্ন ধনু পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক ধনু ও আশীবিষ সদৃশ শরনিকর গ্রহণ পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব সপ্ততি শর দ্বারা কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। শত্রুমর্দ্দনকারী কর্ণও আশীবিষ সদৃশ বাণ সমূহ দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন নিশিত শরজালে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহারথ কর্ণও অতিশয় কোপান্বিত হইয়া এক স্বর্ণালঙ্কৃত মৃত্যুদণ্ড সদৃশ শর ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি সেই কর্ণনিক্ষিপ্ত ভীষণ শর ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে আগমন করিতে দেখিয়া লঘুহস্তে তৎক্ষণাৎ উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া যুযুধানকে শরনিকরে নিবারণ করত সাত নারাচ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর সাত্যকিও স্বর্ণমণ্ডিত শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের চক্ষু ও কর্ণের ভীতিজনক অতি ঘোরতর বিচিত্র যুদ্ধ হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ ও সাত্যকির সেই আশ্চর্য্য কার্য্য দর্শনে সকলেরই কলেবর রোমাঞ্চিত হইল।

হে মহারাজ! এই অবসরে পরপুরবিজয়ী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা শত্রুকুলবিনাশন ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট গমন পূর্ব্বক অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, রে ব্রহ্মঘাতক! তুই স্থির হ; অদ্য প্রাণ থাকিতে আমার নিকট পরিত্রাণ পাইবি না। মহাবীর অশ্বত্থামা বারম্বার এইরূপ বলিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে ক্ষিপ্রহস্তে ঘোরতর নিশিত শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। হে ভারত! পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য সমরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক উহাঁকে যেরূপ আপনার মৃত্যুস্বরূপ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পরবীরঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নও অশ্বত্থামাকে আপনার মৃত্যু বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালান্তক যমতুল্য মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনাকে সমরে শস্ত্রের অবধ্য বিবেচনা করিয়া দ্রুতবেগে দ্রোণনন্দনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। মহারথ দ্রোণনন্দনও ধৃষ্টদ্যুম্নকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন ঐ বীরদ্বয় পরস্পরকে দর্শন করিয়া আর পর নাই কুপিত হইলেন। হে মহারাজ! অনন্তর মহাপ্রতাপশালী দ্রোণনন্দন

অশ্বত্থামা সমীপস্থ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পাঞ্চালাপসদ! অদ্য আমি নিশ্চয়ই তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। পূর্ব্বে তুমি আমার পিতাকে বিনাশ করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছ, সেই পাপ তোমাকে অদ্য যার পর নাই সন্তপ্ত করিবে। রে মূঢ়! যদি তুমি পার্থ কর্ত্তৃক রক্ষিত না হইয়া যুদ্ধস্থলে অবস্থান কর, অথবা যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপর না হও, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমাকে বধ করিব।

মহাপ্রতাপশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, দ্রোণনন্দন! আমার যে অসিদণ্ড তোমার রণপ্রিয় পিতার বাক্যে উত্তর প্রদান করিয়াছিল, এক্ষণে সেই খড়্গই তোমারও এই বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে। আমি যখন ব্রাহ্মণাধম তোমার পিতাকে পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক বিনাশ করিয়াছি, তখন কি নিমিত্ত পরাক্রম-প্রভাবে তোমাকেও বিনাশ না করিব? হে মহারাজ! ক্রোধপরায়ণ পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এই বলিয়া নিশিত শর দ্বারা দ্রোণনন্দনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দ্রোণকুমার অশ্বত্থামা সাতিশয় কোপাবিষ্ট হইয়া সন্নতপর্ব্ব বাণজালে ধৃষ্টদ্যুম্নের চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন দিঙ্মণ্ডল, আকাশমণ্ডল ও যোধগণ সেই দ্রোণাত্মজের শরজালপ্রভাবে একবারে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নও সূতপুত্রের সাক্ষাতে অশ্বত্থামাকে শরে সমাচ্ছন্ন করিলেন। রাধানন্দন কর্ণ একাকীই পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, যুধামন্যু ও সাত্যকিকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণতনয়ের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অশ্বত্থামা সেই ছিন্ন কার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর ধনু গ্রহণ করিয়া আশীবিষ সদৃশ ঘোরতর শরনিকর দ্বারা নিমেষমধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন, শক্তি, গদা, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও রথ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে ছিন্নশরাসন, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া সুশাণিত খড়্গ ও চর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। হে মহারাজ! লঘুহস্ত অশ্বত্থামা, ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই ভগ্ন রথ হইতে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই, ভল্ল দ্বারা তাঁহার খড়্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইল।

হে ভারত! এইরূপে ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ ভগ্ন, অশ্ব নিহত, কার্ম্মুক ও খড়্গ ছিন্ন এবং শর প্রহারে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইলেও অশ্বত্থামা কোন ক্রমেই তাঁহাকে বাণ দ্বারা নিহত করিতে পারিলেন না। অশ্বত্থামা

যখন দেখিলেন, অস্ত্র দ্বারা ধৃষ্টদ্যুম্নের বিনাশ সাধন নিতান্ত দুঃসাধ্য, তখন তিনি শরাসন পরিত্যাগ করিয়া গরুড় যেরূপ সর্পগ্রহণাভিলাষে মহাবেগে গমন করে, তদ্রূপ দ্রুপদতনয়ের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে পার্থ! ঐ দেখ, অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের বধসাধনার্থ প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। অতএব এক্ষণে তুমি সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় দ্রোণপুত্রের নিকট হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নকে মোচন কর; নচেৎ অশ্বত্থামা নিশ্চয়ই উহাকে বধ করিবে। মহাত্মা কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া অশ্বত্থামার অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। চন্দ্রপ্রভ অশ্বগণ কেশব কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া মহাবেগে আকাশতল পান করতই যেন অশ্বত্থামার রথাভিমুখে ধাবমান হইল।

তখন অমিতপরাক্রম অশ্বত্থামা কৃষ্ণার্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নবধে দৃঢ়তর যত্ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন দ্রোণাত্মজকে ধৃষ্টদ্যুম্নের আকর্ষণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহার প্রতি শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনের গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত সেই সমস্ত শর বল্মীকান্তর্গামী উরগের ন্যায় অশ্বত্থামার শরীরে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন মহাপ্রতাপশালী অশ্বত্থামা সেই পার্থনিক্ষিপ্ত শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথে আরোহণ ও কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া ধনঞ্জয়কে শরসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঐ অবসরে মহাবীর সহদেব শত্রুনিপাতন ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথে আরোপিত করিয়া যুদ্ধস্থল হইতে অপসারিত করিলেন।

অনন্তর অমিততেজা অর্জ্জুন শরসমূহ দ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন দ্রোণতনয় ক্রোধে সাতিশয় অধীর হইয়া তাঁহার বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থলে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অর্জ্জুন অশ্বত্থামাকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে দ্বিতীয় কালদণ্ড সদৃশ এক নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। নারাচ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অশ্বত্থামার মুখমণ্ডলে নিপতিত হইল। মহাবীর দ্রোণনন্দন সেই নারাচাঘাতে রথোপরি নিষণ্ণ ও বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার সারথি অবিলম্বে তাঁহাকে সংগ্রামভূমি হইতে নিঃসারিত করিল। ঐ সময় মহাবীর কর্ণ কোপাবিষ্ট হইয়া বিজয়াখ্য শরাসন আকর্ষণ ও অর্জ্জুনের প্রতি বারম্বার দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ করিবার অভিলাষ করিতে লাগিলেন। পাঞ্চালগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিমোচিত ও দ্রোণনন্দনকে নিপীড়িত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। নানাবিধ

গিবা বাদ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল। যোধগণ সেই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। তখন বীরবর অর্জ্জুন কৃষ্ণকে কহিলেন, হে সখে! এক্ষণে তুমি সংশপ্তকগণের অভিমুখে অশ্বসঞ্চালন কর। উহাদিগকে বিনষ্ট করাই আমার প্রধান কার্য্য। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই মনোমারুতগামী পতাকাসুশোভিত রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

—*—

একষষ্টিতম অধ্যায়। ৬১।

হে নরেন্দ্র। তখন মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের রথ সঞ্চালন করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়। ঐ দেখ, কৌরবপক্ষীয় মহাবলশালী মহাধনুর্দ্ধরগণ তোমার ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের নিধনাভিলাষে উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। রণদুর্ম্মদ অমিতপরাক্রম পাঞ্চালগণ ধর্ম্মরাজের রক্ষার্থ রোষভরে উহাঁর অনুগামী হইয়াছে। রাজা দুর্য্যোধন কবচ ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক সমরবিশারদ আশীবিষসদৃশ ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সর্ব্বলোকাধিপতি যুধিষ্ঠিরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ ধর্ম্মপুত্রের বিনাশবাসনায় রত্নগ্রহণে ধাবমান অর্থলাভার্থীর ন্যায় উহাঁর অনুগমন করিতেছে; ঐ দেখ, অগ্নি ও ইন্দ্র যেমন অমৃত হরণে সমুদ্যত দানবগণকে রোধ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি ও বৃকোদর যুধিষ্ঠিরাভিমুখে গমনোদ্যত কৌরবসৈন্যগণের গতিরোধ করিতেছেন; কিন্তু মহারথগণের সংখ্যা অধিক হওয়াতে, উহারা শঙ্খ বাদন, কার্ম্মুক বিঘূর্ণন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া ঐ মহাবীরদ্বয়কে অতিক্রম পূর্ব্বক সাগরগমনোদ্যত প্রাবৃট্‌কালীন জলরাশির ন্যায় ধর্ম্মরাজের অভিমুখে গমন করিতেছে। এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের আয়ত্ত হওয়াতে উহাঁকে মৃত্যুমুখে নিপতিত ও হুতাশনে আহুত বলিয়া বোধ হইতেছে। এক্ষণে দুর্য্যোধনের যেরূপ কৌরবসেনা লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, দেবরাজ ইন্দ্রও উহার নিকট পরিত্রাণলাভে সমর্থ নহেন। হে ধনঞ্জয়! কোন্ ব্যক্তি কোপান্বিত যমতুল্য তেজস্বী শরধারাবর্ষী লঘুহস্ত মহারথ দুর্য্যোধনের বাণবেগ সহ্য করিতে পারে? মহাবল দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও সূতপুত্র ইহাঁদিগের এক এক জনের শরবেগে পর্ব্বত সকলও বিদীর্ণ হয়। হে অর্জ্জুন! রণবিশারদ অরাতিনিপা-

জন যুধিষ্ঠির অদ্য এক বার রাধানন্দন কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। ফলতঃ মহাবীর কর্ণ মহাবলশালী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পীড়ন করিতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই। মহারাজ ধর্ম্ম-নন্দন কর্ণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে অপরাপর মহারথীরাও তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিয়াছে। উপবাসব্রতাবলম্বী ভরতকুলপাবন যুধিষ্ঠির নিরন্তর ক্ষমাগুণে অলঙ্কৃত, ক্ষত্রিয়জনোচিত নিষ্ঠুরাচরণে সমর্থ নহেন। উনি কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে উহাঁর জীবন নিতান্ত সংশয়ারূঢ় হইয়াছে। হে ধনঞ্জয়! যখন অমর্ষপরায়ণ বৃকোদর কৌরবগণের বীরনাদ ও শঙ্খধ্বনি বারম্বার সহ্য করিতেছেন, তখন ধর্ম্মরাজের অবশ্যই অশুভ ঘটনা হই-য়াছে। ঐ দেখ, পাপাত্মা সূতনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বিনাশ কর, বলিয়া কৌরব-দিগকে প্রেরণ করিতেছে। মহারথগণ ইন্দ্রজাল, পাশুপত, স্থূণাকর্ণ প্রভৃতি অস্ত্রসমূহে ধর্ম্মরাজকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। যখন মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ জলমগ্ন ব্যক্তির পরিত্রাণার্থে ধাবমান বলবান্ ব্যক্তি-দিগের ন্যায় সত্বরে ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই তিনি শত্রুশরে ব্যথিত ও অবসন্ন হইয়াছেন। উহাঁর রথকেতু আর নেত্রগোচর হয় না; উহা নিশ্চয়ই সূতপুত্রের শরবর্ষণে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, মত্ত মাতঙ্গ যেমন কমলবন বিদলিত করে, তদ্রূপ মহাবলশালী কর্ণ নকুল, সহদেব, সাত্যকি, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, শতানীক এবং পাঞ্চাল ও চেদিগণের সাক্ষাতেই পাণ্ডবসেনা বিনষ্ট করিতেছে। হে পাণ্ডুতনয়! ঐ দেখ, তোমাদের মহারথগণ রথ লইয়া কিরূপে ধাবমান হইয়াছে। মাতঙ্গ-গণ কর্ণশরে অভিহত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দশদিকে পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখ, সূতপুত্রের হস্তিকক্ষাচিহ্নিত রথধ্বজ ইতস্ততঃ সঞ্চারিত হইতেছে। ঐ, রাধানন্দন শত শত শর নিক্ষেপ করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যগণকে সংহার করিতে করিতে ভীমসেনের রথাভিমুখে ধাবমান হই-য়াছে। মহারথ পাঞ্চালগণ সূতপুত্রের শরনিকরে বিদ্রাবিত হইয়া দেব-রাজবিদলিত অসুরগণের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর কর্ণ এক্ষণে পাণ্ডু, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে পরাজিত করিয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ করাতে বোধ হইতেছে যে, ঐ মহাবীর তোমার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ঐ দেখ, সূর্য্যনন্দন এক্ষণে শরাসন বিস্ফারিত করিয়া শত্রুজয়ে পরমাহ্লাদিত দেবগণে পরিবৃত দেবরাজের ন্যায় শোভা পাই-তেছে। ঐ দেখ, কৌরবগণ কর্ণের পরাক্রম দর্শনে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারিত করিতেছে। মহাবল পরা-

ক্রান্ত সূত-নন্দন আমাদিগের সৈন্যগণকে নিতান্ত সন্ত্রাসিত করিয়া কৌরব সৈন্যদিগকে কহিতেছে,হে বীরগণ! তোমরা সত্বরে ধাবমান হও; তোমাদিগের মঙ্গল হউক; যেন সৃঞ্জয়গণ সজীব অবস্থায় তোমাদের নিকট পরিত্রাণ লাভে সমর্থ না হয়। আমরাও তোমাদিগের অনুগমন করিতেছি। হে কুন্তীতনয়! রাধানন্দন কর্ণ কৌরবসৈন্যদিগকে এইরূপে প্রোৎসাহিত করিয়া শরবর্ষণ পূর্ব্বক তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতেছে। হে ধনঞ্জয়! ঐ দেখ, নিশানাথের উদয়ে উদয়গিরি যেরূপ সুশোভিত হয়, আজি মহাবীর সূতনন্দন শত শলাকাসমন্বিত শ্বেত আতপত্র দ্বারা সেইরূপ সুশোভিত হইয়াছে। ঐ মহাবীর কার্ম্মুক বিকম্পিত করিয়া আশীবিষ সদৃশ শরজাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তোমার প্রতি কটাক্ষ পাত করিয়াছে। এক্ষণে নিশ্চয়ই এই দিকে আসিবে। হে কপিকেতন! ঐ দেখ,রাধানন্দন এইদিকে কপিধ্বজ দর্শনে তোমার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া অনলে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় আগমন করিতেছে। দুর্য্যোধন কর্ণকে একাকী দেখিয়া উহার রক্ষার্থ স্বীয় রথসৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছে। অতএব তুমি এক্ষণে রাজ্য, যশ ও সুখলাভার্থী হইয়া পরম যত্নসহকারে উহাদিগের সহিত সূতপুত্রকে বিনাশ কর। হে পার্থ! তুমি ও সূতনন্দন সুরাসুরের ন্যায় অকাতরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রোধাবিষ্ট দুর্য্যোধন তোমাদিগের উভয়কে সংক্রুদ্ধ দেখিয়া কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব তুমি এই সময়ে আপনার পবিত্রতা ও ধর্ম্মরাজের প্রতি কর্ণের ক্রোধ অনুধাবন পূর্ব্বক বর্ত্তমান সময়ের সমুচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হও; যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাবল কর্ণের প্রতি গমন কর। হে অর্জ্জুন! ঐ দেখ, পাঁচ শত মহাবলশালী রথী, পাঁচ সহস্র মাতঙ্গ, দশ সহস্র অশ্ব ও প্রযুত পদাতি একত্র মিলিত হইয়া পরস্পরকে রক্ষা করত তোমার অভিমুখে ধাবমান হইতেছে। অতএব তুমি দ্রুতবেগে মহাবীর কর্ণের সমীপে উপস্থিত হও। ঐ দেখ, সূতনন্দন ক্রোধভরে পাঞ্চালদিগের প্রতি ধাবমান হইয়াছে। ঐ বীরের রথকেতু বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে দৃষ্ট হইতেছে।

হে ভরতকুলপুঙ্গব পার্থ! আমি এক্ষণে তোমারে একটী শুভ সংবাদ প্রদান করিতেছি, ঐ দেখ, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিরাপদে অবস্থান করিতেছেন। ঐ দেখ মহাবাহু ভীমসেন ও সাত্যকি ও সৃঞ্জয়গণে পরিবেষ্টিত হইয়া সেনামুখে অবস্থিত রহিয়াছেন। হে কৌন্তেয়! ঐ দেখ ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও মহাত্মা পাঞ্চালগণ নিশিত শরনিকর দ্বারা কৌরবগণকে সংহার করিতেছেন। দুর্য্যোধনের সৈন্য সবল ভীমনিক্ষিপ্ত শরনিকরে নিপীড়িত

ও শোণিতাক্ত-কলেবর, হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে। হে পার্থ! এক্ষণে উহাদের আকৃতি শস্যবিহীন বসুন্ধরার ন্যায় নিতান্ত দীনদর্শন হইতেছে। ঐ দেখ, শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণ এবং চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রে বিভূষিত পতাকা ও ছত্র সকল ইতস্ততঃ বিকীর্ণ, স্বর্ণরজতনির্ম্মিত তেজঃসম্পন্ন অসংখ্য কেতু এবং হস্তী ও অশ্ব সমুদায় চারিদিকে নিপতিত রহিয়াছে। রথিগণ পাঞ্চালগণের নানাবিধ শরনিকরে নিহত হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইতেছে। পাঞ্চালেরা কৌরবপক্ষীয় আরোহিশূন্য হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায়ের অভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিতেছে এবং ভীমের সাহায্যলাভে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া বিপক্ষসৈন্য বিমর্দ্দিত করত বীরনাদ ও শঙ্খনাদ করিতেছে। হে অর্জ্জুন! পাঞ্চালগণের পরাক্রম অবলোকন কর। ইহারা নিরস্ত্র হইয়াও বিপক্ষগণের অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারাই উহাদিগকে বধ করিতেছে। ঐ দেখ, শত্রুগণের উত্তমাঙ্গ ও বাহু সকল ইতস্ততঃ নিপতিত হইতেছে। পাঞ্চালপক্ষীয় হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহী বীরগণ সকলেই প্রসংশাভাজন; হংসশ্রেণী যেরূপ মানসসরোবর হইতে সরিদ্বরা ভাগীরথীতে উপনীত হয়, তদ্রূপ পাঞ্চালগণ দ্রুতবেগে ধৃতরাষ্ট্রের সৈন্যমধ্যে সমাগত হইতেছে। ঐ দেখ, বৃষভগণ যেরূপ বৃষভগণকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বলবীর্য্য প্রকাশ করে, সেইরূপ কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণ পাঞ্চালগণের নিবারণার্থ পরাক্রম প্রদর্শন করিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরেরা ভীমাস্ত্রবিমর্দ্দিত কৌরব পক্ষীয় সহস্র সহস্র মহারথকে বিনষ্ট করিতেছে। ঐ দেখ, শত্রুগণ পাঞ্চালদিগকে অভিভূত করাতে ভীমপরাক্রম ভীমসেন নিঃশঙ্কচিত্তে বিপক্ষগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কৌরবসৈন্যের অধিকাংশই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। রথিগণ ভয়ব্যাকুলচিত্তে মহাবেগে পলায়ন করিতেছে। ঐ দেখ, কতকগুলি মাতঙ্গ বৃকোদরের সুতীক্ষ্ণ নারাচে নির্দ্দীর্ণগাত্র হইয়া অশনিনির্ভিন্ন শৈল শৃঙ্গের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত এবং কোন কোন মাতঙ্গ সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করত ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর বৃকোদর শত্রুপরাজয়ে পরম প্রীতি লাভ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছেন। ঐ, একজন হস্ত্যারোহী গর্জ্জন করিতে করিতে দণ্ডহস্ত কৃতান্তের ন্যায় তোমরহস্তে করিয়া ভীমসেনকে সংহার করিবার জন্য বেগে আগমন করিতেছিল; মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর সূর্য্যাগ্নিসন্নিভ সুশাণিত দশ নারাচ দ্বারা উহার বাহু ছেদন পূর্ব্বক উহাকে সংহার করিয়া শক্তি ও তোমর সমূহ দ্বারা মহামা

ত্রাধিষ্ঠিত নীলনীরদসদৃশ অন্যান্য মাতঙ্গগণের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ঐ দেখ, তিনি সুতীক্ষ্ণ শরজালে একবারে সাত সাত গজ বিনাশ পূর্ব্বক ধ্বজপতাকা সমস্ত ছেদন করিয়া দশ দশ শরে এক এক মাতঙ্গকে নিপাতিত করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! এক্ষণে ইন্দ্রসমপরাক্রম ভীমসেন কোপাবিষ্ট হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে কৌরবসৈন্যের সিংহনাদ আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। দুর্য্যোধনের তিন অক্ষৌহিণী ভীমসেনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল, বৃকোদর রোষভরে তাহাদের সকলকেই নিবারিত করিয়াছেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত! তখন মহাবলশালী ধনঞ্জয় ভীমসেনের সেই দুষ্কর কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া অবশিষ্ট কৌরবসৈন্যদিগকে শরজালে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। সংশপ্তকগণ ধনঞ্জয়ের শরজালে সমাহত হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং অনেকে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া শোকশূন্য হইল। মহাবলশালী অর্জ্জুনও সন্নতপর্ব্ব শরনিকর দ্বারা কৌরবসেনা নিপাতিত করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়। ৬২।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও বৃকোদর সমরে প্রবৃত্ত এবং আমাদের সৈন্যগণ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া নিরানন্দ ও বিদ্রুত হইলে, কৌরবেরা কি করিল? তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাপ্রতাপশালী কর্ণ ভীমসেনকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধারুণনেত্রে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে ভীমশরে সমরপরাঙ্মুখ অবলোকন পূর্ব্বক পরম যত্ন সহকারে তাহাদিগকে সন্নিবেশিত করিয়া পাণ্ডবাভিমুখে গমন করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ স্ব স্ব কার্ম্মুক বিকম্পিত করিয়া শরজাল বিস্তার করিতে করিতে রাধানন্দনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবলশালী বৃকোদর, শিখণ্ডী, সাত্যকি, জনমেজয়, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও প্রভদ্রকগণ যারপরনাই ক্রুদ্ধ হইয়া জয়লাভার্থ চতুর্দ্দিক্ হইতে কৌরবসৈন্যগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় মহারথগণও

জিঘাংসাপরবশ হইয়া অবিলম্বে পাণ্ডবসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন ॥ তৎকালে অসংখ্য ধ্বজপরিশোভিত চতুরঙ্গ বল আশ্চর্য্যরূপে লক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবলশালী শিখণ্ডী সূতপুত্রের, ধৃষ্টদ্যুম্ন সেনাপরিবেষ্টিত দুঃশাসনের, মাদ্রীনন্দন নকুল বৃষসেনের, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চিত্রসেনের, সহদেব উলূকের, সাত্যকি শকুনির, মহারথ দ্রোণনন্দন ধনঞ্জয়ের, কৃপাচার্য্য মহাধনুর্দ্ধর যুধামন্যুর, কৃতবর্ম্মা উত্তমৌজার এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ অপরাপর কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর বৃকোদর একাকীই অসংখ্য সৈন্যসমবেত আপনার পুত্রগণকে নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ভীষ্মবিঘাতী শিখণ্ডী অকুতোভয় সমরচারী সূতনন্দনকে শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সূতনন্দন শিখণ্ডীর শরে আহত হইয়া ক্রোধভরে অধর বিকম্পিত করত তিন শরে তাঁহার ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। শিখণ্ডী সেই শর ললাটদেশে ধারণ পূর্ব্বক ত্রিশৃঙ্গ রজতগিরির ন্যায় শোভমান হইলেন। তখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সুতীক্ষ্ণ নবতি বাণে কর্ণকে নিপীড়িত করিলে, মহাপ্রতাপশালী কর্ণ তাঁহার অশ্ব সংহার ও তিন শরে সারথিকে বিনাশ করিয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শত্রুতাপন মহাবল শিখণ্ডী সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্রোধভরে কর্ণের প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর কর্ণ স্বীয় শরসমূহে সেই শক্তি খণ্ড খণ্ড করিয়া তীক্ষ্ণধার নয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবলশালী শিখণ্ডী কর্ণের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তদীয় শরপতন পথ পরিহার পূর্ব্বক সাতিশয় ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ প্রবল বায়ু যেরূপ তূলরাশি পাতিত করে, সেইরূপ পাণ্ডবীসেনা নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসন কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া তিন শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসনও আনতপর্ব্ব স্বর্ণপুঙ্খ ভল্ল দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দুঃশাসনের শরসমূহে বিদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি এক ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। দুঃশাসন সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন-নিক্ষিপ্ত ভীষণ শর মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তিন শরে উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে ঐ মহাবীর স্বর্ণালঙ্কৃত সপ্তদশ ভল্লে ধৃষ্টদ্যুম্নের বাহুযুগল ও বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে, দ্রুপদনন্দন যৎপরোনাস্তি কুপিত হইয়া নিশিত ক্ষুরপ্র দ্বারা

তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তখন মহাবলশালী দুঃশাসন হাস্য করিয়া শীঘ্র অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শরজালে দ্রুপদনন্দনের চারি দিক্‌ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সমস্ত বীর পুরুষ এবং অপ্সরা ও সিদ্ধগণ আপনার পুত্র দুঃশাসনের সেই অদ্ভুত বিক্রম নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হই-লেন। মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন এইরূপে সিংহসংরুদ্ধ হস্তীর ন্যায় দুঃশাসন কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইলে, আমরা আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। পাঞ্চালগণ আপনাদিগের সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে অবরুদ্ধ দেখিয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য হস্তী, অশ্ব ও রথ সমূহে সমবেত হইয়া দুঃশাসনকে অবরোধ করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে সর্ব্বলোকভয়াবহ অতি ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

এ দিকে বৃষসেন পিতৃসন্নিধানে অবস্থিতি করত প্রথমতঃ লৌহময় পাঁচ শরে নকুলকে তাড়িত করিয়া পুনর্ব্বার তিনবাণে বিদ্ধ করিলেন। মহাবল নকুলও হাস্য করিয়া তীক্ষ্ণধার বাণ দ্বারা বৃষসেনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। শত্রুনিপাতন বৃষসেন এইরূপে নকুলবাণে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া বিংশতি শরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলে, নকুলও পাঁচ বাণে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরযুগল অসংখ্য শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরস্পরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন! ঐ সময় অন্যান্য সৈন্যগণ যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবলশালী কর্ণ দুর্য্যো-ধনের সৈন্যগণকে যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত বল পূর্ব্বক নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর নকুল কৌরবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। বৃষসেনও নকুলকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাধানন্দনের চক্ররক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন মহাবলশালী সহদেব ক্রোধাবিষ্ট উলূককে নিবারণ করিয়া তদীয় অশ্বচতুষ্টয় ও সারথিকে বিনষ্ট করিলেন। তখন উলূক সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিগর্ত্তগণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি বিংশতি তীক্ষ্ণধার নারাচ দ্বারা শকু-নিরে বিদ্ধ করিয়া হাস্যমুখে এক ভল্লে তাঁহার ধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলি-লেন। মহাবীর সুবলপুত্রও অত্যন্ত রোষপরবশ হইয়া সাত্যকির চর্ম্ম বিদা-রণ ও সুবর্ণময় ধ্বজ ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবলশালী সাত্যকি রোষপরবশ হইয়া শরনিকরে শকুনিকে বিদ্ধ করত তিনশরে তাঁহার সারথিকে নিপীড়িত ও বহুসংখ্য শরে অশ্বগণকে ভূতলশায়ী করিলেন।

তখন শকুনি সহসা রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সত্বরে উলুকের রথে আরোহণ করিয়া সাত্যকির নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তখন মহাবীর সাত্যকি মহাবেগে কৌরবসৈন্যের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কৌরবসৈন্যগণ সাত্যকির শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়িত ও নির্জ্জীবের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রামে বৃকোদরকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃকোদর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া নিমেষ মধ্যে তাঁহার রথ, ধ্বজ, অশ্ব ও সারথিকে বিনষ্ট করিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবসৈন্যগণের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। দুর্য্যোধনও যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া ভীমের নিকট হইতে পলায়ন করিলেন। তখন কৌরবসৈন্য সকল বৃকোদরের সংহার বাসনায় তাঁহার অভিমুখীন হইয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল।

এ দিকে মহাবীর যুধামন্যু কৃপাচার্য্যকে সুশাণিত শরে বিদ্ধ করত তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শস্ত্রধরাগ্রগণ্য কৃপাচার্য্য তৎক্ষণাৎ অন্য কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক যুধামন্যুর ছত্র, ধ্বজ ও সারথিকে ভূতলে পাতিত করিলেন। মহাবল যুধামন্যু ভীত হইয়া স্বয়ং রথসঞ্চালন করত পলায়ন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবলশালী উত্তমৌজা মেঘ যেমন বারিধারায় ভূধরকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ কৃতবর্ম্মাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন সেই বীরদ্বয়ের অতি ভয়াবহ অপূর্ব্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনন্তর কৃতবর্ম্মা সহসা উত্তমৌজার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলে, তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সারথি তদ্দর্শনে রথ লইয়া পলায়ন করিল। অনন্তর কৌরবসৈন্যগণ বৃকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিল। দুঃশাসন ও শকুনি ভীমসেনকে গজসৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত করিয়া ক্ষুদ্রকাস্ত্রে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ভীমসেন ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধনকে শর বর্ষণ দ্বারা বিমুখ করিয়া গজসৈন্যের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং তাহাদিগকে সহসা সমাগত দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজ যেরূপ বজ্রদ্বারা অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, সেইরূপ সেই করিসৈন্য নিপীড়িত করিলেন। ঐ সময় গগনতল পতঙ্গাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় বৃকোদরশরে সমাবৃত হইল। প্রবল বায়ু যেরূপ জলধরপটল সঞ্চারিত করে, তদ্রূপ ভীমসেন একত্র সমবেত সহস্র সহস্র গজযূথ বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। কাঞ্চনজালজড়িত মণিমণ্ডিত বিদ্যুদ্বিলসিত জলধরসদৃশ মাতঙ্গযূথ ভীম-

শরে নিপীড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন মাতঙ্গ বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ধরাতলে নিপতিত হওয়াতে ভূমণ্ডল বিশীর্ণ শৈলসমাচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। রত্নবিভূষিত গজারোহিগণ ইতস্ততঃ নিপতিত থাকাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, ক্ষীণপুণ্য গ্রহ সকল ধরাতলে পতিত হইয়াছে।

হে রাজন্! এইরূপে মাতঙ্গগণের গণ্ড, শুণ্ড ও কুম্ভ সকল ভীমশরে বিদীর্ণ হইলে, তাহারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কোন কোন মাতঙ্গ শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে শোণিত বমন পূর্ব্বক পলায়ন করত ধাতুধারারঞ্জিত পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইল। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ভয়ঙ্কর সর্পসদৃশ অগুরুচন্দনদিগ্ধ বাহুদ্বয় দ্বারা শরাসন আকর্ষণ করিতেছেন এবং বারণগণ তাঁহার বজ্রসমনিস্বন জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণে মল সূত্র পরিত্যাগ করত পলায়ন করিতেছে, ইহা আমাদের নয়নগোচর হইল। হে ভারত! তৎকালে ভীমপরাক্রম ভীমসেন একাকীই সেই আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া সর্ব্বপ্রাণিবিনাশন রুদ্রদেবের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৩।

হে নরনাথ! অনন্তর প্রবল প্রতাপশালী অর্জ্জুন শ্বেতাশ্বসংযোজিত কেশবসঞ্চালিত রথে সমারূঢ় হইয়া প্রবল বায়ু যেমন মহাসমুদ্রকে ক্ষুভিত করে, সেইরূপ অসংখ্য তুরঙ্গমসমবেত কৌরবসৈন্যগণকে আলোড়িত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন ধনঞ্জয়কে যুধিষ্ঠিররক্ষায় অনবহিতচিত্ত অবলোকন করিয়া রোষভরে স্বীয় সৈন্যগণের অর্দ্ধাংশ সমভিব্যাহারে সমাগত ধর্ম্মনন্দনের নিকট সহসা গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করত ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্রাস্ত্রে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহারাজ ধর্ম্মনন্দন ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া সত্বরে দুর্য্যোধনের প্রতি ত্রিংশৎ ভল্ল নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় কৌরবেরা ধর্ম্মরাজের গ্রহণাভিলাষে ধাবমান হইলেন। মহাবীর মাদ্রীতনয়দ্বয় ও ধৃষ্টদ্যুম্ন শত্রুগণের দুষ্টাভিসন্ধি অবগত হইয়া ধর্ম্মরাজকে রক্ষা করিবার বাসনায় এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া দ্রুতবেগে তাঁহার সন্নিধানে গমন করিতে আরম্ভ

করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেনও কৌরবপক্ষীয় মহারথগণকে বিমর্দ্দন পূর্ব্বক শত্রুগণপরিবৃত যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ধাবমান হই-লেন। তখন মহাবল সূতপুত্র সেই সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ পাণ্ডবপক্ষীয় বীর-গণকে দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া শরনিকর দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও নিরন্তর নারাচনিকর বর্ষণ ও তোমর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কোনমতেই কর্ণকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর মহাবীর সহদেব অবিলম্বে তথায় আগমন পূর্ব্বক নিরন্তর শর-জাল বিসর্জ্জন করিয়া বিংশতি শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন সহদেবনির্ম্মুক্ত শরজালে সাতিশয় বিদ্ধ ও শোণিতাক্ত কলে-বর হইয়া প্রভিন্নগণ্ড শৈলোপম কুঞ্জরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগি-লেন। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া দ্রুতবেগে আগমন করত সায়কনিচয় দ্বারা পাঞ্চাল ও পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজের সেই বিপুল সৈন্য কর্ণের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সহসা ধাবমান হইল। ঐ সময় কর্ণের পূর্ব্বনিক্ষিপ্ত শরের পুঙ্খ পশ্চাৎ নিক্ষিপ্ত শরের ফল দ্বারা আহত হইতে লাগিল। নভোমণ্ডলে শরনিকরসজ্ঘর্ষণে হুতাশন প্রাদুর্ভূত হইল। দশ দিক্ সঞ্চালিত শলভকুলের ন্যায় শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। মহাবলশালী কর্ণ রক্তচন্দনদিগ্ধ মণিহেমসমলঙ্কৃত ভুজদ্বয় বিস্তার করত মহাস্ত্র প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! মহাবীর কর্ণ এইরূপে শরনিকরে সকলকে বিমোহিত করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিপীড়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠিরও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সূতপুত্রের প্রতি সুতীক্ষ্ণ পঞ্চাশৎ শর পরিত্যাগ করিলেন। হে ভরতসত্তম! তৎকালে সমরাঙ্গন শরান্ধকারে নিতান্ত ভীষণদর্শন হইয়া উঠিল। আপনার পক্ষীয় বীরগণ যুধিষ্ঠিরনিক্ষিপ্ত সুশাণিত কঙ্কপত্রবিভূষিত শর, ভল্ল এবং বিবিধ শক্তি, ঋষ্টি ও মুষল দ্বারা সৈন্যগণকে নিহত দর্শন করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে যুধিষ্ঠির যে যে স্থলে ক্রূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানেই সৈন্যগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল।

অনন্তর মহাবলশালী সূতপুত্র ক্রোধে প্রস্ফুরিতাস্য হইয়া নারাচ, বৎসদন্ত প্রভৃতি শর সকল নিক্ষেপ করিতে করিতে যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ধর্ম্মরাজও কর্ণের প্রতি সুশাণিত স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ হাস্য করত নিশিত তিন

ভল্লে যুধিষ্ঠিরের স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই কর্ণনির্ম্মুক্ত ভল্লের প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথে উপবেশন পূর্ব্বক সারথিরে সত্বরে রথ অপসারিত করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ অন্যান্য ভূপতিগণ সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ কর বলিয়া বারম্বার চীৎকার করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর এক সহস্র সাত শত কৈকেয় পাঞ্চালগণ সমভিব্যাহারে কৌরবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। হে ভারত! এইরূপে সেই লোকক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও দুর্য্যোধন পরস্পর সমরে সমুদ্যত হইলেন।

—০:০—

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৪।

হে বিশাম্পতে! তখন মহাবল পরাক্রান্ত সূর্য্যনন্দন কর্ণ সমরে অগ্রসর মহারথ কৈকেয়গণকে শরনিকর দ্বারা নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর কৈকেয়গণ কর্ণকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান্ হইলেন। তথাপি মহাবীর সূতপুত্র তাঁহাদিগের পঞ্চদশ রথীকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। যোদ্ধৃবর্গ সূতপুত্রের শরনিকরপ্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া তাঁহার পরাক্রম সাতিশয় দুঃসহ বলিয়া বিবেচনা করত আত্মপরিত্রাণার্থ ভীমসেনের সন্নিধানে আগমন করিতে লাগিল। হে মহারাজ! মহাবীর কর্ণ এইরূপে একাকী শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সেই অসংখ্য রথসৈন্য ভেদ করিয়া যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শর সমূহে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও বিচেতনপ্রায় হইয়া নকুল ও সহদেবকে চক্ররক্ষায় নিযুক্ত করত শনৈঃশনৈঃ শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কর্ণ দুর্য্যোধনের হিতসাধনার্থ সুতীক্ষ্ণ তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠিরও কর্ণের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া তিন শরে তাঁহার সারথি ও চারি শরে অশ্বচতুষ্টয়কে নিপীড়িত করিলেন। অনন্তর তাঁহার চক্ররক্ষক শত্রুনিপাতন নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া পরম যত্নসহকারে তাঁহার উপর শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রবল প্রতাপশালী কর্ণও দুই খরধার ভল্লাস্ত্র দ্বারা মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে বিদ্ধ করিয়া অম্লান বদনে ধর্ম্মরাজের মনোমারুতগামী

কৃষ্ণপুচ্ছ শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে বিনাশ পূর্ব্বক এক ভল্লে তাঁহার শিরস্ত্রাণ পাতিত করিলেন এবং অবিলম্বে নকুলের অশ্ব সকল সংহার পূর্ব্বক রথেষা ও শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ও নকুল এই রূপে রথাশ্ববিহীন ও শরসমাহত হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন।

ঐ সময় অরাতিনিপাতন মদ্ররাজ শল্য কৃপাপরায়ণ হইয়া কর্ণকে কহিলেন, হে সূতপুত্র! আজি তোমাকে ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। অতএব এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত রোষপরবশ হইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত সংগ্রাম করিতেছ? যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার অস্ত্র শস্ত্র অল্পমাত্রাবশিষ্ট, কবচ ছিন্ন ভিন্ন এবং সারথি ও বাহনগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইলে, তুমি বিপক্ষের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া যদি অর্জ্জুনসমীপে গমন কর, তাহা হইলে, তোমার উপহাসাস্পদ হইতে হইবে।

হে রাজন্! মহাবীর কর্ণ মদ্ররাজের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও সুশাণিত শরনিকরে যুধিষ্ঠির ও মাদ্রীতনয়দ্বয়কে বিদ্ধ করত হাস্যমুখে ধর্ম্মরাজকে রণপরাঙ্মুখ করিলেন। তখন শল্য কর্ণকে যুধিষ্ঠিরের বধসাধনে নিতান্ত সমুৎসুক দেখিয়া হাস্য করত পুনরায় কহিলেন, হে রাধেয়! ধর্ম্মরাজকে সংহার করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? রাজা দুর্য্যোধন যাহার বধসাধনার্থ তোমার সম্মান করিয়া থাকেন, তুমি সেই অর্জ্জুনকে অগ্রে বিনাশ কর। ঐ কৃষ্ণার্জ্জুনের শঙ্খধ্বনি ও বর্ষাকালীন মেঘগম্ভীরনিস্বন শরাসননির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতেছে। ঐ দেখ, মহাবীর ধনঞ্জয় শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক মহারথগণকে নিপীড়িত করত অস্মৎপক্ষীয় সৈন্যগণকে বিনাশ করিতেছে। যুধামন্যু ও উত্তমৌজা উহার পৃষ্ঠদেশ, সাত্যকি উত্তর চক্র ও ধৃষ্টদ্যুম্ন দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিতেছে। ঐ দেখ, ভীমসেন রাজা দুর্য্যোধনের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতএব অদ্য বৃকোদর যাহাতে আমাদিগের সাক্ষাতে তাঁহাকে বিনাশ করিতে না পারে, তুমি তাহার উপায় বিধান কর। ঐ দেখ, ভীমসেন দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিয়াছে। যদি তুমি অদ্য উঁহাকে পরিত্রাণ করিতে পার, তাহা হইলে, সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইবে। অতএব তুমি শীঘ্র গমন পূর্ব্বক সংশয়াপন্ন রাজাকে মুক্ত কর। ধর্ম্মরাজ ও মাদ্রীপুত্রদ্বয়কে সংহার করিয়া তোমার কি ফল হইবে?

হে রাজন্! মহাবল সূতপুত্র এই রূপে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। শরবিক্ষত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও সহদেবের বেগবান্ অশ্বসংযোজিত রথে উপবিষ্ট ও নিতান্ত লজ্জিত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় সমভিব্যাহারে শিবিরে প্রতিগমন

পূর্ব্বক রথ হইতে আরোহণ করত অবিলম্বেই শয়ন করিলেন। তৎপরে সংগ্রামবেদনা অপনীত হইলে, তিনি মহাবীর নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, হে ভ্রাতৃদ্বয়! মহাবীর ভীমসেন মেঘের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জন করিতেছে। অতএব তোমরা অচিরাৎ তাঁহার সৈন্যমধ্যে গমন কর। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে বায়ুবেগগামী অশ্ব সংযোজিত অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক ভীমসেনের নিকট উপনীত হইলেন এবং তথায় বিবিধ যোধগণকে বিনষ্ট দর্শন করিয়া সৈনিকগণের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।৬৫।

হে রাজন্! অনন্তর মহাবলশালী দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা অতি বৃহদাকার অসংখ্য রথে পরিবৃত হইয়া সহসা ধনঞ্জয়ের নিকট ধাবমান হইলেন। বাসুদেবসহায় অর্জ্জুন দ্রোণাত্মজকে সহসা সমাগত দেখিয়া বেলাভূমি যেরূপ সাগরের বেগ অবরোধ করে, তদ্রূপ তাঁহার গতিরোধ করিলেন। তখন মহাপ্রতাপবান্ অশ্বত্থামা রোষপরবশ হইয়া কৃষ্ণার্জ্জুনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে মহারথ কৌরবগণ সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে দিব্যাস্ত্রের প্রাদুর্ভাব করিলে, দ্রোণতনয় তৎক্ষণাৎ উহা নিরাকৃত করিলেন। ফলত তৎকালে অর্জ্জুন অশ্বত্থামার বিনাশের নিমিত্ত যে সকল অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, মহাধনুর্দ্ধর দ্রোণনন্দন তৎসমস্তই ছেদন করিয়া ফেলিলেন। হে ভারত! সেই ঘোরতর অস্ত্রযুদ্ধ সময়ে দ্রোণাত্মজকে বিবৃতানন কৃতান্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি অজিহ্মগামী শরনিকরে দিগ্বিদিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া তিন শরে কৃষ্ণের দক্ষিণ বাহু বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণাত্মজের বাহনগণকে সংহার করিয়া যুদ্ধস্থলে এক শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামার অসংখ্য রথসমবেত রথী অর্জ্জুনের গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরনিকরে বিনষ্ট হইল। তখন দ্রোণাত্মজও ধনঞ্জয়ের ন্যায় ভীষণ শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন।

হে রাজন্! এই রূপে মহাবীরদ্বয় পরস্পর ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলে, যোদ্ধৃবর্গ মর্য্যাদাবিহীন হইয়া যুদ্ধ করত ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অশ্ব ও সারথি বিহীন রথ, সাদীবিহীন অশ্ব এবং আরোহী

ও মহামাত্র বিহীন কুঞ্জরগণকে বিনষ্ট করিয়া অসংখ্য সৈন্যগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। রথী সকল অর্জ্জুনশরে নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। এবং অশ্ব সকল যোদ্ধৃ বিহীন হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা যুদ্ধবিশারদ অর্জ্জুনের সেই ভীষণ কার্য্য দর্শনে অবিলম্বে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া সুবর্ণবিভূষিত শরাসন বিকম্পিত করত চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া অতি নির্দ্দয়ভাবে তাঁহার হৃদয়দেশ নিপীড়িত করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় দ্রোণাত্মজের শরাঘাতে বিদ্ধ হইয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক সহসা অশ্বত্থামাকে সমাচ্ছন্ন করত তাঁহার শরাসন দ্বিধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর দ্রোণাত্মজ বজ্র সদৃশ পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলে, মহাবীর অর্জ্জুন হাস্যমুখে তৎক্ষণাৎ ঐ সুবর্ণ বিভূষিত পরিঘ ছেদন করিলেন। ভীষণ পরিঘ পার্থশরে সমাহত হইয়া বজ্রাহত শৈলের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল।

তখন মহারথ অশ্বত্থামা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রজাল প্রভাবে অর্জ্জুনের প্রতি নিরন্তর ভীষণ অস্ত্র বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সেই ইন্দ্রজালদর্শনে অবিলম্বে গাণ্ডীব কার্ম্মুকে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র সংযোজিত করিয়া উহা নিবারণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল মধ্যে দ্রোণাত্মজের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের শরজালে নিতান্ত অভিভূত হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক শরনিকর সহ্য করত শত শরে কৃষ্ণকে ও তিন শত ক্ষুদ্রকে অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় শতসংখ্য নারাচদ্বারা আচার্য্যনন্দনের মর্ম্মস্থল বিদারণ করিয়া কৌরবসৈন্যগণের সমক্ষেই তাঁহার অশ্ব, সারথি ও ধনুর্জ্জ্যার উপর অনবরত বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সত্বরে ভল্ল দ্বারা তাঁহার সারথিকে রথ হইতে ভূমিতলে পাতিত করিলেন। তখন গুরুকুমার অশ্বত্থামা স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিয়া শরজালে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে সমাচ্ছন্ন করিয়া বাণ বর্ষণ দ্বারা ধনঞ্জকে আচ্ছন্ন করিলে, যোধগণ সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং আমরাও তদীয় অত্যাশ্চর্য্য বিক্রম দর্শনে অতিশয় চমৎকৃত হইলাম।

অনন্তর জয়শীল অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা অশ্বত্থামার অশ্বরশ্মি ছেদন করিলেন। অশ্বগণ অর্জ্জুনের শর প্রহারে নিপীড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিদ্রুত হইতে লাগিল। তখন কৌরবদলমধ্যে ভয়াবহ কোলাহল উত্থিত হইল। মহাবীর পাণ্ডবগণ জয়লাভে যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া

সুতীক্ষ্ণ শরবর্ষণ করিতে করিতে কৌরবসৈন্য অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৌরবসৈন্যগণ বিজয়লাভপ্রহৃষ্ট পাণ্ডবদিগের শরনিকরে নিরন্তর নিপীড়িত হইয়া সৌবল, কর্ণ ও আপনার পুত্রগণের সমক্ষেই বিকল চিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন আপনার পুত্রগণ তাহাদিগকে পলায়নে মুহুর্ম্মুহুঃ নিবারণ করিতে লাগিলেন এবং সূতনন্দনও থাক্ থাক্ বলিয়া তাহাদিগকে বারম্বার নিষেধ করিলেন। কিন্তু সেই সকল সৈন্য যুদ্ধস্থলে অবস্থিতি করিতে পারিল না। পাণ্ডবসৈন্যগণ কৌরবসৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইতে দেখিয়া প্রহৃষ্টমনে চীৎকার আরম্ভ করিল।

অনন্তর দুর্য্যোধন বিনীত বচনে কর্ণকে কহিলেন, হে সূতপুত্র! ঐ দেখ, তুমি বিদ্যমান থাকিতে সৈন্যগণ পাঞ্চালদিগের শরে প্রপীড়িত হইয়া ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে পলায়ন করিতেছে এবং সহস্র সহস্র যোধগণ পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া তোমাকেই আহ্বান করিতেছে।

হে মহারাজ! তখন মহাবলশালী কর্ণ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া প্রফুল্ল চিত্তে শল্যকে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! তুমি অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি অদ্য সমস্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে বিনষ্ট করিয়া তোমাকে স্বীয় বাহুবল প্রদর্শন করিতেছি। মহাপ্রতাপশালী রাধানন্দন শল্যকে এই কথা বলিয়া বিজয়াখ্য স্বীয় প্রাচীন কার্ম্মুকে জ্যা যোজনা ও বারম্বার কার্ম্মুক আকর্ষণ করত সত্য শপথ দ্বারা স্বীয় যোধগণকে নিবারণ পূর্ব্বক পরশুরামপ্রদত্ত অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন সেই অস্ত্র হইতে সহস্র সহস্র প্রযুত প্রযুত, অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ, কোটি কোটি প্রজ্বলিত কঙ্কপত্রসমন্বিত তীক্ষ্ণধার শর নিঃসৃত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সেই সময়ে আর কিছুমাত্র অনুভূত হইল না। পাঞ্চালগণ অতিশয় নিপীড়িত হইয়া হাহাকার আরম্ভ করিল। সহস্র সহস্র গজ, অশ্ব, রথী ও পদাতি বিনষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে পতিত হওয়াতে ধরাতল কম্পিত হইতে লাগিল। পাণ্ডবসৈন্যগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন যোধগণপ্রধান রাধেয় একাকী শরানলে অরাতিদিগকে দগ্ধ করত ধূমবিহীন বহ্নির ন্যায় শোভমান হইলেন। পাঞ্চাল ও চেদিগণ রাধেয়ের শরপ্রহারে দাবানলদগ্ধ গজযূথের ন্যায় বিমোহিত হইয়া ব্যাঘ্র সদৃশ ভীষণ স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। বিনষ্ট ব্যক্তির কুটুম্ববর্গ সমবেত হইয়া যে প্রকার ক্রন্দন করিয়া থাকে, রণভীত চতুর্দ্দিকে প্রদ্রুত বীরগণের সেই প্রকার আর্ত্ত স্বর যুদ্ধস্থলে শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। ঐ সময়ে

তির্য্যক্‌যোনিগত জীবগণও পাণ্ডবদিগকে কর্ণশরে প্রপীড়িত অবলোকন করিয়া যার পর নাই ভীত হইল। সৃঞ্জয়গণ যুদ্ধে কর্ণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত ও বিসংজ্ঞকল্প হইয়া মৃত ব্যক্তিগণ যমপুরে যেরূপ যমরাজকে আহ্বান করে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণকে মুহুর্ম্মুহুঃ আহ্বান করিতে লাগিল।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন সেই কর্ণশরে নিপীড়িত বীরগণের কাতরধ্বনি শ্রবণ ও ভীষণ ভার্গবাস্ত্র অবলোকন করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব! ঐ ভার্গবাস্ত্রের বিক্রম অবলোকন কর। ঐ অস্ত্র নিবারণ করা অতি দুঃসাধ্য; ঐ দেখ, রাধানন্দন কালান্তক সদৃশ ক্রুদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গনে নিদারুণ কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক মুহুর্ম্মুহুঃ আমার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছে। অতএব এক্ষণে তুমি উহার অভিমুখে অশ্ব চালন কর। সম্প্রতি কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করা আমার কর্ত্তব্য নহে। লোকে জীবিত থাকিয়া যুদ্ধে জয় বা পরাজয় লাভে সমর্থ হয়; মৃত ব্যক্তির জয়লাভের কোন সম্ভাবনাই নাই।

হে মহারাজ! মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাধানন্দনের শরে অতিশয় নিপীড়িত হইয়াছেন। তুমি প্রথমে তাঁহাকে দর্শন ও আশ্বাস প্রদান করিয়া পশ্চাৎ কর্ণকে নিপীড়িত করিও। হে ভারত! তৎকালে মহাপ্রাজ্ঞ বাসুদেব মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, অপরাপর বীরবর্গের সহিত কর্ণ বহুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ক্লান্ত হইলে, ধনঞ্জয় তাঁহাকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিতে পারিবেন। মহামতি বাসুদেব এইরূপ বিবেচনা করিয়াই অর্জ্জুনকে অগ্রে ধর্ম্মরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া সত্বর অর্জ্জুনের সহিত যুধিষ্ঠির দর্শনার্থে গমন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন তাঁহার আদেশে সম্মত হইয়া কর্ণনিপীড়িত ধর্ম্মরাজকে শীঘ্র দেখিবার নিমিত্ত কৃষ্ণকে সত্বর গমনে বারম্বার অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দ্রোণাত্মজের সহিত তাঁহার ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্রও যাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না, মহাবীর অর্জ্জুন সেই গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে পরাজয় পূর্ব্বক সৈন্যগণ মধ্যে যুধিষ্ঠিরের অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

ষট্ষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৬।

হে রাজন! তখন মহাবলশালী দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয় পরাজিত অশ্বত্থামাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করত চমূমুখে অবস্থিত যুদ্ধবিরত বীরগণকে অতিশয় আহ্লাদিত এবং যে সকল বীর পূর্ব্ব প্রহারবেগে বিমর্দ্দিত হইয়াও রথারোহণে সমরাঙ্গনে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের দর্শনলাভে অকৃতকার্য্য হইয়া সত্বরে ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাত্মন! এক্ষণে ধর্ম্ম রাজ যুধিষ্ঠির কোথায়?

তখন ভীমসেন অর্জ্জুন বাক্য শ্রবণে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ণের শরাঘাতে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি জীবিত আছেন কিনা, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

অর্জ্জুন ভীমসেন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে মহাত্মন! তুমি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত এস্থান হইতে অবিলম্বে গমন কর। আমার বোধ হয়, কর্ণের শরসমূহে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে দ্রোণের শরনিকরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়াও যেপর্য্যন্ত দ্রোণাচার্য্য নিহত না হইয়াছেন, সেই পর্য্যন্ত বিজয় লাভ প্রত্যাশায় যুদ্ধস্থলে অবস্থান করেন অদ্য যখন তাঁহাকে যুদ্ধস্থলে দর্শন করিতেছি না, তখন সূতপুত্রের সহিত যুদ্ধে তাঁহার জীবন সংশয় উপস্থিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি তাঁহার বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত শীঘ্র প্রস্থান কর। এক্ষণে আমি অরাতিগণকে অবরোধ করত এই স্থানে অবস্থান করিতেছি।

ভীমসেন অর্জ্জুন বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত গমন করা তোমারই কর্ত্তব্য। এক্ষণে এ স্থান হইতে গমন করিলে, বিপক্ষগণ আমারে ভীত বলিবে।

অর্জ্জুন ভীমসেনের বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! সংশপ্তকেরা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে ইহাদিগকে সংহার না করিয়া শত্রুগণের নিকট হইতে প্রতিগমন করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

ভীমসেন অর্জ্জুন বাক্য শ্রবণে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমি একাকী

স্বীয় বলবীর্য্য প্রভাবে সংশপ্তগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি। তুমি ধর্ম্মরাজের বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত প্রস্থান কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর অর্জ্জুন ভীমসেন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমন করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব! আমি ধর্ম্মরাজকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি। অতএব তুমি এই সৈন্যসাগর অতিক্রম পূর্ব্বক গমন কর।

তখন অপ্রমেয় বাসুদেব গরুড়বেগগামী অশ্বগণকে সঞ্চালিত করত ভীমসেনকে কহিলেন, হে বৃকোদর! সংশপ্তকগণকে সংহার করা তোমার পক্ষে আশ্চর্য্য নহে। অতএব তুমি উহাদিগকে সংহার কর। আমরা এক্ষণে প্রস্থান করিলাম।

হে রাজন্! মহাত্মা হৃষীকেশ ভীমসেনকে এই রূপে সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া অচিরাৎ ধনঞ্জয়ের সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে উপনীত হইলেন এবং উভয়ে রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক একাকী শয়ান ধর্ম্মরাজের চরণ বন্দন করত তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় প্রীতিলাভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির দেবরাজসমীপে উপস্থিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ন্যায় সেই বীরদ্বয়কে সমাগত দর্শন করিয়া জম্ভাসুর নিহত হইলে, সুরগুরু বৃহস্পতি যেমন বাসব ও বিষ্ণুকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগকে সমুচিত অভিনন্দন করিলেন এবং কর্ণ পার্থশরে নিহত হইয়াছে, ইহা স্থির করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে গদ্গদ বাক্যে সেই লোহিতলোচন ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ শোণিতাক্তকলেবর অমিত পরাক্রম কৃষ্ণার্জ্জুনকে সন্দর্শন করত শান্তবাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক সস্মিত মুখে কহিতে লাগিলেন।

—০:০—

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৭।

হে দেবকীনন্দন! হে অর্জ্জুন! তোমাদিগের কুশলত? অদ্য আমি তোমাদিগকে অবলোকন করিয়া যৎপরনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। তোমরা অক্ষত শরীরে নিরাপদে মহারথ সূতপুত্রকে সংহার করিয়াছ। লোকবিখ্যাত মহারথ কর্ণ যুদ্ধস্থলে আশীবিষসদৃশ সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের অগ্রবর্ত্তী ও বর্ম্মের ন্যায় উহাদিগের রক্ষক ছিল। মহাবীর বৃষসেন

ও সুহৃৎগণ তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিল। সে ভার্গবের নিকট দুর্জ্জয় অস্ত্র লাভ করিয়াছিল। ঐ বীর সৈন্যমুখে গমন পূর্ব্বক কৌরবগণকে রক্ষা ও বিপক্ষ মর্দ্দন করিত, এবং প্রতিনিয়ত দুর্য্যোধনের হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া আমাদিগের সাতিশয় ক্লেশকর হইয়াছিল। ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণও উহাকে পরাজয় করিতে অসমর্থ ছিলেন। তোমরা আজি ভাগ্যক্রমে সেই অগ্নি-সমতেজা, পবনবেগগামী, পাতালসমগম্ভীর, মিত্রানন্দবর্দ্ধন ও আমার সুহৃৎ কুলকৃতান্ত মহাবীরকে সংহার করিয়া দৈত্যবিঘাতী দেবদ্বয়ের ন্যায় আমার সন্নিধানে উপনীত হইয়াছ। আজি সেই সর্ব্বলোকের নিধনাভি-লাষী কৃতান্ত সদৃশ মহাবীর কর্ণের সহিত আমার ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল। সে সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল সহদেব, শিখণ্ডী দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও পাঞ্চালগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সাক্ষাতেই আমার রথ-ধ্বজ ছিন্ন, পাঞ্চি, সারথিদ্বয় ও অশ্বগণকে নিহত এবং আমাকে পরাজয় পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে আমার অনুগামী হইয়া আমার প্রতি বহুতর কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে। হে ধনঞ্জয়! অধিক আর কি বলিব, আমি কেবল আজি ভীমসেনের প্রভাবেই জীবিত আছি, যাহা হউক, কর্ণকৃত অপমান আর আমার সহ্য হয় না। হে পার্থ! আমি যাহার ভয়ে ত্রয়োদশ বৎসর দিনযামিনীর মধ্যে কখন নিদ্রিত বা সুখী হইনাই, এক্ষণে তাহার প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি হওয়াতে নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছি। আমি বাধ্রীনস পক্ষীর ন্যায় মৃত্যুকাল উপস্থিত বোধ করিয়া সূতপুত্রের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছি। কি প্রকারে কর্ণকে নিপাতিত করিব, এই চিন্তাতে আমার বহুকাল অতিবাহিত হইয়াছে। আমি জাগ্রদবস্থায় কর্ণকে স্বপ্ন দেখিতাম। আমি কর্ণের ভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া যে যে স্থানে গমন করিতাম। হে পার্থ! সেই সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ মহাবলশালী কর্ণ আমার অশ্ব ও রথ বিনষ্ট করিয়া আমাকে পরাজিত করত অদ্য জীবিতা-বস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছে। অদ্য যখন কর্ণ আমাকে পরাজিত করিয়াছে, তখন আর আমার প্রাণ বা রাজ্যে প্রয়োজন কি? পূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম, কৃপ বা দ্রোণ হইতে আমার যে অবস্থা সংঘটিত হয় নাই, আজি মহারথ কর্ণ হইতে তাহা ঘটিয়াছে। এই জন্য আমি বিশেষ রূপে তাঁহার নিধন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতেছি।

হে ধনঞ্জয়! মহাবীর কর্ণ যুদ্ধে বাসবসদৃশ, বিক্রমে কৃতান্ত সমান, অস্ত্রপ্রয়োগে পরশুরাম তুল্য। ঐ মহাবীর সর্ব্বযুদ্ধপারদর্শী ও ধনু-র্দ্ধরদিগের অগ্রগণ্য। ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পুত্রগণ সমভিব্যাহারে তোমার বিনাশের

নিমিত্তই কর্ণের অভিবাদন করিতেন, এবং সমস্ত যোদ্ধৃগণ মধ্যে কর্ণকেই তোমার মৃত্যুস্বরূপ স্থির করিয়াছিলেন। হে কৌন্তেয়! তুমি কিরূপে মিত্রগণ সমক্ষে রুরুশিরশ্ছেদী কেশরীর ন্যায় সেই সমরপ্রবৃত্ত কর্ণের শিরশ্ছেদন করিয়াছ, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। হে পুরুষপ্রবীর! যে দুরাত্মা তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে অন্বেষণ করত কহিয়াছিল যে, যে ব্যক্তি আমাকে ধনঞ্জয়কে দেখাইতে পারিবে, আমি তাহাকে ছয় মাতঙ্গযুক্ত রথ প্রদান করিব। সেই সূতপুত্র কি তোমার কঙ্কপত্রযুক্ত সুশাণিত শরসমূহে সমাহত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়াছে? দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রশ্রয়ে নিতান্ত গর্ব্বিত সূতপুত্র তোমার অনুসন্ধান করত চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়াছিল; তুমি তাহারে বিনাশ করিয়া আমার সাতিশয় হিতানুষ্ঠান করিয়াছ। যে বীরাভিমানী দুরাত্মা তোমার দর্শনলাভার্থে প্রদর্শক ব্যক্তিকে হস্তী, গো ও অশ্ব, কাঞ্চনময় রথ প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিল, যে পাপাত্মা তোমার সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা স্পর্দ্ধা করিত; যে দুরাত্মা কৌরবগণের সভাস্থলে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল এবং যে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের অতিশয় প্রীতিভাজন ছিল, আজি তুমিই কি সেই বলগর্ব্বিত সূতপুত্রকে নিহত করিয়াছ? সে কি তোমার সহিত সমরে সমাগত ও তোমার গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শোণিতপায়ী শরে বিদীর্ণ-কলেবর হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছে! দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের ভুজদ্বয় কি ভগ্ন হইয়াছে? যে পাপাত্মা সভা মধ্যে দুর্য্যোধনকে আহ্লাদিত করত আমি অর্জ্জুনের বধসাধন করিব এইরূপ গর্ব্বপূর্ণ বাক্য দ্বারা আত্মশ্লাঘা করিয়াছিল, তাহার সেই বাক্য ত সত্য হইল না? যে মূঢ়মতি অর্জ্জুন জীবিত থাকিতে আমি কখনই পাদক্ষালন করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, আজি তুমি কি সেই সূতপুত্রকে সংহার করিয়াছ? যে পাপাত্মা সভাস্থলে কৌরবগণের সাক্ষাতে দ্রৌপদীকে কহিয়াছিল, হে কৃষ্ণে! কেন তুমি নিতান্ত দুর্ব্বল পতিত পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিতেছ না, হে অর্জ্জুন! তুমি কি তাহার দর্প চূর্ণ করিয়াছ? যে দুষ্ট আমি কৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই হতভাগ্য কি তোমার শরজালে বিদীর্ণ-কলেবর হইয়া রণস্থলে শয়ন করিয়াছে। হে অর্জ্জুন! সৃঞ্জয় ও কৌরবগণের সমাগমকালে যেরূপ ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা তোমার অবিদিত নাই। ঐ যুদ্ধে দুর্ম্মতি সূতপুত্র আমাকে এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন করিয়াছে; তুমি শরাসননির্ম্মুক্ত প্রজ্বলিত শরনিকর

দ্বারা সেই মূঢ়মতির কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ত ছেদন করিয়াছ? আমি সূতপুত্রের শরনিকরে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া চিন্তা করিয়াছিলাম যে, তুমি আজি নিশ্চয়ই কর্ণকে বিনাশ করিবে। আমার সেই চিন্তা ত সফল হইয়াছে? দুর্য্যোধন যে কর্ণের পরাক্রমের উপর নির্ভর করিয়া গর্ব্ব প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদিগকে উপেক্ষা করিত, তুমি কি আজি বল-বীর্য্য প্রভাবে দুর্য্যোধনের প্রধান আশ্রয়-স্বরূপ সেই সূতপুত্রকে সংহার করিয়াছ? যে পাপাত্মা পূর্ব্বে সভাস্থলে কৌরবগণের সাক্ষাতে আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়াছিল; যে দুরাত্মা সস্মিতমুখে দ্যূতক্রীড়ায় নির্জ্জিত কৃষ্ণাকে বলপূর্ব্বক আনয়ন করিতে দুঃশাসনকে অনুমতি প্রদান করিয়াছিল এবং যে নীচপ্রকৃতি রথাতিরথ সংখ্যানসময়ে অর্দ্ধরথরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া শস্ত্রধরপ্রধান পিতামহকে তিরস্কার করিয়াছিল, সেই দুরাত্মা কর্ণ কি তোমার শরে নিহত হইয়াছে? হে অর্জ্জুন! আমার হৃদয়ে অপমানবায়ু-সন্ধুক্ষিত ক্রোধানল নিয়ত প্রজ্বলিত হইতেছে। অদ্য তুমি, সূতপুত্র আমার শরে বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া এই সংবাদদ্বারা উহা নির্ব্বাণ কর। কর্ণের নিধন আমার নিতান্ত প্রার্থনীয়। অতএব তুমি কিরূপে তাহারে নিহত করিলে, বল। হে পুরুষব্যাঘ্র! বৃত্রাসুর নিহত হইলে বিষ্ণু যেমন ইন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমিও এতক্ষণ তোমার আগমন প্রতীক্ষা করত অবস্থিতি করিতেছি।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৮।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! অপরিসীম বীর্য্যসম্পন্ন জয়শীল মহামতি অর্জ্জুন ধর্ম্মাত্মা ক্রোধাবিষ্ট রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! অদ্য আমি যখন সংশপ্তকগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, তখন কৌরবসৈন্যগণের অগ্রবর্ত্তী মহাবীর অশ্বত্থামা আশীবিষ সদৃশ সায়কনিচয় বর্ষণ করত সহসা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ আমার মেঘগম্ভীর নিস্বন রথ দর্শন করিয়াই পরিবেষ্টন করিতে লাগিল। আমিও সেই সমস্ত সৈন্যগণের মধ্যে পাঁচ শত ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিয়া অশ্বত্থামার নিকট উপস্থিত হইলাম। মহাবীর অশ্বত্থামা আমাকে দর্শন করিবামাত্র গজেন্দ্র যেমন মৃগেন্দ্রের সম্মুখে আগমন করে, তদ্রূপ আমার সম্মুখে আগমন করিলেন এবং

নিহন্যমান কৌরবগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইয়া পরম যত্ন সহকারে বিষাগ্নি সদৃশ সুশাণিত সায়ক দ্বারা আমাকে ও কৃষ্ণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তৎকালে অশ্বত্থামার আট আটটি গোসংযোজিত আটখানি শকট-পরিপূর্ণ যে অসংখ্য শর ছিল, তিনি আমার প্রতি তৎসমুদায়ই নিক্ষেপ করিলেন। আমিও বায়ু যেরূপ জলদজালকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ তাঁহার শরনিকর খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম। তখন তিনি শিক্ষাকৌশল, অস্ত্রবল ও প্রযত্ন প্রদর্শন পূর্ব্বক বর্ষাকালে কৃষ্ণমেঘ যেরূপ জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি তৎকালে আমার কোন্ পার্শ্বে অবস্থিতি এবং কখনই বা শর সন্ধান ও শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, আমি তাহা কিছুই অবধারণ করিতে পারিলাম না। সেই সময় কেবল তাঁহার কার্ম্মুক মণ্ডলাকার দৃষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর অশ্বত্থামা আমাকে ও বাসুদেবকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন। আমিও ক্ষণকালমধ্যে অশনিকল্প ত্রিংশৎ শরে তাঁহাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিলাম। তখন তিনি আমার শরজালে নিতান্ত বিদ্ধ হইয়া শল্লকীর ন্যায় সুশোভিত হইলেন। তাঁহার শরীর হইতে নিরন্তর শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর গুরুনন্দন স্বীয় সৈন্যগণকে আমার শর-সমূহে নিতান্ত অভিভূত ও শোণিতাক্তকলেবর অবলোকন করিয়া কর্ণের রথসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন মহাবলশালী কর্ণ গজ ও অশ্বগণকে ধাবমান ও যোদ্ধৃবর্গকে নিরতিশয় ভীত নিরীক্ষণ করিয়া পঞ্চাশৎ মহারথের সহিত অবিলম্বে আমার অভিমুখে উপস্থিত হইল। আমি সেই মহারথদিগকে সংহার করিয়া কর্ণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। এক্ষণে গোসমূহ যেরূপ মৃগেন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত হয়, পাঞ্চালগণ সেইরূপ কর্ণকে অবলোকন করিয়া ভীত হইতেছে। সম্প্রতি প্রভদ্রকগণ তাহার সম্মুখীন হইয়া যেন যমের ব্যাদিত মুখে নিপতিত হইয়াছে। মহাবল সূতনন্দন প্রভদ্রকগণের মধ্যে সাত শত রথীকে বিনষ্ট করিয়াছে। বস্তুতঃ ঐ মহাবীর যে পর্য্যন্ত আমাদিগকে নিরীক্ষণ না করিয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত আমাদিগের কিছুমাত্র শঙ্কা উপস্থিত হয় নাই। হে রাজন্! মহাবীর অশ্বত্থামা পূর্ব্বে আপনাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে এবং তৎপরে কর্ণের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া স্থির করিয়াছিলাম যে, আপনি সূতপুত্রকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবিরে আগমন করিয়াছেন। হে ধর্ম্মাত্মন্! আমি পূর্ব্বে

মহাবীর কর্ণের এই প্রকার অদ্ভুত অস্ত্রবল অবলোকন করিয়াছি, আজি তাহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারে সৃঞ্জয়গণ মধ্যে এমন আর কোন ব্যক্তিই লক্ষিত হয় না; অতএব মহাবীর সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার চক্ররক্ষণে নিযুক্ত হউন এবং মহাবলশালী যুধামন্যু ও উত্তমৌজা আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। আমি আজি যদি কর্ণকে যুদ্ধস্থলে দেখিতে পাই, তাহা হইলে বৃত্রাসুরের সহিত সমাগত দেবরাজের ন্যায় সেই সুদুর্দ্ধর্ষ মহাবীরের সহিত মিলিত হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিব। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি আগমন পূর্ব্বক আমাদের উভয়েরই সংগ্রাম অবলোকন করুন। ঐ দেখুন, প্রভদ্রকেরা কর্ণের প্রতি ধাবমান হইতেছে এবং রাজকুমারেরা স্বর্গলাভে সমুৎসুক হইয়া নিহত হইতেছেন। আমি যদি অদ্য পরাক্রমপ্রভাবে বান্ধবগণসমবেত সূতপুত্রকে সংহার না করি, তাহা হইলে অঙ্গীকৃত প্রতিপালন পরাঙ্মুখ ব্যক্তির যে গতি লাভ হন, আমারও যেন সেই কৃচ্ছগতি প্রাপ্তি হয়। হে নরপাল! এক্ষণে আপনি সংগ্রামে আমার বিজয় প্রার্থনা করুন। ঐ দেখুন, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ভীমসেনকে নিপীড়িত করিতেছে। অতএব আমারে শীঘ্রই যুদ্ধস্থলে গমন করিতে হইবে। আজি আমি নিশ্চয়ই সমস্ত সৈন্য ও বিপক্ষগণ এবং কর্ণকে বিনাশ করিব।

—•○•—

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়। ৬৯।

হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির মহাবীর কর্ণের শর সমূহে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহারে জীবিত শ্রবণ করিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তোমার সৈন্যগণ নিপীড়িত ও পলায়িত হইয়াছে এবং তুমিও সূতপুত্রকে সংহার করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সমীপে উপনীত হইয়াছ। এক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝিলাম, আর্য্যা কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করা তোমার নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। তুমি দ্বৈতবনে আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে, আমি একাকীই সূতপুত্রকে বিনষ্ট করিব। হে অর্জ্জুন! এক্ষণে তোমার সে প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? তুমি অদ্য কর্ণভয়ে ভীত হইয়া ভীমসেনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিরূপে এখানে উপস্থিত হইলে? তুমি যদি পূর্ব্বেই দ্বৈতবনে আমাকে কহিতে

যে, আমি কর্ণকে বিনাশ করিতে পারিব না, তাহা হইলে, আমি ইতি-কর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতাম। হে কৌন্তেয়! সেই সময় তুমি আমার সমীপে কর্ণের বিনাশসাধন বিষয়ে অঙ্গীকার করিয়া সম্প্রতি কি নিমিত্ত আমাদিগকে বিপক্ষ মধ্যে আনয়ন করিয়া কঠিন ভূভাগে নিক্ষেপ পূর্ব্বক চূর্ণ করিলে? হে ধনঞ্জয়! আমরা প্রতিনিয়ত তোমাকে বহুতর আশী-র্ব্বাদ করিয়া থাকি; কিন্তু তুমি ফললাভার্থী ব্যক্তিদিগের বহুপুষ্পবিরা-জিত ফলবিহীন বৃক্ষের ন্যায় আমাদিগের তৎসমস্তই বিফল করিলে। আমি একান্ত রাজ্যাভিলাষী; কিন্তু এক্ষণে তোমা হইতে আমার আমিষ-সমাচ্ছাদিত বড়িশের ন্যায় ও ভক্ষ্য দ্রব্য সমাবৃত বিষের ন্যায় রাজ্য ব্যপদেশে বিনাশ লাভ হইল। হে পার্থ! যোগ্য সময়ে প্রত্যুপ্ত বীজ যেরূপ মেঘের উপর নির্ভর করে, সেই রূপ আমরা কেবল রাজ্যলাভ প্রত্যাশায় এই ত্রয়োদশ বৎসর তোমার উপর নির্ভর করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে তুমি আমাদিগকে অতিদুঃখে নিপাতিত করিলে। হে মূঢ়! তোমার বয়ঃক্রম সাত দিন হইলে, আর্য্যা কুন্তীর প্রতি দৈববাণী হইয়াছিল যে, এই ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী পুত্র সংগ্রামে সমস্ত অরাতি-দিগকে পরাজিত করিবে। ইহারই বাহুবলে খাণ্ডবপ্রস্থে দেব ও অন্যান্য প্রাণিগণ পরাভূত হইবেন। এই বীর মদ্র, কলিঙ্গ, কেকয় ও কৌরব-গণকে বিনষ্ট করিবে। ইহার সদৃশ ধনুর্দ্ধর আর প্রাদুর্ভূত হইবে না এই মহাবীর সকল বিদ্যায় পারদর্শী হইবে এবং ইচ্ছা করিলেই সমস্ত জীবগণকে বশীভূত করিতে পারিবে। হে কুন্তি! দেবমাতা অদিতির পুত্র বাসুদেবের ন্যায় এই পুত্র তোমার গর্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই বীর সৌন্দর্য্যে শশধর, ধীরতায় সুমেরু, বেগে পবন, ক্ষমাগুণে পৃথিবী, তেজে সূর্য্য, শৌর্য্যে দেবরাজ, ঐশ্বর্য্যে কুবের ও বলবীর্য্যে ভগবান বিষ্ণুর অনুরূপ হইবে। এই বংশধর পুত্র আপনাদিগের জয় ও অরাতি-দিগের পরাজয়ের নিমিত্ত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে।

হে কৌন্তেয়! তৎকালে অন্তরীক্ষে এবম্বিধ দৈববাণী হইয়াছিল। শতশৃঙ্গ গিরিশিখরবাসী মহর্ষিগণও ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে সেই দৈববাণী নিষ্ফল হইল। অতএব বোধ হইতেছে, দেব-তারাও মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। হে মহাবাহো! আমি ঋষিদিগের মুখে সর্ব্বদাই ত্বদীয় প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধনের উন্নতির বিষয়ে অনুমাত্র আশা করিতাম না এবং তুমি যে, কর্ণ হইতে ভীত হইবে, আমার মনেও কদাপি এমন বিশ্বাস হয় নাই। হে পার্থ!

তুমি বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত অশব্দ চক্রসমন্বিত কপিকেতন রথে আরোহণ এবং হেমপট্টসন্নদ্ধ অসি ও তালপ্রমাণ গাণ্ডীব শরাসন ধারণ করিয়াছ; বিশেষতঃ বাসুদেব তোমার সারথি হইয়াছেন। তথাপি তুমি সূতনন্দন হইতে ভীত হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিলে! এক্ষণে তুমি গাণ্ডীব ধনু কেশবকে প্রদান কর। তুমি যদি কেশবের সারথি হইতে, তাহা হইলে উনি নিশ্চয়ই দেবরাজ যেরূপ বজ্র ধারণ পূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রবলপ্রতাপ কর্ণকে নিহত করিতেন। হে ধনঞ্জয়! তুমি যদি অদ্য রণচারী রাধানন্দনকে শরনিকরে নিবারিত করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে তোমা অপেক্ষা অস্ত্র শস্ত্র সুনিপুণ অন্য এক ভূপতিকে এই গাণ্ডীব ধনু প্রদান কর। তাহা হইলে লোকে আর আমাদিগকে পাপপুরুষসেবিত অগাধ নরকে নিপতিত, স্ত্রীপুত্রবিহীন ও রাজ্যসুখপরিভ্রষ্ট নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না।

হে দুরাত্মন্! তোমার সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করা অপেক্ষা পঞ্চম মাসে গর্ভস্রাবে বিনষ্ট হওয়া কিম্বা কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ না করাই শ্রেয়স্কর ছিল। হে পাণ্ডুতনয়! এক্ষণে তোমারে অধিক আর কি বলিব, তোমার গাণ্ডীবে ধিক্! অসংখ্য শর সমূহে ধিক্! এবং কপিধ্বজ ও অগ্নিদত্ত রথেও ধিক্!!!

সপ্ততিতম অধ্যায়। ৭০।

হে ভরতর্ষভ। রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে পর, শ্বেতবাহন মহাবীর অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহার বিনাশবাসনায় সত্বরে খড়্গ গ্রহণ করিলেন। তখন অন্তর্যামী বাসুদেব ধনঞ্জয়কে ক্রুদ্ধ দেখিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়। তুমি কি নিমিত্ত অসি গ্রহণ করিলে? এক্ষণে তোমার ত কোন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত নাই। এক্ষণে ধীমান্ ভীমসেন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে আক্রমণ করিয়াছেন। তুমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সন্দর্শনার্থ এখানে উপনীত হইয়াছ। এক্ষণে সেই সিংহবিক্রান্ত ধর্ম্মরাজকে কুশলী দেখিয়া এই হর্ষসময়ে কেন বিমোহিতের ন্যায় কার্য্য করিতেছ? এক্ষণে ত তোমার বধার্হ কোন বীরপুরুষকে এখানে উপস্থিত দেখিতেছি না; তবে কি নিমিত্ত প্রহারে উদ্যত হইতেছ? আমার বোধ হয়, তোমার

চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকিবে। নচেৎ তুমি কি নিমিত্ত সত্বরে খড়্গ গ্রহণ করিলে? হে পৃথানন্দন! এ বিষয়ে তোমার অভিপ্রেত কি? আমি উহা জানিতে ইচ্ছা করি; তুমি আমার নিকট তাহা কীর্ত্তন কর।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় মহাত্মা বাসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত ক্রুদ্ধ পন্নগের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেশবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি অন্যকে গাণ্ডীব ধনু প্রদান কর, এই কথা যিনি আমাকে কহিবেন, এক্ষণে আমি তাঁহার শিরশ্ছেদন করিব; এই আমার উপাংশু ব্রত। হে অমিতপরাক্রম গোবিন্দ! তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমাকে সেই কথা কহিয়াছেন; অতএব এই ধর্ম্মনিরত রাজাকে আমি বিনাশ করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন ও সত্যের আনৃণ্য লাভ করত নিশ্চিন্ত হইব। আমি এই নিমিত্তই তীক্ষ্ণধার করবারি গ্রহণ করিয়াছি। হে হৃষীকেশ! তোমার মতে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। তুমি এই জগতের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছ। অতএব এ সময় বিবেচনা পূর্ব্বক আমাকে যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।

হে মহারাজ! মহামতি বাসুদেব অর্জ্জুনের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বারম্বার ধিক্কার প্রদান করত কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! এক্ষণে তোমাকে রোষপরবশ দেখিয়া নিশ্চয় জানিলাম, তুমি যথাকালে জ্ঞান-বৃদ্ধ ব্যক্তির উপদেশ গ্রহণ কর নাই। তুমি ধর্ম্মভীরু; কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত নহ। ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিরা কদাচ এ প্রকার অকা-র্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না। আজি তোমারে ঈদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া মূঢ় বলিয়া বোধ হইতেছে। হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি অকর্ত্তব্য কার্য্যকে কর্ত্তব্য ও কর্ত্তব্য কার্য্যকে অকর্ত্তব্য বলিয়া অবধারণ করে, সে নরাধম। বহুদর্শী পণ্ডিতগণ ধর্ম্মানুসারে যে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি তাহা জ্ঞাত হইতে পার নাই। অনিশ্চয়জ্ঞ পুরুষ কার্য্যা-কার্য্য অবধারণ কালে তোমার মত নিতান্ত অবশ ও মুগ্ধ হইয়া থাকে। কার্য্যাকার্য্যের তত্ত্ব নিরূপণ করা অনায়াসসাধ্য নহে। শাস্ত্র দ্বারাই সমস্ত জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। তুমি যখন মোহবশতঃ ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত প্রাণিবধরূপ মহাপাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতে উদ্যত হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই তোমার শাস্ত্রজ্ঞান নাই। হে কৌন্তেয়। আমার মতে প্রাণিগণের অহিংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে,

কিন্তু প্রাণিহিংসা করা কোন প্রকারেই কর্ত্তব্য নহে। তুমি কিরূপে প্রাকৃত পুরুষের ন্যায় ধর্ম্মকোবিদ, পুরুষপ্রধান, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে? সাধু ব্যক্তিগণ সমরে অপ্রবৃত্ত, শরণাগত, বিপদ্‌গ্রস্ত, প্রমত্ত ও রণপরাঙ্মুখ শত্রুরেও বিনাশ করা নিন্দনীয় কহিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত গুরুর জীবন সংহারে উদ্যত হইয়াছ! হে পার্থ! পূর্ব্বে তুমি বালকত্বপ্রযুক্তই এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছ এবং এক্ষণে মূর্খতাবশতঃ অধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদ্যত হইয়াছ। তুমি অতি দুর্জ্ঞেয় ধর্ম্মের সূক্ষ্মগতি না বুঝিয়াই গুরুর বিনাশে অভিলাষ করিতেছ। হে ধনঞ্জয়। পূর্ব্বে কুরুপিতামহ ভীষ্ম, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহামতি বিদুর ও যশস্বিনী কুন্তী যে ধর্ম্মরহস্য কহিয়াছেন, এক্ষণে তাহাই আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

সাধু ব্যক্তিরাই সত্য বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। সত্যতত্ত্ব যারপর নাই দুর্জ্ঞেয়। সত্য বাক্য প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু যে স্থলে মিথ্যা সত্যস্বরূপ ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে। বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিনাশ, সর্ব্বস্বাপহরণকালে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলেও পাতক হয় না। যে, সত্য ও মিথ্যার বিশেষ মর্ম্ম অবগত না হইয়া সত্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, সে নিতান্ত বালক। আর যিনি সত্য ও অসত্যের প্রকৃত তত্ত্ব অবধারণ করিতে সমর্থ হন, তিনিই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। কৃতপ্রজ্ঞ পুরুষ অন্ধহন্তা বলাকবধের ন্যায় নিদারুণ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াও বিপুল পুণ্য লাভ করিতে পারেন। আর অকৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ধর্ম্মাভিলাষী হইয়াও কৌশিকের ন্যায় ঘোরতর পাপে নিপতিত হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! আমি বলাক ও কৌশিকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। তুমি আমার নিকট যথার্থরূপে কীর্ত্তন কর।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বকালে বলাক নামে সত্যবাদী ধর্ম্মনিরত অসূয়াশূন্য এক ব্যাধ ছিল। সে কেবল বৃদ্ধ পিতা মাতা ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি আশ্রিত ব্যক্তিগণের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ মৃগ বধ করিত। একদা ঐ ব্যাধ মৃগয়ায় গমন পূর্ব্বক কুত্রাপি মৃগ প্রাপ্ত না হইয়া পরিশেষে এক অপূর্ব্ব নেত্রহীন ঘ্রাণচক্ষু শ্বাপদ অবলোকন করিল। তৎকালে ঐ শ্বাপদ একাগ্রচিত্তে জলপান করিতেছিল; তদ্দর্শনে ঐ ব্যাধ অবিলম্বে উহারে বিনাশ করিল। সেই অন্ধ শ্বাপদ বিনষ্ট হইবামাত্র আকাশ

হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল এবং অপ্সরাদিগের রমণীয় গীত-বাদ্য আরম্ভ হইল। অনন্তর সেই ব্যাধকে স্বর্গে সমানীত করিবার নিমিত্ত বিমান উপস্থিত হইল। হে অর্জ্জুন! সেই শ্বাপদ তপঃপ্রভাবে বর প্রাপ্ত হইয়া প্রাণিগণের বিনাশহেতু হওয়াতে বিধাতা উহাকে অন্ধ করিয়াছিলেন। বলাক সেই প্রাণিবিনাশক মৃগকে সংহার করিয়া স্বর্গা-রোহণে সমর্থ হইল; অতএব ধর্ম্মতত্ত্ব নিতান্ত দুর্ব্বোধ।

আর দেখ, কৌশিক নামে এক বহুশ্রুত তপস্বী ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতি-দূরে নদীগণের সঙ্গমস্থলে অবস্থিতি করিতেন। তিনি নিরন্তর সত্য বাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বন করত তৎকালে সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতিপয় ব্যক্তি দস্যুভয়ে ভীত হইয়া কাননমধ্যে প্রবেশ করিলে, দস্যুগণও রোষভরে যত্নসহকারে তাহাদিগকে সেই কাননে অন্বেষণ করত ঐ সত্যবাদী কৌশিকের নিকট সমাগত হইয়া কহিল, হে মহাত্মন্! কতকগুলি লোক এই পথে আসিয়াছিল, তাহারা কোন্ দিকে গমন করিয়াছে; আপনি যদি অবগত থাকেন, তবে সত্য করিয়া বলুন। দস্যুগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, কৌশিক স্বীয় সত্য প্রতি-পালনার্থে তাহাদিগকে কহিলেন, কতকগুলি মনুষ্য এই তরুলতাগুল্ম-সমাচ্ছন্ন বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তখন সেই নিষ্ঠুরকর্ম্মা দস্যুগণ তাহাদিগের সন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক বিনাশ করিল। সূক্ষ্মধর্ম্মানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিকও সেই সত্যবাক্যজনিত অধর্ম্মে লিপ্ত হইয়া ঘোরনরকে নিপতিত হইলেন।

হে অর্জ্জুন! ধর্ম্মনির্ণয়ানভিজ্ঞ অল্পবিদ্য ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধগণের নিকট সন্দেহ ভঞ্জন না করিয়া ঘোর নরকে নিপতিত হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তত্ত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন কোন স্থানে অনুমান দ্বারাও নিতান্ত দুর্ব্বোধ ধর্ম্মের নির্ণয় করিতে হয়। অনেকে শ্রুতিরে ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; আমি তাহাতে দোষারোপ করি না; কিন্তু সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট নাই; সুতরাং অনেক স্থলে অনুমান দ্বারা ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হয়। প্রাণিগণের উৎপত্তির জন্যই ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যাহা হিংসাযুক্ত নহে, তাহাই ধর্ম্ম। হিংস্রদিগের হিংসা নিবারণের জন্যই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা জীবগণকে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করে বলিয়া ধর্ম্ম নামে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা সমস্ত জীবের রক্ষা হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম। যাহারা অন্যের সন্তোষ উৎপাদনই ধর্ম্ম, ইহা স্থির করিয়া পরদারাপহরণাদি গর্হিত কার্য্যে

প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগের সহিত আলাপ করাও অকর্ত্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে বিনাশ করিবার অভিলাষে কাহার নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তবে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করাই উচিত; অথবা যদি একান্তই কথা কহিতে হয়, তাহা হইলে, সে স্থলে মিথ্যা বলাই শ্রেয়স্কর। ঐ রূপ স্থলে মিথ্যাও সত্য স্বরূপ হয়। পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন কার্য্য করিবার বাসনায় ব্রত অবলম্বন করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে অসমর্থ হয়, সে কখনই উহার ফললাভ করিতে পারে না। প্রাণবিনাশ, বিবাহ, সমস্ত জ্ঞাতিবধ ও উপহাস এই সকল স্থলে মিথ্যা কহিলেও উহা সত্যস্বরূপ হয়। ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ উহাতে অধর্ম্ম নির্দ্দেশ করেন না। যে স্থলে মিথ্যা শপথদ্বারা চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়স্কর। সে মিথ্যা অবশ্যই সত্যস্বরূপ হয়। ধনদানে সমর্থ হইলেও চৌরাদিকে অর্থ দান করা কদাচ বিধেয় নহে। পাপাত্মাদিগকে ধনদান করিলে, অধর্ম্মানুষ্ঠাননিবন্ধন দাতারেও নিপীড়িত হইতে হয়। অতএব ধর্ম্মের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলেও লোকে অধর্ম্মভাগী হয় না। হে পার্থ! আমি তোমার হিতার্থী হইয়া ধর্ম্ম ও শাস্ত্রানুসারে আপনার বুদ্ধি ও সাধ্যানুরূপ ধর্ম্মলক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যুধিষ্ঠির তোমার বধ্য, কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া বল।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে কেশব! তুমি মহতী প্রজ্ঞাসম্পন্ন; তুমি যাহা কহিলে, তাহা নিশ্চয়ই সত্য ও আমাদিগের হিতজনক! আমরা তোমাকে পিতা ও মাতার সদৃশ বলিয়া জ্ঞান করি। তুমি আমাদিগের গতি ও প্রধান আশ্রয়। এই ত্রিভুবনমধ্যে কোন বিষয়ই তোমার অবিদিত নাই; অতএব সত্য ধর্ম্ম যে, তোমার বিশেষ বিদিত আছে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যে আমার অবধ্য, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। এক্ষণে তুমি আমার মনোগত ভাব শ্রবণ পূর্ব্বক অনুগ্রহ করিয়া তাহার উপায় নির্দ্দেশ কর। হে বাসুদেব! যদি কেহ আমাকে বলে যে, হে পার্থ! তুমি তোমা অপেক্ষা অধিক অস্ত্রবল ও বলবীর্য্য সম্পন্ন ব্যক্তিকে এই গাণ্ডীব প্রদান কর, তাহা হইলে, আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ বধ করিব; আমার এই ব্রত তোমার অবিদিত নাই। মহাত্মা ভীমসেনেরও এই প্রতিজ্ঞা যে, যদি কেহ তাঁহাকে তুবরক কহে, তাহা হইলে, তিনি তাহাকে বিনাশ করিবেন। হে কৃষ্ণ! এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার সমক্ষেই আমাকে পুনঃপুনঃ অন্যের

হস্তে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান করিতে কহিলেন। এক্ষণে আমি যদি ইহাঁকে বধ করি, তাহা হইলে, ক্ষণকালও এই জীবলোকে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইব না। হে বাসুদেব! আমি মোহিত হইয়া ধর্ম্ম-রাজের বিনাশ চিন্তা করিয়াও পাপাসক্ত হইয়াছি, সন্দেহ নাই। এক্ষণে যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা বিফল না হয় এবং আমার ও ধর্ম্মরাজের জীবন রক্ষা হইতে পারে, তাহার উপায় অবধারণ কর।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ধর্ম্মরাজ যুদ্ধে সূতপুত্রনিক্ষিপ্ত নিশিত শরজালে তাড়িত ও ক্ষতবিক্ষত গাত্র হইয়া যারপর নাই পরিশ্রান্ত ও দুঃখিত হইয়াছেন; এই জন্যই ইনি ক্রোধভরে তোমার প্রতি এইরূপ অসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তুমি উহাঁর বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া সূত-পুত্রকে বিনাশ করিবে, এই উহাঁর অভিপ্রেত। পাপপরায়ণ কর্ণ নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ; অদ্য কৌরবেরা তাহাকে পণস্বরূপ করিয়া সংগ্রামরূপ অক্ষ-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে সেই দুর্দ্ধর্ষ সূতপুত্রকে সংহার করিলেই কৌরবগণ অনায়াসে পরাভূত হইবে। মহাত্মা যুধিষ্ঠির এই বিবেচনা করিয়াই পরুষ বাক্য দ্বারা তোমাকে কোপিত করিয়াছেন। অতএব ইহাঁকে সংহার করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য; কিন্তু প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাও তোমার উচিত। অতএব এক্ষণে ইনি প্রাণসত্ত্বেও যাহাতে মৃত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন, এইরূপ এক উপায় অবধারণ করিতেছি, স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর। হে পার্থ। এই জীবলোকে মান্য ব্যক্তি যত দিন সম্মান লাভ করেন, তত দিন তিনি জীবিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারেন। তিনি অপমানিত হইলেই তাঁহাকে জীবন্মৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। দেখ, বৃদ্ধ ও অন্যান্য বীরগণ, তুমি, নকুল ও সহদেব, তোমরা সকলেই ধর্ম্মরাজকে সম্মান করিয়া থাক; আজি তুমি তাঁহাকে কিঞ্চিন্মাত্র অপমানিত কর। হে ধনঞ্জয়! গুরুকে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেই তাঁহাকে বধ করা হয়। অতএব তুমি পূজনীয় ধর্ম্ম-নন্দনকে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ কর। এক্ষণে আমি যেরূপ কহিলাম, অথর্ব্ব বেদে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে এবং মহর্ষি অঙ্গিরাও এই প্রকারই কহিয়া গিয়াছেন। ফলত গুরুলোককে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তাঁহাকে এক প্রকার বধ করা হয়। অতএব হিতৈষী ব্যক্তি অবিচারিত চিত্তে আবশ্যক সময়ে ইহার অনুষ্ঠান করিবে। হে অর্জ্জুন! এক্ষণে তুমি আমার বাক্যানুসারে ধর্ম্মরাজকে তুমি বলিয়া নির্দ্দেশ কর। তাহা হইলেই ইনি অপমানিত হইয়া আপনাকে তোমার হস্তে নিহত জ্ঞান

করিবেন। তৎপরে তুমি ইঁহার চরণে প্রণত হইয়া সান্ত্বনা করিবে। তুমি এইরূপ করিলে, এই ধর্ম্মনন্দন ধর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করিয়া কদাপি রোষাবিষ্ট হইবেন না। অতএব তুমি এক্ষণে এইরূপে আপনার প্রতিজ্ঞা এবং ভ্রাতার জীবন রক্ষা করত সূতপুত্রের বধ সাধন কর।

—০:০—

একসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭১।

হে নরনাথ! মহাত্মা বাসুদেব এইরূপ কহিলে পর, অর্জ্জুন তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করত পরুষ বাক্যে ধর্ম্মরাজকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! তুমি যুদ্ধস্থল হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থান করিতেছ। অতএব আমাকে তিরস্কার করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। মহাবলশালী ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় মহাবীরদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। তিনিই আমাকে তিরস্কার করিতে পারেন। ঐ মহাবীর অসংখ্য রথী, হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ভূপালগণকে প্রপীড়িত ও নিহত করিয়া মৃগনিহন্তা কেশরীর ন্যায় সহস্র সহস্র হস্তী এবং অযুত কাম্বোজ ও পার্ব্বতীয়কে বিনাশ করত তোমার অসাধ্য দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতেছেন। উনি ইন্দ্র, যম ও কুবেরের ন্যায় প্রভাবশালী; ঐ মহাবীর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদা ও খড়্গের আঘাতে চতুরঙ্গিণী সেনা নিহত করিয়া হস্ত পদের আঘাতে অসংখ্য শত্রুর প্রাণ বিনষ্ট করিতেছেন এবং রথে আরোহণ পূর্ব্বক শরাসননির্ম্মুক্ত শরনিকর দ্বারা সহসা শত্রুগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। উনি একাকীই দুর্য্যোধনের চতুরঙ্গ সৈন্য দলন করত নীল মেঘ সদৃশ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, নিষাধ, মাগধ ও অপরাপর বিপক্ষগণের প্রাণ বিনাশ এবং যথাকালে রথারূঢ় হইয়া বারিধারাবর্ষী মেঘের ন্যায শর বর্ষণ করিতেছেন। আজি তাঁহার নিশিত শরে অষ্ট শত নাগ নিপাতিত হইয়াছে। অতএব সেই বীরই আমাকে তিরস্কার করিতে পারেন। তুমি সর্ব্বদা মিত্রগণ কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া থাক; অতএব আমার নিন্দা করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। হে রাজন্! পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণদিগের বাক্যবল ও ক্ষত্রিয়দিগের বাহুবল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়াও বাক্যবল প্রকাশ করত নিষ্ঠুরের ন্যায় আমাকে বলহীন বলিতেছ। সত্যসন্ধ পিতামহ তোমার হিতাভিলাষে স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দ্দেশ করাতে দ্রুপদতনয় শিখণ্ডী সেই মহাত্মাকে নিপাতিত করিয়াছেন।

শিখণ্ডী ভীষ্মের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে, আমিই তাঁহারে রক্ষা করিয়াছিলাম; নচেৎ দ্রুপদনন্দন কদাপি পিতামহকে সংহার করিতে পারিতেন না। ফলত আমি স্ত্রী পুত্র, শরীর ও জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়া তোমার প্রিয়কামনায় যত্নবান্ রহিয়াছি। তথাপি তুমি আমারে বাক্যবাণে নিপীড়িত করিতেছ। আমি তোমার নিমিত্ত মহারথগণকে সংহার করিতেছি; কিন্তু তুমি নির্ভয়চিত্তে দ্রৌপদীর শয্যায় শয়ন করিয়া আমার অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি নিতান্ত নিষ্ঠুর; তোমার নিকট থাকিয়া কোনক্রমেই সুখলাভ করিতে পারি না। হে ধর্ম্মরাজ! তুমি দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া স্বয়ং অসাধু ব্যবহৃত ঘোরতর অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে আমাদিগের প্রভাবে শত্রুগণকে পরাজয় করিতে অভিলাষী হইয়াছ। অতএব আমি তোমর রাজ্য লাভে পরিতৃপ্ত নহি। সহদেব অক্ষক্রীড়ায় বহুবিধ দোষ ও অধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিল; তথাপি তুমি পরিত্যাগ কর নাই; সেই জন্যই আমরা এই পাপগ্রস্ত হইয়াছি। তুমি দ্যূতক্রীড়ায় উন্মত্ত হইয়া স্বয়ং দুঃখোৎপাদন পূর্ব্বক অদ্য আমার প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। অতএব তোমা হইতে যে, আমাদিগের কিছুমাত্র সুখের প্রত্যাশা নাই, তাহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছি। হে রাজন্! তোমার অপরাধেই এই মহতী শত্রুসেনা আমাদিগের শরে নিহত হইয়া চীৎকার করত ছিন্ন কলেবরে ভূমিতলে নিপতিত হইতেছে। তোমা হইতেই কৌরবদিগের ধ্বংস উপস্থিত হইয়াছে। তোমার দোষেই উদীচ্য, প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে এবং উভয়পক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গ যুদ্ধে অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করত পরস্পরকে বিনাশ করিতেছে। হে নরনাথ! তুমিই দ্যূতক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিলে; তোমার নিমিত্তই আমাদিগের রাজ্য নাশ ও যৎপরোনাস্তি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। অতএব পুনর্ব্বার পরুষ বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক আমাকে ব্যথিত করিও না।

হে ভারত! ধর্ম্মভীরু স্থিরপ্রজ্ঞ ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজকে এইরূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ করাইয়া অল্পমাত্র পাপাচরণ পূর্ব্বক নিতান্ত বিমনায়মান হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিলম্বে কোষ হইতে খড়্গ নিষ্কাশিত করিলেন। তখন কৃষ্ণ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি কি জন্য পুনর্ব্বার এই আকাশের ন্যায় শ্যামবর্ণ অসি নিষ্কাশিত করিলে? তুমি শীঘ্র স্বদীয় অভিপ্রায় আমার নিকট প্রকাশ কর। আমি তোমার প্রয়োজনসিদ্ধির সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। মহাবীর অর্জ্জুন মহাত্মা বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কেশব! আমি জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতার অবমাননা করিয়া নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। অতএব এক্ষণে আত্মবিনাশ করিব। তখন পরম ধার্ম্মিক বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে কৌন্তেয়! তুমি ধর্ম্মরাজের প্রতি এই প্রকার দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়া আপনারে মহাপাপে লিপ্ত বোধ করত আত্মবিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছ; কিন্তু আত্মহত্যা সাধুদিগের নিতান্ত নিন্দনীয়। দেখ, যদি তুমি অদ্য অসি প্রহারে ধর্ম্মনন্দন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিহত করিতে, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্মভীরুতা কোথায় থাকিত এবং তুমি পরিশেষেই বা কি করিতে! সূক্ষ্মধর্ম্ম অতিশয় দুর্জ্ঞেয়। অজ্ঞ ব্যক্তি সহজে উহা কদাচ বুঝিতে পারে না। হে পার্থ! তুমি আত্মঘাতী হইলে, ভ্রাতৃবধ অপেক্ষা ভীষণ নরকে পতিত হইবে; অতএব এক্ষণে তুমি স্বয়ং আত্মগুণ কীর্ত্তন কর, তাহা হইলেই তোমার আত্মবিনাশ করা হইবে।

হে নরপাল! মহাত্মা অর্জ্জুন কেশবের বাক্যে অনুমোদন করিয়া কার্ম্মুক অবনত করত যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! পিনাকহস্ত মহাদেব ভিন্ন আমার সদৃশ মহাধনুর্দ্ধর আর কেহই নাই। আমি তাঁহার অনুগৃহীত ও মহাত্মা; আমি নিমেষমধ্যে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ বিনষ্ট করিতে পারি। আমিই সমস্ত ভূপালগণের সহিত পৃথিবী জয় করিয়া আপনার বশবর্ত্তী করিয়াছি। আমার প্রভাবেই আপনার দিব্য সভা নির্ম্মিত ও সমাপ্তদক্ষিণ রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল। আমার করতলে নিশিত শরনিকর ও জ্যাযুক্ত সশর শরাসন এবং পদতলে রথও ধ্বজের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। মাদৃশ ব্যক্তিকে সংগ্রামে পরাজয় করা কাহারও সাধ্য নহে। আমি কৌরবপক্ষীয় উদীচ্য, প্রতীচ্য, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্যগণকে বিনষ্ট করিয়াছি। সংশপ্তকগণের অল্পমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। ফলতঃ আমি কৌরবপক্ষের অর্দ্ধাংশ সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছি। দেবসেনা সদৃশ বিক্রমসম্পন্ন কৌরবসৈন্যগণ মদীয় শরনিকরে নিহত হইয়া যুদ্ধস্থলে শয়ন করিয়াছে। আমি অস্ত্রজ্ঞদিগকেই অস্ত্র দ্বারা বিনষ্ট করিয়া থাকি, এই জন্যই সমস্ত লোককে ভস্মীভূত করিতেছি না। হে মহারাজ! এক্ষণে আমি ও কৃষ্ণ আমরা উভয়ে জয়শীল ভীষণ রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাধানন্দনের বিনাশার্থ প্রস্থান করিতেছি। আপনি স্থিরভাবে অবস্থান করুন। আমি নিঃসন্দেহ কর্ণকে শরসমূহে বিনষ্ট করিব। অদ্য হয় কর্ণের জননী পুত্রহীনা হইবে, না হয়, আমার মৃত্যুনিবন্ধন জননী কুন্তী নিতান্ত বিষণ্ণা হইবেন। হে নরনাথ! আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য সূতনন্দনকে বিনষ্ট না করিয়া কদাচ কবচ পরিত্যাগ করিব না।

হে কুরুরাজ! মহামতি ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজকে এইরূপ কহিয়া কার্ম্মুক ও অস্ত্র পরিত্যাগ করত অসি কোষমধ্যে সংস্থাপন পূর্ব্বক লজ্জাবনতমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি প্রসন্ন হইয়া আমারে ক্ষমা করুন। আমি কি নিমিত্ত আপনারে এরূপ কহিলাম, তাহা আপনি পরিণামে বুঝিতে পারিবেন। হে মহারাজ! কর্ণ আমার সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; আমি অবিলম্বে তাহাকে নিহত করিব। আমি কেবল আপনার হিতাভিলাষেই জীবন ধারণ করিয়াছি; এক্ষণে ভীমসেনকে যুদ্ধ হইতে মুক্ত ও কর্ণকে সংহার করিতে প্রস্থান করিলাম। মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণ বন্দন করিয়া যুদ্ধে গমন করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলেন।

হে ভারত! ঐ সময় ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ভ্রাতার পূর্ব্বোক্ত কঠোর বাক্যে নিতান্ত অবমানিত হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দীনচিত্তে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলাম; তন্নিবন্ধন তোমরা ঘোরতর দুঃখে পতিত হইয়াছ। আমি নিতান্ত ব্যসনাসক্ত, মূঢ়, অলস, ভীরু ও নিষ্ঠুর। আমা হইতেই তোমাদিগের কুল বিনষ্ট হইল। অতএব তুমি অবিলম্বে আমার শিরশ্ছেদন কর; আর কি সুখের প্রত্যাশায় আমার অধীন থাকিবে। অথবা আমি অবিলম্বে অরণ্যে প্রস্থান করিতেছি; তুমি সুখী হও। মহাত্মা বৃকোদর রাজ্যলাভের উপযুক্ত; আমি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য; আমার রাজকার্য্যে আর প্রয়োজন কি? আমি আর তোমার নিষ্ঠুর বাক্য সহ্য করিতে পারিব না। এক্ষণে ভীমই রাজা হউক। অবমানিত হইয়া আমার আর জীবন ধারণে কোন প্রয়োজন নাই। রাজা যুধিষ্ঠির এই বলিয়া সত্বরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বনপ্রস্থানে উদ্যত হইলেন।

ঐ সময় মহাত্মা হৃষীকেশ ধর্ম্মরাজকে প্রণতিপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! সত্যসন্ধ মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীব বিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আপনার অবিদিত নাই। যে ব্যক্তি উঁহাকে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিবে, উনি তাহারে সংহার করিবেন। আপনি অর্জ্জুনকে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব প্রদান করিতে কহিয়াছেন। সেই জন্যই উনি স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত আমার প্রবর্ত্তনায় আপনার অপমান করিয়াছেন। গুরুজনের অপমানই মৃত্যু স্বরূপ। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমরা উভয়েই আপনার শরণাগত হইলাম। ধনঞ্জয়ের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ আমরা যে অপরাধ করিয়াছি, আপনি তাহা ক্ষমা করুন। আমি আপনার

নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আজি রণভূমি কর্ণরুধির পান করিবে। এক্ষণে আপনি রাধানন্দনকে নিহত বলিয়া বিবেচনা করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির বাসুদেব কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে উত্থাপিত করত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে কেশব! তুমি যে সকল কথা কহিলে, তৎসমস্তই সত্য। আমি ধনঞ্জয়কে অন্যের হস্তে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান করিতে অনুমতি করিয়া দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি। এক্ষণে তোমার বাক্যে প্রবোধিত হইলাম! আজি তুমি আমাদিগকে ঘোরতর বিপদ্ হইতে বিমুক্ত করিলে। অদ্য অর্জ্জুন ও আমি, আমরা উভয়েই অজ্ঞানপ্রভাবে মোহিত হইয়াছিলাম; এক্ষণে তোমার সাহায্যলাভে এই ভয়ঙ্কর বিপদ্‌সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলাম। তোমার অসাধারণ প্রজ্ঞাশক্তি প্লবস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত দুঃখশোকার্ণব হইতে উদ্ধার করিল।

—*•*—

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭২।

হে নরনাথ! ধর্ম্মাত্মা কৃষ্ণ রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রীতিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনকে অনুরোধ করিলেন এবং ধনঞ্জয়কে শ্রেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগনিবন্ধন নিতান্ত বিমনায়মান দেখিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি যদি তীক্ষ্ণধার খড়্গ দ্বারা ধর্ম্মনিষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে বিনষ্ট করিতে, তাহা হইলে, তোমার অবস্থা কিরূপ হইত? তুমি ধর্ম্মরাজকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া এরূপ দুর্ম্মনা হইয়াছ; কিন্তু যদি তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে, তাহা হইলে, পরিণামে কি করিতে? যথার্থ ধর্ম্ম স্বভাবতই দুর্ব্বোধ; বিশেষতঃ মন্দবুদ্ধিগণ উহা সহজে বুঝিতে পারে না। তুমি যদি ধর্ম্মভীরুতাপ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণ সংহার করিতে, তাহা হইলে, তোমাকে ঘোরতর নরকে নিপতিত হইতে হইত; সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমার বাক্যানুসারে ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন কর। রাজা প্রীতি লাভ করিলে, আমরা উভয়েই শীঘ্র কর্ণের প্রতি ধাবমান হইব। অদ্য আমি অবশ্যই শরনিকর দ্বারা কর্ণকে নিহত করিয়া যুধিষ্ঠিরের অন্তঃকরণে প্রীতি সঞ্চারণ করিব। এক্ষণে যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করিয়া যুদ্ধস্থলে গমন করিবার এই প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছে। উহা করিলেই তোমার কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে।

হে মহারাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিত-ভাবে ধর্ম্মরাজের চরণযুগলে নিপতিত হইয়া বারম্বার কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। আমি ধর্ম্মরক্ষার্থ আপনার প্রতি যে দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহা ক্ষমা করুন।

হে ভরতর্ষভ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুনিপাতন ধনঞ্জয়কে পদতলে নিপতিত ও রোরুদ্যমান নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করত সস্নেহলোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুন অনেক ক্ষণ রোদন করিয়া অবশেষে পরম প্রীতি লাভ করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে অর্জ্জুনের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! সূততনয় কর্ণ যুদ্ধকুশল সৈন্যগণের সাক্ষাতে শরনিকর দ্বারা আমার কবচ, ধ্বজ, কার্ম্মুক, শক্তি, অশ্ব ও শরনিকর ছেদন করিয়াছে। আমি তাহার প্রভাব ও কার্য্য দর্শন করিয়া বিষাদে নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি। আমার প্রাণধারণে আর কিছুমাত্র আস্থা নাই। তুমি যদি আজি তাহার প্রাণ সংহার করিতে না পার, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই জীবন পরিত্যাগ করিব।

মহামতি অর্জ্জুন ধর্ম্মরাজের এই সকল বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমি সত্য, মহাশয়ের স্বাস্থ্য, ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের শপথ করিয়া কহিতেছি যে, আজি হয়, সমরে কর্ণকে নিপাতিত করিব, না হয়, স্বয়ং তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইব; এক্ষণে এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অস্ত্র গ্রহণ করিলাম।

মহাবীর অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব! আজি তোমার বুদ্ধিপ্রভাবে নিশ্চয়ই কর্ণকে বিনাশ করিব। মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি কর্ণকে বিনাশ করিবার উপযুক্ত পাত্র। আমিও প্রতিনিয়ত এইরূপ অভিলাষ করিয়া থাকি যে, তুমি মহাবীর কর্ণকে বিনাশ করিবে। অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ধনঞ্জয়কে সান্ত্বনা করিয়া দুর্ম্মতি সূতপুত্ত্রের নিধনে অনুজ্ঞা করুন। আমরা আপনাকে কর্ণের শরনিকরে নিপীড়িত শ্রবণ করিয়া আপনার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইবার নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছি। সৌভাগ্যবশতঃ আপনি নিহত বা ধৃত হন নাই। এক্ষণে ধনঞ্জয়কে সান্ত্বনা করিয়া জয় লাভার্থে আশীর্ব্বাদ করুন। তখন ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! এস, আমারে আলিঙ্গন কর। তুমি আমারে হিতকর কথাই কহিয়াছ।

অতএব উহা পরুষ হইলেও আমি ক্ষমা করিলাম। এক্ষণে তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি কর্ণকে জয় কর। আমি তোমারে যে দুর্ব্বাক্য কহিয়াছি, তজ্জন্য তুমি ক্রুদ্ধ হইও না।

হে রাজেন্দ্র! তখন অর্জ্জুন নতশিরা হইয়া পাণিযুগল দ্বারা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণযুগল ধারণ করিলেন। তৎকালে ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে উত্থাপন পূর্ব্বক গাঢ়তর আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পুনরায় কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি তোমাকর্ত্তৃক বিশেষরূপে সম্মানিত হইলাম, এক্ষণে তোমারে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি শাশ্বত মাহাত্ম্য ও জয় লাভ কর।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহারাজ! অদ্য আমি শরসমূহ দ্বারা বলগর্ব্বিত পাপকর্ম্মা সূতপুত্রকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। দুর্ম্মতি কর্ণ শরাসন আনত করিয়া শরনিকর দ্বারা আপনারে যে নিপীড়িত করিয়াছে, অচিরাৎ তাহার ফলভোগ করিবে। হে মহীপতে! আমি সত্য কহিতেছি যে, কর্ণকে নিহত করিয়া ভীষণ যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আপনাকে দর্শন ও সম্মানিত করিব। হে জগতীপতে! আমি আপনার চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া সত্য করিতেছি যে, আমি অদ্য কর্ণকে বিনাশ না করিয়া কদাচ মহারণ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইব না।

ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! তোমার শোকক্ষয়, শত্রুবিনাশ, আয়ুবৃদ্ধি ও জয়লাভ হউক। দেবতারা তোমার কল্যাণ করুন। আমি তোমার নিমিত্ত যাহা অভিলাষ করি, তুমি তাহা প্রাপ্ত হও। এক্ষণে দেবরাজ যেরূপ আত্মবৃদ্ধির নিমিত্ত বৃত্রাসুরের প্রতি গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও আত্মসমুন্নতির নিমিত্ত শীঘ্র কর্ণের প্রতি ধাবমান হও।

—০:০—

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৩।

হে নরনাথ! মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন এইরূপে হৃষ্টচিত্তে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে প্রসন্ন করিয়া কর্ণের নিধনবাসনায় কৃষ্ণকে কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি পুনরায় আমার রথ সজ্জিত এবং উহাতে অশ্ব সকল সংযোজিত ও সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র সন্নিবেশিত কর। সুশিক্ষিত অশ্বগণ শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত ভূপৃষ্ঠে বারম্বার বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। এক্ষণে উহাদিগকে

সুসজ্জিত করিয়া অবিলম্বে আনয়ন কর এবং কর্ণকে সংহার করিবার জন্য আমাকে যুদ্ধস্থলে লইয়া চল।

মহাত্মা বাসুদেব অর্জ্জুনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক স্বীয় সারথি দারুককে আহ্বান করতঃ তাঁহাকে ধনঞ্জয়ের বাক্য অবিকল কহিয়া সত্বরে রথানয়নার্থে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। দারুক মহামতি কৃষ্ণের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র অবিলম্বে রথে অশ্ব সংযোজন পূর্ব্বক ধনঞ্জয়কে সংবাদ প্রদান করিলেন। মহাত্মা অর্জ্জুন রথ সংযোজিত হইয়াছে দেখিয়া ধর্ম্মরাজকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক উহাতে আরোহণ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্বস্তিবাচন এবং রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন মহাবলশালী অর্জ্জুন সূতপুত্রের রথাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহাকে দ্রুতবেগে গমন করিতে দেখিয়া কর্ণকে মহানুভব পাণ্ডব কর্ত্তৃক নিহত বলিয়া বিবেচনা করিল। তৎকালে সমুদয় দিক্ বিদিক্ সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হইল। চাস, শতপত্র ও ক্রৌঞ্চপক্ষিগণ পাণ্ডুপুত্রকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। পুন্নামক শুভজনক বিহঙ্গমগণ অর্জ্জুনকে সমরে ত্বরা প্রদর্শন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ভীষণদর্শন গৃধ্র, বক, শ্যেন ও কাকগণ মাংসলাভার্থী হইয়া অর্জ্জুনের অগ্রে অগ্রে গমন করত তাঁহার শত্রুবল বিনাশ ও কর্ণবিনাশ রূপ শুভ নিমিত্ত সকল সূচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল।

হে রাজন্! মহাবীর অর্জ্জুন এইরূপে যুদ্ধস্থলে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার কলেবর হইতে অনবরত ঘর্ম্মবারি বিগলিত হইতে আরম্ভ হইল। তিনি কিরূপে এই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন, তাহাই সতত চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তখন মহাত্মা বাসুদেব ধনঞ্জয়কে নিতান্ত চিন্তাকুল নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে গাণ্ডীবধন্বন্! তুমি গাণ্ডীবপ্রভাবে যাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছ, এই পৃথিবীমধ্যে তোমা ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি তাহাদিগকে জয় করিতে পারে? ইন্দ্রসমপরাক্রম অসংখ্য বীর তোমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া পরম গতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমা ভিন্ন কোন্ বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু কাম্বোজদেশীয় সুদক্ষিণ এবং অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়? তোমার দিব্য অস্ত্র, লঘুহস্ততা, বাহুবীর্য্য, যুদ্ধে অসংমোহবিজ্ঞান, দৃঢ়ভেদিতা, লক্ষ্যে অস্খলন ও প্রহার-বিষয়ে সবিশেষ নৈপুণ্য আছে। তুমি দেবগন্ধর্ব্ব সমবেত সমুদায় স্থাবর জঙ্গমাত্মক

ভূত সংহার করিতে পার। তোমার সদৃশ যোদ্ধা আর পৃথিবীমধ্যে বিদ্যমান নাই। যুদ্ধদুর্ম্মদ ধনুর্দ্ধর ক্ষত্রিয়গণের কথা কি বলিব, দেবগণের মধ্যেও তোমার সদৃশ বীর কদাচ শ্রবণ বা দর্শনগোচর হয় নাই। সর্ব্বলোকস্রষ্টা ব্রহ্মা গাণ্ডীব শরাসন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তুমি সেই গাণ্ডীব ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতেছ। অতএব তোমার তুল্য বীর আর কেহই নাই। যাহা হউক, তোমার যাহা হিতজনক, তাহা নির্দ্দেশ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। হে মহাবাহো। তুমি কর্ণকে অবজ্ঞা করিও না। কেন না, সূতপুত্র বীর্য্যবান্, গর্ব্বিত, মহারথ, সুশিক্ষিত, কার্য্যকুশল, বিচিত্র যোদ্ধা ও দেশকালের মর্ম্মজ্ঞ। হে পার্থ! কর্ণের গুণগ্রামের বিষয় আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই; এক্ষণে আমি সংক্ষেপে যাহা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর। মহাবীর সূতপুত্র আমার বিবেচনায় তোমা অপেক্ষা অধিকতর বলবান্; অতএব পরম যত্নসহকারে তাহাকে বিনাশ করা তোমার কর্ত্তব্য। ঐ বীর তেজে বহ্নি সদৃশ, বেগে বায়ু তুল্য, ক্রোধে অন্তকপ্রতিম। ঐ মহাবাহুর দৈর্ঘ্য আট অরত্নিপরিমিত, বক্ষঃস্থল অতি বিস্তৃত। সে অভিমানী, প্রিয়-দর্শন, যোধগুণে সমলঙ্কৃত, বন্ধুগণের অভয়প্রদ, পাণ্ডবগণের দ্বেষ্টা ও কৌরবগণের হিতসাধনে তৎপর। এক্ষণে আমার মতে তুমি ভিন্ন অন্য কেহই আজি ঐ বীরের নিধনসাধন করিতে সমর্থ নহেন। অতএব তুমি আজি উহাকে সংহার কর। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সকলে একত্র মিলিত হইয়াও পরম যত্নসহকারে ঐ মহাবলকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন না। হে অর্জ্জুন! দুরাত্মা সূতপুত্র নিতান্ত পাপপরায়ণ, ক্রূরস্বভাব ও তোমাদিগের বিদ্বেষী। সে এক্ষণে বৃথা তোমাদিগের সহিত বিরোধাচরণ করিতেছে। অতএব তুমি সত্বরে তাহারে বিনাশ করিয়া কৃতকার্য্য হও। ঐ দুর্ম্মতিকে পরাজিত করিতে পারে, এমন আর কেহই নাই। অতএব তুমি তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ধর্ম্মরাজের প্রীতি বর্দ্ধন কর। দুর্ম্মতি কর্ণ বলদর্পে গর্ব্বিত হইয়া নিয়ত পাণ্ডবগণকে অপমান করিয়া থাকে। পাপাত্মা দুর্য্যোধন উহার বীর্য্য প্রভাবে আপনাকে মহাবল পরাক্রান্ত বলিয়া বোধ করে। অতএব অদ্য তুমি সেই শর, শরাসন ও খড়্গধারী, গর্ব্বিত ও পাপ কার্য্যের মূলস্বরূপ কর্ণকে সংহার করিয়া আমার প্রীতিভাজন হও। আমি তোমার বলবীর্য্য সর্ব্বতোভাবে পরিজ্ঞাত আছি। এক্ষণে দুর্য্যোধন যাহার বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক তোমার বলবীর্য্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, তুমি

সিংহের মাতঙ্গবিনাশের ন্যায় সেই সূতপুত্রকে অবিলম্বে বিনাশ কর।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৪।

হে নরনাথ! অনন্তর উদারপ্রকৃতি মহাত্মা হৃষীকেশ কর্ণবধে কৃত-নিশ্চয় ধনঞ্জয়কে পুনরায় কহিলেন, হে সখে! আজি সপ্তদশ দিন হইল, বহুসংখ্য মাতঙ্গ, অশ্ব ও মনুষ্য নিরন্তর বিনষ্ট হইতেছে। পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করত নিহত হইয়া অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইয়াছে। কৌরবেরা বিপুল অশ্বমাতঙ্গসম্পন্ন হইয়াও তোমার প্রভাবে কৃতান্তভবনে গমন করিতেছে। সমুদয় পাণ্ডব, সৃঞ্জয় ও সমাগত অন্যান্য মহীপালগণ তোমার আশ্রিত হইয়াই সংগ্রামস্থলে অবস্থান করিতেছেন। পাঞ্চাল, পাণ্ডব, মৎস্য, কারূষ ও চেদিগণ ত্বৎকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়াই অরাতিসংহারে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। হে পার্থ! পাণ্ডবদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিই তোমা কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত না হইয়া কৌরবগণকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় না। আমি সত্য কহিতেছি যে, সামান্য কৌরবসেনার কথা কি বলিব, তুমি দেব, দৈত্য ও মনুষ্যগণের সহিত ত্রিলোককেও পরাজয় করিতে পার। তুমি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমসম্পন্ন হইয়াও রাজা ভগদত্তকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয়? মহীপালগণ তোমার ভুজবলে পরিরক্ষিত সেনাগণকে দর্শন করিতেও পারেন না। হে অর্জ্জুন! মহাবীর শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন ত্বৎকর্ত্তৃক প্রতি-নিয়ত অভিরক্ষিত হইয়াই অমিততেজা ভীষ্মদেব ও দ্রোণাচার্য্যকে সমরে নিহত করিয়াছে; নচেৎ কোন্ ব্যক্তি সেই ইন্দ্রসমপরাক্রম মহারথ-দ্বয়কে পরাজিত করিতে সমর্থ হয়? তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই বহুসংখ্য অক্ষৌহিণীর অধীশ্বর রণদুর্ম্মদ মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, সৌমদত্তি, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, শল্য ও দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় না। তোমার নিরন্তরনিক্ষিপ্ত শরনিকরে নানাজন-পদবাসী বহুসংখ্য ক্ষত্রিয় নিহত এবং রথ ও মাতঙ্গ সকল বিদীর্ণ হই-তেছে। হে ধনঞ্জয়! বিপুল হস্ত্যশ্বসম্পন্ন গোবাস, দাশমীয়, বাশাতি, প্রাচ্য, বাটধান ও অভিমানী ভোজসৈন্যগণ তোমার ও ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে। তুমি ভিন্ন

কোন ব্যক্তিই দুর্য্যোধনের কার্য্যসাধনে নিযুক্ত কৌরবগণপরিবেষ্টিত উগ্রস্বভাব দণ্ডহস্ত সমরবিশারদ তুষার, যবন, খশ, দার্ব্বাভিসার, দরদ, শক, রামঠ, কৌঙ্কণ, অন্ধ্রক, পুলিন্দ, কিরাত, ম্লেচ্ছ, পার্ব্বতীয় ও সমুদ্র-তীরস্থিত শূরগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই। তুমি যদি দুর্য্যো-ধনের সৈন্যগণকে ব্যূহিত ও উগ্রস্বভাব দর্শন করিয়া স্বপক্ষগণের পরিরক্ষণে যত্নবান্ না হইতে, তাহা হইলে তাহাদিগের প্রতি গমন করা কাহার সাধ্য হইত? তুমি রোষপরবশ পাণ্ডবগণকে রক্ষা করাতেই তাঁহারা মহা-র্ণবের ন্যায় সমুদ্ধূত ধুলিজালসংবৃত কৌরবসেনাগণকে বিদারণ পূর্ব্বক সং-হার করিয়াছেন। অদ্য সাত দিবস হইল, মগধরাজ মহাবলশালী জয়ৎসেন অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছেন এবং মহাবীর ভীমসেন গদা দ্বারা তাঁহার অনুগামী দশ সহস্র মাতঙ্গের জীবন বিনষ্ট করিয়া অন্যান্য শত শত গজ ও রথ সংহার করিয়াছেন। হে পার্থ! এই রূপে কৌরবগণ তোমার ও ভীমের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া হস্তী, অশ্ব ও রথের সহিত সমরে বিনষ্ট হইয়াছে।

মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ এইরূপে কৌরবগণের সেনামুখ নিপা-তিত করিলে, দিব্যাস্ত্রবিশারদ ভীষ্মদেব শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া চেদি, কাশী, পাঞ্চাল, করূষ, মৎস্য, ও কৈকয়গণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করত বিনষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার চাপচ্যুত বিপক্ষদেহবিদারণক্ষম হেমপুঙ্খ শরজালে আকাশমণ্ডল সমাবৃত হইয়াছিল। তিনি এক এক বার শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সহস্র সহস্র রথ বিনষ্ট করিয়া এক লক্ষ মনুষ্য ও মাতঙ্গের প্রাণ সংহার করিয়াছেন। তাহারা নিহত হইয়া পতনকালে অসংখ্য হস্তী, অশ্ব ও রথ বিনষ্ট করিয়াছে। মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্মদেব ধর্ম্মানু-সারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া দশ দিবস অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক রথ সকল আরোহিশূন্য ও হস্ত্যশ্বগণকে বিনষ্ট করিয়া ইন্দ্র ও উপেন্দ্রের ন্যায় অদ্ভুত মূর্ত্তি প্রদর্শনানন্তর চেদি, পাঞ্চাল ও কেকয়দেশীয় নরপতিগণকে নিপী-ড়িত করত প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় পাণ্ডব সৈন্যগণকে দগ্ধ করিয়াছেন। তিনি যুদ্ধসাগরে নিমগ্ন মন্দমতি দুর্য্যোধনের উদ্ধারার্থ সমরে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে, সৃঞ্জয়গণের সহস্র কোটী পদাতি ও অন্যান্য ভূপতিগণ তাঁহাকে অবলোকন করিতেও পারেন নাই। তিনি তৎকালে একাকী সমরে পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে বিদ্রাবিত করত অদ্বিতীয় বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। মহাবীর শিখণ্ডী কেবল তোমার প্রভাবে অভিরক্ষিত হইয়া সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা পুরুষপ্রবর কুরুপিতামহকে

বিনষ্ট করিয়াছে। ফলত শান্তনুতনয় মহামতি ভীষ্মদেব তোমার প্রভাবেই শরশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।

প্রবলপ্রতাপশালী আচার্য্য দ্রোণও পাঁচ দিবস বিপক্ষ সৈন্য নিপীড়িত করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর অভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে বিনাশ ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে রক্ষা করেন। ঐ কৃতান্ত-তুল্য মহাপ্রতাপবান্ বীরবরের শরানলে রাত্রিযুদ্ধে অসংখ্য যোদ্ধা দগ্ধ হইয়াছিল। এইরূপে মহাবলশালী দ্রোণাচার্য্য শত্রু সংহার পূর্ব্বক পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নিহত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই ইহা স্থির করিতে হইবে যে, তোমার প্রভাবেই আচার্য্য নিহত হইয়াছেন। তুমি কর্ণ প্রভৃতি রথিগণকে নিবারণ না করিলে, ঐ মহাবীর কখনই নিহত হইতেন না। দুর্য্যোধনের সমুদায় সৈন্য তোমা কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াছিল; এইজন্যই ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহাকে নিপাতিত করিয়াছে। হে পার্থ! তুমি জয়দ্রথের নিধনকালে যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছ, আর কোন্ ক্ষত্রিয় তদ্রূপ করিতে সমর্থ হয়? তুমি সমস্ত কৌরবসেনা নিবারণ পূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত মহীপালগণকে বিনাশ করিয়া অস্ত্র প্রভাবে জয়দ্রথকে নিহত করিয়াছ। ক্ষিতিপালগণ জয়দ্রথের বধসাধন করা নিতান্ত আশ্চর্য্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন; কিন্তু তুমি ঐ রূপ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক তাহারে সংহার করিয়াছ বলিয়া আমার উহা আশ্চর্য্য জ্ঞান হয় না। তুমি যদি সম্পূর্ণ এক দিবস যুদ্ধ করিয়া এই সমস্ত ক্ষত্রিয়কে বিনষ্ট কর, তাহা হইলেও আমি উহাদিগকে বলবান বলিয়া স্বীকার করি। তুমি মুহূর্ত্তমধ্যেই সকলকে বিনষ্ট করিতে পার, সন্দেহ নাই। যখন মহাবল পরাক্রান্ত শান্তনুতনয় ভীষ্ম ও দ্রোণ সমরে নিপাতিত হইয়াছেন, তখন ভীষণ কৌরববাহিনী বীরবিহীন হইয়াছে। যোদ্ধৃবর্গ নিপতিত এবং হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে। আজি কৌরববাহিনী চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রশূন্য নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভমান হইতেছে। পূর্ব্বে দানবসৈন্য যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রের পরাক্রমে বিনষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে কৌরবসৈন্যগণও তদ্রূপ তোমার প্রভাবে ধ্বংস হইতেছে। কৌরবপক্ষীয় মহাবীরগণের মধ্যে কেবল দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা, সূর্য্যনন্দন কর্ণ, মদ্ররাজ শল্য ও আচার্য্য কৃপ এই পাঁচ জন অবশিষ্ট রহিয়াছেন। অতএব পূর্ব্বে মহাত্মা বিষ্ণু যেরূপ অসুরগণকে সংহার করিয়া ইন্দ্রকে বসুন্ধরা প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি আজি ঐ পাঁচ মহারথকে সংহার

ক্ষয়িয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে পর্ব্বতারণ্যসম্বলিত ধরিত্রী প্রদান কর। পূর্ব্ব কালে মহাত্মা বিষ্ণু দানবগণকে সংহার করিলে, দেবতারা যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, অদ্য তুমি অরাতিগণকে বিনাশ করিলে পাঞ্চালগণ তদ্রূপ আহ্লাদিত হইবেন। যদি তুমি তোমার গুরু দ্বিজবর দ্রোণাচার্য্যের সম্মান রক্ষার্থে দ্রোণাত্মজের প্রতি ও আচার্য্যগৌরবপ্রযুক্ত কৃপের প্রতি দয়া কর এবং যদি মাতৃবান্ধব বলিয়া কৃতবর্ম্মাকে ও মাতার ভ্রাতা বলিয়া মদ্ররাজকে সংহার না কর, তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু অধার্ম্মিক নীচপ্রকৃতি কর্ণকে অচিরাৎ শাণিত শরে সংহার করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, এ বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই। দুর্য্যোধন রাত্রিকালে যে তোমাদিগকে মাতার সহিত দগ্ধ করিতে উদ্যত এবং সভামধ্যে দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পাপাত্মা কর্ণই তৎসমুদায়ের প্রধান কারণ। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন সর্ব্বদা সূতপুত্র হইতেই পরিত্রাণ লাভের অভিলাষ করিয়া থাকে এবং তাহা দ্বারা আমারে নিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। দুর্ম্মতি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ইহাই স্থির করিয়াছে যে, সূতপুত্রই পাঞ্চালগণকে নিশ্চয় পরাজয় করিবে। ঐ পাপাত্মা তোমার পরাক্রম পরিজ্ঞাত হইয়াও একমাত্র কর্ণেরই আশ্রয় লাভ করত তোমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। দুর্ম্মতি সূতপুত্রও আমি পাণ্ডবগণকে ও মহাবল কৃষ্ণকে পরাজয় করিব বলিয়া সর্ব্বদা দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে উৎসাহিত করত যুদ্ধস্থলে গর্জ্জন করিয়া থাকে। ফলত দুর্ম্মতি ধৃতরাষ্ট্রতনয় তোমাদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছে, পাপপরায়ণ কর্ণ তৎসমুদায়েরই মূল। অতএব অদ্য তুমি তাহারে বিনাশ কর।

হে অর্জ্জুন! বৃষভস্কন্ধ মহাযশা অভিমন্যু দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি বীরগণকে পরাজিত এবং হস্তিগণকে আরোহিশূন্য, মহারথগণকে রথবিহীন, অশ্বগণকে আরোহিশূন্য এবং পদাতিগণকে অস্ত্র ও জীবিতবিহীন করিয়া সমুদায় সৈন্য ও মহাবীরগণকে বিদলিত করত হস্তী, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে সংহার পূর্ব্বক যুদ্ধে অগ্রসর হইতেছিল, ইত্যবসরে ক্রূরকর্ম্মা ছয় জন মহারথ একত্র মিলিত হইয়া সেই মহাবীরকে বিনষ্ট করিয়াছে। আমি সত্য দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, তদ্দর্শনাবধি ক্রোধানলে আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। দুর্ম্মতি সূতপুত্র অভিমন্যুর যুদ্ধকালে তাহারও বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও রুধিরাক্তকলেবর হইয়া তাহার

অগ্রে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় নাই। তৎকালে ঐ দুরাত্মা অভিমন্যুর প্রহারে জর্জ্জরীভূত, নিরুৎসাহ ও জীবনে নিরাশ হইয়া ক্রোধে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ক্ষণকাল অজ্ঞানাবস্থায় অবস্থান করিয়াছিল। পরিশেষে ঐ পাপাত্মা দ্রোণের তৎকালসদৃশ ক্রূরতর বাক্য শ্রবণ করিয়া সুভদ্রাতনয়ের কার্ম্মুক ছেদন করিলে, কপটপরায়ণ অবশিষ্ট পাচ মহারথ সেই আয়ুধবিহীন বালককে শরনিকরে বিনষ্ট করে। তদ্দর্শনে কর্ণ ও দুর্য্যোধন ভিন্ন আর সকলেই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিল।

হে পার্থ! পাপপরায়ণ দুরাত্মা কর্ণ সভামধ্যে কৌরব ও পাণ্ডবগণের সাক্ষাতে দ্রৌপদীকে কহিয়াছিল, হে বিপুলনিতম্বে! মধুরভাষিণি কৃষ্ণে! পাণ্ডবেরা বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, অতএব তুমি অন্য কাহাকে পতিত্বে বরণ কর। তোমার পূর্ব্বতন পতিগণ বিদ্যমান নাই, অতএব এক্ষণে দাসীভাবে কুরুরাজসদনে প্রবেশ করা তোমার কর্ত্তব্য। হে অর্জ্জুন! পাপাত্মা সূতপুত্র তোমার সাক্ষাতেই ধর্ম্মপরায়ণা দ্রৌপদীর প্রতি এইরূপ কঠোর বাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াছিল। অদ্য তুমি প্রাণবিনাশক শিলাশাণিত সুবর্ণময় নারাচনিকরে সেই দুরাত্মাকে সংহার করিয়া তাহার দুর্ব্বাক্যের এবং তৎকর্ত্তৃক তোমার প্রতি আচরিত পাপের শাস্তি বিধান কর। অদ্য সূতপুত্র গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত ভীষণ সায়কনিচয় স্পর্শ করিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণের বাক্য স্মরণ করুক। অদ্য তোমার ভুজনির্ম্মুক্ত বিদ্যুৎপ্রভ স্বর্ণপুঙ্খ শরসমূহ কর্ণের বর্ম্ম ও মর্ম্ম বিদারণ পূর্ব্বক রুধির পান পূর্ব্বক উহারে শমনসদনে প্রেরণ করুক। অদ্য ভূপতিগণ তোমার শরনিকরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া হাহাকার করত বিষণ্ণচিত্তে কর্ণকে রথ হইতে নিপতিত এবং তাহার বন্ধুবর্গ দীনভাবে তাহাকে রুধিরমগ্ন ও সমরশয্যায় শয়ান অবলোকন করুক। ঐ পাপাত্মার হস্তিকক্ষ ধ্বজ তোমার ভল্লাস্ত্রে উন্মথিত হইয়া কম্পিত হইতে হইতে ধরাতলে নিপতিত হউক। মহাবীর মদ্ররাজ তোমার সায়কনিচয়ে বিচূর্ণিত, যোধবিহীন, সুবর্ণালঙ্কৃত রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ব্যাকুলচিত্তে পলায়নপর হউক। অদ্য দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কর্ণকে বিনষ্ট দেখিয়া রাজ্যলাভ ও জীবনে নিরাশ হউক।

ঐ দেখ; পাঞ্চালেরা দুর্ম্মতি সূতপুত্রের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়াও তোমাদিগকে উদ্ধার করিবার বাসনায় ধাবমান হইতেছে। পাপাত্মা কর্ণ পাঞ্চালগণ, দ্রৌপদেয়গণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্রগণ, নকুলতনয় শতানীক, নকুল, সহদেব, দুর্ম্মুখ, জনমেজয় সুধর্ম্মা ও সাত্যকিকে

আক্রমণ করিয়াছে। ঐ কর্ণের শরনিকরে নিপীড়িত পরমাত্মীয় পাঞ্চালগণের সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। পূর্ব্বে মহাবীর ভীষ্ম একাকী শরজালে সমুদায় পাণ্ডবসৈন্যকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ তাঁহার শরে নিপীড়িত হইয়াও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ বা ভীত হয় নাই। উহারা ধনুর্দ্ধরগণের অস্ত্রগুরু, অনলসমতেজা দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত প্রতিনিয়ত সমুদ্যত হইত এবং কর্ণ হইতে ভীত হইয়া কদাচ সমরপরাঙ্মুখ হয় নাই। অদ্য পাবক যেরূপ শলভকুলকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ দুর্ম্মতি কর্ণ মিত্রগণের প্রিয়সাধনার্থ জীবনত্যাগে সমুদ্যত, মহাবেগে সমাগত সেই পাঞ্চালদিগকে সংহার করিতেছে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি আজি প্লব স্বরূপ হইয়া সেই সংগ্রামসাগরে নিমগ্ন মহাধনুর্দ্ধরগণকে উদ্ধার কর। কর্ণ ঋষিবর ভার্গবের নিকট হইতে যে ভীষণ অস্ত্র লাভ করিয়াছিল, আজি সেই বিপক্ষসৈন্যতাপন তেজঃপ্রদীপ্ত অস্ত্রের আবির্ভাব করিয়াছে। সেই অস্ত্রের প্রভাবে অসংখ্য শর সমুৎপন্ন হইয়া ষট্পদাবলির ন্যায় সমরাঙ্গনে পরিভ্রমণ করত পাণ্ডবসেনা সন্তপ্ত করিতেছে। পাঞ্চালেরা সূতপুত্রের অনিবার্য্য অস্ত্রপ্রভাবে ব্যথিত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, ভীমপরাক্রম ভীমসেন সৃঞ্জয়গণে পরিবেষ্টিত হইয়া রোষভরে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করত তাহার সুশাণিত শরসমূহে নিপীড়িত হইতেছেন। এ সময় যদি তুমি কর্ণকে উপেক্ষা কর, তাহা হইলে, ঐ মহাবীর দেহস্থিত ব্যাধির ন্যায় প্রবৃদ্ধ হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিবে। হে পার্থ! যুধিষ্ঠিরবল মধ্যে তুমি ভিন্ন আর কোন যোদ্ধাই কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অক্ষতশরীরে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হয় না। আমি সত্য কহিতেছি, তুমি ভিন্ন এমন আর কেহই নাই যে, যুদ্ধস্থলে সূতপুত্রের সহিত কৌরবগণকে পরাজয় করিতে পারে; অতএব অদ্য তুমি সুশাণিত শরনিকর দ্বারা মহারথ কর্ণের নিধনরূপ মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করত স্বীয় প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন, যশোলাভ ও অস্ত্রশিক্ষার সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক পরম সুখ লাভ কর।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৫।

হে রাজন্! মহাত্মা অর্জ্জুন কেশবের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্ষণকালমধ্যে শোকবিহীন ও সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণবিনাশার্থ গাণ্ডীব গ্রহণ এবং

উঁহার অশ্রু পরিমার্জ্জন করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি ভূত ও ভবিষ্যতের প্রবর্ত্তয়িতা; তুমি যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার সহায় হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমার জয় লাভ হইবে। হে সখে! আমি তোমার সাহায্য লাভ করিয়া কর্ণের কথা কি বলিব, একত্র সমবেত ত্রিলোকস্থ সমুদায় ব্যক্তিকেই সংহার করিতে পারি। হে জনার্দ্দন! আমি এক্ষণে পাঞ্চালসৈন্যগণকে ধাবমান হইতে এবং কর্ণকে নির্ভীক-চিত্তে যুদ্ধস্থলে বিচরণ করিতে অবলোকন করিতেছি। কর্ণনির্ম্মুক্ত ভার্গবাস্ত্রও ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত অশনির ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত হইতেছে। অদ্য এই ভীষণ সমরে আমি কর্ণকে বিনাশ করিলে, যাবৎ এই পৃথিবী বিদ্যমান রহিবে, তাবৎ আমার কীর্ত্তি সর্ব্বত্রই দেদীপ্যমান থাকিবে। অদ্য আমার বিকর্ণাস্ত্র সমুদায় গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত হইয়া কর্ণকে শমনসদনে প্রেরণ করিবে। অদ্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যলাভের অযোগ্য দুর্য্যোধনকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন বলিয়া স্বীয় বুদ্ধির নিন্দা করিবেন। অদ্য তিনি নিশ্চয়ই রাজ্য, সুখ, শ্রী, রাজপুর ও পুত্রগণ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবেন। অদ্য সূতপুত্র নিহত হইলে, দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই রাজ্যে ও জীবিতাশায় নিরাশ হইয়া তোমার সন্ধিবিষয়ক বাক্য সকল স্মরণ করিবে। অদ্য সুবলতনয় শকুনি আমার শরনিকর অক্ষ, গাণ্ডীব দুরোদর ও রথকে শারীস্থাপন পট্ট বলিয়া অবগত হইবে। অদ্য আমি সুশাণিত শরনিকর দ্বারা কর্ণকে সমরশায়ী করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের রাত্রিজাগরণ দুঃখ অপনীত করিব। অদ্য আমি সূতপুত্রকে বিনষ্ট করিলে, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির প্রসন্নচিত্ত ও প্রীত হইয়া সুখভোগে কৃতনিশ্চয় হইবেন।

হে কেশব! অদ্য আমি সমরে এমন এক দুর্দ্ধর্ষ নিরুপম শর পরিত্যাগ করিব যে, তাহা কর্ণকে জীবিতপরিভ্রষ্ট করিবে। হে কৃষ্ণ! দুরাত্মা কর্ণ পূর্ব্বে আমার নিধনবিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমি অর্জ্জুনকে সংহার না করিয়া কদাচ পাদক্ষালন করিব না; অদ্য আমি সন্নতপর্ব্ব শরসমূহ দ্বারা তাহার দেহ রথ হইতে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই ব্রত নিষ্ফল করিব। দুর্ম্মতি সূতপুত্র যুদ্ধস্থলে কোন মনুষ্যকেই লক্ষ্য করে না; কিন্তু অদ্য আমার শরপ্রভাবে পৃথিবী তাহার শোণিতপান করিবে। পূর্ব্বে ঐ হতভাগ্য, দুর্য্যোধনের অভিপ্রায়ানুসারে আত্মশ্লাঘা করত পাঞ্চালীকে হে কৃষ্ণে! তুমি পতিহীনা হইয়াছ বলিয়া যে উপহাস করিয়াছিল, অদ্য আমার ক্রোধোদ্ধত আশীবিষতুল্য সায়ক সকল তাহার সেই বাক্য মিথ্যা করিয়া তাহার শোণিত পান করিবে। অদ্য সৌদামিনী

সদৃশ প্রভাশালী নারাচনিচয় আমার ভুজদণ্ডসমাকৃষ্ট গাণ্ডীব হইতে বিনির্গত হইয়া কর্ণকে পরম গতি প্রদান করিবে! পূর্ব্বে সূতপুত্র সভাস্থলে পাণ্ডবগণের নিন্দা করত পাঞ্চালীকে যে সকল কঠোর বাক্য কহিয়াছিল, অদ্য তজ্জন্য অবশ্যই অনুতাপ করিবে। যে পাণ্ডবগণ কৌরবসভায় ষণ্ডতিল হইয়াছিলেন, অদ্য দুরাত্মা কর্ণ নিহত হইলে, তাঁহারা তিল হইবেন। মূঢ়মতি সূতপুত্র স্বীয় গুণ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে পরিত্রাণ করিবে বলিয়াছিল, অদ্য আমার নিশিত শরজাল তাহার সেই বাক্যের অসত্যতা প্রতিপাদন করিবে। যে দুরাত্মা পুত্রসমবেত পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে বলিয়াছিল এবং দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন যাহার বাহুবীর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক নিয়ত পাণ্ডবগণকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, অদ্য আমি সমুদায় ধনুর্দ্ধরগণের সাক্ষাতেই সেই রাধানন্দনকে বিনাশ করিব। অদ্য মহাবীর রাধেয় পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত মদীয় শরনিকরে নিহত হইলে, ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ সিংহদর্শনবিত্রস্ত মৃগযূথের ন্যায় ভয়ব্যাকুল চিত্তে দশ দিকে পলায়নে প্রবৃত্ত হইবে এবং দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন আপনার দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত অনুতাপ ও আমাকে ধনুর্দ্ধরগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিবে। অদ্য আমি সূতপুত্রকে বিনষ্ট করিয়া নরপতি ধৃতরাষ্ট্রকে পুত্র, পৌত্র, অমাত্য ও ভৃত্যগণের সহিত নিরাশ্রয় করিব। অদ্য চক্রাঙ্গ ও নানাবিধ মাংসাশী জন্তুগণ আমার শরচ্ছিন্ন সূতপুত্রের দেহের উপর বিচরণ করিবে। অদ্য আমি সমস্ত ধনুর্দ্ধরগণের সাক্ষাতে তীক্ষ্ণধার বিপাঠ ও ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা পাপাত্মা রাধেয়ের দেহ বিদারণ ও মস্তক ছেদন করিব। অদ্য রাজা যুধিষ্ঠির চিরসঞ্চিত মনস্তাপরূপ মহাকষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিবেন। অদ্য আমি কর্ণকে বন্ধুবর্গের সহিত সংহার করিয়া ধর্ম্মরাজকে আনন্দিত করিব। অদ্য আমার সর্পবিষ সদৃশ অনলসন্নিভ গৃধ্রপত্রযুক্ত সায়ক নিচয়ে কর্ণের অনুচরবর্গের প্রাণ বিনষ্ট হইবে। অদ্য আমি নরপতিগণের দেহে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন এবং নিশিত শরসমূহে অভিমন্যুর শত্রুগণের মস্তক ছিন্ন ও গাত্র ক্ষত বিক্ষত করিব। অদ্য হয়, আমি এই মেদিনী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রবিহীন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিব, না হয়, তুমি অর্জ্জুনশূন্য হইয়া ইহাতে বিচরণ করিবে। অদ্য আমি ধনুর্দ্ধরগণের সাক্ষাতে ক্রোধ, শরনিকর ও গাণ্ডীব শরাসনের নিকট অঋণী হইব। দেবরাজ যেমন শম্বরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অদ্য আমি কর্ণকে নিহত করিয়া ত্রয়োদশ বর্ষসঞ্চিত দুঃখ পরিত্যাগ করিব। অদ্য সূতপুত্র নিহত হইলে,

মিত্রজয়াভিলাষী সোমবংশীয় মহারথেরা চরিতার্থ হইবেন। অদ্য আমি যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, মহাবীর সাত্যকি যার পর নাই আনন্দ লাভ করিবেন। অদ্য আমি সূতপুত্রকে ও তাহার মহারথ পুত্রকে বিনষ্ট করিয়া ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও সাত্যকিকে সন্তুষ্ট করিব এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও অন্যান্য পাঞ্চালগণের নিকট অঋণী হইব। অদ্য সকলে অমর্ষপরবশ অর্জ্জুনকে কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করত সমরাঙ্গনে কর্ণের প্রাণ সংহার করিতে অবলোকন করুক।

হে কৃষ্ণ! আমি তোমার নিকট পুনরায় আত্মগুণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই ভূমণ্ডলে আমার সদৃশ ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ পরাক্রমশালী ক্রোধপরায়ণ বা ক্ষমাগুণসম্পন্ন আর কোন ব্যক্তিই বিদ্যমান নাই। আমি ধনুর্দ্ধারণ করিলে, একাকী বাহুবীর্য্য প্রভাবে একত্র সমবেত সমুদায় দেবদানব ও অন্যান্য প্রাণিগণকে পরাভূত করিতে পারি। অতএব তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, আমার পুরুষকার অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি গ্রীষ্মকালীন কক্ষদহন অনলের ন্যায় একাকী গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত শরশিখাদ্বারা সমুদায় কৌরব ও বাহ্লিকগণকে দগ্ধ করিতে পারি। আমার করতলে শরনিকর ও সশর দিব্য শরাসন এবং পদযুগলে রথ ও ধ্বজের চিহ্ন বিদ্যমান আছে; অতএব মাদৃশ ব্যক্তি সংগ্রামার্থ গমন করিলে তাহাকে পরাজিত করা কাহারও সাধ্য নহে।

হে বিশাম্পতে! লোহিতলোচন শত্রুনিপাতন অদ্বিতীয় বীর ধনঞ্জয় কৃষ্ণকে এই কথা বলিয়া ভীমের পরিত্রাণ ও কর্ণের দেহ হইতে মস্তক হরণ বাসনায় যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলেন।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৬।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্জয় মদীয় যোধগণের মহাভয়স্বরূপ পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধার্থ গমন করিলে, কর্ণের সহিত তাহার কিরূপ সংগ্রাম হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরনাথ! পাণ্ডবদিগের সুসজ্জিত ধ্বজদণ্ডসম্পন্ন সৈন্যগণ যুদ্ধস্থলে সমাগত হইয়া ভেরীনিনাদ সহকারে প্রাবৃট্‌কালীন মেঘমণ্ডলের ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করিতে লাগিল। ঐ ভীষণ সংগ্রাম অকালসম্ভূত অনিষ্টকর বর্ষার ন্যায় নিতান্ত ক্রূর ও প্রজাসংহারক হইয়া উঠিল।

মহামাতঙ্গ সকল জলধর; বিবিধ বাদ্যধ্বনি, রথনেমিনিস্বন ও তলশব্দ গভীর গর্জ্জন; সুবর্ণবিচিত্রিত আয়ুধ সমুদায় বিদ্যুৎ এবং শর, অসি ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র সকল জলধারাস্বরূপ হইল। ঐ যুদ্ধে শোণিতপ্রবাহ অনবরত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় জীবন পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় অসংখ্য রথী একত্র মিলিত হইয়া এক জন রথীকে, একজন রথী অসংখ্য রথীকে এবং একমাত্র রথী অন্য একমাত্র রথীকে কালকবলে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কোন রথী প্রতিপক্ষ রথীকে অশ্ব ও সারথির সহিত বিনষ্ট করিলেন। কোন কোন হস্ত্যারোহী একমাত্র মাতঙ্গ দ্বারা অসংখ্য রথ ও অশ্বগণকে চূর্ণ করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক শত্রুপক্ষীয় বহুসংখ্যক পদাতি, মহাকায় মাতঙ্গ, অশ্বসারথি-সমবেত রথ ও সাদিসমবেত অশ্বগণকে মৃত্যুর বশীভূত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় কৃপাচার্য্য শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সাত্যকি দুর্য্যোধনের প্রতি গমন করিলেন। শ্রুতশ্রবা অশ্বত্থামার, যুধামন্যু, চিত্রসেনের ও উত্তমৌজা কর্ণপুত্র সুষেণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর সহদেব ক্ষুধার্ত্ত কেশরী যেমন মহাবৃষের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ গান্ধাররাজ শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন। নকুলপুত্র শতানীক কর্ণতনয় বৃষসেনের প্রতি সায়কনিচয় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর বৃষসেন শতানীককে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত নকুল কৃতবর্ম্মাকে এবং পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যসমবেত কর্ণকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহারথ দুঃশাসনও সংশপ্তকসৈন্যগণ সমভিব্যাহারে মহাবলশালী ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর মহাবলশালী উত্তমৌজা সুশাণিত শর দ্বারা সহসা কর্ণপুত্র সুষেণের মস্তক ছেদন করিলেন। সুষেণের ছিন্ন মস্তক ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল নিনাদিত করিয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল। মহাবীর কর্ণ তদ্দর্শনে নিতান্ত কাতর হইয়া রোষভরে সুশাণিত শরনিকর দ্বারা উত্তমৌজার অশ্ব, রথ ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন উত্তমৌজা তীক্ষ্ণধার শরনিকর ও ভাস্বর অসি দ্বারা কৃপের পার্ষ্ণিগ্রাহগণকে সংহার করিয়া পরিশেষে শিখণ্ডীর রথে আরোহণ করিলেন। তখন শিখণ্ডী কৃপাচার্য্যকে বিরথ দেখিয়া তাঁহার উপর শরপ্রহার করিতে অভিলাষ করিলেন না। অনন্তর মহাবীর অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্যকে পঙ্কে নিমগ্ন বৃষভের ন্যায় বিপদ্‌-

গ্রস্ত দেখিয়া অচিরাৎ তাঁহার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাঁহারে সেই বিপদ্ হইতে রক্ষা করিলেন। ঐ সময় সুবর্ণবর্ম্মধারী ভীমসেন গ্রীষ্মকালীন মধ্যাহ্নগত মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রখর তেজ প্রকাশ পূর্ব্বক সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা কৌরবসৈন্যগণের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়। ৭৭।

হে রাজন্! অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই ভীষণ যুদ্ধস্থলে বহুসংখ্য বিপক্ষসৈন্যে পরিবৃত হইয়া সারথিকে কহিলেন, হে সারথে! তুমি দ্রুতবেগে ধৃতরাষ্ট্রসৈন্যমধ্যে রথ সঞ্চালন কর। আমি অচিরাৎ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিব। তখন সারথি বিশোক ভীমসেনের আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র দ্রুতবেগে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিল এবং বৃকোদর যে স্থানে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, সত্বরে তাঁহাকে সেই স্থানে উপনীত করিল। তখন অন্যান্য কৌরবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে হস্তী, অশ্ব ও পদাতি সমভিব্যাহারে ভীমসেনের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহার বেগগামী রথের উপর অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মহাত্মা বৃকোদরও সুবর্ণময় শর সমূহে সেই সমাগত শর সকল দুই তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন। ঐ সমস্ত হস্তী, অশ্ব, রথী ও পদাতি সকল ভীমশরে সমাহত হইয়া বজ্রাহত শৈলের ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। মহীপালগণ ভীমের ভীষণ শরনিকরে নির্ভিন্ন কলেবর হইয়া পুষ্পলাভার্থী বিহঙ্গমগণ যেরূপ বৃক্ষাভিমুখে গমন করে, তদ্রূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে বৃকোদরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর ভীমসেন কল্পান্তকালীন ভূতসংহারে প্রবৃত্ত দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহাদের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরবসৈন্যগণ ভীমসেনের ভীষণ বেগ সহ্য করিতে নিতান্ত অসমর্থ ও তদীয় শরনিকরে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে বায়ুবিক্ষোভিত মেঘমণ্ডলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল।

তখন মহাপ্রতাপশালী ধীমান্ ভীমসেন পুনরায় সাতিশয় আনন্দিত হইয়া সারথিকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিশোক! এক্ষণে আমি সংগ্রামে একান্ত আসক্ত হইয়াছি; সমাগত রথ সকল স্বকীয় বা পরকীয়

বুঝিতে পারিতেছি না; অতএব তুমি উহা বিশেষরূপে অবগত হও। আমি যেন সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়া শরনিকরে স্বপক্ষীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন না করি। চতুর্দ্দিকে অসংখ্য শত্রু, রথ ও ধ্বজাগ্র সকল দৃষ্টি-গোচর হইতেছে; বিশেষতঃ মহারাজ অদ্য সাতিশয় নিপীড়িত হইয়াছেন এবং ধনঞ্জয়ও এ পর্য্যন্ত প্রত্যাগত হয় নাই, এই সকল কারণে আমার সমধিক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। হে সারথে! অদ্য ধর্ম্মরাজ আমার নিকট হইতে বিপক্ষপক্ষমধ্যে গমন করিয়াছেন। ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন-কেও অবলোকন করিতেছি না। এক্ষণে উহাঁরা উভয়ে জীবিত আছেন কি না জানিতে না পারিয়া আমার সাতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইতেছে। যাহা হউক, অদ্য আমি এই সমরক্ষেত্রে সমবেত শত্রুসৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া তোমার সহিত আনন্দানুভব করিব। এক্ষণে তুমি আমার রথস্থিত তূণীরে কোন্ কোন্ শর কি পরিমাণে অবশিষ্ট আছে, তাহা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আমারে বিজ্ঞাপিত কর।

বিশোক কহিলেন, হে ভীমসেন! এক্ষণে আপনার তূণীরে অযুত সংখ্যক শর, অযুত সংখ্যক ক্ষুর, অযুত সংখ্যক ভল্ল, দুই সহস্র নারাচ, তিন সহস্র প্রদর এবং অসংখ্য গদা, অসি, প্রাস, মুদ্গর, শক্তি ও তোমর বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সমস্ত অস্ত্র অবশিষ্ট আছে, সেই সকল শকটে নিহিত করিলে, ছয় বলীবর্দ্দেও উহা বহন করিতে সমর্থ হয় না। অতএব তুমি স্বীয় বাহুবল প্রকাশ পূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে অসংখ্য অস্ত্র পরিত্যাগ কর। অস্ত্র শেষ হইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই।

ভীমসেন কহিলেন, হে বিশোক! অদ্য দেখ, আমার নৃপদেহ-বিদারণক্ষম বেগবান্ শরপ্রভাবে দিবাকর তিরোহিত হইলে, রণভূমি যমলোকসদৃশ দুর্দ্দর্শ হইয়া উঠিবে। অদ্য ভূপালগণ হয়, ভীমসেনকে সংগ্রামে নিহত, না হয়, একমাত্র তাঁহার প্রভাবে কৌরবগণকে পরাজিত জানিতে পারিবেন। আজি আমি সমস্ত কৌরবগণকে নিহত করিলে লোকে আমার শৈশবাবধি সঞ্চিত গুণ কীর্ত্তন করিবে। আজি হয়, আমি কৌরবগণকে নিহত করিব, না হয়, তাহারাই আমারে নিহত করিবে। তক্ষণে মঙ্গলপ্রার্থী দেবগণ আমার বিঘ্ন বিনাশ করুন। অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয় যজ্ঞস্থলে আহূত দেবরাজের ন্যায় শীঘ্র এই সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হউক।

হে বিশোক! ঐ দেখ, ভারতী সেনা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে এবং ভূপালগণ পলায়ন করিতেছেন, ইহার কারণ কি? আমার বোধ হয়,

হে ভারত। অমিতপরাক্রম অর্জ্জুন এইরূপে বজ্রসদৃশ শরসমূহে বহু-সংখ্যক হস্তী, অশ্ব ও রথ বিদীর্ণ করিয়া ইন্দ্র যেমন বলাসুরের সংহারার্থ প্রস্থান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কর্ণের নিধনবাসনায় দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন এবং মকর যেমন সাগরে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অরাতিসৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় বীরগণ পরম সন্তুষ্ট হইয়া অসংখ্য রথ, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সমভিব্যাহারে মহাবেগে ধনঞ্জয়ের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের গমনকালে ক্ষুভিত মহাসাগরের জলকল্লোলের ন্যায় তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। এই রূপে সেই ব্যাঘ্রসমপরাক্রম মহারথগণ প্রাণভয় পরিত্যাগ করিয়া পুরুষা-গ্রগণ্য ধনঞ্জয়ের অভিমুখে ধাবমান হইলে, পাণ্ডুতনয় প্রবলবায়ু যেমন জলদজাল সমাহত করে, তদ্রূপ তাঁহাদিগের সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের অভি-মুখে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে শরসমূহে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন তাঁহাদের শরনিকরে সমাহত হইয়া রোষাবিষ্টচিত্তে বিশিখ সমূহে সহস্র সহস্র রথ, হস্তী ও অশ্ব ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। মহারথগণ পার্থশরে সমাহত ও ভীত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে স্ব স্ব রথে অব-স্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলশালী ধনঞ্জয় সুশাণিত শরসমূহে রণবিশারদ চারি শত মহারথকে সংহার করিলেন। হতাবশিষ্ট যোধগণ অর্জ্জুনের নানাবিধ সায়কনিচয়ে নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পলায়নকালে বাহিনীমুখে গিরিসংঘট্টিত জলধিজলের গভীর নিস্বনের ন্যায় তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় শরসমূহে সেই সৈন্যগণকে বিদ্ধ ও বিদারিত করিয়া কর্ণসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। পূর্ব্বে গরুড় নাগগণের প্রতি ধাবমান হইলে, যেরূপ ভীষণ শব্দ হইয়া ছিল, পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন শত্রুসৈন্যগণের অভিমুখে ধাবমান হইলে, তদ্রূপ ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল।

হে রাজন্! তখন বায়ুবেগগামী ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই গভীর শব্দ শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট ও ধনঞ্জয়কে দর্শন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক হইলেন এবং লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রাণপণে সুতীক্ষ্ণ শরসমূহে কৌরবসৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করত বায়ুবেগে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সেই যুগান্তকালীন কৃতান্ত সদৃশ ভীমসেনের অসাধারণ পরাক্রম অবলোকন করত একান্ত ভীত ও

শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইতস্তত; বিঘূর্ণিত ও ভগ্ন অর্ণবযানের ন্যায় বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

হে রাজন্! এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর সেই কৌরবসৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিলে, রাজা দুর্য্যোধন মহাধনুর্দ্ধর সৈনিকপুরুষ ও যোধগণকে কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা শীঘ্র ভীমসেনকে সংহার কর। ভীমসেন নিহত হইলেই পাণ্ডবসৈন্য নিঃশেষিত হইবে। তখন ভূপতিগণ দুর্য্যোধনের অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র চতুর্দ্দিক্ হইতে শরনিকর বর্ষণ করত বৃকোদরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। বহুসংখ্য মাতঙ্গ, রথী ও পদাতি ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিল। তখন তিনি নক্ষত্রবিরাজিত পরিবেষমধ্যগত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর নরপতিগণ সকলে মিলিত হইয়া রোষকষায়িত লোচনে বৃকোদরকে সংহার করিবার নিমিত্ত তাঁহার উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন কৃতান্ততুল্য প্রভাবশালী মহাবীর বৃকোদর সন্নতপর্ব্ব শরসমূহে সেই প্রভূত সৈন্য বিদারণ পূর্ব্বক মহাজালবিনির্গত মৎস্যের ন্যায় তাহাদের মধ্য হইতে বিনির্গত হইলেন এবং সত্বরে দশ সহস্র অনিবার্য্য হস্তী, দুই লক্ষ দুই শত মনুষ্য, পাঁচ সহস্র অশ্ব ও একশত রথ বিনষ্ট করিয়া সমরাঙ্গনে বৈতরণী নদীর ন্যায় ভীরুগণের ভয়বর্দ্ধন শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। রথ সকল ঐ নদীর আবর্ত্ত, মাতঙ্গ সমুদায় গ্রাহ, মানবগণ মীন, অশ্ব সমুদায় নক্র, চিকুরনিচয় শৈবাল ও শাদ্বল, মজ্জা পঙ্ক, মস্তক সকল উপল খণ্ড, শরাসন সমুদায় কাশ কুসুম, শরসমূহ নিম্নোন্নত ভূমি, উষ্ণীষ ফেনা, হারাবলি পদ্ম, ধূলিপটল বীচিমালা এবং ছত্র ধ্বজ উহার হংসস্বরূপ শোভমান হইল। ঐ নদী ভীরুগণের নিতান্ত দুস্তর; কিন্তু বলবিক্রমশালী বীরগণ নির্ভীকচিত্তে উহা অনায়াসে সমুত্তীর্ণ হইতে পারেন। হে ভারত! ঐ সময় রথিপ্রবর বৃকোদর যে যে স্থলে প্রবিষ্ট হইলেন, সেই সেই স্থানেই প্রভূত যোধ বিনষ্ট হইয়া গেল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনের সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে শকুনিরে কহিলেন, হে মাতুল! তুমি শীঘ্র মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনকে পরাজিত কর। উহাকে জয় করিতে পারিলেই সমুদয় পাণ্ডবসৈন্য পরাজিত হইবে।

হে রাজন্! মহাপ্রতাপশালী সুবলতনয় শকুনি দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সংগ্রামে উপনীত হইলেন এবং বেলাভূমি

যেরূপ সাগরবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ ভীমের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন সুবলনন্দনের শরসমূহে নিবারিত হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন শকুনি ভীমের বক্ষঃস্থলে সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশাণিত নারাচনিকর নিক্ষেপ করিলেন; নারাচ সকল বৃকোদরের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল; তখন মহাবীর বৃকোদর সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে শকুনির প্রতি এক সুবর্ণভূষিত ভীষণ শর পরিত্যাগ করিলেন; শকুনি সেই ঘোরতর সায়ক আগমন করিতে দেখিয়া লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক সপ্তধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তদ্দর্শনে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া হাস্যমুখে এক ভল্লাস্ত্র দ্বারা শকুনির কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। প্রবলপ্রতাপ সুবলপুত্রও তৎক্ষণাৎ সেই ছিন্ন শরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য এক শরাসন ও সন্নতপর্ব্ব ষোড়শ ভল্ল গ্রহণ করিয়া দুই ভল্লে ভীমের ছত্র ও এক ভল্লে ধ্বজ ছেদন করত সাত ভল্লে তাঁহাকে, দুই ভল্ল সারথিকে এবং চারি ভল্লে চারি অশ্বকে বিদ্ধ করিলেন। তখন প্রবলপ্রতাপ ভীমসেন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শকুনির প্রতি এক হেমদণ্ড লৌহময়ী শক্তি পরিত্যাগ করিলেন। সেই ভীমনিক্ষিপ্ত ভুজগজিহ্বার ন্যায় চঞ্চল ঘোরতর শক্তি মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক সুবলপুত্রের উপর নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে শকুনি যৎপরোনাস্তি রোষাবিষ্ট হইয়া সেই শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক ভীমেরই উপর নিক্ষেপ করিলেন। তাহার সেই শক্তি ভীমের বাহু বিদীর্ণ করত নভোমণ্ডলপরিভ্রষ্ট সৌদামিনীর ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ তদ্দর্শনে চারিদিক হইতে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! মহাবলশালী ভীমসেন কৌরবগণের সেই সিংহনাদ সহ্য করিতে না পারিয়া অবিলম্বে অন্য এক জ্যাযুক্ত শরাসন গ্রহণ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করত জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মুহূর্ত্ত মধ্যেই শরজালে শকুনির সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সুবলতনয়ের চারি অশ্ব ও সারথিকে সংহার করত এক ভল্লে তাঁহার রথধ্বজ ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর শকুনি অশ্ববিহীন রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে অবরোহণ করিয়া ক্রোধকষায়িত লোচনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও শরাসন বিস্ফারণ করিতে করিতে চারিদিক্ হইতে শরবৃষ্টি দ্বারা ভীমসেনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। প্রবলপ্রতাপশালী ভীমসেন তদ্দর্শনে অবিলম্বে শকুনির শরবৃষ্টি প্রতিহত করিয়া

রোষভরে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন পূর্ব্বক সুশাণিত শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। শত্রুকর্ষণ সুবলপুত্র ভীমের শরাঘাতে যৎপরোনাস্তি বিদ্ধ হইয়া গতাসুর ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন শকুনিকে নিতান্ত বিহ্বল দেখিয়া বৃকোদরের সাক্ষাতেই তাঁহাকে রথে আরোপিত করিলেন। কৌরব-পক্ষীয় বীরগণ শকুনিকে তদবস্থাপন্ন দর্শন করিয়া সমরে পরাঙ্মুখ ও ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। হে ভারত! রাজা দুর্য্যোধনও সুবলনন্দনকে ভীমের হস্তে পরাজিত দর্শন করিয়া ভয়ে নিতান্ত আকুল হইয়া মাতুলের প্রাণ রক্ষার্থ তাঁহাকে লইয়া যুদ্ধস্থল হইতে অপসৃত হইলেন।

হে কুরুরাজ! আপনার পুত্রগণের সেনা সকল নরপতিকে সমর-পরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করত যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তদ্দর্শনে শরনিকর বর্ষণ করিতে করিতে দ্রুতবেগে তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন সেই কৌরবসৈন্যগণ ভীমের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া কর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিল। হে নরশার্দ্দূল রাজেন্দ্র! নাবিকগণ যেমন ভগ্নপোত হইয়া দ্বীপ প্রাপ্ত হইলে আশ্বাসিত হয়, তদ্রূপ তাহারা সূত-পুত্রের আশ্রয় লাভ করত আশ্বাস-যুক্ত হইল এবং হর্ষাবিষ্ট চিত্তে পুন-র্ব্বার জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিতে লাগিল।

একোনাশীতিতম অধ্যায়। ৭৯।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সঞ্জয়! মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিলে, দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ, কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, দুঃশাসন ও আমাদের পক্ষীয় অন্যান্য যোধগণ কি করিতে লাগিলেন? ভীমসেন যে একাকী আমার সমুদয় যোধগণের সহিত যুদ্ধ করিল, ইহাতে তাহার পরাক্রম অতি অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইতেছে। অরাতিনিসূদন কর্ণ সমস্ত কৌরবগণের কল্যাণ, বর্ম্ম, যশ ও জীবিতাশা স্বরূপ। সে কি তৎকালে আপনার প্রতিজ্ঞানুরূপ যোধগণকে বিনষ্ট করিল? হে সঞ্জয়! কৌরবসৈন্যগণ ভীমসেন কর্তৃক পরাজিত হইলে, আমার দুর্দ্ধর্ষ পুত্রগণ, মহারথ ভূপালগণ ও রাধানন্দন কর্ণ কি করিতে লাগিলেন? সেই সকল বিষয় আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহারাজ! সেই অপরাহ্নকালে মহাবীর কর্ণ বৃকোদরের সাক্ষাতে সমস্ত সোমকগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেনও কৌরবসৈন্যগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন কর্ণ ভীমসেনের প্রভাবে স্বীয় সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত দেখিয়া মদ্র-রাজকে কহিলেন, হে শল্য! তুমি আমারে শীঘ্র পাঞ্চালগণের নিকট লইয়া চল। মহাবলশালী শল্য সূতপুত্রের আদেশানুসারে চেদি, পাঞ্চাল ও কারূষগণের অভিমুখে সেই বায়ুবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে পরিচালন করিতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মহাবীর কর্ণ হৃষ্টচিত্তে যে যে স্থলে গমন করিতে বাসনা করিলেন, সেই সেই স্থানেই রথ সমানীত করিলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সূতপুত্রের সেই ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিবৃত মেঘসঙ্কাশ রথ অবলোকন করিয়া ভয়ে নিতান্ত অভি-ভূত হইলেন। তৎকালে বিদীর্ণ পর্ব্বত ও মেঘের ন্যায় সেই রথের ভীষণ শব্দ প্রাদুর্ভূত হইল। মহাবলশালী কর্ণও আকর্ণপূর্ণ সুশাণিত শরনিকর দ্বারা শত শত সহস্র সহস্র পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে ভারত! মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ যুদ্ধস্থলে এইরূপ অদ্ভুত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথ শিখণ্ডী, বৃকোদর, ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র শরবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করত চতুর্দ্দিক্ হইতে পরিবেষ্টন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর সাত্যকি বিংশতি ও বৃকোদর শত শরে সূতপুত্রের জত্রুদেশ আহত এবং শিখণ্ডী পঞ্চবিংশতি, ধৃষ্টদ্যুম্ন সাত, দ্রৌপদেয়গণ চতুঃষষ্টি, সহদেব সাত ও নকুল একশত শরে তাঁহারে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবলশালী কর্ণ ধনুষ্টঙ্কার ও সুতীক্ষ্ণ শর সমূহ নিক্ষেপ করত তাঁহাদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ বাণে বিদ্ধ করিয়া নিমেষ মধ্যে সাত্যকির ধ্বজ ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং নয় বাণে তাঁহার বক্ষঃস্থল আহত ও ত্রিংশৎ শরে বৃকোদরকে বিদ্ধ করিয়া ভল্ল দ্বারা সহদেবের ধ্বজ ছেদন ও তিন শরে তাঁহার সারথিকে নিপীড়ন পূর্ব্বক দ্রৌপদীর পুত্রগণকে রথশূন্য করি-লেন। তদ্দর্শনে সকলেরই অন্তঃকরণে বিস্ময় জন্মিল। হে রাজন্! মহাবীর কর্ণ এইরূপে সায়কসমূহ দ্বারা সমুদায় মহারথগণকে সমরপরা-ঙ্মুখ করিয়া সুশাণিত শরনিকরে মহাবল পাঞ্চাল ও মহারথ চেদিগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবলশালী চেদি ও পাঞ্চালগণ কর্ণশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাঁহার অভিমুখে

গমন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহারথ সূতপুত্রও সুতীক্ষ্ণ সায়কনিচয়ে তাঁহাদিগকে নিপীড়িত ও নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে ভারত! তৎকালে প্রবলপ্রতাপ কর্ণ একাকী শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক সমরে যত্নপরায়ণ পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য ধনুর্দ্ধরকে নিবারণ করিতেছেন দেখিয়া আমি নিতান্ত চমৎকৃত হইলাম। দেব, সিদ্ধ ও চারণগণ মহাত্মা রাধানন্দনের লঘুহস্ততা সন্দর্শন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং মহাধনুর্দ্ধর কৌরবেরাও তৎকালে মহারথ কর্ণের বারম্বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ, নিদাঘকালীন প্রজ্বলিত মহাহুতাশন যেরূপ শুষ্ক তৃণ দগ্ধ করে, তদ্রূপ শরশিখা দ্বারা বিপক্ষসৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ কর্ণচাপনির্ম্মুক্ত শরনিকরে যৎপরোনাস্তি নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পাঞ্চালগণ কর্ণশরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। সেই ঘোরতর শব্দ শ্রবণে অন্যান্য পাণ্ডবসৈন্যগণ নিতান্ত ভীত হইয়া মহাবীর সূতপুত্রকে অদ্বিতীয় যোদ্ধা বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। তৎকালে শত্রুনিপাতন রাধানন্দন যুদ্ধস্থলে এরূপ অদ্ভুত বলবীর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ তাঁহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইল না। জলপ্রবাহ যেমন পর্ব্বতে সংলগ্ন হইয়া বিশীর্ণ হয়, তদ্রূপ তাহারা কর্ণের সহিত মিলিত হইয়াই ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতে লাগিল। তখন বীরবর মহাবাহু কর্ণ প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় পাণ্ডবসেনা দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শরাসননির্ম্মুক্ত শরসমূহে অরাতিবীরগণের মস্তক, কুণ্ডলালঙ্কৃত কর্ণ, বাহু এবং হস্তিদন্তনির্ম্মিত মুষ্টিসম্পন্ন খড়্গ, ধ্বজ, শক্তি, অশ্ব, গজ, রথ, পতাকা, ব্যজন, অক্ষ, যুগযোক্ত্র ও চক্র সমস্ত নিরন্তর নিকৃত্ত হইতে লাগিল। তাঁহার শরনিহত অসংখ্য গজবাজি ও তাহাদের মাংসশোণিতসঞ্জাত কর্দ্দমে রণস্থল দুর্গম হইয়া উঠিল। চতুরঙ্গিণী সেনা নিহত ও নিপাতিত হওয়াতে কোন্ স্থান সম ও কোন্ স্থান বিষম, তাহার কিছুই অবধারিত হইল না। তৎকালে সূতপুত্রের অস্ত্রপ্রভাবে সমরাঙ্গন তমসাচ্ছন্ন হইলে, যোদ্ধৃবর্গ কে আত্মীয় কে পর কিছুই জানিতে পারিলেন না। অনন্তর মহাবীর কর্ণ কাঞ্চনভূষিত শরসমূহ দ্বারা পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে সমাচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিলে, তাঁহারা বারম্বার ভগ্ন হইতে লাগিলেন। হে রাজন্!

অরণ্যমধ্যে সিংহ যেরূপ রোষাবিষ্ট হইয়া মৃগগণকে বিদ্রাবিত করে, মহাযশা কর্ণ তদ্রূপ মহারথ পাঞ্চালগণকে বারম্বার বিদ্রাবিত করত পশু-ঘাতী বৃকের ন্যায় তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিয়া বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় যোধগণ পাণ্ডবসৈন্যগণকে সমরপরাঙ্মুখ দর্শন করত সিংহনাদ করিতে করিতে তাঁহাদের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন পরম আনন্দিত হইয়া বিবিধ বাদিত্র বাদনে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ ভগ্নাস্থ হইয়াও বীরপুরুষের ন্যায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। অরাতি-নিপাতন কর্ণও তাহাদিগকে বারম্বার ভগ্ন করিয়া শরনিকরে বিংশতি জন পাঞ্চাল ও শতাধিক চেদির প্রাণ সংহার করিলেন। তাঁহার শরে বিপক্ষ-গণের রথোপস্থ, অশ্বপৃষ্ঠ ও গজস্কন্ধ নির্ম্মনুষ্য এবং পদাতি সকল বিক্ষত হইতে লাগিল। তৎকালে তিনি মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ও কালান্তক যমের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

হে রাজন্! শত্রুনিসূদন মহাধনুর্দ্ধর রাধানন্দন এইরূপে নর, অশ্ব, রথ ও কুঞ্জরগণকে নিপাতিত করিয়া, মহাবল কৃতান্ত যেমন প্রাণিগণকে বিনাশ করেন, তদ্রূপ একাকী সোমকগণকে সংহার করত সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে আমরা পাঞ্চালদিগের অদ্ভুত পরাক্রম অবলোকন করিলাম। তাহারা সমরস্থলে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়াও কর্ণকে পরিত্যাগ করত পলায়ন করিল না। হে ভারত! ঐ অবসরে মহাবলশালী রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা এবং শকুনি ইহাঁরাও প্রভূত পাণ্ডবসৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। কর্ণের বলবিক্রমশালী পুত্রদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ পাণ্ডবসেনা নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদেয়গণও রোষভরে কৌরবসৈন্যগণকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে সেই ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, কর্ণ প্রভৃতি মহাবীরগণের প্রভাবে পাণ্ডবদিগের এবং ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণের প্রভাবে কৌরবদিগের অসংখ্য সৈন্য নিহত হইতে লাগিল।

—০*০—

অশীতিতম অধ্যায়। ৮০।

হে নরনাথ! এ দিকে শত্রুনিসূদন ধনঞ্জয় কর্ণকে রোষাবিষ্ট দেখিয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সংহার পূর্ব্বক রণস্থলে শূরগণের অস্থিনিচয়ে সমাকীর্ণ,

কাক ও গৃধ্রগণ কর্তৃক নিনাদিতা, জয়াভিলাষী বীরগণের সুখে তরণীয়া, ভীরুগণের দুস্তরা, বীররূপ তরুনিকরহারিণী সোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন। মাংস, মজ্জা ও অস্থি সকল ঐ নদীর পঙ্ক, নরমস্তক সমুদায় উপলখণ্ড, হস্তী, অশ্ব ও রথ সমস্ত তীরভূমি, ছত্রনিচয় হংস, হার সকল পদ্ম, উৎকৃষ্ট উষ্ণীষ সকল ফেন, রথ সমুদায় উড়ুপ, শরাসন সকল শরবন এবং চর্ম্ম ও বর্ম্ম সকল উহার আবর্ত্ত স্বরূপ হইল।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ঐ দেখ, কর্ণের ধ্বজ লক্ষিত হইতেছে। ভীমসেন প্রভৃতি বীরগণ ঐ বীরের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। পাঞ্চালগণ কর্ণের প্রভাবে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, রাজা দুর্য্যোধন শ্বেতচ্ছত্রে বিরাজিত হইয়া কর্ণশরনির্ভিন্ন পাঞ্চালগণকে বিদ্রাবিত করিতেছে। মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা সূতপুত্র কর্তৃক রক্ষিত হইয়া দুর্য্যোধনের রক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা যদি উহাঁদিগকে সংহার না করি, তাহা হইলে, উহাঁরা সোমকগণের বধসাধন করিবেন, সন্দেহ নাই। ঐ দেখ, রশ্মিগ্রহণবিশারদ মহাবীর শল্য কর্ণের রথ সঞ্চালন করিতেছেন; অতএব তুমি মহারথ কর্ণের অভিমুখে আমার রথ সঞ্চালন কর; আমি কর্ণকে বিনাশ না করিয়া কখনই যুদ্ধস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। এক্ষণে আমি কর্ণের অভিমুখীন না হইলে ঐ দুরাত্মা আমাদিগের সমক্ষেই সৃঞ্জয় ও পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে নিঃশেষিত করিবে, সন্দেহ নাই।

হে রাজন্! মহামতি কেশব অর্জ্জুনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সূতপুত্রের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিলাষে কর্ণের অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্য সকল নিতান্ত আশ্বাসিত হইল। তখন ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায়, সমুদ্রের বীচির ন্যায় মহাবীর অর্জ্জুনের রথের ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। সত্যপরাক্রম মহামতি ধনঞ্জয় কৌরবসৈন্যকে পরাজিত করত কর্ণের নিকট বেগে ধাবমান হইলেন।

তখন মদ্ররাজ শল্য কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব ধনঞ্জয়ের কপিধ্বজ দর্শন করিয়া সূতপুত্রকে কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি যাহার অন্বেষণ করিতেছিলে, ঐ সেই কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব অর্জ্জুন গাণ্ডীব শরাসন ধারণ পূর্ব্বক অরাতিগণকে নিপীড়িত করত আগমন করিতেছেন। অদ্য যদি উহারে নিপাতিত করিতে পার, তাহা হইলে আমাদিগের মঙ্গল লাভ হইবে। ধনঞ্জয় কৌরবপক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণকে নিপীড়িত করত আমারই আক্রমণার্থ

আগমন করিতেছে; অতএব তুমি শীঘ্র উহার প্রতিগমন কর। ঐ কৌরবসেনাগণ শত্রুবিঘাতী ধনঞ্জয়ের ভয়ে ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে। মহাবীর অর্জ্জুনও উহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার অভিমুখে ধাবমান হইয়াছে। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, অমর্ষপরবশ ধনঞ্জয় তোমা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিবে না। ঐ মহাবীর ভীমসেনকে নিপীড়িত, যুধিষ্ঠিরকে রথবিহীন ও ক্ষতবিক্ষত এবং শিখণ্ডী সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদেয়গণকে পরাজিত অবলোকন করিয়া কৌরবপক্ষীয় সমস্ত ভূপালগণের প্রাণ সংহারার্থ অন্যান্য সেনাগণকে পরিত্যাগ করত রোষারুণনেত্রে দ্রুতবেগে আমাদিগেরই প্রতি ধাবমান হইতেছে। অতএব অবিলম্বে উহার প্রতিগমন কর। ইহলোকে তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই রোষাবিষ্ট অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। ঐ দেখ, মহাবীর অর্জ্জুন একাকী তোমার প্রতি ধাবমান হইতেছে; কেহই উহার পৃষ্ঠ বা পার্শ্ব দেশ রক্ষা করিতেছে না। অতএব এক্ষণে তুমি আপনার কার্য্যসিদ্ধির উপায় দেখ। তুমিই সমরে কৃষ্ণার্জ্জুনকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে। ঐ ভার তোমার প্রতিই সমর্পিত হইয়াছে। অতএব তুমি শীঘ্র অর্জ্জুনের প্রতি গমন কর। তুমি ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও কৃপের তুল্য; অতএব এই মহারণে লেলিহান সর্পের ন্যায়, গর্জ্জনশীল ঋষভের ন্যায় ও অবণ্যস্থিত ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রের ন্যায় প্রভাবশালী অর্জ্জুনকে নিবারণ পূর্ব্বক বিনাশ কর। ঐ দেখ, কৌরবপক্ষীয় মহারথ মহীপালগণ ধনঞ্জয়ের ভয়ে সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছেন। এ সময় তুমি ভিন্ন আর কোন ব্যক্তিই তাঁহাদিগের ভয় নিবারণে সমর্থ নহেন। কৌরবগণ এই যুদ্ধসাগরে দ্বীপের ন্যায় তোমার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছেন। অতএব তুমি যেরূপ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক বৈদেহ, অম্বষ্ঠ, কাম্বোজ, নগ্নজিৎ ও গান্ধারগণকে পরাজিত করিয়াছ, তদ্রূপ ধৈর্য্যসহকারে স্বীয় পৌরুষ প্রদর্শন করত কৃষ্ণার্জ্জুনের অভিমুখে গমন কর।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ মদ্রাধিপতি শল্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মদ্ররাজ! তুমি এক্ষণে প্রকৃতিস্থ ও আমার অভিমত হইয়াছ। ধনঞ্জয় হইতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। অদ্য তুমি আমার বাহুবল ও অস্ত্রশিক্ষা সন্দর্শন কর; আমি একাকীই সমস্ত পাণ্ডবসেনা সংহার করিব; অদ্য কৃষ্ণার্জ্জুনের বিনাশসাধন না করিয়া কখনই সমরাঙ্গন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইব না। যুদ্ধে জয়লাভের

কিছুই স্থিরতা নাই; অতএব আমি হয়, কৃষ্ণার্জ্জুনকে নিহত করিব, না হয়, তাহাদিগের শরপ্রহারে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমরশায়ী হইয়া এককালে নিশ্চিন্ত হইব। তখন মদ্রাধিপতি শল্য কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সূতপুত্র! মহারথগণ সেই অর্জ্জুনকে নিতান্ত দুর্জ্জয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সে একাকী থাকিলেও তাহাকে আক্রমণ করা অনায়াসসাধ্য নহে। এক্ষণে আবার সে কেশবকর্তৃক পরিরক্ষিত হইতেছে। অতএব এক্ষণে তাহাকে পরাজয় করা কাহার সাধ্য? কর্ণ কহিলেন, হে মদ্ররাজ! আমিও উহা শ্রবণ করিয়াছি যে, অর্জ্জুন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রথী আর কেহই নাই। তথাপি আমি সেই মহাবীরের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে তুমি আমার পৌরুষ অবলোকন কর। ঐ দেখ, পাণ্ডুনন্দন মহাবলশালী ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্বসংযোজিত রথে সমারূঢ় হইয়া সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতেছে। আজি হয় ত ঐ মহাবীরই আমার প্রাণ সংহার করিবে। আমি নিহত হইলে, কৌরবপক্ষীয় আর কোন যোদ্ধাই জীবন ধারণে সমর্থ হইবে না। হে শল্য! রাজপুত্র ধনঞ্জয়ের জ্যাঘর্ষণজন্য কিণাঙ্কিত সুদীর্ঘ বাহুযুগল কদাপি কম্পমান বা ঘর্ম্মাক্ত হয় না। দৃঢ়ায়ুধ মহাবীর অর্জ্জুন অদ্বিতীয় কৃতী ও লঘুহস্ত; উহার সদৃশ যোদ্ধা আর কেহই লক্ষিত হয় না। ঐ বীর একটি বাণের ন্যায় অসংখ্য বাণ গ্রহণ ও অবিলম্বে সন্ধান পূর্ব্বক এক ক্রোশ দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ঐ বীর কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া খাণ্ডববনে হুতাশনের সন্তোষ সাধন করাতে, তিনি বাসুদেবকে সুদর্শন চক্র এবং উহারে গাণ্ডীব ধনু, শ্বেতাশ্বযুক্ত ভীষণনিস্বন রথ, অক্ষয় তূণীর ও দিব্য শস্ত্র সমুদয় প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মহাবীর ইন্দ্রলোকে একত্র সমবেত লোকপালগণের নিকট পৃথক্ পৃথক্ অস্ত্র ও দেবদত্ত শঙ্খ প্রাপ্ত হইয়া বহুসংখ্য কালকেয় দানবগণকে সংহার করিয়াছিল। অতএব এই পৃথিবীতে উহার সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত আর কে হইতে পারে? ঐ মহাবীর ধর্ম্মযুদ্ধে অস্ত্র দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া ত্রৈলোক্যবিনাশন অতি ভয়াবহ পাশুপতাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ মহাবীরই একাকীই বিরাটনগরে সমবেত কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে পরাজিত করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ ও মহারথগণের বস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়াছিল। বিশেষতঃ সমুদায় লোক একত্র মিলিত হইয়া অযুত বৎসরেও যে শঙ্খচক্রগদাধারী জয়শীল বসুদেবতনয় মহাত্মা কৃষ্ণের গুণগ্রাম বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না, সেই অনন্তবীর্য্য অপ্রতিম প্রভাবশালী দেবকীপুত্র ঐ

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন দুর্য্যোধনকে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া তাঁহার ধ্বজ ও শরাসন ছেদন করত কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে বিনষ্ট ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি অশ্ব, সারথি, ধ্বজ ও শরাসনযুক্ত রথ সমুদয় এবং গজযূথকে বিপাটিত করিলেন। তখন কৌরবসৈন্যগণ জলবেগবিদীর্ণ সেতুর ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। ঐ সময় মহাত্মা কৃষ্ণ সমরনিপীড়িত শত্রুগণকে অর্জ্জুনের দক্ষিণ পার্শ্বে রাখিয়া রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন অন্যান্য যোধগণ বৃত্রাসুর নিধনোদ্যত পুরন্দরের ন্যায় মহাবীর অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া উন্নত ধ্বজযুক্ত সুকল্পিত রথে আরোহণ করত সংগ্রামবাসনায় তাঁহার অনুগামী হইলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর শিখণ্ডী, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব অর্জ্জুনের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার শত্রুগণকে নিবারণ ও শাণিত শরসমূহে বিদারণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব ও সৃঞ্জয়গণ পরস্পর রোষপরবশ হইয়া অজিহ্মগামী সায়ক দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর দেবাসুর সংগ্রাম তুল্য কৌরব ও সৃঞ্জয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তখন উভয়পক্ষীয় হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথিগণ জয় ও স্বর্গলাভের মানসে সমরে গমন পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করত গর্জ্জন করিতে লাগিল। যোদ্ধৃবর্গ পরস্পরের প্রতি নিরন্তর বাণ বর্ষণে প্রবৃত্ত হইল। হে রাজন্! তৎকালে দিবাকরের প্রভা তিরোহিত এবং দিক্ বিদিক্ সকল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল।

—*০*—

একাশীতিতম অধ্যায়। ৮১।

হে নরনাথ! ঐ সময় মহাবলশালী অর্জ্জুন প্রধান প্রধান কৌরবসৈন্যগণকে বৃকোদরের আক্রমণে প্রবৃত্ত দেখিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে কর্ণ সৈন্যগণকে বিমর্দ্দিত করত যমালয়ে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে মহাবীর অর্জ্জুনের শরনিকর বিহঙ্গমকুলের ন্যায় নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিল। মহাবীর কুন্তীপুত্র কৌরবগণের অন্তকস্বরূপ হইয়া ভল্ল, ক্ষুরপ্র ও বিমল নারাচ দ্বারা তাঁহাদের গাত্র ও মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় যুদ্ধক্ষেত্র ছিন্ন শরীর, ছিন্ন মস্তক ও কবচবিহীন যোদ্ধৃবর্গের কলেবরে সমাকীর্ণ এবং ছিন্ন ভিন্ন

বিকলাঙ্গ হস্তী, অশ্ব ও রথ সকলের নিপাতে ভীষণমূর্ত্তি বৈতরণী নদীর ন্যায় নিতান্ত দুর্গম ও দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল। বহুসংখ্য ঈষা, চক্র, অক্ষ ও ভল্ল ইতস্ততঃ পতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় কোন কোন রথ অশ্ব-সারথিশূন্য, কোন কোন রথ কেবল তুরঙ্গমযুক্ত ও কোন কোন রথ কেবল সারথিযুক্ত দৃষ্টিগোচর হইল। হেমবর্ণ বিচিত্র বর্ম্মধারী, স্বর্ণালঙ্কার-ভূষিত, যোধগণ সমারূঢ়, নিষ্ঠুর মহামাত্রগণ কর্তৃক পার্ষ্ণি ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পরিচালিত, মদোন্মত্ত, কবচভূষিত চারি শত হস্তী মহাবীর অর্জ্জুনের শরনিকরে সমাহত হইয়া যুদ্ধস্থলে নিপতিত হইলে, বোধ হইতে লাগিল যেন, মহাচলের সমৃদ্ধিসম্পন্ন শৃঙ্গ সকল বিশীর্ণ ও ভূতলে সমাকীর্ণ হইয়াছে। মহাবলশালী ধনঞ্জয় সেই জলধর সদৃশ মদধারাবর্ষী মাতঙ্গগণকে নিপাতিত করিয়া জলদবিনির্গত দিবাকরের ন্যায় শোভমান হইলেন। এইরূপে অস্ত্র, যন্ত্র ও কবচবিহীন চতুরঙ্গ বল সমরক্ষেত্রে নিপতিত হওয়াতে পথ সকল সমাচ্ছন্ন হইল। তৎকালে মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভীষণ অশনিনিস্বন সদৃশ গাণ্ডীবের ঘোরতর নির্ঘোষ সমুত্থিত হইতে লাগিল। সমুদ্রমধ্যে নৌকা যেরূপ বায়ুবেগে সমাহত হইয়া বিদীর্ণ হয়, তদ্রূপ সেই কৌরবসেনা সকল পার্থশরে সমাহত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইল। অঙ্গার, উল্কা ও বজ্রের ন্যায় প্রাণিসংহারক গাণ্ডীবনির্গত শরানল তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা রাত্রিকালে শৈলস্থিত প্রজ্বলিত বেণুবনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অরণ্যমধ্যে মৃগযূথ যেরূপ দাবানলভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ কৌরববীরগণ ধনঞ্জয়ের শরানলে দগ্ধ ও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তৎকালে যাহারা বৃকোদরকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহারাও ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে তাঁহাকে পরিহার পূর্ব্বক সমরপরাঙ্মুখ হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে রাজন্! এইরূপে কৌরবপক্ষীয় বীরগণ ছিন্ন ভিন্ন হইলে, সংগ্রামবিজয়ী অর্জ্জুন ভীমসেনের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া ক্ষণকাল তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করত তাঁহাকে ধর্ম্মরাজের নিরাপদবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় রথনির্ঘোষে ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করত যুদ্ধস্থলে সমাগত হইলেন। ঐ সময় দুঃশাসনের অনুজ দশ জন মহাবীর অর্জ্জুনকে পরিবেষ্টন করিয়া সুশাণিত শরসমূহে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন বোধ হইল যেন; তাঁহারা জ্যারোপিত শরাসন আয়ত করিয়া নৃত্য করিতেছেন। মহামতি হৃষী-

কেশ অর্জ্জুনকে উল্কানিপীড়িত বারণের ন্যায় আপনার পুত্রগণের শরে সমাহত দেখিয়া, ধনঞ্জয় অবিলম্বে তাঁহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়া, তাঁহাদিগের বাম পার্শ্বে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অর্জ্জুনের রথ অন্য দিকে ধাবমান দর্শন করিয়া অচিরাৎ তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুন নারাচ ও অর্দ্ধচন্দ্র শরে সেই বীরগণের রথকেতু, অশ্ব, চাপ ও সায়ক সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ দশ ভল্লে তাঁহাদিগের লোহিতলোচনসম্পন্ন দষ্টাধর মস্তক সকল ছেদন পূর্ব্বক পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। আপনার পুত্রগণের বদন সমুদায় ধরাতলে নিপতিত হইয়া পঙ্কজের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়। ৮২।

হে রাজন্! তখন মহামতি হৃষীকেশ অর্জ্জুনের কনকভূষণালঙ্কৃত মুক্তাজালজড়িত শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সূতপুত্রের রথাভিমুখে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর আপনার পক্ষীয় মহাবলশালী নবতিসংখ্যক সংশপ্তক ধনঞ্জয়ের সহিত সংগ্রামার্থ উৎকট পারলৌকিক শপথ করত তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া শরসমূহ দ্বারা নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর ধনঞ্জয় সত্বরে সুশাণিত শরনিকরে ঐ সমরপ্রবৃত্ত নবতিসংখ্যক বীরকে সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত নিপাতিত করিলেন। পুণ্য ক্ষয় হইলে, বিমানস্থ সিদ্ধগণ যেরূপ স্বর্গ হইতে নিপতিত হন, তদ্রূপ তাহারা পার্থের বিবিধ শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া নিপতিত হইল। অনন্তর কৌরবগণ অসংখ্য গজ, অশ্ব ও রথ লইয়া নির্ভয়চিত্তে অর্জ্জুনের রথাভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অবরোধ করিয়া প্রভৃতি শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস, গদা, তলবার ও শরসমূহ দ্বারা সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও সূর্য্যদেব যেরূপ কিরণনিকরদ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেইরূপ শরসমূহ দ্বারা শত্রুনির্ম্মুক্ত অন্তরীক্ষে বিস্তৃত শরজাল ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ত্রয়োদশ শত মত্ত মাতঙ্গসমারূঢ় ম্লেচ্ছ দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে কর্ণ, নালীক, নারাচ, তোমর, প্রাস, শক্তি, মুষল ও ভিন্দিপাল দ্বারা রথস্থিত ধনঞ্জয়ের পার্শ্বদেশে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। ঐ

সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সুশাণিত ভল্ল ও অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা সেই ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত শস্ত্রনিচয় নিরাকৃত করিয়া বিবিধবর্ণ শরসমূহে ধ্বজপতাকা-সম্পন্ন কুঞ্জরগণকে আরোহিগণের সহিত বিনষ্ট করিলেন। হেমমালা-বিভূষিত মত্ত মাতঙ্গগণ পার্থের হেমপুঙ্খ শরসমূহে সমাবৃত ও নিহত হইয়া অশনিনির্ভিন্ন অচলের ন্যায় ও আগ্নেয় গিরির ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন সমরাঙ্গনে মনুষ্য, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গমগণের ভীষণ ধ্বনি এবং গাণ্ডীব শরাসনের গভীর নির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অসংখ্য মাতঙ্গ ও আরোহিশূন্য তুরঙ্গমগণ শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অশ্ব ও রথিবিহীন গন্ধর্ব্ব-নগরাকার সহস্র সহস্র রথ চতুর্দ্দিকে লক্ষিত হইতে লাগিল এবং অশ্বা-রোহিগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া অর্জ্জুনের শরসমূহে নিহত হইল। হে রাজন্! মহাবীর অর্জ্জুনের কি অদ্ভুত বাহুবল! তিনি তৎকালে একাকীই সেই সমুদায় হস্তী, অশ্বারোহী ও রথিগণকে পরাজিত করিলেন।

ঐ সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন ধনঞ্জয়কে ত্রিবিধ সৈন্যে পরিবেষ্টিত নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবপক্ষীয় হতাবশিষ্ট কতিপয় রথীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে পার্থের রথাভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন কৌরব-দিগের অল্পমাত্রাবশিষ্ট ক্ষত বিক্ষত সৈন্যগণ চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। গদাহস্ত ভীমসেন ও ধনঞ্জয়ের নিকট গমন পূর্ব্বক অর্জ্জুন হতাবশিষ্ট কৌরবদিগের মহাবল অশ্বগণকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রাকার, অট্টালিকা ও পুরদ্বার বিদারণ ক্ষম, কাল-রাত্রির ন্যায় প্রচণ্ডমূর্ত্তি গদা নর, নাগ ও অশ্বগণের উপর নিরন্তর নিপ-তিত হইতে লাগিল। লৌহবর্ম্মধারী অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ এই ভীষণ গদার আঘাতে ভগ্নমস্তক, ভগ্নাস্থি ও ভগ্নপদ হইয়া রুধিরাক্ত কলেবরে চীৎকার করত ভূতলে নিপতিত ও দন্ত দ্বারা ধরাতল দংশন করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ক্রব্যাদগণ হৃষ্টচিত্তে তাহাদিগের মাংস ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। তখন ভীমের সেই ভীষণ গদা রুধির, অস্থি, মাংস ও বসা দ্বারা পরম পরিতৃপ্ত হইয়া দুর্লক্ষ্য কালরাত্রির ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিল। মহাবীর বৃকোদর এইরূপে দশ সহস্র অশ্ব ও অসংখ্য পদাতিকে নিপাতিত করিয়া গদাহস্তে ক্রোধারুণলোচনে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবগণ ভীমসেনকে গদাহস্তে সমীপাগত নিরীক্ষণ করিয়া সাক্ষাৎ কালদণ্ডধর কৃতান্তের ন্যায় বোধ করিতে লাগি-

লেন। অনন্তর মকর যেরূপ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ ভীমপরাক্রম ভীমসেন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় রোষভরে কুঞ্জরসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ক্ষণকালমধ্যে তাহাদিগকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিলেন। বর্ম্মাচ্ছাদিত, আরোহিসমবেত কুঞ্জরগণ পক্ষবিশিষ্ট অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপাতিত হইতে লাগিল।

মহাবীর বৃকোদর এইরূপে সেই কুঞ্জরসৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অর্জ্জুনের অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় কৌরবসৈন্যগণ অস্ত্রপ্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া সংগ্রামে উৎসাহবিহীন ও পরাঙ্মুখ হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। ধনঞ্জয় সেই সৈন্যগণকে তেজোবিহীন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক প্রাণান্তক শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করিলেন। কৌরবপক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা ধনঞ্জয়ের শরসমূহে বিদ্ধ হইয়া কেশরবিভূষিত কদম্বকুসুমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন অসংখ্য নাগ, মনুষ্য ও অশ্ব পার্থশরে বিনষ্ট হওয়াতে কৌরবপক্ষে ভীষণ আর্ত্তনাদ সমুত্থিত হইল। সৈন্যগণ সাতিশয় ভীত হইয়া হাহাকার করত অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে কৌরবপক্ষীয় কোন রথ, অশ্ব, অশ্বারোহী বা মাতঙ্গ অক্ষত রহিল না। সৈন্যগণ ছিন্নকবচ ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া বিকসিত অশোককাননের ন্যায় শোভমান হইল। সেই সময় কৌরবগণ ধনঞ্জয়ের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া সূতপুত্রের জীবিতাশা পরিত্যাগ করিলেন এবং অর্জ্জুনের শরসম্পাত সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া শঙ্কাকুলিতচিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন পূর্ব্বক কর্ণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ও শত শত সায়ক বর্ষণ করত তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া বৃকোদরপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে আনন্দিত করিলেন।

হে রাজন্! তখন আপনার তনয়গণ পার্থশরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া কর্ণের সন্নিধানে গমন করিলেন। ঐ সময় কর্ণ সেই বিপদ্‌সাগরে নিমগ্নপ্রায় বীরগণের দ্বীপস্বরূপ হইলেন। অন্যান্য কৌরবগণও পার্থভয়ে ভীত হইয়া বিষবিহীন ভুজঙ্গের ন্যায় পলায়ন করত সূতপুত্রেরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রিয়াবান্ প্রাণিগণ যেরূপ মৃত্যু হইতে ভীত হইয়া ধর্ম্মকে আশ্রয় করে, সেইরূপ আপনার পুত্রগণ পার্থভয়ে ভীত হইয়া ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য কর্ণের শরণাপন্ন হইলেন।

তখন শস্ত্রধরাগ্রগণ্য মহাবীর সূতপুত্র সেই পার্থশরনিপীড়িত রুধিরার্দ্র বীরগণকে অভয়প্রদান করিলেন এবং সৈন্যদিগকে ধনঞ্জয়প্রভাবে

ভগ্ন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক শত্রুবিনাশার্থ শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে তিনি মনে মনে অর্জ্জুনের নিধনচিন্তা করত দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহার সমক্ষেই পাঞ্চালদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবপক্ষীয় ক্ষিতিপালগণ ক্রোধারুণলোচন হইয়া মেঘমণ্ডল যেরূপ শৈলোপরি বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ সূতপুত্রের প্রতি শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত সূতনন্দন সহস্র সহস্র শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাঞ্চালদিগের জীবন সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদিগের মধ্যে ভীষণ ধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়। ৮৩।

হে রাজন! মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয়ের প্রভাবে কৌরবগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া প্রচণ্ড বায়ু যেরূপ জলদজাল ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ পাঞ্চালপুত্রদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ মহাবীর অঞ্জলিক দ্বারা জনমেজয়ের অশ্ব সকল ও সারথিকে নিপাতিত করিয়া ভল্লাস্ত্রে শতানীক ও সুতসোমকে বিদ্ধ করত তাঁহাদিগের শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তিনি ছয় শরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিদ্ধ ও সায়কসমূহে তাঁহার অশ্বদিগকে নিহত করিয়া সাত্যকির অশ্বগণকে সংহার করত কৈকেয়পুত্র বিশোককে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। কৈকেয়সেনাপতি উগ্রবর্ম্মা রাজপুত্রকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কর্ণপুত্র প্রসেনকে মহাবেগসম্পন্ন শরসমূহে সমাহত ও বিকম্পিত করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ হাস্য করত তিনি অর্দ্ধচন্দ্রশরে কৈকেয়সেনাপতির বাহুযুগল ও মস্তক ছেদন করিলে, তিনি বিগতাসু হইয়া পরশুছিন্ন শাল বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর কর্ণপুত্র প্রসেন শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সুশাণিত শরজালে সাত্যকিরে সমাচ্ছন্ন করিয়া যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহাবীর সাত্যকি রোষপরবশ হইয়া অবিলম্বে নিশিত শর দ্বারা প্রসেনের জীবন সংহার করিলেন। মহাবীর সূতনন্দন স্বীয় পুত্রের নিধন দর্শন করত সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সাত্যকিকে সংহার করিবার মানসে, অরে শৈনেয়! তুই বিনষ্ট হইলি, এই বলিয়া তাঁহার প্রতি এক ভয়ানক শর

নিক্ষেপ করত গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর শিখণ্ডী অচিরাৎ তিন শরে সেই কর্ণনির্ম্মুক্ত শর ছেদন পূর্ব্বক তিন শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাতেজা কর্ণ ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া ক্ষুর দ্বারা শিখণ্ডীর শরাসন ও ধ্বজ ছিন্ন এবং ছয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করত ধৃষ্টদ্যুম্নপুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া এক নিশিত শরে সুতসোমকে বিদ্ধ করিলেন।

হে নরনাথ! এইরূপে সেই ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত ও ধৃষ্টদ্যুম্নপুত্র নিহত হইলে, মহামতি বাসুদেব ধনঞ্জয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পার্থ! ঐ দেখ, সূতনন্দন প্রায় সমুদয় পাঞ্চালদিগকে সংহার করিল; এক্ষণে তুমি শীঘ্র গমন পূর্ব্বক উহাকে বিনাশ কর। মহাবীর ধনঞ্জয় হৃষীকেশের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত পাঞ্চালগণকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিবার বাসনায় সত্বরে কর্ণের প্রতি গমন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং গাণ্ডীব বিস্ফারণ ও তলধ্বনি করত সহসা শরান্ধকার বিস্তার করিয়া অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথ ও ধ্বজ সকল ছেদন করিলেন। তাঁহার ধনুষ্টঙ্কারধ্বনি গগনমণ্ডল ও গিরিগহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! এইরূপে সেই মহাবীরদ্বয় রথারূঢ় হইয়া কর্ণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ সোমকগণের সহিত ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া রথ, অশ্ব ও কুঞ্জরগণকে বিনষ্ট এবং শরজালে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন। ঐ সময় উত্তমৌজা, জনমেজয়, যুধামন্যু ও শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমবেত হইয়া রোষভরে শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক কর্ণকে বিদ্ধ ও বিমর্দ্দিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু রূপ, রস প্রভৃতি বিষয় সমস্ত যেরূপ সংযমী ব্যক্তিকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে অসমর্থ হয়, সেইরূপ ঐ পাঞ্চালদেশীয় পাঁচ মহাবীর একত্র সমবেত হইয়াও কর্ণকে রথ হইতে বিচলিত করিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর মহাবীর সূতনন্দন সত্বরে শরসমূহে সেই মহাবীরগণের শরাসন, ধ্বজ, অশ্ব, সারথি ও পতাকা সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পাঁচ পাঁচ শরে তাঁহাদিগকে প্রহার করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় সকলেই তাঁহার শরাসনশব্দে বৃক্ষাচলসঙ্কলিত পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইল, বিবেচনা করিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। মহাবীর কর্ণ ইন্দ্রধনু সদৃশ অতিশয় আয়ত শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক নিরন্তর শরনিকর বিসর্জ্জন করত করজালপরি-

শোণিত পরিবেশসম্পন্ন প্রচণ্ড সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শিখণ্ডীকে দ্বাদশ, উত্তমৌজাকে ছয় এবং যুধামন্যু, জনমেজয় ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে তিন তিন শরে বিদ্ধ করিলেন। হে রাজন্! তখন, ভোগ্য বস্তু সমুদয় যেরূপ জিতেন্দ্রিয় কর্তৃক পরাজিত হয়, সেইরূপ পাঞ্চালদেশীয় পাঁচ মহাবীর কর্ণের বলবীর্য্যপ্রভাবে পরাজিত হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই সময় দ্রৌপদীর পুত্রগণ স্বীয় মাতুলদিগকে কর্ণবিহিত বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন নিরীক্ষণ করিয়া, নৌকাভগ্ননিবন্ধন সাগরে নিমগ্ন বণিক্‌দিগকে যেরূপ অন্য নৌকা দ্বারা উদ্ধার করে, সেইরূপ সুসজ্জিত রথ দ্বারা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন।

তখন মহারথ সাত্যকি সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা কর্ণনির্ম্মুক্ত শরনিকর খণ্ড খণ্ড ও তাহার গাত্র ক্ষত বিক্ষত করিয়া আট শরে রাজা দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। সেই সময় মহাবীর কৃপ, কৃতবর্ম্মা, কর্ণ ও রাজা দুর্য্যোধন সুশাণিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকিরে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শিনিপ্রবীর সাত্যকি ঐ চারি মহাবীরের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া দিক্‌পতিগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত দানবাধিপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং নিরন্তর শরধারাবর্ষী নিতান্ত আয়ত ভীষণনিস্বন শরাসন প্রভাবে শরৎকালীন গগনমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সাতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। এই অবসরে পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণ একত্র সমবেত হইয়া দেবগণ যেরূপ পুরন্দরকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবল সাত্যকিরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! সেই সময় কৌরবসৈন্যগণের সহিত পাণ্ডবসৈন্যদিগের দেবাসুরসংগ্রাম সদৃশ হস্ত্যশ্বরথবিনাশন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রথী, মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও পদাতিগণ বিবিধ শস্ত্রজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। কতকগুলি পরস্পর সমাহত ও স্খলিত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং কতকগুলি শরসমূহে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইল।

এ দিকে মহাবীর দুঃশাসন শরসমূহ বিসর্জ্জন করিতে করিতে নির্ভয় চিত্তে বৃকোদরের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেনও কেশরী যেরূপ রুরুর প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই সময় শম্বর ও ইন্দ্রের ন্যায় সেই ক্রুদ্ধ মহাবীরদ্বয়ের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিরন্তর মদধারাস্রাবী মদনাসক্তচিত্ত মাতঙ্গদ্বয় যেরূপ করিণীর নিমিত্ত পরস্পরকে আঘাত করে,

সেইরূপ ঐ বীরদ্বয় জয়লাভবাসনায় দেহবিদারণক্ষম সুশাণিত শরসমূহে পরস্পরকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর বৃকোদর দুই ক্ষুর দ্বারা দুঃশাসনের শরাসন ও ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করত তাঁহার ললাটে এক শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সুশাণিত শরে তাঁহার সারথির শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন রাজপুত্র দুঃশাসন অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বাদশ শরে ভীমকে বিদ্ধ করত স্বয়ং অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি বৃকোদরকে লক্ষ্য করিয়া এক সূর্য্যরশ্মিসন্নিভ, হীরকরত্নপরিমণ্ডিত, কনকজালজড়িত, বজ্রের ন্যায় নিতান্ত দুঃসহ, দেহবিদারণক্ষম, ঘোরতর শর নিক্ষেপ করিলেন। বৃকোদর সেই ভীষণ শরে বিদীর্ণগাত্র ও গতাসুর ন্যায় স্খলিতদেহ হইয়া বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক রথমধ্যে নিপতিত হইলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ভীষণ শব্দে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুরশীতিতম অধ্যায়। ৮৪।

হে রাজন্! অনন্তর মহাবীর দুঃশাসন সেই রণস্থলে ঘোরতর সংগ্রাম করত এক শরে বৃকোদরের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক ষষ্টি শরে তাঁহার সারথিকে ও নয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি অসংখ্য উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় অসাধারণ বলবীর্য্য সম্পন্ন মহাবীর বৃকোদর ক্রুদ্ধচিত্তে দুঃশাসনের প্রতি এক সুতীক্ষ্ন শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর দুঃশাসন প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় সেই ভয়ানক শক্তি সহসা আগমন করিতে দেখিয়া আকর্ণাকৃষ্ট দশ শরে উহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই আহ্লাদিত হইয়া তাঁহার সেই মহৎকার্য্যের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিল। অনন্তর আপনার পুত্র দুঃশাসন পুনর্ব্বার বৃকোদরকে সাতিশয় বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুঃশাসনের শরপ্রহারে ক্রোধে নিতান্ত প্রজ্বলিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে বীর! তুমি ত আমাকে বিদ্ধ করিলে; এক্ষণে আমার গদাপ্রহার সহ্য কর; বৃকোদর এই বলিয়া রোষভরে দুঃশাসনের সংহারার্থ সেই নিদারুণ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, রে দুরাত্মন্! আজি আমি সমরাঙ্গনে তোর রুধির

পান করিব। মহাবীর দুঃশাসন বৃকোদরের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ এক ভীষণ শক্তি গ্রহণ করিয়া তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিলেন। ঐ সময় বৃকোদর সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া স্বীয় ভীষণ গদা পরিত্যাগ করিলেন। ভীমনিক্ষিপ্ত ভীষণ গদা দুঃশাসনের শক্তি ভগ্ন করিয়া তাঁহার মস্তকে নিপতিত হইয়া তাঁহাকে রথ হইতে দশ ধনু অন্তরে নিপাতিত এবং তাঁহার রথ, অশ্ব ও সারথিকে চূর্ণ করিল। মহাবীর দুঃশাসন ঐ বেগবতী গদার প্রহারে কম্পিতকলেবর ও বেদনায় সাতিশয় কাতর হইয়া ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবলশালী ভীমসেনও দুঃশাসনকে পাতিত করিয়া হৃষ্টচিত্তে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করত গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী লোক সমুদয় তাঁহার সিংহনাদ শব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল। তখন অচিন্ত্যকর্ম্মা মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুতবেগে দুঃশাসনের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন; অনন্তর তিনি অসংখ্য জনসঙ্কুল ঘোরতর রণস্থলে দুঃশাসনকে অবলোকন করিবামাত্র আপনার তনয়গণ যে যে প্রকারে পাণ্ডবদিগের সহিত শত্রুতাচরণ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় এবং পতিপরায়ণা ঋতুমতী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ, বস্ত্রাপহরণ ও অন্যান্য ক্লেশপরম্পরা স্মরণ পূর্ব্বক ক্রোধে ঘৃত হুতাশনের ন্যায় প্রোদ্দীপিত হইয়া কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মাকে কহিলেন, হে বীরগণ! আমি আজি পাপাত্মা দুঃশাসনকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিব, যদি তোমাদের সাধ্য থাকে, তবে উহাকে রক্ষা কর।

মহাবলশালী ভীমসেন এই কথা বলিয়াই অবিলম্বে দুঃশাসনকে সংহার করিবার অভিলাষে মহাবেগে ধাবমান হইয়া দুর্য্যোধন ও সূতপুত্রের সমক্ষেই সিংহ যেরূপ মহামাতঙ্গকে আক্রমণ করে, সেইরূপ তাঁহাকে আক্রমণ করত রথ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর ঐ মহাবীর সোৎসুকনেত্রে ক্ষণকাল দুঃশাসনকে নিরীক্ষণ করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত শিতধার অসি সমুদ্যত করত কম্পিতকলেবরে তাহার উপর পদার্পণ পূর্ব্বক বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ঈষদুষ্ণ শোণিত পান করিলেন এবং সত্বরে তাহাকে ধরাতলে নিপাতিত করিয়া সেই খড়্গ দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করত বারম্বার ঈষদুষ্ণ রক্ত পান করিয়া কহিলেন যে, মাতৃস্তন্য, ঘৃত, সুরা, উৎকৃষ্ট জল এবং

দধি ও দুগ্ধ হইতে সমুৎপন্ন উত্তম তক্র প্রভৃতি যে সমুদয় অমৃতরস সদৃশ সুস্বাদু পানীয় আছে, আজি এই শত্রুশোণিত সর্ব্বাপেক্ষা আমার সুস্বাদু বোধ হইল। নিষ্ঠুরকর্ম্মা বৃকোদর এই কথা বলিয়া দুঃশাসনকে গতাসু নিরীক্ষণ করত হাস্য করিয়া কহিলেন, হে দুঃশাসন! এক্ষণে মৃত্যু তোমারে রক্ষা করিয়াছেন; আর আমি তোমার কিছুই করিতে সমর্থ হইব না। হে রাজন্! তৎকালে যে সমুদয় বীর শোণিতপায়ী হৃষ্টচিত্ত বৃকোদরকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ার্দ্দিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কাহার কাহারও হস্ত হইতে অস্ত্র সমুদায় পরিভ্রষ্ট হইল এবং কেহ কেহ অস্ফুটস্বরে চীৎকার করিয়া সঙ্কুচিত লোচনে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ বৃকোদরকে দুঃশাসনের রুধির পান করিতে দেখিয়া "এ ব্যক্তি মনুষ্য নয়, নিশ্চয় রাক্ষস হইবে" এই কথা বলিতে বলিতে চিত্রসেনের সহিত ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন নৃপনন্দন যুধামন্যু, সৈন্যগণের সহিত পলায়মান চিত্রসেনের অভিমুখে মহাবেগে গমন পূর্ব্বক নির্ভীকচিত্তে সুশাণিত সাত শরে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর চিত্রসেন যুধামন্যুর শরপ্রহারে পাদস্পৃষ্ট লেলিহান ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া যুধামন্যুকে তিন ও তাঁহার সারথিকে সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত যুধামন্যু সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট সুপুঙ্খ সুশাণিত সায়কে চিত্রসেনের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর চিত্রসেন বিনষ্ট হইলে, সূতনন্দন স্বীয় পৌরুষ প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্যদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে নকুল অচিরাৎ তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন।

এ দিকে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিনষ্ট দুঃশাসনের শোণিতে অঞ্জলি পরিপূর্ণ করিয়া বীরগণের সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে নরাধম! এই আমি তোর কণ্ঠ হইতে শোণিত পান করিতেছি, এক্ষণে তুই পুনরায় হৃষ্টচিত্তে গরু গরু বলিয়া উপহাস কর। সে সময়ে যাহারা আমাদিগকে গরু গরু বলিয়া উপহাস করত নৃত্য করিয়াছিল, এক্ষণে আমরা তাহাদিগকে গরু গরু বলিয়া উপহাস করত নৃত্য করিব। রে পুরুষাধম! আমরা দুর্য্যোধন, শকুনি ও কর্ণের কুমন্ত্রণায় যে প্রমাণকোটি নামক প্রাসাদে শয়ন, কালকূট ভোজন, কাল ভুজঙ্গের দংশন, দ্যূতক্রীড়ায় রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর

কেশাকর্ষণ, জতুগৃহে দাহ, অরণ্যে নিবাস, সমরে অস্ত্রাঘাত এবং স্বীয় গৃহে ও বিরাটভবনে বহুবিধ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছি, তুই সেই সমুদায়েরই মূল। আমরা ধৃতরাষ্ট্র ও তাহার তনয়গণের দৌরাত্ম্যে চিরকাল দুঃখ ভোগ করিতেছি, কখনই সুখের লেশমাত্র অনুভব করিতে পারিলাম না।

হে রাজন্! শোণিতাক্ত কলেবর, লোহিতাস্য, ক্রোধাবিষ্ট ভীমসেন বিজয়লাভের পর এই সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করত হাস্যমুখে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে মহাবীরদ্বয়! আমি দুঃশাসনের সংহারার্থ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজি সমরাঙ্গনে তাহা সফল করিলাম। এক্ষণে এই সমররূপ মহাযজ্ঞে শীঘ্রই দুর্য্যোধনরূপ দ্বিতীয় পশুকে সংহার করিব। আমি নিশ্চয়ই কৌরবগণের সমক্ষে পদাঘাতে ঐ দুরাত্মার মস্তক বিমর্দ্দিত করিয়া উহাকে বিনাশ করত শান্তিলাভ করিব। হে রাজন্! শোণিতসিক্তদেহ মহাবীর ভীমসেন এই কথা বলিয়া বৃত্রাসুরনিহন্তা দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়। ৮৫।

হে রাজন্! মহাবীর দুঃশাসন এইরূপে নিহত হইলে, নিষঙ্গী, কবচী, পাশী, দণ্ডধার, ধনুগ্রহ, অলোলুপ, সহ, ষণ্ড, বাতবেগ ও সুবর্চ্চা আপনার এই দশ পুত্র ভ্রাতৃশোকে সাতিশয় কাতর হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে শরসমূহ দ্বারা বৃকোদরকে সমাচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন সেই ক্রোধনস্বভাব সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ মহারথগণের শরনিকরে বিদ্ধ ও ক্রোধে অরুণনেত্র হইয়া ক্রুদ্ধ কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় শোভা ধারণ করত হেমপুঙ্খ মহাবেগবান্ দশ ভল্লে তাঁহাদের দশ জনকেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবসৈন্যগণ ভীমভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া কর্ণের সমক্ষেই পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মহাবীর সূতনন্দন প্রজানাশক কৃতান্তের ন্যায় বৃকোদরের ভীষণ পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন। সেই সময় মহাত্মা শল্য তাঁহার শরীর দর্শনে মনোগত ভাব অবগত হইয়া তাঁহাকে তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে রাধেয়! ঐ দেখ, ভূপালগণ বৃকোদরের ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতেছেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুঃশাসনের শোণিত পান করাতে, রাজা দুর্য্যোধন ভ্রাতৃশোকে সাতিশয় কাতর

ও বিমোহিত হইয়াছেন। তাঁহার হতাবশিষ্ট সহোদরগণ ও মহামতি কৃপ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত ও বিষণ্ণ হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন পূর্ব্বক শুশ্রূষা করিতেছেন। ধনঞ্জয় প্রভৃতি মহাবলশালী পাণ্ডবগণ অন্যান্য বীরগণকে পরাজয় করিয়া তোমার অভিমুখেই আগমন করিতেছে; অতএব এখন ব্যথিত বা বিষণ্ণ হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে; তুমি শীঘ্র ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে স্বীয় পুরুষকার প্রকাশ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি গমন কর। রাজা দুর্য্যোধন তোমার উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়াছেন। তুমি আপনার সাধ্যানুসারে সেই ভার বহন কর। সংগ্রামে জয়শ্রী লাভ করিতে পারিলে, বিপুল কীর্ত্তি এবং পরাভূত হইয়া নিহত হইলে, নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। ঐ দেখ, তুমি বিমোহিত হওয়াতে, তোমার আত্মজ বৃষসেন সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া পাণ্ডবগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতেছে। হে রাজন্! মহাতেজা মদ্রাধিপতি এই কথা কহিলে, মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র মনে মনে যুদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন। ঐ সময় কর্ণপুত্র বৃষসেন রোষপরবশ হইয়া গৃহীতদণ্ড কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় সমরনিরত গদাপাণি ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর নকুল তদ্দর্শনে রোষাবিষ্ট হইয়া বৃষসেনের উপর শরসমূহ বিসর্জ্জন করিতে করিতে জম্ভাসুরাভিমুখে অভিক্রুদ্ধ দেবরাজের ন্যায় তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে ক্ষুরদ্বারা তদীয় স্ফটিকবিন্দুপরিশোভিত ধ্বজ ও ভল্ল দ্বারা কনকমণ্ডিত বিচিত্র শরাসন ছেদন করিলেন। তখন কর্ণপুত্র দুঃশাসনের ঋণ হইতে মুক্ত হইবার বাসনায় তৎক্ষণাৎ অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দিব্য মহাস্ত্র নিক্ষেপ করত নকুলকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহামতি নকুল বৃষসেনের অস্ত্রাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া মহোল্কা সদৃশ শরসমূহে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অস্ত্রবিশারদ কর্ণপুত্রও নকুলের প্রতি দিব্যাস্ত্র সকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে বৃষসেন শরাভিঘাতজনিত রোষ এবং স্বীয় দীপ্তি ও অস্ত্রপ্রভাবে হুত হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উৎকৃষ্ট অস্ত্র দ্বারা নকুলের হেমজালজড়িত বনায়ুদেশীয় শ্বেতবর্ণ অশ্বগণকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় বিচিত্র যোদ্ধা নকুল সেই হতাশ্ব রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া হেমময় চন্দ্রপরিমণ্ডিত চর্ম্ম ও আকাশসবর্ণ খড়্গ ধারণ করত বিহঙ্গমের ন্যায় বিচরণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে লম্ফ প্রদান করিয়া কর্ণপুত্রের মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথ সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। বৃষসেনের সেই ত্রিবিধ সৈন্য নকুলের খড়্গাঘাতে যাজ্ঞিক কর্ত্তৃক নিকৃত্ত পশুর ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল।

তখন রণবিশারদ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, চন্দনচর্চ্চিত, বঙ্গদেশোদ্ভব দুই সহস্র বীর জয়লাভার্থী একমাত্র মহাবীর নকুলের খড়্গাঘাতে বিনষ্ট হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন।

ঐ সময় কর্ণপুত্র বৃষসেন নকুলের অভিমুখে বেগসহকারে গমন পূর্ব্বক শরসমূহে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। নকুলও নিরন্তর শরনিকর বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণনন্দন নকুলের শরাঘাতে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। হে রাজন্! এইরূপে মহাবীর নকুল ভ্রাতা বৃকোদরের প্রভাবে সেই ঘোরতর রণক্ষেত্রে রক্ষিত হইয়া অতি ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর কর্ণনন্দন বৃষসেন মহাবল নকুলকে রথী, অশ্ব, মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণকে শরসমূহে অনবরত বিদ্ধ করিতে অবলোকন করিয়া রোষভরে তাঁহাকে অষ্টাদশ সায়কে গাঢ়তর বিদ্ধ করিলেন। মহাবলশালী মাদ্রী তনয় নকুল সেই বৃষসেননির্ম্মুক্ত শরনিকরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া তাঁহার সংহারার্থ মহাবেগে ধাবমান হইলেন। কর্ণনন্দন বিস্তীর্ণপক্ষ আমিষলোলুপ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় নকুলকে সহসা আগমনকরিতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি সুশাণিত শরনিকর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত নকুল বৃষসেননির্ম্মুক্ত শরসমূহ নিতান্ত নিষ্ফল করিয়া বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর বৃষসেন নিশিত শরনিকরে নকুলের সহস্র তারকাপরিমণ্ডিত চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া সুতীক্ষ্ণ ছয় শরে তাঁহার গুরুভারসাধন অরাতিগণের প্রাণান্তক সর্পবিষের ন্যায় সাতিশয় উগ্র কোষনিষ্কাসিত সুতীক্ষ্ণ অসি ছেদন করিয়া শাণিত শরসমূহে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর নকুল এইরূপে বৃষসেনের শরনিকরে বিরথ, অসিবিহীন ও নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া সত্বরে অর্জ্জুনের সাক্ষাতে মৃগেন্দ্র যেরূপ গিরিশিখরে আরোহণ করে, সেইরূপ বৃকোদরের রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণতনয় সেই দুই মহারথকে এক রথে অবস্থান করিতে দেখিয়া রোষভরে তাঁহাদিগকে বিদ্ধ করিবার মানসে নিরন্তর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অন্যান্য কৌরবগণও সমবেত হইয়া তাঁহাদের প্রতি শরসমূহ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর ও ধনঞ্জয় রোষপ্রভাবে হুত হুতাশনের ন্যায় সাতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া কর্ণপুত্রের প্রতি নিরন্তর শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর বৃকোদর ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! এই দেখ, নকুল বৃষসেননির্ম্মুক্ত শরনিকরে নিতান্ত ব্যথিত হইতেছে। মহাবীর কর্ণাত্মজ আমাদিগের প্রতিও শরবর্ষণ করিতেছে। অতএব তুমি শীঘ্র উহার প্রতি গমন কর। হে নরনাথ! মহাবীর অর্জ্জুন ভীমসেনের এই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার রথসমীপে উপনীত হইলেন। মহাবীর নকুল তাঁহাকে তথায় সমুপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, হে বীরবর! আপনি অবিলম্বে বৃষসেনকে সংহার করুন। ঐ সময় মহাবলশালী অর্জ্জুন ভ্রাতা নকুলের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বাসুদেবকে সত্বরে বৃষসেনের অভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে কহিলেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায়। ৮৬।

হে রাজন্! তখন দ্রুপদরাজের পাঁচ পুত্র. দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও মহামতি শিনির নপ্তা সাত্যকি এই একাদশ মহাবীর নকুলকে বৃষসেনের শরসমূহে ছিন্নচাপ, অসিবিহীন, রথশূন্য ও সাতিশয় নিপীড়িত পরিজ্ঞাত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত পতাকাসম্পন্ন মহানিস্বন রথে আরোহণ করিয়া ভুজঙ্গগতিসদৃশ সায়ক সমূহে কৌরবপক্ষীয় গজ, অশ্ব ও মনুষ্যগণকে অতিমাত্র নিপীড়িত করত অবিলম্বে নকুলের সাহায্যার্থ মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মা, কৃপ, অশ্বত্থামা, দুর্য্যোধন, শকুনির পুত্র বৃক, চক্রাথ এবং দেবাবৃধ, কৌরবপক্ষীয় এই কয়েক জন মহারথ জলদগম্ভীরনিস্বন রথে আরোহণ পূর্ব্বক নিরন্তর জ্যানির্ঘোষ ও শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক সেই একাদশ মহাবীরকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে কুলিন্দগণ নব জলধরসঙ্কাশ শৈলশৃঙ্গসদৃশ মহাবেগগামী মাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক কৌরবপক্ষীয় বীরগণের প্রতি ধাবমান হইল। তাহাদের হিমাচলসম্ভূত কনকজালজড়িত মদোৎকট মাতঙ্গগণ বিদ্যুদ্বিলসিত জলধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। অনন্তর কুলিন্দাধিপতি লৌহময় দশ শরে কৃপাচার্য্যকে অশ্ব ও সারথির সহিত অতিমাত্র নিপীড়িত করিল। মহাবীর কৃপাচার্য্য তাহার শরনিকরে সমাহত হইয়া অবিলম্বে সুশাণিত সায়কে তাহারে মাতঙ্গের সহিত নিহত করিয়া ফেলিলেন। কুলিন্দরাজের অনুজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া দিবাকরসদৃশ লৌহময় তোমরে কৃপাচার্য্যের রথ আলোড়িত করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর শকুনি অবিলম্বে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।

অনন্তর ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা শরসমূহে শতানীকের অসংখ্য হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণকে নিপাতিত করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় বিবিধ আয়ুধ ও পতাকাযুক্ত অন্য তিন মহামাতঙ্গ অশ্বত্থামার শরে আরোহীর সহিত বিনষ্ট হইয়া বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। অনন্তর কুলিন্দরাজের তৃতীয় সহোদর উৎকৃষ্ট শরে দুর্য্যোধনকে সমাহত করিলে, তিনি সুতীক্ষ্ণ শরনিকরে তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহার মাতঙ্গকে সংহার করিলেন। গজরাজ দুর্য্যোধনের শরে নিহতহইয়া প্রাবৃটকালীন বজ্রাহত গৈরিক ধাতুধারাবর্ষী অচলের ন্যায় রুধির ক্ষরণ করত ধরাতলে নিপতিত হইল। কুলিন্দাধিপতির সহোদর গজরাজ পতিত হইবার পূর্ব্বেই সত্বরে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া অন্য এক মহামাতঙ্গে আরোহণ করত ক্রাথের অভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবীর ক্রাথ তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া শরনিকর দ্বারা কুলিন্দরাজের সহোদরকে মাতঙ্গের সহিত অতিমাত্র নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সেই মাতঙ্গসমারূঢ় মহাবীর দুর্জ্জয় ক্রাথরাজকে শরনিকরে বিনষ্ট করিল। মহাধনুর্দ্ধর ক্রাথ কুলিন্দরাজ সহোদরের শরে নিহত হইয়া পবনোৎপাটিত মহীরুহের ন্যায় অশ্ব, সারথি, শরাসন ও ধ্বজের সহিত ধরাতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবীর বৃক সেই মাতঙ্গসমারূঢ় কুলিন্দরাজসহোদরকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলে, তাহার মাতঙ্গ পদাঘাতে অশ্ব ও রথের সহিত বৃককে বিপোথিত করিল। সেই সময় বভ্রুনন্দন শরসমূহ বর্ষণ করত কুলিন্দরাজসহোদরকে মাতঙ্গের সহিত বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামাতঙ্গ বভ্রুনন্দনের শরে সমাহত হইয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি অভিদ্রুত হইল। ইত্যবসরে সহদেবতনয় বভ্রুনন্দনকে নিপাতিত করিলেন। তখন কুলিন্দরাজসহোদর সেই বীরবিদারণক্ষম মহামাতঙ্গ লইয়া শকুনির নিধনাভিলাষে মহাবেগে গমন করিয়া তাঁহাকে শরসমূহে নিপীড়িত করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর শকুনি সত্বরে তাহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

হে রাজন্! এইরূপে ঐ সমুদায় কুলিন্দ নিহত হইলে, আপনার মহারথ পুত্রগণ পরম আহ্লাদিত হইয়া লবণসমুদ্রসমুৎপন্ন শঙ্খ সমুদয় প্রধ্মাপিত করত শরাসন ধারণ পূর্ব্বক শত্রুগণের অভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সহিত কৌরবগণের পুনর্ব্বার অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। সেই সময়ে অসি, শর, শক্তি, ঋষ্টি, গদা ও পরশুর আঘাতে অসংখ্য রথ, গজ, অশ্ব ও মনুষ্য

বিনষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা পরস্পরের আঘাতে নিহত ও নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, চপলাবিরাজিত ও নির্হ্রাদযুক্ত জলদজাল পবনবেগে সমাহত হইয়া চতুর্দ্দিকে সঞ্চালিত হইতেছে। তখন কৌরবপক্ষীয় গজ, অশ্ব, রথ ও পদাতিগণ নকুলতনয় শতানীকের শরনিকরে বিনষ্ট হইয়া গরুড়ের পক্ষবায়ুবিদলিত ভুজঙ্গের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় এক জন কুলিন্দ শরনিকরে শতানীককে সমাহত করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর নকুলতনয় কুলিন্দশরে সমাহত হইয়া রোষভরে ক্ষুর দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর কর্ণের পুত্র বৃষসেন লৌহময় তিন শরে শতানীককে বিদ্ধ করত ভীমসেনকে তিন, ধনঞ্জয়কে তিন, নকুলকে সাত ও বাসুদেবকে দ্বাদশ শরে বিদ্ধ করিলেন। সেই সময় কৌরবগণ বৃষসেনের অলৌকিক কার্য্য অবলোকন করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাঁহারা ধনঞ্জয়ের পরাক্রম বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, তাঁহারা কর্ণনন্দনকে হুতাশনে আহুত বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন মাদ্রীতনয় নকুলকে হতাশ্ব ও কেশবকে ক্ষতবিক্ষতকলেবর সন্দর্শন করিয়া বৃষসেনের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। কর্ণের সম্মুখস্থিত মহাবীর বৃষসেন অসংখ্য বাণধারী নরবীর ধনঞ্জয়কে আগমন করিতে দেখিয়া পূর্ব্বে দানবাধিপতি নমুচি যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি গমন করিয়াছিল, সেইরূপ মহাবেগে তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে অসংখ্য শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি ধনঞ্জয়ের দক্ষিণ বাহুমূলে শরসমূহ পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেবকে নয় শরে বিদ্ধ করত পুনর্ব্বার ধনঞ্জয়কে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর বৃষসেন এইরূপে ধনঞ্জয়ের উপর অগ্রে শর প্রহার করিলে, মহাবলশালী অর্জ্জুন ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সংহার করিবার মানসে ললাটে ভ্রুকুটি বিস্তার করিয়া অনবরত শরসমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় রোষকষায়িত লোচনে গর্ব্ব প্রকাশ করত কর্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সূতনন্দন! অদ্য তোমার সমক্ষে আমি অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরগণ এবং দুর্য্যোধন ও বৃষসেনকে শাণিত শরসমূহদ্বারা কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিব। সকলেই বলিয়া থাকে যে, আমার পুত্র অভিমন্যু যৎকালে রথমধ্যে একাকী অবস্থান করিতেছিল, সেই সময় তোমরা সকলে মিলিত হইয়া তাহাকে নিহত

করিয়াছ। কিন্তু আমি তোমাদিগের সমক্ষেই বৃষসেনকে সংহার করিব। তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহাকে রক্ষা কর। হে মূঢ়! তুমি আমাদের এই বিবাদের মূল। বিশেষতঃ দুর্য্যোধনের আশ্রয় লাভ করিয়া তুমি অহঙ্কৃত হইয়াছ। অতএব আমি অদ্য বৃষসেনকে সংহার করিয়া বলবীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক তোমাকে শমনভবনে প্রেরণ করিব। আর যাহার নিমিত্ত জনক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে, মহাবীর ভীমসেন সেই নরাধম দুর্য্যোধনকে সংহার করিবেন।

হে রাজন্! মহাবলশালী অর্জ্জুন এই কথা কহিয়া শরাসন পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক বৃষসেনকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার মানসে শরসমূহ বর্ষণ করত হাস্যমুখে নির্ভয়চিত্তে দশ শরে তাঁহার মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলেন এবং তীক্ষ্ণধার চারি ক্ষুর পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরাসন, বাহুযুগল ও মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কর্ণপুত্র বৃষসেন এইরূপে ধনঞ্জয়ের ক্ষুরাস্ত্রে ছিন্নবাহু ও ছিন্নমস্তক হইয়া মারুতবেগভগ্ন কুসুমবিরাজিত অতি বিশাল শাল বৃক্ষ যেরূপ গিরিশিখর হইতে নিপতিত হয়, সেইরূপ রথ হইতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। সেই সময় মহাবীর কর্ণ স্বীয় পুত্রকে ধনঞ্জয়শরে নিহত ও ধরাতলে নিপতিত দেখিয়া সাতিশয় কাতর ও রোষপরবশ হইয়া অবিলম্বে বাসুদেব ও অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়। ৮৭।

হে রাজন্! তখন পুরুষোত্তম বাসুদেব দেবগণেরও দুর্নিবার্য্য মহাকায় কর্ণকে উচ্ছ্বসিত মহাসাগরের ন্যায় গর্জ্জন করত আগমন করিতে দেখিয়া হাস্যমুখে ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে সখে! যাহার সহিত তোমাকে সংগ্রাম করিতে হইবে, ঐ সেই সূতপুত্র কর্ণ শল্যসঞ্চালিত শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ পূর্ব্বক আগমন করিতেছে; অতএব এক্ষণে তুমি স্থির হও। ঐ দেখ, মহামতি কর্ণের কিঙ্কিণীজালজড়িত বিবিধ পতাকাপরিশোভিত শ্বেতাশ্বসংযোজিত রথ গগনস্থিত বিমানের ন্যায় আগমন করিতেছে। উহার ইন্দ্রধনুসঙ্কাশ নাগকক্ষধ্বজ যেন গগনমার্গ উল্লিখিত করিতেছে। ঐ দেখ, কর্ণ দুর্য্যোধনের হিতসাধনার্থ জলধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় শরনিকর বর্ষণ করিতে করিতে আগমন করিতেছে। মদ্রাধি-

পতি শল্য উঁহার রথে সমারূঢ় হইয়া অশ্ব সঞ্চালন করিতেছেন। ঐ চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিনিস্বন, শঙ্খধ্বনি ও বিবিধ সিংহনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। সূতপুত্রের শরাসনধ্বনি সমস্ত মহাশব্দ তিরোহিত করিয়াছে। মহারণ্যে মৃগযূথ যেরূপ ক্রুদ্ধ কেশরীকে সন্দর্শন করিয়া পলায়ন করে, সেইরূপ মহারথ পাঞ্চালগণ কর্ণকে অবলোকন করত সৈন্যগণের সহিত ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। অতএব তুমি এক্ষণে পরম যত্নসহকারে কর্ণকে সংহার কর। তোমা ভিন্ন আর কেহই সূতপুত্রের শর সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। আমি বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি যে, তুমি দেবাসুর গন্ধর্ব্ব সমবেত ত্রিভুবন জয় করিতে পার। দেখ, জটাজূটধারী ভীষণমূর্ত্তি ত্রিলোচন মহাদেবের সহিত সংগ্রামের কথা কি বলিব, কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। কিন্তু তুমি সেই সর্ব্বভূতের মঙ্গলপ্রদ সাক্ষাৎ মহাদেবের সহিত সমরে সমুদ্যত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছ। অন্যান্য দেবগণও তোমাকে বরপ্রদান করিয়াছেন। তুমি এক্ষণে সেই দেবদেবের প্রসাদে দেবরাজ যেরূপ নমুচিকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমি কর্ণকে বিনষ্ট কর। তোমার সর্ব্বদা মঙ্গল ও সংগ্রামে জয়লাভ হউক।

সেই সময় ধনঞ্জয় কহিলেন, হে সখে! তুমি সর্ব্বলোকের গুরু। তুমি যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছ, তখন আমি নিশ্চয়ই জয় লাভ করিব। অতএব তুমি এক্ষণে রথ সঞ্চালন কর। আমি কর্ণকে সমরে সংহার না করিয়া কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইব না। অদ্য তুমি হয়, আমার শরে কর্ণকে, না হয়, কর্ণশরে আমাকে ক্ষতবিক্ষত ও বিনষ্ট নিরীক্ষণ করিবে। পৃথিবী যত দিন বর্ত্তমান থাকিবে, লোকে ততদিন এই উপস্থিত ভীষণ সংগ্রামের বিষয় কীর্ত্তন করিবে। হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া মাতঙ্গের অনুগামী মাতঙ্গের ন্যায় সূতপুত্রের অভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তখন তিনি পুনরায় কেশবকে কহিলেন, হে বাসুদেব! সময় অতিবাহিত হইতেছে; অতএব সত্বরে অশ্ব সঞ্চালন কর। মহামতি কেশব ধনঞ্জয়ের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে জয়াশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহার মনোমারুতগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয়ের রথ ক্ষণকাল মধ্যেই কর্ণরথের অগ্রে উপনীত হইল।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়। ৮৮।

হে রাজন্! সেই সময় মহাবলশালী কর্ণ বৃষসেনের নিধনদর্শনে পুত্রশোকসন্তপ্ত হইয়া বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি ধনঞ্জয়কে সমীপাগত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধারুণনেত্রে যুদ্ধার্থ তাঁহাকে আহ্বান করত তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় সেই মহাবীরদ্বয়ের ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত রথদ্বয় একত্র সমবেত হইয়া সমুদিত ভাস্করদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিল এবং সেই শক্রনিপাতন মহাবীরদ্বয় শ্বেতাশ্বসংযোজিত রথে অবস্থান পূর্ব্বক নভোমণ্ডলস্থিত চন্দ্রার্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সৈনিকগণ ত্রৈলোক্য জয়াভিলাষী ইন্দ্র ও বলিরাজার ন্যায় সংগ্রামে সমুদ্যত সেই বীরদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল। মহীপালগণ তাঁহাদিগকে রথনির্ঘোষ, জ্যাতল-নিস্বন, শরশব্দ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করত মহাবেগে পরস্পরের প্রতি ধাবমান এবং কর্ণের ধ্বজে হস্তীকক্ষ ও ধনঞ্জয়ের ধ্বজে বানর বিরাজ-মান দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সিংহনাদসহকারে সেই মহারথদ্বয়কে নিরন্তর সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। সহস্র সহস্র বীর পুরুষ সেই বীরদ্বয়কে দ্বৈরথযুদ্ধে সমুদ্যত দেখিয়া বাহ্বাস্ফোটন ও বসনবিকম্পন করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ সূতপুত্রকে আহ্লাদিত করিবার মানসে চতুর্দ্দিকে বাদিত্রনিস্বন ও শঙ্খধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডবগণও তূর্য্য ও শঙ্খরবে পার্থকে আমোদিত করত দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করিলেন। সেই সময় চারি দিকে বীরগণের সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন-ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল।

হে রাজন্! তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ও কর্ণ শর, শরাসন, শক্তি, খড়্গ, তূণীর, শঙ্খ ও বর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রথারূঢ় হইলেন। তাঁহারা উভয়েই অতি প্রিয়দর্শন। তাঁহাদের স্কন্ধ কেশরীর ন্যায়, বাহুদ্বয় বিশাল, লোচন লোহিত বর্ণ, সুবিস্তীর্ণ বক্ষঃস্থল সুবর্ণ মাল্যদামে পরিশোভিত ও সর্ব্বাঙ্গ রক্ত চন্দনে চর্চ্চিত। পরিচারকগণ মহাবৃষভের ন্যায় গর্ব্বিত, মহাবল-শালী বীরদ্বয়কে চামর ব্যজন ও তাঁহাদের মস্তকে শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া-ছিল। সেই বীরদ্বয়ের মধ্যে এক জনের রথে মহাবীর শল্য এবং অন্যের রথে মহাত্মা হৃষীকেশ সারথ্য করিতেছিলেন। সেই যুগান্তকালীন কৃতান্ত তুল্য আশীবিষশিশুসঙ্কাশ মহাবীরদ্বয় পরস্পরের বধসাধন ও বিজয়লাভের অভিলাষ করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হওয়াতে তাঁহাদিগকে গোষ্ঠ-

স্থিত বৃষভদ্বয়ের ন্যায়, প্রভিন্নগণ্ড মাতঙ্গযুগলের ন্যায়, ক্রোধোদ্ধত পুরন্দর ও বৃত্রাসুরের ন্যায়, ক্রুদ্ধ মহাগ্রহদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা উভয়েই দেবাংশসম্ভূত, দেবতুল্য বলশালী ও সৌন্দর্য্যে দেবতার অনুরূপ। সেই বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী মহাবীরদ্বয় তৎকালে রণস্থলে যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত চন্দ্রার্কের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। হে মহারাজ! কৌরবপক্ষীয় বীরগণ মহাবাহু ধনঞ্জয় ও কর্ণকে শার্দ্দূলদ্বয়ের ন্যায় পরস্পর সম্মুখীন অবলোকন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। পৌরুষ ও বলপ্রভাবে বিশ্রুত, সম্বর ও দেবরাজের তুল্য ঐ বীরদ্বয় সমরে মহাবল কার্ত্তবীর্য্য সদৃশ, দাশরথি রামের অনুরূপ ও ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির সদৃশ। তাঁহাদিগের বলবিক্রম বৈকুণ্ঠনাথ বিষ্ণুর তুল্য। হে রাজন্! ঐ সময় তাঁহারা বাহ্বাস্ফোটন রবে গগনতল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই একত্রমিলিত বীরদ্বয়ের মধ্যে যে, কাহার বিজয়লাভ হইবে, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না।

অনন্তর সিদ্ধচারণগণ সেই মহারথদ্বয়কে রণস্থলে শোভমান দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় আপনার মহাবলশালী পুত্রগণ সৈন্য সমভিব্যাহারে সংগ্রামশোভী মহামতি কর্ণকে পরিবেষ্টন করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও অদ্বিতীয় যোদ্ধা মহাত্মা অর্জ্জুনের চতুর্দ্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে মহাবীর সূতপুত্র কৌরবগণের ও ধনঞ্জয় পাণ্ডবগণের পণস্বরূপ হইলেন। বীরগণ উভয় পক্ষের জয় পরাজয় দর্শনাভিলাষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! তখন সেই সংগ্রামশোভী ক্রুদ্ধচিত্ত মহাবীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি প্রহার ও পরস্পরকে সংহার করিতে সমুদ্যত হওয়াতে তাঁহাদিগকে ইন্দ্র ও বৃত্রাসুরের ন্যায়, ভীষণাকার মহাধূমকেতুর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর কর্ণ ও ধনঞ্জয়ের নিমিত্ত আকাশস্থিত প্রাণিগণের পরস্পর মহা কলহ ও ভেদ উপস্থিত হইল। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ সকলেই কেহ কর্ণের এবং কেহ বা ধনঞ্জয়ের পক্ষ আশ্রয় করিলেন। গগনমণ্ডল কর্ণের এবং অবনীমণ্ডল ধনঞ্জয়ের পক্ষ হইলেন। শৈল, সাগর, নদী, মেঘ, বৃক্ষ ও লতা সকল কেহ সূতপুত্র ও কেহ ধনঞ্জয়ের পক্ষ অবলম্বন করিল। মুনি, সিদ্ধ ও চারণ, গরুড় ও অন্যান্য বিহঙ্গম, রত্ন ও নিধি; চতুর্ব্বেদ, আখ্যান, উপবেদ, উপনিষদ, রহস্য ও সংগ্রহ, বাসুকী, চিত্রসেন, তক্ষক, মণিক, ঐরাবত, সৌরভেয় ও বৈশালেয়, বৃক, শশ ও অন্যান্য শুভজনক পশু পক্ষী; আট বা

সাধ্য, রুদ্র, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, দশ দিক্, পদানুগসমবেত দেবলোক ও পিতৃলোক, যম, কুবের, বরুণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, যজ্ঞ, দক্ষিণা, সমস্ত রাজর্ষি এবং তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ধনঞ্জয়ের পক্ষ আশ্রয় করিলেন। আদিত্য, অসুর, রাক্ষস, গুহ্যক, পক্ষী, বৈশ্য, শূদ্র, সূত, সঙ্কর জাতি, প্রেত, পিশাচ, অন্যান্য ক্রব্যাদ, জলজন্তু, শৃগাল, কুক্কুর ও ক্ষুদ্র উরগগণ কর্ণের পক্ষ হইলেন। প্রাধেয়, মৌনেয়, অপ্সরা গন্ধর্ব্বগণ কর্ণ ও ধনঞ্জয়ের সংগ্রাম দর্শন করিবার মানসে বৃক, শশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, মেঘ ও বায়ুবাহনে আরোহণ করিয়া আগমন করিলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, বিহঙ্গম, তপোনুষ্ঠাননিরত বেদজ্ঞ মহর্ষি, স্বধাভোগী পিতৃলোক এবং ঔষধি সমুদয় কোলাহল ধ্বনি করিয়া গগনমণ্ডলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কমলযোনী ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষি ও প্রজাপতিগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া এবং মহাত্মা রুদ্রদেব দিব্য যানে আরোহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম সন্দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র মহামতি কর্ণ ও অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিবার বাসনায় পরস্পর সমাগত অবলোকন করিয়া কহিলেন, আজি আমার পুত্র অর্জ্জুন কর্ণকে সংহার করিবে। সূর্য্যদেব কহিলেন, আমার তনয় কর্ণ ধনঞ্জয়কে সংহার করিয়া বিজয়লাভে কৃতকার্য্য হইবে। এইরূপে সেই সময়ে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র ও সূর্য্যের মহাকলহ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ পক্ষ অবলম্বন করিলেন। হে রাজন্! ঐ সময় দেবর্ষি ও চারণগণ সমবেত ত্রিলোকস্থ সমস্ত ব্যক্তি কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে সংগ্রামার্থ মিলিত নিরীক্ষণ করিয়া বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। অসুরগণ কর্ণের পক্ষ এবং দেবগণ ও অন্যান্য ভূতগণ ধনঞ্জয়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর দেবগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, হে ভগবন্! ধনঞ্জয় ও কর্ণ এই উভয় মহাবীরের মধ্যে কাহার বিজয় লাভ হইবে? আমাদের মতে ইহাঁদিগের উভয়েরই জয় লাভ হওয়া উচিত। অতএব ইহারা উভয়েই সংগ্রামে ক্ষান্ত হউক। হে দেব! এই দুই মহাবীরের কলহে সমস্ত জগৎ সংশয়াপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে ইহাঁদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি জয়লাভে সম্যক্ অধিকারী, আপনি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন। হে ভগবন্! ইহাদের উভয়েরই বিজয়লাভ হওয়া উচিত ইহা আপনি স্বীকার করুন।

হে রাজন্! সেই সময় ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দেবগণের সেই বাক্য [illegible] করিয়া ব্রহ্মাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে

দেবাদিদেব মহাদেব কহিয়াছিলেন যে, বাসুদেব ও ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই বিজয় লাভ করিবে। আমি এক্ষণে আপনাকে বারংবার নমস্কার করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। রুদ্রদেব যাহা কহিয়াছেন, তাহার যেন অন্যথা না হয়। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মহাদেবের সমক্ষে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে দেবরাজ! যে মহাবীর খাণ্ডবপ্রস্থে হুতাশনের তৃপ্তি সাধন ও দেবলোকে আগমন করিয়া তোমারে যথোচিত সাহায্য দান করিয়াছে, তাহার অবশ্যই বিজয় লাভ হইবে। কর্ণ দানবগণের পক্ষ, অতএব তাহার পরাজয় হওয়াই বিধেয়। ধনঞ্জয় কর্ণকে পরাজয় করিলে, দেবগণেরও দানবজয়রূপ কার্য্য সাধন হইবে, সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই আমরা ধনঞ্জয়ের বিজয় প্রার্থনা করিতেছি। আত্মকার্য্য সংসাধন করাই সকলের গুরুতর কার্য্য। আর দেখ, মহামতি ধনঞ্জয় সতত সত্যধর্ম্মনিরত। ঐ মহাবীর অস্ত্রপ্রভাবে ভগবান্ ভবানীপতিকে আনন্দিত করিয়াছিল। অতএব সেই মহাবীর অবশ্যই বিজয় লাভ করিবে। মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় শিক্ষিতাস্ত্র ও তপোবলসম্পন্ন; ঐ মহাবীর ধনুর্ব্বেদে সম্যক্ অধিকারী হইয়াছে; বিশেষতঃ জগতের প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং তাঁহার সারথ্য করিতেছেন; অতএব কি নিমিত্ত তাহার বিজয় লাভ হইবে না; এক্ষণে ধনঞ্জয়ের বিজয় লাভ হইলে, একটী দেবকার্য্য সাধন এবং পাণ্ডবগণের বনবাস প্রভৃতি বহুবিধ ক্লেশের নিবারণ হয়। অতএব তাঁহারই বিজয় লাভ হওয়া উচিত।

হে দেবরাজ! মহাবীর ধনঞ্জয় তপঃপ্রভাবসম্পন্ন; তাঁহার দৈববল মহত্ত্ব নিবন্ধন পুরুষকারকে অতিক্রম করিয়াছে। অতএব উহাঁর শত্রুগণ সমূলে উন্মূলিত হইবে, সন্দেহ নাই। ধনঞ্জয় ও বাসুদেব ক্রুদ্ধ হইলে রণস্থলে মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া থাকেন। ইহাঁরা পুরাণ ঋষি নর ও নারায়ণ; ইহাঁরা এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাঁরাই সকলকে শাসন করিতেছেন। কিন্তু ইহাঁদিগের নিয়ন্তা কেহই নাই। কি স্বর্গ কি মর্ত্ত্য কুত্রাপি ইহাঁদিগের তুল্য ব্যক্তি দেখিতে পাই না। দেবর্ষি, চারণ, দেবতা ও অন্যান্য প্রাণিগণ ইহাঁদিগের অনুগত হইয়া রহিয়াছেন! ইহাঁদেরই প্রভাবে এই সমগ্র জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব এক্ষণে ইহাঁরাই বিজয় লাভ করুন। আর এই কর্ণ দ্রোণের সহিত দেবলোক কিম্বা ভীষ্মের সহিত বসুলোক প্রাপ্ত হউক। হে নরনাথ! সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা এই কথা কহিলে ভূতভাবন ভগবান্ মহাদেবও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র ব্রহ্মা ও মহাদেবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তত্রত্য সমস্ত প্রাণিগণকে আমন্ত্রণ করিয়া কহিলেন, হে মহাত্মগণ! ভগবান্ ব্রহ্মা ও দেবাদিদেব মহাদেব যে জগতের হিতকর বাক্য কহিলেন, আপনারা তাহা শ্রবণ করিলেন। উঁহাদের কথা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে। অতএব এক্ষণে আপনারা নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থিতি করুন। তখন তত্রত্য প্রাণিগণ অমররাজের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবগণ হৃষ্টচিত্তে বহুবিধ সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ ও তূর্য্যধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুর, অসুর ও গন্ধর্ব্বগণ সেই মহাবীরদ্বয়ের অদ্ভুত দ্বৈরথ যুদ্ধ দর্শন করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সমরাঙ্গনস্থ মহাবীরগণ সেই বীরদ্বয়ের অধিষ্ঠিত দিব্য রথসমীপে সমাগত হইয়া শঙ্খ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহামতি অর্জ্জুন ও বাসুদেব এবং মহাবীর সূতনন্দন ও শল্য ইঁহারাও হৃষ্টচিত্তে শঙ্খনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র ও শম্বরাসুরের ন্যায় সেই মহাবীরদ্বয়ের ভীরুজনভয়াবহ অতি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মহাবীর সূতপুত্রের আশীবিষ তুল্য, রত্নময়, সুদৃঢ়, ইন্দ্রধনু সদৃশ হস্তিকক্ষাধ্বজ এবং ধনঞ্জয়ের মধ্যাহ্নকালীন মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, বিবৃতাস্য কৃতান্তের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য বিকটদর্শন কপিধ্বজ সকলের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহাদিগের সেই দুইটী ধ্বজ প্রলয়কালে গগনমণ্ডলে সমুদিত রাহু ও কেতুগ্রহের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইল। অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুনের ধ্বজস্থিত কপিবর সংগ্রাম করিবার বাসনায় স্বস্থান হইতে বেগসহকারে সূতপুত্রের হস্তিকক্ষাধ্বজে উৎপতিত হইয়া গরুড় যেরূপ ভুজঙ্গকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ নখ ও দন্ত দ্বারা উহা ছিন্ন ভিন্ন করিতে আরম্ভ করিল। তখন কর্ণের সেই কিঙ্কিণীজালজড়িত কালপাশোপম হস্তিকক্ষা ক্রোধভরে কপিবরের প্রতি ধাবমান হইল। এইরূপে সেই বীরদ্বয়ের তুমুল দ্বৈরথযুদ্ধে প্রথমতঃ দুই ধ্বজের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তখন উভয়ের অশ্বগণ পরস্পর স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক হ্রেষারব পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর হৃষীকেশ শল্যের প্রতি এবং ধনঞ্জয় কর্ণের প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন। তখন শল্য ও কর্ণ বারম্বার বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ হাস্যবদনে মদ্রাধিপতিকে কহিলেন, হে

শল্য! আজি যদি ধনঞ্জয় আমাকে সংহার করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? তাহা সত্য করিয়া বল। মদ্ররাজ কহিলেন, হে রাধেয়! আজি যদি শ্বেতাশ্ব মহাবীর ধনঞ্জয় রণস্থলে তোমাকে বিনাশ করে, তাহা হইলে আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, একাকীই বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে সংহার করিব। হে রাজন্! ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন বাসুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হৃষীকেশ! আজি যদি সূতপুত্র আমাকে বিনষ্ট করে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে? বাসুদেব ধনঞ্জয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সখে! যদি সূর্য্যদেব স্বস্থান হইতে নিপতিত হন, যদি মহাসাগর পরিশুষ্ক হয় এবং যদি অনল শৈত্যগুণ আশ্রয় করেন, তথাপি সূতপুত্র তোমাকে সংহার করিতে পারিবে না। যদিও কোনরূপে এরূপ ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রলয়কাল সমাগত হইবে। আমি সূতপুত্র ও শল্যকে বাহু দ্বারা বিনষ্ট করিব।

হে রাজন্! কপিধ্বজ ধনঞ্জয় কৃষ্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, হে বাসুদেব! কর্ণ ও শল্য উহাঁরা উভয়ে মিলিত হইলেও আমি উহাঁদিগকে আমার সমকক্ষ বিবেচনা করি না। আজি তুমি সত্বরে দেখিতে পাইবে যে, মাতঙ্গ যেরূপ বৃক্ষকে বিমর্দ্দিত করিয়া চূর্ণ করে, সেইরূপ আমি সূতপুত্রকে রথ, অশ্ব, ধ্বজ, পতাকা, ছত্র, কবচ, শর, শক্তি, শরাসন ও সারথি শল্যের সহিত শতধা ছিন্ন ভিন্ন ও বিচূর্ণিত করিব। হে হৃষীকেশ! আজি সূতপুত্রের পত্নীগণকে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইতে হইবে। তাহারা নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছে। হে মাধব! আজি তুমি সূতপুত্রের ভার্য্যাদিগকে বিধবা দেখিবে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে দুর্ম্মতি কর্ণ সভামধ্যে দ্রৌপদীকে ও আমাদিগকে বারম্বার উপহাস করিয়াছে; তন্নিবন্ধন আমার অন্তঃকরণে যে ক্রোধোদয় হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার শান্তি হয় নাই। অতএব মত্ত মাতঙ্গ যেরূপ কুসুমোপশোভিত মহীরুহকে উন্মূলিত করে, সেইরূপ আমি সূতপুত্রকে উন্মূলিত করিব। হে জনার্দ্দন! আজি কর্ণ নিহত হইলে, তুমি বিজয়লাভে আনন্দিত হইয়া অভিমন্যুর জননী, স্বীয় পিতৃস্বসা কুন্তী, সজলনয়না কৃষ্ণা এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সুধা তুল্য মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিবে।

—*—

একোন নবতিতম অধ্যায়। ৮৯।

হে রাজন্! সেই সময় গগনমণ্ডল দেব, নাগ, অসুর, সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, অপ্সরা, গরুড়, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণে সমাবৃত হইয়া সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। মনুষ্যগণ বিস্ময়োৎফুল্ল নয়নে গগনমার্গ গীত, বাদ্য, স্তুতি, নৃত্য, হাস্য ও সুমধুর শব্দে পরিপূর্ণ অবলোকন করিয়া পরম আহ্লাদিত হইল। ঐ সময় কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ হৃষ্টচিত্তে বাদিত্র নিস্বন, শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদে ভূমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া অরাতিগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। বীরগণের রুধিরধারা নিরন্তর নিপতিত হওয়াতে সেই চতুরঙ্গিণী সেনা সমাবৃত, মৃত দেহপরিপূর্ণ, শর শক্তি ঋষ্টিসমাকীর্ণ সমরস্থল লোহিতবর্ণ হইয়া গেল। অনন্তর দেবাসুরসংগ্রাম সদৃশ কৌরব ও পাণ্ডবগণের অতি ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন ও সূতপুত্রের সরল শর সমূহে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ ও সমস্ত দিক্ বিদিক্ সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। তৎকালে আর কেহই কিছুমাত্র দর্শন করিতে সমর্থ হইল না। অন্যান্য বীরগণ শঙ্কিত চিত্তে মহারথ ধনঞ্জয় ও সূতপুত্রের আশ্রয় গ্রহণ কবিতে লাগিলেন। তখন সেই মহাবীরদ্বয় অস্ত্রপ্রভাবে পরস্পরের অস্ত্র নিবাবণ করিয়া কিরণনিকরবর্ষী অম্বরতলস্থ অন্ধকারাপহারী সমুদিত চন্দ্রার্কের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর সেই মহাবীরদ্বয় উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে নিবারণ করিলে, তাহারা দেবতা ও অসুরগণ যেরূপ ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন কবিয়াছিলেন, তদ্রূপ তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অথন সংগ্রামস্থলে ইতস্ততঃ মৃদঙ্গ, ভেরী, পণব ও আনকের ধ্বনি এবং বীরগণের সিংহনাদ সমুত্থিত হইলে, মহাবীর কর্ণ ও ধনঞ্জয় শব্দায়মান জলদজাল সমাবৃত চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। সেই শত্রুনিসূদন অজেয় মহবীরদ্বয় শরাসন মণ্ডলাকার করিয়া নিরন্তর শরবর্ষণ করাতে তাঁহাদিগকে সচরাচর জগৎ দহনে প্রবৃত্ত পরিবেশমধ্যস্থিত কিরণবিরাজিত প্রলয়কালীন মার্ত্তণ্ডদ্বয়ের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহারা পরস্পরকে সংহার করিবার বাসনায় ইন্দ্র ও জম্ভাসুরের ন্যায় নির্ভয়চিত্তে পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং নিরন্তর মহাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক পরস্পরকে নিপীড়িত ও উভয়পক্ষীয় অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও মনুষ্যগণকে নিপাতিত কবিতে আরম্ভ করিলেন। উভয়পক্ষীয়

চতুরঙ্গিণী সেনা পুনর্ব্বার সেই বীরদ্বয়ের শরনিকরে নিপীড়িত হইয়া সিংহতাড়িত মৃগকদম্বের ন্যায় পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ঐ সময় রাজা দুর্য্যোধন, কৃতবর্ম্মা, শকুনি, কৃপ ও অশ্বত্থামা এই পাঁচ মহারথ দেহবিদারণ শরসমূহে অর্জ্জুন ও কেশবকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় শক্রশরে সমাহত হইয়া শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহাদিগের শরাসন, তূণীর, ধ্বজ, অশ্ব, রথ ও সারথিকে এককালে ধ্বংস করিয়া দ্বাদশ শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর এক শত রথী, এক শত গজারোহী এবং অশ্বারোহী শক, যবন ও কাম্বোজগণ ধনঞ্জয়কে সংহার করিবার মানসে অবিলম্বে তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে মহাবাহু ধনঞ্জয় অবিলম্বে শরসমূহ ও ক্ষুর দ্বারা সেই অশ্ব, গজ এবং রথারোহী বীরগণের অস্ত্র শস্ত্র ও মস্তক ছেদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বাহনগণের সহিত ভূতলশায়ী করিলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণ ধনঞ্জয়ের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তূর্য্য নিস্বন, অর্জ্জুনকে সাধুবাদ প্রদান ও তাঁহার মস্তকে সুগন্ধ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। হে নরেন্দ্র! তখন সর্ব্বলোকেই সেই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইল; কিন্তু একমতাবলম্বী দুর্য্যোধন ও কর্ণ কিছুমাত্র ব্যথিত বা বিস্মিত হইলেন না।

অনন্তর দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা দুর্য্যোধনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে নরাধিপ! এক্ষণে সংগ্রামে ক্ষান্ত হও; আর পাণ্ডবগণের সহিত বিবাদে প্রয়োজন নাই। সংগ্রামে ধিক্! এই সমরে আমার পিতা অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ব্রহ্মসদৃশ দ্রোণাচার্য্য ও ভীষ্ম প্রভৃতি মহারথগণ নিহত হইয়াছেন। আমি ও আমার মাতুল কৃপাচার্য্য, আমরা উভয়েই অবধ্য, এই নিমিত্ত অদ্যাপি জীবিত আছি। অতএব এক্ষণে তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক পরম সুখে চিরকাল রাজ্য শাসন কর। আমি নিবারণ করিলে, ধনঞ্জয় নিশ্চয়ই সংগ্রামে ক্ষান্ত হইবে; বাসুদেবের বিবাদে অভিলাষ নাই; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সতত প্রাণিগণের হিতসাধনে তৎপর, আর ভীমসেন এবং যমজ নকুল ও সহদেব ধর্ম্মরাজের নিতান্ত বাধ্য; অতএব পাণ্ডবগণকে অনায়াসে শান্ত করা যাইবে। এক্ষণে তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিলে প্রজাগণের মঙ্গল হয়। অতএব তুমি সংগ্রামে ক্ষান্ত হও। হতাবশিষ্ট বান্ধবগণ স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করুন। সৈনিক পুরুষগণ সমরে নিবৃত্ত হউক। হে কুরুরাজ! তুমি

যদি আমার কথা শ্রবণ না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় কহিতেছি, যে, তুমি এই সময়ে নিহত হইবে। এক্ষণে তুমি এবং পৃথিবীস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ তোমরা স্বচক্ষে দেখিলে যে, ইন্দ্র, যম, কুবের ও ভগবান বিধাতা যে কার্য্য সংসাধনে সমর্থ হন না, ধনঞ্জয় একাকী সেই কার্য্য সম্পাদন করিলেন। হে কুরুরাজ! অর্জ্জুন এতাদৃশ গুণশালী হইয়াও কদাপি আমার বাক্য লঙ্ঘন করিবে না। সে সর্ব্বদা তোমার অনুগত হইয়া কালযাপন করিবে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া শান্তি অবলম্বন কর। তুমি সতত আমার সম্মান রাখিয়া থাক এবং তোমার সহিত আমার নিতান্ত সৌহার্দ্দ আছে বলিয়া, আমি এইরূপ বলিতেছি। তুমি এক্ষণে ক্ষান্ত হইলে, আমি কর্ণকেও নিবারণ করিতে পারিব। হে রাজন্! বিচক্ষণ জনগণের মতে বন্ধু চারি প্রকার; সাম, দান ও দণ্ড দ্বারা বশীভূত এবং স্বভাবসিদ্ধ। পাণ্ডবগণ তোমার স্বাভাবিক বন্ধু। এক্ষণে সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত পুনর্ব্বার বন্ধুতা কর। তুমি এক্ষণে যদি প্রসন্ন হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত মিত্রতা লাভে কৃতকার্য্য হইতে পার, তাহা হইলে, তোমা হইতে জগতের হিত সাধন হইবে।

হে রাজন্! পরম বন্ধু দ্রোণপুত্র এইরূপ হিত বাক্য কহিলে, আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বিষণ্ণচিত্তে কহিতে লাগিলেন, হে সখে! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য; কিন্তু আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। দুর্ম্মতি ভীমসেন শার্দ্দূলের ন্যায় সহসা দুঃশাসনকে সংহার করিয়া আপনার সমক্ষেই যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, তৎসমুদায় আমার হৃদয়ে গ্রথিত রহিয়াছে; অতএব এক্ষণে কিপ্রকারে সন্ধি সংস্থাপন করিব। আর দেখুন, আমরা পাণ্ডবদিগের সহিত বারম্বার শত্রুতাচরণ করিয়াছি। তাহারা সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া কখনই সহসা সন্ধি স্থাপন করিতে সম্মত হইবে না। বিশেষতঃ এ সময় সূতপুত্রকে সংগ্রাম করিতে নিবারণ করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। প্রচণ্ড বায়ু যেরূপ উন্নত মেরু গিরিকে ভগ্ন করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয়ও কদাচ কর্ণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে না। হে গুরুনন্দন! আজি ধনঞ্জয় নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছে; কর্ণ অবিলম্বেই উহাকে সংহার করিবে।

হে রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন বিনয় পূর্ব্বক অশ্বত্থামাকে বারম্বার এইরূপ কহিয়া স্বীয় সৈন্যগণকে কহিলেন, হে যোধগণ!

তোমরা কি নিমিত্ত নিশ্চিন্ত হইয়া অবস্থান করিতেছ? সত্বরে শরনিকর পরিত্যাগ করত অরাতিগণের প্রতি ধাবমান হও।

নবতিতম অধ্যায়। ৯০।

হে রাজন! অনন্তর মহাবলশালী পুরুষব্যাঘ্র সূতনন্দন ও ধনঞ্জয় পরস্পরের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করত হিমাচলসম্ভূত উদ্ভিন্নদশন মত্ত মাতঙ্গদ্বয় যেরূপ করিণীর জন্য পরস্পর সমরে মিলিত হয়, সেইরূপ সেই শঙ্খ ও ভেরী-শব্দ-সমাকুল সমরাঙ্গনে মিলিত হইলেন। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন, সহসা মহামেঘে মেঘে ও অচলে অচলে মিলিত হইতেছে; যেন নির্ঝর, বৃক্ষ, লতা ও ঔষধিবিশিষ্ট উন্নতশৃঙ্গ অচলদ্বয় চলিত হইতেছে। সেই সময় ঐ মহাবলশালী বীরদ্বয় পরস্পরের প্রতি অস্ত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও দানবাধিপতি বলির ন্যায় তাঁহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, পরস্পরের শরাঘাতে ও পরস্পরেরই অশ্ব ও সারথির কলেবর ক্ষত বিক্ষত হওয়াতে অনবরত রুধিরধারা পতিত হইতে লাগিল। হে নরনাথ! তৎকালে ঐ মহাবীরদ্বয় ধ্বজসমাযুক্ত রথদ্বয়ে একত্র সমাগত হওয়াতে বোধ হইল যেন পদ্ম, উৎপল, মৎস্য, কচ্ছপ ও বিহঙ্গমগণে সমাবৃত, পবনচালিত হ্রদদ্বয় পরস্পর সমীপবর্ত্তী রহিয়াছে। অনন্তর ঐ সুরাজসদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় অশনি তুল্য শরে পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। বিচিত্র বর্ম্ম, আভরণ ও অম্বরধারী উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গ বল মহাবাহু কর্ণ ও ধনঞ্জয়কে বৃত্র ও বাসবের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন ও বিকম্পিত হইয়া উঠিল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় মত্ত মাতঙ্গ বিনাশার্থ ধাবমান মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কর্ণের সংহারবাসনায় গমন করিলে, দর্শনাভিলাষী বীরগণ হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অঙ্গুলি সমুত্থিত ও বস্ত্র বিকম্পিত করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় সব্যসাচীর সম্মুখবর্ত্তী সোমকগণ তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি সত্বরে মহাবীর কর্ণকে সংহার করিয়া দুর্য্যোধনের রাজ্যপিপাসা নিরাকৃত কর। হে রাজন্? ঐ সময় আমাদিগেরও সৈন্যগণ কর্ণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে সূতনন্দন? তুমি অবিলম্বে গমন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে ধনঞ্জয়কে সংহার কর। পাণ্ডবগণ দীনভাবাপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার বনে গমন করুক।

হে রাজন্! অনন্তর মহাবীর কর্ণ দশ শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবীর অর্জ্জুনও হাস্য করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে শিতধার দশ শর পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর ঐ মহাবীরদ্বয় সুপুঙ্খ শরসমূহ নিক্ষেপ করত পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই সময় ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর ধনঞ্জয় বাহ্বাস্ফোটন ও গাণ্ডীবের জ্যা পরিমার্জ্জন করিয়া নিরন্তর নারাচ, নালীক, বরাহকর্ণ, ক্ষুর, অঞ্জলিক ও অর্দ্ধচন্দ্র বাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। সায়ংকালে পক্ষিগণ যেরূপ অবাঙ্মুখ হইয়া বৃক্ষাভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ সেই ধনঞ্জয়ের শরনিকর কর্ণের রথাভিমুখে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর সূতনন্দন সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অবিলম্বে তৎসমুদয় ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় কর্ণের প্রতি বারংবার বিবিধ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর কর্ণও সেই সমস্ত শর নিরাকৃত করিলেন। এই রূপে শত্রুনিসূদন ধনঞ্জয় ভ্রুকুটি বন্ধন পূর্ব্বক তৎকালে যে সমস্ত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, মহাবীর সূতনন্দন স্বীয় শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎসমস্তই ছেদন করিলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন কর্ণের প্রতি শত্রুবিঘাতন ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই অস্ত্র অবনীমণ্ডল ও গগনমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও সূর্য্যমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যোধগণ সেই অস্ত্রের প্রভাবে দগ্ধবস্ত্র হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। বেণুবন দগ্ধ হইলে যেরূপ শব্দ হয়, তৎকালে রণস্থলে সেইরূপ ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইল। ঐ সময় সূতনন্দন সেই প্রজ্বলিত আগ্নেয়াস্ত্র সন্দর্শন করিয়া উহা নিবারণার্থে বারুণাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্রের সেই বারুণাস্ত্র প্রভাবে গগনমণ্ডল মেঘমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইল এবং নিরন্তর জলধারা নিপতিত হইয়া সেই পার্থশরসম্ভূত ভীষণ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। তৎকালে জলদজালে সমস্ত দিক্ বিদিক্ ও গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত হওয়াতে অন্ধকারবশতঃ আর কিছুই লক্ষিত হইল না। তদ্দর্শনে মহাবীর ধনঞ্জয় অবিলম্বে বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক কর্ণের বারুণাস্ত্র নিবারণ করিলেন।

অনন্তর নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর অর্জ্জুন গাণ্ডীব, জ্যা ও শরনিকর মন্ত্রপূত করিয়া এক বজ্রসমপ্রভাব সুররাজের প্রিয়তর অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। ঐসময় তাঁহার গাণ্ডীব হইতে অসংখ্য সুশাণিত ক্ষুরপ্র, অঞ্জলিক, অর্দ্ধচন্দ্র, নালীক, নারাচ ও বরাহকর্ণ নিরন্তর বিনির্গত হইয়া কর্ণের কলেবর অশ্ব, শরাসন, যুগ, চক্র ও ধ্বজদণ্ড বিদীর্ণ করত গরুড়ভীত পন্নগের ন্যায়

সত্বর ধরাতলে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন মহামতি কর্ণ ধনঞ্জয়-নিক্ষিপ্ত-শর সমূহে সমাচ্ছন্ন ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া ক্রোধবিবৃত্ত লোচনে মহাসাগরের ন্যায় গম্ভীর নিস্বনসম্পন্ন শরাসন আনত করিয়া ভার্গবাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। সেই অস্ত্রপ্রভাবে অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত অস্ত্রজাল বিনষ্ট এবং পাণ্ডবপক্ষীয় অসংখ্য রথী, গজ ও পদাতি নিহত হইল। অনন্তর কর্ণ রোষপরবশ হইয়া শিলাশিত হেমপুঙ্খ সায়ক-সমূহে পাঞ্চাল-দেশীয় প্রধান প্রধান যোদ্ধা ও সোমকদিগকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও কর্ণের শরসমূহে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে সুশা-শিত সায়কনিচয় বর্ষণ করত চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ হৃষ্টচিত্তে শরজাল বিস্তার করিয়া পাঞ্চালদেশীয় রথী, গজ ও অশ্বগণকে বলপূর্ব্বক বিনষ্ট, বিদ্ধ ও সাতি-শয় নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারা সূতনন্দনের শরনিকরে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ হইয়া কানন মধ্যে ক্রোধোদ্ধত মহাবল পরাক্রান্ত কেশরী কর্ত্তৃক বিনষ্ট গজসমূহের ন্যায় জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। এই রূপে মহাবীর কর্ণ বলপ্রভাবে পাঞ্চাল দেশীয় প্রধান প্রধান বীরগণকে নিহত করিয়া গগনমণ্ডলস্থ প্রচণ্ডরশ্মি সূর্য্যের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। হে রাজন্! সেই সময় কৌরবপক্ষীয় যোধগণ কর্ণের বিজয় লাভ হইল, এই বিবেচনা করিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অনুমান করিতে লাগিলেন যে, মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্র কেশব ও ধনঞ্জয়কে সাতিশয় প্রহার করিয়াছেন।

সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর মহারথ কর্ণের পরাক্রম নিতান্ত দুর্ব্বিসহ ও অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত অস্ত্র প্রতিহত অবলোকন করিয়া ক্রোধারুণলোচনে করে কর নিষ্পেষণ ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, হে ধনঞ্জয়! অদ্য তোমার সমক্ষে এই অধার্ম্মিক কর্ণ কি প্রকারে বল পূর্ব্বক পাঞ্চালদিগের প্রধান প্রধান বীরগণকে নিহত করিল? পূর্ব্বে ভগবান্ মহাদেবের প্রভাবে কালকেয় অসুরগণও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই। অদ্য কর্ণ কি প্রকারে দশ শরে তোমাকে বিদ্ধ করিল? অদ্য সূতনন্দন তোমার নিক্ষিপ্ত শরজাল নিরাকৃত করাতে আমি নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। হে ধনঞ্জয়! ঐ দুর্ম্মতি কর্ণ দ্রৌপদীকে যেরূপ ক্লেশ প্রদান এবং সভামধ্যে আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়া নিষ্ঠুর বাক্যে যে উপহাস করিয়াছিল, তুমি এক্ষণে সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া অচিরাৎ উহাকে বিনাশ কর। এক্ষণে তুমি কি জন্য

সূতপুত্রের সংহারে উপেক্ষা করিতেছ। ইহা উপেক্ষার প্রকৃত সময় নহে। পূর্ব্বে তুমি খাণ্ডববনে ভগবান্ হুতাশনের তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত যেরূপ ধৈর্য্যসহকারে তত্রত্য প্রাণিগণকে নিহত করিয়াছিলে, এক্ষণেও তদ্রূপ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া কর্ণকে সংহার কর। ঐ দুর্ম্মতি তোমার শরে বিনষ্ট হইলে, আমি উহাকে গদা দ্বারা বিপোথিত করিব।

তখন মহামতি বাসুদেবও কর্ণশরে ধনঞ্জয়ের অস্ত্র সমুদায় প্রতিহত দেখিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধনঞ্জয়! অদ্য কর্ণ যে অস্ত্র দ্বারা তোমার অস্ত্রসমূহ নিরাকৃত করিল, ইহার কারণ কি? হে বীর! তুমি কি নিমিত্ত উহার সংহারে মনোনিবেশ করিতেছ না এবং কি নিমিত্তই বা বিমোহিত হইতেছ? ঐ দেখ, কৌরবগণ তোমার অস্ত্র প্রতিহত অবলোকন করিয়া কর্ণের পুরস্কার করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। অতএব তুমি যেরূপ ধৈর্য্যসহকারে যুগে যুগে তমোগুণাবলম্বী ভীষণ রাক্ষস ও গর্ব্বিত অসুরদিগকে সংহার করিয়াছিলে এবং যেরূপ ধৈর্য্যসহকারে ভূতভাবন ভগবান্ রুদ্রদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলে, অদ্য তদ্রূপ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক কর্ণকে অনুচরবর্গের সহিত বিনাশ কর। পূর্ব্বকালে দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বজ্রদ্বারা দানবাধিপতি নমুচিরে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমিও সেইরূপ মৎপ্রদত্ত এই ক্ষুরধার সুদর্শন দ্বারা সূতপুত্রের মস্তক ছেদন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে গ্রাম নগরসমাকুলা সসাগরা পৃথিবী প্রদান পূর্ব্বক স্বয়ং অসাধারণ যশোলাভ কর।

হে নরেন্দ্র! মহাবীর ধনঞ্জয় বৃকোদর ও কেশবের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণকে সংহার করিবার নিমিত্ত নিতান্ত যত্নবান হইলেন এবং আপনার অসামান্য বিক্রম স্মরণ ও ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিবার কারণ অনুধাবন পূর্ব্বক বাসুদেবকে কহিলেন, হে জনার্দ্দন! আমি কর্ণের সংহার ও লোকের উপকার সাধনের নিমিত্ত অতি ভীষণ অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিতেছি, তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর; আর ভগবান্ ব্রহ্মা, রুদ্র এবং বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও দেবগণ ইহাঁরাও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক একান্ত দুঃসহ ব্রাহ্ম অস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ জলধর যেরূপ বারিধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ নিরন্তর শরসমূহ বর্ষণ করত সেই ধনঞ্জয়নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত করিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! লোকে তোমাকে ব্রহ্মাস্ত্রবেত্তা বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; অতএব তুমি অন্য এক ব্রাহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত কর।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বৃকোদরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করত মার্ত্তণ্ডের শরনিকর সদৃশ সুতীক্ষ্ণ, ভুজঙ্গমের ন্যায় অতি ভয়ানক অসংখ্য সায়কনিচয় নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই গাণ্ডীববিনির্ম্মুক্ত যুগান্তকালীন পাবক ও মার্ত্তণ্ডের ন্যায় প্রদীপ্ত শরসমূহ ক্ষণকালমধ্যে দিঙ্মণ্ডল ও কর্ণের রথ সমাচ্ছন্ন করিল। অনন্তর ধনঞ্জয়ের শরাসন হইতে শূল, পরশু, চক্র ও নারাচ সমূহ নিরন্তর বিনির্গত হইতে আরম্ভ হইল। তখন কৌরবপক্ষীয় যোধগণ চতুর্দ্দিকে বিনষ্ট হইতে লাগিল। তৎকালে কোন কোন যোদ্ধা ধনঞ্জয়ের শরে অন্যের মস্তক ছিন্ন ও কলেবর ধরাতলে নিপতিত অবলোকন করিয়া ভয়াকুলিত চিত্তে জীবন পরিত্যাগ করিল। কোন বীরের গজশুণ্ড সদৃশ দক্ষিণ বাহুদণ্ড ধনঞ্জয়শরে ছিন্ন হইয়া শাণিত অসির সহিত এবং কোন বীরের বাম হস্ত ক্ষুরনিকৃত্ত হইয়া চর্ম্মের সহিত ভূতলে নিপতিত হইল। হে রাজন্! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে প্রাণনাশক ভয়ানক শরসমূহে দুর্য্যোধনের প্রধান প্রধান যোধগণকে সংহার করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহারণ সূতপুত্রও ধনঞ্জয়ের প্রতি পর্জ্জন্যনির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় নিরন্তর শরজাল বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে তিনি বাসুদেব, ধনঞ্জয় ও ভীমসেনকে তিন তিন শরে সমাহত করিয়া ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহাবলশালী ধনঞ্জয় কর্ণের শরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া বৃকোদর ও বাসুদেবের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধচিত্তে অষ্টাদশ শর সন্ধান করত তিন শরে কর্ণকে, এক শরে তাঁহার ধ্বজ ও চারি শরে শল্যকে বিদ্ধ করিয়া সুবর্ণবর্ম্মপরিশোভিত সভাপতির প্রতি দশ শর পরিত্যাগ করিলেন। রাজপুত্র সভাপতি ধনঞ্জয়নিক্ষিপ্ত শরে ছিন্নমস্তক, ছিন্নবাহু এবং অশ্ব, সারথি, শরাসন ও কেতুবিহীন হইয়া পরশুনিকৃত্ত শাল বৃক্ষের ন্যায় সত্বরে রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন পুনর্ব্বার ক্রমে ক্রমে তিন, আট, দুই, চারি ও দশ শরে কর্ণকে বিদ্ধ করিয়া চারি শত মাতঙ্গ, আয়ুধধারী আট শত রথী, আরোহীর সহিত সহস্র সহস্র তুরঙ্গ ও আট সহস্র পদাতিকে বিনষ্ট করিলেন এবং সুশাণিত শরসমূহে কর্ণকে সারথি, রথ ও কেতুর সহিত অদৃশ্য করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর কৌরবগণ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া চীৎকার করত

সূতনন্দনকে কহিলেন, হে সূতনন্দন। তুমি নিরন্তর শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক শীঘ্র ধনঞ্জয়কে সংহার কর, নচেৎ ঐ মহাবীর ক্ষণকালমধ্যেই কৌরবপক্ষীয় সমস্ত বীরগণকে বিনাশ করিবে। মহাবীর কর্ণ কৌরবগণের এই রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম যত্নসহকারে নিরন্তর মর্ম্মভেদী শরসমূহ বর্ষণ করত পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। হে নরনাথ! সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবলশালী বীরদ্বয় এই রূপে মহাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া উভয়পক্ষীয় যোধগণকে ও পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চিকিৎসকগণের সাহায্যে মন্ত্র ও ঔষধিপ্রভাবে বিশল্য হইয়া সংগ্রাম সন্দর্শনাভিলাষে সত্বরে সমরাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। তখন সকলে তাঁহাকে অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি স্বর্গবৈদ্যগণ কর্ত্তৃক চিকিৎসিত দানবশরে ক্ষত বিক্ষত কলেবর দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় ও রাহুর করাল আস্যদেশ হইতে বিমুক্ত পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় তথায় সমাগত অবলোকন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল।

হে রাজন্! সেই সময় স্বর্গবাসী ও ধরাতলবাসিগণ অনিমিষলোচনে কর্ণ ও ধনঞ্জয়ের সেই তুমুল সংগ্রাম সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন সেই পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত মহাবীরদ্বয় নিরন্তর জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি করিয়া বহুবিধ সায়কনিচয় নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুনের শরাসনজ্যা অত্যন্ত আকৃষ্ট হওয়াতে ঘোরতর শব্দে সহসা ছিন্ন হইয়া গেল। ইত্যবসরে মহাবীর কর্ণ একশত ক্ষুদ্রক ও নির্ম্মোক-নির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গের ন্যায় কঙ্কপত্র পরিশোভিত তৈলধৌত অন্যান্য সায়কে অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে কেশবকে ষষ্টি শরে ও পুনর্ব্বার ধনঞ্জয়কে আট শরে বিদ্ধ করিয়া অসংখ্য উৎকৃষ্ট সায়কে ভীমসেনের মর্ম্ম ভেদ করত ধনঞ্জয়ের ধ্বজদণ্ডে শর নিক্ষেপ ও তাঁহার অনুগামী সোমকগণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় সোমকগণ ক্রুদ্ধচিত্তে ধাবমান হইয়া মেঘমণ্ডল যেরূপ দিবাকরকে আচ্ছন্ন করে, সেই রূপ সূতপুত্রকে শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিল। অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ কর্ণও শরনিকরে তাহাদিগকে নিস্তব্ধ করিয়া তাহাদিগের অস্ত্র সমুদয় নিরাকৃত, গজ, অশ্ব ও রথ সমস্ত নিপাতিত এবং প্রধান প্রধান সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। যোধগণ কর্ণের শরনিকরে সিংহসমুন্মথিত কুক্কুরগণের ন্যায় আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গতাসু হইয়া ভূতলশায়ী হইতে লাগিল। ঐ সময় মহারথ কর্ণ তাঁহার সংহার ও ধন-

ঞ্জয়ের সাহার্য্যের নিমিত্ত বেগসহকারে সমাগত পাঞ্চালদিগকে সুশাণিত সায়কসমূহে নিপাতিত করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবগণ আপনাদিগকে রণবিজয়ী বিবেচনা করিয়া তলধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সকলেই বোধ করিল যে, এই বার বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে সূতপুত্রের বশতাপন্ন হইতে হইবে।

ঐ সময় কর্ণের শরনিকরে ক্ষতবিক্ষতকলেবর মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ক্রুদ্ধচিত্তে শরাসনজ্যা অবনামিত করিয়া সূতপুত্রের শরজাল নিবাকৃত করত চাপজ্যা পরিমার্জ্জন পূর্ব্বক কর্ণ, শল্য ও সমুদয় কৌরবদিগকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার মহাস্ত্রপ্রভাবে গগনমণ্ডল অন্ধকারে সমাবৃত হওয়াতে পক্ষিগণের গতিরোধ হইয়া উঠিল। তখন গগনস্থ জীবগণ সুগন্ধি সমীরণ সঞ্চালিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় হাস্য করত শল্যের বর্ম্মোপরি দশ শর পরিত্যাগ করিয়া সূতপুত্রকে প্রথমতঃ দ্বাদশ শরে ও পুনর্ব্বার সাত শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়ের বজ্র সদৃশ শরে অতিমাত্র সমাহত হইয়া শোণিতাক্তকলেবর হইলে তাঁহাকে প্রলয়কালীন শ্মশানমধ্যস্থ রুধিরসিক্তগাত্র রুদ্রদেবের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর কর্ণ দেবরাজ সদৃশ সব্যসাচীকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া বাসুদেবের সংহারার্থ তাঁহাব প্রতি ভীষণ ভুজঙ্গ সদৃশ প্রজ্বলিত পাঁচ শর পরিত্যাগ করিলেন। ঐ পাচ শর তক্ষকতনয় অশ্বসেনের পক্ষীয় পাঁচ মহাভুজঙ্গ। উহারা কর্ণকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পুরুষোত্তম কৃষ্ণের বর্ম্ম ভেদ করত বেগসহকারে পাতালতলে প্রবেশ পূর্ব্বক ভোগবতীজলে স্নান করিয়া পুনরায় কর্ণাভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর অর্জ্জুন দশ ভল্লে তাহাদের প্রত্যেককে তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি বাসুদেবকে সূতপুত্রপরিত্যক্ত নাগাস্ত্রে ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ অবলোকন করত তৃণদহনপ্রবৃত্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া আকর্ণাকৃষ্ট দেহান্তকর শরসমূহে সূতপুত্রের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়ের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়া সাতিশয় ক্লেশবশতঃ অত্যন্ত বিচলিত হইলেন; কেবল ধৈর্য্যাতিশয়প্রযুক্ত রথ হইতে নিপতিত হইলেন না। হে রাজন্! সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ক্রোধভরে শরবর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে সমস্ত দিক্, বিদিক্, দিবাকরকিরণ ও কর্ণের রথ একবারে অদৃশ্য হইল এবং আকাশমণ্ডল নীহারসমাচ্ছন্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ঐ সময় শত্রুনিসূদন ধনঞ্জয় একাকীই ক্ষণকালমধ্যে দুর্য্যোধনপ্রেরিত দুই সহস্র চক্ররক্ষক,

পাদরক্ষক ও পৃষ্ঠরক্ষককে অশ্ব, রথ ও সারথির সহিত কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর আপনার পুত্রগণ ও হতাবশিষ্ট কৌরবেরা বিনষ্ট ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ আত্মীয়গণকে এবং বিলপমান পিতা ও পুত্রদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে নরনাথ! সেই সময় মহাবীর কর্ণ, কৌরবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভীতচিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিয়াছে, দেখিয়াও কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, ফলত হৃষ্টচিত্তে ধনঞ্জয়ের অভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইলেন।

—•○•—

একনবতিতম অধ্যায়। ৯১

হে রাজন্! এইরূপে কৌরবগণ মহাবীর অর্জ্জুনের ভীষণ অস্ত্রপ্রভাবে সসৈন্যে পলায়ন করত দূরে অবস্থান করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে সৌদামিনীর ন্যায় সমুজ্জ্বল ধনঞ্জয়াস্ত্র দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ তাঁহার বিনাশার্থী পার্থের শরে কৌরবগণকে নিপীড়িত, বিনষ্ট ও পলায়িত দেখিয়া সুদৃঢ় জ্যাযুক্ত স্বীয় শরাসন বিস্ফারণ করত পরশুরামের নিকট সুশিক্ষিত মহাস্ত্রজাল বিস্তার পূর্ব্বক পার্থপরিত্যক্ত মহাস্ত্রসমূহ নিরাকৃত করিলেন। অনন্তর পরস্পর দশনাঘাতে প্রবৃত্ত মত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ও কর্ণের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তাঁহারা উভয়েই নিরন্তর শরনিকর বর্ষণ করত এককালে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাঁহাদিগের শরবর্ষণে সমরাঙ্গন অন্ধকারে সমাবৃত হইলে, কৌরব ও সোমকগণ শরজালব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সেই শরসমূহবর্ষী মহাবীরদ্বয় অনবরত শরসন্ধান পূর্ব্বক সমরে বিচিত্র গতি প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন বল, বীর্য্য, পৌরুষ ও অস্ত্রমায়ার প্রভাবে কখন কর্ণ অর্জ্জুনের অপেক্ষা এবং কখন বা অর্জ্জুন কর্ণ অপেক্ষা প্রবল হইতে লাগিলেন। অপরাপর বীরগণ সেই পরস্পরছিদ্রান্বেষী মহাবীরদ্বয়ের দুর্ব্বিসহ তুমুল সমর সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন আকাশস্থ জীবগণ কেহ কেহ সাধু কর্ণ এবং কেহ কেহ বা সাধু ধনঞ্জয় বলিয়া তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে অসংখ্য রথ, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গগণের গমনাগমনে রণস্থল বিদলিত হইতে লাগিল।

হে রাজন্! পূর্ব্বে অশ্বসেন নামে যে ভুজঙ্গ খাণ্ডবদাহ হইতে বিমুক্ত

হইয়া ক্রোধভরে পাতালতলে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে সেই নাগাধিপতি ধনঞ্জয়কৃত মাতৃবধজনিত পূর্ব্ববৈর স্মরণ পূর্ব্বক মহাবেগে পাতালতল হইতে সমুত্থিত হইয়া অন্তরীক্ষে অবস্থান করত কর্ণ ও ধনঞ্জয়ের যুদ্ধ অবলোকন করিতে লাগিল এবং বৈরনির্য্যাতনের এই প্রকৃত অবসর বিবেচনা করিয়া সূতপুত্রের সেই একতূণীরশায়ী শরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর সেই মহাবীরদ্বয়ের কিরণজালময় অস্ত্রজালে দশ দিক্ ও আকাশমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কৌরব ও সোমকগণ সেই ভয়ঙ্কর শরান্ধকার দর্শন করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন। সেই সময় ভীষণ শরজাল ব্যতীত আর কিছুই লক্ষিত হইল না। তখন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর মহাবীরদ্বয় জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রাম করত উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন অপ্সরাগণ তাঁহাদিগকে দিব্য চামর ব্যজন ও চন্দনসলিলে সেচন করিতে লাগিলেন। এবং সুররাজ ইন্দ্র ও দিবাকর করতল দ্বারা তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল পরিমার্জ্জিত করিলেন।

তৎকালে কর্ণ যখন বলবীর্য্যে ধনঞ্জয়কে কোনক্রমেই অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না, ফলত অর্জ্জুনপরিত্যক্ত শরসমূহে অতিমাত্র ক্ষত বিক্ষত ও সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন, তখন সেই একতূণীরশায়ী শর তাঁহার স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইল। ঐ শর ঐরাবত পন্নগবংশ সমুদ্ভূত। কর্ণ অর্জ্জুনের বিনাশার্থে অতিশয় যত্নবান হইয়া বহু দিন ঐ শর সুবর্ণতূণীরমধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি ধনঞ্জয়ের শিরশ্ছেদন করিবার মানসে সেই জ্বালাকরাল ভুজঙ্গাস্য শর শরাসনে সন্ধান পূর্ব্বক আকর্ণ আকর্ষণ করিলেন। তখন সেই ভুজঙ্গশর শরাসনে সংহিত হইলে, দিঙ্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। শত শত ভয়াবহ উল্কা নিপতিত হইতে লাগিল এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণ হাহাকার ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। হে নরনাথ! তৎকালে যে ঐ ভয়ানক শরমধ্যে মহাভুজঙ্গ অশ্বসেন যোগপ্রভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, কর্ণ তাহার কিছুই অবগত ছিলেন না। দেবরাজ পুরন্দর সূতপুত্রের শরমধ্যে নাগরাজকে প্রবিষ্ট অবগত হইয়া এই বারেই আমার পুত্র ধনঞ্জয় নিহত হইল, এইরূপ চিন্তা করত সাতিশয় ভীত হইলেন। ভগবান্ কমলযোনি ত্রিদশাধিপতিকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে দেবরাজ! তুমি কিছুমাত্র ব্যথিত হইও না; মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনই জয়শ্রী লাভ করিবে। তখন মদ্রাধিপতি শল্য কর্ণকে সর্পশর সন্ধান করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে রাধেয়! এই শরটি ধনঞ্জয়ের গ্রীবা ছেদনে সমর্থ হইবে

না। অতএব যাহা দ্বারা ধনঞ্জয়ের শিরশ্ছেদন করা যাইতে পারে, এরূপ একটী শর সন্ধান কর। তখন মহাবীর কর্ণ শল্যের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধারুণ লোচনে কহিলেন, হে মদ্ররাজ! কর্ণ কোনকালেই এক শর সন্ধান পূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ না করিয়া অপর শর সন্ধান করেন না এবং মৎসদৃশ ব্যক্তিগণ কখনই কূটযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন না। কর্ণ মদ্রাধিপতিকে এই কথা বলিয়া বিজয়লাভার্থে উদ্যত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বহুবর্ষপরিপূজিত যত্ন পূর্ব্বক সংরক্ষিত অতি ভীষণ শর পরিত্যাগ করত ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে পার্থ! তুমি এইবারেই নিহত হইলে, ঐ সময় কর্ণশরাসননির্ম্মুক্ত পাবক ও দিবাকরের ন্যায় প্রোদ্দীপিত অতি ভয়ঙ্কর শর অন্তরীক্ষে সমুত্থিত হইয়া প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। তখন মহামতি কেশব সেই কর্ণপরিত্যক্ত শর অন্তরীক্ষে প্রজ্বলিত নিরীক্ষণ করিয়া অবিলম্বে পদ দ্বারা রথ আক্রমণ করত অনায়াসে ধরাতলে কিঞ্চিৎ প্রবেশিত করিলেন। ধনঞ্জয়ের কনকজালজড়িত হিমাংশুর অংশুর ন্যায় শুক্লবর্ণ অশ্বগণও জানু আকুঞ্চিত করিয়া ধরাতলে অবস্থান করিতে লাগিল। সেই সময় গগনমণ্ডলস্থিত জীবগণ তুমুল কোলাহলসহকারে কৃষ্ণের প্রশংসাবাদ এবং নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল।

এইরূপে মহামতি বাসুদেব প্রযত্নসহকারে ধনঞ্জয়ের রথ ধরাতলে প্রবেশিত করিলে, সূতপুত্রের সেই পন্নগাস্ত্র অর্জ্জুনের দেবরাজদত্ত সুদৃঢ় কিরীটে নিপতিত হইয়া তাহা চূর্ণ করিয়া ফেলিল। মহাবীর অর্জ্জুনের সেই ত্রিলোকবিশ্রুত, সুবর্ণখচিত, মণিহীরক পরিশোভিত, সূর্য্য, চন্দ্র ও জ্বলনের ন্যায় দীপ্তিশীল মহামূল্য কিরীট ভগবান ব্রহ্মা স্বয়ং তপঃপ্রভাবে যত্ন পূর্ব্বক দেবাধিপতি ইন্দ্রের নিমিত্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিপক্ষগণ উহা সন্দর্শন করিতে সাতিশয় ভীত হইত। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র অসুর বিনাশকালে ধনঞ্জয়কে ঐ কিরীট প্রদান করিয়াছিলেন। উহা মহাদেবের পিনাক, বরুণের পাশ, দেবরাজের বজ্র ও কুবেরের সায়ক দ্বারাও বিনষ্ট হইবার নহে। এক্ষণে ক্রূরস্বভাব অশ্বসেন কর্ণের শরে প্রবিষ্ট হইয়া ধনঞ্জয়ের সেই কিরীট বিমর্দ্দিত করিল।

হে মহারাজ! ধনঞ্জয়ের সেই কনকজালজড়িত অতিশয় দীপ্তিশালী কিরীট বিষাগ্নি দ্বারা বিমথিতও ধরাতলে নিপতিত হইয়া অস্তাচলশিখর হইতে নিপতিত সন্ধ্যারাগরঞ্জিত ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। বজ্র যেরূপ ফলপুষ্পপরিশোভিত পাদপপরিপূর্ণ গিরিশিখরকে বিঘূর্ণিত এবং প্রবল মারুত যেরূপ অবনীমণ্ডল, গগনমণ্ডল ও সলিলরাশি বিঘট্টিত

করে, সেইরূপ সেই পন্নগাস্ত্র ধনঞ্জয়ের দিব্য কিরীট বেগসহকারে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। সেই সময় ত্রিভুবনমধ্যে একটি তুমুল ধ্বনি উত্থিত হইল। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া সকলেই নিতান্ত ব্যথিত ও স্খলিত হইতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর ধনঞ্জয় সেই কিরীটবিহীন হইয়া নীল-বর্ণ উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি অনা-কুলিত চিত্তে ধবলবর্ণ বস্ত্র দ্বারা কেশকলাপ বন্ধন করত শিখরগত দিবা-করকিরণ দ্বারা সাতিশয় উদ্ভাসিত উদয়াচলের ন্যায় শোভা ধারণ করি-লেন। এইরূপে সেই ধনঞ্জয়ের সহিত বদ্ধবৈর কর্ণনিক্ষিপ্ত ভুজঙ্গ ধনঞ্জ-য়কে মৃত্যুমুখে নিপতিত করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল তাঁহার কিরীট চূর্ণ করত পুনর্ব্বার স্বস্থানে গমন করিতে লাগিল। এই অবসরে মহারথ কর্ণ সেই মহাভুজঙ্গকে দেখিতে পাইলেন। তখন সেই মহাভুজঙ্গ সূত-পুত্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক বহিতে লাগিল, হে রাধেয়! তুমি আমাকে না দেখিয়াই নিক্ষেপ করিয়াছিলে; এই নিমিত্ত আমি ধনঞ্জয়ের শির-শ্ছেদন করিতে অসমর্থ হইলাম; অতএব এক্ষণে তুমি আমাকে দেখিয়া নিক্ষেপ কর। তাহা হইলে, আমি নিশ্চয়ই তোমার ও আমার শত্রুকে বিনষ্ট করিব। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সূতনন্দন পন্নগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে নাগরাজ! তোমার আকার অতি ভয়ানক দেখিতেছি; এক্ষণে তুমি কে, তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বল। ভুজঙ্গ কহিল, হে সূতনন্দন! পূর্ব্বে ধনঞ্জয় আমার জননীকে সংহার করিয়াছিল; তদবধি উহার সহিত আমার বৈরভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; অতএব যদি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রও স্বয়ং উহাকে রক্ষা করেন, তথাপি আমি উহাকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিব।

তখন কর্ণ কহিলেন, হে ভদ্র! কর্ণ কদাচ অন্যের বলবীর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক সমরবিজয়ী হইতে বাসনা করে না এবং একশত অর্জ্জুনকে সংহার করিতে হইলেও কদাচ এক শর দুই বার সন্ধান করে না। অতএব আমি ক্রোধ ও যত্নসহকারে বহুবিধ উৎকৃষ্ট শরে ধনঞ্জয়কে সংহার করিতেছি; তুমি নিরাপদে গমন কর। হে রাজন্! মহাভুজঙ্গ কর্ণের এই বাক্য সহ্য করিতে না পারিয়া অস্ত্ররূপ ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে ধন-ঞ্জয়কে সংহার করিবার মানসে গমন করিতে লাগিল। সেই সময় বাসুদেব অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি অবিলম্বে ঐ কৃতবৈর মহাভুজঙ্গকে সংহার কর। তখন গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুন বাসুদেবকে কহি-লেন, হে মধুসূদন! যে মহাভুজঙ্গ গরুড়মুখগমনোদ্যতের ন্যায় ইচ্ছা

পূর্ব্বক স্বয়ং আমার নিকট আগমন করিতেছে, ও কে? বাসুদেব কহিলেন, হে পার্থ! যৎকালে তুমি খাণ্ডবদাহন পূর্ব্বক হুতাশনের তৃপ্তি-সাধন করিয়াছিলে, তৎকালে ঐ নাগরাজের জননী আপনার ক্রোড়ে উহাকে লুক্কায়িত করিয়া গগনমার্গে অবস্থান করিতেছিল। তুমি তৎ-কালে উহার জননীকে সংহার করিয়াছিলে; কিন্তু উহাকে দেখিতে পাও নাই। এক্ষণে ঐ সেই দুর্ম্মতি মাতৃবধজনিত পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া তোমাকে সংহার করিবার মানসে গগনচ্যুত প্রজ্বলিত মহোল্কার ন্যায় আগমন করিতেছে।

হে রাজন্! তখন মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রোধে মুখ পরিবর্ত্তন করিয়া আকাশমার্গে বিহঙ্গমের ন্যায় সমাগত সেই ভুজঙ্গকে ছয় শাণিত শরে ছেদন করিলেন। নাগরাজ বিনষ্ট হইলে, পুরুষোত্তম বাসুদেব স্বয়ং ভুজযুগল দ্বারা ধরণী হইতে ধনঞ্জয়ের রথ উত্তোলন করিলেন। সেই সময় মহাবীর সূতনন্দন ক্রুদ্ধচিত্তে দৃষ্টিপাত করিয়া বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছপরি-শোভিত নিশিত দশ শরে পুরুষাগ্রগণ্য ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তখন ধনঞ্জয়ও সূতপুত্রের প্রতি সুশাণিত দ্বাদশ বরাহকর্ণ বাণ পরিত্যাগ করি-লেন এবং তৎপরে পুনরায় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করত এক আশীবিষ সদৃশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। ঐ উৎকৃষ্ট শর সূতপুত্রের জীবন সংহার করিবার নিমিত্তই যেন তাঁহার বর্ম্ম ভেদ ও শোণিত পান করিয়া রুধি-রাক্ত কলেবরে ভূতলে প্রবেশ করিল। তখন কর্ণ ঐ শরপাতে দণ্ডবি-ঘট্টিত ভুজঙ্গমের ন্যায় নিতান্ত রোষপরবশ হইয়া বিষাক্ত ভুজঙ্গ যেরূপ বিষ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ উত্তম উত্তম শর সমূহ বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং প্রথমতঃ দ্বাদশ শরে বাসুদেবকে ও নবতি শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার অতি ভীষণ শরে পার্থের কলেবর বিদীর্ণ করিয়া সিংহনাদ ও হাস্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দেবরাজ সদৃশ পরা-ক্রমসম্পন্ন ধনঞ্জয় কর্ণের আহ্লাদ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ত্রিদশাধি-পতি ইন্দ্র যেরূপ বলাসুরের মর্ম্ম বিদারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অসংখ্য শরে কর্ণের মর্ম্ম ভেদ করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহার প্রতি কালদণ্ডসদৃশ নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর সূতপুত্র পার্থের শরাঘাতে অশনিসমাহত পর্ব্বতের ন্যায় সাতিশয় ব্যথিত হইলেন। অনন্তর তাঁহার সুবর্ণ, হীরক ও মণি মুক্তাদিখচিত শিরোভূষণ এবং কুণ্ডলদ্বয় ধনঞ্জয়ের শরাঘাতে ধরাতলে নিপতিত হইল। উত্তম উত্তম শিল্পিগণ বিবিধ যত্ন পূর্ব্বক বহুকালে সূতপুত্রের যে মহামূল্য ভাস্বর বর্ম্ম নির্ম্মাণ করিয়া-

ছিল, মহাবীর ধনঞ্জয় ক্ষণকালমধ্যে তাহাও বহুধা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তিনি রোষভরে সেই বর্ম্মবিহীন কর্ণকে সুশাণিত চারি শরে সাতিশয় বিদ্ধ করিলে, সূতনন্দন কর্ণ সান্নিপাতিক জ্বরাক্রান্ত আতুরের ন্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় ধনঞ্জয় শরাসনচ্যুত শাণিত শরসমূহে তাঁহার কলেবর ক্ষতবিক্ষত ও মর্ম্মস্থল বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর কর্ণ পার্থের বহুবিধ শরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া শোণিত ক্ষরণ করত গৈরিকধাতুধারাবর্ষী অচলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় ক্রৌঞ্চবিদারণ কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় কালদণ্ড ও অগ্নিদণ্ড সদৃশ লৌহময় সুদৃঢ় শরনিকরে পুনর্ব্বার সূতপুত্রের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। মহাবীর কর্ণ পার্থের সায়কে অতিমাত্র নিপীড়িত ও শিথিলমুষ্টি হইয়া ইন্দ্রায়ুধ সদৃশ শরাসন ও তূণীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঐ সময় ধর্ম্মপরায়ণ ধনঞ্জয় আতুর ব্যক্তিকে সংহার করা অতি অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া কর্ণকে সেই ব্যসনকালে সংহারে অভিলাষী হইলেন না। অথন ইন্দ্রাবরজ হৃষীকেশ সসম্ভ্রমে পার্থকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত প্রমত্ত হইতেছ? পণ্ডিতগণ দুর্ব্বল শত্রুগণকেও সংহার করিতে কাল প্রতীক্ষা করেন না। তাঁহারা ব্যসননিমগ্ন অরাতিগণকে বিনষ্ট করিয়া ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি লাভ করিয়া থাকেন; অতএব তুমি প্রধান শত্রু বীরাগ্রগণ্য কর্ণকে সহসা সংহার করিতে যত্নবান্ হও। তুমি নমুচিনিপাতন দেবরাজের ন্যায় অচিরাৎ উহাকে শরবিদ্ধ কর, নচেৎ ঐ মহাবীর অবিলম্বে পূর্ব্ববৎ বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়া তোমার অভিমুখীন হইবে।

হে রাজন্। সেই সময় মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যেরূপ দানবাধিপতি বলিকে বিদ্ধ করিয়াছিলেন; সেইরূপ শরসমূহে কর্ণকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অবিলম্বে বৎসদন্ত শরে কর্ণকে অশ্ব ও রথের সহিত সমাচ্ছন্ন করিয়া হেমপুঙ্খ শরনিকরে দিঙ্মণ্ডল সমাবৃত করিলেন। স্থূলবক্ষা কর্ণ ধনঞ্জয়ের বৎসদন্ত শরে সমাচ্ছন্ন হইয়া কুসুমিত অশোক, পলাশ ও শাল্মলি বৃক্ষ এবং চন্দনকাননে সমাকীর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় ও পাদপপংক্তিপূর্ণ, বিকসিত কর্ণিকার পরিশোভিত হিমাচলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

হে রাজন্! অনন্তর মহাবীর সূতনন্দন ধনঞ্জয়কে লক্ষ্য করিয়া অস্তাচলগামী দিবাকরের করজাল সদৃশ অসংখ্য শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ধনঞ্জয়ও শাণিতাগ্র শরসমূহে সেই সর্পের ন্যায় দেদীপ্যমান কর্ণপরিত্যক্ত শরনিকর ছেদন করিলেন। সেই সময় সূতনন্দন কর্ণ ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক দশ শরে ধনঞ্জয়কে ও ছয়শরে কেশবকে বিদ্ধ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা অর্জ্জুন সেই ভীষণ সংগ্রামে সূতপুত্রের প্রতি ভুজঙ্গবিষ ও পাবকের ন্যায় অতি ভীষণ উগ্রনিস্বন রৌদ্র শর পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিলেন। হে রাজন্! ঐ সময় সূতপুত্রের নিধনকাল উপস্থিত হওয়াতে কাল অদৃশ্য ভাবে তাঁহাকে ব্রাহ্মণের শাপ-বৃত্তান্ত জ্ঞাপিত করিয়া কহিলেন, হে সূতনন্দন! বসুন্ধরা তোমার রথ-চক্র গ্রাস করিতেছেন। কাল এই কথা কহিবামাত্র সূতপুত্র পরশুরাম-দত্ত অস্ত্র বিস্মৃত হইলেন এবং বসুন্ধরা তাঁহার রথের বাম চক্র গ্রাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ব্রাহ্মণকুমারের শাপে কর্ণের রথ বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। রথচক্রও বেদিবন্ধবিশিষ্ট পুষ্পোপশোভিত চৈত্য বৃক্ষের ন্যায় ধরণীতলে নিমগ্ন হইয়া পড়িল।

হে রাজন্! এইরূপে কর্ণের ভুজঙ্গাস্য শর বিনষ্ট, রথ বিঘূর্ণিত ও পরশুরামপ্রদত্ত অস্ত্র স্মৃতিপথ হইতে তিরোহিত হওয়াতে তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ ও কাতর হইতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি সেই সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া হস্ত বিকম্পিত করত আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই কহিয়া থাকেন যে, ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে নিয়ত রক্ষা করেন। আমরা শাস্ত্র ও সাধ্যানুসারে ধর্ম্মরক্ষার্থ যত্ন ও ধর্ম্মে দৃঢ় ভক্তি করিয়া থাকি। তথাপি ধর্ম্ম আমাদিগকে সংহার করিতেছেন। অতএব বোধ হয়, ধর্ম্ম আর ধার্ম্মিকদিগকে নিয়ত রক্ষা করেন না। হে রাজন্! মহাবীর কর্ণ এই রূপ কহিতে কহিতে পার্থশরে বিচলিত হইতে লাগিলেন। উঁহার অশ্ব ও সারথি স্খলিত হইল। তিনিও স্বীয় কার্য্যে শিথিলপ্রযত্ন হইয়া বারম্বার ধর্ম্মকে নিন্দা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি ভয়ঙ্কর তিন শরে কেশবের হস্ত ও সাত শরে ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। ধনঞ্জয়ও তাঁহার প্রতি ইন্দ্রের অশনি সদৃশ অনলোপম ভীমবেগ সপ্তদশ শর পরিত্যাগ করিলেন। পার্থনিক্ষিপ্ত শরনিকর মহাবেগে গমন পূর্ব্বক কর্ণের কলেবর বিদীর্ণ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তখন সূতপুত্র কম্পিতাত্মা হইয়া পরাক্রম প্রদর্শন করত বল পূর্ব্বক ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে অরাতিনিপাতন ধনঞ্জয়ও ঐন্দ্র অস্ত্র মন্ত্রপূত করিলেন এবং গাণ্ডীবজ্যা ও অন্যান্য শরসমূহ মন্ত্রপূত করিয়া জলধারাবর্ষী দেবরাজের ন্যায় শর-

বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয়রথবিনির্গত তেজোময় শর-সমূহ কর্ণের রথ সমীপে প্রাদুর্ভূত হইল। মহারথ সূতনন্দনও তৎক্ষণাৎ সেই সমীপাগত শরনিকর ব্যর্থ করিলেন। পার্থের শরজাল বিনষ্ট হইলে, মহাত্মা হৃষীকেশ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! সূতপুত্র তোমার শরনিকর বিনষ্ট করিতেছে; অতএব তুমি উৎকৃষ্ট অস্ত্র নিক্ষেপ কর। ঐ সময় মহাবীর অর্জ্জুন অতি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্র মন্ত্রপূত ও শরাসনে সংযোজিত করিয়া শরনিকরে সূতপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করত বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবীর কর্ণ সুশাণিত শরজালে ক্রমে ক্রমে একাদশ বার ধনঞ্জয়ের মৌর্ব্বী ছেদন করিলেন, কিন্তু ধনঞ্জয়ের যে একশত মৌর্ব্বী আছে, তাহা কর্ণ পরিজ্ঞাত ছিলেন না। তখন ধনঞ্জয় গাণ্ডীবে জ্যা আরোপিত ও মন্ত্রপূত করিয়া ভুজঙ্গের ন্যায় দেদীপ্যমান শর সমূহ দ্বারা সূতপুত্রকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে মহাবীর ধনঞ্জয় জ্যা ছিন্ন হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ অন্য জ্যা আরোপণ করিলে, মহাবীর সূতপুত্র তাঁহার জ্যা সংযোজন বৃত্তান্ত অবগত হইতে না পারিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তৎপরে মহাবীর কর্ণ অস্ত্রজালে অর্জ্জুনের অস্ত্র ছেদন পূর্ব্বক অসামান্য পরাক্রম প্রদর্শন করত তাঁহা অপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিলেন। ঐ সময় কেশব সব্যসাচীকে সূতপুত্রের অস্ত্রে নিপীড়িত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণ করিয়া কর্ণসন্নিধানে উপস্থিত হও। অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন বাসুদেবের বাক্যানুসারে সর্পবিষ ও হুতাশনের ন্যায় ভীষণ দিব্য রৌদ্রাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হইলেন। সেই সময় বসুন্ধরা কর্ণের রথচক্র দৃঢ়রূপে গ্রাস করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর কর্ণ শীঘ্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাহুযুগল দ্বারা চক্রকে উদ্ধার করিবার বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন পর্ব্বতারণ্যসম্বলিতা সপ্তদ্বীপা পৃথিবী সূতপুত্রের ভুজবলে আকৃষ্ট হইয়া চারি অঙ্গুলি পর্য্যন্ত উৎক্ষিপ্ত হইলেন। কিন্তু কর্ণের রথচক্র কোনক্রমেই উদ্ধৃত হইল না। তখন তিনি ক্রোধে অশ্রুবিসর্জ্জন পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি ক্ষণকাল সমরে ক্ষান্ত হও, আমি ধরাতল হইতে রথচক্র উদ্ধার করিতেছি। দৈববশতঃ আমার দক্ষিণ চক্র মেদিনীতে বিপোথিত হইয়াছে। এ সময় তুমি কাপুরুষোচিত দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ কর। তুমি সমরবিশারদ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ; এক্ষণে অভদ্রের ন্যায় কার্য্য করা তোমার বিধেয় নহে। হে পার্থ! সদ্ব্রতাবলম্বী বীরগণ মুক্তকেশ,

বিমুখ, বদ্ধাঞ্জলি, শরণাগত, যাচমান, ন্যস্তশস্ত্র, যানবিহীন, কবচহীন ও ভগ্নায়ুধ ব্যক্তির এবং ব্রাহ্মণের প্রতি শর নিক্ষেপ করেন না। ইহলোকে তুমিই প্রধান ধার্ম্মিক, সংগ্রাম ধর্ম্মাভিজ্ঞ, দিব্যাস্ত্রবেত্তা, মহাত্মা, বেদ-পারগ ও কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় পরাক্রান্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ; বিশেষতঃ এক্ষণে আমি ধরাতলগত ও বিকলাঙ্গ হইয়াছি; তুমি রথোপরি অবস্থিতি করিতেছ। অতএব যাবৎ আমি রথচক্র উদ্ধার করিতে না পারি, তাবৎ আমাকে সংহার করা তোমার বিধেয় নহে। আমি কৃষ্ণ কিম্বা তোমা হইতে অণুমাত্র ভীত হই নাই। তুমি ক্ষত্রিয়দিগের মহাকুলসমুদ্ভূত হইয়াছ বলিয়াই তোমাকে কহিতেছি যে, তুমি ক্ষণকাল আমাকে ক্ষমা কর।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়। ৯২।

হে নরাধিপ! মহাত্মা হৃষীকেশ সূতপুত্রের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে রাধেয়! তুমি ভাগ্যবশতঃ এইক্ষণে ধর্ম্ম স্মরণ করিতেছ; নীচাশয়গণ বিপদে নিমগ্ন হইয়া প্রায়ই দৈবকে নিন্দা করিয়া থাকে। আপনাদিগের দুষ্কর্ম্মের প্রতি কিছুতেই দৃষ্টিপাত করে না। দেখ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতাবলম্বী হইয়া একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে যে, সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন দুর্ম্মতি শকুনি দুরভিসন্ধিপরবশ হইয়া তোমার মতানুসারে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে যে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন রাজা দুর্য্যোধন তোমার মতাবলম্বী হইয়া বৃকোদরকে যে বিষান্ন ভোজন করাইয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি বারণাবত নগরে জতুগৃহমধ্যে প্রসুপ্ত পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করিবার মানসে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন সভামধ্যে তুমি দুঃশাসনের বশীভূতা রজস্বলা দ্রৌপদীকে, হে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ নিহত হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পতিকে বরণ কর, এই বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্য্য ব্যক্তিগণ তাঁহাকে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে, উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি রাজ্যলোভে শকুনিকে আশ্রয় করিয়া পাণ্ডবদিগকে দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলে,

তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তুমি মহারথগণের সহিত মিলিত হইয়া বালক অভিমন্যুকে পরিবেষ্টন করত সংহার করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম্ম কোথায় ছিল? হে সূতনন্দন! তুমি যখন তৎকালে অধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করিয়াছ, তখন আর এ সময় ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া তালুদেশ শুষ্ক করিলে কি হইবে? তুমি যে এক্ষণে ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও জীবনসত্ত্বে মুক্তি লাভ করিবে, ইহা কখনই মনে করিও না। পূর্ব্বে নিষধদেশাধিপতি নল যেরূপ পুষ্কর দ্বারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণও বাহুবলে সোমকদিগের সহিত অরাতিগণকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার রাজ্য লাভ করিবেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ ধর্ম্মসংরক্ষিত পাণ্ডবগণের হস্তে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।

হে মহীপাল! মহাবীর কর্ণ কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। অনন্তর তিনি রোষে প্রস্ফুরিতাধর হইয়া শরাসন সমুদ্যত করত ধনঞ্জয়ের সহিত অতি ভীষণ সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে হৃষীকেশ ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া কর্ণকে সংহার কর। মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কর্ণের দুর্ম্মন্ত্রণাজনিত ক্লেশপরম্পরা স্মরণ করিয়া ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহার লোমকূপ হইতে তেজোরাশি নিঃসৃত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন মহাবীর কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া পার্থের প্রতি অসংখ্য শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার রথ নিমগ্ন করিতে যত্নবান্ হইলেন। মহারথ অর্জ্জুনও ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে কর্ণের প্রতি শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি কর্ণকে লক্ষ্য করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, উহা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর সূতনন্দন বারুণাস্ত্র প্রাদুর্ভূত করিয়া ঐ প্রজ্বলিত অনল নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিলেন। তৎকালে কর্ণের শরপ্রভাবে জলদজালে দিঙ্মণ্ডল সমাকীর্ণ ও গাঢ়তর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে মহাবীর ধনঞ্জয় অসংভ্রান্ত চিত্তে বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া কর্ণের সমক্ষেই ঐ অস্ত্রজাল অপসারিত করিলেন।

অনন্তর কর্ণ পার্থের সংহারার্থে এক প্রজ্বলিত হুতাশন সদৃশ ভীষণ

শর গ্রহণ পূর্ব্বক শরাসনে সংযোজন করিলেন। সেই শর সংযোজিত হইবামাত্র শৈলকাননসমবেতা মেদিনী বিচলিত হইল। সমীরণ কর্কররাশি প্রবাহিত করিতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ধূলিজালে সমাবৃত হইল। দেবগণ দেবলোকে হাহাকার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পাণ্ডবগণ বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন সেই সূতপুত্রনিক্ষিপ্ত বজ্রসদৃশ শিতধার শর ভুজঙ্গাধিপতি যেরূপ বল্মীকমধ্যে প্রবৃষ্ট হয়, সেইরূপ ধনঞ্জয়ের বক্ষস্থলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মহানুভব ধনঞ্জয় কর্ণের শরে সাতিশয় বিদ্ধ হওয়াতে তাঁহার হস্তস্থিত গাণ্ডীব শরাসন শিথিল হইয়া পড়িল এবং তিনি ভূমিকম্পকালীন পর্ব্বতের ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর সূতপুত্র ভূতলগত স্বীয় রথচক্র উদ্ধারার্থে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া ভুজযুগল দ্বারা রথচক্র গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দৈববশতঃ কৃতকার্য্য হইতে অসমর্থ হইলেন। কিয়ৎক্ষণপরে মহাবীর ধনঞ্জয় সজ্ঞালাভ করিয়া অঞ্জলিক নামে এক কালদণ্ড সদৃশ শর গ্রহণ করিলেন। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ পার্থকে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! সূতপুত্র রথে আরোহণ না করিতে করিতেই উহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেল। মহাবীর ধনঞ্জয় কেশবের আদেশানুসারে প্রজ্বলিত ক্ষুরপ্রাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কর্ণের রথধ্বজস্থিত বিমলার্কসদৃশ হস্তিকক্ষা ছেদন করিলেন। মহাবীর সূতনন্দনের সেই স্বর্ণ, হীরক ও মণি মুক্তাদি খচিত হস্তিকক্ষা কেতু বহুতর জ্ঞানবৃদ্ধ শিল্পিগণের যত্ন সহকারে উত্তমরূপে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই কক্ষা নিরীক্ষণ করিয়া কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণের মনে বিজয় বাসনা এবং শত্রুগণের মনে ভয় সঞ্চার হইত। উহার কান্তি চন্দ্র, সূর্য্য ও পাবকের ন্যায় দেদীপ্যমান ছিল। অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় অনল সদৃশ হেমপুঙ্খ ক্ষুরপ্রাস্ত্রে কর্ণের ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবগণের গর্ব্ব, যশ, প্রিয়কার্য্য ও মনোরথ সকল ভগ্ন এবং হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। কর্ণের বিজয়াশা তাহাদিগের মনোমন্দির হইতে এককালে তিরোহিত হইল।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় সূতপুত্রের সংহারার্থে তূণীর হইতে পুরন্দরের অশনি, পাবকের দণ্ড ও মার্ত্তণ্ডের তীক্ষ্ণ রশ্মি সদৃশ অঞ্জলিক নামে এক সায়ক গ্রহণ করিলেন। সেই মর্ম্মভেদী সায়ক মাংস ও রুধিরাক্ত এবং হস্তী, অশ্ব ও মানবগণের জীবননাশক; উহার পরিমাণ তিন রত্নি ও ছয় পাদ। উহা বিবৃতাস্য কৃতান্তের ন্যায়, রুদ্রদেবের পিনাকের ন্যায় ও

বিষ্ণুর সুদর্শনের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর এবং সুর ও অসুরগণের বিজয়ে সমর্থ। মহামতি ধনঞ্জয় সতত উহার পূজা করিতেন। হে নরনাথ! মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন হৃষ্টচিত্তে সেই অস্ত্রগ্রহণ করিলে চরাচর বিশ্ব বিচলিত হইতে লাগিল। মহর্ষিগণ তদ্দর্শনে জগতের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় ঐ নিরুপম মহাস্ত্র শরাসনে সংযোজন পূর্ব্বক গাণ্ডীব আকর্ষণ করিয়া হৃষ্টমনে কহিতে লাগি-লেন যে, আমি যদি তপোনুষ্ঠান, গুরুগণের সন্তোষসম্পাদন ও সুহৃদ্গণের হিত বাক্য শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই শত্রুনিপাতন মহাস্ত্র সত্বরে প্রবল শত্রু কর্ণের জীবন সংহার পূর্ব্বক আমাকে জয়শ্রী প্রদান করুক। মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া সেই কৃতান্তেরও অনতিক্রমণীয়, সাক্ষাৎ আথর্ব্বণ ও আঙ্গিরস কার্য্যের ন্যায় অতি ভয়ানক, চন্দ্রার্কের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন অঞ্জলিক শর কর্ণের প্রতি প্ররিত্যাগ করিলেন। পার্থ বিনির্ম্মুক্ত মন্ত্রপূত সায়ক সেই অপরাহ্ণ সময়ে দিঙ্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া দেবরাজবিনির্ম্মুক্ত বজ্রাস্ত্র যেরূপ বৃত্রাসুরের মস্তক ছেদন করিয়াছিল, সেইরূপ কর্ণের শিরশ্ছেদন করিল। সূতপুত্রের ছিন্ন মস্তক গৃহস্থ যেরূপ অতিকষ্টে ধনরত্নপরিপূরিত গৃহ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তাঁহার নিতান্ত স্বরূপ নিয়ত সুখভোগপরিবর্দ্ধিত কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরৎকালীন গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত দিনকরের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। অনন্তর কর্ণের অর্জ্জুনশরনির্ভিন্ন উন্নত কলেবরও বজ্রবিদলিত গৈরিকধারা-স্রাবী শৈলশিখরের ন্যায় ধরাতলশায়ী হইল।

হে রাজন্! মহাবীর কর্ণ সংগ্রামে এইরূপে নিপতিত হইলে, তাঁহার কলেবর হইতে একটি তেজ বিনিঃসৃত হইয়া গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করত আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে বীরগণ নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইল। ঐ সময় কেশবসমবেত ধনঞ্জয় ও অন্যান্য পাণ্ডবগণ কর্ণের নিধনে সাতিশয় আনন্দিত হইয়া অতি গম্ভীর স্বরে শঙ্খনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সোমকগণ সৈন্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া সিংহ-নাদ, তূর্য্যধ্বনি এবং অস্ত্র ও হস্ত বিধূনন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অন্যান্য যোধগণ আহ্লাদিত চিত্তে ধনঞ্জয় সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিলেন। কতকগুলি বীর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সিংহ-নাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, নৃত্য করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, আজি ভাগ্যক্রমে পার্থশরনিকরে কর্ণ নিহত হইয়া ধরাতলশায়ী হইয়াছে।

হে নরাধিপ! কর্ণ এইরূপে পাণ্ডবসৈন্যদিগকে শরনিকরে সন্তপ্ত

করিয়া অপরাহ্নকালে পার্থের বাহুবীর্য্যপ্রভাবে নিহত হইলেন। রণস্থলে নিপতিত তাঁহার ছিন্ন মস্তক যজ্ঞাবসানে প্রশান্ত পাবকের ন্যায়, অস্তগামী দিবাকরকিরণের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। তাঁহার শরনিকরসমাচিত রুধিরাক্ত কলেবর কিরণজালপরিব্যাপ্ত আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অস্তগমনকালীন দিবাকর যেরূপ স্বীয় কিরণ জাল লইয়া গমন করে, সেইরূপ পার্থবিনির্ম্মুক্ত সায়ক সূতপুত্রের জীবন লইয়া গমন করিল। কৌরবগণও বিপক্ষশরে অতিমাত্র বিদ্ধ ও শঙ্কাকুলিত হইয়া ধনঞ্জয়ের প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত বানরধ্বজ বারম্বার নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে দশদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়। ৯৩।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় এইরূপে কর্ণকে নিহত করিলে, মহাবীর শল্য সৈন্যদিগকে সাতিশয় নিপীড়িত অবলোকন করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে সেই ছিন্নধ্বজ ছিন্নপরিচ্ছদ রথ লইয়া মহাবেগে ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন কর্ণকে অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথের সহিত নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে দীনভাবে বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অন্যান্য যোধগণ শরসমাচিত ও রুধিরাক্ত কলেবরে সহসা অধঃস্খলিত দিনকর সদৃশ কর্ণকে নিরীক্ষণ করিবার বাসনায় তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। সেই সময় স্বপক্ষীয় ও পরপক্ষীয় বীরগণ স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ আনন্দিত, কেহ ভীত, কেহ শোকার্ত্ত ও কেহ কেহ বিস্ময়াপন্ন হইতে লাগিল। মহাবলশালী ধনঞ্জয় বর্ম্ম, আভরণ, অম্বর ও আয়ুধ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কর্ণকে নিহত করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া কৌরবগণ নির্জ্জন কাননে গোযূথ যেরূপ বৃষভ নিহত হইলে, পলায়ন করে, সেইরূপ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন ভীষণ সিংহনাদ ও বাহ্বাস্ফোটন শব্দে রোদসী পরিপূর্ণ করত আপনার পুত্রগণকে বিত্রাসিত করিয়া নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সোমক ও সৃঞ্জয় প্রভৃতি বীরগণ হৃষ্টচিত্তে শঙ্খনাদ ও পরস্পর আলিঙ্গন করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! এইরূপে মহাবলী ধনঞ্জয় সিংহ যেরূপ মাতঙ্গকে সংহার করে, সেইরূপ সূতপুত্রকে বিনষ্ট করিয়া শত্রুভাব ও প্রতিজ্ঞা হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছেন।

অনন্তর মদ্রাধিপতি শল্য নিতান্ত বিমোহিত হইয়া সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দুর্য্যোধনসমীপে গমন পূর্ব্বক বাষ্পগদ্‌গদ বচনে কহিতে লাগিলেন। হে কুরুরাজ! তোমার শৈলশিখর সদৃশ গজ, অশ্ব ও মানবগণ শত্রুগণ কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে। কর্ণার্জ্জুন সমরসদৃশ ভীষণ যুদ্ধ আর কোন কালেই উপস্থিত হয় নাই। মহাবীর সূতপুত্র প্রথম বাসুদেব ও ধনঞ্জয় প্রভৃতি আপনার অরাতিগণকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈব পাণ্ডবদিগের পক্ষে নিতান্ত অনুকূল আছেন। তন্নিবন্ধন তাহারা জীবিত রহিয়াছে এবং আমরা নিহত হইতেছি। হে রাজন্! কুবের, যম ও পুরন্দরের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন বীর্য্যশালী নানা গুণবিভূষিত অবধ্য মহীপালগণ তোমার হিতকার্য্য সম্পাদনার্থ সমুদ্যত হইয়া পাণ্ডবগণের বহুবীর্য্যে বিনষ্ট হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে তুমি আর শোক করিও না। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহা অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ হয় না। আশ্বাসযুক্ত হও। সকল সময়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। হে নরাধিপ! মহারাজ দুর্য্যোধন শল্য কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া স্বীয় দুর্নীতি পর্য্যালোচনা করত বিমোহিতপ্রায় হইলেন এবং দীনভাবে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

চতুর্নবতিতম অধ্যায়। ৯৪।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! কর্ণ ও ধনঞ্জয়ের সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামদিবসে কৌরব ও সৃঞ্জয়দিগের শরবিক্ষত সৈন্যগণ কিরূপে পলায়ন করিয়াছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! ঐ দিবসে যেরূপ জনক্ষয় হইয়াছিল, অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। মহাবীর সূতপুত্র বিনষ্ট ও মহাবল অর্জ্জুন সিংহনাদে প্রবৃত্ত হইলে, আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল। তখন কৌরবপক্ষীয় কোন বীরই সৈন্যসংস্থাপন ও পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। শঙ্কাকুলিত, অস্ত্রবিক্ষত ও নাথবিহীন কৌরবসৈন্যগণ সাগরনিমগ্ন প্লবহীন বণিক্‌গণের ন্যায় কি প্রকারে রণসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইবে, তাহাই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল। পরিশেষে তাহারা শরনিকরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া কেশরীবিমর্দ্দিত মৃগকদম্বের ন্যায়, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভগণের ন্যায় ও ভগ্নদন্ত ভুজঙ্গগণের

ন্যায় পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় আপনার পুত্রগণ যন্ত্র কবচবিহীন, ভয়ার্দ্দিত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া পরস্পরকে বিমর্দ্দিত করত পলায়ন পূর্ব্বক ধনঞ্জয় ও ভীমসেন আমারই অভিমুখে আগমন করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া নিপতিত ও ম্লান হইতে লাগিলেন। অন্যান্য মহাবীরগণ কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ বা রথে আরোহণ পূর্ব্বক পদাতিগণকে পরিত্যাগ করত দশ দিকে দ্রুতবেগে ধাবমান হইলেন। সেই সময় পলায়মান মাতঙ্গগণ দ্বারা রথ সকল, রথ সমূহ দ্বারা অশ্বারোহিগণ ও অশ্ব সমুদায় দ্বারা পদাতিগণ বিনষ্ট হইতে লাগিল। ব্যালতস্কর সমাকীর্ণ মহারণ্যে সহায়বিহীন ব্যক্তিগণের যেরূপ অবস্থা উপস্থিত হয়, সেই সমরাঙ্গনে কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সেইরূপ দুরবস্থা হইতে লাগিল। তাঁহারা কর্ণবিনাশে আরোহীবিহীন হস্তিসমূহের ন্যায়, ছিন্নবাহু মানবগণের ন্যায় নিতান্ত বিপদাপন্ন হইল এবং সমস্ত জগৎ পাণ্ডবময় নিরীক্ষণ করিয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

হে রাজন্! তখন রাজা দুর্য্যোধন সৈন্যদিগকে ভীমভয়ে নিতান্ত অভিভূত নিরীক্ষণ করিয়া সারথিকে কহিতে লাগিলেন, হে সারথি! তুমি ক্রমে ক্রমে সৈন্যগণমধ্যে অশ্বসঞ্চালন কর। অদ্য আমি একাকীই সংগ্রামে ধনঞ্জয়কে বিনাশ করিব, সন্দেহ নাই। মহাসাগর যেরূপ বেলাভূমি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অর্জ্জুনও আমাকে অতিক্রম করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইবে না। অদ্য আমি ধনঞ্জয়, বাসুদেব, মহাভিমানী ভীমসেন ও অন্যান্য অরাতিদিগকে বিনষ্ট করিয়া সূতপুত্রের ঋণ পরিশোধ করিব। হে নরনাথ! ঐ সময় দুর্য্যোধনের সারথি তাঁহার শূর ও আর্য্যজনোচিত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মৃদুভাবে তাঁহার সুবর্ণালঙ্কৃত অশ্বগণকে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় কৌরবপক্ষীয় গজাশ্বরথবিহীন পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত হইল। তদ্দর্শনে ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন রোষভরে চতুরঙ্গিণীসেনা সমভিব্যাহারে তাহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া শরসমূহে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারাও তাঁহাদের উভয়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল। এবং কেহ কেহ ভীম ও কেহ কেহ ধৃষ্টদ্যুম্নের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় মহাবীর ভীমসেন সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া সেই ধরাতলস্থিত বীরগণের সহিত ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিবার বাসনায় গদাহস্তে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় রথ হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া

তাহাদিগকে তাড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পদাতিগণ জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া অনলে পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় বৃকোদরের প্রতি দ্রুতবেগে আগমন করিতে লাগিল। মহাবীর বৃকোদরও রণস্থলে শ্যেন-পক্ষীর ন্যায় বিচরণ পূর্ব্বক প্রাণান্তক কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে মহারথ পাণ্ডুতনয় কৌরব-পক্ষীয় পঞ্চবিংশতি সহস্র বীরপুরুষকে সংহার পূর্ব্বক দ্রুপদনন্দনকে অগ্রসর করিয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন মহাবলশালী অর্জ্জুন আপনার পক্ষীয় বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহাবীর সাত্যকি অতি হৃষ্টচিত্তে দুর্য্যোধনের সৈন্যদিগকে নিপীড়িত করিয়া শকুনির প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার অশ্বারোহিগণকে নিপাতিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুনও রথিগণের অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক ত্রিভুবন-বিশ্রুত গাণ্ডীব শরাসন বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ মহাবাহু ধনঞ্জয়কে শ্বেতাশ্বসংযোজিত কৃষ্ণসঞ্চালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কাকুলিত চিত্তে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। এ দিকে পুরুষাগ্রগণ্য মহাবীর দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন বৃকোদরকে অগ্রসর করিয়া আপনাব পক্ষীয় পঞ্চবিংশতিসহস্র পদাতিকে সংহার করত সত্বরে অন্যান্য বীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ সমরে কোবিদারবিনির্ম্মিত ধ্বজ সংযোজিত রথে সমারূঢ় দ্রুপদনন্দনকে অবলোকন করিয়া ভীতচিত্তে দশদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সাত্যকি এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব লঘুহস্ত গান্ধাররাজের অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার অশ্বগণকে সংহার করিয়া অন্যান্য সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। মহাবীর চেকিতান, শিখণ্ডী এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ গান্ধারাধিপতির অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট করিয়া শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই বীরগণ বৃষভগণ যেরূপ বৃষভদিগকে পরাজয় ও পরাঙ্মুখ করিয়া তাহাদের প্রতি মহাবেগে গমন করে, সেইরূপ কৌরবসৈন্যদিগকে পরাজয় ও সমরপরাঙ্মুখ করিয়া তাহাদিগের প্রতি মহাবেগে আগমন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় হতাবশিষ্ট কৌরবসৈন্যদিগকে সমরাঙ্গনে অবস্থান কবিতে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে বীরগণের অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক ত্রিলোকবিশ্রুত গাণ্ডীব বিস্ফারণ করত তাহাদিগকে

শরসমূহে সমাচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সমস্ত রণস্থল ধূলি-পটল সমাবৃত অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। ঐ সময় আপনার পক্ষীয় বীরগণও শঙ্কিত চিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল।

হে নরনাথ! এইরূপে সৈন্যগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সমাগত অরাতিগণের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং পূর্ব্বকালে দানবাধিপতি বলি যেরূপ সংগ্রামার্থ দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবগণও একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক বারংবার মহারাজ দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা করত তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন নির্ভয়চিত্তে অরাতিগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! সেই সময় আপনার পুত্রের অদ্ভুত পৌরুষ দৃষ্টি-গোচর হইতে লাগিল। তিনি একাকী একত্র মিলিত অসংখ্য শত্রু-দিগের সহিত অবলীলাক্রমে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় সৈন্যগণকে নিতান্ত দুঃখিত অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে আনন্দিত ও সন্নিবেশিত করিবার বাসনায় কহিতে লাগিলেন; হে যোধগণ! এক্ষণে এরূপ স্থান কোথাও নাই, যেখানে তোমরা শঙ্কিত চিত্তে পলায়ন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবে। অত-এব তোমাদিগের পলায়ন করা নিতান্ত নিষ্ফল। আর দেখ, পাণ্ডব-গণের সৈন্য অতি অল্প এবং বাসুদেব ও ধনঞ্জয় নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত হই-য়াছে; অতএব আমি নিশ্চয়ই উহাদিগকে সমরে নিপাতিত করিয়া বিজয় লাভ করিব। হে বীরগণ! এক্ষণে তোমরা যদি সংগ্রাম পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন কর, তাহা হইলে পাণ্ডবগণ তোমাদিগের অনুগামী হইয়া তোমাদিগকে নিপাতিত করিবে। অতএব তাহা না করিয়া সংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ করাই তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্ষত্র-ধর্ম্মপরায়ণ বীরগণের সমরে মৃত্যুই সুখজনক; সংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ করিলে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভূত হয় না এবং পরলোকে অনন্ত সুখ ভোগ হয়। হে সমাগত বীরগণ! যখন কালান্তক কৃতান্তের সন্নিধানে কি বীর কি ভীরু পুরুষ কাহারও নিস্তার নাই, তখন মাদৃশ ক্ষত্রিয়ব্রতাবলম্বী কোন্ ব্যক্তি বিমূঢ় হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইবে? তোমরা কি সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া ভীমসেনের বশীভূত হইতে সমুদ্যত হইয়াছ? পিতৃপিতামহা-

চরিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কোনক্রমেই তোমাদিগের বিধেয় নহে। ক্ষত্রিয়গণের সংগ্রামে পলায়ন করা অপেক্ষা অধর্ম্ম আর কিছুই নাই। হে কৌরবগণ! যুদ্ধধর্ম্ম ভিন্ন স্বর্গগমনের উত্তম মার্গ আর নাই। তোমরা সংগ্রামে সত্বরে বিনষ্ট হইয়া স্বর্গ লাভ কর। হে রাজন্! এইরূপে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সৈনিকদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা শত্রুশরে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে তাঁহার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক মহাবেগে নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

—•••—

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়। ৯৫।

হে নরনাথ! ঐ সময় মদ্ররাজ শল্য কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে সৈন্যগণের বিনিবর্ত্তনে সমুদ্যত অবলোকন করিয়া ভীত ও বিমোহিত চিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! ঐ দেখ, নিহত মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও মানবগণে রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়াছে। কোন স্থলে কুঞ্জরগণ একবারে শরভিন্নদেহ, বিহ্বল ও গতাসু হইয়া বিদীর্ণ পাষাণ, বনস্পতি ও ওষধি সম্পন্ন, বজ্রবিদলিত পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছে এবং উহাদিগের বর্ম্ম, চর্ম্ম, ঘণ্টা, অঙ্কুশ, তোমর ও ধ্বজ সমুদয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। কোন স্থলে কনকজালজড়িত রুধিরাক্ত অশ্বগণ শরভিন্ন কলেবর, অতিশয় নিপীড়িত ও নিপতিত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরন্তর শোণিত বমন করিতেছে। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি বীর আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতেছে, কতকগুলি নেত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া রহিয়াছে এবং কতকগুলি ভূতল দংশন করিতেছে। সমরভূমি বিশীর্ণদন্ত হস্তী, অশ্ব, ও মনুষ্যগণে পরিপূর্ণ হইয়া বৈতরণী নদীর ন্যায় এবং সুবর্ণজালজড়িত যোধবিহীন অসংখ্য রথে সমাবৃত হইয়া জলদজালপরিবৃত শরৎকালীন গগনমণ্ডলের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। ঐ সমুদায় রথের তূণীর, পতাকা, কেতু, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, যোক্ত্র, চক্র, অক্ষ, ইষু ও যুগ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। উহাদের নীড় সকল ভগ্ন ও বন্ধন সমুদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে মহাবেগগামী অশ্বগণ ঐ সমুদয় রথ বহন করিত। কোন স্থানে স্খলিতবর্ম্ম, স্খলিতাভরণ, বসনহীন, আয়ুধবিহীন উভয়পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা মহাবলশালী কর্ণ ও ধনঞ্জয়ের শরনিকরে ছিন্নদেহ ও বিচেতন হইয়া রহিয়াছে। বীরগণ যামিনীযোগে নির্ম্মল প্রভাসম্পন্ন গগনমণ্ডল পরিচ্যুত

প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইয়া বারংবার উচ্ছাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রশান্ত অনলের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছেন। ঐ দেখ, সূতনন্দন ও পার্থের ভুজনির্ম্মুক্ত শরনিকর মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও মানবগণের কলেবর বিদীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে সংহার করত ভুজঙ্গগণ যেরূপ আবাসবিবরমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ অবনতমুখে মেদিনীগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে কর্ণ ও পার্থের শরনিকর এবং নিহত শরসমাচিত অশ্ব, গজ ও মানবগণ দ্বারা সমরাঙ্গন নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, স্বর্ণপট্টপরিমণ্ডিত পরিঘ, পরশু, শাণিত শূল, মুষল ও মুদ্গর সমুদায় চতুরঙ্গিণী সেনার গমনাগমনে চূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। নির্ম্মল কোষনিষ্কাসিত অসি, স্বর্ণপট্টমণ্ডিত গদা, হেমপুঙ্খ শর, সুবর্ণালঙ্কৃত শরাসন, সুশাণিত ঋষ্টি, হেমদণ্ডবিভূষিত বিকোষ প্রাস, ছত্র, চামর, ছিন্ন পুঙ্খ, বিচিত্র মাল্য, চিত্রকম্বল, পতাকা, বসন, ভূষণ, কিরীট, মুকুট, প্রবাল মুক্তা সমলঙ্কৃত হার, পীতবর্ণ কেয়ূর, স্বর্ণসূত্র সমবেত নিষ্ক, বহুবিধ রত্ন এবং ভূপালদিগের সুখোপভোগপরিবর্দ্ধিত কলেবর ও ইন্দ্রপ্রতিম মস্তক সমুদায় নিপতিত রহিয়াছে। রাজগণ নানাবিধ ভোগ, মনোজ্ঞ সুখ ও পরিচ্ছদ সকল পরিত্যাগ করিয়া লোকমধ্যে যশোরাশি বিস্তার পূর্ব্বক ধর্ম্ম লাভ করত লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। অতএব হে কুরুরাজ! এক্ষণে সৈন্যগণ স্বেচ্ছানুসারে গমন করুক। তুমিও সমরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বীয় শিবিরে প্রবেশ কর। ঐ দেখ, ভগবান্ সূর্য্যদেব অস্তাচলশিখরে গমন করিতেছেন।

হে মহারাজ! মদ্ররাজ শল্য শোকাকুলিত চিত্তে দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। ঐ সময় দ্রোণতনয়প্রভৃতি নরপতিগণ কুরুরাজকে দুঃখিত মনে অবিরল অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক হা কর্ণ! হা কর্ণ! বলিয়া পরিতাপ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করত মহাবীর ধনঞ্জয়ের যশঃপ্রভাবে সমুজ্জ্বল অতি প্রকাণ্ড ধ্বজদণ্ড বারংবার নিরীক্ষণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ ভয়ানক সময়ে স্বর্গগমনে কৃতনিশ্চয় কৌরবগণ অশ্ব, গজ ও মানবগণের কলেবর হইতে বিনির্গত শোণিতপ্রবাহে সমাকীর্ণ রণস্থলকে রক্তাম্বরধারিণী বারবিলাসিনীর ন্যায় বিবিধ মাল্যপরিমণ্ডিত, কনকালঙ্কৃত ও সর্ব্বলোকগম্য নিরীক্ষণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে অসমর্থ হইলেন এবং সূতপুত্রের সংহারে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া হা কর্ণ! হা কর্ণ! বলিয়া বারংবার অনুতাপ ও বিলাপ করত দিনকরকে সন্ধ্যারাগলোহিত অবলোকন পূর্ব্বক

অবিলম্বে শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তখন ধনঞ্জয়ের শিলাশিত হেমপুঙ্খপরিশোভিত শর সমূহে সমাচিত মহাবীর কর্ণ মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াও অংশুমান্ অর্ক মণ্ডলের ন্যায় লক্ষিত হইলেন। অনন্তর ভক্তানুকম্পী ভগবান্ ভাস্কর করনিকরে কর্ণের শোণিতাক্ত কলেবর স্পর্শে আরক্তগাত্র হইয়া স্নান করিবার মানসেই যেন অপর সাগরে গমন করিলেন। তখন দেবর্ষিগণও স্ব স্ব গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অভ্যাগত ব্যক্তিগণ মহাবীর কর্ণ ও ধনঞ্জয়ের সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন।

হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর সূতনন্দন শোণিতাক্ত বস্ত্র, নিকৃত্তকবচ ও গতাসু হইয়াও কিছুমাত্র শোভাহীন হন নাই। তাঁহার প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ডসমপ্রভ ও তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ মূর্ত্তি সন্দর্শনে সকলেরই বোধ হইল যেন, তিনি জীবিত আছেন। কেশরী বিনষ্ট হইলেও অন্যান্য মৃগগণ যেরূপ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কিত হয়, সেইরূপ কর্ণ বিনষ্ট হইলেও যোধগণ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় ভীত হইতে লাগিল। তাঁহার মনোরম গ্রীবাসম্পন্ন, সুন্দর মুখমণ্ডল পূর্ণ শশধরের ন্যায় বোধ হইল। ঐ নানাবিধ ভূষণপরিশোভিত কনককেয়ুরধারী সূতপুত্র রণশয্যায় শয়ন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, শাখা প্রশাখা সম্পন্ন বনস্পতি বিপাটিত হইয়াছে। হে নরেন্দ্র! এই রূপে মহাবীর কর্ণ সুযুদ্ধে স্বীয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া ভাস্বর যেরূপ স্বীয় করনিকরে সমুদয় জগৎ সন্তাপিত করেন, সেইরূপ শরসমূহে দশ দিক, সমস্ত পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও তাঁহাদিগের সৈন্যগণকে সন্তাপিত করত প্রজ্বলিত পাবক যেরূপ সলিলস্পর্শে নির্ব্বাপিত হয়, সেইরূপ পুত্র ও বাহনগণের সহিত পার্থশরে নিহত হইলেন। তিনি অর্থিগণের কল্পতরু স্বরূপ ছিলেন। তিনি যাচকগণকে কদাচ প্রত্যাখ্যান করিতেন না। সাধুগণ নিয়ত যাহাকে সৎপুরুষ বলিয়া গণনা করিতেন; যিনি সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণসাৎ করিয়াছিলেন; যিনি ব্রাহ্মণের নিমিত্ত জীবনদানেও পরাঙ্মুখ হইতেন না; যিনি কামিনীগণের নিয়ত প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং আপনার পুত্রগণ যাহাকে অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে কৌরবগণের বর্ম্মস্বরূপ সেই মহারথ সূতনন্দন পার্থের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার তনয়গণের বিজয়াশা ও কল্যাণের সহিত বিনষ্ট ও উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইলেন।

হে রাজন্! এইরূপে মহাবীর সূতপুত্র নিহত হইলে, সমস্ত নদীর বেগ রুদ্ধ হইল; দিনকর অস্তমিত হইলেন; সমস্ত দিগ্বিদিক্ ধূমাকীর্ণ ও প্রজ্বলিত হইতে লাগিল; প্রদীপ্ত মার্ত্তণ্ড সদৃশ বুধগ্রহ তির্য্যগ্ভাবে অভ্যুদিত হইলেন, গগনমণ্ডল যেন ধরাতলে নিপতিত হইল; বসুমতী গম্ভীর ধ্বনি করত বিকম্পিত হইয়া উঠিলেন, বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, মহাসাগর সমুদয় সংক্ষুব্ধ ও শব্দায়মান হইল, পর্ব্বত সমুদয় কাননের সহিত বিকম্পিত হইয়া উঠিল; বৃহস্পতি রোহিণীকে নিপীড়িত করিয়া চন্দ্রার্ক সদৃশ শোভা প্রাপ্ত হইলেন, গগনমণ্ডল অন্ধকারে সমাবৃত হইল; পাবক সদৃশ উল্কা সমুদয় নিপতিত হইতে লাগিল; এবং নিশাচরগণ যার পর নাই আনন্দিত হইয়া উঠিল।

হে রাজন্! যখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় ক্ষুর দ্বারা সূতপুত্রের মস্তক ছেদন করেন, তখন সহসা অন্তরীক্ষে দেবগণ হাহাকার ধ্বনি করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়া যেরূপ প্রভাবশালী হইয়াছিলেন, সেইরূপ এক্ষণে মহামতি ধনঞ্জয়ও মনুষ্য, দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সম্মানিত কর্ণকে বিনাশ করত মহাপ্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর দেবরাজ সদৃশ পরাক্রমশালী অনল ও ভাস্করের ন্যায় তেজস্বী, সুবর্ণ হীরক মণি মুক্তা ও প্রবালে বিভূষিত পুরুষোত্তম বাসুদেব ও ধনঞ্জয় মেঘগম্ভীরনিস্বন, তুষার, শশধর, শঙ্খ ও স্ফটিকের ন্যায় ধবল, ঐরাবত সদৃশ, পতকা পরিশোভিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক বিষ্ণু ও পুরন্দরের ন্যায় নির্ভয়চিত্তে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হতাবশিষ্ট কৌরবগণ মহাবীর অর্জ্জুনের জ্যানির্ঘোষ ও তল শব্দে হতপ্রভ ও শরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা হৃষীকেশ ও ধনঞ্জয় বিপক্ষগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারিত করিয়া মহাহর্ষে কনকজালজড়িত তুষারবর্ণ মহাস্বন শঙ্খ গ্রহণ পূর্ব্বক এককালে প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন। পাঞ্চজন্য ও দেবদত্ত শঙ্খের ভীষণ রবে অবনীমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত এবং নদী, পর্ব্বত ও কানন সকল পরিপূরিত হইল। সেই গভীর নির্ঘোষ শ্রবণে কৌরবসৈন্যগণ বিত্রাসিত এবং যুধিষ্ঠির সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। সেই ভয়ানক শঙ্খধ্বনি শ্রবণে মদ্রাধিপতি শল্যও রাজা দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন প্রাণিগণ মিলিত হইয়া সমরশোভী অর্জ্জুন ও বাসুদেবকে অভিনন্দন করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে ঐ সূতপুত্রশরসমাচিত মহাবীরদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন, চন্দ্র ও সূর্য্য ঘোরতর অন্ধ-

কার বিনষ্ট করিয়া অভ্যুদিত হইয়াছেন। তখন সেই মহাবলশালী বীরদ্বয় বিষ্ণু ও বাসবের ন্যায় সুহৃদ্‌গণে সমাবৃত হইয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দেবতা, মহর্ষি, চারণ ও মহোরগগণ তাঁহাদিগকে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা যথাবিধি পূজিত ও প্রশংসিত হইয়া বলির নিধনানন্তর বিষ্ণু ও বাসব যেরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, সেইরূপ সবান্ধবে সাতিশয় আনন্দিত হইলেন।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়। ৯৬।

হে রাজন্! মহারথ কর্ণ এইরূপে নিহত হইলে, কৌরবগণ অরাতি-গণের শরসমূহে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও নিতান্ত ভীত হইয়া দশদিক্ অবলোকন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৌরবপক্ষীয় যোধগণ দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন চিত্তে অবহার করিতে অভিলাষী হইলেন। রাজা দুর্য্যোধনও তাঁহাদিগের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া মদ্ররাজের আদেশানুসারে সৈন্য-গণের অবহারে অনুমতি করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা কৌরব-পক্ষীয় রথিগণ ও হতাবশিষ্ট নারায়ণীসেনার সহিত, শকুনি অসংখ্য গান্ধারসৈন্যের সহিত, কৃপাচার্য্য মহামেঘসবর্ণ কুঞ্জরসৈন্যের সহিত ও মহাবীর সুশর্ম্মা হতাবশিষ্ট সংশপ্তকগণের সহিত মহাবেগে শিবিরাভি-মুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ডবদিগের বিজয়লাভ দর্শনে বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন হতসর্ব্বস্ব ও হতবান্ধব হইয়া শোকা-কুলিত চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন। রথিশ্রেষ্ঠ মদ্ররাজ শল্য সূত-পুত্রের সেই ছিন্নধ্বজ রথ লইয়া দশ দিক্ অবলোকন করিতে করিতে শিবিরাভিমুখে গমন করিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য মহারথ-গণ কম্পিতকলেবর হইয়া ভীত ও উদ্বিগ্ন চিত্তে নিরন্তর শোণিত ক্ষরণ করত দশ দিকে ধাবমান হইলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বা সূতপুত্রের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! তখন সেই অসংখ্য যোধগণের মধ্যে কাহারও আর সংগ্রামবাসনা রহিল না। সূতপুত্র বিনষ্ট হওয়াতে কৌরবগণ আপনাদের জীবন, রাজ্য, ধন ও কলত্রের আশা এককালে পরিত্যাগ করিলেন।

ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন শোকদুঃখে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া মদ্র-

পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করত শিবিরে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তাঁহারাও দুর্য্যোধনের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া ম্লানবদনে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়। ৯৭।

হে নরনাথ! এ দিকে মহামতি কেশব অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধনঞ্জয়! ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যেরূপ অশনি দ্বারা বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তুমিও সেইরূপ শরসমূহ দ্বারা সূত-পুত্রকে সংহার করিলে। অতঃপর মনুষ্যগণ কর্ণ ও বৃত্রাসুর এই উভয়েরই সংহার-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিবে। এক্ষণে যশস্কর কর্ণসংহারবৃত্তান্ত ধর্ম্মরাজকে নিবেদন করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য। তুমি বহুদিনাবধি কর্ণবিনাশে যত্নবান্ ছিলে। এক্ষণে এই বিষয় ধর্ম্মরাজকে বিজ্ঞাপিত করিয়া তাঁহার ঋণ হইতে মুক্তি লাভ কর। পূর্ব্বে পুরুষাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির তোমাদিগের সংগ্রাম দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন, কিন্তু সাতিশয় শরবিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই রণস্থল হইতে স্ব শিবিরে প্রস্থান করিয়াছেন।

হে রাজন্! মহাবীর ধনঞ্জয় যদুপুঙ্গব হৃষীকেশ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে গমন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন দেবকীনন্দন পার্থের রথ পরিবর্ত্তিত করিয়া সৈন্যগণকে কহিলেন, হে যোধগণ! তোমাদিগের কল্যাণ হউক, তোমরা সজ্জীভূত হইয়া বিপক্ষগণের অভিমুখে অবস্থিতি কর। মহাত্মা হৃষীকেশ যোধগণকে এইরূপ অনুমতি করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, ভীমসেন, সাত্যকি এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, হে বীরগণ! এক্ষণে আমরা যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে পার্থহস্তে সূতপুত্রের নিধনবার্ত্তা প্রদান করিতে গমন করিলাম, যদবধি প্রত্যাগমন না করি, তাবৎকাল তোমরা সকলে সজ্জীভূত হইয়া যত্নসহকারে এই স্থানে অবস্থিতি কর। হে রাজন্! বীরগণ মহাত্মা বাসুদেব কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করত তাঁহাকে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। তখন মহাত্মা কেশব ধনঞ্জয়ের সহিত শিবিরে গমন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে কনকময় উৎকৃষ্ট শয্যায় শয়ান সন্দর্শন করিয়া তাঁহার চরণযুগল ধারণ

করিলেন। শক্রনিপাতন মহাবাহু যুধিষ্ঠির বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের হর্ষচিহ্ন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সূতপুত্রকে নিহত বিবেচনা করত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও কর্ণের নিধনবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সেই সময় বাসুদেব ও ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সন্নিধানে সূতপুত্রের সংহারবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলেন। অনন্তর মহামতি হৃষীকেশ ঈষৎ হাস্য করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আজি সৌভাগ্যক্রমে মহাবীর ধনঞ্জয় ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও আপনি, আপনারা সকলেই এই লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কুশলী হইয়াছেন। অতঃপর সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আজি ভাগ্যবশতঃ মহারথ কর্ণ নিহত হইয়াছে, আপনি বিজয় লাভ করিয়াছেন ও আপনার সৌভাগ্য পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। যে নরাধম দ্রৌপদীকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, আজি বসুমতী সেই সূতপুত্রের শোণিত পান করিতেছেন। আপনার সেই শত্রু শরনিকরে ভিন্নদেহ হইয়া শমরশয্যায় শয়ন করিয়াছে। আপনি রণস্থলে গমন পূর্ব্বক তাহার দুর্দ্দশা নিরীক্ষণ করুন। আপনার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল। আপনি এক্ষণে আমাদিগের সহিত যত্নসহকারে এই শত্রুশূন্য বসুন্ধরা শাসন ও বিপুল সুখ ভোগ করিতে থাকুন!

হে রাজন্! তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পরম আনন্দিত হইয়া কহিলেন, হে হৃষীকেশ! আজি আমার সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই। তুমি ধনঞ্জয়ের সারথি হইয়াছ, তন্নিবন্ধনই পার্থ কর্ণকে সংহার করিয়াছে। তোমার বুদ্ধিপ্রভাবেই কর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব উহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির বাসুদেবকে এই কথা বলিয়া তাঁহার অঙ্গদপরিমণ্ডিত দক্ষিণ বাহু গ্রহণ পূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে ও ধনঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন, হে বীরদ্বয়! আমি দেবর্ষি নারদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি এবং মহর্ষি বেদব্যাসও বারংবার কহিয়াছেন যে, তোমরা পুরাতন ঋষি মহাত্মা নর ও নারায়ণ। হে হৃষীকেশ! কেবল তোমার প্রসাদেই অর্জ্জুন অরাতিগণের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছে; কদাচ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হয় নাই। যখন তুমি পার্থের সারথি হইয়াছ, তখন নিশ্চয়ই আমরা জয় লাভ করিব, কোনক্রমেই পরাজিত হইব না। হে বাসুদেব! তোমার বুদ্ধিপ্রভাবে ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ বিনষ্ট হওয়াতে মহাবীর কৃপ ও কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণও নিহত হইয়াছেন।

হে রাজন্! ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির এই কথা কহিয়া কৃষ্ণপুচ্ছ মনোবেগগামী শ্বেতাশ্বযুক্ত কনকপরিমণ্ডিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সেনাগণ সমভিব্যাহারে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে প্রিয়বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে রণস্থল দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিতে লাগিলেন এবং তৎপরে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মহাবীর কর্ণ শরনিকরে সমাচিত হইয়া কেশরপরিবৃত কদম্বকুসুমের ন্যায় সমরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। সুগন্ধ তৈলপূর্ণ সহস্র সহস্র হেমময় দীপ তাঁহাকে উদ্ভাসিত করিতেছে। পার্থের শরাঘাতে তাঁহার কবচ ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে এবং তাঁহার তনয়গণও সমরাঙ্গনে বিনষ্ট ও পতিত রহিয়াছেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বারম্বার সূতপুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিলেন এবং বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে বারংবার প্রশংসা করত হৃষীকেশকে কহিলেন, হে মাধব! তুমি সহায় ও রক্ষক হওয়াতেই আজি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলাম। আজি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কর্ণের নিধননিবন্ধন রাজ্য ও জীবিতে নিরাশ হইবে। আজি আমরা একমাত্র তোমার অনুগ্রহেই কৃতকার্য্য হইলাম। আজি সৌভাগ্যক্রমে প্রধান শত্রু নিপাতিত হইয়াছে এবং তুমি ও ধনঞ্জয় তোমরা উভয়েই বিজয়ী হইয়াছ। আমরা ত্রয়োদশ বৎসর অতিক্লেশে অতিবাহিত করিয়াছি; এক দিনও নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারি নাই; আজি তোমার প্রসাদেই নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।

হে রাজন্! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এইরূপে বাসুদেব ও ধনঞ্জয়কে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি পার্থশরে কর্ণকে পুত্রগণের সহিত নিহত নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে পুনর্জ্জাত বলিয়া বিবেচনা করিলেন। অনন্তর মহারথ নকুল, সহদেব, ভীমসেন, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী এবং পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ স্তুতিযোগ্য বাক্যে কৃষ্ণার্জ্জুনকে প্রশংসা ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সম্বর্দ্ধনা করিয়া মহাহর্ষে স্ব স্ব শিবিরে প্রবেশ করিলেন। হে রাজন্! কেবল আপনার দুর্ম্মন্ত্রণাবশতই এরূপ লোমহর্ষকর মহাক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। এখন কি নিমিত্ত আর বৃথা অনুতাপ করিতেছেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অম্বিকাতনয় ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এই রূপ অশুভ সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র বিচেতন হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন। দূরদর্শিনী গান্ধারীও ধরাতলে নিপতিত হইয়া সূতপুত্রের নিমিত্ত বিবিধ বিলাপ করিতে আরম্ভ করি-

লেন। ঐ সময় মহামতি বিদুর ও সঞ্জয় উভয়ে ধৃতরাষ্ট্রকে ধারণ পূর্ব্বক আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরবপত্নীগণও গান্ধারীকে উত্থাপিত করিলেন। চিন্তাকুলিতচিত্ত শোকসন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুর ও সঞ্জয় কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া দৈব ও ভবিতব্য সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বিবেচনা করত অচেতনের ন্যায় তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

হে মহীপতে! যে ব্যক্তি মহামতি ধনঞ্জয় ও কর্ণের সংগ্রামযজ্ঞের বৃত্তান্ত পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার বিধিবিহিত যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্তি হয়। বুধগণ অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য ও ভগবান্ বিষ্ণুকে যজ্ঞস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। অতএব যে ব্যক্তি অসূয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই সংগ্রামযজ্ঞ বৃত্তান্ত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তিনি সুখী ও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন। মানবগণ ভক্তিসহকারে নিয়ত এই পবিত্র উৎকৃষ্ট সংহিতা পাঠ করিলে, ধনধান্যসম্পন্ন, যশস্বী ও সমুদয় সুখ লাভে অধিকারী হয় এবং ভগবান্ স্বয়ম্ভু, শম্ভু ও বিষ্ণু সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট থাকেন। এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ করিলে ব্রাহ্মণের বেদ লাভ এবং ক্ষত্রিয়ের বলবৃদ্ধি ও সংগ্রামে জয় লাভ হইয়া থাকে। বৈশ্যের প্রভূত ধন লাভ এবং শূদ্রের আরোগ্য প্রাপ্তি হয়। এই পর্ব্বে সনাতন ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব যিনি এই কর্ণ পর্ব্ব পাঠ বা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হইবে। বেদব্যাসের এই বাক্য কখনই অন্যথা হইবে না। এক বৎসর নিরন্তর সবৎসা ধেনু দান করিলে, যে পুণ্য প্রাপ্তি হয়, এই কর্ণ পর্ব্ব শ্রবণেও সেই পুণ্য লাভ হইয়া থাকে।

কর্ণ পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

—০*০—

গদ্য

মহাভারত।

ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত মূলের অনুবাদ।

শল্য পর্ব্ব।

এই পর্ব্ব

শ্রীল শ্রীমতী বামাসুন্দরী চৌধুরাণী মহোদয়ার

আনুকূল্যে

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

এবং বিনামূল্যে বিতরিত।

"এই মহাভারত সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকাস্বরূপ।"

ঋষিবাক্য।

২য় সংস্করণ।

কলিকাতা।

ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

৩৬৭ নং—চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো।

সন ১২৮৬ সাল।

বিজ্ঞাপন।

জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বরের প্রসাদে এবং অস্মদ্দেশীয় ধর্ম্মানুরাগী দেশহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী ও যশস্বী মহারাজ, রাজা ও ভূম্যধিকারী প্রভৃতি মহানুভব ও মহানুভবাগণের উৎসাহবলে মহাভারতের কর্ণপর্ব্ব পরিসমাপ্ত হইল। ভরসা করি,এই রূপে উক্ত হিতব্রতপরায়ণ মহোদয় ও মহোদয়াগণের কৃপাবলে অন্যান্য পর্ব্বও সুচারুরূপে সম্পূর্ণ হইতে পারিবে।

অধুনা ভবানীপুরনিবাসিনী প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিণীসুবিখ্যাত-নাম্নী পুণ্যশীলা দয়াবতী ধর্ম্মানুরাগিণী শ্রীলশ্রীমতী বামাসুন্দরী চৌধুরাণী মহোদয়ার অনুগ্রহ ও আনুকূল্যে শল্যপর্ব্বের মুদ্রাঙ্কণকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

এই পবিত্রহৃদয়া নিঃস্বার্থ পরোপকারিণী মহানুভবা স্বীয় স্বাভাবিক দয়া ও পরোপকারপ্রবৃত্তি প্রভৃতি গুণগ্রামের বশীভূতা হইয়া যে সাধারণেব উপকারসাধনার্থ বিনাপ্রার্থনায় দাতব্য ভারতের প্রতি এতাদৃশ আনুকূল্য প্রদান করিলেন, তাহাতে গ্রাহক, পাঠক ও প্রকাশক সকলেই পরম আহ্লাদিত হইলেন এবং উক্ত মহোদয়াও বিপুল যশ, পুণ্য ও ধর্ম্ম লাভ করিলেন; অতএব তিনিই ধন্য! এবং তাঁহার দানই সার্থক!.

বিনয়াবনত

শ্রীপ্রতাপ চন্দ্র রায়।

শল্য পর্ব্বের সূচী পত্র।

—(০*০)—

শল্যপর্ব্বের সূচীপত্র সমাপ্ত।

—*—

মহাভারত।

শল্য পর্ব্ব।

—:০—

প্রথম অধ্যায়। ১।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া জয়োচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাবীর কর্ণ এই রূপে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক নিহত হইলে, অল্পমাত্রাবশিষ্ট কৌরবগণ কি করিলেন? এবং কুরুরাজ দুর্য্যোধনই বা পাণ্ডবদিগের প্রভাবে আপনার অসংখ্য সৈন্য বিনষ্ট দেখিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন? হে তপোধন! আমি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক হইয়াছি। অতএব আপনি ইহা কীর্ত্তন করুন। আমি পূর্ব্বপুরুষদিগের অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করিয়া কোনক্রমেই তৃপ্তিলাভ করিতে সমর্থ হইতেছি না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! মহাবীর কর্ণ নিহত হইলে, কুরুরাজ দুর্য্যোধন শোকসাগরে একান্ত নিমগ্ন ও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া হা কর্ণ! হা কর্ণ! বলিয়া মুহুর্মুহুঃ পরিতাপ ও বিলাপ করত হতাবশিষ্ট রাজগণের সহিত অতিকষ্টে স্বীয় শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই স্থানে ভূপালগণ শাস্ত্রবিহিত যুক্তি অনুসারে রাজা দুর্য্যোধনকে নিয়ত আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি সূতপুত্রের নিধনচিন্তা করিয়া কোনক্রমেই সুখলাভে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে তিনি দৈব ও ভবিতব্যকেই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বিবেচনা করত সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাবীর শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হতাবশিষ্ট রাজগণসমভিব্যাহারে শীঘ্র সংগ্রামার্থ গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণের দেবাসুরসংগ্রাম সদৃশ ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ যুদ্ধে মদ্রাধিপতি শল্য ভয়ানক সমরকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বিপক্ষদিগের অসংখ্য সৈন্য সংহার করত অবশেষে হতসৈন্য হইয়া মধ্যাহ্নসময়ে যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলেন। তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন বন্ধুবান্ধবের মৃত্যুদর্শনে শত্রুভয়ে সাতিশয় ভীত ও রণস্থল

হইতে অপস্থত হইয়া এক ভীষণ হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ভীম-পরাক্রম ভীমসেন ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই দিবস অপরাহ্ণ-সময়ে মহারথগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজা দুর্য্যোধনকে আহ্বান করত হ্রদ হইতে উত্থাপিত ও বাহুবীর্য্য প্রদর্শন করত নিপাতিত করিলেন। অনন্তর হতাবশিষ্ট কৌরবপক্ষীয় তিন জন মহারথ সেই দিবস যামিনীযোগে ক্রোধভরে পাঞ্চালসৈন্যদিগকে বিনষ্ট করিলেন। পরদিন পূর্ব্বাহ্নে মহাত্মা সঞ্জয় শিবির হইতে আগমন পূর্ব্বক শোকা-কুলিত চিত্তে দুঃখিতান্তঃকরণে পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি পুর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভুজযুগল উদ্যত করত দীনভাবে কম্পিত কলেবরে ধৃতরাষ্ট্রের আবাসে প্রবিষ্ট হইয়া হা মহারাজ! হা মহারাজ! কুরুরাজ দুর্য্যোধনের বিনাশে আমরা সকলেই নিহত হইলাম! বল-বান্ কালের কি বিষম গতি! হায়! কৌরবপক্ষীয় মহাবীরগণ পুরন্দর সদৃশ মহাবিক্রমশালী হইয়াও পাণ্ডবগণের হস্তে বিনষ্ট হইলেন, এই কথা বলিয়া নিরন্তর রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সেই পুরমধ্যে আবাল বৃদ্ধ সমস্ত লোকেই সঞ্জয়কে ক্লেশে একান্ত অভিভূত সন্দর্শন করিয়া বিমর্ষচিত্তে হা মহারাজ! হা মহারাজ! এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন ও আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইয়াছেন, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তত্রত্য সমুদায় স্ত্রী পুরুষ শোকে নিতান্ত অভিভূত ও বিনষ্টচিত্ত হইয়া উন্ম-ত্তের ন্যায় দ্রুতবেগে ধাবমান হইতে লাগিল।

হে রাজন্! অনন্তর সঞ্জয় শোকে সাতিশয় কাতর হইয়া প্রজ্ঞা-চক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আবাসে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে গান্ধারী, বিদুর এবং অন্যান্য সুহৃদ্বর্গ, হিতাভিলাষী জ্ঞাতিগণ ও পুত্রবধূগণ কর্ত্তৃক সমা-বৃত এবং সুতপুত্রের নিধনানুচিন্তনে নিতান্ত বিষণ্ণ নিরীক্ষণ করত অশ্রুপূর্ণলোচনে অনতিহৃষ্টচিত্তে গদ্গদ বচনে বৃদ্ধ ভূপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! আমি সঞ্জয়, আপনাকে নম-স্কার করিতেছি। মদ্রাধিপতি শল্য, সুবলতনয় শকুনি, উলূক ও কৈতব্য ইহাঁরা রণস্থলে নিপতিত হইয়াছেন। সংশপ্তক, শক, কাম্বোজ, ম্লেচ্ছ, পার্ব্বতীয় যবন, প্রাচ্য, দাক্ষিণাত্য, উদীচ্য ও প্রতীচ্যগণ বিনষ্ট হইয়াছে। সমস্ত রাজা ও রাজকুমারগণ কৃতান্তভবনে গমন করিয়াছেন। ভীমপরা-ক্রম ভীমসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে মহারাজ দুর্য্যোধনকে সংহার করি-য়াছেন। এক্ষণে রাজা দুর্য্যোধন ভগ্নোরু ও রুধিররাগরঞ্জিত হইয়া

ভূলিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, নিতান্ত দুর্জ্জয় শিখণ্ডী, উত্তমৌজা ও যুধামন্যু এবং প্রভদ্রক, পাঞ্চাল ও চেদিগণ বিনষ্ট হইয়াছেন। আপনার পুত্রগণ, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও কর্ণতনয় বৃষসেন কৃতান্তভবনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছেন। উভয়পক্ষীয় প্রায় সমস্ত বীর এবং সমুদয় অশ্ব, গজ ও রথী সংগ্রামে বিনষ্ট ও নিপতিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদিগের শিবিরে অল্পমাত্র বীর অবশিষ্ট রহিয়াছে। হে নরাধিপ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াতে সমুদয় জগৎ কালবশে বিমোহিত হইয়া প্রায় স্ত্রীলোকমাত্রাবশিষ্ট হইল। এক্ষণে আপনাদের উভয় পক্ষায় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার মধ্যে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, হৃষীকেশ ও সাত্যকি এই সাত জন এবং কৌরব পক্ষে কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা এই তিন জনমাত্র অবশিষ্ট আছেন। অন্যান্য বীরগণ সকলেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। হে রাজন্! কাল দুর্য্যোধনকে উপলক্ষ্য করিয়া যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করত এই সমস্ত জগৎ বিনষ্ট করিলেন।

হে জনমেজয়! কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র জ্ঞানশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাযশা বিদুর এবং রাজমহিষী গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরবমহিলাগণ সেই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন। সেই সময় সমস্ত রাজমণ্ডল চিত্রার্পিতের ন্যায় সংজ্ঞাবিহীন হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন এবং সকলেই হা হতোঽস্মি! এই বলিয়া পরিতাপ ও বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর পুত্রশোকে নিতান্ত দুঃখিত রাজা ধৃতরাষ্ট্র অতিকষ্টে চেতন প্রাপ্ত হইয়া দীনচিত্তে কম্পিত কলেবরে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বিদুরকে কহিলেন, হে বিদুর! আমি পুত্রহীন ও অনাথ; এক্ষণে তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়; এই বলিয়া তিনি পুনরায় সংজ্ঞাবিহীন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে বিচেতন নিরীক্ষণ করিয়া সুশীতল বারি সেচন ও তালবৃন্ত সঞ্চালন দ্বারা তাঁহার শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বহুবিলম্বে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কুম্ভমধ্যে নিক্ষিপ্ত ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত বিবিধ চিন্তা করিতে লাগিলেন। সঞ্জয় এবং যশস্বিনী গান্ধারী ও অন্যান্য কৌরবমহিলাগণ মহারাজকে পুত্রশোকে সাতিশয় ব্যাকুল অবলোকন করিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বারংবার বিমোহিত হইয়া বিদুরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিদুর! আমার চিত্ত সাতিশয় চঞ্চল হইয়াছে; অতএব এক্ষণে গান্ধারী ও অন্যান্য কামিনীগণ এবং বন্ধুবান্ধব সকল এ স্থান হইতে গমন করুন। ঐ সময় মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের অনুমত্যানুসারে ঐ সমুদয় কামিনীগণকে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। কামিনীগণ এবং বন্ধুবান্ধব সকল মহারাজকে পুত্রশোকান্বিত নিরীক্ষণ করিয়া কম্পিত কলেবরে তথা হইতে গমন করিলেন। তখন সঞ্জয় দীনলোচনে লব্ধসংজ্ঞ মহীপালকে শোকাবেগে নিরন্তর অশ্রু বিসর্জ্জন ও ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বচনে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

— * —

দ্বিতীয় অধ্যায়। ২।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! রমণীগণ স্থানান্তরে গমন করিলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন; পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও মুহুর্মুহু ভুজযুগল কম্পিত করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করত কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি তোমার মুখে রণস্থলে পাণ্ডবদিগকে নিরাপদ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলাম! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আমার হৃদয় বজ্রনির্ম্মিত; নচেৎ আত্মজদিগের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইত। হে সূত! আজি পুত্রগণের বয়ঃক্রম ও বাল্যক্রীড়া স্মৃতিপথে সমারূঢ় হওয়াতে আমার চিত্ত বিদীর্ণ হইতেছে। যদিও আমি জন্মান্ধবশতঃ তাহাদিগের রূপ দর্শন করিতে পারি নাই, তথাপি তাহাদের প্রতি আমার অপত্যস্নেহ সাতিশয় বলবান্ ছিল। তাহারা বাল্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া যৌবনাবস্থা ও তদনন্তর প্রৌঢ়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া আমি যাহার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিলাম; কিন্তু আজি তাহাদিগকে ঐশ্বর্য্যহীন ও বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া শোকে সাতিশয় অধীর হইতেছি, কোনক্রমেই শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। হা পুত্র দুর্য্যোধন! এক্ষণে আমি অনাথ হইলাম; একবার আমাকে দর্শন প্রদান কর। তোমার অভাবে আমার কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে। হে পুত্র! তুমি সমাগত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কি জন্য প্রাকৃত নৃপতির ন্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিয়াছ! তুমি জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের একমাত্র

অবলম্বন ছিলে; এক্ষণে এই বৃদ্ধ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে। হে বৎস! তোমার সে ভক্তি, সে স্নেহ ও সে সম্মান কোথায় গেল। সংগ্রামে কেহই ত তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই; তবে পাণ্ডবগণ কি প্রকারে তোমাকে সংহার করিল! হে রাজেন্দ্র! আমি যথাকালে গাত্রোত্থান করিলে, কে আর হে তাত! হে মহারাজ! হে লোকনাথ! বলিয়া বারম্বার সম্বোধন পূর্ব্বক স্নেহভরে আলিঙ্গন করত অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে? হে পুত্র! এক্ষণে একবার সেই মধুর বাক্য প্রয়োগ কর। আমি তোমার মুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম যে, এই সমস্ত পৃথিবীতে পাণ্ডুপুত্রের ন্যায় আমারও অধিকার আছে। তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে, ভগদত্ত, কৃপাচার্য্য, অবন্তীনাথ, জয়দ্রথ, ভূরিশ্রবা, শল, সোমদত্ত, বাহ্লিক, অশ্বত্থামা, ভোজ, মাগধ, বৃহদ্বল, কাশীশ্বর, শকুনি, কাম্বোজাধিপতি সুদক্ষিণ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু, শতায়ু, জলসন্ধ, সুবাহু, ঋষ্যশৃঙ্গতনয়, রাক্ষস অলায়ুধ ও অলম্বুষ, অন্যান্য মহীপালগণ এবং শক, যবন ও ম্লেচ্ছগণ সকলেই আমার নিমিত্ত জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামার্থ সমুদ্যত হইয়াছে। আমি সেই সমুদয় বীরগণের মধ্যে ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদিগণ এবং সাত্যকি, ভোজ, রাক্ষস ঘটোৎকচ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। তুমি বলিয়াছিলে যে, আমি ক্রুদ্ধ হইলে একাকীই পাণ্ডবপক্ষীয় সমুদয় বীরগণকে নিবারণ করিতে পারি, তাহাতে আবার অন্যান্য অসংখ্য বীর একত্র সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পাণ্ডবগণের প্রধান অবলম্বন হৃষীকেশ সমরে প্রবৃত্ত হইবেন না। অতএব অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ নিশ্চয়ই পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিবেন। আর মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ একাকীই আমার সহিত সমবেত হইয়া পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিবে। তাহা হইলে সমুদয় ভূপতিগণই আমার বশবর্ত্তী হইবেন, সন্দেহ নাই।

হে সঞ্জয়! আমি দুর্য্যোধনের মুখে বারম্বার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া বোধ করিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবগণ আমাদিগের বলপ্রভাবে নিশ্চয়ই সংগ্রামে বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে যখন আমার তনয়গণ সেই সমুদয় বীরমণ্ডলে অবস্থিত হইয়াও নিহত হইল, তখন আমার দুরদৃষ্ট ব্যতীত আর কি হইতে পারে? সিংহ যেরূপ শৃগালের হস্তে বিনষ্ট হয়, মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম সেইরূপ শিখণ্ডীর হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ

দ্রোণাচার্য্য, ভূরিশ্রবা, সোমদত্ত, বাহ্লীক, গজযুদ্ধবিশারদ ভগদত্ত, জয়দ্রথ, সুদক্ষিণ, জলসন্ধ, শ্রুতায়ু, অচ্যুতায়ু. মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ড্য, বৃহদ্বল, মগধরাজ, উগ্রায়ুধ, বিন্দ, অনুবিন্দ, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, অসংখ্য সংশপ্তক, রাক্ষসরাজ অলম্বুষ ও অলায়ুধ, ঋষ্যশৃঙ্গতনয়, নারায়ণী সেনাগণ, সমরদুর্ম্মদ গোপালগণ, অসংখ্য ম্লেচ্ছ, সৈন্যসমবেত শকুনি, মহাবল কৈতব্য, সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ নানাদেশসমাগত দেবরাজসদৃশ পরাক্রমশালী ক্ষত্রিয়গণ এবং আমার পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা ও বয়স্যগণ ইহারা সকলেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন। অতএব এ বিষয়ে দুরদৃষ্টব্যতীত আর কি সম্ভব হইতে পারে! মনুষ্যগণ নিশ্চয়ই ভাগ্য সহযোগে জন্ম গ্রহণ করে; যাহার সৌভাগ্য থাকে, সে ব্যক্তি শুভ ফল লাভ করে। আমি নিতান্ত হতভাগ্য; এই নিমিত্তই আমাকে পুত্রবিহীন হইতে হইল। হায়! আমি কি প্রকারে শত্রুদিগের বশবর্ত্তী হইয়া কালাতিপাত করিব। এক্ষণে বনবাস ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না। এরূপ সহায় ও বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া লোকালয়ে অবস্থান করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে; আমার পক্ষে অরণ্যগমনই শ্রেয়ঃ। হায়! দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শল্য ও বিকর্ণ প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণ বিনষ্ট হইল। ভীমসেন একাকী আমার এক শত পুত্রকে সংহার করিয়াছে। সে দুর্য্যোধনের নিধনজন্য বারম্বার আত্মশ্লাঘা করিলে, আমি কি প্রকারে তাহার সেই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিব। শোকদুঃখে আমার কলেবর দগ্ধ হইতেছে; অতঃপর আমি কিরূপে ভীমসেনের কঠোর বাক্য সহ্য করিতে সমর্থ হইব?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপাল! পুত্রশোকসন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপে বহুক্ষণ বিলাপ ও অনুতাপ করিয়া শত্রুকৃত পরাজয় স্মরণ করত বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সঞ্জয়কে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সঞ্জয়! অস্মৎপক্ষীয় বীরগণ ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণকে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া কাহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিল? তাহারা যাহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করে, সেই বীরই অচিরাৎ পাণ্ডবদিগের হস্তে বিনষ্ট হয়। দেখ, তোমাদিগের এবং অন্যান্য ভূপতিগণের সমক্ষে মহাবীর ধনঞ্জয় ভীষ্ম ও কর্ণকে এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে সংগ্রামে নিপাতিত করিয়াছে। পূর্ব্বে সর্ব্বধর্ম্মবিৎ বিদুর আমাকে কহিয়াছিল যে, দুর্য্যোধনের অপরাধে সমুদয় প্রজা ক্ষয় হইবে। তখন মোহাবেশপ্রভাবে কেহই উহার ঐ বাক্য পর্য্যালোচনা করে নাই; কিন্তু ঐ মহাত্মা যাহা বলিয়াছিল, এক্ষণে তাহা যথার্থ হইল। যাহা হউক, এক্ষণে

আমার দুর্দ্দৈববশতঃ যে দুর্নীতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহার ফল পুনরায় কীর্ত্তন কর। হে সঞ্জয়! মহাবীর সূতনন্দন বিনষ্ট হইলে, কোন্ বীর সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিল? কোন্ রথী ধনঞ্জয় ও কেশবের প্রত্যুদ্গমনে প্রবৃত্ত হইল? মহাবীর মদ্রাধিপতি শল্য সংগ্রামার্থ সমুদ্যত হইলে কোন্ কোন্ বীর তাঁহার দক্ষিণ চক্র, বাম চক্র ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিয়াছিল? মহাবীর শল্য ও আমার পুত্র দুর্য্যোধন তোমাদের সমক্ষে কি প্রকারে পাণ্ডবগণের হস্তে বিনষ্ট হইলেন? অনুচরবর্গসমবেত পাঞ্চালগণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ইহারাই বা কিরূপে বাণবলে নিপতিত হইল? আর পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব ও সাত্যকি এবং কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা, ইহারাই বা কিরূপে মৃত্যুমুখ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন? হে সঞ্জয়! তুমি সংগ্রামবৃত্তান্ত বর্ণনে বিলক্ষণ নিপুণ; এক্ষণে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের যে প্রকারে সংগ্রাম হইয়াছিল তাহা সবিস্তরে বর্ণন কর।

তৃতীয় অধ্যায়। ৩।

সঞ্জয় কহিলেন, হে মহীপাল! কৌরব ও পাণ্ডবগণ সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত পরস্পর সমবেত হইলে, যেরূপে জনক্ষয় উপস্থিত হইয়াছিল; আপনি অবহিতচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন। মহাবীর কর্ণ বিনষ্ট, মাতঙ্গ ও অশ্বগণ নিহত এবং সৈন্যগণ বারংবার পলায়ন করত পুনঃপুনঃ সমানীত হইলে, মহামতি অর্জ্জুন সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। আপনার পুত্রগণ ঐ ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে সাতিশয় ভীত হইলেন। প্রত্যুতঃ সূতপুত্রের নিধনানন্তর কৌরবপক্ষীয় কোন বীরই সৈন্য সন্ধান বা পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। আপনার পুত্রগণ সাতিশয় ভীত ও শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অগাধ সাগরে নৌকা ভগ্ন হইলে বণিক্গণ যেরূপ ভেলা লাভের বাসনা করিয়া থাকে, তদ্রূপ সেই বিপদ্সাগরে আশ্রয়লাভের প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন এবং ধনঞ্জয়ের বাহুবলে পরাজিত হইয়া সায়াহ্নসময়ে ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, শীর্ণদংষ্ট্র ভুজঙ্গের ন্যায়, সিংহার্দ্দিত মৃগকদম্বের ন্যায় পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের বর্ম্ম সকল ছিন্ন ভিন্ন ও শস্ত্র সমস্ত খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল। তখন তাঁহারা মোহে এমন অভিভূত হইলেন যে, কোন্ দিকে গমন করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে সমর্থ হইলেন না। অন্যান্য বীরগণ ভয়ে সাতিশয়

বিহ্বল হইয়া দশ দিক নিরীক্ষণ করত পরস্পর প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেহ কেহ ধনঞ্জয় আমারই প্রতি ধাবমান হইতেছে এবং কেহ বা ভীমসেন আমারই অভিমুখে আগমন করিতেছে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া ম্লানবদনে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। কোন মহারথ অশ্বে, কেহ কেহ মাতঙ্গে এবং কোন কোন বীর রথে আরোহণ করিয়া ভীতমনে পদাতিদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তৎকালে মাতঙ্গ দ্বারা রথ ভগ্ন, রথ দ্বারা সাদী বিনষ্ট ও তুরঙ্গ দ্বারা পদাতিগণ সাতিশয় সমাহত হইল। এই রূপে কৌরবপক্ষীয় বীরগণ ব্যালতস্করসমাকীর্ণ কাননমধ্যে সার্থবিহীন বণিকের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কতকগুলি মাতঙ্গ আরোহিশূন্য ও কতকগুলি ছিন্নশুণ্ড হইয়া শঙ্কাকুলিত চিত্তে চতুর্দ্দিক অর্জ্জুনময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

ঐ সময় আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সেই সৈন্যগণকে ভীমভয়ে ভীত ও পলায়নপরায়ণ নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় সারথিকে কহিলেন, হে সারথে! আমি মহাশরাসন ধারণ পূর্ব্বক পশ্চাৎভাগে অবস্থিতি করিতেছি। মহাসাগর যেরূপ তীরভূমি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ ধনঞ্জয় কখনই আমাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি অচিরাৎ অশ্ব সঞ্চালন কর। আজি আমি ধনঞ্জয়, কেশব, অভিমানী ভীমসেন এবং অবশিষ্ট অরাতিগণকে বিনষ্ট করিয়া কর্ণের ঋণ হইতে মুক্তি লাভ করিব। সারথি মহারাজ দুর্য্যোধনের ঐ শূরজনোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া কনকজালজড়িত সেই তুরঙ্গদিগকে মন্দ মন্দ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় গজ অশ্ব ও রথবিহীন বীর এবং পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতি মৃদুভাবে গমন করিতে লাগিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন রোষভরে চতুরঙ্গিণী সেনার সাহায্যে তাহাদিগকে অবরোধ করিয়া শরনিকর দ্বারা সমাহত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহারাও বৃকোদর ও ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিল এবং বারংবার তাঁহাদিগের নাম গ্রহণ করিতে লাগিল। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া গদা গ্রহণ করত সত্বরে রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি অধর্ম্মভয়ে রথস্থ হইয়া সেই ভূতলস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত সংগ্রাম করিলেন না। তিনি স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক কালদণ্ডোপম কনকমণ্ডিত ভীষণ গদা দ্বারা কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পদাতিগণ হতবান্ধব হইয়া বহ্নিমুখে

পতনোন্মুখ পতঙ্গের ন্যায় জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইল এবং ভূতগ্রাম যেরূপ কৃতান্তকে সন্দর্শন করিয়াই নিহত হয়, সেইরূপ ভীমসন্নিধানে গমন করিবামাত্র বিনষ্ট হইতে লাগিল। ভীম-পরাক্রম ভীমসেন এইরূপে কখন খড়্গ, কখন বা গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রণস্থলে শ্যেন পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করিতে করিতে দুর্য্যোধনের সেই পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিলেন এবং পরিশেষে ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া পুনরায় সংগ্রাম করিবার মানসে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

মহাবীর অর্জ্জুন রথিগণের অভিমুখে মহাবেগে ধাবমান হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি শকুনির সংহারার্থ তাঁহার প্রতি ধাবমান হইয়া সুতীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা তাঁহার অশ্বদিগকে বিনাশ করত তাঁহার অনুগামী হইলে, তাঁহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব ধনঞ্জয়কে ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রথসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। তখন রথাশ্ববিহীন শরনিকরনিবারিত পঞ্চবিংশতি সহস্র পদাতিসৈন্য মহাবীর অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে পাঞ্চালদেশীয় মহারথগণ বৃকোদরকে পুরোবর্ত্তী করিয়া সত্বরে তাঁহাদিগকে সংহার করিলেন। শত্রুনিপাতন, মহাযশস্বী ও মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন পারাবতসবর্ণ অশ্বসংযোজিত রথে সমারূঢ় হইয়া সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, কৌরবপক্ষীয় বীরগণ তাঁহাকে নিরীক্ষণ করত নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব সাত্যকি সমভিব্যাহারে লঘুহস্ত গান্ধারাধিপতি শকুনির অনু-সরণক্রমে অবিলম্বে আমাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। মহাবীর চেকিতান, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র কৌরবদিগের অসংখ্য সৈন্য সংহার করত শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগকে সমরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া বৃষগণ যেরূপ বৃষকে পরাজয় করিয়া তাহার অনুগামী হয়, সেইরূপ তাহাদিগের অনুগামী হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে সমরাঙ্গনে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে তাহাদিগের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ধূলিপটল সমুত্থিত হওয়াতে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না; সমস্ত জগৎ অন্ধকারময় ও ধরাতল শরসমাকীর্ণ হইলে, কৌরবসৈন্যগণ শঙ্কাকুলিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

হে রাজন্! সৈন্যগণ এইরূপে ছিন্ন ভিন্ন হইলে, আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন সংগ্রাম করিবার মানসে মহাবেগে ধাবমান হইয়া দানবাধিপতি বলি যেরূপ দেবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ পাণ্ডবদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলশালী পাণ্ডবগণও একত্র মিলিত হইয়া রোষভরে বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ ও বারংবার দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা করিতে করিতে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধন কিছুমাত্র ভীত না হইয়া অবিলম্বে সেই অরাতিগণের প্রতি শরসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হে রাজন্! তৎকালে আমরা সকলেই আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিতে লাগিলাম; পাণ্ডবগণ সকলে মিলিত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন অনতিদূরবস্থিত স্বীয় সৈন্যগণকে ক্ষত বিক্ষত ও পলায়নে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া তাহাদিগকে সমবাঙ্গনে অবস্থাপন ও তাহাদিগের হর্ষোৎপাদন করত কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমরা লোকালয় বা শৈলমধ্যে যে কোন প্রদেশে প্রস্থান করিবে, পাণ্ডবগণ সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক তোমাদিগকে সংহার করিবে। তবে তোমাদিগের পলায়ন করিবার প্রয়োজন কি? দেখ, এক্ষণে উহাদিগের সৈন্য অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট এবং বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের কলেবর ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে যদি আমরা সকলে সমবেত হইয়া এই রণস্থলে অবস্থান করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতে পারিব। যদি তোমরা সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন কর, তাহা হইলে, পাপাত্মা পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই তোমাদের অনুগামী হইয়া তোমাদিগকে সংহার করিবে। অতএব সেরূপে জীবন পরিত্যাগ করা অপেক্ষা রণস্থলে বিনষ্ট হওয়াই তোমাদিগের কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সাংগ্রামিক মৃত্যুই অতিমাত্র সুখকর। সংগ্রামে মৃত্যু হইলে, মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না; পরলোকেও অনন্ত সুখসম্ভোগের অধিকারী হওয়া যায়। হে সমাগত বীরগণ! সমরে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রুদ্ধ দুর্ম্মতি ভীমসেনের বশবর্ত্তী হওয়াও তোমাদিগের বিধেয়; কিন্তু কুলাচরিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ক্ষত্রিয়ের সমরাঙ্গন হইতে পলায়ন করা অপেক্ষা অধর্ম্ম আর কিছুই নাই; এবং সংগ্রাম অপেক্ষা স্বর্গগমনেরও অন্য সদুপায় নাই। অন্যান্য লোকে বহু দিনে যে সকল দুর্ল্লভ লোক লাভ করে, বীরগণ অল্পক্ষণমধ্যে অক্লেশে সেই সমুদয় লোক লাভ করিতে পারে।

হে রাজন্! মহারথগণ আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রশংসা করত শত্রুকৃত পরাজয়দুঃখ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পরাক্রমপ্রকাশে অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের প্রতি পুনর্ব্বার সংগ্রাম করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় উভয়পক্ষে দেবাসুরসমরসদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। রাজা দুর্য্যোধন সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবদিগের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়। ৪।

হে রাজন্। তখন মহাত্মা কৃপাচার্য্য সেই রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমিসদৃশ রণস্থলে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, কোন স্থলে রথ ও রথনীড় সকল নিপতিত রহিয়াছে; কোন স্থলে মাতঙ্গ ও পদাতিগণ বিনষ্ট হইয়াছে এবং কোন স্থলে নিহত নরপতিগণের বিক্ষত অভিজ্ঞান সমুদায় শোভা পাইতেছে। রাজা দুর্য্যোধন শোকে সাতিশয় বিহ্বল হইয়াছেন, সৈন্যগণ ধনঞ্জয়ের পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত উদ্বিগ্ন, ধ্যানপরায়ণ ও সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছে এবং মথ্যমান সৈন্যগণ আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে। মহামতি কৃপাচার্য্য কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগের এইরূপ দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া রোষভরে রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করিয়া যদি মনোনীত হয়, তবে তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। দেখ, যুদ্ধধর্ম্মব্যতীত ক্ষত্রিয়দিগের শ্রেয়স্কর পথ আর কিছুই নাই। তাহারা ঐ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া পুত্র, মাতা, পিতা, স্বস্রীয়, মাতুল, সম্বন্ধী ও বান্ধবদিগের সহিত সংগ্রাম করিয়া থাকে। সংগ্রামে মৃত্যু হইলে পরম ধর্ম্ম ও সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলে যৎপরোনাস্তি অধর্ম্ম হয়। অতএব ক্ষত্রিয়দিগের জীবন রক্ষার্থ পলায়ন করা নিতান্ত দোষাবহ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমি তোমাকে যে কিছু হিতকথা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

যখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও তোমার ভ্রাতৃগণ এবং তোমার পুত্র লক্ষণ বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন আমরা আর কি করিব। আমরা যে সমুদায় মহাবীরের হস্তে সংগ্রামের ভার অর্পণ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে বাসনা করিয়াছিলাম, তাঁহারা

সকলেই কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদগণের গতি লাভ করিয়াছেন। আমরাই সেই সমস্ত ভূপতির বিনাশের মূল। এক্ষণে আমরা সেই সকল সর্ব্বগুণোপেত মহারথগণের বিরহে কাতর হইয়া অতি দীনভাবে অবস্থান করিতেছি। দেখুন, ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি মহারথগণ জীবিত থাকিতেও মহাবীর ধনঞ্জয় পরাজিত হয় নাই। হৃষীকেশ ধনঞ্জয়ের লোচনস্বরূপ; সুতরাং দেবগণও তাহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। তাহার শক্রচাপ ও অশনির ন্যায় প্রভাশালী ইন্দ্রধ্বজতুল্য উন্নত কপিধ্বজ নিরীক্ষণ করিয়া আমাদিগের সৈন্যগণ বিচলিত হইয়াছে। এক্ষণে ভীমের সিংহনাদ এবং পাঞ্চজন্যের নিস্বনে ও গাণ্ডীবের নির্ঘোষে আমাদিগের চিত্ত চমকিত হইবে। ঐ দেখ, ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীব শরাসন বারম্বার বিকম্পিত হইয়া অলাতচক্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং জলধরমধ্যস্থিত সৌদামিনীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিরাজিত হইয়া সকলের নয়নজ্যোতি অপহরণ করিতেছে। উহার শশিকাশসমপ্রভ অশ্বগণ পবনপরিচালিত জলদজালের ন্যায় বাসুদেবকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া উহাকে বহন করত আকাশকে পান করিয়াই যেন মহাবেগে ধাবমান হইতেছে। অনল যেরূপ কাননমধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার সৈন্যদিগকে শরানলে সাতিশয় সন্তাপিত করিতেছে। ঐ দেবরাজসদৃশ প্রভাবশালী মহাবীর চতুর্দংষ্ট্র দ্বিপেন্দ্রের ন্যায় আমাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া সৈন্যগণকে বিক্ষোভিত ও নরপতিদিগকে বিত্রাসিত করত কমলবনপ্রমাথী মাতঙ্গের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে। উহার গাণ্ডীবনির্ঘোষে আমাদিগের সৈন্য সকল সিংহগর্জ্জনভীত মৃগকদম্বের ন্যায় বারংবার বিত্রাসিত হইতেছে। ঐ দেখ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বাসুদেব ও ধনঞ্জয় বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক লোকমধ্যে বিরাজিত হইতেছেন। আজি সপ্তদশ দিবস হইল, এই ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হওয়াতে অসংখ্য লোক কলেবর পরিত্যাগ করিতেছে। তোমার সৈন্যগণ অর্জ্জুনের প্রভাবে পবনপরিচালিত শরৎকালীন জলদজালের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। মহাবীর অর্জ্জুন তাহাদিগকে মহাসাগর মধ্যে বায়ুবিকম্পিত নৌকার ন্যায় বারম্বার কম্পিত করিয়াছেন। হে নরনাথ! যখন সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ পার্থের শরগোচরে নিপতিত হইয়াছিলেন, তখন তোমার কর্ণ, অনুচরবর্গসমবেত দ্রোণ, হৃদিকাত্মজ এবং ভ্রাতৃগণসমাবৃত দুঃশাসনই বা কোথায় ছিলেন? আমি কোথায় ছিলাম? আর তুমি স্বয়ংই বা কোথায় ছিলে? মহাবীর অর্জ্জুন তোমার সম্বন্ধী,

ভ্রাতা, সহায় ও মাতুলগণের প্রতি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সকলের মস্তক আক্রমণ করত তাঁহাদিগের সমক্ষেই জয়দ্রথকে সংহার করিয়াছে। এক্ষণে আমরা কি করিব? ধনঞ্জয়কে পরাজয় করিতে পারে, এক্ষণে এমন আর কেহই নাই। ঐ মহাবীরের নিকট নানাবিধ দিব্য অস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার গাণ্ডীবনির্ঘোষ আমাদিগের বলবীর্য্য বিনষ্ট করিয়া থাকে। এক্ষণে আমাদিগের সেনাপতি বিনষ্ট হওয়াতে অনীকিনী শশধরবিরহিত নিশীথিনীর ন্যায় হতপ্রভ ও ভগ্নপাদপা শুষ্ক-সলিলা তটিনীর ন্যায় ব্যাকুলিত হইয়াছে। অতএব অনল যেরূপ তৃণ-রাশিমধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া সঞ্চরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ মহাবীর অর্জ্জুন আমাদের এই সেনাপতিবিহীন সৈন্যমধ্যে স্বেচ্ছানুক্রমে বিচ-রণ করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবীর সাত্যকি ও বৃকোদরের ভীষণ বেগ শৈল বিদীর্ণ ও সাগর শোষণ করিতে পারে। ভীমপরাক্রম ভীমসেন সভামধ্যে যে সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই সমস্ত প্রায় সফল করিয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও অবিলম্বে সফল করিবে। আর দেখ, মহাবীর ধনঞ্জয় ইতিপূর্ব্বে মহাবীর কর্ণের সমক্ষেই নিতান্ত দুর্ভেদ্য স্বীয় সৈন্যগণকে অনায়াসে রক্ষা করিয়াছে। হে দুর্য্যোধন! সাধু লোকে যে সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, তোমরা অকা-রণে তৎসমুদায়েরই অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে সেই সমুদায় দুষ্কর্ম্মের ফল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি স্বীয় কার্য্যসংসাধন করিবার মানসে যত্নপূর্ব্বক এই সকল লোক আহরণ করিয়া এক্ষণে ইহাদিগের সহিত প্রাণসঙ্কটে নিপতিত হইয়াছ। অতএব তুমি আত্মরক্ষার্থ যত্ন-বান্ হও। আত্মাই সকলের মূল। আত্মা না থাকিলে, কেহই আর বশতাপন্ন থাকিবে না। হে রাজন্! সুরাচার্য্য বৃহস্পতি এই-রূপ নীতি বিধান করিয়াছেন যে, লোকে শত্রু অপেক্ষা ন্যূন বা তাহার সমান হইলে, সন্ধিসংস্থাপন করিবে এবং শত্রু অপেক্ষা প্রবল হইলে, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। এক্ষণে আমরা পাণ্ডবগণ অপেক্ষা বলবীর্য্যে হীন হইতেছি; অতএব তাহাদের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করাই আমা-দের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি শ্রেয়ঃ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত নহে এবং যে ব্যক্তি শ্রেয়স্কর কার্য্যে অনাস্থা প্রদর্শন করে, সে ব্যক্তি সত্বরেই রাজ্যভ্রষ্ট হয় এবং কোনক্রমেই শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয় না। এক্ষণে যদি আমরা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বিনত হইয়া রাজ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমাদের শ্রেয়োলাভ হইবে। মূঢ়তানি-

বন্ধন পাণ্ডবদিগের নিকট সংগ্রামে পরাজিত হওয়া আমাদিগের কোন-ক্রমেই বিধেয় নহে। হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত দয়ালু; তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও হৃষীকেশের বাক্যে নিশ্চয়ই তোমাকে রাজপদে নিয়োগ করিবেন। দেখ, কৃষ্ণ যাহা বলিবেন, যুধিষ্ঠির, ধনঞ্জয় ও বৃকোদর কদাচ তাহা উল্লঙ্ঘন করিবেন না। হে রাজন্! স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, বাসুদেব কখনই ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য অন্যথা করিতে সমর্থ হইবেন না এবং রাজা যুধিষ্ঠিরও বাসুদেবের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিবেন না। অতএব পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য, যুদ্ধ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। হে কুরুরাজ! আমি দীনতাপ্রযুক্ত কিম্বা জীবনরক্ষার জন্য এই বাক্য কহিতেছি না, ইহা হিতকর বলিয়াই তোমাকে কহিলাম। আমি যাহা বলিলাম, ইহা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ কি না, তাহা তুমি গতাসু হইয়া স্মরণ করিবে। হে অম্বিকাতনয়! বৃদ্ধ কৃপাচার্য্য দুর্য্যোধনকে এইরূপ কহিয়া উষ্ণ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত মোহে নিতান্ত অভিভূত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়। ৫।

হে রাজন্! কুরুরাজ দুর্য্যোধন মহাযশা কৃপাচার্য্য কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন; হে ব্রহ্মন্! আপনি মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডব-গণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রাম করিয়াছিলেন এবং এক্ষণেও বন্ধুজনোচিত বাক্য কহিতেছেন। আপনি যে সমুদয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন, সে সকলই হেতুগর্ভ, উৎকৃষ্ট ও শ্রেয়স্কর; কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তির যেরূপ ঔষধে অভিরুচি হয় না, সেইরূপ আপনার ঐ সমুদয় বাক্যে আমার অভিরুচি হইতেছে না। দেখুন, আমি যে মহাবল মহী-পালকে রাজ্য হইতে নিরাকৃত করিয়াছি, যে ব্যক্তি আমার নিকট দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাভূত হইয়াছে, সে কি প্রকারে আমাদের বাক্যে বিশ্বাস করিবে। আর মহাত্মা হৃষীকেশ যখন পাণ্ডবদিগের হিতসাধনার্থ যত্নবান্ হইয়া তাহাদিগের দৌত্য কার্য্য স্বীকার করিয়াছেন, তখন আমরা তাঁহাকে প্রতারণা করিয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে কি প্রকারে তিনি আমাদিগের কথা গ্রাহ্য করিবেন। বিশেষতঃ সভা-মধ্যে দ্রৌপদীর ক্রন্দন এবং পাণ্ডবগণের রাজ্য হরণ তাঁহার একান্ত

অসহ্য হইযাছে। হে আচার্য্য! পূর্ব্বে বাসুদেব ও ধনঞ্জয় অভিন্নাত্মা এবং পরস্পর নিতান্ত অনুরক্ত, ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম; আজি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম। মহামতি কেশব অভিমন্যুর নিধনবার্ত্তা শ্রবণাবধি সাতিশয় ক্লেশে কালাতিপাত করিতেছেন। আমরা তাঁহার নিকট অপরাধী হইয়াছি। তিনি কি প্রকারে আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন? মহাবীর ধনঞ্জয়ও অভিমন্যুর নিধনে একান্ত দুঃখিত হইয়াছে; প্রার্থনা করিলে, সে কি প্রকারে আমাদিগের হিতানুষ্ঠানে তৎপর হইবে। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর অতি উগ্রস্বভাব; বিশেষতঃ সে ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এক্ষণে বরং সে স্বয়ং নিহত হইবে, তথাপি প্রতিজ্ঞা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক শান্তি লাভ করিবে না। সন্নদ্ধকবচ, বদ্ধপরিকর, ক্রুদ্ধ যমোপম যমজ নকুল ও সহদেব এবং মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আমাদিগের সহিত শক্রতাচরণ করিয়াছে, তাহারা কি প্রকারে আমাদের হিতসাধনে যত্নবান্ হইবে? দুঃশাসন সভাস্থলে সর্ব্বলোকসমক্ষে একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে বিবসনা করিয়া যে ক্লেশ প্রদান করিয়াছেন, পাণ্ডবগণ অদ্যাবধি তাহা বিস্মৃত হয় নাই। অতএব আপনি কোনক্রমে তাহাদিগকে সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিবেন না। দ্রৌপদী আমাদিগের নিকট অপমানিত হইয়া অবধি আমাদিগের নিধন ও পাণ্ডবগণের অর্থসিদ্ধির বাসনায় নিত্য স্থণ্ডিলে শয়ন পূর্ব্বক অতি কঠোর তপশ্চরণ করিতেছে। বাসুদেবভগিনী সুভদ্রা স্বীয় মান মানমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া দাসীর ন্যায় সর্ব্বদা তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছে। হে প্রভো! এইরূপে দ্রৌপদীর অপমান ও অভিমন্যুর নিধন নিবন্ধন পাণ্ডবপক্ষীয় সকলেরই ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া রহিয়াছে; কোনক্রমেই নির্ব্বাণ হইবে না; সুতরাং সন্ধিস্থাপন কদাচ সুসাধ্য নহে। আর দেখুন, আমি এই সসাগরা বসুন্ধরা উপভোগ করিয়া কি প্রকারে এক্ষণে পাণ্ডবদিগের অনুগ্রহে রাজ্য ভোগ করিব। পূর্ব্বে আমি মার্ত্তণ্ডের ন্যায় সমুদয় ভূপালগণের প্রতি তেজঃপ্রকাশ করিয়াছি; এক্ষণে কি প্রকারে দাসের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইব এবং চিরকাল নানাবিধ সুখভোগে কালযাপন ও ভূরি ভূরি ধন দান করিয়া এক্ষণে কি প্রকারেই বা দীন জনের সহিত দীনভাবে অবস্থান করিব।

হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে আপনি স্নেহবশতঃ যাহা কহিলেন, আমি সেই হিতকর বাক্যে অসূয়া প্রদর্শন করিতেছি না। কিন্তু এক্ষণে পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করা কদাচ বিধেয় নহে; সংগ্রাম করাই

কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। দেখুন, আমি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ব্রাহ্মণ দিগকে বিপুল দক্ষিণা দান, বেদাধ্যয়ন ও শত্রুগণের মস্তকে অবস্থান করিয়াছি। আমি সমস্ত অভিলষিত দ্রব্যই প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার ভৃত্যগণ উত্তমরূপে পরিপালিত হইতেছে। আমি দুঃখিত ব্যক্তিগণের দুঃখ নিবারণ, পররাজ্য পরাজয়, স্বরাজ্য প্রতিপালন, নানাবিধ ভোগ্য দ্রব্য উপভোগ এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিয়াছি। আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম ও পিতৃগণের ঋণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। অতএব পাণ্ডবগণের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করা আমার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। হে আচার্য্য! এই পৃথিবীতে কিছুতেই সুখ নাই। এই ধরাতলে কেবল কীর্ত্তিস্থাপন করাই লোকের কর্ত্তব্য; কিন্তু উহা সংগ্রাম ব্যতীত আর কিছুতেই হই বার সম্ভাবনা নাই। ক্ষত্রিয়গণের গৃহে মৃত্যু নিতান্ত নিন্দনীয় ও অধর্ম্ম্য। যে ক্ষত্রিয় বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অরণ্যে কিম্বা যুদ্ধে জীবন পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই মহিমা লাভ করিয়া থাকেন। আর যে ক্ষত্রিয় জরাজীর্ণকলেবর হইযা রোদনপরায়ণ জ্ঞাতিগণমধ্যে দীনভাবে বিলাপ ও অনুতাপ করত মানবলীলা সম্বরণ করেন, তিনি কোনক্রমেই পুরুষমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন না; অতএব এক্ষণে আমি বহুবিধ বিষয়োপভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া দেবলোক প্রাপ্ত হইতে বাসনা করিয়াছি। সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ, সত্য-সন্ধ, যজ্ঞানুষ্ঠায়ী, শস্ত্রাবভৃতপূত আর্য্যবৃত্ত বীর পুরুষগণ অনায়াসে স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। অপ্সরোগণ যুদ্ধসময়ে পরম কুতূহলসহকারে তাঁহাদিগকে অবলোকন করে। পিতৃগণ সমরে নিহত বীরগণকে দেব-সমাজে সৎকৃত ও অপ্সরোগণের সহিত আমোদ প্রমোদে অবস্থিত দর্শন করিয়া থাকেন। এক্ষণে সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ নিহত পিতামহ ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, মহাবীর জয়দ্রথ, কর্ণ ও দুঃশাসন প্রভৃতি মহাবীরগণের ও দেবগণের উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! দিব্যাস্ত্রবেত্তা মহীপালগণ আমার নিমিত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত, শরনিকরে ক্ষত বিক্ষত ও বিনষ্ট হইয়া শোণিতসিক্ত কলেবরে ধরাশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ সমস্ত মহাবীর ইন্দ্রসভায় গমন পূর্ব্বক সুরলোক-গমনের মার্গ প্রস্তুত করিয়াছেন। সদ্গতিলাভার্থী মহাবেগে গমনোদ্যত বীরগণে পুনর্ব্বার উহা নিতান্ত দুর্গম হইয়া উঠিবে। এক্ষণে যে সমুদয় বীরগণ আমার নিমিত্ত বিনষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন ও তাঁহাদিগের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে আমার একান্ত বাসনা

হইতেছে; কিছুতেই রাজ্যভোগে মনোনিবেশ হইতেছে না। এক্ষণে আমি যদি বয়স্য ও ভ্রাতৃগণ এবং পিতামহকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করি, তাহা হইলে আমি জনসমাজে নিশ্চয়ই নিন্দনীয় হইব। হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে আমি বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রণিপাত পূর্ব্বক রাজ্যপ্রদান করিলে,উহা কখনই আমার প্রীতিকর হইবে না। দেখুন, আমি এই সমুদয় জগৎ পরাজয় করিয়াছি; অতএব এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামকার্য্য সমাধান পূর্ব্বক স্বর্গলাভ করাই আমার শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে; কোনক্রমেই রাজ্যলাভে আমার অভিরুচি হইতেছে না।

হে অম্বিকানন্দন! ক্ষত্রিয়গণ রাজা দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বারম্বার সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা পরাজয়ের নিমিত্ত কিছুমাত্র অনুতাপ করিলেন না। প্রত্যুত তাঁহারা পরাক্রমপ্রকাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত হইলেন। অনন্তর কৌরবগণ অশ্বদিগের শ্রমাপনোদন করিয়া সমরাঙ্গনের ঈষদূন দ্বিযোজন অন্তরে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং হিমাচলের প্রস্থদেশে লোহিতবর্ণ স্রোতস্বতী সরস্বতী সন্দর্শন করিয়া উহার সলিলে অবগাহন ও সলিল পান করিলেন। হে রাজন্! ক্ষত্রিয়গণ এইরূপে কুরুরাজ দুর্য্যোধনের বাক্যে উত্তেজিত ও কালপ্রেরিত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৬।

হে রাজন্! এইরূপে মহারথ শল্য, চিত্রসেন, শকুনি, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা, সুষেণ, অরিষ্টসেন, ধৃতসেন, ও জয়ৎসেন প্রভৃতি সমরবিশারদ ভূপতিগণ সকলে মিলিত হইয়া হিমালয়প্রস্থে সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। জয়শীল পাণ্ডবগণ কর্ণকে বিনষ্ট করাতে আপনার পুত্রগণ সাতিশয় ভীত হইয়া হিমালয় পর্ব্বত ভিন্ন আর কোথাও শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া মদ্রাধিপতি শল্যের সমক্ষে রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! আপনি এক জনকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া অরাতিগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন। তাহা হইলে আমরা

সেই সেনাপতিকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া সংগ্রামে শত্রুদিগকে পরাভূত করিব। ঐ সময় মহাবীর দুর্য্যোধন রথ হইতে অবতীর্ণ না হইয়াই সর্ব্বযুদ্ধবিশারদ প্রচ্ছন্নমস্তক কম্বুগ্রীব মহারথ অশ্বত্থামার নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাবীর দ্রোণাত্মজের নয়নযুগল বিকসিত পদ্ম-পত্রের ন্যায়, আস্যদেশ ব্যাঘ্রের ন্যায়, কলেবর মেরুপর্ব্বতের ন্যায় এবং স্কন্ধ, নেত্র, গতি ও কণ্ঠস্বর মহাদেবের বৃষভের ন্যায়। তাঁহার ভুজযুগল পুষ্ট ও আয়ত এবং বক্ষঃস্থল সুদৃঢ় ও বিশাল। তিনি গরুড় ও পবনের ন্যায় বল ও বেগশালী এবং তেজে সূর্য্য, বুদ্ধিতে শুক্রাচার্য্য ও রূপে শশধর সদৃশ। তাঁহার ঊরুদেশ, কটিদেশ ও জঙ্ঘা অতি সুবৃত্ত। পাদ, অঙ্গুলি ও নখর অতি মনোরম। বোধ হয় যেন, বিধাতা গুণসমূহ বারম্বার স্মরণ করিয়া পরম যত্নসহকারে তাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহার কিছু-মাত্র অঙ্গবৈলক্ষণ্য নাই। তিনি সর্ব্বকার্য্যে নিপুণ এবং বিদ্যার সাগর। তিনি বলপূর্ব্বক শত্রুদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন; কিন্তু শত্রুগণ কোনক্রমেই তাঁহাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। তিনি দশ অঙ্গ ও চতুষ্পাদ যুক্ত অস্ত্রবিদ্যা এবং চারি বেদ, উপবেদ ও আখ্যান বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন। অযোনিজ মহাতপা আচার্য্য দ্রোণ অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়া রুদ্রদেবের আরাধনা করত অযোনিজার গর্ভে তাঁহার উৎপত্তিসাধন করিয়াছেন। তিনি অদ্ভুতকর্ম্মা ও অমানুষিক রূপ সম্পন্ন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন সেই শত্রুনিপাতন দ্রোণতনয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে আচার্য্যপুত্র! এক্ষণে আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর অন্য কোন গতি নাই, অতএব কাহারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিব, অনুমতি করুন।

মহাবলশালী দ্রোণতনয় দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! মদ্ররাজ শল্য বলবীর্য্য, শ্রী ও যশ প্রভৃতি অশেষ গুণ সম্পন্ন এবং সৎবংশোদ্ভব; অতএব ঐ কার্ত্তিকেয়সদৃশ প্রভাবশালী মহাবীরই আমাদিগের সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন। ঐ কৃতজ্ঞ মহামতি স্বীয় ভাগিনেয়দিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাদিগের নিকট উপ-স্থিত হইয়াছেন। সুরগণ ষড়াননকে সেনাপতি করিয়া যেরূপ জয় লাভ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমরাও ইহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া জয় লাভ করিতে সমর্থ হইব।

হে নরনাথ! আচার্য্যপুত্র অশ্বত্থামা এই কথা কহিলে, যোধগণ মদ্রাধিপতিকে পরিবেষ্টন করিয়া জয়ধ্বনি করত সংগ্রামার্থ সমুৎসুক

হইলেন। তখন মহারাজ দুর্য্যোধন রথ হইতে ধরাতলে অবতরণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে ভীষ্ম দ্রোণ সদৃশ যুদ্ধবিশারদ রথস্থ মহাবলশালী মদ্ররাজকে কহিলেন, হে মিত্রবৎসল! যে সময় বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ মিত্র ও অমিত্রের পরীক্ষা করিয়া থাকেন, এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি আমাদিগের বন্ধু; অতএব এক্ষণে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হউন। আপনি রণস্থলে অবতীর্ণ হইলে, পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ অমাত্যদিগের সহিত সংগ্রামে নিরুৎসাহ হইবে।

মদ্রাধিপতি কহিলেন, হে কুরুরাজ! তুমি আমাকে যাহা আদেশ করিতেছ, আমি তাহাই করিব। আমার রাজ্য, ধন, জীবন প্রভৃতি যে কিছু আছে, সেই সমস্তই তোমার হিতসাধনার্থ নিবেশিত হইবে। সেই সময় দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মাতুল! আমি আপনাকে সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করিতেছি। ষড়ানন যেরূপ রণস্থলে সুরগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ আমাদিগের রক্ষায় প্রবৃত্ত হউন এবং ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যেরূপ দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, আপনিও সেইরূপ অরাতিগণকে সংহার করুন।

সপ্তম অধ্যায়। ৭।

হে রাজন্! মহাপ্রতাপশালী মদ্রাধিপতি শল্য রাজা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে কুরুরাজ! আমি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। তুমি অর্জ্জুন ও কেশবকে রথিপ্রধান বোধ কর; কিন্তু উঁহারা আমার সদৃশ বাহুবীর্য্যসম্পন্ন নহে। পাণ্ডবগণের কথা কি বলিব, দেবাসুর মনুষ্য [illegible] পৃথিবী সংগ্রামার্থ সমুদ্যত হইলেও আমি একাকী রোষা[illegible] অক্লেশে উঁহার বিপক্ষে সংগ্রাম করিতে পারি। এক্ষণে আমি [illegible] সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া অরাতিগণের একান্ত দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা এবং সমাগত সমুদয় সোমক ও পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিব, সন্দেহ নাই।

হে রাজন্! কুরুরাজ দুর্য্যোধন শল্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে তাঁহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। সেই সময় বীরগণ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন

এবং সৈন্যগণমধ্যে নানাবিধ বাদিত্র বাদিত হইতে লাগিল। মহারথ মদ্রকগণ ও অন্যান্য বীরগণ হৃষ্টান্তঃকরণে সেনাপতি মদ্ররাজের সন্তোষ সাধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! আপনি দীর্ঘজীবী হউন। সমাগত অরাতিগণ আপনার নিকট পরাজিত হউক এবং মহাবলশালী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ-আপনার ভুজবলে শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়া সমুদয় ধরিত্রী শাসন করুন। মর্ত্ত্য ধর্ম্মাবলম্বী সোমক ও সৃঞ্জয়গণের কথা কি বলিব, আপনি সংগ্রামে সুরাসুরদিগকেও পরাজয় করিতে অসমর্থ নহেন।

হে রাজন্! মদ্ররাজ শল্য বীরগণ কর্তৃক এইরূপে সংস্তুত হইয়া দুর্ব্বলের নিতান্ত দুর্ল্লভ হর্ষ লাভ করত দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে মহারাজ! আজি হয় আমি পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণকে সংহার করিব, না হয়, স্বয়ং তাহাদিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়া দেবলোকে গমন করিব। আজি সকলে সমরাঙ্গনে আমাকে নিতান্ত নির্ভীকের ন্যায় পর্য্যটন করিতে অবলোকন করুক। পাণ্ডব, পাঞ্চাল, চেদি, সিন্ধু, চারণ ও প্রভদ্রকগণ এবং বাসুদেব, সাত্যকি, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী আমার অতুল পরাক্রম, বাহুবীর্য্য, হস্তলাঘব, অস্ত্র সম্পত্তি ও শরাসনবল নিরীক্ষণ করুন এবং পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ আমার পরাক্রম সন্দর্শন পূর্ব্বক প্রতীকার করিবার মানসে বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউক। হে কুরুরাজ! আজি আমি তোমার হিতকার্য্য সংসাধন করিবার বাসনায় দ্রোণ, ভীষ্ম ও কর্ণ অপেক্ষা সমধিক বলবীর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে বিচরণ করিব।

হে মহারাজ! আপনার পুত্র রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে মদ্রাধিপতি শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিলে, সকলেরই সূতপুত্র নিধন-জনিত দুঃখ অপনীত হইল। সৈন্যগণ একান্ত পুলকিত হইয়া পাণ্ডবগণকে মদ্ররাজ শল্যের বশবর্ত্তী ও নিহত বলিয়া বিবেচনা করিল এবং পরম সুখ সচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করত সেই যামিনী অতিবাহিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্থিরচিত্ত হইল।

হে রাজন্! এ দিকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌরবপক্ষীয় সৈন্যদিগের ঐ কোলাহল-ধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়গণের সমক্ষে বাসুদেবকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! রাজা দুর্য্যোধন ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তুমিও আমাদিগের সেনাপতি ও রক্ষাকর্ত্তা; এক্ষণে বিবেচনা পূর্ব্বক যাহা কর্ত্তব্য হয়, স্থির কর।

তখন মহাত্মা বাসুদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি মহামতি

মদ্রাধিপতিকে বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। ঐ বীর বহুল বলবীর্য্যশালী, মহাতেজা, বিচিত্র যোদ্ধা ও ক্ষিপ্রহস্ত। আমার বোধ হয়, উনি মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও সূতপুত্রের তুল্য বা তাঁহাদের অপেক্ষা সমধিক সংগ্রাম-বিশারদ। উহাঁর সদৃশ যোদ্ধা আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। উনি শিখণ্ডী, ধনঞ্জয়, বৃকোদর, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অপেক্ষা অধিক বলবীর্য্যশালী এবং মাতঙ্গ ও কেশরীর ন্যায় পরাক্রান্ত। উনি সংগ্রামসময়ে নির্ভয়চিত্তে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় রণস্থলে সঞ্চরণ করিবেন। হে ধর্ম্মরাজ! আজি এই ত্রিলোকমধ্যে আপনি ভিন্ন উহাঁর সহিত সংগ্রাম বা উহাঁকে সংহার করিতে সমর্থ হয়, এরূপ আর কাহাকেও দেখিতেছি না। হে রাজন্! মদ্ররাজ দিন দিন আপনার বল সকল বিক্ষোভিত করিতেছেন; অতএব দেবরাজ যেরূপ শম্বরাসুর ও নমুচিরে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আপনি উহাঁকে সংহার করুন। রাজা দুর্য্যোধন উহাঁকে অজেয় বিবেচনা করিয়া সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঐ মহাবীর বিনষ্ট হইলে, কৌরবপক্ষীয় সমুদয় সৈন্য নিহত ও আপনার জয়শ্রী লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! মদ্রাধিপতিকে মাতুল বলিয়া দয়া করিবার প্রয়োজন নাই। আপনি ক্ষত্রধর্ম্মানুসারে উহাঁর প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক উহাঁকে সংহার করুন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণরূপ মহাসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে শল্যরূপ গোষ্পদে নিমগ্ন হইবেন না। আপনার যে তপোবল ও ক্ষাত্র বীর্য্য আছে, এক্ষণে রণস্থলে সেই সমস্ত প্রদর্শন করুন।

হে রাজন্! শত্রুনিসূদন হৃষীকেশ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণের নিকট সম্মানিত হইয়া স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন। সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও স্বীয় ভ্রাতৃগণ এবং পাঞ্চাল ও সোমকদিগকে বিশ্রাম করিতে বিদায় দিয়া অপেতশল্য কুঞ্জরের ন্যায় সুখে শয়ন করত নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণ কর্ণের সংহারে মহা আনন্দিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণও কর্ণের নিধনে জয়লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে সেই শর্ব্বরী অতিবাহিত করিল।

অষ্টম অধ্যায়। ৮।

হে নরনাথ! শর্ব্বরী প্রভাত হইলে, কুরুরাজ দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্য-

দিগকে বর্ম্ম ধারণ করিতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ রাজার আদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ সত্বরে রথে অশ্ব সংযোজিত করিল; কেহ কেহ মহাবেগে ধাবমান হইল; কেহ কেহ মাতঙ্গগণকে সুসজ্জিত করিতে লাগিল এবং সহস্র সহস্র লোক রথ সমুদায়ে আস্তরণ বিস্তীর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সময় সৈন্য ও বীরগণের সংগ্রামোৎসাহ উদ্দীপন করিবার নিমিত্ত বিবিধ বাদ্যধ্বনি হইতে লাগিল।

অনন্তর মহারথগণ সৈন্যদিগকে সন্নদ্ধকবচ অবলোকন করিয়া তাহাদিগকে বিভক্ত ও পৃথক্ পৃথক্ অবস্থাপিত করিলেন। মদ্ররাজ শল্য সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলেন। তখন মহারথ কৃপ, কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা, শল্য, ও শকুনি এবং অন্যান্য ভূপালগণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সহিত সমবেত হইয়া এই নিয়ম সংস্থাপন করিলেন যে, এক ব্যক্তি কখনই পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে না; যে একাকী পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে এবং যে ব্যক্তি কোন পাণ্ডবকে সংগ্রাম করিতে দেখিয়া পরিত্যাগ করিবে, তাহাকে পঞ্চপাতক ও উপপাতকে লিপ্ত হইতে হইবে। আর আমরা সকলে সমবেত হইয়া পরস্পরের রক্ষায় যত্নবান্ হইয়া সংগ্রাম করিব। হে রাজন্! কৌরবপক্ষীয় বীরগণ এই রূপ নিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক মদ্রাধিপতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অবিলম্বে অরাতিগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। ঐ সময় পাণ্ডবগণও ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া সেই ক্ষুব্ধ মহাসমুদ্রের ন্যায় ঘোরতর কোলাহল সম্পন্ন রথকুঞ্জরবহুল সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সংগ্রাম করিবার মানসে চারি দিক্ হইতে কৌরবগণের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর দ্রোণ, ভীষ্ম ও কর্ণ ইহাদিগের নিধন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি; এক্ষণে মদ্রেশ্বর শল্য ও আমার পুত্র দুর্য্যোধনের বিনাশ-বৃত্তান্ত বর্ণন কর। মহাবল পরাক্রান্ত মদ্রাধিপতি শল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের হস্তে এবং আমার পুত্র দুর্য্যোধন বৃকোদরের হস্তে কি প্রকারে বিনষ্ট হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি মনুষ্য, অশ্ব ও করি-নিকর-ক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, আপনি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। হে কুরুরাজ! দ্রোণ, ভীষ্ম ও কর্ণ নিপাতিত হইলেও ঐ সময় আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে এই বলবতী আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, মদ্রাধিপতি শল্য অক্লেশে সংগ্রামে পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিবেন। রাজা

দুর্য্যোধন সেই আশায় আশ্বাসিত হইয়া মদ্রেশ্বর শল্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক আপনাকে সনাথ বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! যখন মহাবীর কর্ণ বিনষ্ট হইলেন, তখন পাণ্ডবগণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঐ ভীষণ শব্দ শ্রবণে আপনার পুত্রগণের অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইল; তখন মদ্রাধিপতি শল্য তাঁহাদিগকে আশ্বাসিত করিয়া অতি সমৃদ্ধ সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ রচনা করিলেন এবং স্বয়ং এক সুসজ্জিত রথে সমারূঢ় হইয়া ভারসহ বেগগামী শরাসনে নিরন্তর টঙ্কার প্রদান করত পাণ্ডবগণের প্রতি গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সারথি রথারোহণ পূর্ব্বক রথের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিল। প্রবলপ্রতাপ বর্ম্মধারী মদ্ররাজ শল্য আপনার পুত্রগণের ভয় অপনোদন করিয়া মদ্রদেশীয় বীরগণ ও নিতান্ত দুর্জ্জয় কর্ণপুত্রদিগের সহিত ব্যূহের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ পরিরক্ষিত রাজা দুর্য্যোধন ব্যূহের মধ্যদেশে, ত্রিগর্ত্তগণ-পরিবৃত কৃতবর্ম্মা উহার বাম পার্শ্বে, শক ও যবন পরিবেষ্টিত কৃপাচার্য্য দক্ষিণ পার্শ্বে এবং কাম্বোজগণ-সমবেত মহাবীর অশ্বত্থামা উহার পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত হইলেন। মহাবীর শকুনি ও কৈতব্য অশ্বসৈন্যে পরিবৃত হইয়া প্রভূত সৈন্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডবদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

হে রাজন্! সেই সময় পাণ্ডবগণও ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া আপনার সৈন্যগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি মহারথ শল্যের সৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির জিঘাংসাপরবশ হইয়া স্বীয় সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে মহাবীর শল্যের প্রতি, প্রবলপ্রতাপ ধনঞ্জয় কৃতবর্ম্মা ও সংশপ্তকগণের প্রতি, মহাবীর ভীমসেন ও সোমকগণ শত্রুদিগকে সংহার করিবার মানসে কৃপাচার্য্যের প্রতি এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া মহারথ শকুনি ও উলূকের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ কৌরবদিগের আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলে, কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ বহুবিধ আয়ুধ গ্রহণ করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম, দ্রোণ ও সূতপুত্রের বিনাশানন্তর অল্পাবশিষ্ট কৌরব ও রোষপরায়ণ মহাবলশালী পাণ্ডবদিগের কি পরিমাণে সৈন্য অবশিষ্ট ছিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! যে প্রকারে কৌরবগণের সহিত পাণ্ডব-

গণের সংগ্রাম হইল এবং যে পরিমাণে সৈন্য অবশিষ্ট ছিল, তাহা সমুদায়ই বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কৌরবসৈন্য মধ্যে একাদশ সহস্র রথ, দশ সহস্র সাত শত গজ, দুই লক্ষ অশ্ব ও তিন কোটী পদাতি এবং পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে ছয় সহস্র গজ, দশ সহস্র অশ্ব ও এক কোটি পদাতি অবশিষ্ট ছিল। কৌরবপক্ষীয় সেই সমুদয় সৈন্য মদ্ররাজ শল্যের অনুমতানুসারে রীতিমত বিভক্ত ও জয়লাভার্থী হইয়া রোষভরে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। তখন জয়োল্লসিত যশস্বী মহাবলশালী পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণও কৌরবসৈন্যদিগের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! সেই প্রভাত সময়ে কৌরব ও পাণ্ডবগণ এইরূপে পরস্পর জিঘাংসাপরবশ হইয়া ধাবমান হইলে, উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল।

নবম অধ্যায়। ৯।

হে নরেন্দ্র! এইরূপে উভয় পক্ষে সুরাসুরসংগ্রামসদৃশ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, সহস্র সহস্র পরাক্রান্ত তুরঙ্গ, মাতঙ্গ, রথ ও পদাতি পরস্পর মিলিত হইতে লাগিল। ধাবমান ভীষণমূর্ত্তি করিযুথের বৃংহিতধ্বনি প্রাবৃট্‌কালীন জলদজালের গভীর গর্জ্জনের ন্যায় শ্রুতিগোচর হইল। কোন কোন রথী ধাবমান মদোন্মত্ত মাতঙ্গগণের আঘাতে রথের সহিত ধরাতলে পতিত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অশ্বগণ ও পাদরক্ষকসকল সুশিক্ষিত রথিগণের শরপ্রহারে পরলোকে গমন করিতে লাগিল। সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সমুদায় মহারথগণকে পরিবেষ্টন করিয়া প্রাস, শক্তি ও ঋষ্টি দ্বারা সমাহত করত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া মহারথগণকে পরিবেষ্টন করত এক এক জনকে যমরাজসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। মহারথ সকল ধাবমান মাতঙ্গকে পরিবেষ্টন করিয়া সংহার করিলেন। মাতঙ্গগণও রোষাবিষ্ট অসংখ্য শরবর্ষী রথিবরকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সংহার করিতে লাগিল। হস্ত্যারোহী হস্ত্যারোহীকে ও রথী রথীকে আক্রমণ পূর্ব্বক শক্তি, তোমর ও নারাচ দ্বারা বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল। হস্তী, অশ্ব ও রথ সমুদায় পদাতিগণকে বিমর্দ্দিত করাতে রণভূমি অতি সমাকুল হইয়া উঠিল। চামর

বিরাজিত তুরঙ্গমগণ হিমালয়প্রস্থস্থিত হংসসমূহের ন্যায় ধাবমান হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, উহারা বসুমতী গ্রাস করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। বসুন্ধরা সেই সমুদায় তুরঙ্গমগণের পাদপ্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া নখচিহ্নাঙ্কিত কামিনীর ন্যায় শোভমান হইল এবং নির্ঘাতশব্দের ন্যায় অশ্বগণের খুরশব্দ, রথচক্রের ঘর্ঘর রব, পদাতিগণের কোলাহল, হস্তিগণের বৃংহিতধ্বনি, শঙ্খের নিস্বন ও বাদিত্র সমূহের নানাবিধ নির্ঘোষে নিনাদিত হইতে লাগিল। তৎকালে শরাসনের ভীষণ নির্ঘোষ ও দেদীপ্যমান নিস্ত্রিংশ ও কবচের প্রভাপ্রভাবে আর কিছুই পরিজ্ঞাত হইল না। করিকরোপম ছিন্ন বাহু সমুদায় কখন উদ্বেষ্টন ও কখন বিচেষ্টন করিতে লাগিল। পরিপক্ক তাল ফল পতিত হইলে, যেরূপ শব্দ হইয়া থাকে, শূরগণের মস্তক পতনেও তদ্রূপ শব্দ সমুত্থিত হইতে আরম্ভ হইল। হে রাজন্! বসুমতী চতুর্দ্দিকে নিপতিত রুধিরার্দ্র মস্তক সমূহ দ্বারা যেন পুণ্ডরীকনিকরে শোভমান হইতে লাগিল এবং ইতস্ততঃ সমাকীর্ণ গতসত্ত্ব উদ্বৃত্তনেত্র উত্তমাঙ্গ দ্বারা শরৎকালীন সুবর্ণবর্ণ নলিননিবহে সমাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ হইল। মহামূল্য কেয়ূরসমলঙ্কৃত চন্দনচর্চ্চিত বাহু সকল শক্রধ্বজের ন্যায় ধরাতলে শোভা পাইতে লাগিল। সমরভূমি নরেন্দ্রগণের হস্তিহস্তোপম নিকৃত্ত ঊরুনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং শত শত কবন্ধে সংকীর্ণ ও ভূরি ভূরি ছত্র চামরে সঙ্কুল হইয়া কুসুমবিরাজিত কাননের ন্যায় শোভমান হইল। যোধগণ রক্তাক্ত কলেবরে ও নির্ভয়ে বিচরণ করত পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। করিযূথ শর ও তোমরের আঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া বায়ুসঞ্চালিত জলধরপটলের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন ও বেগে প্রধাবিত এবং যুগক্ষয়কালীন বজ্রবিদীর্ণ অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। সাদিগণের সহিত নিপতিত অশ্বগণের পর্ব্বতাকার স্তূপ সকল চতুর্দ্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন বীরগণের হর্ষজনন ও ভীরুজনের ভয়বর্দ্ধন শোণিতনদী সমরাঙ্গনে প্রবাহিত হইল। শোণিত উহার জল; রথ সমুদায় আবর্ত্ত, ধ্বজ, পতকা সকল বৃক্ষ ও অস্থিনিচয় কর্কর; ভুজনিকর কুম্ভীর; কার্ম্মুক সমুদায় স্রোত; হস্তী সকল শৈল; অশ্ব সমূহ প্রস্তর; মেদ ও মজ্জা কর্দ্দম; ছত্র সমুদায় হংস; গদা সকল উড়ুপ ও চক্র সমুদায় চক্রবাকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। উহা কবচ, উষ্ণীষ, ত্রিবেণু ও দণ্ড দ্বারা সমাকীর্ণ হইল। পবিধ সদৃশ বাহুসম্পন্ন বীরগণ বাহনরূপ নৌকা

দ্বারা সেই যমলোকাভিমুখে প্রবাহমান ভয়ঙ্কর শোণিততরঙ্গিণী উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন।

হে রাজন্! এই রূপে সেই চতুরঙ্গ বলবিনাশন সুরাসুরযুদ্ধতুল্য ঘোরতর সংগ্রাম প্রবর্ত্তিত হইলে, কোন কোন বীর নিতান্ত ভীত হইয়া সুহৃদ্গণকে আহ্বান করিতে লাগিল। সুহৃদ্গণ তাঁহাদিগকে নিতান্ত ভীত দেখিয়া চীৎকার করত নিবৃত্ত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবলশালী অর্জ্জুন ও বৃকোদর স্বীয় বলবীর্য্যপ্রভাবে শত্রুগণকে বিমোহিত করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! তখন যোষিদ্গণ যেরূপ মদভরে হতজ্ঞান হয়, তদ্রূপ আপনার পক্ষীয় সৈন্যগণ ভীমার্জ্জুনপ্রভাবে জ্ঞানশূন্য হইল।

হে রাজন্! এই রূপে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ও অর্জ্জুন শত্রুসৈন্যগণকে বিমোহিত করিয়া শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী সেই মহানাদ শ্রবণ করিবামাত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মদ্ররাজ শল্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! বীর পুরুষ সমুদায় মদ্ররাজের সম্মুখাগত ও বিভক্ত হইয়া যে প্রকার সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, তদ্দর্শনে আমরা সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অনন্তর রণমত্ত শিক্ষিতাস্ত্র নকুল ও সহদেব আপনার সৈন্যগণকে জয় করিবার অভিলাষে সত্বরে ধাবমান হইলেন। আপনার সৈন্য সকল পাণ্ডবগণের শরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া ভবদীয় পুত্রগণের সাক্ষাতেই দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে ভারত! তৎকালে আপনার যোধগণের মধ্যে সুমহান্ হাহাকার ধ্বনি এবং মহাত্মা পাণ্ডবগণের মধ্যে "স্থির হও, স্থির হও" এই শব্দ সমুত্থিত হইল। তখন ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে যাহারা পরস্পর সমরে জয়লাভের বাসনা করিতেছিল, সেই সকল সৈনিক পুরুষ পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অনেক যোদ্ধা প্রিয়তম পুত্র, ভ্রাতা, পিতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, সম্বন্ধী ও বান্ধবগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মত্রাণার্থ অশ্ব ও মাতঙ্গগণকে মহাবেগে সঞ্চালন করত ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন।

দশম অধ্যায়। ১০।

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! তখন মহাপ্রতাপশালী মদ্ররাজ শল্য কৌরবসৈন্য-গণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সারথিকে কহিলেন, হে সারথে! শ্বেত ছত্রবিরাজিত পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি আমার মনোমারুতগামী অশ্বগণকে সঞ্চালন করত শীঘ্র আমারে তথায় লইয়া চল। আমি তোমারে স্বীয় বলবীর্য্য প্রদর্শন করিব। আজি রণস্থলে পাণ্ডবেরা কোনক্রমেই আমার সম্মুখে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে না। তখন শল্যের সারথি তাঁহার আদেশানুসারে সত্যসন্ধ রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে রথ সঞ্চালন করিতে লাগিল। সেই সময় মহাবলশালী মদ্ররাজ শল্য বেলাভূমি যেরূপ উদ্ধৃত সাগরের মহাবেগ নিবারণ করে, তদ্রূপ একাকীই সেই সহসা সমাগত পাণ্ডবসৈন্যগণের বেগ নিবারণ করিলেন। তখন সমুদ্রবেগ যেরূপ পর্ব্বতে সংলগ্ন হইবামাত্র প্রতিহত হয়, তদ্রূপ পাণ্ডবসৈন্যগণ শল্যের সন্নিহিত হইবামাত্র নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। কৌরবগণ মদ্ররাজকে যুদ্ধার্থ সমরাঙ্গনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া যথাক্রমে প্রাণপণে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে মহারাজ! তখন উভয় পক্ষে শোণিতবর্ষী ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রণমত্ত মহাবীর নকুল চিত্রসেনের সহিত ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন সেই বিচিত্র শরাসনধারী বীরযুগল দক্ষিণ ও উত্তর দিকৃস্থিত জলবর্ষী জলধরযুগলের ন্যায় পরস্পরের উপর অনবরত শরসলিল সেচন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদের উভয়ের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ দৃষ্ট হইল না। অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ রথচর্য্যানি-পুণ সেই দুই বীর পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ ও বধসাধনে যত্নবান্ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কর্ণাত্মজ চিত্রসেন সুশাণিত ভল্লাস্ত্রে নকুলের কার্ম্মুকের মুষ্টিদেশ ছেদন পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরে অশ্বগণকে নিহত এবং তিন তিন বাণে ধ্বজ ও সারথিকে নিপাতিত করিয়া তাঁহার ললাটে সুবর্ণপুঙ্খ তিন বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মাদ্রীর তনয় নকুল শত্রুনির্ম্মুক্ত বাণত্রয়ে ললাটে বিদ্ধ হইয়া ত্রিশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন এবং সত্বরে খড়্গ ও বর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সিংহ যেমন শৈলশৃঙ্গ হইতে অবতীর্ণ হয়, তদ্রূপ রথ হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। মহাবলশালী চিত্রসেন নকুলকে পদব্রজে আগমন

করিতে দেখিয়া ভূরি ভূরি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন বিচিত্র যোদ্ধা অমিতপরাক্রম নকুল চর্ম্মদ্বারা সেই সকল শর নিবারণ করিয়া সমুদায় সৈন্যের সাক্ষাতে চিত্রসেনের রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার কুণ্ডল মুকুটপরিশোভিত, সুন্দর নাসিকাসমন্বিত, আয়ত নয়ন সম্পন্ন মস্তক ছেদন করিলেন। দিবাকরসন্নিভ মহাবীর চিত্রসেন নকুলের অসিপ্রহারে ছিন্নমস্তক হইয়া রথোপস্থে নিপতিত হইলেন। পাণ্ডব-পক্ষীয় মহারথগণ চিত্রসেনকে নিহত দেখিয়া নকুলকে ভূরি ভূরি সাধুবাদ প্রদান করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! অনন্তর কর্ণনন্দন মহারথ সুষেণ ও সত্যসেন স্বীয় ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া বিবিধ শরনিকর নিক্ষেপ করত মহারণ্যে ব্যাঘ্রদ্বয় যেরূপ মাতঙ্গের নিধনাভিলাষে ধাবমান হয়, তদ্রূপ নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং জলধরদ্বয় যেরূপ জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ মাদ্রীনন্দনের প্রতি শর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডুনন্দন নকুল সর্ব্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়াও হৃষ্টচিত্তে রথারোহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া রোষাবিষ্ট অন্তকের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কর্ণপুত্রদ্বয় সন্নতপর্ব্ব সায়কনিচয়ে নকুলের রথ খণ্ড খণ্ড করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে মাদ্রীপুত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া চারি সুশাণিত শরে সত্যসেনের অশ্বচতুষ্টয়কে নিপাতিত ও সুবর্ণপুঙ্খ শিলাশিত নারাচে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর সত্যসেন অন্য এক রথে আরোহণ ও অপর কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক সুষেণকে সমভিব্যাহারে লইয়া নকুলের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রবলপ্রতাপ নকুল তদ্দর্শনে অসম্ভ্রান্ত চিত্তে দুই দুই বাণে সেই বীরদ্বয়কে বিদ্ধ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর সুষেণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া হাস্য করত ক্ষুরপ্রাস্ত্র দ্বারা মাদ্রীতনয়ের কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবীর নকুল একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পাঁচ বাণে সুষেণকে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার ধ্বজদণ্ড খণ্ডখণ্ড করিলেন এবং বল প্রকাশ পূর্ব্বক সত্যসেনের কার্ম্মুক ও হস্তাবাপ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই কোলাহল করিয়া উঠিল। অনন্তর মহাবীর সত্যসেন অরাতিবিনাশন ভারসাধন অন্য এক কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া মাদ্রীনন্দনকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর নকুল সেই সত্যসেননিক্ষিপ্ত শর-নিকর নিবারণ করিয়া দুই দুই শরে তাঁহাকে ও তাঁহার ভ্রাতা সুষেণকে

বিদ্ধ করিলেন। মহাবলশালী কর্ণতনয়দ্বয় তদ্দর্শনে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া সরলগামী সায়কনিকরে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া শাণিত শরে তাঁহার সারথিরে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রবলপ্রতাপ লঘু-হস্ত সত্যসেন দুই শরে মাদ্রীতনয়ের রথেষা ও কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহাবলশালী নকুল সুবর্ণদণ্ডবিভূষিত অকুণ্ঠিতাগ্র তৈলধৌত নির্ম্মল লেলিহান মহাবিষ নাগকন্যা সদৃশ এক ভয়ঙ্কর রথ-শক্তি গ্রহণ ও পরামর্ষণ পূর্ব্বক সত্যসেনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। ঐ ভীষণ শক্তি মাদ্রীসুতের হস্ত হইতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র সত্যসেনের হৃদয়স্থল শতধা বিদীর্ণ করিল। তখন সত্যসেন গতাসু ও বিচেতন হইয়া রথ হইতে নিপতিত হইলেন।

মহাবীর সুষেণ স্বীয় ভ্রাতা সত্যসেনকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে নকুলের প্রতি অনবরত শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং চারি শরে তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়, পাঁচ শরে ধ্বজ ও তিন শরে সারথিকে ছেদন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন দ্রৌপদীনন্দন সুতসোম স্বীয় পিতা নকুলকে বিরথ অবলোকন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন। তখন মহাবীর মাদ্রীতনয় সুতসোমের রথে আরোহণ করিয়া শৈলশৃঙ্গস্থিত সিংহের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং সত্বরে অন্য এক কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক সুষেণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন ঐ মহারথ-দ্বয় পরস্পরের প্রতি শর বর্ষণ করত পরস্পরকে সংহার করিবার নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান্ হইলেন।

অনন্তর মহাবীর সুষেণ রোষপরবশ হইয়া তিন শরে নকুলকে এবং বিংশতি শরে সুতসোমের বাহুদ্বয় ও হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর মাদ্রীতনয় ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া শরজালে সুষেণের চারি দিক্ সমাবৃত করিলেন এবং অবিলম্বে এক তীক্ষ্ণধার অর্দ্ধচন্দ্র শর গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে নিক্ষেপ করত সমুদায় সৈন্যের সাক্ষাতে সুষেণের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। মহা-বল কর্ণপুত্র নকুলশরে নিহত হইয়া নদীবেগভগ্ন তীরস্থ জীর্ণ তরুর ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

হে মহারাজ! তখন কৌরবসৈন্যগণ মহাবীর সুষেণের নিধন ও নকুলের পরাক্রম দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া দশদিকে ধাবমান হইল। সেনাপতি শল্য তদ্দর্শনে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া নির্ভয়চিত্তে সমরা-

ঙ্গনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ প্রতাপবান্ শল্য কর্ত্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ ও কার্ম্মুকধ্বনি করত হৃষ্টচিত্তে অরাতিগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অনেকে মদ্ররাজ শল্যকে পরিবেষ্টন করত যুদ্ধার্থী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবল সাত্যকি, বৃকোদর ও মাদ্রীপুত্রদ্বয় লজ্জাবান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্ত্তী করিয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ ও শরশব্দ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর উভয়পক্ষীয় বীরগণের ভীরুজনভয়াবহ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন দেবাসুর সংগ্রাম সদৃশ ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বানরধ্বজ অর্জ্জুন সংশপ্তকগণকে বিনাশ করিয়া কৌরবসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণও ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সুশাণিত শরনিকর বিসর্জ্জন করিতে করিতে শত্রুসৈন্যের প্রতি দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবসেনা সকল পাণ্ডবগণের শরাঘাতে সাতিশয় বিমোহিত হইয়া গেল। তৎকালে তাহাদিগের কিছুমাত্র দিক্ বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। তখন মহারথ পাণ্ডবগণ তাহাদিগকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া অসংখ্য বীরগণকে সংহার করিলেন। এদিকে আপনার পুত্রগণও অসংখ্য পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই উভয়পক্ষীয় সৈন্য সকল নিহন্যমান ও সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া প্রাবৃট্কালীন সরিদ্দ্বয়ের ন্যায় সাতিশয় ব্যাকুলিত হইলে, কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিল।

—০*০—

একাদশ অধ্যায়! ১১।

হে নরনাথ! এইরূপে সেই প্রাতঃকালে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমাকীর্ণ, চতুরঙ্গিণী সেনা সমাকুল, যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন, ভীরুজনের ভয়াবহ, বীরগণের হর্ষবর্দ্ধন ঘোরতর রণস্থলে উভয়পক্ষীয় বীরগণ পরস্পরের নিধন বাসনায় সুশাণিত শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সৈন্যগণ নিতান্ত ক্লান্ত ও ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। মাতঙ্গদল চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল এবং অশ্ব সকল কোলাহলপ্রবৃত্ত পদাতিসৈন্যমধ্যে ধাবমান হইল। তখন লব্ধলক্ষ্য পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ মহাত্মা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া জীবিতাশা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম

করিতে লাগিলেন। মহাবলশালী পাণ্ডবগণের পরাক্রমপ্রভাবে সেই কৌরবসেনা অনলসমাকুলা মৃগীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন হইল। মদ্ররাজ শল্য তাহাদিগকে পঙ্কনিমগ্ন দুর্ব্বল গাভীর ন্যায় নিতান্ত অবসন্ন দেখিয়া তাহাদিগের উদ্ধার বাসনায় উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন প্রবল পরাক্রমশালী পাণ্ডবগণও সুতীক্ষ্ণ সায়কনিচয়ে শল্যকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবল শল্য ক্রোধপরবশ হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাতেই নিশিত শরসমূহে তাঁহার সৈন্যগণকে প্রপীড়িত করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! সেই সময় যুদ্ধস্থলে নানাবিধ দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। ধরাধরসম্বলিত ধরিত্রী বিকম্পিত হইয়া উঠিল; প্রজ্বলিত উল্কা সকল দণ্ড ও শূল সমূহের সহিত একত্র হইয়া সূর্য্যমণ্ডল তিরোহিত করত আকাশ হইতে ভূমিতলে নিপতিত হইতে লাগিল। অসংখ্য মৃগ, মহিষ ও পক্ষিগণ কৌরববাহিনীকে অনেকবার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ করিল। শুক্র, মঙ্গল ও বুধ গ্রহ পাণ্ডবগণের পশ্চাদ্ভাগে ও অন্যান্য ভূপালগণের সম্মুখে সমবস্থিত হইলেন। শস্ত্র সমুদায়ের অগ্রভাগ হইতে দৃষ্টিপ্রতিঘাতিনী প্রভা বিনির্গত হইতে আরম্ভ হইল। বায়স ও উলুক সকল যোধগণের মস্তকে ও রথধ্বজে উপবেশন করিতে লাগিল।

অনন্তর উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মহাবলশালী কৌরবগণ অসংখ্য সৈন্যে সমাবৃত হইয়া পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন মদ্রাধিপতি শল্য বারিধারাবর্ষী বাসবের ন্যায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি নিরন্তর শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক বৃকোদর, নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদেয়গণকে হেমপুঙ্খ শিলাশাণিত দশ শরে বিদ্ধ করিয়া শরজালে সমরস্থল সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। সহস্র সহস্র সোমক ও প্রভদ্রক শল্যের শরনিকরে নিতান্ত সমাহত হইয়া বিনষ্ট হইতে লাগিল। মহাবীর মদ্ররাজের সায়কনিচয় ভ্রমরাবলি, শলভশ্রেণী ও মেঘনিঃসৃত অশনির ন্যায় নিরন্তর নিপতিত হইতে আরম্ভ হইল। প্রভূত মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথী ও পদাতি শল্যের শরপ্রহারে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ ও আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করত ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন কালপ্রেরিত অন্তক সদৃশ মদ্রাধিপতি শল্য ক্রুদ্ধচিত্তে স্বীয় পৌরুষ প্রদর্শনার্থ মেঘের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত শরনিকরে বিপক্ষগণকে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

হে মহারাজ! পাণ্ডবসৈন্যগণ এইরূপে শল্য কর্ত্তৃক নিহন্যমান হইয়া

আত্মরক্ষার্থ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধাবমান হইল। তখন মহারথ শল্য লঘুহস্তে শরনিকর নিক্ষেপ করত যুধিষ্ঠিরকে প্রপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির শল্যকে পদাতি ও অশ্বসৈন্যের সহিত দ্রুতবেগে আগমন করিতে দেখিয়া মাতঙ্গকে যেরূপ অঙ্কুশ দ্বারা নিবারণ করে, তদ্রূপ তাঁহাকে শরসমূহ দ্বারা নিবারণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শল্য তাঁহার প্রতি এক আশীবিষ সদৃশ ভীষণ শর নিক্ষেপ করিলেন। শল্যনিক্ষিপ্ত শর যুধিষ্ঠিরের কলেবর ভেদ করিয়া ভূমিতলে পতিত হইল।

ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সাত, সহদেব পাঁচ ও নকুল দশ বাণে শল্যকে বিদ্ধ করিলেন এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ মেঘমণ্ডল যেরূপ পর্ব্বতের উপর জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহার উপর অবিরত শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও কৃপ শল্যকে পাণ্ডবগণের শরসমূহে নিতান্ত ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর উলূক, শকুনি, অশ্বত্থামা ও আপনার পুত্রগণ শল্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত কৃতবর্ম্মা তিন শরে ক্রোধাক্রান্ত বৃকোদরকে বিদ্ধ করিয়া শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারিত ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর শকুনি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রের প্রতি এবং অশ্বত্থামা মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। রাজা দুর্য্যোধনও কৃষ্ণার্জ্জুনের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! এইরূপে বিপক্ষগণের সহিত আপনার পুত্রগণের ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। মহাবীর কৃতবর্ম্মা বৃকোদরের ঋক্ষবর্ণ অশ্ব সকল সংহার করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দণ্ডপাণি যমের ন্যায় গদাহস্তে রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় মদ্ররাজ শল্য সহদেবের অশ্বগণকে সংহার করিলেন। তখন মহাবীর সহদেব ক্রোধপরবশ হইয়া খড়্গ দ্বারা শল্যপুত্রের শিরশ্ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহামতি কৃপাচার্য্য অসম্ভ্রান্ত চিত্তে পুনরায় নির্ভয়চিত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। দ্রোণাত্মজ অশ্বত্থামা অম্লানবদনে দ্রৌপদীর পুত্রগণকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর অশ্বত্থামা সত্বরে উহাদিগকেও সংহার করিলেন। মহারথ

পরাক্রান্ত ভীমসেন পুনর্ব্বার হতাশ্ব হইয়া অচিরকালমধ্যে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং দণ্ডহস্ত রোষাবিষ্ট কৃতান্তের ন্যায় গদা গ্রহণ করিয়া কৃতবর্ম্মার রথ ও অশ্ব সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর কৃতবর্ম্মা অবিলম্বে সেই ভগ্ন রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

সেই সময় মদ্রাধিপতি শল্যও রোষপরবশ হইয়া পুনর্ব্বার সুশাণিত বিশিখ সমূহে সোমক ও পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করত ধর্ম্মরাজকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর বৃকোদর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অধর দংশন করত মদ্ররাজের নিধনাভিলাষে স্বীয় সুপ্রসিদ্ধ গদা সমুদ্যত করিলেন। ঐ ভীষণ গদা অশ্ব, গজ ও মানবের বিনাশক, কনকপট্টে সমলঙ্কৃত, শৈলশিখর বিদারণক্ষম, শত ঘণ্টাযুক্ত, বসা, মেদ ও শোণিতে চর্চ্চিত, বিপক্ষসৈন্যের ভয়বর্দ্ধন, স্বীয় সৈন্যের হর্ষজনক, কামিনীর ন্যায় অগুরু ও চন্দন দিগ্ধ এবং যমদণ্ডের ন্যায়, কালরাত্রির ন্যায়, প্রদীপ্ত মহোল্কার ন্যায়, উগ্র ভুজঙ্গের ন্যায়, ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায় ও কৃতান্তের জিহ্বার ন্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর; ভীমপরাক্রম ভীমসেন ঐ গদা গ্রহণ করিয়া কৈলাসভবনে মহাদেবের সখা ক্রুদ্ধ অলকাধিপ কুবেরকে আহ্বান এবং দ্রৌপদীর প্রিয়কার্য্য সম্পাদনার্থ সৌগন্ধিক গ্রহণাভিলাষে গন্ধমাদনে গর্ব্বিত গুহ্যকগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি সেই নানাবিধ মণিরত্নবিভূষিত ভীষণ গদা সমুদ্যত করিয়া মদ্রাধিপতি শল্যকে আহ্বান করত তাঁহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক অচিরাৎ তাঁহার বেগবান্ অশ্বগণকে বিনষ্ট করিলেন। মহাবীর শল্য তদ্দর্শনে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া বৃকোদরের বিশাল বক্ষঃস্থলে তোমর নিক্ষেপ করত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। শল্যপরিত্যক্ত তোমর বৃকোদরের কবচ ভেদ করিয়া বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই তোমরাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া নির্ভীকচিত্তে স্বীয় শরীর হইতে সেই তোমর উত্তোলন পূর্ব্বক শল্যসারথির উরঃস্থল ভেদ করিলেন। সারথি তোমরাঘাতে মর্ম্মপীড়িত হইয়া শোণিত বমন করত নিপতিত হইল। তখন মহাবীর শল্য বৃকোদরের অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রথ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক গদাহস্তে ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা বৃকোদরের সেই ভীষণ কার্য্য অবলোকন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

—*—

দ্বাদশ অধ্যায়। ১২।

হে রাজন্! মদ্রাধিপতি শল্য সারথিকে নিহত দেখিয়া অবিলম্বে লৌহময়ী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অচলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন তাঁহাকে প্রদীপ্ত কালাগ্নির ন্যায়, পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায়, শৃঙ্গবান্ কৈলাসগিরির ন্যায়, বজ্রধারী ইন্দ্রের ন্যায়, শূলপাণি মহেশ্বরের ন্যায় এবং অরণ্যমধ্যস্থিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া স্বীয় মহতী গদা সমুদ্যত করত মহাবেগে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে বীরজনের হর্ষবর্দ্ধন অসংখ্য শঙ্খধ্বনি, তূর্য্যনিস্বন ও সিংহনাদ আরম্ভ হইল। উভয়পক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গ চতুর্দ্দিক্ হইতে সেই বীরদ্বয়ের পরাক্রম দর্শন করত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, মহাবীর শল্য ও যদুনন্দন বলরাম ভিন্ন আর কেহই ভীমসেনের বেগ ধারণ করিতে সমর্থ নহেন। আর মহাবীর ভীমসেন ভিন্নও অন্য কোন যোদ্ধাই মদ্ররাজের গদাবেগ নিবারণ করিতে পারেন না।

হে রাজন্! অনন্তর সেই বীরযুগল গদা ধারণ পূর্ব্বক বৃষভদ্বয়ের ন্যায় গর্জ্জন করত মণ্ডলাকারে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই তুল্যরূপে মণ্ডলাকারগতি প্রদর্শন ও গদা সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। মহাবীর শল্যের অনলজ্বালা তুল্য বিচিত্র হেমপট্টসমলঙ্কৃত গদা দর্শনে সকলেই শঙ্কিত হইল। মহাবীর বৃকোদরের গদাও জলধরবিরাজিত সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর মহাবীর শল্য বৃকোদরের গদার উপর গদাঘাত করিলে, ভীমের গদা হইতে অগ্নিকণা নির্গত হইল। ভীমের গদাঘাতে শল্যের গদা হইতে অঙ্গারবৃষ্টি হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সকলের অন্তঃকরণে বিস্ময় জন্মিল। তখন মাতঙ্গদ্বয় যেরূপ দন্তে দন্তে ও বৃষদ্বয় যেরূপ শৃঙ্গে শৃঙ্গে যুদ্ধ করে, তদ্রূপ সেই মহাবীরদ্বয় ভীষণ গদাদ্বয় দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করত ক্ষণকালমধ্যে রক্তাক্তদেহ হইয়া কুসুমিত কিংশুকদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর শল্য বৃকোদরের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে গদা প্রহার করিলে, ভীমসেন কিছুমাত্র বিকম্পিত হইলেন না। মদ্ররাজও ভীমের গদাঘাতে বারম্বার নিপীড়িত হইয়াও গজনির্ভিন্ন মহাচলের ন্যায় কিছুমাত্র ক্লেশানুভব করিলেন না। ঐ সময় ইতস্ততঃ বজ্রনিস্বনের ন্যায় ভীষণ গদানিপাতশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে

লাগিল। অনন্তর সেই মহাবলশালী অমানুষবর্ম্মা বীরযুগল ক্ষণকাল সমরে ক্লান্ত হইয়া পুনরায় গদা সমুদ্যত করত মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণকাল পরে উভয়ে পরস্পরের নিধনবাসনায় অষ্টপদমাত্র অগ্রসর ও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মণ্ডলাকারে বিচরণ করত স্ব স্ব শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং ভূমিকম্পকালে অচলদ্বয় যেরূপ শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, তদ্রূপ সেই ভীষণ গদা দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা গদাঘাতে উভয়েই ক্ষতবিক্ষত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া এককালে শক্রধ্বজদ্বয়ের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত ও বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণই হাহাকার করিতে লাগিল। তখন মহাবলশালী কৃপাচার্য্য মদ্ররাজকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া যুদ্ধস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ক্ষণকালমধ্যে মত্তবৎ পুনরায় উত্থিত হইয়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মদ্ররাজকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌরবপক্ষীয় বীরগণ নানাবিধ অস্ত্র সমুদ্যত ও বিবিধ বাদিত্র বাদিত করত পাণ্ডবসৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধন প্রভৃতি বীরগণ বাহুদণ্ড ও অস্ত্র উদ্যত করিয়া মহান্ কোলাহল করিতে করিতে পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণও বিপক্ষগণকে সন্দর্শন করত সিংহনাদসহকারে তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবসেনাগণকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রাস দ্বারা চেকিতানের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর চেকিতান সেই ভীষণ প্রাসের আঘাতে নিতান্ত তাড়িত ও রুধিরাক্ত গাত্র হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথোপরি নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণ অবিরত শরনিকর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বসমক্ষে কৌরবসৈন্যমধ্যে নির্ভীকচিত্তে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও বলবীর্য্যসম্পন্ন শকুনি ইহারা মদ্ররাজকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন বাহুবীর্য্যসম্পন্ন দ্রোণবিঘাতী ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তিন সহস্র রথী রাজা দুর্য্যোধনের অনুমতিক্রমে দ্রোণাত্মজকে পুরোবর্ত্তী করিয়া জয়লাভার্থ প্রাণপণে অর্জ্জুনের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় পক্ষে পরস্পরবধাভিলাষী বীরবর্গের প্রীতিবর্দ্ধন অতি ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ঐ সময় বায়ু-

সহযোগে ধূলিজাল সমুত্থিত হইয়া সমরভূমি সমাচ্ছন্ন করিল। তৎকালে আমরা বীরগণের নামমাত্র শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, যোদ্ধগণ নির্ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই রজোরাশি শোণিত-প্রভাবে প্রশমিত হওয়াতে দিঙ্মণ্ডল সুনির্ম্মল হইল।

এই রূপে সেই ভীরু জনভয়াবহ ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, উভয় পক্ষের কোন বীরই সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তাঁহারা স্ব স্ব প্রভুর ঋণ পরিশোধ, জয়লাভ ও স্বর্গলাভে কৃতনিশ্চয় হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহারথ সমুদায় স্পর্দ্ধা করত নানাপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরস্পরপ্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যেই সংহার কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর ও ছেদন কর, কেবল এই সকল বাক্য শ্রুতিগোচর হইল।

সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত শল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের বধাভিলাষে সুশাণিত শর সমূহ দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শল্যের শরাঘাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অনায়াসে তাঁহার মর্ম্মদেশে চতুর্দ্দশ নারাচ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাযশা শল্য ধর্ম্মরাজের বধাভিলাষে রোষভরে তাঁহার উপর কঙ্কপত্রযুক্ত অসংখ্য শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক সর্ব্বসৈন্য সমক্ষে পুনরায় তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক আনতপর্ব্ব শর প্রহার করিলেন। মহাযশা যুধিষ্ঠির শল্যের শরাঘাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার সারথিকে নয় এবং চক্ররক্ষক চন্দ্রসেনকে সপ্ততি ও দ্রুম-সেনকে চতুঃষষ্টি শরে সংহার করিলেন। এই রূপে চক্ররক্ষকদ্বয় নিহত হইলে, মহারাজ শল্য রোষভরে চেদিদেশীয় পঞ্চবিংশতি বীরকে সংহার পূর্ব্বক সাত্যকিকে পঞ্চবিংশতি, বৃকোদরকে সাত এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেবকে এক শত শরে বিদ্ধ করিয়া রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আশীবিষ সদৃশ শরনিকর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক এক ভল্লে শল্যের শৈলশৃঙ্গসদৃশ ধ্বজদণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মদ্রাধি-পতি শল্য ধ্বজযষ্টি নিপতিত ও জ্যেষ্ঠ পাণ্ডবকে সম্মুখে অবস্থিত অব লোকন করিয়া রোষভরে জলধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় ক্ষত্রিয়গণের উপর শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহ দেবকে পাঁচ পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে নিপী-ড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মদ্ররাজের জলদজালসদৃশ শরজালে ধর্ম্মরাজের বক্ষঃস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। পরিশেষে মহাবীর শল্য একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সন্নতপর্ব্ব শরনিকরে এককালে যুধিষ্ঠিরের দশ দিক্

সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির শল্যনিক্ষিপ্ত শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া ইন্দ্রবিদলিত জম্ভাসুরের ন্যায় হতপরাক্রম হইলেন।

—০৷০—

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৩।

হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে মদ্রাধিপতি শল্যের শরনিকরে নিতান্ত নিপীড়িত হইলে, মহাবলশালী সাত্যকি, বৃকোদর, নকুল ও সহদেব শল্যকে রথসমূহে পরিবেষ্টন করিয়া নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শল্য একাকী অসংখ্য মহারথের শর সমূহে নিপীড়িত হইলে, চতুর্দ্দিকে মহান্ সাধুবাদ সমুত্থিত হইতে লাগিল। সিদ্ধগণ আহ্লাদিত হইলেন এবং মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া বিস্ময়সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন মহাবীর শল্যকে প্রথমতঃ এক শরে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় সাত শরে নিপীড়িত করিলেন। সাত্যকি রাজা যুধিষ্ঠিরকে মুক্ত করিবার মানসে মদ্ররাজ শল্যকে সাত শরে সমাচ্ছন্ন করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নকুল মদ্রাধিপতি শল্যকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিলেন এবং সহদেব তাঁহাকে সাত শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার পাঁচ শরে নিপীড়িত করিলেন।

এইরূপে সমরবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত শল্য সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়া ভারসহ ভীষণ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক পঞ্চবিংশতি শরে সাত্যকিরে, ত্রিসপ্ততি শরে বৃকোদরকে ও সাত সায়কে নকুলকে বিদ্ধ করিয়া ভল্লদ্বারা মহাধনুর্দ্ধর সহদেবের সশর শরাসন ছেদন করত ত্রিসপ্ততি শরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব অন্য শরাসন গ্রহণ করত তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া অমিততেজা শল্যের প্রতি প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় ও ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় পাঁচ শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আনতপর্ব্ব এক শরে তাঁহার সারথিকে ও তিন শরে পুনর্ব্বার তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। সেই সময় মহাবীর বৃকোদর সপ্ততি, সাত্যকি নয় ও যুধিষ্ঠির ষষ্টি শরে মদ্ররাজের কলেবর ভেদ করিলেন।

মহাবলশালী শল্য এই রূপে সেই মহারথগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া গৈরিক ধাতুধারাস্রাবী পর্ব্বতের ন্যায় পাঁচ পাঁচ সায়কে

সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে বিদ্ধ করিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই চমকিত হইতে লাগিল। অনন্তর মহারথ শল্য অন্য এক ভল্ল দ্বারা যুধিষ্ঠিরের জ্যামুক্ত শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মহারথ যুধিষ্ঠির অবি-লম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শরজালে মদ্রাধিপতিকে অশ্ব, সারথি, রথ ও ধ্বজের সহিত সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবীর শল্য ধর্ম্মরাজের শরনিকরে সমাকীর্ণ হইয়া সত্বরে সুশাণিত দশ শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করি-লেন। তখন মহাবীর সাত্যকি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক শল্যকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর শল্য ক্ষুরপ্র দ্বারা সত্বরে সাত্যকির শরাসন ছেদন করিয়া ভীমসেনপ্রমুখ বীরগণকে তিন তিন শরে নিপীড়িত করিলেন। সেই সময় সত্যবিক্রম সাত্যকি সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি এক হেমদণ্ড ভীষণ তোমর পরিত্যাগ করিলেন। তখন মহাবলশালী বৃকোদর এক প্রজ্ব-লিত ভুজঙ্গ সদৃশ নারাচ, নকুল ভীষণ শক্তি, সহদেব গদা ও ধর্ম্মরাজ শতঘ্নী প্রয়োগ করিয়া মদ্রাধিপতি শল্যকে সংহার করিতে যত্নবান্ হই-লেন। তদ্দর্শনে মহাবলশালী শল্য সত্বরে ভল্ল সমূহ দ্বারা সাত্যকির তোমর ও বৃকোদরনিক্ষিপ্ত কনকালঙ্কৃত নারাচ ছেদন এবং শরসমূহে নকুলনিক্ষিপ্ত হেমদণ্ডমণ্ডিত ভীষণ শক্তি ও সহদেবপরিত্যক্ত গদা নিবারণ পূর্ব্বক দুই সায়কে ধর্ম্মরাজের শতঘ্নী ছেদন করিয়া পাণ্ডবগণের সাক্ষাতে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শক্রনিপাতন সাত্যকি শক্রর জয়লাভ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক দুই শরে শল্যকে ও তিন শরে তাঁহার সারথিকে বিদ্ধ করিলেন। সেই সময় মদ্রাধিপতি শল্যও অঙ্কশতাড়িত মহামাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া দশ শরে সেই সাত্যকিপ্রমুখ পাঁচ মহাবীরকে বিদ্ধ করিলেন। অরা-তিনিপাতন মহারথগণ মদ্ররাজশরে নিবারিত হইয়া কিছুতেই সংগ্রামে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন শল্যের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে বিনষ্ট জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া পুনর্ব্বার মদ্ররাজের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহাপ্রতাপশালী নকুল, সহদেব ও সাত্যকি ইহাঁরা একত্র সমবেত হইয়া শল্যকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রবল প্রতাপশালী শল্য সেই চারি মহারথ কর্তৃক পরিবৃত

হইয়া অনন্যচিত্তে তাঁহাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার চক্ররক্ষকের জীবন সংহার করিলেন। মহাবীর মদ্ররাজ শল্য স্বীয় চক্ররক্ষককে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে শরজালে ধর্ম্মরাজের সৈন্যগণকে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সৈন্যগণকে শল্যশরে সমাকীর্ণ দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে কি প্রকারে কেশবের সেই মহাবাক্য সত্য হইবে এবং কি প্রকারেই বা আমার সৈন্যগণ ক্রুদ্ধ মদ্রাধিপতি শল্যের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিবে।

হে রাজন্! অনন্তর পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ অশ্ব, রথ ও নাগগণে পরিবেষ্টিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে মদ্ররাজকে শর নিপীড়িত করত তাঁহার সম্মুখীন হইলেন; তখন মহাবলশালী শল্য প্রবল বায়ু যেরূপ মহামেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ তাঁহাদিগের শরজাল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় আমরা শল্যনির্ম্মুক্ত শরজাল গগনমার্গে শলভশ্রেণীর ন্যায় ও বিহঙ্গমকুলের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। শল্যশরাসনচ্যুত কনকালঙ্কৃত শরনিকরে গগনমার্গ পরিব্যাপ্ত ও সমরাঙ্গন তমসাচ্ছন্ন হইলে, পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষীয় কোন ব্যক্তিই আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ মদ্ররাজ শল্যের শরনিকরে পাণ্ডবসেনাকে বিলোড়িত অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। মহাবলশালী শল্য এইরূপে পাণ্ডবসৈন্যগণকে শরনিকরে নিপীড়িত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে শরসমাচ্ছন্ন করত বারংবার সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ শল্যশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইতে অসমর্থ হইলেন; কিন্তু যুধিষ্ঠিরের অগ্রবর্ত্তী বৃকোদরপ্রমুখ মহাবীরগণ যুদ্ধবিশারদ মহাবলশালী মদ্রাধিপতি শল্যকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন না।

—০:০—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ১৪।

হে রাজন্! এ দিকে মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় অশ্বত্থামা ও তাঁহার অনুচর ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহারথগণ কর্ত্তৃক শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া তিন শরে দ্রোণতনয়কে ও দুই শরে অন্যান্য বীরগণকে বিদ্ধ করত তাঁহাদিগের প্রতি নিরন্তর শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কৌরবপক্ষীয়

বীরগণ অনবরত-নিক্ষিপ্ত শরনিকরে কণ্টকিত গাত্র হইয়াও অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিলেন না; প্রত্যুত তাঁহাকে রথসমূহে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ধনঞ্জয়ের রথ সেই বীরগণের সুবর্ণজালজড়িত শরজালে এককালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উল্কাপাত পরিশোভিত ভূতলস্থিত বিমানের ন্যায় শোভমান হইল। মহারথগণ ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন ও হৃষীকেশকে শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। তখন ধনঞ্জয়ের রথকূবর, রথচক্র, ঈষা, যোক্ত্র, যুগ ও অনুকর্ষ সমুদায়ই শরময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। হে মহীপাল! তৎকালে কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সহিত ধনঞ্জয়ের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাদৃশ যুদ্ধ কখন আমাদিগের দৃষ্টিগোচর বা শ্রুতিগোচর হয় নাই।

অনন্তর মহাবলশালী ধনঞ্জয় জলদ যেরূপ পর্ব্বতোপরি জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ কৌরবসৈন্যগণের প্রতি সন্নতপর্ব্ব শরসমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সৈন্যগণ অর্জ্জুননামাঙ্কিত শরনিকরে সমাহত হইয়া সমস্তই অর্জ্জুনময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হে রাজন্! মহাবীর ধনঞ্জয় এইরূপে অনলের ন্যায় শরনিকরে কৌরবসৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় পার্থের রথমার্গে রাশি রাশি রথচক্র, যুগ, তূণীর, পতাকা, ধ্বজ, ঈষা, অনুকর্ষ, ত্রিবেণু, অক্ষ, যোক্ত্র, প্রতোদ এবং কুণ্ডলালঙ্কৃত উষ্ণীষধারী ছিন্ন মস্তক, হস্ত, স্কন্ধ, ছত্র, চামর ও মুকুট নিপতিত হইতে লাগিল। মাংসশোণিতজনিত কর্দ্দমে অর্জ্জুনের গমনপথ নিতান্ত দুর্গম হইয়া রুদ্রদেবের ক্রীড়াভূমির ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিল। মহাবলশালী অর্জ্জুন এইরূপে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া দুই সহস্র রথীকে সংহার পূর্ব্বক ক্রোধে চরাচর বিশ্বদহন বিধূম পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন মহাবলশালী দ্রোণনন্দন সমরাঙ্গনে ধনঞ্জয়ের পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া বিচিত্র পতাকাপরিশোভিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরদ্বয় পরস্পরকে সংহার করিবার মানসে পরস্পরের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। তাঁহাদিগের শরাসন হইতে প্রাবৃট্‌কালীন জলধরবিনির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় অবিরত শরধারা নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর বৃষভদ্বয় যেরূপ শৃঙ্গ দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করে, সেইরূপ সেই বীরদ্বয় স্পর্দ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক সন্নতপর্ব্ব শর সমূহে পরস্পরের কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সেই বীরদ্বয়ের

ঘোরতর সংগ্রাম বহু ক্ষণ তুল্যরূপে হইতে লাগিল। অনন্তর অমিততেজা অশ্বত্থামা সুশাণিত দ্বাদশ শরে ধনঞ্জয়কে ও দশ শরে হৃষীকেশকে বিদ্ধ করিলেন। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন হাস্যমুখে গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ গুরুপুত্রের প্রতি শর পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহার অশ্ব ও সারথিকে সংহার করত মৃদুভাবে তাঁহাকে বারংবার প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা সেই অশ্বশূন্য রথে অবস্থান করিয়াই হাস্যমুখে ধনঞ্জয়ের প্রতি এক পরিঘাকার মুষল পরিত্যাগ করিলেন। মহাবল ধনঞ্জয় সেই হেমপট্টপরিমণ্ডিত মুষল আগমন করিতে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ উহা সাত খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে যুদ্ধবিশারদ অশ্বত্থামা সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া পার্থের প্রতি এক শৈলশিখর সদৃশ অতি ভীষণ পরিঘ নিক্ষেপ করিলেন। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই ক্রোধপরতন্ত্র অন্তক সদৃশ পরিঘ নিরীক্ষণ করিয়া অবিলম্বে উহা পাঁচ শরে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। দ্রোণাত্মজপরিত্যক্ত পরিঘ পার্থের শরনিকরে ছিন্ন হইয়া ভূপালগণের হৃদয় বিলোড়িত করিয়াই যেন ধরাতলে নিপতিত হইল। অনন্তর মহাবলশালী অর্জ্জুন তিন ভল্ল দ্বারা দ্রোণপুত্রকে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বত্থামা মহাবীর অর্জ্জুনের শরে গাঢ়তর বিদ্ধ হইয়াও স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ পূর্ব্বক অবিচলিত চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি ক্ষত্রিয়গণের সাক্ষাতে পাঞ্চালদেশীয় সুরথের প্রতি শরসমূহ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহারথ সুরথ মেঘগম্ভীরনির্ঘোষ রথে সমারূঢ় হইয়া অশ্বত্থামার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং সুদৃঢ় শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি আশীবিষ সদৃশ ভয়ানক শরসমূহ বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণতনয় সুরথকে রোষভরে সমাগত দেখিয়া দণ্ডবিঘট্টিত ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইলেন এবং ললাটে ত্রিশিখা ভ্রূকুটি বিস্তার পূর্ব্বক সৃক্কণী লেহন করত তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক কালদণ্ড সদৃশ সুতীক্ষ্ণ নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। দ্রোণাত্মজবিনির্ম্মুক্ত নারাচ সুরথের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বজ্রের ন্যায় মহাবেগে ধরাতলে প্রবেশ করিল। মহারথ সুরথও ঐ নারাচপ্রহারে বজ্রবিদলিত অচলশিখরের ন্যায় ধরণীতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাত্মজ অবিলম্বে সুরথের রথে সমারূঢ় হইয়া সংশপ্তকগণ সমভিব্যাহারে ধনঞ্জয়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে ভগবান্ ভাস্কর আকাশমণ্ডলের

মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঐ সময় আমরা মহাবল ধনঞ্জয়কে বহুসংখ্যক বীরের সহিত সংগ্রাম করিতে অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলাম। পূর্ব্বকালে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সহিত দৈত্য-সৈন্যগণের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে সেই একমাত্র ধনঞ্জয়ের সহিত কৌরবগণের সেইরূপ যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন অতি ভয়ঙ্কর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল।

—০*০—

পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৫।

হে রাজন্! তখন মহারাজ দুর্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অসংখ্য শর ও শক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। বর্ষা-কালীন জলদপটল যেরূপ জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ ঐ মহাবীরদ্বয় নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্নকে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সাত শরে নিপীড়িত করিলেন। দৃঢ়বিক্রম ধৃষ্টদ্যুম্নও দুর্য্যোধনের উপর সপ্ততি শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে সাতিশয় ব্যথিত করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনের সহোদরগণ তাঁহাকে ধৃষ্টদ্যুম্ননিক্ষিপ্ত শরে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে দ্রুপদরাজপুত্রকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন ঐ মহাবল পরাক্রান্ত মহারথগণ কর্ত্তৃক সমাবৃত হইয়াও হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবীর শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণপরিবেষ্টিত মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই তিন মহাবীরের সংগ্রাম অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তাঁহারা তিন জনই জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত মদ্রাধিপতি শল্য চারি দিকে শরবর্ষণ পূর্ব্বক সাত্যকি ও ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিয়া বিক্রম ও অস্ত্র প্রভাবে কৃতান্তের ন্যায় পরাক্রান্ত নকুল ও সহদেবের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কোন বীরই সেই শল্যশরবিদ্ধ পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর মহামতি যুধিষ্ঠির শল্যশরে সাতিশয় নিপীড়িত হইলে, মাদ্রী

তনয় মহাবলশালী নকুল দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া মাতুল মদ্রাধিপতিকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করত কর্ম্মারপরিমার্জ্জিত হেমপুঙ্খ দশ শরে তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবলশালী শল্য নকুলশরে বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নতপর্ব্ব শর সমূহে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, সাত্যকি ও সহদেব মদ্ররাজের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। আগমনকালে তাঁহাদিগের রথ-নির্ঘোষে সমস্ত দিক্ বিদিক্ প্রতিধ্বনিত ও মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল। ঐ সময় শত্রুনিপাতন সেনাপতি শল্য অনায়াসে ঐ বীরগণের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে তিন, বৃকোদরকে পাঁচ, সাত্যকিকে শত ও সহদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা মহামতি নকুলের সশর শরাসন ছেদন করিলেন। তখন মহারথ নকুল অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শরজালে মদ্ররাজের রথ সমাচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাকে দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দশ, বৃকোদর ষষ্টি ও সাত্যকি নয় শরে শল্যকে নিপীড়িত করিলেন। মদ্রাধিপতি শল্য বিপক্ষগণের শরপ্রহারে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া প্রথমতঃ নয় ও তৎপরে সপ্ততি শরে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সশর শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরে তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়ের প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তাঁহাকে শত শরে বিদ্ধ করিয়া নকুল, সহদেব, বৃকোদর ও ধর্ম্মরাজকে শত শরে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় আমরা সমরাঙ্গনে মদ্রাধিপতি শল্যের অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিলাম; পাণ্ডবগণ একত্র মিলিত হইয়াও তাঁহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর সত্যবিক্রম সাত্যকি পাণ্ডবদিগকে মদ্ররাজের বশবর্ত্তী ও নিতান্ত নিপীড়িত অবলোকন করিয়া অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রুত-বেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ শল্যও সাত্যকিরে সমাগত দেখিয়া মত্ত মাতঙ্গ যেরূপ অন্য মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ তাঁহার অভিমুখে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন: পূর্ব্বে শম্বরাসুর ও দেবরাজের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবলশালী শল্য ও সাত্যকির সেইরূপ ঘোরদর্শন তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সত্যবিক্রম সাত্যকি মদ্রাধিপতিকে সংগ্রামে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহাকে "থাক্ থাক্" বলিয়া দশ শরে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর শল্য মহামতি সাত্যকির শরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া তাঁহাকে বিচিত্রপুঙ্খ সুশাণিত শরসমূহে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন মহা-

ধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ শল্যকে সাত্যকির সহিত সংগ্রাম করিতে দেখিয়া মাতুলকে সংহার করিবার মানসে শীঘ্র তাঁহার প্রতি ধাবমান হই-লেন এবং আমিষলোলুপ কেশরীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে মহাবেগে শর সমূহ বিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের শরজালে ধরাতল সমাচ্ছন্ন ও দিঙ্মণ্ডল অনির্ব্বচনীয় শোভাসম্পন্ন হইল। গগনমণ্ডল সেই নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গ সদৃশ শরজালে নিরন্তর সমাচ্ছন্ন হওয়াতে বোধ হইল যেন, ঘনঘটায় সমাবৃত হইয়াছে। তখন মহাবলশালী অরাতিনিপাতন শল্য একাকী সেই অসংখ্য বীরের সহিত সংগ্রাম করিয়া সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিলেন। তাঁহার বাহুনির্ম্মুক্ত ভীষণ শরজালে ধরাতল সমাকীর্ণ হইল এবং রথ অসুরবিঘাতন পুর-ন্দরের রথের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল।

—০*০—

ষোড়শ অধ্যায়। ১৬।

হে রাজন্! সেই সময় রণমত্ত কৌরবসৈন্যগণ মদ্ররাজ শল্যকে পুরোবর্ত্তী করত মহাবেগে পাণ্ডবসৈন্যদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া অচিরকাল মধ্যে একবারে তাহাদিগকে আলোড়িত ও বিদ্রাবিত করিতে আরম্ভ করিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের সাক্ষাতেই স্বীয় সৈন্যগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাহারা কৌরবগণের শরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া কোনক্রমেই রণস্থলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও তাঁহাদিগের অনুগামিগণের প্রতি শরনিকর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহামতি সহদেব সসৈন্য শকুনির প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নকুল তাঁহার পার্শ্বে অবস্থান করত মদ্ররাজ শল্যকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র বহুসংখ্যক মহীপতিকে, পাঞ্চালনন্দন শিখণ্ডী অশ্বত্থামাকে, গদাহস্ত বৃকোদর দুর্য্যোধনকে ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সৈন্যপরিবৃত মদ্ররাজ শল্যকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

হে রাজন্! উভয়পক্ষীয় বীরগণের এইরূপে তুমুল সংগ্রাম উপ-স্থিত হইলে, মদ্ররাজ শল্যের অসামান্য কার্য্য সন্দর্শন করিয়া সকলেই

আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তিনি একাকীই সমুদয় পাণ্ডবসৈন্যের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে মদ্ররাজ শল্যকে নিরীক্ষণ করিয়া বোধ হইল যেন, চন্দ্রসমীপে শনি-গ্রহ বিরাজিত হইতেছে। তখন মহাবল পরাক্রান্ত শল্য আশীবিষ সদৃশ শরসমূহে যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া পুনর্ব্বার শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। তদ্দর্শনে উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণই মদ্রাধিপতিকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিল। পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণ শল্যশরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। ঐ সময় মহারথ যুধিষ্ঠির ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া, হয় জয় লাভ করিব, না হয় নিহত হইব, এই স্থির করত পৌরুষ অবলম্বন পূর্ব্বক শল্যকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও হৃষীকেশকে কহিলেন, ভীষ্ম, দ্রোণ, সূতপুত্র প্রভৃতি যে সমুদয় বীরগণ কৌরবদিগের নিমিত্ত রণস্থলে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বিনষ্ট হই-য়াছেন। তোমরাও উৎসাহসহকারে স্ব স্ব অংশানুসারে তাঁহাদিগকে নিহত করিয়া পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়াছ। এক্ষণে আমার অংশে এক-মাত্র মহারথ মদ্ররাজ শল্য অবশিষ্ট আছেন। আজি আমি উহাঁকে পরাজয় করিতে সমুদ্যত হইয়াছি। এক্ষণে আমার যাহা বাসনা, তাহা তোমাদিগের নিকট প্রকাশ করিতেছি; শ্রবণ কর। মহাবল-শালী নকুল ও সহদেব আমার চক্র রক্ষা করিতেছে। দেবরাজ ইন্দ্রও এই সত্যসন্ধ বীরদ্বয়কে সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। অত-এব ইহারা আমার হিতসাধনার্থ ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারে মাতুলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হউক। হে বীরগণ! আমি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে মাতু-লের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, সন্দেহ নাই। তাঁহার ও আমার অস্ত্র শস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণ সমুদয় সমানই আছে। এক্ষণে রথ-যোজকগণ শাস্ত্রানুসারে রথে সমস্ত উপকরণ সংস্থাপন করুক। সাত্যকি দক্ষিণ চক্র ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বাম চক্র রক্ষা করুন। ধনঞ্জয় আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষায় নিযুক্ত হউক। আর মহাধনুর্দ্ধর বৃকোদর আমার অগ্রে অবস্থান করুক। তাহা হইলেই আমি মদ্রাধিপতি অপেক্ষা সমধিক বলশালী হইব। হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, তাঁহার হিতাভিলাষী বীরগণ তাঁহার বাক্যানুসারে তাহা সম্পাদন করি-লেন। তখন পাঞ্চাল, সোমক ও মৎস্য সৈন্যগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া মদ্ররাজ শল্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাঞ্চালগণ শঙ্খধ্বনি, ভেরীনিস্বন ও সিংহনাদ করত ক্রুদ্ধচিত্তে মহাবীর শল্যের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। এ দিকে কৌরবগণ গজঘণ্টাশব্দ, তূর্য্যনিস্বন, শঙ্খনাদ ও হর্ষজনিত কোলাহলে সমরাঙ্গন অনুনাদিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন ও মদ্রাধিপতি শল্য উদয় ও অস্তাচল যেরূপ মহামেঘ সমুদায়কে প্রতিগ্রহ করে, তদ্রূপ সেই পাণ্ডবগণকে প্রতিগ্রহ করিলেন। অনন্তর মহাবল শল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি দেবরাজবিনির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও রুচির শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বহুবিধ অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন করত ক্ষিপ্রহস্তে অনবরত শর সমূহ নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে কেহই তাঁহার কোন রন্ধ্র পাইল না। অনন্তর বলবিক্রমশালী রাজা যুধিষ্ঠির ও মদ্রাধিপতি শল্য বিবিধ শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক আমিষলোলুপ ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন রণবিশারদ রাজা দুর্য্যোধনের সহিত এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, নকুল ও সহদেব ইহাঁরা শকুনি প্রভৃতি বীরগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয়পক্ষে পুনরায় অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। রাজা দুর্য্যোধন আনতপর্ব্ব শর দ্বারা বৃকোদরের স্বর্ণালঙ্কৃত ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিলেন। বৃকোদরের সেই কিঙ্কিণীজালজড়িত সুন্দরদর্শন ধ্বজ দুর্য্যোধনের শরে ছিন্ন হইয়া তাঁহার সম্মুখেই ধরাতলে নিপতিত হইল। অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন পুনর্ব্বার খরধার ক্ষুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীমসেনের করিশুণ্ডোপম শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় বৃকোদর চাপশূন্য হইয়া পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক রথশক্তি দ্বারা দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন বৃকোদরের ঐ রথশক্তির আঘাতে তৎক্ষণাৎ মোহাভিভূত হইয়া রথোপরি নিষণ্ণ হইলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধনকে বিমোহিত দেখিয়া অবিলম্বে ক্ষুর দ্বারা তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিলেন। কুরুরাজের অশ্বগণ সারথিশূন্য হইয়া রথ লইয়া স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে সকলেই হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা রাজা দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার বাসনায় ধাবমান হইলেন। তখন কুরুরাজের অনুচরবর্গ সৈন্যদিগকে বিশৃঙ্খল নিরীক্ষণ করিয়া যার

পর নাই ভীত হইল। ইত্যবসরে মহাবলশালী ধনঞ্জয় গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং মনোবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বদিগকে সঞ্চালন পূর্ব্বক রোষভরে শল্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি মৃদুভাবাপন্ন জিতেন্দ্রিয় হইয়াও যে, তৎকালে অতি নিদারুণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। তিনি ক্রুদ্ধচিত্তে বিস্ফারিতলোচন ও কম্পিতকলেবর হইয়া সুশাণিত ভল্ল দ্বারা অসংখ্য যোধগণকে বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। বস্তুতঃ তৎকালে যুধিষ্ঠির যে সমুদয় সৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন, তাহারা সকলেই তাঁহার শরসমূহে ভিন্নকলেবর হইয়া বজ্রবিদলিত পর্ব্বতের ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। তিনি একাকী হইয়াও পবন যেরূপ মেঘ সমূহকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ অশ্ব, সারথি ও ধ্বজ সম্পন্ন রথ ও রথিগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন এবং রুদ্রদেব যেরূপ পশুগণকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ অসংখ্য অশ্ব, অশ্বারোহী ও পদাতিদিগকে নিপাতিত করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপে শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক সমরাঙ্গন শূন্যপ্রায় করিয়া মদ্রাধিপতির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করত বারংবার থাক্ থাক্ বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন। সেই সময় কৌরবপক্ষীয় বীরগণ যুধিষ্ঠিরের বিক্রম সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় ভীত হইলেন।

অনন্তর মদ্রাধিপতি শল্য মহাবেগে যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন সেই বীরদ্বয় ক্রুদ্ধচিত্তে শঙ্খনাদ করিয়া পরস্পরকে আহ্বান ও ভর্ৎসনা করত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর শল্য শরজাল বিস্তার পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও মদ্রাধিপতির প্রতি শরনিকর বিসর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সেই বীরদ্বয় পরস্পরকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলে, তাঁহাদিগের উভয়েরই গাত্র হইতে নিরন্তর শোণিতধারা বিনির্গত হইতে লাগিল। তৎকালে তাঁহারা উভয়েই বসন্তকালীন কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তখন আজি ধর্ম্মরাজ শল্যকে বিনষ্ট করিয়া সসাগরা পৃথিবী উপভোগ করিবেন, কি মহাবলশালী শল্য যুধিষ্ঠিরকে সংহার করিয়া দুর্য্যোধনকে এই বসুন্ধরা প্রদান করিবেন, যোধগণ ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর মদ্রাধিপতি শল্য যুধিষ্ঠিরের প্রতি এক শর পরিত্যাগ পূর্ব্বক খরধার ক্ষুরদ্বারা তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও অবিলম্বে অন্য এক শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক তিনশত শরে মদ্ররাজকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়া ক্ষুর দ্বারা তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন, নতপর্ব্ব শরসমূহে অশ্বচতুষ্টয়কে বিনষ্ট, দুই শরে পাষ্ণি ও সারথির জীবন সংহার করত এক সুশাণিত সমুজ্জ্বল ভল্ল দ্বারা তাঁহার ধ্বজদণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ এককালে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

তখন মহাবল দ্রোণপুত্র মদ্রাধিপতিকে তদবস্থাপন্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবার মানসে তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন এবং শীঘ্র তাঁহাকে স্বরথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে গমন করিতে লাগিলেন। মদ্রাধিপতি শল্য অশ্বত্থামার রথে আরোহণ পূর্ব্বক কিয়দ্দূর গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে দেখিয়া রথবেগ নিবারণ করত সত্বরে মেঘগম্ভীরনিস্বন যন্ত্রোপকরণসম্পন্ন সুসজ্জিত অন্য এক রথে আরোহণ করিলেন।

—০ঃ০—

সপ্তদশ অধ্যায়। ১৭।

হে রাজন্! অনন্তর মহারথ শল্য অতি সুদৃঢ় বেগশালী অন্য এক কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করত জলধারাবর্ষী জলধরের ন্যায় বীরগণের প্রতি শর সমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সাত্যকিরে দশ, বৃকোদরকে তিন ও সহদেবকে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে শরনিকরে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধরগণ গজযূথ যেরূপ উল্কাদ্বারা আহত হয়, তদ্রূপ শল্যের শর সমূহে সমাহত হইল। অসংখ্য কুঞ্জর ও কুঞ্জরারোহী, অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রথ ও রথী তাঁহার শরে সাতিশয় নিপীড়িত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে লাগিল। মদ্ররাজ শল্য অনেকের আয়ুধযুক্ত বাহু এবং অনেকের রথধ্বজ ছেদন করিয়া ফেলিলেম। সমরাঙ্গনে নিপতিত বীরগণে সমাকীর্ণ হইয়া কুশাস্তীর্ণ যজ্ঞবেদীর ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

হে মহারাজ! তখন পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সোমকগণ সেই শত্রুসৈন্য-

নিসূদন কৃতান্তসদৃশ মদ্রাধিপতির পরাক্রম অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সাত্যকি, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব অসামান্য বলসম্পন্ন মদ্ররাজ শল্যকে ধর্ম্মরাজের সহিত সংগ্রাম করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আহ্বান ও পরিবেষ্টন পূর্ব্বক মহাবেগসম্পন্ন শর সমূহে তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃকোদর, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া মদ্ররাজের বক্ষঃস্থলে নিরন্তর শরপ্রহার করিতে লাগিলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় মহারথগণ মদ্রাধিপতিকে শরনিপীড়িত অবলোকন করিয়া দুর্য্যোধনের অনুমত্যনুসারে চতুর্দ্দিক্ হইতে তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় মহাবলশালী শল্য অতি সত্বরে সাত শরে ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিলে, তিনিও তাঁহাকে নয় শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে তাঁহারা উভয়েই আকর্ণাকৃষ্ট তৈলধৌত শরজালে পরস্পরকে সমাচ্ছন্ন করিয়া পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়ের শরাসনশব্দ ও তলনিস্বন বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা নিবিড়কাননমধ্যস্থিত আমিষলোলুপ ব্যাঘ্রশাবকদ্বয়ের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করত বিষাণবিশিষ্ট মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে ক্ষতবিক্ষত করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহামতি শল্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের বক্ষঃস্থলে সহসা এক সূর্য্য ও অনলপ্রভ শর পরিত্যাগ করিলেন। যুধিষ্ঠির শল্যশরে সাতিশয় বিদ্ধ হইয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি শর প্রহার করত তাঁহাকে মূর্চ্ছিত করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। দেবরাজসদৃশ মহামতি শল্যও মুহূর্ত্তকালমধ্যে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া ক্রোধারুণ লোচনে অতিসত্বরে এক শত শরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধচিত্তে নয় সায়কে মদ্রাধিপতির হেমময় কবচ ছেদন ও বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া ছয় শরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শল্য ধর্ম্মরাজের শরে সমাহত হইয়া হর্ষভরে শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক শর বিসর্জ্জন করত দুই ক্ষুরাস্ত্রে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় মহামতি যুধিষ্ঠির অন্য এক নূতন শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যেরূপ নমুচিরে শর সমূহে বিদ্ধ করিয়া ছিলেন, সেইরূপ চতুর্দ্দিক্ হইতে মদ্ররাজ শল্যকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর মহাবলশালী মদ্ররাজ নয় বাণে বৃকোদর ও যুধিষ্ঠিরের স্তন-

ময় বর্ম্ম ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের বাহুযুগল বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার হুতাশন ও দিবাকরের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন ক্ষুরদ্বারা যুধিষ্ঠিরের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। ঐ সময় মহাবীর কৃপ ছয় শরে ধর্ম্মরাজের সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন মদ্রাধিপতি শল্য চারি শরে যুধিষ্ঠিরের চারি অশ্বকে সংহার পূর্ব্বক তাঁহার সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন তদ্দর্শনে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক শরে শল্যের কোদণ্ড দুই খণ্ড করিয়া দুই শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে অন্য এক শরে তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন পূর্ব্বক অবিলম্বে তাঁহার চারি অশ্বকে সংহার করিয়া ফেলিলেন। মদ্রাধিপতি এইরূপে অশ্ব ও সারথিবিহীন হইলে বৃকোদর এবং মাদ্রীতনয় সহদেব উভয়ে সেই মহাধনুর্দ্ধর সমরচারী একমাত্র বীরকে নিশিত শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন।

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন মদ্রেশ্বর শল্যকে শরনিকরে বিমোহিত দেখিয়া পুনর্ব্বার শরনিকর নিক্ষেপ পূর্ব্বক শল্যের বর্ম্ম ছেদন করিলেন। ঐ সময় মদ্রাধিপতি সহস্র তারকাসম্পন্ন চর্ম্ম ও খড়্গ গ্রহণ করত শীঘ্র রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নকুলের রথেষা ছেদন পূর্ব্বক মহাবেগে ধর্ম্মরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র শল্যকে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া সত্বরে তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহামতি ভীমসেন নয় শরে মদ্রাধিপতির সেই অপ্রতিম চর্ম্ম ও সুশাণিত ভল্লদ্বারা তাঁহার খড়্গের মুষ্টিদেশ ছেদন পূর্ব্বক সৈন্যগণমধ্যে প্রফুল্লচিত্তে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ মহাবীর বৃকোদরের এ অদ্ভুত কার্য্য সন্দর্শন করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে হাস্যমুখে সিংহনাদ পরিত্যাগ ও শশাঙ্কধবল শঙ্খনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ সুরক্ষিত কৌরবসৈন্যগণ সেই ভয়ঙ্কর শব্দে একান্ত ভীত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া শোণিতাক্তকলেবরে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল।

এই অবসরে মদ্ররাজ শল্য ভীমপ্রমুখ পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণকর্ত্তৃক শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াও মৃগবধার্থী সিংহের ন্যায় মহাবেগে রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মদ্রাধিপতিকে বেগে আগমন করিতে দেখিয়া ক্রোধভরে হুত হুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং কেশবের বাক্য স্মরণ

পূর্ব্বক তৎকালে তাঁহাকে সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তখন তিনি মদ্ররাজের অদ্ভুত পরাক্রম নিরীক্ষণ করত সেই অশ্বসারথিশূন্য রথে অবস্থিত হইয়া এক সুবর্ণসঙ্কাশ মণিখচিত হেমদণ্ডমণ্ডিত শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধোদ্দীপিত নেত্রযুগল বিস্ফারিত করত শল্যকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে মদ্রাধিপতি শল্য সেই পবিত্রস্বভাব পাপশূন্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকর্তৃক নিরীক্ষিত হইয়া যে ভস্মসাৎ হইলেন না, ইহা দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলাম।

হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির শল্যের প্রতি নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত যে কালদণ্ডোপম শক্তি গ্রহণ করিয়া ছিলেন, তাহা পাশহস্তা কালরাত্রির ন্যায়, কৃতান্তের উগ্ররূপা ধাত্রীর ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর, পাণ্ডবগণ গন্ধ, মাল্য, পান ও ভোজন দ্বারা যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা ঐ শক্তির পূজা করিতেন। উহা সম্বর্ত্তক অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত ও অথর্ব্ববেদপ্রোক্ত কার্য্যের ন্যায় নিতান্ত উগ্র। পূর্ব্বকালে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ভগবান্ ভবানীপতির নিমিত্ত ঐ শক্তি নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। উহা ভূচর, খেচর ও জলচর প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিসংহারে সমর্থ। উহার দণ্ড ঘণ্টা, পতাকা, মণি ও হীরকবিভূষিত এবং সুবর্ণ ও বৈদূর্য্যখচিত। মহারাজ যুধিষ্ঠির মদ্রাধিপতিকে সংহার করিবার অভিলাষেই অসুরবিনাশক, অব্যর্থ, ব্রহ্মদণ্ডোপম শক্তি মন্ত্রপূত করিয়া যত্ন পূর্ব্বক মহাবেগে পরিত্যাগ করিলেন। পূর্ব্বকালে রুদ্রদেব যেরূপ অন্ধকাসুরের প্রতি শর নিক্ষেপ করিয়া ছিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেইরূপ শল্যের প্রতি সেই জীবনান্তকর শক্তি প্রয়োগ করিয়া, রে পাপ! তুই বিনষ্ট হইলি, এই বলিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক সুদৃঢ় বাহুদণ্ড প্রসারণ করত রোষভরে যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন মদ্রাধিপতি শল্য হুতাশন যেরূপ বিধিপূর্ব্বক হুত ঘৃতধারা গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হন, সেইরূপ ধর্ম্মরাজনির্ম্মুক্ত দুর্নিবার শক্তি গ্রহণার্থ সমুৎসুক হইয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই শক্তি মদ্ররাজ শল্যের অতি বিশাল শুভ্র বক্ষঃস্থল ও সমুদয় মর্ম্ম ভেদ করিয়া যুধিষ্ঠিরের যশোবিস্তার পূর্ব্বক সলিলের ন্যায় অপ্রতিহত বেগে ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। তখন মদ্রাধিপতি নাসা, চক্ষু, কর্ণ ও আস্য দেশ হইতে বিনির্গত শোণিতধারায় সংসিক্ত কলেবর হইয়া কার্ত্তিকেয়নিহত ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং সত্বরে বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক বজ্রবিদলিত শৈলশিখরের ন্যায়, সমুচ্ছ্রিত শক্রধ্বজের ন্যায় রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন। বোধ হইল

যেন, বসুমতী প্রিয়তম পত্নীর ন্যায় প্রণয় পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন ও আলিঙ্গন করিতেছে। তিনি যেন বসুমতীকে প্রিয়তম পত্নীর ন্যায় বহুকাল উপভোগ করিয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সুষুপ্তি লাভ করিলেন।

হে রাজন্! মদ্রাধিপতি শল্য এইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হস্তে বিনষ্ট হইয়া হোমাবসানে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায় শোভাপ্রাপ্ত হইলেন। শক্তিদ্বারা তাঁহার কলেবর, আয়ুধ ও হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও তিনি কিছুমাত্র শোভাহীন হন নাই। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির শক্রধনু সদৃশ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক খগরাজ গরুড় যেরূপ ভুজঙ্গগণকে বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ কৌরবসৈন্যদিগকে বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। তিনি ক্ষণকাল মধ্যে সুশাণিত ভল্লদ্বারা অসংখ্য কৌরবসৈন্যদিগকে সংহার করিলেন। অনেকে তাঁহার শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া নিমীলিত লোচনে পরস্পরকে নিপীড়িত করিয়া শোণিতার্দ্র কলেবরে অস্ত্রশস্ত্র বিহীন ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর মদ্রাধিপতির অনুজ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের বিনাশে নিতান্ত রোষবশ হইয়া ধর্ম্মরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই মহাবীর শল্যের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন। তিনি ভ্রাতৃঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত অসংখ্য নারাচ দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির অতি শীঘ্র ছয় শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া দুই ক্ষুরাস্ত্র দ্বারা তাঁহার শরাসন ও রথধ্বজ ছেদন পূর্ব্বক এক দেদীপ্যমান সুদৃঢ় ভল্লে তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। তাঁহার সেই কুণ্ডলপরিমণ্ডিত মস্তক রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলে, বোধ হইতে লাগিল যেন, কোন স্বর্গবাসী পুণ্যাবসানে স্বর্গ হইতে নিপতিত হইলেন। অনন্তর তাঁহার সেই মস্তকহীন শোণিতসিক্ত কলেবর ভূমিতলে নিপতিত হইল।

হে রাজন্! এইরূপে বিচিত্র কবচপরিশোভিত মহারথ মদ্ররাজের অনুজ ভ্রাতা বিনষ্ট হইলে, কৌরবগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত এবং জীবিতাশায় নিরাশ হইয়া ধূলিধূসরিতকলেবরে হাহাকার করত পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলশালী সাত্যকি নিরন্তর শর বর্ষণ পূর্ব্বক সেই ভয়পলায়িত কৌরবদিগের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর কৃতবর্ম্মা ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া নির্ভয়চিত্তে সেই দুর্দ্ধর্ষ মহাধনুর্দ্ধর সাত্যকিরে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে সেই দিবাকর সদৃশ তেজঃপুঞ্জকলেবর সিংহবিক্রান্ত

মহাবীরদ্বয় পরস্পর সমবেত হইয়া নির্ম্মলপ্রভ শরজালে পরস্পরকে সমা-চ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শরাসননির্ম্মুক্ত শরনিকর গগন-মণ্ডলস্থিত বিহঙ্গমগণের ন্যায় শোভমান হইল। অনন্তর মহাবল পরা-ক্রান্ত কৃতবর্ম্মা দশ শরে সাত্যকিরে এবং তিন শরে তাঁহার অশ্বদিগকে বিদ্ধ করিয়া নতপর্ব্ব এক শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিলেন। তখন মহাধনুর্দ্ধর যুযুধান সেই ছিন্নশরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে অন্য এক সুদৃঢ় শরাসন গ্রহণ করত দশ বাণে কৃতবর্ম্মার বক্ষস্থল বিদ্ধ করিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাঁহার রথ, যুগ ও ঈষা ছেদন এবং অশ্বগণ ও পার্ষ্ণি সারথিদ্বয়কে সংহার করিলেন। তখন মহাবীর কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মাকে রথহীন দেখিয়া অবিলম্বে স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

হে রাজন্! কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ মদ্রাধিপতি শল্যের নিধনে পূর্ব্বেই সাতিশয় ভীত হইয়াছিল; এক্ষণে তাহারা কৃতবর্ম্মাকে রথবিহীন দেখিয়া অধিকতর শঙ্কিত হইয়া পুনর্ব্বার পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় রণস্থল ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হওয়াতে আর কিছুই লক্ষিত হইল না। দুর্য্যোধনের সৈন্যগণের অধিকাংশই নিহত হইতে লাগিল। ক্ষণ-কালপরে সেই সমুত্থিত ধূলিপটল রুধিরনিস্রবে সংসিক্ত হইয়া প্রশমিত হইল। তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যদিগকে রণপরাঙ্মুখ এবং পাণ্ডবগণ, সাত্যকি ও ধৃষ্টদ্যুম্নকে রথারোহণে সমাগত দেখিয়া একাকীই সুশাণিত শরনিকরে শত্রুগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মর্ত্ত্যগণ যেরূপ আসন্নমৃত্যুকে নিবারণ করিতে সমর্থ হন না, সেই রূপ বিপক্ষগণ কোনক্রমেই রাজা দুর্য্যোধনকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময় মহাবীর কৃতবর্ম্মাও অন্য এক রথে আরোহণ পূর্ব্বক অরাতিগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ যুধিষ্ঠির চারি শরে কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে নিপাতিত করিয়া ছয় ভল্ল দ্বারা তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর দ্রোণনন্দন কৃতবর্ম্মাকে যুধিষ্ঠিরের শরে অশ্ব ও রথবিহীন অবলোকন করিয়া স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। ঐ সময় মহাবলশালী কৃপাচার্য্য ধর্ম্ম-রাজকে ছয় ও তাঁহার অশ্বগণকে আট শরে বিদ্ধ করিলেন।

হে রাজন্! এইরূপে আপনার ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের দুর্ম্মন্ত্রণা-বশতঃ অসংখ্য সৈন্য নিহত হইল। কুরুপুঙ্গব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মদ্ররাজ শল্যকে বিনষ্ট করাতে পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে একত্র সমবেত হইয়া বৃত্রাসুরের সংহারান্তে দেবগণ যেরূপ পুরন্দরের প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেইরূপ

রাজা যুধিষ্ঠিরকে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে শঙ্খ ও বহুবিধ বাদিত্র বাদন করত বসুমতী প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ১৮।

হে মহারাজ! এইরূপে মহাবলশালী মদ্রাধিপতি নিহত হইলে, তাঁহার অনুচর সপ্তশত রথী সংগ্রাম করিবার মানসে মহাবেগে ধাবমান হইল। ছত্র ও চামর পরিশোভিত কুরুরাজ দুর্য্যোধন শৈলোপম কুঞ্জর-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক মদ্রকগণকে বারম্বার নিষেধ করিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার বাক্যে অনাদর করিয়া যুধিষ্ঠিরের সংহারার্থে পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরাসনে টঙ্কার প্রদান করত শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় মহাবলশালী অর্জ্জুন মদ্রাধিপতি শল্য বিনষ্ট ও যুধিষ্ঠির নিপীড়িত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া, গাণ্ডীবনিস্বন ও রথনির্ঘোষে দশ দিক্ পরিপূর্ণ করত সংগ্রামার্থ সমাগত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয়, বৃকোদর, নকুল, সহদেব, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাঞ্চাল ও সোমকগণ যুধিষ্ঠিরের সাহায্যার্থে তাঁহার চতুর্দ্দিকে অবস্থান পূর্ব্বক মকর যেরূপ সাগরকে ও বায়ু যেরূপ বৃক্ষ সমুদয়কে বিকম্পিত করে, সেইরূপ কৌরবসৈন্যদিগকে বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহারথ মদ্রকগণ পাণ্ডব-সৈন্যদিগকে পুনর্ব্বার আলোড়িত করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃ-গণ কোথায়? এই বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও পাঞ্চাল-গণ সেই মদ্রাধিপতির অনুচরগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। মদ্রদেশীয় যোধগণ কেহ ছিন্নমহাধ্বজ ও কেহ কেহ চক্রের আঘাতে বিমথিত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিল। অবশিষ্ট মদ্রকগণ পাণ্ডব-গণকে নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতবেগে তাঁহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলে রাজা দুর্য্যোধন তাহাদিগকে সান্ত্বনা করত বারম্বার নিবারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহারা কোনক্রমেই তাঁহার বাক্য রক্ষা করিল না।

অনন্তর গান্ধারাধিপতিতনয় শকুনি রাজা দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগি-লেন, হে মাহারাজ! তুমি রণস্থলে বিদ্যমান থাকিলেও এই মদ্রদেশীয় সৈন্যগণ বিনষ্ট হইতেছে; ইহা কদাচ যুক্তিসঙ্গত নহে। পূর্ব্বে তুমি নিয়ম

করিয়াছিলে যে, সকলে একত্র মিলিত হইয়া সংগ্রাম করিবে; তবে এক্ষণে কি নিমিত্ত বিপক্ষগণকে সৈন্য বিনাশ করিতে অবলোকন করিয়াও নিশ্চিন্ত রহিয়াছ? মহারাজ দুর্য্যোধন শকুনি কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন 'হে মাতুল! আমি বারম্বার উহাদিগকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়াছি; কিন্তু উহারা তাহা গ্রাহ্য করে নাই। ইহারা আমার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিয়াই বিনষ্ট হইতেছে। ইহাতে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। তখন শকুনি কহিলেন, হে মহারাজ! বীরগণ ক্রুদ্ধ হইলে প্রভুর শাসন রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না; অতএব তুমি ক্রোধ সম্বরণ কর। এক্ষণে উপেক্ষা করিবার সময় নহে। চল, আমরা সকলেই রথ, হস্তী ও অশ্বগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া পরস্পরের রক্ষার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া মদ্রকগণকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত গমন করি।

হে রাজন্! কুরুরাজ দুর্য্যোধন শকুনির এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সৈন্যগণের সহিত সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া মেদিনী বিকম্পিত করত গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য বীরগণও মদ্রকগণকে রক্ষা করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। সেই সময় কৌরবসৈন্যমধ্যে বিনাশ কর, বিদ্ধ কর, আক্রমণ কর, প্রহার কর, ছেদন কর, এইরূপ ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ঐ সময় পাণ্ডবগণ মদ্রাধিপতির অনুচরবর্গকে নিরীক্ষণ করিয়া মধ্যম ব্যূহে অবস্থান পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। মদ্রকগণ বাহু যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হইতে লাগিল। পাণ্ডবগণ এইরূপে কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সাক্ষাতেই মদ্রকগণকে নিপাতিত করিয়া আনন্দিত চিত্তে কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় চতুর্দ্দিক্ হইতে বহুসংখ্যক কবন্ধ সমুত্থিত ও সূর্য্যমণ্ডল হইতে উল্কাজাল নিপতিত হইতে লাগিল। ভগ্ন রথ, যুগ, অক্ষ, বিনষ্ট মহারথ ও নিপতিত অশ্বগণে মেদিনী সমাকীর্ণ হইল। মারুতবেগগামী অশ্বগণ সারথিবিহীন হইয়া ইচ্ছানুসারে যোধগণকে ইতস্ততঃ সমানীত করিতে লাগিল। কোন কোন অশ্ব ভগ্নচক্র রথ বহন ও কোন কোন অশ্ব রথার্দ্ধ লইয়া দশ দিকে পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিল। রথিগণ পুণ্যাবসানে স্বর্গচ্যুত সিদ্ধগণের ন্যায় রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

হে রাজন্! এই প্রকারে মদ্রাধিপতির অনুচরগণ বিনষ্ট হইলে জয়গৃধ্নু মহারথ পাণ্ডবগণ শঙ্খধ্বনি ও শর শব্দ করত মহাবেগে সমাগত

কৌরবসৈন্যগণের সম্মুখীন হইয়া কার্ম্মুক নির্ঘোষ ও সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ মহাবলশালী মদ্র-রাজের সৈন্যদিগকে বিনষ্ট অবলোকন করিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামে পরাঙ্মুখ ও জয়শালী পাণ্ডবগণের শরে দৃঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণ ভয়ে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

—*—

একোনবিংশতিতম অধ্যায়। ১৯।

হে রাজন্! নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহারথ মদ্রাধিপতি নিপাতিত হইলে কৌরবপক্ষীয় বীরগণ ও আপনার পুত্রগণ সকলেই প্রায় সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলেন। অগাধ সমুদ্রে নৌকা মগ্ন হইলে বণিকৃগণ যেরূপ পার লাভের প্রত্যাশা করিয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহারা শল্যের সংহারান্তে আশ্রয় লাভের বাসনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর আমরা সকলেই সেই মধ্যাহ্ন সময়ে শর সমূহে ক্ষত বিক্ষত, সাতিশয় ভীত ও পরাভূত হইয়া সিংহ-নিপীড়িত মৃগ সমূহের ন্যায়, ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায়, শার্দিশন মাতঙ্গের ন্যায় প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। ঐ সময় কোন বীরই সৈন্য সন্ধান বা বিক্রম প্রকাশ করিতে সাহস করিল না। মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ বিনষ্ট হইলে বীরগণের যেরূপ দুঃখ ও ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে মদ্রাধিপতি শল্যের নিধনে তাহাদের তদ্রূপ ভয় ও শোক উপস্থিত হইল। তখন তাহারা বিজয়াশায় নিরাশ হইয়া ক্ষতবিক্ষত কলেবরে ও শঙ্কিতচিত্তে কেহ কেহ অশ্বে, কেহ কেহ মাতঙ্গে, কেহ কেহ রথে ও কেহ কেহ বা পাদচারে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে বিপক্ষশরে সমাহত হইয়া রণশয্যা গ্রহণ করিল। পর্ব্বতাকার দুই সহস্র কুঞ্জর অঙ্কুশ প্রহার ও অঙ্গুষ্ঠের তাড়নে সঞ্চালিত হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। হে নরনাথ! কৌরবপক্ষীয় বীরগণ এইরূপে অরাতিগণের শরনিকরে সমাহত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সেই সময় পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কৌরবদিগকে পরাজিত, নিরুৎসাহ ও ছিন্ন ভিন্ন অবলোকন করিয়া বিজয়াভিলাষে ধাবমান হইলেন। তখন পাণ্ডবসৈন্য মধ্যে অতি ভীষণ শর শব্দ, সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণকে শঙ্কাকু-

শিত চিত্তে পলায়ন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, আজি সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুবিহীন হইবেন এবং ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধন রাজশ্রীবিহীন হইল। আজি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আত্মজের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিহ্বল ও মোহাভিভূত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইবেন। আজি তিনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ধনুর্দ্ধরদিগের অগ্র-গণ্য বলিয়া বিবেচনা এবং আপনাকে মন্দবুদ্ধি বলিয়া অবজ্ঞা করিবেন। আজি তাঁহাকে বিদুরের বাক্য সত্য বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে। অদ্যা-বধি তিনি ধর্ম্মরাজের ভৃত্যভাবে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণ যেরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ ক্লেশপরম্পরা অনুভব করিবেন। আজি তিনি বাসুদেবের মাহাত্ম্য এবং ধনঞ্জয়ের অতি ভয়ঙ্কর গাণ্ডীবনির্ঘোষ, অস্ত্রবল ও বাহুবীর্য্য সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইবেন। আজি কৌরবগণ সুররাজ কর্তৃক নিহত বলাসুরের ন্যায় দুর্য্যোধনকে নিহত দেখিয়া বৃকোদরের ভীষণ বাহুবল অবগত হইতে পারিবেন। দুঃশাসন নিধনকালে মহাবীর ভীমসেন যেরূপ ভয়ানক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আর কেহই সেরূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না। আজি কৌরবগণ সুরগণের নিতান্ত দুঃসহ মদ্রাধিপতিকে বিনষ্ট শ্রবণ করিয়া পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের পরাক্রম অবগত হইবেন। আজি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর সুবলনন্দন ও অন্যান্য গান্ধারদিগকে নিহত শ্রবণ করিয়া মাদ্রীতনয় নকুল ও সহ-দেবকে একান্ত দুঃসহ বলিয়া বিবেচনা করিবেন। দেখ, মহাবল পরা-ক্রান্ত অর্জ্জুন, সাত্যকি, বৃকোদর, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, নকুল, সহদেব, শিখণ্ডী ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যাহাদিগের যোদ্ধা, ত্রিলোকাধিপতি বাসুদেব যাহাদিগের একমাত্র আশ্রয় এবং যাহাদিগের নিরন্তর ধর্ম্মানু-ষ্ঠানই অভিপ্রেত, তাঁহারা কি নিমিত্ত বিজয়লাভ করিবেন না? মহাত্মা হৃষীকেশ যাহার রক্ষাকর্ত্তা, সেই ধর্ম্মপরায়ণ যুধিষ্ঠির ভিন্ন আর কোন্ বীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মদ্রাধিপতি ও অন্যান্য অসংখ্য মহাবীর ভূপাল-গণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন?

হে রাজন্। পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ আপনার সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন অবলোকন করিয়া অতি হৃষ্টচিত্তে পরস্পর এই রূপ কহিতে কহিতে তাঁহা-দিগের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবলশালী অর্জ্জুন রথ-সৈন্যের এবং মহারথ নকুল, সহদেব ও সাত্যকি শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন ভীমভয়ে স্বীয় সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া সারথিকে কহিতে লাগিলেন,

হে সারথে! মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন আমাকে অতিক্রম করিতে যত্নবান্ হইয়াছে; অতএব এক্ষণে তুমি সত্বরে সৈন্যগণের পশ্চাদ্ভাগে অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি পশ্চাদ্ভাগে সংগ্রাম করিলে মহাসাগর যেরূপ তীরভূমিকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হয়, সেইরূপ ধনঞ্জয় কোনক্রমেই আমাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবেক না। ঐ দেখ, পাণ্ডবগণ আমার সৈন্যগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। সৈন্যগণের চরণসমুত্থিত ধূলিপটল গগনমণ্ডলে উড্ডীন হইয়াছে এবং বীরগণ সিংহের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন করিতেছেন; অতএব তুমি সৈন্যগণের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষার্থ মন্দভাবে অশ্ব সঞ্চালন কর। আমি সংগ্রামে অবস্থান পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, আমার সৈন্যগণ প্রতিনিবৃত্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

সারথি রাজা দুর্য্যোধনের সেই বীরজনোচিত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সুবর্ণালঙ্কৃত অশ্বগণকে মন্দ মন্দ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও রথবিহীন একবিংশতি সহস্র পদাতি জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া সংগ্রামার্থ সমুদ্যত হইল এবং নানাদেশীয় অন্যান্য বীরগণ যশোভিলাষী হইয়া সমরে মনোভিনিবেশ করিলেন।

অনন্তর সেই হৃষ্টচিত্ত সৈন্যগণ বিপক্ষগণের সহিত একত্র সমবেত হইলে, উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে সেই বিবিধ জনপদবাসী কৌরবসৈন্যগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরলোকে গমনাভিলাষী পদাতিগণও সিংহনাদ ও আস্ফোট শব্দ করিয়া পরমানন্দিত চিত্তে বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইল। আপনার পুত্রগণ ভীমসেনকে প্রাপ্ত হইয়া রোষভরে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করত চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া প্রহার করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর রণস্থলে পদাতিগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত এবং বারম্বার সমাহত হইয়াও মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে অন্যান্য যোধগণকে প্রহার করিয়া নিবারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবীর বৃকোদর ক্রুদ্ধ চিত্তে দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় এক সুবর্ণালঙ্কৃত ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া সেই এক বিংশতি সহস্র পদাতি সৈন্যকে বিপোথিত করিলেন এবং সত্বরে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুরোবর্ত্তী করিয়া তথা হইতে তিরোহিত হইলেন। পদাতিগণ বিনষ্ট হইয়া শোণিতাক্ত

কলেবরে পবনবিপাটিত পুষ্পোপশোভিত কর্ণিকারের ন্যায় সমরশয্যা গ্রহণ করিল।

হে রাজন্! সেই সংগ্রামে অস্ত্রশস্ত্রধারী কুণ্ডলপরিমণ্ডিত নানাজাতীয় লোক সমুদয় এইরূপে বিনষ্ট হইল। ধ্বজপতাকাযুক্ত পদাতি সৈন্য নিপতিত হওয়াতে রণস্থল অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। তখন যুধিষ্ঠির প্রভৃতি মহারথগণ কৌরবপক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরদিগকে রণপরাঙ্মুখ অবলোকন করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই সময় আমরা দুর্য্যোধনের অতি অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিলাম। পাণ্ডবগণ একত্র সমবেত হইয়াও সেই একমাত্র বীরকে অতিক্রম করিতে অসমর্থ হইলেন। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ক্ষত বিক্ষত হইয়া অনতিদূরপ্রস্থিত স্বীয় সৈন্যদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা বসুন্ধরা বা সৈন্যমধ্যে যে কোন প্রদেশে গমন করিবে, কোন স্থানেই পাণ্ডবগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব অনর্থ পলায়ন করিবার প্রয়োজন কি? দেখ, পাণ্ডবগণের অল্পমাত্র সৈন্য অবশিষ্ট আছে এবং বাসুদেব ও ধনঞ্জয়ের কলেবর নিতান্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে যদি আমরা সমরে অবস্থান করি, তাহা হইলে আমরা জয় লাভ করিব, সন্দেহ নাই। হে যোধগণ! তোমরা পলায়ন করিলে পাণ্ডবগণ নিশ্চয়ই তোমাদের অনুগামী হইয়া তোমাদিগকে সংহার করিবে। অতএব তাহা অপেক্ষা রণস্থলে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। হে সমাগত বীরগণ! আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। সর্ব্বান্তক কৃতান্ত বীরই হউক, বা ভীরুই হউক, সকলকেই সংহার করেন; অতএব ক্ষত্রিয়ের রণপরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। এক্ষণে ক্রুদ্ধ বৃকোদরের সম্মুখে অবস্থান করাই আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ করা যার পর নাই সুখজনক। দেখ, মনুষ্যগণ গৃহে অবস্থান করিলেও কোনক্রমে মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না অতএব ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই বিধেয়। সমরে বিজয় লাভ করিলে ইহলোকে সুখভোগ এবং নিহত হইলে পরলোকে স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। হে কৌরবগণ! সংগ্রাম ব্যতিরেকে স্বর্গলাভের অন্য কোন উৎকৃষ্ট উপায় নাই; সংগ্রামে মৃত্যু হইলে, সত্বরেই অতি দুর্ল্লভ লোক লাভ হইয়া থাকে।

হে রাজন্। রাজগণ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করত, পুনর্ব্বার সেই নিধনোদ্যত পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান

হইলেন। তখন বিজয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও ক্রুদ্ধচিত্তে সমাগত কৌরব-পক্ষীয় বীরগণকে আক্রমণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন ত্রিলোকবিখ্যাত গাণ্ডীব শরাসনে টঙ্কার প্রদান পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হইলেন। নকুল, সহদেব ও মহাবলশালী সাত্যকি মহাবেগে কৌরবসৈন্যমধ্যে শকুনির প্রতি গমন করিতে লাগিলেন।

বিংশতিতম অধ্যায়। ২০।

হে রাজন্! সৈন্যগণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, ম্লেচ্ছাধিপতি শাল্ব সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া এক ঐরাবত সদৃশ শক্রবিমর্দ্দন পর্ব্বতাকার মহামাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্যের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার ঐ মহামাতঙ্গ সদ্বংশোদ্ভূত, গজবিজ্ঞানবিশারদ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক সুশিক্ষিত ও দুর্য্যোধনের নিয়ত আদরণীয়। মহারাজ শাল্ব সেই মহামাতঙ্গে আরোহণ পূর্ব্বক নিশাবসানে উদয়াচলস্থিত দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইয়া দেবরাজের বজ্রসদৃশ অতি ভয়ঙ্কর সুশাণিত শর সমূহে সৈন্যগণকে কৃতান্ত-ভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তৎকালে কি স্বপক্ষীয় ও কি বিপক্ষীয় কেহই সেই ঐরাবতস্থিত পুরন্দরের ন্যায় বীরবরের কোন ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সেই একমাত্র মহামাতঙ্গকে সহস্র সহস্র বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন। শক্রপক্ষীয় সৈন্যগণ সেই মহামাতঙ্গের প্রভাবে বিদ্রাবিত ও তাহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া শঙ্কিতচিত্তে যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহসা মহাবেগে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ পাণ্ডবসৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া মহারাজ শাল্বকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করত শশধর সদৃশ শ্বেতবর্ণ শঙ্খধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

সেই সময় পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণের সেনাপতি মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন আনন্দিত কৌরবগণের সেই শঙ্খধ্বনি সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া জম্ভাসুর যেরূপ দেবরাজের সহিত সংগ্রামকালে গজরাজ ঐরাবতের প্রতি ধাবমান হইয়াছিল, সেই রূপ বিজয় লাভ করিবার মানসে অতি সত্বরে শাল্বের সেই মহামাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারাজ শাল্ব ধৃষ্টদ্যুম্নকে সহসা আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার মানসে তাঁহার অভি-

মুখে সেই মহামাতঙ্গকে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহা-মাতঙ্গকে সমাগত দেখিয়া পবনসদৃশ উগ্রবেগসম্পন্ন তিন নারাচ দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া পুনরায় তাহার কুম্ভদেশে পাঁচ নারাচ পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ শাল্বের সেই মহামাতঙ্গ এইরূপে দ্রুপদনন্দনের শরে বিদ্ধকলেবর হইয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন মহারাজ শাল্ব অঙ্কুশ দ্বারা গজরাজকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া পুনর্ব্বার সত্বরে ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিমুখে সঞ্চালিত করিলেন। মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই মহামাতঙ্গকে পুনরায় আগমন করিতে দেখিয়া ভীতচিত্তে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে স্বীয় রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। গজরাজ তৎক্ষণাৎ ধৃষ্টদ্যুম্নের সুবর্ণালঙ্কৃত রথ, অশ্ব ও সারথিকে উৎক্ষেপণ করিয়া চীৎকার পূর্ব্বক ধরাতলে বিপোথিত করিল। সেই সময় বৃকোদর, শিখণ্ডী ও সাত্যকি সেই গজরাজ কর্তৃক ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপীড়িত দেখিয়া মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক শর সমূহে মহামাতঙ্গের বেগ নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন। নাগরাজ মহারথগণ কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া সাতিশয় বিচলিত হইল। তখন ভূপতি শাল্ব চতুর্দ্দিকে দিবাকরকরনিকর সদৃশ শরনিকর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। রথিগণ তাঁহার শরসমূহে নিতান্ত নিপী-ড়িত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। সেই সময় বীরপ্রধান পাঞ্চাল, মৎস্য ও সৃঞ্জয়গণ মহারাজ শাল্বের ঐ ভয়ানক কার্য্য দর্শন করিয়া হাহাকার করত মাতঙ্গের চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিলেন। ঐ সময় কৌরব-সৈন্যনিপাতন মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন শৈলশৃঙ্গ সদৃশ গদা গ্রহণ করিয়া মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক জলদ সদৃশ পর্ব্বতাকার মদস্রাবী মহামাতঙ্গকে সমাহত করিতে লাগিলেন। গজরাজ দ্রুপদনন্দনের গদাঘাতে গম্ভীর গর্জ্জন ও শোণিত বমন পূর্ব্বক ভূকম্পচলিত অচলের ন্যায় ধরাতলে নিপ-তিত হইল। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ তদ্দর্শনে হাহাকার শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় শিনিবংশাবতংস সাত্যকি নিশিত ভল্ল দ্বারা মহারাজ শাল্বের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর শাল্বও ছিন্ন-মস্তক হইয়া কুলিশবিদলিত বিপুল শৈলশৃঙ্গের ন্যায় তৎক্ষণাৎ সেই মহা মাতঙ্গের সহিত ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়। ২১।

হে রাজন্! মহাবীর শাল্ব এইরূপে বিনষ্ট হইলে, কৌরবপক্ষীয়

সৈন্যগণ সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে মহাবলশালী কৃতবর্ম্মা বলবীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক অরাতি সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্যগণ কৃতবর্ম্মাকে সংগ্রামে অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন উভয়পক্ষের অতি ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। সেই সময় আমরা মহাবল পরাক্রান্ত কৃতবর্ম্মার অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। তিনি একাকীই সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যদিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ তদ্দর্শনে পরমানন্দিত চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। পাঞ্চালগণ সেই গগনস্পর্শী সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইল। সেই সময় মহাবাহু সাত্যকি মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক সুশাণিত সাত শরে মহাবীর রাজা ক্ষেমকীর্ত্তিকে নিপাতিত করিলেন। মহামতি কৃতবর্ম্মা মহাবাহু সাত্যকিরে সহসা সমাগত দেখিয়া মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন।

অনন্তর সেই সাত্বতবংশাবতংস মহাধনুর্দ্ধর রথিদ্বয় পরস্পরকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও অন্যান্য রাজগণ তাঁহাদিগের সংগ্রাম সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন মহারথ সাত্যকি ও কৃতবর্ম্মা বৎসদন্ত ও নারাচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহৃষ্ট মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় নিপীড়িত করিয়া বিবিধ মার্গে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইলেন। তাঁহাদিগের শরাসনবেগসমুদ্ভূত শর সমূহ বেগবান্ পতঙ্গগণের ন্যায় গগনমার্গে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। অনন্তর যুদ্ধবিশারদ কৃতবর্ম্মা সুশাণিত চারি সায়কে মহাবীর সাত্যকির চারি অশ্ব বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু সাত্যকিও অঙ্কশতাড়িত কুঞ্জরের ন্যায় সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আট শরে কৃতবর্ম্মাকে নিপীড়িত করিলেন। সেই সময় মহাবলশালী কৃতবর্ম্মা শিলানিশিত তিন সায়কে সাত্যকিরে বিদ্ধ করিয়া এক শরে তাঁহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাধনুর্দ্ধর যুযুধানের কার্ম্মুক ছিন্ন হইলে তিনি ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং সত্বরে সেই ছিন্নশরাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য শরাসনে শরসন্ধান করত কৃতবর্ম্মার অভিমুখীন হইয়া নিশিত দশ শরে তাঁহার ধ্বজ ছেদন এবং অশ্ব ও সারথির জীবন সংহার করিলেন। তখন মহারথ কৃতবর্ম্মা স্বীয় সুবর্ণালঙ্কৃত রথ অশ্বসারথিবিহীন দর্শন করিয়া ক্রোধভরে শূল গ্রহণ করত সাত্যকির প্রতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আস্ফালন করিতে লাগিলেন। শিনিবংশাবতংস সাত্যকি কৃতবর্ম্মাকে বিমোহিত

করিয়াই যেন সুশাণিত শর সমূহে সেই শূল শতধা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং ভল্ল দ্বারা কৃতবর্ম্মার হৃদয় বিদীর্ণ করিলেন। এইরূপে মহাবল পরাক্রান্ত কৃতবর্ম্মা শিক্ষিতাস্ত্র সাত্যকির শরে অশ্ব ও সারথিবিহীন হইয়া ধরাতলে দণ্ডায়মান হইলেন।

হে রাজন্! মহাবলশালী কৃতবর্ম্মা সেই দ্বৈরথযুদ্ধে সাত্যকির প্রভাবে রথবিহীন হইলে, কৌরবসৈন্যগণ সাতিশয় ভীত ও মহারাজ দুর্য্যোধন যাহার পর নাই বিষণ্ণ হইলেন। সেই সময় কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া অবিলম্বে সাত্যকির প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং পাণ্ডবপক্ষীয় মহাধনুর্দ্ধরগণের সাক্ষাতেই কৃতবর্ম্মাকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। তখন কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ কৃতবর্ম্মাকে রথবিহীন ও সাত্যকিরে রণস্থলে অবস্থান করিতে দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইল; কিন্তু শত্রুগণ সৈন্যগণের পদাঘাতসমুত্থিত ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া উহা পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইল না।

হে রাজন্! তখন কেবল রাজা দুর্য্যোধন একাকীই রণস্থল পরিত্যাগ করিলেন না। তিনি আপনার সাক্ষাতেই সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে দেখিয়া সরোষলোচনে আগমন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকরে ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল, কৈকয়, সোমক ও সৃঞ্জয়গণকে নিবারণ করত মন্ত্রপূত যজ্ঞীয় হুতাশনের ন্যায় রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বিপক্ষগণ সেই সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় মহাবীরের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না। তখন মহাবীর কৃতবর্ম্মা অন্য রথে আরোহণ পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে সমাগত হইলেন।

—০*০—

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়। ২২।

হে রাজন্! আপনার পুত্র মহারথ দুর্য্যোধন ঐ যুদ্ধে রথোপরি অবস্থান করত প্রবল প্রতাপান্বিত রুদ্রদেবের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার শরজালে সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইল। জলদ যেরূপ গিরিগণের উপর জল ধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তিনি বিপক্ষগণের প্রতি নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে কি হস্তী, কি অশ্ব, কি রথ, কি মনুষ্য, কেহই অক্ষত রহিল না। আমরা সকলকেই

রাজা দুর্য্যোধনের শরে সমাচ্ছন্ন দর্শন করিলাম। সমুত্থিত ধূলিজালদ্বারা সৈন্যগণ যেরূপ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল, কুরুরাজের শরজালেও সেইরূপ সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। ঐ সময় সমুদয় বসুন্ধরা শরময় বলিয়া জ্ঞান হইল। তৎকালে আমরা কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় সহস্র সহস্র মহাবীরের মধ্যে রাজা দুর্য্যোধনকেই অদ্বিতীয় যোদ্ধা বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলাম। তখন পাণ্ডবগণ সকলে সমবেত হইয়াও তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। ইহা দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল।

অনন্তর মহারাজ দুর্য্যোধন সেই সংগ্রাম স্থলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এক শত, বৃকোদরকে সপ্ততি, সহদেবকে সাত, নকুলকে চতুঃষষ্টি, ধৃষ্টদ্যুম্নকে সাত, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্রকে সাত এবং সাত্যকিরে তিন শরে বিদ্ধ করিয়া এক ভল্লে সহদেবের কার্ম্মুক ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর সহদেব সেই ছিন্নকার্ম্মুক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য শরাসন গ্রহণ করত মহাবেগে দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং নিশিত দশ সায়কে তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। প্রবল প্রতাপশালী নকুলও দুর্য্যোধনকে অতি ভয়ঙ্কর নয় শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই সময় দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র সপ্ততি, রাজা যুধিষ্ঠির পাঁচ, বৃকোদর অশীতি, ও সাত্যকি এক শরে দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। এইরূপে মহাবীর দুর্য্যোধন সর্ব্বসৈন্যসমক্ষে শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়াও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তখন তাঁহার হস্তলাঘব ও পরাক্রম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। পলায়মান কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কিয়দ্দূর-মাত্র গমন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কুরুরাজের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের আগমনে তরঙ্গমালাসঙ্কুল সাগরনিস্বনের ন্যায় অতি ভীষণ ধ্বনি সমুত্থিত হইতে লাগিল। ঐ সময় সেই মহাধনুর্দ্ধর শত্রুনিপাতন পাণ্ডবগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

তখন অশ্বত্থামা বৃকোদরকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের উভয়ের শরজালে সমস্ত দিক্ বিদিক্ সমাচ্ছন্ন হইলে, যোধগণ আর কিছুই দৃষ্টিগোচর করিতে পারিলেন না। তখন প্রবলপ্রতাপশালী মহাবীর অশ্বত্থামা ও ভীমসেন পরস্পর প্রতিকারপরায়ণ হইয়া দশ দিক্ বিত্রাসিত করত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহাবীর শকুনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার চারি অশ্বকে সংহার করিলেন এবং সৈন্যগণকে বিকম্পিত করিয়া সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে

শকুনির শরে নিপীড়িত দেখিয়া স্বীয় রথে আরোপিত করত তথা হইতে অপসৃত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অবিলম্বে অন্য এক রথে সমারূঢ় হইয়া শকুনির অভিমুখে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রথমতঃ নয় ও তৎপরে পাঁচ শরে বিদ্ধ করিয়া সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই মহাবীরদ্বয়ের সংগ্রাম অতি বিচিত্র, ঘোরতর ও সিদ্ধচারণপ্রভৃতি দর্শকগণের তৃপ্তিজনক হইয়াছিল।

সেই সময় শকুনিনন্দন মহাবীর উলূক রণবিশারদ মহাধনুর্দ্ধর নকুলের প্রতি শর বর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত নকুলও চতুর্দ্দিক্ হইতে শরজাল বিস্তার করত তাহাকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে সেই পরস্পর প্রতিকারপরায়ণ মহারথদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। অরাতিনিপাতন মহাবীর সাত্যকি পুরন্দর যেরূপ দানবাধিপতি বলির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৃতবর্ম্মার সহিত অতি ভীষণ সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নের শরাসন ছেদন পূর্ব্বক নিশিত শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে নিপীড়িত করিলেন। মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্নও মহাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক মহাধনুর্দ্ধরগণের সাক্ষাতে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রভিন্নগণ্ড বন্য মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। মহাবলশালী কৃপাচার্য্য সাতিশয় রোষপরায়ণ হইয়া নত পর্ব্ব শরনিকর দ্বারা মহাবীর দ্রৌপদীতনয়গণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণীর যেরূপ বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণের সহিত কৃপাচার্য্যের অনিবার্য্য তুমুল যুদ্ধ সমুপস্থিত হইল। ইন্দ্রিয়গণ যেরূপ মূঢ়কে কষ্ট প্রদান করে, সেইরূপ দ্রৌপদীর পুত্রগণ কৃপাচার্য্যকে কষ্ট প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহামতি কৃপাচার্য্যও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি শর প্রহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাঞ্চালীতনয়গণের সহিত কৃপাচার্য্যের অতি বিচিত্র সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

হে রাজন্! সেই সময় অতি ভয়ঙ্কর তুমুল সঙ্কুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। পদাতিগণ পদাতিগণকে, গজযূথ গজযূথকে, তুরঙ্গগণ তুরঙ্গদিগকে এবং রথিগণ রথিদিগকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। অরাতিনিপাতন বীরগণ পরস্পর সংগ্রামে সমবেত হইয়া পরস্পরকে বিদ্ধ ও সমাহত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অস্ত্রবেগ, মাতঙ্গগণের নিশ্বাস এবং রথ ও অশ্বারোহিগণের গমনাগমনজনিত বায়ুবেগে রণস্থল

হইতে রজোরাশি সমুত্থিত হইয়া অবনীমণ্ডল ও গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিল। ঐ সময় আকাশমণ্ডল সন্ধ্যারাগরঞ্জিত বলিয়া জ্ঞান হইতে লাগিল। দিনকরের প্রভা তিরোহিত হইল এবং এককালে বীরগণ অলক্ষিত হইলেন। অনন্তর পরস্পর প্রহারপরায়ণ বীরগণের কলেবর হইতে রুধিরধারা বিনির্গত হইলে অতি অল্পকালমধ্যে সেই প্রভূত ধূলি-পটল প্রশমিত হইয়া গেল। যোধগণের বর্ম্মোপরি মধ্যাহ্নকালীন মার্ত্ত-ণ্ডের কিরণজাল নিপতিত হওয়াতে উহা সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সেই সময় আমরা পুনর্ব্বার বীরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলাম। তাহাদিগের শরপতন শব্দ শৈলোপরি দহ্যমান বেণুবনের শব্দের ন্যায় কর্ণগোচর হইতে লাগিল।

—*—

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়। ২৩।

হে রাজন্! এইরূপে সেই ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে কৌরব-সৈন্যগণ সংগ্রামপরাঙ্মুখ ও ইতস্তত ধাবমান হইল। সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন পরম যত্ন সহকারে তাহাদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্য-গণের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। যোধগণ সকলেই প্রতি-নিবৃত্ত হইয়া কুরুরাজ দুর্য্যোধনের বিজয়াভিলাষে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন উভয়পক্ষে দেবাসুর সমর সদৃশ ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। তৎকালে উভয়পক্ষে কোন বীরই আর সংগ্রামপরাঙ্মুখ হই-লেন না। সকলেই অনুমান ও পরস্পরের নামোচ্চারণ পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় সমরাঙ্গনেও অসংখ্য সৈন্য নিহত হইয়াছিল।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অন্যান্য রাজগণ সমভিব্যাহারে শত্রুগণকে পরাজয় করিবার মানসে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া নিশিত তিন শরে কৃপাচার্য্যকে বিদ্ধ করত চারি নারাচ দ্বারা কৃতবর্ম্মার অশ্বগণকে বিনষ্ট করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্মাকে অশ্ববিহিন দর্শন করত তাঁহাকে লইয়া তথা হইতে অপসৃত হইলেন। অনন্তর কৃপা-চার্য্য আট শরে ধর্ম্মরাজকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার অভিমুখে সাত শত রথী প্রেরণ করিলেন। রথিগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রথাভিমুখে মহাবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন এবং জলদজাল যেরূপ দিনকরকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ শরনিকরে ধর্ম্মরাজকে অদৃশ্য

করিয়া ফেলিলেন। শিখণ্ডীপ্রমুখ মহারথগণও যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ দর্শন করিয়া উহা নিতান্ত অসহ্য জ্ঞান করত ক্রোধভরে তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কিঙ্কিণীজালজড়িত অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর উভয়পক্ষে যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধন অতি ভীষণ সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। পাণ্ডবগণ পাঞ্চালদিগের সহিত একত্র সমবেত হইয়া কৌরবপক্ষীয় সাত শত রথীকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করত অন্যান্য বীরগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সহিত পাণ্ডবগণের অতি তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল; ঐরূপ সংগ্রাম আমরা আর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। ঐ সময় চতুর্দ্দিকে অব্যবস্থিত যুদ্ধ প্রবর্ত্তিত উভয়পক্ষীয় অসংখ্য মহাবীর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, রণস্থলে নিরন্তর শঙ্খধ্বনি ও সিংহনাদ হইতে লাগিল। যোধগণ শরনিকরে পরস্পরের মর্ম্ম ছেদন পূর্ব্বক জয় লাভ করিবার মানসে সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে রাজন্! এইরূপে সেই অসংখ্য কামিনীগণের কেশসংস্কার নিবারণ ও শোকজনক ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, অবনীমণ্ডল ও গগনমণ্ডলে অতি ভয়াবহ দুর্নিমিত্ত সকল প্রাদুর্ভূত হইল। গিরিকাননসমাকীর্ণ বসুন্ধরা ঘোররব করত বিকম্পিত হইয়া উঠিল। দণ্ড ও উল্মুকযুক্ত উল্কা সমুদয় সূর্য্যমণ্ডল সমাহত করিয়া গগনমণ্ডল হইতে নিপতিত হইল। প্রচণ্ড বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্কররাশি বর্ষণ করিতে লাগিল এবং মাতঙ্গগণ কম্পিত কলেবর হইয়া অনবরত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষত্রিয়গণ এই সমুদয় দুর্নিমিত্ত সন্দর্শন পূর্ব্বক কিছুমাত্র ভীত না হইয়া স্বর্গগমন করিবার মানসে সেই পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর সুবলতনয় শকুনি যোধগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা সম্মুখে সংগ্রাম কর, আমি পশ্চাৎ ভাগে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণকে সংহার করিতেছি। মদ্রদেশীয় যোধগণ ও অন্যান্য মহাবীরগণ গান্ধাররাজতনয়ের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক যাহার পর নাই আহ্লাদিত হইয়া তুমুল কোলাহল করিতে লাগিলেন। সেই সময় শত্রুগণ শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি নিরন্তর নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ভীত হইয়া পুনরায় সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলশালী সুবলনন্দন তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে বীরগণ!

তোমরা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা তোমাদিগের কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।

হে রাজন্! তখন সুবলনন্দন শকুনির দশ সহস্র প্রাসধারী অশ্বারোহী ছিল; তিনি পশ্চাৎ ভাগে অবস্থান পূর্ব্বক সেই সমুদয় সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া পরাক্রম প্রকাশ করত নিশিত শরনিকরে পাণ্ডবগণকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন পাণ্ডবসৈন্যগণ পবনচালিত অভ্রজালের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। রাজা যুধিষ্ঠির স্বীয় সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন অবলোকন করিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে মহাবীর সহদেবকে কহিলেন, হে সহদেব! ঐ দেখ, দুর্ম্মতি সুবলতনয় শকুনি আমাদিগের পশ্চাৎ ভাগে অবস্থান করত সৈন্যদিগকে সংহার করিতেছে; অতএব তুমি শীঘ্র উহার অভিমুখে গমন পূর্ব্বক উহাকে বিনষ্ট কর। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, তিন সহস্র পদাতি এবং মাতঙ্গ ও তুরঙ্গমগণ তোমার অনুগমন করুক। আমি পাঞ্চালগণের সহিত সমবেত হইয়া শরানলে রথিগণকে দগ্ধ করিতেছি। মহাবীর সহদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে সত্বরে আরোহিসমবেত সাত শত মাতঙ্গ, পাঁচ সহস্র তুরঙ্গ ও তিন সহস্র পদাতি এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া রণদুর্ম্মদ শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সুবলতনয়কে অতিক্রম করিয়া বিজয়াভিলাষে পশ্চাৎ ভাগে অবস্থান করত তাঁহার সৈন্যগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার অশ্বারোহিগণ ক্রুদ্ধচিত্তে রথিগণকে অতিক্রম করিয়া শকুনির সৈন্যমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রতি নিরন্তর শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর সহদেবের সৈন্যগণের সহিত শকুনির সৈন্যদিগের অতি ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। রথিগণ শর বর্ষণে নিবৃত্ত হইয়া তাহাদিগের সংগ্রাম দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কে স্বপক্ষ, আর কেই বা বিপক্ষ, তাহা বোধগম্য হইল না। কৌরব ও পাণ্ডবগণ নক্ষত্রপতনের ন্যায় শূরগণবিসৃষ্ট শক্তিসম্পাত সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। গগনমণ্ডল নির্ম্মল ঋষ্টিদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। প্রাস সকল শলভশ্রেণীর ন্যায় আকাশমণ্ডলে বিরাজিত হইল। অসংখ্য তুরঙ্গ শরবিদ্ধ ও শোণিতসিক্ত গাত্র হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল এবং কতকগুলি পরস্পর নিষ্পেষিত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিরন্তর শোণিত বমন করিতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর সমরাঙ্গন সৈন্যসমুত্থিত রজোরাশিদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইলে,

অতি ভয়ঙ্কর অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ সময় অসংখ্য অশ্ব ও মনুষ্য তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। কতকগুলি সৈন্য ধরাতলে নিপতিত হইয়া শোণিত বমন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ পরস্পরের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল এবং কেহ কেহ পরস্পর পরস্পরকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে আকর্ষণ করিয়া মল্লের ন্যায় সংগ্রাম করত বিনষ্ট হইল। কোন কোন বীর অশ্বপৃষ্ঠে বিনষ্ট হইলে, অশ্বগণ তাহাদিগকে লইয়া মহাবেগে ধাবমান হইল এবং কেহ কেহ গতাসু হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হইল। সেই সময় শোণিতোক্ষিত শস্ত্রখণ্ডিত বাহুদণ্ড, ছিন্ন কেশপাশ, বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র, বিনষ্ট অশ্ব ও অশ্বারোহী এবং রুধিরাক্ত বর্ম্মধারী পরস্পরনিধনার্থে উদ্যতায়ুধ বীরগণ দ্বারা রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইলে, কেহই আর অশ্বে সমারূঢ় হইয়া দূরে গমন করিতে সমর্থ হইল না। তখন মহাবীর শকুনি মুহূর্ত্তকাল যুদ্ধ করিয়া হতাবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্বগণের সহিত তথা হইতে বিনির্গত হইলেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়। ২৪।

হে রাজন্! সেই সময় রুধিরাক্তকলেবর পাণ্ডবসৈন্যগণও হতাবশিষ্ট ছয় সহস্র অশ্ব লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় অশ্বারোহিগণ শোণিতসিক্ত কলেবর ও জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া কহিলেন, হে বীরগণ! এ স্থানে মহামাতঙ্গের কথা আর কি কহিব, রথ লইয়া সংগ্রাম করাও সাধ্যায়ত্ত নহে; অতএব রথিগণ রথিদিগের প্রতি এবং মাতঙ্গগণ মাতঙ্গগণের অভিমুখে গমন করুক। গান্ধাররাজতনয় শকুনি পলায়ন পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণমধ্যে অবস্থান করিতেছে; আর সংগ্রামার্থ গমন করিবে না।

অশ্বারোহিগণ এই কথা বলিলে, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও কুঞ্জরসৈন্যগণ পাঞ্চালবংশোদ্ভব মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্নিধানে উপস্থিত হইল। সহদেবও একাকী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমন করিলেন। সৈন্যগণ এইরূপে অপসৃত হইলে, সুবলনন্দন শকুনি পুনর্ব্বার সমরে আগমন পূর্ব্বক এক পার্শ্ব হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের সৈন্যগণকে সমাহত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণ পুনর্ব্বার জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল। যোধগণ পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গমন

করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মস্তক সমুদয় খড়্গাঘাতে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে বোধ হইল, যেন তালফল নিপতিত হইতেছে এবং ছিন্ন ভিন্ন কলেবর, ঊরু ও অস্ত্রযুক্ত বাহু সকল নিপতিত হওয়াতে ঘোরতর চটচটা শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। যোধগণ নিশিত শস্ত্র সমূহে ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণকে নিপীড়িত করিয়া আমিষাভিলাষী বিহঙ্গমগণের ন্যায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। বীরগণ ক্রুদ্ধচিত্তে অগ্রে আমি প্রহার করিব, অগ্রে আমি প্রহার করিব, এই বলিয়া মহাবেগে আগমন পূর্ব্বক সহস্র সহস্র বীরকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। গতাসু নিপতমান অশ্বারোহিগণের সঙ্ঘর্ষণে শত শত বীর ধরাতলে নিপতিত হইল। নিতান্ত পিষ্ট ও চঞ্চল অশ্বগণের হ্রেষারব এবং সন্নদ্ধগাত্র পরমর্ম্মবিদারণোদ্যত মনুষ্যগণের চীৎকার ও অস্ত্র নির্ঘোষে সমরাঙ্গন ভয়ানক হইয়া উঠিল। তখন কৌরব সৈন্যগণ শ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত ও নিশিত শরসমূহে ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। তাহাদিগের বাহনগণ সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইল। বীরগণ শোণিতগন্ধে মত্ত ও বিমোহিতপ্রায় হইয়া কি আত্মপক্ষীয় কি পরপক্ষীয় সৈন্যগণকে প্রাপ্তি মাত্রেই সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। কতকগুলি ক্ষত্রিয় জিগীষাপরবশ হইয়া শত্রুগণের শরনিকরে জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন।

হে রাজন্! এইরূপে রাজা দুর্য্যোধনের সাক্ষাতেই ভয়ানক সৈন্যক্ষয় হইতে লাগিল। ঐ সময় বৃক, গৃধ্র ও শৃগালগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। রণস্থল মনুষ্য ও তুরঙ্গগণের কলেবরে সমাচ্ছন্ন ও শোণিত প্রবাহে সমুজ্জ্বল হইয়া ভীরু জনের নিতান্ত ভয়াবহ হইয়া উঠিল। উভয়পক্ষীয় যোধগণ অসি, পট্টিশ ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রে বারম্বার ক্ষত বিক্ষত হইয়াও সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলেন না। যতক্ষণ জীবিত রহিলেন, স্বীয় স্বীয় সাধ্যানুসারে প্রহার করিতে লাগিলেন। যোধগণ শত্রুগণের অস্ত্রে সমাহত হইয়া শোণিত ক্ষরণ পূর্ব্বক নিপতিত হইল। কবন্ধগণ সমুত্থিত হইয়া যোধগণের কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক রুধিরাক্ত অসি সমুদ্যত করিতে আরম্ভ করিল। যোধগণ শোণিতগন্ধে বিমোহিত হইল।

হে রাজন্! সেই সময় রণশব্দ তিরোহিত হইলে, মহাবীর শকুনি অল্পাবশিষ্ট অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবপক্ষীয় বহুসংখ্যক সৈন্যের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। জয়াভিলাষী পাণ্ডবগণও অবিলম্বে শকুনির প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় উদ্যতায়ুধ কুঞ্জরারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিগণ রণসাগর সমুত্তীর্ণ হইবার বাসনায় চতুর্দ্দিক্

হইতে সুবলনন্দনকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বহুবিধ শরনিকরে তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় কৌরবপক্ষীয় মাতঙ্গ, অশ্ব ও পদাতিগণ পাণ্ডবসৈন্যদিগকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া তাহাদিগের প্রতি ধাবমান হইল। অস্ত্রবিহীন পদাতিগণ কেহ কেহ পদ দ্বারা ও কেহ কেহ মুষ্টি দ্বারা পরস্পরকে বিনষ্ট করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিল। পুণ্যাবসানে সিদ্ধগণ যেরূপ বিমান হইতে ধরাতলে নিপতিত হন, সেইরূপ রথিগণ রথ হইতে ও কুঞ্জরারোহিগণ কুঞ্জর হইতে ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই প্রাস, অসি ও শরসঙ্কুল অতি তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, বীরগণ পরস্পর সমবেত হইয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ বন্ধু ও কেহ কেহ পুত্রগণকে সংহার করাতে সেই যুদ্ধ অতি অব্যবস্থিত হইয়া উঠিল।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়। ২৫।

হে রাজন্! পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ বিনষ্ট এবং রণকোলাহল নিবৃত্ত হইলে সুবলনন্দন শকুনি হতাবশিষ্ট সাত শত অশ্ব লইয়া সমরে আগমন পূর্ব্বক সৈন্যদিগকে সংগ্রাম করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া ক্ষত্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বীরগণ! এক্ষণে কুরুরাজ দুর্য্যোধন কোথায় অবস্থান করিতেছেন? তখন ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, হে সুবলনন্দন! ঐ যেস্থানে পূর্ণ শশধরসদৃশ প্রভাবিশিষ্ট অতিসুন্দর আতপত্র বিরাজিত রহিয়াছে; যেস্থানে বর্ম্মধারী রথিগণ অবস্থান করিতেছে; আপনি সেইস্থানে আগমন করুন; কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইবেন। মহাবীর শকুনি ক্ষত্রিয়গণের এইবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বিচিত্র যুদ্ধবিশারদ বীরগণে পরিবেষ্টিত মহারাজ দুর্য্যোধন সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে আত্মপক্ষীয় রথিগণে পরিবৃত দেখিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিয়া রথিগণকে আহ্লাদিত করত তাঁহাকে কহিলেন, হে কুরুরাজ! আমি অশ্ব সকল জয় করিয়াছি, তুমি রথিগণকে পরাজয় কর। এক্ষণে পাণ্ডবপক্ষীয় রথিগণ বিনষ্ট হইলে আমরা অবলীলাক্রমে পাণ্ডবপক্ষীয় কুঞ্জরসৈন্য ও পদাতিগণের জীবন সংহার করিতে পারিব।

হে রাজন্! তৎকালে বিজয়াভিলাষী আপনার পক্ষীয় বীরগণ সুস-

জ্জিত এবং রথে আরোহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরাসন বিধূনন ও সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের জ্যানির্ঘোষ, তলধ্বনি ও নিক্ষিপ্ত শরনিকরের নিদারুণ শব্দে সমরাঙ্গন পরিপূর্ণ হইল সেই সময় মহাবলশালী অর্জ্জুন সেই মহাধনুর্দ্ধর বীরগণকে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া হৃষীকেশকে কহিলেন, সখে! তুমি অসম্ভ্রান্তচিত্তে অশ্ব সঞ্চালন পূর্ব্বক সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হও; আজি আমি সুশাণিত শর সমূহে অরাতিগণকে নিঃশেষিত করিব। আজি অষ্টাদশ দিবস হইল, আমাদিগের এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতেছে; ইহার মধ্যেই কৌরবপক্ষীয় সমুদ্রসদৃশ সৈন্য আমাদিগের পরাক্রম প্রভাবে এক্ষণে গোষ্পদের ন্যায় বোধ হইতেছে। দৈবের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! মহাবীর পিতামহ ভীষ্ম বিনষ্ট হইলে আমাদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করাই দুর্য্যোধনের শ্রেয়স্কর ছিল; কিন্তু ঐ দুর্ম্মতি মোহাবেশবশতঃ তৎকালে তদ্বিষয়ে সম্মত হইল না। পিতামহ ভীষ্ম উহাকে যেরূপ হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, ঐ নির্ব্বোধ তাহার কিছুই অনুষ্ঠান করে নাই। হে মধুসূদন! সেই তুমুল যুদ্ধে মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম রণশয্যায় শয়ন করিলে কৌরবগণ যে কি নিমিত্ত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা কিছুই পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছি না। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সকলেই মূঢ়, নচেৎ তাহারা ভীষ্মকে নিপতিত দর্শন করিয়া কি নিমিত্ত পুনর্ব্বার আমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল? আর যাহা হউক, পিতামহ ভীষ্ম মানবলীলা সম্বরণ করিলে, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য কর্ণ, কর্ণপুত্র বিকর্ণ, শ্রুতায়ু, জলসন্ধ, শ্রুতায়ুধ, ভূরিশ্রবা, শল্য, শাল্ব এবং জয়দ্রথ, রাক্ষস অলায়ুধ, বাহ্লিক, সোমদত্ত, ভগদত্ত, সুদক্ষিণ ও দুঃশাসন এবং অবন্তিদেশীয় বীরগণ বিনষ্ট হইলেও এই ভয়ঙ্কর জনক্ষয় উপশমিত হইল না। মহাবলশালী অক্ষৌহিণীপতি রাজগণ ভীমশরে রণশয্যা গ্রহণ করিলেও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ লোভমোহবশতঃ সংগ্রামে নিবৃত্ত হয় নাই। হায়! দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ভিন্ন কৌরববংশসমুদ্ভূত আর কোন্ রাজা এই নিরর্থক শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারে? হিতাহিত জ্ঞানসম্পন্ন প্রাজ্ঞগণ শত্রুকে গুণ ও বলবীর্য্যে সমধিক পরিজ্ঞাত হইয়া কোন ক্রমেই তাহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন না। হে বাসুদেব! পূর্ব্বে তুমি আমাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার মানসে দুর্য্যোধনকে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলে; কিন্তু এ দুর্ম্মতি তৎকালে তদ্বিষয়ে সম্মত হয় নাই। সে যখন তোমার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছে, তখন কোনক্রমেই অন্যের

বাক্য গ্রাহ্য করিবে না। মহাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও বিদুর সন্ধি সংস্থাপনে অনুরোধ করিলে যে, দুর্ম্মতি তাঁহাদিগের বাক্যে অনাস্থা করিয়াছিল, তাহার আর কি প্রকারে রক্ষা হইতে পারে? যে, পাপাত্মা মূঢ়তানিবন্ধন হিতবাদী বৃদ্ধ পিতা ও মাতাকে অসম্মান পূর্ব্বক প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, সে এক্ষণে কি নিমিত্ত অন্যের বাক্যে সমাদর করিবে? হে হৃষীকেশ! দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের কার্য্য ও দুর্নীতি দর্শন পূর্ব্বক আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ঐ হতভাগ্যই কৌরবকুল সমূলে নির্ম্মূল করিবে। এক্ষণে সে কদাচ সহজে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবে না। মহামতি বিদুর আমাকে বারম্বার কহিয়াছিলেন যে, দুর্য্যোধন জীবিত থাকিতে কোনক্রমেই তোমাদিগকে রাজ্যের অংশ প্রদান করিবে না। সে যাবৎ জীবিত থাকিবে তাবৎ নিয়তই তোমাদের অনিষ্ট করিতে যত্নবান্ হইবে। অতএব তোমরা যুদ্ধভিন্ন অন্য কোন ক্রমেই সেই দুর্ম্মতির নিকট হইতে রাজ্য গ্রহণ করিতে পারিবে না।

হে বাসুদেব! সত্যপরায়ণ মহামতি বিদুর যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সেইরূপ কার্য্য সমুদয় প্রত্যক্ষ করিতেছি। ঐ দুর্ম্মতি জমদগ্নিতনয় পরশুরাম হইতে আনুপূর্ব্বিক হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিল; এক্ষণে তাহার মৃত্যুকাল সমুপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ঐ কুলাঙ্গার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র সিদ্ধ পুরুষগণ বারম্বার কহিয়াছিলেন যে, এই দুর্ম্মতির পাপেই সমুদয় ক্ষত্রিয়কুল বিনষ্ট হইবে। এক্ষণে তাঁহাদের সেই বাক্যই সত্য হইল। অসংখ্য রাজগণ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সাহায্য করিবার মানসে সমুপস্থিত হইয়া সংহার প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে যে সমুদয় সৈন্য অবশিষ্ট আছে, আজি আমি তাহাদের সকলকেই সংহার করিব। দুরাত্মা দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণকে নিহত ও শিবির শূন্য দর্শন করিয়া আমাদিগের হস্তে বিনষ্ট হইবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই স্বয়ং সংগ্রাম করিবার মানসে সমাগত হইবে। বোধ হয়, তাহা হইলেই এই বৈরানল নির্ব্বাণ হইবে। হে হৃষীকেশ! আমি ঐ দুরাত্মার কার্য্য সন্দর্শন, মহামতি বিদুরের বাক্য শ্রবণ ও আপনার বুদ্ধিবৃত্তি পর্য্যালোচনা করিয়া এই প্রকারই অনুমান করিতেছি। এক্ষণে তুমি কৌরবসৈন্যমধ্যে অশ্বসঞ্চালন কর। আজি আমি সুশাণিত শর সমূহে দুর্য্যোধন ও তাহার দুর্ব্বল সৈন্যদিগকে সংহার পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের হিতানুষ্ঠান করিব।

হে রাজন্! মহাত্মা বাসুদেব মহাবীর ধনঞ্জয়ের এই বাক্য শ্রবণ

পূর্ব্বক রথরশ্মি গ্রহণ করিয়া নির্ভরচিত্তে বল প্রকাশ করত সেই শরশক্তি-সঙ্কুল, গদাপরিঘসমাকীর্ণ, চতুরঙ্গবলযুক্ত কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন চতুর্দ্দিকেই ধনঞ্জয়ের সেই কেশব-সঞ্চালিত শ্বেতাশ্বগণ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। এই রূপে অরাতি-নিপাতন অর্জ্জুন রণস্থলে সমুপস্থিত হইয়া জলদের জলধারা বর্ষণের ন্যায় নিরন্তর সুশাণিত শরধারা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার নত-পর্ব্ব শর সমূহের অতি ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। গাণ্ডীবচ্যুত বজ্র সদৃশ শরনিকরে বীরগণের বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন ও মাতঙ্গ, তুরঙ্গ এবং মনুষ্যগণকে নিপাতিত করিয়া শব্দায়মান পতঙ্গের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। ফলতঃ সেই সময় হেমপুঙ্খ শরনিকরে একবারে সমুদয় রণস্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তৎকালে কাহারও দিগ্বিদিক্ জ্ঞান রহিল না। বীরগণ দাবানলদগ্ধ মাতঙ্গ সমূহের ন্যায় ধনঞ্জয়ের শর-নিকরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়াও সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তখন মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন প্রজ্বলিত হুতাশন যেরূপ শুষ্ক লতাপরিপূর্ণ অসংখ্য বৃক্ষসম্পন্ন মহাবন দগ্ধ করে, সেইরূপ দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে শরানলে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি কি মাতঙ্গ, কি তুরঙ্গ, কি মনুষ্য, কাহারও প্রতি দুই বার শর নিক্ষেপ করিলেন না। পূর্ব্বকালে বজ্র-পাণি দেবরাজের প্রভাবে দৈত্যগণ যেরূপ নিহত হইয়াছিল, এক্ষণে সেইরূপ সেই একাকী মহাবীর অর্জ্জুনের বহুবিধ শরনিকরে অসংখ্য কৌরবসৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল।

-০*০-

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়। ২৬।

হে রাজন্! তখন আপনার পক্ষীয় বীরগণ সমরে পরাঙ্মুখ না হইয়া অর্জ্জুনকে পরাজয় করিবার বাসনায় তাঁহার প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা মহাবীর ধনঞ্জয়ের গাণ্ডীব-প্রভাবে মনোরথ সফল করিতে অসমর্থ হইলেন। পার্থের কুলিশসদৃশ অসহ্য শরনিকর জলদবিনির্ম্মুক্ত জলধারার ন্যায় নিপতিত হইতে লাগিল। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ তাঁহার শরনিকর সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা ও কেহ কেহ বয়স্যগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজা দুর্য্যোধনের সাক্ষাতেই তথা হইতে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত

হইল। সেই সময় অনেকের রথ ও অশ্ব এবং অনেকের সারথি বিনষ্ট হইতে লাগিল; অনেকের অক্ষ, যুগ, চক্র ও ঈষা ভগ্ন হইয়া পড়িল। কেহ কেহ অস্ত্রবিহীন ও কেহ কেহ সাতিশয় শরনিপীড়িত হইতে লাগিল। কেহ কেহ অক্ষতকলেবর হইয়াও ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বাহনবিহীন হইয়া পুত্র ও কেহ কেহ পিতাকে আহ্বান করিতে লাগিল। অনেকানেক মহারথ দৃঢ়তর আঘাতে বিমোহিত হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য মহারথগণ তাঁহাদিগকে স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া ক্ষণকাল আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় রণস্থলে সমুপস্থিত হইলেন। কেহ কেহ রাজা দুর্য্যোধনের অনুমতি রক্ষা করিবার মানসে সমাহত ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংগ্রামার্থ ধাবমান হইলেন। কোন কোন বীর পাণীয় পান, কেহ কেহ অশ্বগণের শ্রমাপনোদন, কেহ কেহ বর্ম্ম পরিধান, কেহ কেহ রথসজ্জা এবং কেহ কেহ পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণকে আশ্বাস প্রদান ও স্বীয় শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে সেই কিঙ্কিণীজালজড়িত বীরগণকে নিরীক্ষণ করিয়া জ্ঞান হইল যেন, দানবগণ ত্রিভুবন জয় করিবার বাসনায় সমুদ্যত হইয়াছে।

সেই সময় অনেক মহাবীর কনকমণ্ডিত রথে সমারূঢ় হইয়া সহসা আগমন পূর্ব্বক দ্রুপদরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও নকুলপুত্র শতানীক কৌরবপক্ষীয় বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন কৌরবসৈন্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে তাঁহাদিগকে সংহার করিবার মানসে মহাবেগে ধাবমান হইলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বেগে গমন করিতে দেখিয়া কর্ম্মারপরিমার্জ্জিত নারাচ, অর্দ্ধ নারাচ ও বৎসদন্ত শরে তাঁহার চারি অশ্বকে সংহার ও তাঁহার ভুজ এবং বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন দুর্য্যোধনের পদাঘাতে অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া শরনিপাতে দুর্য্যোধনের চারি অশ্বকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করত তাঁহার সারথির মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধন রথবিহীন হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যগণকে নিতান্ত দুর্ব্বল অবলোকন করিয়া গান্ধাররাজতনয় শকুনির সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

কৌরবপক্ষীয় রথ সমুদয় এইরূপে ভগ্ন হইলে দুই সহস্র কুঞ্জরারোহী

সৈন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে পঞ্চপাণ্ডবকে পরিবৃত করিল। পাণ্ডবগণ গজ-সৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া মেঘাচ্ছাদিত গ্রহগণের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। তখন কৃষ্ণসারথি শ্বেতাশ্ব ধনঞ্জয় সুশাণিত বিবিধ নারাচ দ্বারা সেই পর্ব্বতাকার কুঞ্জরসৈন্য বিপোথিত করিতে আরম্ভ করিলে, মাতঙ্গ-গণ পার্থের এক এক শরে নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের নিপ-তনে অসংখ্য সৈন্য জীবন পরিত্যাগ করিল। তখন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পরাক্রমশালী মহাবীর বৃকোদর সেই কুঞ্জরসৈন্য সন্দর্শনে রোষভরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গৃহীতদণ্ড কৃতান্তের ন্যায় তাহাদিগের অভিমুখে উপস্থিত হইলেন। কৌরবসৈন্যগণ তাঁহাকে নিরী-ক্ষণ করিয়া সাতিশয় ভীত হইয়া বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। পর্ব্বতাকার কুঞ্জরগণ ভীমসেনের গদাঘাতে বিদীর্ণকুম্ভ ও শোণি-তাক্ত কলেবর হইয়া চীৎকার করত কিয়দ্দূরে গমন পূর্ব্বক ছিন্নপক্ষ পর্ব্বতের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব ক্রুদ্ধচিত্তে গৃধ্রপক্ষযুক্ত নিশিত শর নিকরে সেই কুঞ্জরারোহিগণকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে রাজা দুর্য্যোধন ধৃষ্টদ্যুম্নশরে পরাভূত হইয়া অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলে মহাবীর পাঞ্চালতনয় পাণ্ডবগণকে কুঞ্জরসৈন্যে পরিবৃত নিরীক্ষণ করিয়া প্রভদ্রকগণের সহিত সমবেত হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিবার মানসে ধাবমান হইলেন।

সেই সময় মহাবলশালী অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা ইহাঁরা রথিগণ মধ্যে কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে দৃষ্টিগোচর না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ দুর্য্যোধন কোথায় গমন করিয়াছেন? হে মহারাজ! সেই ভয়ঙ্কর জন ক্ষয়কালে রাজা দুর্য্যোধনকে অবলোকন না করিয়া তাহাদের মনে এই আশঙ্কা হইয়াছিল যে, রাজা দুর্য্যোধন নিহত হই-য়াছেন। সেই সময় কোন কোন বীর তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কুরুরাজের সারথি নিহত হইলে, তিনি শকুনির সন্নিধানে গমন করিয়াছেন। অন্যান্য ক্ষত বিক্ষত ক্ষত্রিয়গণ কহিলেন, দুর্য্যোধনকে লইয়া আমাদিগের আর কি কার্য্য সাধন হইবে; তবে তিনি জীবিত আছেন কি না, এক বার তাহার অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এক্ষণে সকলে সমবেত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই আমাদিগের বিধেয়। ঐ দেখ, পাণ্ডবগণ কুঞ্জরগণকে সংহার পূর্ব্বক এই দিকে ধাবমান হইতেছে; অতএব আমরা যে সমুদয় সৈন্যগণে পরিবৃত রহিয়াছি, তাহাদিগকে সং-

হার করিতে আরম্ভ করি। হে রাজন্! তৎকালে শরনিকরে নিপীড়িত ক্ষতবিক্ষতকলেবর হতবাহন ক্ষত্রিয়গণ অপরিস্ফুট বাক্যে এইরূপ কহিতে লাগিলেন।

মহাবীর অশ্বত্থামা ক্ষত্রিয়গণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পাঞ্চালসৈন্যগণকে সংহার করত কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত গান্ধার রাজতনয় শকুনির সমীপে গমনোদ্যত হইলেন। ঐ সময় মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রসর করিয়া কৌরবসৈন্যদিগকে সংহার করত আগমন করিতে লাগিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সেই প্রবল প্রতাপান্বিত বীরগণকে অতি হৃষ্টচিত্তে আগমন করিতে দর্শন করিয়া এককালে জীবিতাশায় নিরাশ হইল। উহাদিগের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। তখন আমরা পাঁচজন সেই সমুদয় সৈন্য ক্ষীণায়ুধ ও বিপক্ষগণে পরিবৃত দেখিয়া বহুসংখ্যক মাতঙ্গ ও তুরঙ্গ লইয়া কৃপাচার্য্যের সন্নিধানে অবস্থান করত জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া পাঞ্চালসৈন্যগণের সহিত সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলাম এবং ক্ষণকালমধ্যেই ধনঞ্জয়ের শরনিকরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি গমন করিতে লাগিলাম। তথায় তাঁহাদের সহিত আমাদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। পরিশেষে মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন আমাদিগকে পরাজিত করিলে, আমরা তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। অনন্তর মহারথ সাত্যকি চারি শত রথীর সহিত সমবেত হইয়া আমার প্রতি ধাবমান হইলেন। আমি শ্রান্তবাহন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্নের নিকট হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিয়া নরকে নিপতিত পাপপরায়ণের ন্যায় সাত্যকির সৈন্যমধ্যে নিপতিত হইলাম। সেই সময় মুহূর্ত্তকাল অতি তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরিশেষে মহাবীর সাত্যকি আমার পরিচ্ছদ ছিন্ন ভিন্ন করত আমাকে বিমোহিত ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়া দৃঢ়রূপে আক্রমণ করিলেন। অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমসেন গদা ও ধনঞ্জয় নারাচ দ্বারা কুঞ্জরগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন সেই পর্ব্বতোপম মাতঙ্গগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে গাঢ়তর নিপীড়িত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিপতিত হইতে লাগিল। তাহাদের পতনে পাণ্ডবগণের রথমার্গ অবরুদ্ধপ্রায় হইল। সেই মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই সকল নিহত কুঞ্জরদিগকে অপসারিত করিয়া রথগতির পথ পরিষ্কৃত করিলেন। এ দিকে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপ ও কৃতবর্ম্মা রথিগণমধ্যে কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে সন্দর্শন না করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিবার মানসে ধৃষ্টদ্যুম্নকে পরিত্যাগপূর্ব্বক উদ্বিগ্নচিত্তে শকুনির সন্নিধানে আগমন করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়। ২৭।

হে রাজন্! সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন অদৃশ্য হইলে এবং পাণ্ডু-তনয় ভীমসেন কুঞ্জরসৈন্য বিনষ্ট ও কৌরববল নিপীড়িত করিয়া জীবনান্ত-কর দণ্ডধারী ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় রণস্থলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলে, মহাবীর দুর্ম্মর্ষণ, শ্রুতান্ত, জৈত্র, ভূরিবল, রবি, জয়ৎসেন, সুজাত, দুর্ব্বিষহ, অরিহা, দুর্ব্বিমোচন, দুষ্প্রধর্ষ ও শ্রুতবর্ম্মা আপনার হতাবশিষ্ট এই কয়েকটী রণবিশারদ পুত্র বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিলেন। সেই সময় মহাবলশালী মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন পুনর্ব্বার রথারোহণ পূর্ব্বক আপনার পুত্রগণের মর্ম্মদেশে সুশাণিত শরনিকর পরি-ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজকুমারগণ ভীমশরে সমাকীর্ণ হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া ক্ষুরপ্র দ্বারা দুর্ম্মর্ষণের মস্তক ছেদন ও সর্ব্বাবরণভেদী ভল্ল দ্বারা মহারথ শ্রুতান্তের জীবন সংহার পূর্ব্বক অম্লানবদনে নারাচ দ্বারা জয়ৎসেনকে বিদ্ধ করত রথ হইতে নিপাতিত করিলেন। মহাবীর জয়ৎসেন ধরাতলে নিপতিত হইবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া নতপর্ব্ব শত বাণে বৃকো-দরকে বিদ্ধ করিলেন। তৎকালে ভীমসেন তাঁহার প্রতি শর পরিত্যাগ না করিয়া বিষাগ্নি সদৃশ তিন শরে জৈত্র, ভূরিবল ও রবি এই তিন জনকে নিপাতিত করিলেন। বীরত্রয় রথ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইয়া বসন্তকালে ছিন্ন কিংশুক পাদপত্রয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ঐ সময় শত্রুনিপাতন বৃকোদর এক সুতীক্ষ্ণ ভল্ল দ্বারা দুর্ব্বিমোচনের জীবন সংহার করিলে, তিনি রথ হইতে নিপতিত হইয়া বায়ুভগ্ন গিরি-কূটজাত বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। অনন্তর মহাবলশালী ভীমসেন দুই শরে দুষ্প্রধর্ষ ও সুজাতকে বিনষ্ট করিয়া সমরশায়ী করি-লেন। তখন মহাবীর দুর্ব্বিষহ মহাবেগে ভীমের প্রতি ধাবমান হই-লেন; মহাবীর ভীমসেন তাঁহাকেও ধনুর্দ্ধরগণের সাক্ষাতে ভল্ল দ্বারা কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিলেন।

তখন মহাবীর শ্রুতবর্ম্মা ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে হেমমণ্ডিত শরাসনে টঙ্কার প্রদান ও বিষাগ্নি সদৃশ বিবিধ শর বর্ষণ করত বৃকো-দরের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সত্বরে তাঁহার শরাসন ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। সেই সময় মহাবীর বৃকোদর

অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রুতর্ব্বাকে থাক্ থাক্ বলিয়া তর্জ্জন করত নিশিত শরনিকরে সমাকীর্ণ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে জম্ভাসুর ও পুরন্দরের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে ঐ বীরদ্বয়ের সেইরূপ অতি বিচিত্র ভয়াবহ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তাঁহাদিগের যমদণ্ডোপম নিশিত শরজালে অবনীমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবলশালী শ্রুতর্ব্বা সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বৃকোদরের ভুজযুগল ও বক্ষঃস্থলে শর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাঁহার শরে অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া পর্ব্বকালীন সাগরের ন্যায় নিতান্ত অধীর হইলেন এবং রোষভরে শ্রুতর্ব্বার চারি অশ্ব ও সারথির জীবন সংহার করিয়া তাঁহাকে অনবরত বিনির্ম্মুক্ত শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত শ্রুতর্ব্বা বৃকোদরের অস্ত্র প্রভাবে বিরথ হইয়া খড়্গ চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহাবীর ভীমসেন ক্ষুরপ্র দ্বারা সেই খড়্গচর্ম্মধারী মহাবীরের মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। শ্রুতর্ব্বার মস্তকবিহীন কলেবর রথ হইতে নিপতিত হইলে, ধরাতল শব্দায়মান হইল। ঐ সময় কৌরবপক্ষীয় বীরগণ ভয়বিমোহিত হইয়া সংগ্রাম করিবার মানসে বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। প্রবল প্রতাপান্বিত ভীমসেনও হতাবশিষ্ট সৈন্যসাগর হইতে সমাগত বর্ম্মধারী বীরগণকে আক্রমণ করিলেন। তখন কৌরবগণ তাঁহাকে চতুর্দ্দিক্ হইতে অবরোধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর বৃকোদর কৌরবপক্ষীয় বীরগণ কর্ত্তৃক সমন্তাৎপরিবেষ্টিত হইয়া দেবরাজ যেরূপ অসুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহাদিগকে শরসমূহে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সত্বরে পাঁচ শত মহারথ ও সাত শত মাতঙ্গ, এক লক্ষ পদাতি ও আট শত অশ্ব নিপাতিত করিয়া রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তে কৌরবগণ বিনষ্ট হইলে তিনি আপনাকে কৃতকার্য্য ও আপনার জন্ম সার্থক বলিয়া জ্ঞান করিলেন। সেই সময় কৌরবপক্ষীয় যোধগণ সেই কৌরবনিপাতন মহাবীরের প্রতি কটাক্ষপাত করিতেও সমর্থ হইলেন না। এইরূপে ভীমপরাক্রম ভীমসেন কৌরবদিগকে বিদ্রাবিত ও তাঁহাদের সৈন্যগণকে নিপাতিত করিয়া বাহ্বাস্ফোটন করত কুঞ্জরগণকে বিত্রাসিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সেই অল্পাবশিষ্ট কৌরবসৈন্যগণ নিতান্ত দীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়। ২৮।

হে রাজন্! তখন আপনার পুত্রগণের মধ্যে কেবল রাজা দুর্য্যোধন ও দুর্দ্ধর্ষ অশ্বগণের মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবকীতনয় বাসুদেব কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কুন্তীতনয় অর্জ্জুনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! অসংখ্য জ্ঞাতিশত্রু বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ দেখ, শিনিবংশাবতংস সাত্যকি সঞ্জয়কে গ্রহণ করিয়া নিবৃত্ত হইয়াছে। নকুল ও সহদেব কৌরবপক্ষীয় যোধগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণে কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও মহারথ অশ্বত্থামা ইহাঁরা তিন জনই দুর্য্যোধনের সন্নিধানে উপস্থিত নাই। ঐ দেখ, মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা দুর্য্যোধনের সৈন্যগণকে সংহার করিয়া প্রভদ্রকগণের সহিত অবস্থান করিতেছে। ঐ দেখ, শ্বেত ছত্রোপশোভিত কুরুরাজ দুর্য্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে ব্যূহিত করিয়া অশ্বমধ্যে অবস্থান করত চতুর্দ্দিক্ বারংবার অবলোকন করিতেছে। তুমি শীঘ্র উহাকে নিশিত শরনিকর দ্বারা নিপাতিত করিয়া কৃতকার্য্য হও। এই কৌরবপক্ষীয় সৈন্যগণ গজানীক বিনষ্ট ও তোমাকে সংগ্রামে সমাগত দেখিয়া যে পর্য্যন্ত পলায়ন না করে, তুমি তাবৎ দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিতে যত্নবান্ হও। কোন ব্যক্তি ধৃষ্টদ্যুম্নের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করুক। পাপপরায়ণ দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা কোন ক্রমেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবে না। ঐ পুরুষাধম তোমার অসংখ্য সৈন্য নিধন করিয়া পাণ্ডবগণ পরাজিত হইল, এই বিবেচনা করত ভয়ঙ্করবেশে অবস্থান করিতেছে। এক্ষণে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক স্বীয় সৈন্যগণকে নিহত অবলোকন পূর্ব্বক নিশ্চয়ই সংগ্রামার্থ সমুপস্থিত হইবে।

হে রাজন্! মহাবলশালী ধনঞ্জয় হৃষীকেশের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বাসুদেব! বৃকোদর ধৃতরাষ্ট্রের প্রায় সমস্ত পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে যে দুই জন অবশিষ্ট আছে, তাহারাও আজি নিহত হইবে। কৌরবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ ও মদ্রাধিপতি শল্য বিনষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে কেবল শকুনির পাঁচ শত অশ্ব, দুই শত রথ, এক শত মাতঙ্গ ও তিন সহস্র পদাতি এবং অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, ত্রিগর্ত্তাধিপতি, উলূক, শকুনি ও কৃতবর্ম্মা এই কয়েক জনমাত্র বীর অবশিষ্ট আছে। কৃতান্তের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ

পাইতে সমর্থ হইবে না। আজি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুবিহীন হইবেন, সন্দেহ নাই। আজি শত্রুপক্ষের কেহইমুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। আজি শত্রুপক্ষীয় যে যে মদোদ্ধত বীর সংগ্রামে পরাঙ্মুখ না হইবে, তাহারা মনুষ্য না হইলেও তাহাদিগকে নিপাতিত করিব। আজি সুশাণিত শরসমূহে শকুনিরে সংহার করিয়া, ঐ দুর্ম্মতি দ্যূতক্রীড়ায় আমাদিগের যে সমুদয় রত্ন অপহরণ করিয়াছিল, সেই সমস্তই প্রত্যাহরণ করিব। আজি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিবেন। আজি হস্তিনার অন্তঃপুরচারিণী মহিলাগণ স্ব স্ব পতি পুত্রদিগকে পাণ্ডবগণের হস্তে নিহত বলিয়া অবগত হইবে। আজি আমি সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিব। আজি দুর্য্যোধন স্বীয় রাজশ্রী ও জীবন পরিত্যাগ করিবে। ঐ দুরাত্মা আমার ভয়ে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ না হইলে, আমি নিশ্চয়ই উহাকে নিপাতিত করিব। দুর্য্যোধনের যে সকল অশ্ব সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতেছে, উহারা আমার জ্যানির্ঘোষ ও তলধ্বনি শ্রবণ করিতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে তুমি শীঘ্র অশ্বসঞ্চালন কর, আমি সত্বরেই শত্রুগণকে সংহার করিতেছি।

হে রাজন্! মহাত্মা হৃষীকেশ ধনঞ্জয়ের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের সৈন্যাভিমুখে অশ্ব সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহারাজ বৃকোদর ও সহদেব ইহাঁরাও কৌরবসৈন্য অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে সংহার করিবার মানসে অর্জ্জুনের সহিত মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলশালী শকুনি উদ্যতশরাসন আততায়ী পাণ্ডবগণকে মহাবেগে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহাদের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। অনন্তর আপনার পুত্র সুদর্শন বৃকোদরের সহিত, সুশর্ম্মা ও শকুনি ধনঞ্জয়ের সহিত এবং অশ্বারূঢ় মহাবীর দুর্য্যোধন সহদেবের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধন প্রাস দ্বারা মাদ্রীতনয় সহদেবের মস্তকে প্রহার করিলে, তিনি সাতিশয় ব্যথিত ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া ভুজঙ্গমের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিমোহিত ও রথোপস্থে নিপতিত হইলেন এবং অল্পকালমধ্যেই পুনর্ব্বার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ক্রুদ্ধচিত্তে নিশিত শরজালে দুর্য্যোধনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয়ও বিপক্ষপক্ষীয় অশ্বারোহী বীরগণের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক অশ্বগণকে সংহার করিয়া ত্রিগর্ত্তদেশীয় মহাবীরগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন ত্রিগর্ত্তদেশীয় বীরগণ সমবেত হইয়া ধনঞ্জয় ও

বাসুদেবকে শরজালে সমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। সেই সময় পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন এক ক্ষুরপ্র দ্বারা সত্যকর্ম্মার রথের ঈষা ছেদন করিয়া আর এক শিলাশিত ক্ষুরপ্র দ্বারা সহসা তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি বুভুক্ষিত সিংহ যেরূপ কাননে মৃগ সংহার করে, সেইরূপ সত্যেষুকে আক্রমণ পূর্ব্বক নিধন করত তিন শরে সুশর্ম্মাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন সুশর্ম্মার স্বর্ণমণ্ডিত রথসমুদায় ধনঞ্জয়শরে বিনষ্ট হইল। তৎপরে মহাবীর ধনঞ্জয় চিরসঞ্চিত তীক্ষ্ণ ক্রোধবিষ উদ্ধত করত সুশর্ম্মার অভিমুখীন হইয়া উঁহাকে একশত শরে সমাচ্ছন্ন ও তাঁহার অশ্বগণকে সংহার পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি এক যমদণ্ডোপম শর পরিত্যাগ করিলেন। পার্থবিনির্ম্মুক্ত শর মহাবেগে গমন পূর্ব্বক সুশর্ম্মার হৃদয় বিদীর্ণ করিলে, তিনি জীবন পরিত্যাগ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তদ্দর্শনে পাণ্ডবগণের আনন্দের ও কৌরবগণের দুঃখের পরিসীমা রহিল না। এইরূপে মহারথ অর্জ্জুন সুশর্ম্মাকে নিপাতিত করিয়া সুশাণিত শরসমূহে তাঁহার পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র ও সমস্ত সৈন্যদিগকে বিনাশ করত হতাবশিষ্ট কৌরবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

তখন মহাবলশালী বৃকোদর সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া অম্লানবদনে শরনিকরে সুদর্শনকে অদৃশ্য করিয়া সুতীক্ষ্ণ ক্ষুরপ্র দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন। মহাবীর সুদর্শন বিনষ্ট হইলে তাঁহার অনুচরগণ বিবিধ শর বর্ষণ পূর্ব্বক বৃকোদরকে পরিবেষ্টিত করিল। তদ্দর্শনে মহাবীর ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া পুরন্দরের কুলিশসদৃশ সুশাণিত শরজালে কৌরবসৈন্যগণের চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া ক্ষণকালমধ্যে তাহাদিগকে নিপীড়িত করিলেন। সৈন্যগণ বিনষ্ট হইলে, সেনাধ্যক্ষ মহারথগণ বৃকোদরের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহাবীর ভীমসেন তাহাদিগকে অতি ভীষণ শরজালে সমাচ্ছন্ন করিলেন। তাহারাও নিশিত শরনিকর বর্ষণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষীয় যোধগণ এইরূপে এককালে ব্যাকুলিত হইলেন এবং অনেকেও পরস্পরের প্রহারে সমাহত হইয়া স্বীয় স্বীয় বান্ধবগণের নিমিত্ত শোক করত নিপতিত হইতে লাগিলেন।

একোন ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ২৯।

হে রাজন্! এইরূপে সৈন্যবিনাশন অতি ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, গান্ধাররাজতনয় শকুনি সহদেবের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত সহদেবও তাঁহার প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় মহাবীর উলূক বৃকোদরের প্রতি দশ ও সহদেবের প্রতি নবতি শর নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে সেই মহাবীরগণ সংগ্রামে পরস্পর প্রবৃত্ত হইয়া আকর্ণ আকৃষ্ট হেমপুঙ্খ শরসমূহে পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বারিধারাসদৃশ শরধারায় দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন হইল। তখন প্রবলপ্রতাপশালী বৃকোদর ও সহদেব কৌরব-সৈন্যদিগকে সংহার পূর্ব্বক রণস্থলে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবসৈন্যগণ সেই বীরদ্বয়ের শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া অন্ধকারসমাবৃত গগনমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তুরঙ্গমগণ শরসমাচ্ছন্ন হইয়া নিহত সৈন্যদিগকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ধাবমান হওয়াতে রণস্থলের পথ অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল। নিহত অশ্ব ও অশ্বারোহিগণ এবং ছিন্ন প্রাস, ঋষ্টি, খড়্গ, চর্ম্ম, শক্তি ও পরশু সমূহদ্বারা সমরাঙ্গন সমাকীর্ণ হইলে, জ্ঞান হইল যেন, উহা বিবিধ কুসুমে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। সেই সময় বীরগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া বিস্ফারিতলোচন, দংশিতাধর, কুণ্ডলপরি-মণ্ডিত মুখপদ্ম এবং অঙ্গদ, বর্ম্ম, খড়্গ, প্রাস ও পরশুপরিশোভিত গজ-শুণ্ড সদৃশ বাহু দ্বারা রণস্থল সমাবৃত করিলেন। ক্রব্যাদগণ ইতস্তত বিচরণ ও কবন্ধগণ চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে, রণস্থল অতি ভীষণদর্শন হইতে লাগিল।

হে রাজন্! তখন কৌরবপক্ষীয় সৈন্য অতি অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে, পাণ্ডবগণ আনন্দসহকারে তাহাদিগকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে মহাবলশালী গান্ধাররাজতনয় শকুনি সহ-দেবের মস্তকে প্রাস প্রহার করিলে, তিনি প্রাসের আঘাতে বিমোহিত হইয়া রথোপরি উপবিষ্ট হইলেন। প্রবলপ্রতাপশালী বৃকোদর সহ-দেবকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে কৌরবসৈন্যদিগকে নিবারণ ও নারাচ দ্বারা অসংখ্য বীরের কলেবর বিদীর্ণ করত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অশ্বারোহী, গজারোহী ও শকুনির অনুচরগণ ঐ ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে সহসা পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। কুরুরাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কহি-

লেন, হে বীরগণ! তোমরা কি নিমিত্ত সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইতেছ? নিবৃত্ত হও। তোমাদিগের কি কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাই? যে মহাবীর সংগ্রামে পরাঙ্মুখ না হইয়া রণস্থলে জীবন পরিত্যাগ করেন, তিনি ইহলোকে কীর্ত্তি ও পরলোকে অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।

হে রাজন্! শকুনির অনুচরগণ দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি ধাবমান হইল। গমনসময়ে তাহাদিগের সংক্ষুব্ধ সাগর শব্দসদৃশ ঘোরতর শব্দে চারিদিক্ বিত্রাসিত হইতে লাগিল। সেই সময় বিজয়লাভে সমুদ্যত পাণ্ডবগণ শকুনির অনুচরবর্গকে সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া তাহাদিগের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন মহাবীর সহদেব চেতনা প্রাপ্ত হইয়া শকুনিকে দশ এবং তাঁহার অশ্বদিগকে তিন শরে বিদ্ধ করত অনায়াসে গান্ধাররাজতনয়ের শরাসন ছেদন করিলেন। তখন রণবিশারদ শকুনি অবিলম্বে অন্য শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক নকুলকে ষষ্টি এবং বৃকোদরকে সাত শরে বিদ্ধ করিলে, মহাবীর উলূকও পিতাকে পরিত্রাণ করিবার মানসে বৃকোদরকে সাত ও সহদেবকে সপ্ততি শরে বিদ্ধ করিলেন। সেই সময় মহাবলশালী বৃকোদর উলূকের প্রতি সাত, শকুনির প্রতি চতুঃষষ্টি এবং তাহার পার্শ্বস্থ বীরগণের প্রতি তিন তিন শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বীরগণ সহদেবের শরে সমাহত হইয়া রোষভরে বিদ্যুদ্দামবিরাজিত জলদজাল যেরূপ শৈলোপরি জলধারা বর্ষণ করে, সেইরূপ সহদেবের প্রতি নিরন্তর শরধারা বর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন প্রবলপ্রতাপশালী সহদেব উলূককে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া এক ভল্ল দ্বারা উহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবীর উলূক শোণিতাক্তকলেবর ও ছিন্নমস্তক হইয়া পাণ্ডবগণের আনন্দবর্দ্ধন পূর্ব্বক ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

গান্ধাররাজতনয় শকুনি স্বীয় পুত্রকে বিনষ্ট দেখিয়া বাষ্পাকুললোচনে ক্ষণকাল বিদুরের বাক্য স্মরণ ও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সহদেবের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার প্রতি তিন শর পরিত্যাগ করিলেন। মহাবলশালী সহদেব সত্বরে শকুনির শরসমুদয় নিরাকৃত করিয়া স্বীয় শরনিকরে তাঁহার কার্ম্মুক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ঐ সময় মহাবীর সুবলনন্দন অতি ভয়ঙ্কর খড়্গ গ্রহণ পূর্ব্বক সহদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। প্রবল প্রতাপশালী সহদেবও অনায়াসে ভীষণ খড়্গ দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর শকুনি অতি ভীষণ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলে মাদ্রীতনয় সহদেব স্বীয় শরপ্রভাবে তাহাও

ছেদন করিয়া ধরাতলে নিপাতিত করিলেন। তখন মহাবীর শকুনি এক কালরাত্রির ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর হেমমণ্ডিত শক্তি সমুদ্যত করিয়া নকু-লের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর মাদ্রীতনয়ের শরপ্রভাবে তাহাও তিন খণ্ড হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। ঐ ভয়ঙ্কর শক্তি নিপ-তিত হইবার সময় জ্ঞান হইতে লাগিল যেন, আকাশমণ্ডল হইতে দেদীপ্যমান বিদ্যুৎ বিশীর্ণ হইয়া নিপতিত হইতেছে। তখন কৌরব-সৈন্যগণ ঐ শক্তিকে বিনষ্ট ও শকুনিকে সাতিশয় ভীত দেখিয়া সকলেই পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় গান্ধাররাজতনয় শকুনিও পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবগণের আর সংগ্রামে অভিলাষ রহিল না। জয়শালী পাণ্ডবগণ কৌরবগণকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া অতি আনন্দিত-চিত্তে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত সহ-দেব কৌরবগণকে বিমনায়মান অবলোকন করিয়া অসংখ্য শরে তাহা-দিগকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি অশ্বারোহী গান্ধার-সৈন্যে পরিব্যাপ্ত সুবলনন্দনকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া তাঁহাকে আপ-নার বধ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং শরা-সনে জ্যা আরোপণ পূর্ব্বক অঙ্কুশ দ্বারা যেরূপ মাতঙ্গকে প্রহার করে, সেইরূপ রোষভরে নিশিত শরে তাঁহাকে বিদ্ধ করত কহিলেন, হে সুবল-নন্দন! ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে স্থির হইয়া সংগ্রাম কর। দ্যূতক্রীড়াকালে সভামধ্যে যে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলে, আজি তাহার ফলভোগ কর। পূর্ব্বে যে যে দুরাত্মা আমাদিগকে উপহাস করিয়াছিল, তাহারা সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে। কেবল কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন ও তুমি এই দুই জন অব-শিষ্ট আছ। যেরূপ লগুড়াঘাতে বৃক্ষ হইতে ফল নিপাতিত করে, সেই রূপ আমি আজি ক্ষুর প্রহারে তোমার মস্তক উন্মথিত করিব।

হে রাজন্! মহাবীর সহদেব সুবলতনয়কে এই বাক্য কহিয়া রোষ-ভরে মহাবেগে তাঁহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ক্রোধানলে দগ্ধ হইয়া অতি ভয়ানক শরাসন বিস্ফারণ পূর্ব্বক শকুনিকে দশ ও তাঁহার অশ্বগণকে চারি শরে বিদ্ধ করিয়া অতি সত্বরে তাঁহার শরাসন ছেদন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করত তাঁহার মর্ম্ম দেশে অসংখ্য শর পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবীর শকুনি সহদেবের শরনিকরে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া এক কনকালঙ্কৃত প্রাস ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে সংহার করিবার মানসে ধাবমান হইলেন। সেই সময় প্রবল প্রতাপশালী সহদেব তিন ভল্ল দ্বারা শকুনির সেই সমুদ্যত প্রাস ও সুবৃত্ত

বাহুদ্বয় যুগপৎ ছেদন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন এবং গান্ধাররাজতনয়ের মস্তক কৌরবগণের দুর্নীতির মূলীভূত বিবেচনা করিয়া অতি সত্বরে অন্য এক সর্ব্বাবরণভেদী হেমপুঙ্খ লৌহময় ভল্ল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ মস্তক ছেদন করিলেন। মহাবীর শকুনি সহদেবের সূর্য্যসন্নিভ হেমমণ্ডিত শরে ছিন্নমস্তক হইয়া সমরশয্যা গ্রহণ করিলেন। কৌরবপক্ষীয় শস্ত্রধারী বীরগণ শকুনিকে ছিন্নমস্তক, রুধিরাক্ত দেহ ও রণস্থলে শয়ান দেখিয়া শঙ্কিতচিত্তে দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন আপনার পুত্রগণ ও তাহাদের চতুরঙ্গ বল গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণে ভীত, শুষ্কমুখ ও চেতনবিহীন হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন। সেই সময় পাণ্ডবগণ শকুনিকে নিহত দর্শন করিয়া মহামতি কেশবের সহিত যোধগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থ শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন এবং সহদেবকে যথোচিত প্রশংসা করত কহিলেন, হে বীর! তুমি আজি ভাগ্যবশতঃ দুর্ম্মতি শকুনি ও তাহার পুত্রকে নিপাতিত করিয়াছ।

—০*০—

হ্রদপ্রবেশ পর্ব্বাধ্যায়।

—*—

ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩০।

হে রাজন্! গান্ধাররাজতনয় শকুনি এইরূপে বিনষ্ট হইলে, তাঁহার অনুচরগণ সাতিশয় রোষভরে জীবিতনিরপেক্ষ হইয়া পাণ্ডবগণকে নিবারণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন মহাবলশালী ধনঞ্জয় ও ক্রুদ্ধ আশীবিষ সদৃশ তেজস্বী বৃকোদর তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। শকুনির অনুচরবর্গ সহদেবকে সংহার করিবার মানসে শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাস গ্রহণ পূর্ব্বক সমরে সমুদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু অর্জ্জুনের গাণ্ডীবপ্রভাবে তাহাদের সেই সঙ্কল্প নিষ্ফল হইয়া গেল। মহাবীর ধনঞ্জয় ভল্ল দ্বারা সম্মুখাগত বীরগণের অস্ত্রযুক্ত বাহু ও মস্তক ছেদন করিয়া তাহাদিগের অশ্বগণকে নিপাতিত করিলেন। যোধগণের সেই সমস্ত অশ্ব অর্জ্জুনের শরাঘাতে জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন সৈন্যগণকে বিনষ্ট দেখিয়া হতাবশিষ্ট চতুরঙ্গ বলকে একত্র সমবেত করত কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা অতি সত্বরে সুহৃদ্গণ সমভি-

ব্যাহারে পাণ্ডবগণকে ও সসৈন্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিয়া প্রত্যাগমন কর। হে রাজন্! সেই সময় সৈন্যগণ আপনার পুত্রের অনুমতি শিরোধার্য্য করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি ধাবমান হইল। পাণ্ডবগণ সেই হতাবশিষ্ট বীরগণকে সম্মুখাগত অবলোকন করিয়া তাহাদিগের প্রতি আশীবিষ সদৃশ শরনিকর পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন কৌরব-সৈন্যগণ কাহাকেও রক্ষক না দেখিয়া শঙ্কাকুলিতচিত্তে সাতিশয় অস্থির হইয়া উঠিল। রজোরাশিসমাবৃত অশ্বগণ ইতস্ততঃ ধাবমান হইলে, কাহারও দিগ্‌বিদিক বোধ রহিল না। তখন বীরগণ পাণ্ডবসৈন্য হইতে বিনির্গত হইয়া কৌরবসৈন্যদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে কৌরবপক্ষীয় প্রায় সমুদয় সৈন্যই নিহত হইল। হে রাজন্! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ এইরূপে রাজা দুর্য্যোধনের সেই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিঃশেষিতপ্রায় করিলেন। কৌরবপক্ষীয় সহস্র সহস্র ভূপাল-মধ্যে কেবল একমাত্র দুর্য্যোধন অবশিষ্ট রহিলেন। তিনি ঐ সময় দশ দিক্ শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং আনন্দসাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবগণের সিংহনাদ ও শরশব্দ শ্রবণ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া তথা হইতে বিনির্গত হওয়াই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পক্ষীয় সৈন্যগণ নিহত ও শিবির শূন্য হইলে, পাণ্ডবগণের সৈন্য কি পরিমাণে অবশিষ্ট রহিল? আর সেই সময় দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনই বা সেই সমুদয় সৈন্য নিহত দর্শন করিয়া কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল? সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! সেই সময় পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যমধ্যে দুই সহস্র রথী, সাত শত কুঞ্জরারোহী, পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী এবং দশ সহস্র পদাতি অবশিষ্ট ছিল। মহাবীর ধৃষ্ট-দ্যুম্ন এই সমুদয় সৈন্যের সহিত সমবেত হইয়া সমরাঙ্গনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন রণস্থলে আর কাহাকেও আপনার সহায় না দেখিয়া একান্ত বিষণ্ণ হইলেন এবং বিপক্ষগণের সিংহনাদ শ্রবণ ও আপনার সৈন্য সমুদয় বিনষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্কাকুলিতচিত্তে নিহত স্বীয় অশ্বকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গদাহস্তে পাদ-চারে পূর্ব্বদিকে হ্রদাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিয়দ্দূর গমন করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ বিদুরের বাক্য স্মরণ করত মনে মনে চিন্তা করিলেন, পূর্ব্বে বিদুর আমাদিগের ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়-গণের যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, ইহা বিলক্ষণ অনুমান করিয়া-ছিলেন। হে রাজন্! কুরুরাজ দুর্য্যোধন শোকসন্তপ্তহৃদয়ে মনে মনে

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে হ্রদ প্রবেশ করিবার মানসে ধাবমান হইলেন।

এ দিকে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ পাণ্ডবগণ ক্রুদ্ধচিত্তে মহাবেগে কৌরবসৈন্যগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন গাণ্ডীবপ্রভাবে সেই সমুদয় শক্তি, ঋষ্টি ও প্রাসধারী কৌরবসৈন্যদিগের সমুদয় সঙ্কল্প বিফল করিয়া সত্বরে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত তাহাদিগকে সংহার করত রথোপরি অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিলেন। হে রাজন্! তখন মাতঙ্গ ও তুরঙ্গগণের সহিত শকুনি নিহত হইলে, আপনার সৈন্য ছিন্ন অরণ্যের ন্যায় লক্ষিত হইল। তৎকালে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ভিন্ন আপনার সেই অসংখ্য সৈন্যমধ্যে আর কেহই জীবিত রহিলেন না।

অনন্তর মহাবলশালী দ্রুপদতনয় আমাকে সাত্যকির সন্নিধানে অবস্থান করিতে দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, হে বীর! কি নিমিত্ত সঞ্জয়কে জীবিত রাখিতেছ? উহাকে শীঘ্র সংহার কর। মহাবথ সাত্যকি ধৃষ্টদ্যুম্নের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ অসি দ্বারা আমাকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইলেন। এমন সময় মহর্ষি বেদব্যাস তথায় আগমন পূর্ব্বক সাত্যকিরে কহিলেন, হে যুযুধান! সঞ্জয়কে সংহার করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি উহাকে পরিত্যাগ কর। সেই সময় মহাবলশালী সাত্যকি কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আমাকে কহিলেন, হে সঞ্জয়! এক্ষণে তুমি নির্ভয়ে গমন কর। আমি এইরূপে সেই অপরাহ্ণ সময়ে সাত্যকির অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া বর্ম্ম ও আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রুধিরাক্ত কলেবরে নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। গমন সময়ে সমরাঙ্গন হইতে এক ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত ক্ষত বিক্ষতগাত্র গদাধারী একমাত্র কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইলাম। তাহার নয়নযুগল বাষ্পবারিতে সমাকুল হওয়াতে তিনি আমাকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন রাজা দুর্য্যোধনকে শোকাকুলিত ও সহায়হীন সন্দর্শন করিয়া কিয়ৎক্ষণ আমারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। পরিশেষে আমি যে প্রকারে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলাম। সেই সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন সংজ্ঞালাভ ও মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত আমাকে স্বীয় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কহিলাম, হে কুরুরাজ! আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ

করিয়াছি, আপনার সমস্ত সৈন্য ও ভ্রাতৃগণ বিনষ্ট হইয়াছেন। যখন আমি রণস্থল হইতে আগমন করি, তখন বাসুদেব কহিলেন যে, এক্ষণে কৌরবপক্ষীয় তিন জনমাত্র মহারথ জীবিত আছেন।

হে রাজন্! কুরুরাজ দুর্য্যোধন আমার এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত আমাকে বারংবার নিরীক্ষণ ও আমার গাত্র স্পর্শ করিয়া কহিলেন, হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমি তোমা ভিন্ন অস্মৎপক্ষীয় আর কাহাকেই জীবিত দেখিতেছি না; কিন্তু পাণ্ডবগণ সকলেই সহায়সম্পন্ন আছে। যাহা হউক, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিবে যে, আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ক্ষত বিক্ষত কলেবরে রণস্থল হইতে কথঞ্চিৎ বিমুক্ত হইয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছেন। হায়! মাদৃশ ব্যক্তি শত্রুশরে পুত্রহীন, ভ্রাতৃহীন, বন্ধুবান্ধববিহীন ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতে পারিবেন? হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন এই বলিয়া হ্রদমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক মায়া প্রভাবে তাহার সলিল স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন।

কুরুরাজ দুর্য্যোধন এইরূপে সেই হ্রদমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা এই তিন মহাবীর ক্ষত বিক্ষতগাত্র ও শ্রান্তবাহন হইয়া সেই প্রদেশের অনতিদূরে সমুপস্থিত হইলেন এবং আমাকে দেখিয়া অবিলম্বে অশ্ব সঞ্চালন করত আমার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সঞ্জয়! আজি সৌভাগ্যক্রমে তোমাকে জীবিত দেখিলাম। আমাদিগের রাজা দুর্য্যোধন ত জীবিত আছেন? সেই সময় আমি ঐ তিন মহাবীরের নিকট দুর্য্যোধনের পরিত্রাণবৃত্তান্ত সমুদয় বর্ণন করিয়া মহারাজ হ্রদপ্রবেশসময়ে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সমস্তই নিবেদন করিলাম এবং মহারাজ যে হ্রদে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহাও দেখাইয়া দিলাম। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সেই বিস্তীর্ণ হ্রদ দর্শন পূর্ব্বক এই বলিয়া সকরুণ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হায়! কি কষ্ট! রাজা আমাদিগকে কি জীবিত বলিয়া অবগত ছিলেন না? আমরা তাঁহার সহিত সমবেত হইয়া অবলীলাক্রমে শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতাম।

সেই তিন জন মহারথ এইরূপে সেই স্থানে বহুক্ষণ বিলাপ করিয়া পরিশেষে পাণ্ডবগণকে রণস্থলে অবস্থান করিতে দেখিয়া আমাকে কৃপাচার্য্যের রথে আরোপিত করত শিবিরে আগমন করিলেন। তখন দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলেন। শিবিরস্থিত যাবতীয় লোক কুমারগণের

সংহার বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন অন্তঃপুররক্ষক বৃদ্ধগণ রাজমহিষীদিগকে লইয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কৌরবকুলকামিনীগণ বীরগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণে কুররীগণের ন্যায় বারংবার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া মহীতল প্রতিধ্বনিত করত মস্তকে করাঘাত, নখর প্রহার ও কেশোৎপাটন পূর্ব্বক হাহাকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্য্যোধনের অমাত্যগণ শঙ্কিত হইয়া নগরে অশ্রুকণ্ঠে রোদন করিতে করিতে রাজমহিষীগণকে লইয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরের বেত্রধারী দ্বারপালগণ বহুমূল্য আস্তরণে পরিশোভিত শুভ্র শয্যা সমস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক নগরাভিমুখে গমন করিল। এবং অনেকে স্বীয় স্বীয় ভার্য্যার সহিত অশ্বতরীযুক্ত রথে সমারূঢ় হইয়া নগরে গমন করিতে লাগিল। হে রাজন্! পূর্ব্বে দিনকরও যে কুলকামিনীদিগকে দর্শন করিতে পাইতেন না, এক্ষণে সামান্য লোকেরাও অনায়াসে তাহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল। তৎকালে গোপালক ও মেষপালক প্রভৃতি প্রাকৃত মনুষ্যগণও বৃকোদরপ্রমুখ পাণ্ডবদিগের ভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া পরস্পরের প্রতি কটাক্ষপাত করত নগরাভিমুখে মহাবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল।

হে রাজন্! এইরূপে সমুদয় লোক পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, আপনার পুত্র যুযুৎসু নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, প্রবলপ্রতাপশালী পাণ্ডবগণ একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাধিপতি কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে পরাজিত এবং আমার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরদিগকে বিনষ্ট করিয়াছেন। এক্ষণে ভাগ্যবশতঃ আমি একাকীমাত্র জীবিত রহিয়াছি। শিবিরস্থিত সমুদয় লোকেই পলায়ন করিতেছে। অদৃষ্টপূর্ব্বা কুলকামিনীগণ অনাথা ও শোকাভিভূতা হইয়া হরিণীগণের ন্যায় শঙ্কাকুলিতলোচনে দশ দিক্ অবলোকন পূর্ব্বক ধাবমান হইতেছেন। দুর্য্যোধনের হতাবশিষ্ট অমাত্যগণ রাজপত্নীগণকে লইয়া নগরাভিমুখে গমন করিতেছেন। এই সময় তাঁহাদিগের সহিত নগরে গমন করা আমারও অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাবাহু যুযুৎসু এইরূপ চিন্তা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও বৃকোদরকে এই বৃত্তান্ত নিবেদন পূর্ব্বক বিদায় প্রার্থনা করিলে, অতি দয়ালু যুধিষ্ঠির প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে আলিঙ্গন করত গমনে অনুমতি করিলেন। সেই সময় বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু রথসমারূঢ় হইয়া হস্তিনাভিমুখে কুলকামিনীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করত অশ্বসঞ্চালন পূর্ব্বক অমাত্যগণের সহিত সমবেত হইলেন এবং সন্ধ্যাসময়ে

বাষ্পপূর্ণলোচনে হস্তিনায় প্রবিষ্ট হইয়া মহামতি বিদুরকে সন্দর্শন করিয়া প্রণতি পূর্ব্বক তাঁহার সন্নিধানে দণ্ডায়মান রহিলেন। বিজ্ঞতম মহামতি বিদুর যুযুৎসুকে দৃষ্টিগোচর করিয়া বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদবচনে কহিলেন, হে বৎস! কৌরবগণের এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তুমি যে জীবিত আছ, ইহা অতি সৌভাগ্যের বিষয়। এক্ষণে তুমি কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে সমভিব্যাহারে না লইয়া কি নিমিত্ত প্রত্যাগমন করিলে, ইহা আমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন কর।

যুযুৎসু কহিলেন, হে মহাত্মন্! গান্ধাররাজতনয় মহাবলশালী শকুনি জ্ঞাতি, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবের সহিত বিনষ্ট হইলে, কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সমুদয় পরিবার নিঃশেষিত হইল। তখন তিনি স্বীয় অশ্বকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্কিতচিত্তে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি পলায়নপরায়ণ হইলে অন্যান্য সমস্ত লোকেই ভীত হইয়া নগরাভিমুখে মহাবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল। অন্তঃপুররক্ষকগণ দুর্য্যোধনের ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের কলত্রদিগকে বাহনে আরোপিত করিয়া ভয়ে নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই সময় আমি বাসুদেবের সমক্ষেই রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পলায়মান ব্যক্তিদিগকে রক্ষা করত হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলাম।

হে রাজন্! সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ বিদুর বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান ও স্বীয় কুলধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ। প্রজাগণ যেরূপ দিনকরের পুনরাগমন সন্দর্শন করিয়া থাকে, তদ্রূপ আজি আমি সৌভাগ্যবশতঃ সেই জনক্ষয়কারক সমর হইতে তোমার প্রত্যাগমন দর্শন করিলাম। তুমি অদূরদর্শী অব্যবস্থিতচিত্ত রাজ্যাভিলাষী হতভাগ্য অন্ধরাজের একমাত্র যষ্টিস্বরূপ হইয়া রহিলে। আজি তুমি এই স্থানেই অবস্থান কর, কল্য রাজা যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে গমন করিবে।

হে রাজন্! মহামতি বিদুর এই মাত্র কহিয়া বাষ্পাকুললোচনে যুযুৎসুর সহিত রাজভবনে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সময় যাবতীয় পুরবাসী ও জনপদবাসীগণ হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল। রাজভবন নিরানন্দময় ও শোভাবিহীন হইয়া উঠিল। কেহই আর কিছুতেই সুখী হইতে পারিল না। তখন সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ বিদুর সাতিশয় দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে আবাসে প্রবেশ করিলেন। মহামতি যুযুৎসুও সেই রজনী স্বীয় গৃহে অতিবাহিত করিলেন। বন্দিগণ

তাঁহার স্তবপাঠ করিতে লাগিল; কিন্তু পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত ভরত-বংশীয়দিগের সংহার বৃত্তান্ত তাঁহার হৃদয়মন্দিরে জাগরূক হওয়াতে, তিনি কিছুতেই সুস্থ হইতে সমর্থ হইলেন না।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩১।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ আমার সমুদয় সৈন্য সংহার করিলে হতাবশিষ্ট অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা এবং আমার পুত্র মন্দ-বুদ্ধি দুর্য্যোধন তৎকালে কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! তৎকালে ক্ষত্রিয়রমণীগণ ধাবমান ও শিবির শূন্য হইলে কৌরবপক্ষীয় সেই তিন জন মহারথ পাণ্ডবদিগের জয়কোলাহল শ্রবণ করিয়া তথায় অবস্থান করিতে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া হ্রদাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও দুর্য্যোধনকে সংহার করিবার মানসে আহ্লাদিত চিত্তে ভ্রাতৃগণের সহিত সমবেত হইয়া রণস্থলে পরিভ্রমণ করত পরম যত্ন সহকারে কুরুরাজকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই তাঁহার কোন অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। ইতিপূর্ব্বেই রাজা দুর্য্যোধন গদাহস্তে সমরাঙ্গন হইতে মহাবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া স্বীয় মায়া প্রভাবে সলিল স্তম্ভিত করত হ্রদমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেই সময় পাণ্ডবদিগের বাহনগণ দুর্য্যো-ধনের অন্বেষণ করিতে করিতে একান্ত পরিশ্রান্ত হইল। তখন তাঁহারা সৈন্যগণের সহিত শিবিরে সমুপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এ দিকে মহাবলশালী কৃপ, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা মন্দ মন্দ গমনে সেই হ্রদ সমীপে আগমন পূর্ব্বক সলিলমধ্যে নিমগ্ন কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে কহি-লেন, হে রাজন্! এক্ষণে তুমি হ্রদমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া আমাদিগের নিকট আগমন কর এবং আমাদিগের সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠিরের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হয় পাণ্ডবগণকে সংহার পূর্ব্বক পৃথিবী উপ-ভোগ কর, না হয়, তাঁহার হস্তে বিনষ্ট হইয়া সুরলোক প্রাপ্ত হও। হে দুর্য্যোধন! তুমি পাণ্ডবগণের সমস্ত সৈন্যকে প্রায় সংহার করিয়াছ। যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারাও তোমার শর সমূহে ক্ষত বিক্ষত হই-য়াছে। এক্ষণে আবার আমরা তোমার রক্ষক হইব; সুতরাং পাণ্ডবগণ তোমার বেগ কোন ক্রমেই সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।

তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন ঐ তিন জন মহারথের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারথগণ! আমি ভাগ্যবশতঃ এই ভয়াবহ ঘোরতর লোকক্ষয়কর সমর হইতে তোমাদিগকে বিমুক্ত দেখিলাম। অতঃপর আমরা শ্রমাপনোদন পূর্ব্বক সকলে সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিব। এক্ষণে তোমরা সকলেই নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছ এবং আমিও শরনিকরে সাতিশয় ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি; বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের সৈন্য এখনও অধিক পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে; সুতরাং এ সময় সংগ্রাম করিতে আমার কোনক্রমেই অভিরুচি হইতেছে না। তোমরা বীরবরাগ্রগণ্য; অতএব সংগ্রামে আমার প্রতি দৃঢ়তর অনুরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক এরূপ উৎসাহ প্রদান করা তোমাদিগের নিতান্ত বিস্ময়কর নহে; আমার মতে এক্ষণে বিক্রম প্রকাশ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। আমি এই বিভাবরী বিশ্রাম করত কল্য তোমাদিগের সহিত সমবেত হইয়া অরাতিগণের সহিত নিশ্চয়ই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব।

তখন মহাবীর অশ্বত্থামা কুরুরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে তুমি হ্রদমধ্য হইতে সমুত্থিত হও। তোমার শ্রেয়োলাভ হউক; আমরাই তোমার শত্রুগণকে সংহার করিব। হে বীর! আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, সত্য ও জয় দ্বারা শপথ পূর্ব্বক কহিতেছি যে, আজি নিশ্চয়ই পাণ্ডবদিগকে সংহার করিব। যদি আমি রজনী প্রভাত না হইতে হইতে তোমার বিপক্ষগণকে সংহার করিতে না পারি, তাহা হইলে যেন আমার সজ্জনোচিত সমরকৃত প্রীতি কদাচ অনুভূত না হয়। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি যে, পাঞ্চালদিগকে নিহত না করিয়া কোন ক্রমেই কবচ পরিত্যাগ করিব না।

হে রাজন্! সেই মহারথগণ এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে কতকগুলি ব্যাধ মাংসভার বহনে সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া জলোপসেবনার্থ স্বেচ্ছানুসারে সেই হ্রদসন্নিধানে আগমন করিল। সেই ব্যাধগণ প্রতিদিন ভীমসেনের আহারার্থ পরম ভক্তি পূর্ব্বক মাংস আহরণ করিত। তাহারা ঐ হ্রদের কূলে উপবিষ্ট হইয়া নির্জ্জনে দুর্য্যোধন ও মহারথগণের সেই সমুদয় কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিল। সেই সময় কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাবীরগণও সমরবাসনাবিহীন সলিলে নিমগ্ন কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে সংগ্রামার্থ নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় ব্যাধগণ তাঁহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ পূর্ব্বক ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, রাজা দুর্য্যোধন এই

হ্রদে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। হে রাজন্! ইতি পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই ব্যাধদিগকে দুর্য্যোধনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই ব্যাধগণ ধর্ম্মরাজের সেই বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক অপরিস্ফুটরূপে পরস্পর কহিতে লাগিল, দেখ, রাজা দুর্য্যোধন এই হ্রদমধ্যে নিশ্চয়ই অবস্থান করিতেছেন; অতএব চল, আমরা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করি; তাহা হইলে তাঁহার নিকট নিশ্চয়ই প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হইব। মহাবীর বৃকোদরও আমাদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে আমাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থ প্রদান করিবেন। তাঁহাদিগের দুই জনের নিকট প্রভূত ধন প্রাপ্ত হইলে, প্রতিদিন আর এরূপ শুষ্ক মাংস বহন করিতে হইবে না। ধনলোলুপ ব্যাধগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে মাংসভার গ্রহণ পূর্ব্বক শিবিরাভিমুখে দ্রুতবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন।

এ দিকে পাণ্ডবগণ রাজা দুর্য্যোধনকে দেখিতে না পাইয়া কলহের মূলোচ্ছেদ করিবার মানসে তাঁহার অন্বেষণ করিতে সমরাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ বহুক্ষণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক পরিশেষে যুধিষ্ঠির সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, হে ধর্ম্মরাজ! দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলাম না; সে পলায়ন করিয়াছে। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাহাদিগের ঐ বাক্য শ্রবণে চিন্তাকুলিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ব্যাধগণ অবিলম্বে অতি আনন্দিত চিত্তে দীনভাবাপন্ন পাণ্ডবগণের শিবিরে আগমন পূর্ব্বক নিবারিত হইয়াও শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাবীর ভীমসন্নিধানে গমন করত তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। সেই সময় মহাবলশালী ভীমসেন তাহাদিগকে বিপুল ধন দান করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরসমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যে দুর্য্যোধনের নিমিত্ত পরিতাপ করিতেছেন, আমি ব্যাধগণের মুখে সেই দুরাত্মার সমস্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইলাম। সে সলিল স্তম্ভ করিয়া হ্রদমধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠির বৃকোদরের সেই প্রিয় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সোদরগণের সহিত সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং বাসুদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অতি সত্বরে হ্রদাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন অতি হৃষ্টচিত্ত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের ভীষণ সিংহনাদ ও কিলকিলা শব্দ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। ক্ষত্রিয়গণ অতি শীঘ্র দ্বৈপায়ন হ্রদাভিমুখে ধাবমান হইলেন।

সোমকগণ আনন্দে দুর্য্যোধনকে দেখিয়াছি ও তাহার বিষয় অবগত হইয়াছি, বলিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে বারম্বার চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন। বেগগামী রথিগণের অতি ভীষণ শব্দ গগনমার্গে সমুত্থিত হইতে লাগিল। শ্রান্তবাহন বীরগণ সত্বরে যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইলেন। মহারথ ধনঞ্জয়, বৃকোদর, নকুল, সহদেব, পাঞ্চাল বংশসম্ভূত ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, পাঞ্চালগণ চতুরঙ্গবল সমভিব্যাহারে সেই দ্বৈপায়নহ্রদ সন্নিধানে গমন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে প্রবলপ্রতাপশালী রাজা যুধিষ্ঠির সেই কুরুরাজসমাশ্রিত দ্বৈপায়ন হ্রদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। সেই হ্রদ দ্বিতীয় সাগরের ন্যায়, তাহার সলিল অতি নির্ম্মল ও সুশীতল। রাজা দুর্য্যোধন গদাহস্ত হইয়া মায়াপ্রভাবে সেই সলিলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অদৃশ্যভাবে তাহার মধ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। সেই সময় পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণের সেই মেঘগম্ভীর ঘোরতর শব্দ তাঁহার শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজা দুর্য্যোধনকে সংহার করিবার মানসে শঙ্খধ্বনি ও রথনির্ঘোষে অবনীমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সমবেত হইয়া সেই হ্রদের উপকূলে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ সময় মহারথ কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা পাণ্ডবসৈন্যগণের সেই ঘোরতর শব্দ শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে কুরুরাজ! ঐ রণবিজয়ী পাণ্ডবগণ মহাআনন্দে আগমন করিতেছে; অতএব তুমি আজ্ঞা করিলে, আমরা এ স্থল হইতে প্রস্থান করি। মহারাজ দুর্য্যোধন তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া মায়াপ্রভাবে সলিলরাশি স্তম্ভিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি মহারথগণও শোকার্দ্দিতচিত্তে বহু দূরে গমন পূর্ব্বক নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া এক বটবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইলেন। সেই মহারথগণ "মহাবীর দুর্য্যোধন সলিলরাশি স্তম্ভিত করিয়া শয়ন করিয়াছেন; পাণ্ডবগণও সংগ্রাম করিবার মানসে হ্রদসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে কি প্রকারে সংগ্রাম হইবে, পাণ্ডবগণ কি রূপেই বা তাঁহার অনুসন্ধান করিবে, আর অনুসন্ধান করিলেই বা কুরুরাজ দুর্য্যোধন কি প্রকারে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবেন" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

—০✱০—

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩২।

হে রাজন্! সেই কৃপাচার্য্যপ্রভৃতি মহারথগণ এইরূপে প্রস্থান করিলে, পাঞ্চালগণ সেই দ্বৈপায়ন হ্রদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই দ্বৈপায়ন হ্রদ দুর্য্যোধনের মায়াপ্রভাবে স্তম্ভিত দেখিয়া বাসুদেবকে কহিলেন, হে হৃষীকেশ! ঐ রাজা দুর্য্যোধন মায়াপ্রভাবে সলিলরাশি স্তম্ভিত করিয়া হ্রদমধ্যে অবস্থান করিতেছে। মনুষ্য হইতে উহার বিন্দুমাত্র শঙ্কা নাই। যাহা হউক, আমি ঐ মায়াবীকে কোনক্রমেই জীবিতাবস্থায় পরিত্যাগ করিব না। যদ্যপি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রও উহাকে সাহায্যদান করেন, তথাপি লোকে উহাকে সমরে বিনষ্ট অবলোকন করিবে।

বাসুদেব কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি মায়াপ্রভাবে ঐ মায়াবীর মায়া বিনষ্ট করুন। মায়াবলে মায়াকে বিনষ্ট করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আপনি কোন উপায় দ্বারা ঐ দুর্ম্মতিকে নিহত করুন। সুররাজ ইন্দ্র উপায়বলেই অসংখ্য দানবকে নিহত করিয়াছেন। কৌশলক্রমেই দানবাধিপতি বলি বদ্ধ এবং হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু ও বৃত্রাসুরের নিধন সাধন হইয়াছে। রামচন্দ্র উপায়বলে রাক্ষসাধিপতি রাবণকে সবংশে ধ্বংস করিয়াছেন। আমার উপায় প্রভাবেই মহাবলশালী বিপ্রচিত্তি ও তারকাসুর নিহত হইয়াছে। উপায়প্রভাবেই বাতাপি, হিল্লল, ত্রিশিরা, সুন্দ ও উপসুন্দ বিনষ্ট হইয়াছে এবং সুররাজ ইন্দ্র উপায়প্রভাবেই স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন। হে ধর্ম্মরাজ! উপায়বল সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। উপায়বলে দানব, রাক্ষস ও মহীপালগণ বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব আপনি উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক পরাক্রম প্রকাশ করুন।

হে রাজন্! মহাত্মা হৃষীকেশ এইরূপ কহিলে, কুন্তীতনয় যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করত সলিলমধ্যস্থিত মহাবলশালী রাজা দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কুরুরাজ! তুমি সমুদয় ক্ষত্রিয় ও আপনার বংশ বিনষ্ট করিয়া কি নিমিত্ত আজি আপনার জীবন রক্ষা করিবার মানসে জলাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছ? তুমি শীঘ্র জলমধ্য হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। হে পুরুষোত্তম! আজি তোমার সে দর্প ও অভিমান কোথায় রহিল? সভামধ্যে সকলেই, তোমাকে বীরপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করে; কিন্তু আজি তুমি প্রাণভয়ে সলিলমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে উহা তোমার বৃথা বোধ হইতেছে। তুমি

ক্ষত্রিয়কুলে বিশেষতঃ কৌরববংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; সংগ্রামে ভীত হইয়া জলমধ্যে অবস্থান করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে।..সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়া অবস্থান করা ক্ষত্রিয়গণের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। অসাধু লোকেরাই সংগ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া থাকে। তুমি সমরসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ না হইয়া কি নিমিত্ত প্রাণ রক্ষা করিবার অভিলাষ করিতেছ? এক্ষণে ভ্রাতা, পুত্র, বয়স্য, গুরুজন ও বন্ধুবান্ধবগণকে নিপাতিত করিয়া এই হ্রদমধ্যে অবস্থান করা কি তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে? হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি সর্ব্বলোকের সাক্ষাতে আপনাকে বীর বলিয়া যে পরিচয় প্রদান করিতে, তাহা তোমার নিতান্ত বিফল। বীরপুরুষগণ প্রাণান্তে শত্রুকে সন্দর্শন করিয়া কদাচ পলায়ন করেন না। তুমি কি অভিলাষে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়াছ, তাহা প্রকাশ কর এবং ভয় পরিহার পূর্ব্বক সলিলমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সমুদয় সৈন্য ও ভ্রাতৃগণকে নিপাতিত করিয়া এক্ষণে জীবন রক্ষা করিতে অভিলাষ করা ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে তোমার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তুমি মোহপ্রযুক্ত কর্ণ ও শকুনিকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে অমর বোধ করত যে পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার প্রতিফল ভোগ কর। বীরপুরুষগণ কোনক্রমেই তোমার ন্যায় সংগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করেন না। এক্ষণে সে পৌরুষ, সে ক্ষত্রিয়াভিমান, সে পরাক্রম, সে তর্জ্জনগর্জ্জন ও সে অস্ত্রনিপুণতা কোথায় রহিল? তুমি কি নিমিত্ত এই সলিলমধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছ? তুমি শীঘ্র জলমধ্য হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হয় আমাদিগকে পরাভব করিয়া এই বসুন্ধরা উপভোগ কর, না হয়, আমাদিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়া সমরশায়ী হও। বিধাতা ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে সংগ্রামই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তুমি এক্ষণে সেই ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ করিয়া সমুদয় রাজ্য লাভ কর।

হে রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ধীমান্ ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া জলমধ্য হইতে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! প্রাণিগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু আমি জীবনভয়ে পলায়ন করি নাই। রণস্থলে আমার রথ ও তূণীর বিনষ্ট এবং সমুদয় সৈন্য সামন্ত ও পৃষ্ঠরক্ষক নিহত হওয়াতে আমি একাকী নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত এই হ্রদমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছি। জীবনভয়ে বা বিষাদবশতঃ এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করি-

নাই। হে ধর্ম্মনন্দন! তুমি এক্ষণে অনুচরবর্গের সহিত কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম কর। আমি সত্বরেই জলমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া তোমাদিগের সহিত সংগ্রাম করিব।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমরা শ্রমাপনোদন করিয়াছি; এক্ষণে অনেকক্ষণের পর তোমার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইলাম; অতএব তুমি সত্বরেই হ্রদমধ্য হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া হয়, সমরে আমাদিগকে সংহার করত অতি সমৃদ্ধ রাজ্য উপভোগ কর, না হয়, আমাদিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়া বীরলোক প্রাপ্ত হও। ঐ সময় দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! আমি যাহাদিগের নিমিত্ত রাজ্যলাভের বাসনা করিয়াছিলাম, আমার সেই সমুদয় ভ্রাতৃগণ পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বসুন্ধরাও রত্নবিহীন ও বীরশূন্য হইয়াছে। সুতরাং বিধবা রমণীর ন্যায় এই পৃথিবী উপভোগ করিতে আমি আর বাসনা করি না। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এখনও পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে ভগ্নোৎসাহ করিয়া তোমাকে পরাজিত করিতে পারি; কিন্তু মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ, কর্ণ ও পিতামহ ভীষ্ম বিনষ্ট হওয়াতে আমার আর সংগ্রামে বাসনা নাই। অতএব এক্ষণে তুমিই এই মাতঙ্গতুরঙ্গশূন্য বন্ধুবান্ধবহীনা ধরণী উপভোগ কর। আমার সদৃশ কোন্ রাজা সহায়বিহীন হইয়া রাজ্য শাসন করিতে অভিলাষ করে? বিশেষতঃ তাদৃশ সুহৃৎ, পুত্র ও সহোদরগণ বিনষ্ট এবং বিপক্ষগণ কর্ত্তৃক রাজ্য অপহৃত হওয়াতে আমি জীবন ধারণ করিতেও বাসনা করি না। আমি এক্ষণে মৃগচর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক অরণ্যে গমন করিব। আমার আর কিছুতেই রাজ্য ভোগ করিতে অভিলাষ নাই।

হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আপনার পুত্র দুর্য্যোধনের সেই সকরুণ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে কুরুরাজ! তুমি হ্রদমধ্যে অবস্থান করিয়া আর এরূপ পরিতাপ করিও না। শকুনির ন্যায় তোমার ঐ সমুদয় আর্ত্তপ্রলাপে আমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র দয়াসঞ্চার হইতেছে না। তুমি কথঞ্চিৎ রাজ্য প্রদানে সম্মত হইতে পার; কিন্তু আমি কোনক্রমেই তোমার প্রদত্ত রাজ্য গ্রহণ করিতে সম্মত হই না। ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে প্রতিগ্রহ করা নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে; অতএব তুমি সমস্ত পৃথিবী দান করিলেও আমি অধর্ম্মাচরণ করিয়া কখনই তাহা প্রতিগ্রহ করিব না। আমি তোমাকে সংগ্রামে পরাভব করিয়া এই বসুন্ধরা উপভোগ করিব। হে দুর্য্যোধন! পূর্ব্বে আমরা কুলরক্ষা

করিবার মানসে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তৎকালে ; তুমি কি জন্য তাহা আমাদিগকে প্রদান কর নাই? তুমি প্রথমে মহাবলশালী হৃষীকেশকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এক্ষণেই বা কি নিমিত্ত রাজ্যদানে সম্মত হইতেছ? হায়! তোমার কি ভ্রান্তি! কোন্ রাজা শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাজ্যদানে অভিলাষী হইয়া থাকে? আর এক্ষণে তোমার এই রাজ্য বল পূর্ব্বক গ্রহণ বা দান করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং তুমি কিরূপে উহা আমাকে প্রদান করিবে? হে দুর্য্যোধন! তুমি এক্ষণে আমাকে পরাভব করিয়া এই মেদিনী প্রতিপালন কর ; তুমি পূর্ব্বে আমাকে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমি প্রদান করিতে সম্মত হও নাই ; এক্ষণে কি প্রকারে সমগ্র পৃথিবী প্রদান করিতে সম্মত হইতেছ? কোন্ মূর্খ অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ ও রাজ্য শাসন করিয়া শত্রুকে পৃথিবীদানে অধ্যবসায় করিয়া থাকে? তুমি কেবল মোহপ্রযুক্তই উহা পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছ না। হে কুরুরাজ! তুমি রাজ্যদান করিতে বাসনা করিলেও আমি তোমাকে জীবিত রাখিব না। অতএব এক্ষণে হয় তুমি আমাদিগকে পরাজয় করিয়া রাজ্য শাসন কর, না হয়, আমাদিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হও। তুমি ও আমি আমরা উভয়েই জীবিত থাকিলে লোকে আমাদিগের জয় পরাজয়ে সন্দেহ করিবে। হে দুর্ব্বুদ্ধে! এক্ষণে তোমার জীবন আমার বশীভূত হইয়াছে। আমি মনে করিলে, তোমার জীবন রক্ষা করিতে পারি ; কিন্তু তুমি স্বয়ং কোনক্রমেই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি পূর্ব্বে গৃহদাহ ও বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি বহুবিধ উপায় দ্বারা আমাদিগকে সংহার করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলে এবং রাজ্যাপহরণ, দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করত বারম্বার আমাদিগকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছ! সেই সমস্ত কারণবশত তুমি নিহত হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে হ্রদমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। তোমার পক্ষে যুদ্ধই শ্রেয়স্কর হইয়াছে। হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, অন্যান্য পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া বারম্বার ঐরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

হ্রদপ্রবেশ পর্ব্ব সমাপ্ত।

-০*০-

গদাযুদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়।

—*—

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৩।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার আত্মজ দুর্য্যোধন স্বভাবতই ক্রোধপরায়ণ। সে তৎকালে শত্রুগণকর্ত্তৃক এই রূপ তিরস্কৃত হইয়া কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল? পূর্ব্বে এইরূপ তিরস্কার বাক্য কখনই তাহার শ্রবণগোচর হয় নাই। সে রাজত্বনিবন্ধন সর্ব্বদা সকল লোকের মান্য হইয়া কালাতিপাত করিয়াছে। হায়! পূর্ব্বে যে ব্যক্তি আতপত্রচ্ছায়ায় দণ্ডায়মান হইয়া, আমি অন্যের ছায়া আশ্রয় করিলাম বলিয়া খেদ করিত; যে ব্যক্তি দিবাকরের কিরণও সহ্য করিতে অসমর্থ হইত; সে এক্ষণে কি প্রকারে শত্রুগণের নিষ্ঠুর বাক্য সহ্য করিতে সমর্থ হইল? হে সঞ্জয়! ম্লেচ্ছ ও আটবিক সমবেত সমস্ত ধরণী যাহার প্রসাদে প্রতিপালিত হইয়াছে, সেই দুর্য্যোধন এক্ষণে কি প্রকারে বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া নির্জ্জনে হ্রদমধ্যে আগমন পূর্ব্বক বারম্বার পাণ্ডবগণের তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন সলিলমধ্যে অবস্থিতি করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের সেই নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণে বারম্বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভুজযুগল বিকম্পন করত হ্রদমধ্য হইতে বহির্গত হইলেন এবং সংগ্রামে কৃতনিশ্চয় হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কুন্তীতনয়! তোমাদিগের বন্ধু বান্ধব, রথ ও বাহন সমুদায়ই বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু আমি একাকী, রথবিহীন, হতবাহন ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া জীবিত রহিয়াছি। তোমরা অনেকে রথারোহণ পূর্ব্বক শস্ত্র গ্রহণ করিয়া আমার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিলে, আমি পদাতি ও অস্ত্রশস্ত্রবিহীন হইয়া কি প্রকারে তোমাদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে পারি। অতএব তোমরা একে একে আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও। এক ব্যক্তির বিশেষতঃ বর্ম্মহীন, নিতান্ত পরিশ্রান্ত, বিপন্ন, ক্ষত বিক্ষত ও শ্রান্তবাহন ব্যক্তির সহিত এক কালে বহু বীরের সংগ্রাম করা কোনক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে কি তুমি, কি বৃকোদর, কি ধনঞ্জয়, কি নকুল,

কি সহদেব, কি সাত্যকি, কি কেশব, কি পাঞ্চালগণ, কি অন্যান্য সৈন্যগণ তোমাদের কাহাকেও দেখিয়া আমি ভীত হইতেছি না। আমি একাকীই তোমাদের সকলকেই নিবারণ করিব। হে রাজন্! সাধুগণের কীর্ত্তি ধর্ম্মমূলক। আমি সেই ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি রক্ষা করিয়া বলিতেছি যে, সম্বৎসর যেরূপ ক্রমে ক্রমে সমস্ত ঋতুতে মিলিত হয়, আমিও সেইরূপ তোমাদিগের সকলের সহিত মিলিত হইব। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা ক্ষণকাল সুস্থির হও। আমি রথ ও শস্ত্র বিহীন হইয়া প্রভাতকালে দিবাকর যেরূপ করজাল বিস্তার পূর্ব্বক নক্ষত্রগণকে সংহার করেন, তদ্রূপ তোমাদের সকলকেই বিনষ্ট করিব। হে ধর্ম্মরাজ! আজি তোমাকে তোমার ভ্রাতৃগণের সহিত নিপাতিত করিয়া বাহ্লীক, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, শল্য, ভূরিশ্রবা, শকুনি এবং আমার আত্মজগণ, বন্ধুবান্ধবগণ ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব। হে রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন। সেই সময় রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে কুরুরাজ! তুমি ভাগ্যক্রমে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়াছ এবং ভাগ্যক্রমেই তোমার সংগ্রামে অভিলাষ হইয়াছে। তুমি ভাগ্যপ্রভাবে বীরপদবী প্রাপ্ত এবং সংগ্রামব্যাপার সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া একাকীই আমাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে বাসনা করিতেছ; অতএব অভীষ্ট আয়ুধ গ্রহণ করত আমাদিগের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমরা সকলে সংগ্রামক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া সংগ্রামব্যাপার সন্দর্শন করিব। আমি বলিতেছি, তুমি আমাদিগের মধ্যে এক জনকে সংহার করিতে পারিলে, তুমি সমস্ত রাজ্য গ্রহণ করিতে পারিবে। তখন রাজা দুর্য্যোধন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! যদি আমাকে এক জনের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, তাহা হইলে আমি তোমাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলবান্ ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। আর তুমি আমাকে যে কোন আয়ুধ মনোনীত করিয়া গ্রহণ করিতে বলিয়াছ, আমি তদনুসারে এই গদা মনোনীত করিলাম। এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে যিনি আমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন, সেই বীর পাদচারে আমার সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। ইতিপূর্ব্বে বারম্বার অতি আশ্চর্য্য রথযুদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে এই অত্যদ্ভুত গদাযুদ্ধ আরম্ভ হউক। লোকে অস্ত্রের পরিবর্ত্ত করিয়া থাকে, অদ্য তোমার মতানুসারে যুদ্ধেরও পরিবর্ত্ত হউক। হে ধর্ম্মরাজ!

আমি এই গদার প্রভাবে তোমার অনুজগণের সহিত তোমাকে এবং পাঞ্চাল, সৃঞ্জয় ও অন্যান্য সৈন্যগণকে পরাজয় করিব। রণস্থলে দেবরাজ ইন্দ্রকেও নিরীক্ষণ করিয়া আমি কিছুমাত্র ভীত হই না। তখন রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে গান্ধারীনন্দন! এক্ষণে তুমি সলিলমধ্য হইতে সমুত্থিত হইয়া আমার বা মৎপক্ষীয় অন্য ব্যক্তির সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও এবং অবহিত চিত্তে পুরুষকার প্রদর্শন কর। অদ্য যদি দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে আশ্রয় দান করেন, তথাপি তোমাকে বিনষ্ট হইতে হইবে, সন্দেহ নাই।

হে রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বিলমধ্যে লীন ভয়ানক ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। উৎকৃষ্ট অশ্ব যেরূপ কশাঘাত সহ্য করিতে অসমর্থ হয়, তদ্রূপ তিনি যুধিষ্ঠিরের সেই বাক্য কোনক্রমেই সহ্য করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি অচলের ন্যায় সুদৃঢ় অতি ভয়ঙ্কর লৌহময় গদা স্কন্ধে করিয়া জলরাশি বিক্ষোভিত করত প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের ন্যায়, শৃঙ্গশালী পর্ব্বতে ন্যায়, শূলহস্ত ক্রুদ্ধ রুদ্রদেবের ন্যায় হ্রদ হইতে সমুত্থিত হইলেন। পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ তাঁহাকে হ্রদমধ্য হইতে সমুত্থিত দর্শন করিয়া পরস্পর পরস্পরের করস্পর্শ করত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সেই সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন উহা উপহাস বিবেচনা করিয়া নয়নযুগল ঊর্দ্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক ললাটে ত্রিশিখা ভ্রূকুটী বন্ধন ও বারম্বার দশনচ্ছদ দংশন করত কেশবের সহিত পাণ্ডবদিগকে যেন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা সত্বরেই এই উপহাসের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। আমি অবিলম্বেই তোমাদিগকে পাঞ্চালগণের সহিত কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিব, সন্দেহ নাই।

হে রাজন্! আপনার পুত্র দুর্য্যোধন এই বলিয়া গদাহস্তে সলিলসিক্ত গাত্রে হ্রদকূলে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ঝরসলিলস্রাবী পর্ব্বতের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সময় পাণ্ডবগণ তাঁহাকে গদা সমুদ্যত করিতে অবলোকন করিয়া ঊর্দ্ধবাহু সাতিশয় ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবলশালী রাজা দুর্য্যোধন প্রহৃষ্টচিত্তে বৃষভের ন্যায় চীৎকার করিয়া মেঘগম্ভীর নির্ঘোষে পাণ্ডবগণকে গদাযুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! তোমরা একে একে আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। এক জনের সহিত

এক কালে বহু বীরের সংগ্রাম হওয়া কোন ক্রমেই ন্যায়ানুগত নহে। বিশেষতঃ আমি সাতিশয় পরিশ্রান্ত, সলিলসিক্ত, বর্ম্মহীন ও ক্ষত বিক্ষত গাত্র হইয়াছি এবং আমার বাহন ও সৈন্য সমুদয় নিহত হইয়াছে; আমি ক্রমে ক্রমে সকলেরই সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব। তুমি ন্যায়া-ন্যায় বিবেচনা করিতে পার; এক্ষণে ন্যায়ানুসারে সমরে প্রবৃত্ত হও।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কুরুরাজ! যখন বহুসংখ্যক মহারথ একত্র হইয়া অভিমন্যুকে সংহার করিয়াছিল, তখন তোমার এরূপ প্রজ্ঞা কোথায় ছিল? ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম নিতান্ত ক্রূর ও নিরপেক্ষ; ইহাতে দয়ার লেশমাত্র নাই। নচেৎ তোমরা সকলেই ধর্ম্মজ্ঞ ও বীর পুরুষ হইয়াও তৎকালে কি প্রকারে অভিমন্যুকে সংহার করিলে? ন্যায়ানুসারে সংগ্রাম করিলে, ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেকে সমবেত হইয়া এক জনকে সংহার করিলে, যদি অধর্ম্ম হয়, তবে তোমার মতানুসারে বীরগণ সমবেত হইয়া কি প্রকারে অভিমন্যুকে সংহার করিল? বিপদ্‌কালে সকলেই ধর্ম্মচিন্তায় তৎপর হয়; কিন্তু সম্পদ্-কালে পরলোকের দ্বার রুদ্ধ অবলোকন করে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি কবচ পরিধান, কেশকলাপ বন্ধন ও যে কোন দ্রব্যের অভাব থাকে, তাহা গ্রহণ কর। আমি এখনও বলিতেছি যে, তুমি পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে যাহার সহিত ইচ্ছা হয়, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও, হয় তাহাকে সংহার করিয়া রাজ্য লাভ কর, নচেৎ তাহার হস্তে বিনষ্ট হইয়া স্বর্গে গমন কর। হে বীর! এক্ষণে তোমার জীবন রক্ষা ভিন্ন আর কি প্রিয় সাধন করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ কর।

হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, আপনার আত্মজ দুর্য্যো-ধন হিরণ্ময় বর্ম্ম ও সুবর্ণপরিমণ্ডিত বিচিত্র শিরস্ত্রাণ গ্রহণ পূর্ব্বক সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং গদা সমুদ্যত করিয়া পাণ্ডব-গণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! এক্ষণে তোমাদিগের মধ্যে সহদেব, বৃকোদর, নকুল, ধনঞ্জয় অথবা যুধিষ্ঠির এক জন উপস্থিত হইয়া আমার সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। আমি তাঁহাকে পরাজয় করিয়া কৃতকার্য্য হইব, সন্দেহ নাই। আমি ক্রমে ক্রমে তোমাদের সকলকেই সংহার করিয়া বৈরানল নির্ব্বাণ করিব। বোধ হয়, ন্যায়ানু-সারে গদাযুদ্ধে তোমরা কেহই আমার তুল্য হইবে না। স্বমুখে এরূপ উদ্ধত বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। যাহা হউক, আমি শীঘ্রই তোমাদিগের সাক্ষাতেই আপনার বাক্য সফল করিব। এক্ষণে আমার

সহিত সংগ্রাম করিতে যাঁহার বাসনা হয়, তিনি গদা গ্রহণ করুন। আমার বাক্য সত্য কি মিথ্যা, তাহা সত্বরেই প্রকাশ পাইবে।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৪।

হে রাজন্! এইরূপে কুরুরাজ দুর্য্যোধন বারংবার তর্জ্জন গর্জ্জন করিলে, মহাত্মা হৃষীকেশ ক্রুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি কোন্ সাহসে দুর্য্যোধনকে কহিলেন যে, তুমি আমাদিগের মধ্যে এক জনকে সংহার করিয়া রাজ্যপদ লাভ কর? ঐ দুর্ম্মতি যদি আপনাকে কিম্বা ধনঞ্জয়, নকুল বা সহদেব সংগ্রামার্থ বরণ করে, তাহা হইলে আপনার কি দুর্দ্দশা হইবে? বোধ হয়, আপনারা কেহই উহার সহিত গদাযুদ্ধে সমর্থ হইবেন না। দুর্য্যোধন বৃকোদরের সংহারার্থ ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত লৌহময় পুরুষের সহিত ব্যায়াম করিয়াছে। অতএব এক্ষণে কি প্রকারে আমাদিগের কার্য্য সম্পন্ন হইবে? আপনি দয়াপরবশ হইয়া নিতান্ত সাহসের কার্য্য করিয়াছেন। আমাদিগের মধ্যে বৃকোদর ভিন্ন আর কেহই দুর্য্যোধনের সমকক্ষ হইবেন না। তিনিও দুর্য্যোধনের ন্যায় গদাযুদ্ধ অধিক অভ্যাস করেন নাই। অতএব বোধ হয়, পূর্ব্বে আপনি শকুনির সহিত যেরূপ দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলেন, এক্ষণে পুনরায় সেই রূপ দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল। ভীমসেন বলবান্ ও পরাক্রমশালী; কিন্তু দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে কৃতী। বলবান্ ও কৃতী এই উভয়ের মধ্যে কৃতী ব্যক্তিই সমধিক ক্ষমতাপন্ন। আপনি সেই ক্ষমতাপন্ন শত্রুকে আমাদিগের কল্যাণপথে নিবেশিত করিয়া স্বয়ং বিষম বিপদে পড়িলেন এবং আমাদিগকেও বিপদ্‌সাগরে নিপাতিত করিলেন। কোন্ ব্যক্তি সমুদয় শত্রুকে সংহার করিয়া একমাত্র শত্রুকে বহু ক্লেশে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার হস্তে প্রাপ্ত রাজ্য সমর্পণ করিয়া থাকে? রাজা দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, দেবগণের মধ্যেও কেহই উহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হন না। ঐ মহাবীর গদাযুদ্ধে সাতিশয় নিপুণ; অতএব ন্যায়ানুসারে গদাযুদ্ধ করিয়া কি আপনি, কি বৃকোদর, কি নকুল, কি সহদেব, কি ধনঞ্জয় কেহই উহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবেন না। যখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দুর্য্যোধনের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও আমাদিগের জয়লাভে সন্দেহ

উপস্থিত হয়, তখন আপনি কি প্রকারে উহাকে যে কোন পাণ্ডবের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার সংহারসাধন পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন? এক্ষণে নিশ্চয়ই জানিলাম যে, পাণ্ডবগণ কখনই রাজ্য ভোগ করিতে পারিবে না। বিধাতা উহাদিগকে চিরকাল অরণ্যে বাস বা ভিক্ষাব্রত অবলম্বন করিবার মানসে নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

হে রাজন্! সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর বাসুদেবের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মধুসূদন! আর বিষাদে প্রয়োজন নাই। আজি আমি নিশ্চয়ই দুর্য্যোধনকে সংহার পূর্ব্বক বৈরানল নির্ব্বাণ করিব। স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জয়শ্রী লাভ করিবেন। দুর্য্যোধনের গদা অপেক্ষা আমার গদা সার্দ্ধেক গুণে গুরুতর; আমি সেই গদা অবলম্বন করিয়া শীঘ্রই উহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি; তোমরা দর্শকভাবে অবস্থিতি কর। ক্ষুদ্র শত্রু দুর্য্যোধনের কথা কি বলিব, দেবগণ প্রভৃতি তিন লোক বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, আমি অবলীলাক্রমে তাঁহাদিগকেও সংহার করিতে পারি।

হে রাজন্! ঐ সময় মহামতি হৃষীকেশ বৃকোদরের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পুলকিত হইয়া তাঁহাকে প্রশংসা করত কহিলেন, হে বীর! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমার বাহুবলেই শত্রুবিহীন হইয়া স্বীয় রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। তুমি ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত পুত্র এবং কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য ভূপাল, রাজকুমার ও কুঞ্জরগণকে বিনষ্ট করিয়াছ; তোমার প্রভাবেই কলিঙ্গ, মাগধ, প্রাচ্য, গান্ধার ও কৌরবগণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে; এক্ষণে তুমি দুর্য্যোধনকেও নিপাতিত করিয়া, বিষ্ণু যেরূপ সুররাজ ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সসাগরা বসুন্ধরা প্রদান কর। পাপাত্মা দুর্য্যোধন তোমার হস্তেই নিহত হইবে। তুমি সত্বরেই উহার ঊরুদ্বয় ভগ্ন করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা সফল করিবে। কিন্তু ঐ দুর্ম্মতি সাতিশয় বলবান্ ও যুদ্ধবিশারদ; সর্ব্বদা যত্নসহকারে উহার সহিত সংগ্রাম করিবে। মহামতি কেশব এই কথা কহিলে, মহাবলশালী সাত্যকি এবং যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ বৃকোদরকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর সূর্য্যসদৃশ প্রতাপশালী সৃঞ্জয়গণপরিবেষ্টিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ!

আমি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিব। ঐ নরাধম কোনক্রমেই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। ধনঞ্জয় যেরূপ খাণ্ডব কাননে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন, আজি আমিও সেইরূপ দুর্য্যোধনের প্রতি হৃদয়নিহিত ক্রোধানল পরিত্যাগ করিব। আজি গদাঘাতে ঐ পাপাত্মার জীবন বিনষ্ট করিয়া আপনার হৃদয়স্থিত শল্য উদ্ধার করিব। আজি আপনার কলেবর সুস্থ হইবে। আজি আমি আপনার শত্রু কর্ত্তৃক অপহৃত কীর্ত্তিময়ী মালা প্রত্যাহরণ করিব। আজি দুর্য্যোধন জীবন, শ্রী ও রাজ্য পরিত্যাগ করিবে এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমার হস্তে দুর্য্যোধনকে নিহত শ্রবণ করিয়া শকুনির দুর্ব্বুদ্ধিজনিত দুষ্ক্রিয়া সমস্ত স্মরণ করিতে থাকিবেন।

ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই কথা বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্য্যোধনকে সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতে লাগিলেন এবং গদা উত্তোলন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। ঐ সময় আপনার পুত্র মহাবলশালী দুর্য্যোধন বৃকোদরের আহ্বান সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া মত্ত মাতঙ্গ যেরূপ মত্ত মাতঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। পাণ্ডবগণ শিখরপরিশোভিত কৈলাস পর্ব্বত সদৃশ মহাবলশালী দুর্য্যোধনকে যূথবিহীন মাতঙ্গের ন্যায় সংগ্রামে আগমন করিতে দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। মহাবীর দুর্য্যোধনও সিংহের ন্যায় নির্ভয় শরীরে অসঙ্কুচিত চিত্তে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর দুর্য্যোধনকে গদা সমুদ্যত করিতে অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তুমি তোমরা হস্তিনায় আমাদিগের প্রতি যে সমুদয় অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই সমুদয় স্মরণ কর; তুমি শকুনির বুদ্ধি প্রভাবে দ্যূতক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজয়, সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীরে অপমান এবং নিরপরাধ পাণ্ডবদিগকে বিবিধ কষ্ট প্রদান করত যে পাপাচরণ করিয়াছ, এক্ষণে নিশ্চয়ই তাহার ফল লাভ করিবে। হে কুলনাশক পুরুষাধম! তোমার নিমিত্তই আমাদিগের পিতামহ মহাযশা ভীষ্মদেব সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়া শরশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। তোমার নিমিত্তই মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য বিনষ্ট হইয়াছেন। তোমার পাপানুষ্ঠানেই তোমার সহোদরগণ, পুত্রগণ ও যুদ্ধবিশারদ অসংখ্য মহীপাল, বহুসংখ্যক সৈন্য এবং আমাদের এই বিবাদের মূলীভূত কারণ দুর্ম্মতি শকুনি ও দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা পাপাত্মা প্রাতিকামী

কৃতান্তভবনে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি একাকী অবশিষ্ট আছ। আজি গদাঘাতে তোমাকেও নিপাতিত করিব, সন্দেহ নাই। আজি পাণ্ডবগণের কষ্ট এবং তোমার বিপুল গর্ব্ব ও রাজ্যলালসা দূরীভূত হইবে।

রাজা দুর্য্যোধন বৃকোদরের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভীমসেন! অধিক বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন কি। অবিলম্বে আমার সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হও। আজিই তোমার সংগ্রামবাসনা উচ্ছিন্ন করিব। আমি হিমালয় শিখরের ন্যায় গদা ধারণ পূর্ব্বক সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়াছি। ন্যায়ানুসারে গদাযুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্রও আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। তুমি শরৎকালীন জলবিহীন জলদের ন্যায় আর বৃথা গর্জ্জন করিও না। তোমার যতদূর বিক্রম আছে, সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকাশ কর। হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন এই রূপ কহিলে, পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ তলরব দ্বারা মত্ত মাতঙ্গকে যেরূপ আনন্দিত করে, তদ্রূপ তাঁহার বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করত তাঁহাকে আনন্দিত করিলেন। তখন পাণ্ডবপক্ষীয় মাতঙ্গগণ নিরন্তর বৃংহিতধ্বনি ও তুরঙ্গগণ বারম্বার হ্রেষারব করিতে লাগিল এবং বিজয়াভিলাষী পাণ্ডবগণের অস্ত্র সকল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৫।

হে রাজন্! এইরূপে ঐ মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর গদাযুদ্ধ সমুপস্থিত হইলে, পাণ্ডবপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণ সকলেই উপবিষ্ট হইলেন। সেই সময় তালধ্বজ বলদেব শিষ্যদ্বয়ের সংগ্রাম বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া প্রীতমনে বাসুদেব সমভিব্যাহারে তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক যথাবিধি অর্চ্চনা করত কহিলেন, হে মহাশয়! আপনার শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধকৌশল নিরীক্ষণ করুন। ঐ সময় বলদেব কেশবসমবেত পাণ্ডবগণকে ও গদাধারী কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে অবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরগণ! আজি দ্বিচত্বারিংশ দিবস হইল, আমি তীর্থযাত্রা করিয়াছিলাম। আমি পুষ্যা নক্ষত্রে গৃহ হইতে বিনির্গত হইয়া শ্রবণায় প্রত্যাগমন করিয়াছি। এক্ষণে শিষ্যদ্বয়ের গদাযুদ্ধ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া উহা দেখিবার নিমিত্ত এই স্থানে

সমাগত হইলাম। সেই সময় গদাযুদ্ধে সমুদ্যত মহাবলশালী দুর্য্যোধন ও ভীমসেন বলদেবের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র প্রীতিপ্রফুল্লচিত্ত হইয়া সাতিশয় শোভা প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির বলদেবকে আলিঙ্গন করিয়া স্বাগত ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপরে মহাবাহু ধনঞ্জয় ও হৃষীকেশ হৃষ্টমনে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অভিবাদন, নকুল ও সহদেব এবং দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র তাঁহাকে নমস্কার ও রাজা দুর্য্যোধন এবং বৃকোদর তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহো! আপনি এক্ষণে এই গদাযুদ্ধ অবলোকন করুন। তখন মহাবলশালী বলদেব পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণকে আলিঙ্গন করিয়া অন্যান্য রাজগণকে যথাক্রমে সৎকার ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারাও তাঁহাকে অর্চ্চনা ও অনাময়বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বলদেব প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বাসুদেব ও সাত্যকির আলিঙ্গন এবং তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া শুভ সম্বাদ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা ইন্দ্র ও উপেন্দ্র যেরূপ প্রজাপতি ব্রহ্মাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ হৃষ্টচিত্তে যথাবিধি তাঁহাকে পূজা করিলেন।

ঐ সময় রাজা যুধিষ্ঠির রোহিণীতনয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাম! এক্ষণে আপনি আমার ভ্রাতৃদ্বয়ের গদাযুদ্ধ অবলোকন করুন। নীলাম্বরধারী ধবলকায় বলদেব ধর্ম্মরাজের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে সেই রাজগণমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া গগনমণ্ডলে নক্ষত্রগণ পরিবেষ্টিত পূর্ণ শশধরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন ও ভীমসেনের অতি ভীষণ গদাযুদ্ধ উপস্থিত হইল।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৬।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষে সংগ্রাম উপস্থিত হইবার উপক্রম হইলে, বলদেব কেশবকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক আমি দুর্য্যোধনের বা পাণ্ডবগণের সহায়তা করিব না বলিয়া যাদবগণের সহিত প্রস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি কি জন্য রণস্থলে সমুপস্থিত হইলেন এবং কি প্রকারেই বা যুদ্ধ দর্শন করিলেন, সেই সকল বৃত্তান্ত আমার নিকট সবিস্তরে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহামতি পাণ্ডবগণ বিরাটভবনে অবস্থান পূর্ব্বক বাসুদেবকে ধৃতরাষ্ট্রসন্নিধানে প্রেরণ করিলে, মহাত্মা মধুসূদন প্রাণিগণের হিতসাধনার্থ সন্ধির উদ্দেশে অম্বিকাতনয়কে বিশেষ-রূপে হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎকালে তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন পুরুষোত্তম বাসুদেব সন্ধিসংস্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া দুর্য্যোধনের নিকট বিদায় গ্রহণ করত বিরাটনগরে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে কহিলেন যে, কৌরবগণ কালপ্রভাবে আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিল; অতএব চল, আমরা এই পুষ্যা নক্ষত্রে সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত গমন করি।

অনন্তর উভয় পক্ষের সৈন্য নির্দ্ধারিত হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত রোহিণীনন্দন বলদেব বাসুদেবকে কৌরবগণের সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন; তিনি তাঁহার বাক্য রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। তখন রোহিণীনন্দন সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া যাদবগণ সমভিব্যাহারে সরস্বতী তীর্থে যাত্রা করিলেন। বলদেব তীর্থযাত্রা করিলে, শত্রুনিপাতন ভোজ-রাজ কৃতবর্ম্মা দুর্য্যোধনের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কৃষ্ণ সাত্যকির সহিত পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক পুষ্যানক্ষত্রযোগে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন।

এ দিকে বলরাম গমন করিবার সময় পথিমধ্যে ভৃত্যগণকে কহিলেন, তোমরা সত্বরে অগ্নি, যাজক, সুবর্ণ, রজত, ধেনু, বস্ত্র, অশ্ব, গজ, রথ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র এবং তীর্থযাত্রার উপযোগী পরিচ্ছদ ও বহুবিধ দ্রব্যজাত আনয়ন পূর্ব্বক সারস্বত তীর্থাভিমুখে যাত্রা কর। মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব ভৃত্যগণকে এইরূপ অনুমতি করিয়া ঋত্বিক্, অন্যান্য ব্রাহ্মণ, সুহৃৎ, রথ, গজ, অশ্ব, কিঙ্কর এবং গো, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রসংযোজিত বহুবিধ যানে পরিবেষ্টিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সারস্বত তীর্থ সমস্ত পর্য্যটন করিতে লাগি-লেন। পরিচারকগণ দেশে দেশে বৃদ্ধ, শিশু ও পরিশ্রান্ত অর্থিগণকে প্রদান করিবার মানসে নানাবিধ দানোপযোগী দ্রব্যের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল। যে স্থানে যে ব্রাহ্মণ যে ভোজ্য দ্রব্য প্রার্থনা করি-লেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাহাই প্রদান করা হইল। ভৃত্যগণ মহাবল-শালী বলদেবের অনুমতিক্রমে স্থানে স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক রাশি রাশি ভক্ষ্য ও পানীয় আহরণ করিতে লাগিল। সুখাভিলাষী ব্রাহ্মণদিগকে মহার্হ বস্ত্র, পর্য্যঙ্ক ও আস্তরণ প্রদান করা হইল। গমনাকাঙ্ক্ষীর নিমিত্ত যান, তৃষ্ণার্ত্তের নিমিত্ত পানীয়, বুভুক্ষিতের নিমিত্ত সুস্বাদু অন্ন এবং

রাশি রাশি বস্ত্র ও আভরণ সকল প্রস্তুত রহিল। ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় মধ্যে যিনি যাহা প্রার্থনা করিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রাপ্ত হই-লেন। কেহই কুত্রাপি গমন কিম্বা অবস্থান করিতে কষ্ট পাইলেন না। এইরূপে সেই তীর্থ গমনের পথ সকলেরই পক্ষে স্বর্গের ন্যায় সুখজনক হইয়া উঠিল। উহা বিপণী, আপণ, পণ্য দ্রব্য এবং বহুবিধ লতা, বৃক্ষ ও বিবিধ রত্নে বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল। সংযমী মহামতি বলদেব মহানন্দে সেই সমস্ত পুণ্য তীর্থে ব্রাহ্মণদিগকে যজ্ঞ-দক্ষিণা, হিরণ্ময় শৃঙ্গপরিশোভিত মহার্হ বস্ত্র সমাবৃত সহস্র সহস্র দুগ্ধবতী গাভী, নানাদেশসমুদ্ভূত অশ্ব, মণিপ্রবলাদি রত্ন, বিশুদ্ধ স্বর্ণ, রৌপ্য, যান, দাস এবং লৌহ ও তাম্রময় ভাণ্ড সমুদয় প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহীপাল! এইরূপে অপ্রতিমপ্রভাব রোহিণীতনয় বলদেব সারস্বত তীর্থ সমুদয়ে বিপুল ধন দান পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি সারস্বত তীর্থ সমূহের গুণ, উৎপত্তি, কর্ম্ম ও ফল সমস্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ! আপনি বিবিধ তীর্থ এবং সেই সকলের উৎপত্তি ও গুণ শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে তারাপতি শশধর যক্ষ্মরোগাক্রান্ত ও সাতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া যে তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক শাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পুনরায় স্বীয় তেজ অধিকার করত সমুদয় বিশ্ব উদ্ভাসিত করিতেছেন, যদুপ্রবীর বলদেব সুহৃৎ ও ঋত্বিক্‌গণ সমভিব্যাহারে সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পবিত্র প্রভাস তীর্থে প্রস্থান করিলেন। ঐ তীর্থ ভগ-বান্ চন্দ্রকে প্রভাসিত করিয়াছিল বলিয়াই উহার নাম প্রভাস তীর্থ হইয়াছে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্। ভগবান্ শশধর কি রূপে যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং কি রূপেই বা প্রভাস তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক শাপ হইতে বিমুক্ত হইলেন? আপনি সেই সমুদয় সবিস্তরে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ! পূর্ব্বে প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় সপ্তবিংশতি কন্যা ভগবান্ চন্দ্রকে প্রদান করেন। ঐ কন্যা সমুদয় নক্ষত্র; তাঁহাদের দ্বারা লোকে কাল নিরূপণ করিয়া থাকে। ঐ সমুদয় অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না বিশালনয়না কন্যার মধ্যে রোহিণী

সর্ব্বাপেক্ষা সুরূপা ছিলেন। ভগবান্ শশাঙ্ক তাঁহারই প্রতি প্রীতি প্রদর্শন ও তাঁহারই সহিত সর্ব্বদা সুখসম্ভোগ করিতেন। অন্যান্য দক্ষ-কন্যাগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া সত্বরে দক্ষসমীপে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে পিতঃ! আমাদিগের প্রতি শশাঙ্কের আর কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। তিনি সর্ব্বদা রোহিণীর সহিত সুখসম্ভোগ করিয়া কাল যাপন করেন। অতএব আমরা আপনার সন্নিধানে অবস্থিতি করত মিতাহারী হইয়া তপোনুষ্ঠান করিব। প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের এই বাক্য শ্রবণ করত শশাঙ্কসন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন, হে বৎস! তুমি ভার্য্যাগণের প্রতি তুল্যরূপ প্রীতি প্রদর্শন কর, নচেৎ তোমার নিতান্ত অধর্ম্ম হইবে। তৎপরে তিনি কন্যাগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহি-লেন, এক্ষণে তোমরা চন্দ্রের সমীপে গমন কর; তিনি আমার অনুমতি ও উপদেশ অনুসারে তোমাদিগের প্রতি তুল্যরূপ অনুরাগ প্রদর্শন করিবেন।

অনন্তর দক্ষকন্যাগণ পিতার আদেশানুসারে পুনর্ব্বার চন্দ্রের ভবনে গমন করিলেন; কিন্তু শশধর তাঁহাদিগের প্রতি কিছুমাত্র অনুরাগ প্রদর্শন না করিয়া হৃষ্টচিত্তে রোহিণীরই সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তখন দক্ষকন্যাগণ পুনর্ব্বার পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্বো-ধন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! শশাঙ্ক আপনার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমাদিগের প্রতি তাঁহার আর কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। অতএব আমরা এক্ষণে আপনার শুশ্রূষায় নিরত হইয়া আপনার নিকটেই কালাতিপাত করিব। প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় চন্দ্রসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বৎস! তুমি ভার্য্যাগণের প্রতি সমভাবে প্রীতি সন্দর্শন কর; নতুবা নিশ্চয়ই আমি তোমাকে শাপ প্রদান করিব। হে নরনাথ! ভগবান্ চন্দ্র প্রজাপতি দক্ষের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়াও তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক রোহিণীর সহিত কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

তখন দক্ষকন্যাগণ সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় প্রজাপতি দক্ষের সন্নিধানে গমন করত তাঁহার চরণ বন্দন পূর্ব্বক কহিলেন, পিতঃ! আমা-দিগের সহবাসে কিছুতেই চন্দ্রের বাসনা নাই। আমাদিগের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র স্নেহ নাই। আপনি বারংবার তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু তিনি আপনার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক রোহিণীর সহিত কালযাপন করিতেছেন। অতএব আপনি আমাদিগকে

রক্ষা করুন এবং যাহাতে শশধর আমাদিগের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করেন, তাহারও সদুপায় করিয়া দিন।

সেই সময় প্রজাপতি দক্ষ কন্যাগণের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নিতান্ত কুপিত হইয়া চন্দ্রের নিমিত্ত যক্ষ্মার সৃষ্টি করিলেন। যক্ষ্মা দক্ষ কর্তৃক সমুৎপন্ন হইয়া শশাঙ্কের শরীরে প্রবেশ করিল। ভগবান্ চন্দ্র সেই যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। তিনি উহা হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত যত্ন পূর্ব্বক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু কোনরূপেই ঐ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিলেন না। হে মহীপ! এইরূপে ভগবান্ চন্দ্র দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিলে, ওষধি সমুদয় নিস্তেজ, আস্বাদ বিহীন ও উচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তন্নিবন্ধন লোক সমুদয় সাতিশয় কৃশ ও সংশয়াপন্ন হইতে লাগিল।

ঐ সময় দেবগণ চন্দ্রসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে শশাঙ্ক! তুমি কি জন্য দিন দিন এরূপ ক্ষীণ ও শোভাবিহীন হইয়াছ, তাহা আমাদিগের নিকট প্রকাশ কর। আমরা অবশ্যই উহার প্রতিকার করিব। তখন ভগবান্ চন্দ্র যে নিমিত্ত শাপগ্রস্ত ও যক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাহা আদ্যোপান্ত দেবগণের নিকট বর্ণন করিলেন। দেবগণ চন্দ্রের মুখে তাহার ক্ষয়বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক প্রজাপতি দক্ষ সন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি প্রসন্ন হইয়া শশধরকে শাপ হইতে পরিত্রাণ করুন! শশাঙ্ক নিতান্ত ক্ষীণ হইয়াছেন; এক্ষণে উহার কলেবর অল্পমাত্রই অবশিষ্ট রহিয়াছে। উনি ক্ষীণ হওয়াতে ওষধি, লতা ও বহুবিধ বীজ বিনষ্ট হইতেছে। তন্নিবন্ধন আমাদিগের ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বিনষ্ট হইলে, এই জগৎ নিতান্ত বিফল হইবে। অতএব আপনি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া শশধরের প্রতি ক্রোধ সম্বরণ করুন।

প্রজাপতি দক্ষ দেবগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে দেবগণ! আমি যাহা কহিয়াছি, তাহা কোনক্রমেই মিথ্যা হইবার নহে। কিন্তু এক্ষণে আমি একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিতেছি, তদ্দ্বারা শশাঙ্ক শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন। শশধর সারস্বত তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক ভার্য্যাগণের প্রতি প্রতিনিয়ত তুল্যরূপ অনুরাগ প্রদর্শন করুন, তাহা হইলে উনি নিশ্চয় পরিবর্দ্ধিত হইবেন। হে সুরগণ! আমার বাক্যানুসারে মাসমধ্যে পঞ্চদশ দিন চন্দ্রের নিত্য নিত্য ক্ষয় ও পঞ্চদশ দিন নিত্য নিত্য বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

এক্ষণে উনি পশ্চিম সাগরে গমন পূর্ব্বক সরস্বতী ও সাগরসঙ্গমে দেবদেব মহাদেবকে আরাধনা করুন, তাহা হইলেই পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইবেন।

হে রাজন্! সেই সময় ভগবান্ শশাঙ্ক প্রজাপতি দক্ষের আদেশানুসারে অমাবস্যায় সরস্বতীতে গমন পূর্ব্বক প্রভাসাখ্য তীর্থে অবগাহন করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎপরে সমুদয় লোক উদ্ভাসিত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুরগণ প্রভাসতীর্থে গমন করত শশধরকে সমভিব্যাহারে লইয়া দক্ষসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষি দক্ষ তাঁহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বিদায় দিয়া প্রীতমনে চন্দ্রকে কহিলেন, বৎস! তুমি স্বীয় ভার্য্যাগণ ও ব্রাহ্মণদিগকে কোনক্রমে অনাদর করিও না; দেবগণের সহিত স্ব গৃহে গমন পূর্ব্বক আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর। তখন চন্দ্র প্রজাপতি দক্ষের নিকট বিদায় লইয়া আপনার আবাসে আগমন করিলেন। প্রজাগণও হৃষ্টান্তঃকরণে পূর্ব্বের ন্যায় কাল হরণ করিতে লাগিল। হে নরাধিপ! ভগবান্ চন্দ্র যেরূপে শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং প্রভাস তীর্থ যেরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণন করিলাম। ঐ তীর্থে ভগবান্ নিশানাথ প্রতি অমাবস্যায় স্নান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হন। উহা শশধরকে প্রভাসিত করিয়া থাকে বলিয়াই লোকমধ্যে প্রভাস নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব চমসোদ্ভেদ তীর্থে গমন করিলেন। সেই স্থানে তিনি প্রভূত দান, যথাবিধি স্নান ও এক যামিনী যাপন পূর্ব্বক তথা হইতে সত্বরে উদপান তীর্থে গমন করিলেন। হে মহীশ্বর! সরস্বতী ঐ স্থানে অন্তঃসলিলা হইলেও সিদ্ধগণ মহান্ শ্রেয়োলাভ এবং ওষধি ও ভূমির স্নিগ্ধতা সন্দর্শন করিয়া উহা প্রবাহিত হইতেছে, ইহা অনায়াসে অবগত হইয়া থাকেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৭।

হে নরনাথ! হলায়ুধ বলদেব মহাযশস্বী মহর্ষি ত্রিতের উদপান তীর্থে গমন পূর্ব্বক তথায় স্নান, বিবিধ ধন দান ও দ্বিজগণের অর্চ্চনা করিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি ত্রিত ঐ তীর্থে অবস্থিতি করিতেন। তিনি কূপে অবস্থান করত সোমরস পান করিয়াছিলেন।

তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে কূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাদের আলয়ে গমন করিলে, মহাতপা ত্রিত তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! উদপান তীর্থ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল? মহর্ষি ত্রিত কি নিমিত্ত কূপমধ্যে নিপতিত হইয়াছিলেন? তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় কি নিমিত্ত তাঁহাকে কূপমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় আবাসে গমন করিয়াছিলেন? আর কি প্রকারেই বা মহাতপা ত্রিত যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক সোমরস পান করিয়াছিলেন? যদি এই সমুদয় কথা শ্রবণ করিবার যোগ্য হয়, তবে বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্ব যুগে সূর্য্যসমতেজা মহর্ষি একত, দ্বিত ও ত্রিত নামে তিন সহোদর ছিলেন। তাঁহাদের তিন জনকেই প্রজাপতির ন্যায় জ্ঞান হইত। তাঁহারা কেহই প্রজাবিহীন ছিলেন না। তাঁহারা বেদাধ্যয়ন ও তপঃপ্রভাবে ব্রহ্মলোক জয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পিতা ধর্ম্মপরায়ণ ভগবান্ গৌতম পুত্রগণের তপস্যা, নিয়ম ও দমগুণে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বহুকাল সুপুত্রগণের সৎকার্য্যজনিত আনন্দ অনুভব করিয়া দেবলোকে গমন করেন।

মুনিবর গৌতম কলেবর পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার যজমানগণ তাঁহার পুত্রগণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। গৌতমের তিন পুত্রের মধ্যে মহামতি ত্রিত কর্ম্ম ও অধ্যয়নের গুণে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। মহাভাগ মহর্ষিগণ ত্রিতের গুণসমূহ সন্দর্শন করিয়া মহাত্মা গৌতমের ন্যায় তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদা একত ও দ্বিত উভয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান ও ধনলাভের নিমিত্ত চিন্তিত হইয়া পরামর্শ করিলেন, আমরা ত্রিতকে সমভিব্যাহারে লইয়া যজমানগণের নিকট বহুবিধ পশু প্রতিগ্রহ করিয়া মহাফল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত পরমানন্দে সোমরস পান করিব। তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ত্রিতের সহিত যজমানসন্নিধানে গমন করিলেন এবং বিধানানুসারে যজমানগণের যজ্ঞ সমাধান পূর্ব্বক বিবিধ পশু প্রতিগ্রহ করিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিতে লাগিলেন। ত্রিত পরম পরিতুষ্ট হইয়া সকলের অগ্রসর হইলেন এবং একত ও দ্বিত পশুগণকে পরিচালিত করত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে শর্ব্বরী সমাগত হইল। তখন একত ও দ্বিত সেই অসংখ্য পশু দর্শন করত লোভপরবশ হইয়া কি প্রকারে এই সমুদয় গাভী আমরা উভয়ে লাভ করিব, ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সেই পাপপরায়ণ ভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর যুক্তি

স্থির করিয়া কহিলেন, দেখ, ত্রিত যজ্ঞনিপুণ ও বেদবিশারদ। সে আমাদিগের অপেক্ষা বহুসংখ্যক গাভী প্রাপ্ত হইতে পারিবে; অতএব চল, আমরা গাভী সঞ্চালন পূর্ব্বক প্রস্থান করি। ত্রিত যথা ইচ্ছা, গমন করুক!

হে রাজন্। এইরূপে তাঁহারা তিন জন গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে একটা বৃক তাঁহাদিগের সন্নিধানে উপস্থিত হইল। গৌতমপুত্রগণ যে পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, উহার অনতিদূরে সরস্বতীর তীরে একটা বৃহৎ কূপ ছিল। মহামতি ত্রিত পথিমধ্যে বৃক সন্দর্শন করত নিতান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতে করিতে সেই সর্ব্বভূতের ভয়াবহ ঘোরতর কূপে নিপতিত হইলেন। তিনি সেই কূপমধ্যে নিপতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। ঐ শব্দ তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা ত্রিতকে কূপমধ্যে নিপতিত জানিয়াও বৃকভয় ও পশুলোভ জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে মহাতপা ত্রিত ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আপনাকে নিরয়ে নিপাতিত দুষ্কৃতির ন্যায় ঐ তৃণলতাপরিবৃত ধূলিসমাকীর্ণ নির্জ্জল কূপে নিপতিত অবলোকন করত চিন্তা করিতে লাগিলেন; আমি এই কূপে অবস্থিতি করিয়া কি প্রকারে সোমরস পান করিব। মহাতপা ত্রিত এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, এক লতা সেই কূপমধ্যে লম্বমান রহিয়াছে। তখন তিনি ক্ষণকাল ধ্যানপরায়ণ হইয়া সেই ধূলিসমাকীর্ণ কূপ খনন পূর্ব্বক সলিল উত্তোলন ও বহিস্থাপন করিলেন এবং আপনাকে হোতা, সেই লম্বমান লতাকে সোমলতা, প্রস্তরখণ্ডকে শর্করা এবং সলিলকে আজ্য কল্পনা করিয়া ঋক্, যজু ও সামবেদ চিন্তা করত যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎপরে তিনি দেবগণের নিমিত্ত সোমরসের ভাগ কল্পনা করিয়া ঘোরতর শব্দে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মুনিবর ত্রিতের সেই শব্দ সুরলোকে প্রবিষ্ট হইল এবং তাহাতে সুরগণের মনেও ভয় সঞ্চার হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহারা উহার কিছুমাত্র কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তখন সুরগুরু বৃহস্পতি সেই তুমুল শব্দ শ্রবণ করিয়া সমুদয় সুরগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ! মহাতপা ত্রিত যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ক্রুদ্ধ হইলে অন্যান্য দেবগণের সৃষ্টি করিতে পারেন। অতএব আমাদের সকলেরই সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য; সুরগণ বৃহস্পতির এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সকলে মিলিত হইয়া তেজঃপুঞ্জকলেবর

মহর্ষি ত্রিতের যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই কূপমধ্যে যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আমরা যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। তখন মহাতপা ত্রিত সুরগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! এই দেখুন, আমি অতি ভয়ঙ্কর কূপমধ্যে নিপতিত হইয়াছি; এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে বিধানানুসারে মন্ত্রপূত যজ্ঞভাগ প্রদান করিলেন। দেবগণও পরম পরিতুষ্ট হইয়া স্ব স্ব যজ্ঞভাগ গ্রহণ করত ত্রিতকে অভিপ্রেত বর প্রদানে সমুদ্যত হইলেন। সেই সময় মহর্ষি ত্রিত দেবগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবগণ! এই কূপ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন। আর যে ব্যক্তি এই কূপোদক স্পর্শ করিবেন, তিনি যেন আপনাদিগের বরে সোমরসপায়ীর সদ্গতি লাভ করিতে পারেন। দেবগণ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। দেবগণ বর প্রদান করিবামাত্র কূপমধ্যে তরঙ্গমালাসঙ্কুল সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হইল। মহাতপা ত্রিত ঐ নদীপ্রভাবে ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া দেবগণকে অভিবাদন করিলে, দেবগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মহাতপস্বী ত্রিতও পরম পরিতুষ্ট হইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় আবাসে সমাগত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকন পূর্ব্বক ক্রুদ্ধচিত্তে কহিলেন, তোমরা পশুলোভে আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলে; অতএব আমি তোমাদিগকে শাপ প্রদান করিতেছি যে, তোমরা দংষ্ট্রায়ুধ ভীষণ বৃকরূপ ধারণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ কর। তোমাদিগের সন্তান সন্ততিও গোলাঙ্গুল, ভল্লুক ও বানর হইবে। মহাতপা ত্রিত এই বলিবামাত্র তাঁহার সত্যবাদিতাপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ সেই তাপসদ্বয় বৃকরূপ ধারণ করিলেন।

হে রাজন্! অমিতপরাক্রম বলদেব সেই পুণ্য তীর্থে কূপ সন্দর্শন পূর্ব্বক উহার উদক স্পর্শ ও বারম্বার প্রশংসা করত ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধন দান করিতে লাগিলেন।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়। ৩৮।

হে রাজন্! অনন্তর হলায়ুধ বলদেব বিনশন তীর্থে গমন করিলেন। তথায় সরস্বতী শূদ্র ও আভীরগণের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ অন্তর্হিত

হইয়াছেন। এই নিমিত্তই মহর্ষিগণ ঐ তীর্থকে বিনশন বলিয়া থাকেন। মহাবল বলদেব ঐ তীর্থে স্নান করিয়া সুভূমিক তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা অবস্থান ও প্রসন্নবদন অপ্সরোগণ নিরন্তর বিহার করেন এবং গন্ধর্ব্ব ও সুরগণ প্রতিমাসে সেই স্থানে গমন করিয়া থাকেন। দেব ও পিতৃগণ সেই স্থানে সমবেত ও পবিত্র দিব্য কুসুম-সমূহে সমাকীর্ণ হইয়া আমোদ প্রমোদ করেন। সেই তীর্থ অপ্সরাগণের আক্রীড় ভূমি বলিয়া সুভূমিক নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মহামতি বলদেব ঐ তীর্থে স্নান, ব্রাহ্মণদিগকে প্রভূত ধন দান, নানাবিধ গীতবাদ্য শ্রবণ এবং দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের ছায়া সন্দর্শন করিয়া গন্ধর্ব্ব তীর্থে গমন করিলেন। তথায় বিশ্বাবসুপ্রভৃতি মহাতপা গন্ধর্ব্বগণ মনোরম নৃত্যগীত করিয়া থাকেন। মহামতি রোহিণীতনয় সেই স্থানে ব্রাহ্মণ-দিগকে ভোজন করাইয়া বহুল ধন, ছাগ, মেষ, গো, খর, উষ্ট্র, কাঞ্চন ও রৌপ্য প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিলেন। গমনকালে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বলদেব গর্গস্রোত তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে আয়তত্ত্বজ্ঞ বৃদ্ধ গর্গ জ্ঞান ও কালের গতি, জ্যোতিঃপদার্থ সকলের ব্যতিক্রম এবং শুভ ও দারুণ নিমিত্ত সমুদয় পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার নামানুসারেই ঐ তীর্থের নাম গর্গস্রোত হইয়াছে। ব্রত-পরায়ণ মহর্ষিগণ কালজ্ঞানের নিমিত্ত ঐ তীর্থে সর্ব্বদা মহাতপা গর্গের আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্বেতচন্দনচর্চ্চিতকলেবর বলদেব তথায় মহর্ষিগণকে প্রভূত ধন দান ও বিপ্রগণকে বহুবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক শঙ্খ তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থে মহাত্মা রোহিণীনন্দন সর-স্বতীতীরে মহর্ষিগণনিষেবিত মহাশঙ্খ নামে এক বৃক্ষ নিরীক্ষণ করি-লেন। সেই বৃক্ষ শ্বেত পর্ব্বতসন্নিভ ও সুমেরুর ন্যায় সমুন্নত; বিদ্যা-ধর, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ অন্য প্রকার আহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রত ও নিয়মানুষ্ঠান করত নির্দ্দিষ্টকালে ঐ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ ও ঐ স্থলে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। মনুষ্যগণ তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। মহামতি রোহিণীনন্দন ঐ শঙ্খ তীর্থে গাভী, বিবিধ বিচিত্র বসন এবং তাম্র ও লৌহময় ভাণ্ডসমূহ প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পূজা ও তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করত পবিত্র দ্বৈতবনে গমন করিলেন। তথায় তিনি বিবিধ বেশধারী মহর্ষিগণকে সন্দর্শন করিয়া উহার সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে পূজা ও নানাবিধ

ভোগ্য দ্রব্য প্রদান করত সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে গমন করিতে লাগিলেন এবং কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া নাগবর্ত্ম নামক তীর্থে উপনীত হইলেন। তথায় ভুজঙ্গাধিপতি বাসুকির বাসস্থান আছে। উহা বহুসংখ্যক সর্পে সমাকীর্ণ; কিন্তু উহাতে কিছুমাত্র সর্পভয় নাই। সেই তীর্থে চতুর্দ্দশ সহস্র মহর্ষি সর্ব্বদা অবস্থিতি করিয়া থাকেন। অমরগণ তথায় আগমন পূর্ব্বক ভুজঙ্গাধিপতি বাসুকিরে যথাবিধি অভিষেক করিয়াছিলেন। মহামতি রোহিণীনন্দন সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বহুবিধ রত্ন দান করিয়া পূর্ব্ব দিকে গমন করিলেন। সেই স্থানে শত সহস্র সংখ্যক সুবিখ্যাত তীর্থ আছে। মহাত্মা বলদেব সেই সমুদয় তীর্থে স্নান, মহর্ষিগণের অনুমতিক্রমে উপবাস, সংযম ও প্রচুর ধন দান করিলেন এবং তীর্থবাসী মহর্ষিগণকে অভিবাদন করিয়া তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। হে নরনাথ! মহানদী সরস্বতী নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণকে সন্দর্শন করিবার মানসে ঐ স্থান হইতে মারুতাহত বৃষ্টির ন্যায় পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইয়াছেন। মহামতি বলদেব সরস্বতীকে তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! মহানদী সরস্বতী কি নিমিত্ত তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছেন এবং কি নিমিত্তই বা রোহিণীনন্দন ঐ স্থানে বিস্ময়াপন্ন হইলেন, তৎসমুদয় বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! পূর্ব্বে সত্যযুগে নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইলে, তত্রত্য অসংখ্য মহর্ষি ঐ যজ্ঞে আগমন করিলেন এবং দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞস্থলে অবস্থিতি করিয়া যজ্ঞ সমাপনান্তে তীর্থ সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত সরস্বতীর দক্ষিণ কূলে সমুপস্থিত হইলেন। মহর্ষিগণের সংখ্যাবাহুল্যবশতঃ সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরস্থিত তীর্থ সমুদয় নগরের ন্যায় হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ তীর্থবাসমানসে স্যমন্ত পঞ্চকের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আশ্রয় করিলেন। তাঁহাদিগের আহুতি দান ও বেদাধ্যয়ন শব্দে দিক্ সমুদয় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। হুত হুতাশন সর্ব্বস্থানে দেদীপ্যমান হওয়াতে সরস্বতী অতি আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিলেন। বালিখিল্য, অশ্বকুট্ট, দন্তোলূখল, প্রসংখ্যান এবং সমীরণ, ভক্ষণ, জলাহার, পর্ণভোজন ও স্থণ্ডিলে শয়ন প্রভৃতি বহুবিধ নিয়মধারী অন্যান্য তাপসগণ, সুরগণ যেরূপ মন্দাকিনীর শোভা সম্পাদন করেন, সেইরূপ সরস্বতীর শোভা সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর যজ্ঞনিরত ব্রতধারী অন্যান্য মহর্ষিগণ সেই স্থানে আগমন করিলেন; কিন্তু কিছুমাত্র স্থান পাইলেন না। তখন তাঁহারা তীর্থের শেষ সীমা পর্য্যন্ত যজ্ঞোপবীতপ্রমাণ ভূমি লইয়া তীর্থ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক হোমাদি বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করত চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি প্রকারে এই অল্পপ্রমাণ স্থানে আমাদের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে। হে মহারাজ! সেই সময় সরস্বতী মহর্ষিগণকে চিন্তান্বিত দেখিয়া তাঁহাদিগের কার্য্যসাধনার্থ তথায় গমন ও দর্শন প্রদান করিলেন। হে রাজন্! মহানদী সরস্বতী এইরূপে মহর্ষিগণের আগমন চরিতার্থ করিয়া পুনর্ব্বার পশ্চিমাভিমুখে নির্গত হইলেন। সরস্বতীর আগমনে ঐ স্থানে অসংখ্য জলস্থান হইল। তৎকালে মহানদী সরস্বতী নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের হিতসাধনার্থ ঐরূপ আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করাতে ঐ জলস্থান সমুদয় নৈমিষীয় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

হে রাজন্! সেই স্থানে রোহিণীনন্দন বলদেব বহুবিধ জলস্থান এবং সরস্বতীর পূর্ব্বাভিমুখে গমন অবলোকন করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং সেই তীর্থে বিধানানুসারে অবগাহন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভক্ষ্য, ভোজ্য ও সুবর্ণাদি বিবিধ ধন প্রদান পূর্ব্বক তথা হইতে সপ্ত সারস্বত তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। সেই তীর্থ বদর, ইঙ্গুদ, কাশ্মর্য্য, অশ্বত্থ, বট, বিভীতক, কঙ্কোল, পলাশ, করীর, পীলু, করূষক, বিল্ব, আম্রাতক ও কষণ্ড প্রভৃতি বিবিধ বৃক্ষে এবং কদলী, পারিজাত ও মাধবী লতাবনে পরিশোভিত আছে। জলপায়ী, সমীরণভক্ষক, ফলাহারী, পর্ণাশী, দন্তোলূখল ও অশ্মকুট্ট প্রভৃতি বহুতর মুনিগণ সর্ব্বদা তথায় অবস্থান করিতেছেন। ঐ স্থানে নিয়ত বেদপাঠ হইয়া থাকে। হিংসাধর্ম্ম পরিবর্জ্জিত অসংখ্য লোক ঐ স্থানে বাস করেন। মঙ্কণক নামে একজন সিদ্ধ পুরুষ ঐ অসংখ্য মৃগসমাকীর্ণ তীর্থে তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

—•○•—

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৩৯।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! সপ্ত সারস্বত তীর্থ কি প্রকারে উৎপন্ন হইল? মঙ্কণক মুনি কে? কি প্রকারে তিনি সিদ্ধ হইয়াছিলেন? তাঁহার কি প্রকার নিয়ম ছিল এবং তিনি কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ ও কি কি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন? তৎসমুদয় আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! সরস্বতীর সপ্ত শাখায় এই বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তেজস্বিগণ সরস্বতীকে যে যে স্থানে আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি সেই সেই স্থানেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত তাঁহার সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুবেণু ও বিমলোদকা নামে সপ্ত শাখা বিখ্যাত হইয়াছে। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা পুষ্কর তীর্থে মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলে, দ্বিজগণ সেই বিস্তৃত যজ্ঞস্থলে পবিত্র বেদপাঠে নিযুক্ত ও অমরগণ বিবিধ কার্য্যে ব্যগ্র হইলেন। সেই যজ্ঞে ধর্ম্মার্থকুশল ব্যক্তিগণ চিন্তা করিবামাত্র ব্রাহ্মণগণের সন্নিধানে নানাবিধ দ্রব্যজাত উপস্থিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ গান ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সুমধুর বাদ্য সমূহ বাদিত হইতে লাগিল। মনুষ্যগণের কথা কি বলিব, দেবগণও সেই সর্ব্বকামসম্পন্ন যজ্ঞ সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে মহারাজ! এইরূপে লোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই মহাযজ্ঞে দীক্ষিত ও পরম পরিতুষ্ট হইলে, মহর্ষিগণ কহিলেন যে, সরিদ্বরা সরস্বতী এই যজ্ঞে আবির্ভূত হন নাই; অতএব ইহা মহাগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। তখন পিতামহ ব্রহ্মা মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রীতমনে সরস্বতীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সরিদ্বরা সরস্বতী যজ্ঞদীক্ষিত ভগবান্ পিতামহ কর্ত্তৃক পুষ্কর তীর্থে সমাহূত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। মহর্ষিগণ তথায় সরস্বতীকে সন্দর্শন করিয়া হৃষ্টচিত্তে পিতামহ ব্রহ্মাকে ধন্যবাদ প্রদান ও তাঁহার মহাযজ্ঞের ভূয়সী প্রসংসা করিতে লাগিলেন। হে নরাধিপ! সরিদ্বরা সরস্বতী এইরূপে ভগবান্ পিতামহ কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া মহর্ষিগণকে সন্তুষ্ট করিবার বাসনায় পুষ্কর তীর্থে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সেই স্থানে তিনি সুপ্রভা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

নৈমিষারণ্যে বহুসংখ্য স্বাধ্যায়নিরত তপস্বীর বাসস্থান ছিল। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া বেদবিষয়ক বিবিধ বিচিত্র কথার আলোচনা করিতেন। সেই মহর্ষিগণ যজ্ঞকালে সরস্বতীকে স্মরণ করাতে, তিনি তাঁহাদিগের সাহায্য করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হন। সেই স্থানে সরস্বতী কাঞ্চনাক্ষী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। গয় নামে এক নরপতি গয় তীর্থে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সরস্বতীকে আহ্বান করাতে তিনি তথায় আগমন করিয়াছিলেন। গয়ের যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত মহর্ষিগণ তথায় সরস্বতীকে আগমন করিতে দেখিয়া বিশালা নামে প্রথিত করিয়াছেন। মুনিবর উদ্দালকি কোশলার উত্তরভাগে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান

করেন। সেই যজ্ঞে বহুসংখ্যক মহর্ষি আগমন করিয়াছিলেন। উদ্দালকি সরস্বতীকে স্মরণ করাতে তিনি তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিবার মানসে হিমালয়ের পার্শ্ব দেশ হইতে সেই স্থানে আগমন করেন। ঐ স্থানে তিনি বল্কলাজিনবাসী মুনিগণ কর্তৃক মনোরমা নামে প্রথিত হইয়াছেন। কুরুরাজ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সরিদ্বরা সরস্বতী ঐ যজ্ঞে মহাতপা বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া সেই পবিত্র স্থানে আগমন পূর্ব্বক ওঘবতী নাম ধারণ করেন। উনি যজ্ঞনিরত প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক গঙ্গাদ্বারে সমানীত হইয়া সুরেণু নামে এবং হিমালয়ে পিতামহ ব্রহ্মার কার্য্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত সমাগত হইয়া বিমলোদকা নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে রাজন্! যে স্থানে ঐ সাত নদী একত্র সমবেত হইয়াছে, তাহার নাম সপ্ত সারস্বত তীর্থ। আমি সেই সরস্বতীর সাত শাখার নাম ও পবিত্র সপ্ত সারস্বত তীর্থের বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম।

হে রাজন্! এক্ষণে কৌমার ব্রহ্মচারী মহর্ষি মঙ্কণকের বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। একদা ঐ মহর্ষি সরিদ্বরা সরস্বতীর সলিলে অবগাহন করিয়া সেই স্থানে এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণীকে দেখিতে পাইলেন। রমণী সেই সময় দিগম্বরী হইয়া সরস্বতীর নির্ম্মল সলিলে স্নান করিতেছিল। তাহাকে দর্শন করিবামাত্র সেই সরস্বতীর সলিলে মহর্ষির রেত স্খলিত হইয়া পড়িল। তখন তিনি এক কুম্ভমধ্যে সেই রেত অবস্থাপন করিলেন। মঙ্কণকের রেত কুম্ভমধ্যে অবস্থাপিত হইবামাত্র সপ্তধা বিভক্ত হইল। বায়ুবেগ, বায়ুবল, বায়ুহা, বায়ুমণ্ডল, বায়ুজ্বাল, বায়ুরেতা ও বায়ুচক্র নামে সাত জন মহর্ষি ঐ রেতঃপ্রভাবে সেই কুম্ভমধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সাত জন মহর্ষি হইতেই বায়ু সমুদয়ের উৎপত্তি হইয়াছে।

হে মহীপতে! আপনি এক্ষণে মহাতপা মঙ্কণকের অন্য একটি ত্রিলোকবিখ্যাত অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করুন। এইরূপ এক জনশ্রুতি আছে যে, একদা ঐ মহর্ষির হস্ত কুশাগ্র দ্বারা ক্ষত হইয়াছিল। ঐ ক্ষত হইতে শাকরসবিনির্গত হয়; মহর্ষি তদ্দর্শনে পরম আহ্লাদিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্যভাবে স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত বস্তু বিমোহিত ও নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিল। সেই সময় ব্রহ্মাদি দেবগণ মহর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া দেবাদিদেব মহাদেব সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! মহর্ষি মঙ্কণক যেরূপে আর নৃত্য না করেন, আপনি তাহার উপায় করিয়া দিন।

দেবাদিদেব রুদ্র দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের কার্য্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণবেশে মহর্ষি মঙ্কণকের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে একান্ত পুলকিত দেখিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মপরায়ণ তপোধন! এক্ষণে তুমি কি নিমিত্ত নৃত্য করিতেছ? তোমার এরূপ আনন্দের কারণ কি? মহর্ষি মঙ্কণক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই দেখুন, আমার হস্ত হইতে শাকরস বিনির্গত হইতেছে। এই জন্যই আমি মহানন্দে নৃত্য করিতেছি। তখন ভগবান্ রুদ্রদেব হাস্য করত সেই নিতান্ত আনন্দিত তপোধনকে কহিলেন, হে মহর্ষে! আমি এমন ঘটনায় কখনই বিস্ময়াপন্ন হই না; বরং তুমি ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ কর। ভগবান্ শূলপাণি এই বলিয়া নখাগ্র দ্বারা অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিবামাত্র উহা হইতে তুষারধবল ভস্ম নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহর্ষি মঙ্কণক সাতিশয় লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে দেবাদিদেব মহাদেব জ্ঞান করত তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন এবং বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! আমি ভগবান্ রুদ্রদেব অপেক্ষা অন্য কোন দেবতাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করি না। আপনিই এই সচরাচর জগতের একমাত্র গতি। পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, আপনিই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং প্রলয়কালে এই সমুদয় বস্তুই আপনাতে লীন হইবে। হে ভগবন্! আমার কথা কি বলিব, দেবগণও আপনাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হন না। জগতে যে সমুদয় পদার্থ আছে, সেই সমস্তই আপনাতে নিরীক্ষিত হয়। আপনি বরদাতা; ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনারই আরাধনা করিয়া থাকেন। আপনি দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবগণ আপনার অনুমতিক্রমে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান এবং আপনার অনুগ্রহেই নির্ভয়চিত্তে আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিতেছেন। মহাতপা মঙ্কণক দেবাদিদেব মহাদেবকে এইরূপ স্তব করিয়া পুনর্ব্বার কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমি ক্ষত হইতে শাকরস নিঃসৃত দেখিয়া যে গর্ব্ব ও চপলতা প্রকাশ করিয়াছিলাম, সেই অপরাধে আমার যেন তপঃক্ষয় না হয়।

হে রাজন্! ভগবান্ রুদ্রদেব মহর্ষি মঙ্কণকের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে বিপ্র! আমার প্রসাদে তোমার তপস্যা সহস্র গুণ পরিবর্দ্ধিত হইবে। এক্ষণে আমি তোমার সহিত নিয়ত এই আশ্রমে অবস্থান করিব। যে ব্যক্তি এই সপ্ত সারস্বত তীর্থে আমার পূজা করিবে, তাহার উভয় লোকে কোন বস্তুই দুর্লভ হইবে

না এবং সে সারস্বত লোক লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! পবনের ঔরসে সুকন্যার গর্ভে সমুৎপন্ন মহর্ষি মঙ্কণকের চরিত্র আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪০।

হে মহীপতে! মহামতি বলদেব সেই সপ্ত সারস্বত তীর্থে মহর্ষি মঙ্কণকের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক আশ্রমবাসিগণকে পূজা ও ব্রাহ্মণ-গণকে ধন দান করিয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন এবং প্রভাত-সময়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তপোধনদত্ত পূজা গ্রহণ ও উদক স্পর্শ করত তাঁহাদিগের অনুমতিক্রমে তীর্থ পর্য্যটনার্থ বহির্গত হইলেন। অনন্তর তিনি ঔশনস তীর্থে গমন করিলেন। ঐ তীর্থ কপালমোচন নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে দাশরথি রাম এক রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে, সেই ছিন্ন মস্তক মহাতপা মহোদরের জঙ্ঘায় সংলগ্ন হইয়াছিল। মহর্ষি মহোদর ঐ তীর্থে আগমন করিয়া সেই ছিন্ন মস্তক হইতে বিমুক্ত হইলেন। ঐ তীর্থে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ তীর্থে ঐ মহাত্মা দানবগণের সংগ্রাম বৃত্তান্ত চিন্তা করেন। ঐ স্থানে তাঁহার সমুদয় নীতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। অমিততেজা বলদেব ঐ ঔশনস তীর্থে আগমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে বিধানানুসারে ধন দান করিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ঐ তীর্থের নাম কি নিমিত্ত কপালমোচন হইল? মহর্ষি মহোদর কি প্রকারে ঐ তীর্থে জঙ্ঘালগ্ন ছিন্ন মস্তক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন? আর কি কারণেই বা ছিন্ন মস্তক তাঁহার জঙ্ঘায় সংলগ্ন হইয়াছিল?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপতে! পূর্ব্বে রঘুবংশাবতংস রাজা রামচন্দ্র রাক্ষসগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যে বাস করিতেন। তিনি একদা জনস্থানে খরধার ক্ষুরদ্বারা এক দুরাত্মা রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে, সেই মস্তক সহসা মহোদর নামক বনচারী ব্রাহ্মণের উরুদেশে নিপতিত হইয়া অস্থিভেদ পূর্ব্বক সংলগ্ন হইল। সেই ছিন্ন মস্তক উরুদেশে সংলগ্ন হওয়াতে মহর্ষি মহোদরের দেবালয় বা তীর্থ পর্য্যটনে আর তাদৃশ ক্ষমতা থাকিল না। তাঁহার উরুদেশ হইতে নিরন্তর পূয় নিঃসৃত হইতে লাগিল। তিনি তৎকালে

বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়াও পাদচারে পৃথিবীস্থিত যাবতীয় তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ঋষিগণের সন্নিধানে সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন। সেই মহর্ষি প্রায় সমুদয় তীর্থেই অবগাহন করিয়াছিলেন; কিন্তু কুত্রাপি মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। পরিশেষে তিনি ঋষিগণের মুখে শ্রবণ করিলেন যে, সরস্বতীতে ঔশনস নামে এক অত্যুৎকৃষ্ট তীর্থ আছে। সেই তীর্থে সমুদয় পাপের শান্তি এবং সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

হে রাজন্! মহাতপা মহোদর মুনিগণের এই রূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ঔশনস তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া অবগাহন করিবামাত্র সেই জঙ্ঘাসংলগ মস্তক স্খলিত হইয়া সলিলমধ্যে নিপতিত ও অদৃশ্য হইল। তখন মহর্ষি মহোদর নিষ্পাপ, কৃতার্থ ও পরম সুখী হইয়া মহানন্দে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। তথায় তিনি ঋষিগণের নিকট সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলে, তাঁহারা সকলে সেই ঔশনস তীর্থের কপালমোচন নাম প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাতপা মহোদর পুনরায় সেই কপালমোচন তীর্থে গমন করিয়া তাহার জলপান পূর্ব্বক সিদ্ধ হইয়াছিলেন।

হে নরনাথ! বৃষ্ণিবংশাবতংস বলদেব সেই তীর্থে ব্রাহ্মণদিগকে পূজা ও প্রভূত ধন দান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত রুষঙ্গু তপোধনের সুসমৃদ্ধ আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় আষ্টিষেণ অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান এবং মহাতপা বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ আশ্রম মুনি ব্রাহ্মণগণের আবাসভূমি। একদা তপোনুষ্ঠাননিরত বৃদ্ধ দ্বিজবর রুষঙ্গু দেহত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্বীয় পুত্রগণকে কহিলেন, হে পুত্রগণ! তোমরা প্রভূত সলিলসম্পন্ন তীর্থে আমাকে লইয়া চল। মহর্ষির পুত্রগণ বৃদ্ধ পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে তীর্থশত সমবেত ব্রাহ্মণসেবিত সরস্বতী তীরে উপনীত করিলে, মহর্ষি সেই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক তাহার গুণসমূহ চিন্তা করিয়া হৃষ্টচিত্তে পুত্রগণকে কহিলেন, হে পুত্রগণ! যে ব্যক্তি সরস্বতীর উত্তরভাগে অগাধ সলিলে জপকার্য্যে নিরত হইয়া স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তাঁহাকে পুনর্ব্বার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

হে রাজন্! ধর্ম্মপরায়ণ বলদেব ঐ তীর্থে অবগাহন ও আচমন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে বহুল ধন প্রদান পূর্ব্বক যে স্থানে ভগবান্ ব্রহ্মা লোকালোক পর্ব্বত নির্ম্মাণ, উগ্রতপা মহাযশা আষ্টিষেণ সিদ্ধি লাভ এবং সিন্ধুদ্বীপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন।

এক চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪১।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ভগবান্ আর্ষ্টিষেণ কি প্রকারে কঠোর তপোনুষ্ঠান এবং সিন্ধুদ্বীপ, দেবাপি ও বিশ্বামিত্র কি প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করুন। ঐ সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সত্যযুগে আর্ষ্টিষেণ নামে এক জন ব্রাহ্মণ গুরুকুলে অবস্থান করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। তিনি নিরন্তর অধ্যয়নে অনুরক্ত থাকিয়াও বিদ্যা ও বেদে পারদর্শী হইতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া সেই সরস্বতী তীর্থে তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তপোবলে অবিলম্বে বিদ্বান্, বেদজ্ঞ ও সিদ্ধ হইয়া সেই তীর্থে এই তিন বর প্রদান করিলেন যে, আজি অবধি যে ব্যক্তি এই তীর্থে অবগাহন করিবেন, তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবেন; অদ্যাবধি এই তীর্থে হিংস্র জন্তুর ভয় থাকিবে না; আজি হইতে এই স্থানে লোকে অল্প সময়মধ্যে সমধিক ফল লাভে অধিকারী হইবে। তেজঃপুঞ্জ কলেবর আর্ষ্টিষেণ এই বলিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। হে মহারাজ! ভগবান্ আর্ষ্টিষেণ এইরূপে সেই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

সেই তীর্থে প্রবলপ্রতাপ সিন্ধুদ্বীপ, রাজর্ষি দেবাপি ও বিশ্বামিত্র ইহাঁরা তপোবলে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বকালে গাধি নামে এক ক্ষত্রিয়কুলসম্ভূত লোকবিখ্যাত মহাযোগী নরপতি ছিলেন। প্রতাপবান্ বিশ্বামিত্র তাঁহারই ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করেন। মহারাজ গাধি কলেবর পরিত্যাগ করিবার মানসে স্বীয় পুত্রের প্রতি সাম্রাজ্যভার সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার প্রজাবর্গ তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিল, হে মহারাজ! আপনি পরলোকে গমন করিবেন না, ইহলোকে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। রাজর্ষি প্রজাগণের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে কহিলেন, আমার পুত্র সমস্ত পৃথিবী রক্ষা করিবে। মহামতি গাধি এই কথা বলিয়া বিশ্বামিত্রকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। বিশ্বামিত্র পিতার পরলোক গমনানন্তর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু বহু যত্নসহকারেও সুচারুরূপে পৃথিবীরক্ষায় সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি রাক্ষসের ভয়বৃত্তান্ত শ্রবণ করত চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে নগর হইতে বহির্গত

হইয়া বহুদূর অতিক্রম করত মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হইলেন। সেই স্থানে তাঁহার সৈন্যগণ বহুবিধ গৃহ নির্ম্মাণ করাতে সেই মহাবন ভগ্ন হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে ব্রহ্মার পুত্র ভগবান্ বশিষ্ঠ সাতিশয় রোষ-পরবশ হইয়া স্বীয় হোমধেনুকে অসংখ্য ঘোরদর্শন শবরের সৃষ্টি করিতে অনুমতি করিলেন। ধেনু বশিষ্ঠের আদেশানুসারে ভীষণাকার শবর সমুদায়ের সৃষ্টি করিলেন। শবরগণ বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণকে আক্রমণ করিলে, তাহারা দশ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে গাধিতনয় বিশ্বামিত্র তপস্যাই পরম ধন বিবেচনা করত তপোনুষ্ঠানে কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং সরস্বতীতীরে সমাহিত হইয়া উপবাস, জলপান, পর্ণাহার, বায়ু ভক্ষণ ও স্থণ্ডিলে শয়ন প্রভৃতি কঠোর নিয়ম সমূহ দ্বারা কলেবর ক্ষীণ করিতে লাগিলেন। অমরগণ তাঁহার সমাধিভঙ্গ করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার বুদ্ধি বিচলিত হইল না। গাধিতনয় পরম যত্নসহকারে কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। অনন্তর সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের তপোবলে তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে বর প্রদান করিতে সমুদ্যত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আমাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করুন। ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মা গাধিতনয় বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা শ্রবণ পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন। এইরূপে মহাতপা বিশ্বামিত্র অপ্রতিহত দৈবশক্তি প্রভাবে সরস্বতীর সেই তীর্থে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

হে রাজন্। মহামতি বলরাম সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণের পূজা করিয়া তাঁহাদিগকে অসংখ্য পয়স্বিনী ধেনু, যান, শয্যা, বস্ত্র, অলঙ্কার, ভক্ষ্য ও পানীয় প্রদান পূর্ব্বক মহর্ষি বকের আশ্রমে গমন করিলেন। মহামতি দলভনন্দন তথায় কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

—*—

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।৪২।

হে রাজন্! এইরূপে মহাবলশালী বলদেব বেদধ্বনিনিনাদিত মহাতপা বকের আশ্রমে উপনীত হইলেন! মহর্ষি বক সাতিশয় রোষ-

পরবশ হইয়া সেই স্থানে অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বীয় কলেবর ক্ষীণ করিয়া হুতাশনে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্য আহুতি প্রদান করেন। পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসী মহর্ষিগণের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে বিশ্বজিৎ যজ্ঞাবসানে মহর্ষিগণ পাঞ্চালাধিপতির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক হৃষ্টপুষ্ট বলবান্ একবিংশতি গোবৎস দক্ষিণা প্রার্থনা করিলেন। সেই সময় মহাতপা বক তাঁহাদিগের পশুর অভাব দেখিয়া কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! তোমরা আমার এই সমুদয় পশু গ্রহণ পূর্ব্বক বিভাগ করিয়া লও। আমি ইহাদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে পশু প্রার্থনা করিব। মহর্ষি বক এই বলিয়া ঋষিগণকে পশু প্রদান করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক পশু প্রার্থনা করিলেন। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র মুনিবর বকের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কতকগুলি গাভী যদৃচ্ছাক্রমে বিনষ্ট হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া মহর্ষিকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণাধম! তুমি অবিলম্বে এই সমুদয় পশু লইয়া গমন কর। ধর্ম্মপরায়ণ মহাতপা বক ধৃতরাষ্ট্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভামধ্যে আমার প্রতি অতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিল, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে বিচিত্রবীর্য্যপুত্রের সংহারার্থ সমুদ্যত হইলেন এবং সরস্বতী তীর্থে নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত ও সেই সমুদয় মৃতপশুর মাংস গ্রহণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যক্ষয়বাসনায় হোম করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বক এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যক্ষয় হইতে লাগিল। সেই সময় রাজা অম্বিকানন্দন আপনার রাজ্য পরশুছিন্ন নিবিড় কাননের ন্যায় ক্ষীণ হইতে অবলোকন করিয়া নিতান্ত চিন্তিত হইলেন। ঐ সময় তিনি ব্রাহ্মণগণের সহিত সেই দুর্নিমিত্ত শান্তি করিবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহার রাজ্য প্রতিনিয়ত ক্ষীণ হইতে লাগিল। তখন রাজা ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। পরিশেষে বিচিত্রবীর্য্যতনয় ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যরক্ষার উপায়ান্তর না পাইয়া সভাসদ্গণকে আহ্বান পূর্ব্বক এই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, হে কুরুরাজ! আপনি মহর্ষি বককে মৃত পশু প্রদান পূর্ব্বক প্রতারণা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই মহর্ষি সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া আপনার রাজ্যক্ষয়ার্থ সেই মৃত পশুর মাংস-

দ্বারা হোম করিতেছেন। তাঁহার তপোবলেই আপনার এইরূপ রাজ্য-ক্ষয় হইতেছে, অতএব আপনি ত্বরায় সরস্বতী তীর্থে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রসন্ন করুন।

তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র সভাসদগণের বাক্য শ্রবণ করত সরস্বতী তীর্থে সমুপস্থিত হইয়া মহর্ষি বকের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ভগবন্। আমি নিতান্ত দীন, লুব্ধ ও মোহান্ধ; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। এক্ষণে আপনিই আমার গতি। তখন মহর্ষি বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে শোকাকুলিত চিত্তে সেই প্রকার অনুতাপ ও বিলাপ করিতে দেখিয়া সাতিশয় দয়াপরবশ হইলেন এবং ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার রাজ্যের উৎপাত শান্তির নিমিত্ত পুনর্ব্বার হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি বিচিত্রবীর্য্যতনয়ের রাজ্যে বিঘ্ন নিবারণ করিয়া তাঁহার নিকট বিবিধ পশু গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় নৈমিষারণ্যে আগমন করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রও প্রসন্ন মনে স্বীয় নগরে আগমন করিলেন।

হে রাজন্! সেই তীর্থে উদার বুদ্ধিসম্পন্ন সুরাচার্য্য বৃহস্পতি অসুরগণের নিধন ও সুরগণের হিতসাধনার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া মাংস দ্বারা হোম করিয়াছিলেন। অসুরগণ সেই যজ্ঞের প্রভাবে সংগ্রামে দেবগণের নিকট পরাজিত ও নিহত হইয়াছে। মহাবল পরাক্রান্ত বলরাম ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণদিগকে যথাবিধি হস্তী, অশ্ব, অশ্বতরীযুক্ত রথ, মহামূল্য রত্ন ও প্রচুর ধান্য প্রদান করিয়া যায়াত তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানে সরিদ্বরা সরস্বতী নহুষতনয় রাজা যযাতির যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বাসনানুরূপ দ্রব্যজাত প্রদান করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে ঘৃত ও দুগ্ধের প্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। রাজা যযাতি ঐ স্থানে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রীতমনে ঊর্দ্ধে গমন ও সদগতি লাভ করেন। উদারস্বভাব মহারাজ যযাতি আর একবার ঐ স্থানে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা-সহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে সরিদ্বরা সরস্বতী ব্রাহ্মণগণকে অভিলাষানুরূপ দ্রব্যজাত প্রদান করেন। আহূত ব্যক্তিগণ যিনি যে স্থানে অবস্থান করিয়াছিলেন, তিনি সেই স্থানেই স্রোতস্বতী সরস্বতীর কৃপায় ষড় রসসম্পন্ন সুস্বাদু পান, ভোজন ও বহুবিধ ধন লাভ করিয়া ঐ সমস্ত রাজারই দান বিবেচনা করত হৃষ্টচিত্তে তাঁহারে স্তব ও আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগণ রাজা যযাতির সেই যজ্ঞব্যাপার

সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন। হে রাজন্! অনন্তর দানশীল বলদেব তথা হইতে মহাবেগগামী বশিষ্ঠাপবাহ তীর্থে গমন করিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৩।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কি নিমিত্ত বশিষ্ঠাপবাহের প্রবাহ অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল? কি নিমিত্ত সরিদ্বরা সরস্বতী মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রবাহিত করিয়াছিলেন? আর কি জন্যই বা বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের বৈরভাব উপস্থিত হইয়াছিল? সেই সমস্ত বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাতপা বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র এই উভয়ের তপঃস্পর্দ্ধাপ্রযুক্তই সাতিশয় বৈরভাব সংঘটিত হইয়াছিল। স্থাণুতীর্থের পূর্ব্বস্থান মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল এবং ঐ তীর্থের পশ্চিমকূলে অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন মহাতপা বিশ্বামিত্র বাস করিতেন। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়া সরস্বতীকে পূজা করত ঐ তীর্থ সংস্থাপন করেন। এই নিমিত্ত উহা স্থাণু তীর্থ নামে অভিহিত হইয়াছে। ঐ তীর্থে দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ঐ তীর্থে মহাতপা বিশ্বামিত্র স্বীয় উগ্র তপোবলে বশিষ্ঠকে যেরূপে আপনার আশ্রমে আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

মহাতপা বশিষ্ঠদেব ও বিশ্বামিত্র উভয়ে অবিরত তপঃস্পর্দ্ধা করিতেন। একদা মহর্ষি বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদেবের তেজঃপ্রভাব সন্দর্শন করত সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি মহানদী সরস্বতীকে জপপরায়ণ দ্বিজসত্তম মহামুনি বশিষ্ঠকে আমার সন্নিধানে আনয়ন করিতে অনুমতি করি। সরস্বতী স্বীয় বেগবলে মহর্ষি বশিষ্ঠকে এই স্থানে আনয়ন করিলে, আমি উহাকে সংহার করিব। গাধিতনয় বিশ্বামিত্র এইরূপ স্থির করিয়া ক্রোধকষায়িত লোচনে সরস্বতীকে স্মরণ করিলেন। সরিদ্বরা সরস্বতী বিশ্বামিত্রকে ক্রোধনস্বভাব ও মহাতেজা বলিয়া পরিজ্ঞাত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার স্মরণে পতিপুত্রবিহীনা সামান্য রমণীর ন্যায় নিতান্ত দুঃখিত ও একান্ত ব্যাকুলিত হইয়া কম্পিত কলেবরে, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধন! এক্ষণে

আমি আপনার কি কার্য্য সম্পাদন করিব, অনুমতি করুন। তখন মহাতপা বিশ্বামিত্র রোষভরে তাঁহাকে কহিলেন, হে সরস্বতি! তুমি শীঘ্র বশিষ্ঠকে এই স্থানে আনয়ন কর। আজি আমি তাহাকে সংহার করিব। মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রের এই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ভীত ও ব্যথিত হইয়া মারুতাহত লতার ন্যায় বিকম্পিত হইতে লাগিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া কহিলেন, তুমি নির্ভয়চিত্তে অবিলম্বে বশিষ্ঠকে আমার সন্নিধানে আনয়ন কর। তখন মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রের পাপচিকীর্ষা ও বশিষ্ঠের নিরুপম প্রভাব চিন্তা করিয়া উভয়ের শাপভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া বশিষ্ঠের সমীপে আগমন পুর্ব্বক কম্পিত কলেবরে বিশ্বামিত্রের অনুমতি নিবেদন করিলেন। মহামুনি বশিষ্ঠদেব সরিদ্বরা সরস্বতীকে নিতান্ত কৃশ, বিবর্ণ ও চিন্তিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে সরস্বতি! তোমার আর চিন্তায় প্রয়োজন নাই, তুমি সত্বর আমারে বিশ্বামিত্রের সমীপে লইয়া চল। নতুবা গাধিতনয় বিশ্বামিত্র তোমাকে শাপ প্রদান করিবেন। তখন মহানদী সরস্বতী কৃপাপরবশ মহামুনি বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করত চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি করি, মহাতপা বশিষ্ঠ সর্ব্বদাই আমার প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব উহাঁর হিতসাধন করা আমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মহানদী সরস্বতী এইরূপ চিন্তা করত স্বীয় কূলে মহামুনি বিশ্বামিত্রকে জপকার্য্যে নিযুক্ত দেখিয়া এই প্রকৃত অবসর বিবেচনা করত স্বীয় বেগপ্রভাবে কূল বিপাটন পূর্ব্বক তাঁহার নিকট লইয়া চলিলেন।

মহামুনি বশিষ্ঠ সরস্বতীর বেগে প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, হে সরস্বতি! তুমি মানস সরোবর হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ। তোমার সলিলে চরাচর বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। তুমিই গগনমণ্ডলে অবস্থিতি করত মেঘমণ্ডলে জলপ্রদান করিয়া থাক; সেই জল পুনর্ব্বার তোমাতেই আগমন করে। তুমিই পুষ্টি, তুমিই দ্যুতি, তুমিই কীর্ত্তি, তুমিই সিদ্ধি, তুমিই বুদ্ধি, তুমিই উমা, তুমিই বাণী এবং তুমিই স্বাহা। এই বিশ্ব তোমারই আয়ত্ত। তুমি সূক্ষ্মা, মধ্যমা, বৈখরী ও পশ্যন্তী এই চারিরূপে বিভক্ত হইয়া সর্ব্বভূতে বিদ্যমান রহিয়াছ।

হে মহীশ্বর! সরিদ্বরা সরস্বতী মহাতাপা বশিষ্ঠদেবকর্ত্তৃক এইরূপ স্তূয়মান হইয়া মহাবেগে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের সন্নিধানে উপনীত করত

গাধিতনয়কে পুনঃপুন বশিষ্ঠের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। মহাতপা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে সমানীত অবলোকন করিয়া রোষভরে তাঁহার সংহারবাসনায় অস্ত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহানদী সরস্বতী বিশ্বামিত্রকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া ব্রহ্মহত্যাভয়ে ভীত হইয়া চিন্তা করিলেন, এক্ষণে বিশ্বামিত্রের বাক্য রক্ষা করা হইয়াছে; অতএব এক্ষণে বশিষ্ঠকে লইয়া গমন করি। সরিদ্বরা সরস্বতী মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার বশিষ্ঠকে পূর্ব্বকূলে সমানীত করিলেন। গাধিতনয় বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে অপবাহিত ও আপনাকে প্রবঞ্চিত দেখিয়া রোষভরে সরস্বতীকে কহিলেন, হে সরস্বতি! তুমি আমাকে প্রবঞ্চনা করিলে; অতএব আজি হইতে রাক্ষসগণের আনন্দজনক শোণিতপ্রবাহ বহন কর।

হে মহারাজ! মহর্ষি বিশ্বামিত্র সরস্বতীকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলে, তিনি শোণিতমিশ্রিত সলিল বহন করিতে লাগিলেন। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সরস্বতীকে তদবস্থাপন্ন নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। এক বৎসর পরে সরস্বতী পুনর্ব্বার আত্মরূপ ধারণ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! এইরূপে ঐ তীর্থে মহাতপা বশিষ্ঠ সরস্বতীর প্রবাহে প্রবাহিত হওয়াতে উহা অবনীমণ্ডলে বশিষ্ঠাপবাহ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

—*—

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৪।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সরিৎপ্রধানা সরস্বতী ক্রোধাক্রান্ত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শাপপ্রভাবে সেই পবিত্র তীর্থে শোণিতধারা প্রবাহিত করিলে, রাক্ষসগণ সেই স্থানে সমাগত হইয়া পরম সুখে সেই শোণিতপান করত পরিতৃপ্ত হইয়া কখন হাস্য ও কখন নৃত্য করিতে লাগিল। হে রাজন্! কিয়ৎকাল পরে কতিপয় মহর্ষি তীর্থপর্য্যটনক্রমে সরস্বতীতে আগমন করিলেন এবং সরস্বতীর অন্যান্য সমুদয় তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক পরিশেষে সেই শোণিতধারাপ্রবাহী তীর্থে উপনীত হইলেন। সেই স্থানে তাঁহারা সরস্বতীর সলিল শোণিতপরিপ্লুত ও বহুসংখ্যক রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক অবিরত পীয়মান অবলোকন করিয়া মহানদী সরস্বতীর পরিত্রাণবাসনায় তাঁহাকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, হে কল্যাণি! তোমার এই তীর্থ কি জন্য এইরূপ শোণিতময় হইয়াছে?

ইহা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমাদিগের নিতান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। মহানদী সরস্বতী মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কম্পিত কলেবরে তাঁহাদিগের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন মহামুনিগণ সরস্বতীকে একান্ত দুঃখিত দেখিয়া কহিলেন, হে ভদ্রে! আমরা তোমার অভিশাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে আমরা সকলেই তোমার শাপশান্তি করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইব।

হে রাজন্! তাপসগণ সরস্বতীকে এইরূপ কহিয়া তাঁহাকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিবার মানসে পরামর্শ করিলেন এবং অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিবিধ নিয়ম ও উপবাস দ্বারা অচিরকালমধ্যে জগৎপতি পশুপতিকে প্রসন্ন করিয়া পবিত্র নদীর শাপশান্তি করিয়া দিলেন। ঐ সময় রাক্ষসগণ মহর্ষিগণের তপঃপ্রভাবে সরস্বতীকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ ও প্রসন্ন সলিলসম্পন্ন দেখিয়া সত্বরে তাঁহাদিগের শরণাগত এবং ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সমুদয় কৃপাপরতন্ত্র মহর্ষিগণকে বারম্বার কহিতে লাগিলেন, হে মহর্ষিগণ! আমরা শাশ্বত ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছি; কিন্তু আমরা স্বেচ্ছানুক্রমে পাপানুষ্ঠান করি না। আপনাদিগের অপ্রসন্নতানিবন্ধনই আমাদিগের শাপ বৃদ্ধি হওয়াতে আমরা ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছি। রমণীগণ যেরূপ স্বভাবসিদ্ধ কামপরবশ হইয়া যোনিদোষকৃত পাপে লিপ্ত হয়, সেইরূপ আমরাও নৈসর্গিক ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া বহুবিধ পাপে লিপ্ত হইয়া থাকি। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র মধ্যে যাহারা ব্রাহ্মণগণের প্রতি দ্বেষ এবং ঋত্বিক্, গুরু ও বৃদ্ধ লোকদিগকে অবজ্ঞা করে, তাহারাও রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ! আপনারা সমুদয় প্রাণীকেই উদ্ধার করিতে পারেন; অতএব আমাদিগকেও উদ্ধার করুন।

হে নরনাথ! মহর্ষিগণ রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া হর্ষাবিষ্টচিত্তে তাঁহাদিগের পরিত্রাণার্থ সরস্বতীকে স্তব করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন যে, এই স্থানে যে অন্ন কীটযুক্ত, উচ্ছিষ্ট, হিক্কা ও কেশদূষিত, অস্পৃশ্যজাতিস্পৃষ্ট, পূতিগন্ধোপহত ও অশ্রুজলমিশ্রিত হইবে, রাক্ষসগণ তাহা অধিকার করিবে; অতএব বিবেচক ব্যক্তিগণ পরম যত্ন সহকারে উক্ত প্রকার অন্ন পরিত্যাগ করিবেন। যে ব্যক্তি এইরূপ দূষিত অন্ন ভোজন করিবেন, তাহার রাক্ষসান্ন ভক্ষণ করা হইবে। তাপসগণ এইরূপে রাক্ষসগণের ভোজন নির্দ্দেশ করিয়া উপস্থিত নিশাচরগণকে পরিত্রাণ করিবার মানসে সরস্বতীকে অনুরোধ করিলেন। তখন

সরিদ্বরা সরস্বতী মহর্ষিগণের বাক্যানুসারে আপনার শাখা ব্রহ্মহত্যাপাপ-নাশিনী অরুণা নদীকে সেই স্থানে প্রবাহিত করিলেন। রাক্ষসগণ ঐ অরুণা নদীতে অবগাহন ও কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিল। কিয়ৎকাল পরে দেবরাজ ইন্দ্রও ঐ বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া ঐ তীর্থে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! দেবরাজ ইন্দ্র কি কারণে ব্রহ্ম-হত্যাপাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন? এবং কি প্রকারেই বা ঐ তীর্থে অব-গাহন পূর্ব্বক সেই পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বকালে ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দানবাধিপতি নমুচির সহিত নিয়ম সংস্থাপন পূর্ব্বক উহা উল্লঙ্ঘন করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাতকে লিপ্ত হন। আপনি সেই বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করুন। একদা দানবাধিপতি নমুচি পুরন্দরের ভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া সূর্য্যরশ্মিমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। তদ্দর্শনে দেবরাজ তাহার সহিত সখ্যভাব সংস্থাপন করিয়া কহিলেন, হে সখে! আমি সত্যই কহিতেছি যে, দিবসে কিম্বা রজনীতে তোমাকে সংহার করিব না এবং আর্দ্র বা শুষ্ক বস্তু দ্বারা তোমার নিধনে প্রবৃত্ত হইব না।

হে রাজন্! অনন্তর একদা নীহারজালে চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইলে, সুররাজ ইন্দ্র সলিলফেন দ্বারা নমুচির মস্তক ছেদন করিলেন। সেই ছিন্ন মস্তক "রে পাপাত্মন্! তুই মিত্রকে সংহার করিলি" এই বলিয়া পুরন্দরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। সুররাজ ইন্দ্র সেই ছিন্ন মস্তক হইতে পুনঃপুনঃ এইরূপ শব্দ নির্গত হইতেছে, শ্রবণ করিয়া, সন্তপ্তচিত্তে পিতামহ ব্রহ্মার সমীপে গমন পূর্ব্বক সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। সেই সময় ত্রিলোকগুরু কমলযোনি তাঁহাকে কহিলেন, হে দেবরাজ! তুমি অরুণাতীর্থে যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া স্নান কর; তাহা হইলেই তোমার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে। মহর্ষিগণ ঐ তীর্থকে অতিশয় পবিত্র করিয়াছেন। উহার ঐ স্থানে আবির্ভাব নিতান্ত নিগূঢ় ছিল; কিন্তু মহানদী সরস্বতী স্বীয় সলিল দ্বারা উহাকে প্লাবিত করেন। হে পুরন্দর! ঐ অরুণাসরস্বতীসঙ্গম তীর্থ অতি পবিত্র। তুমি ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক বিবিধ ধন প্রদান করিয়া অবগাহন কর। তাহা হইলে তুমি অবশ্যই পাপ হইতেই বিমুক্ত হইবে, সন্দেহ নাই। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র ভগবান্ ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অরুণা তীর্থে উপনীত হইলেন এবং সেই স্থানে যথাবিধি অবগাহন করিয়া সেই ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে

মুক্তিলাভ করত হৃষ্টান্তঃকরণে পুনর্ব্বার সুরপুরে গমন করিলেন। তৎপরে দানবাধিপতি নমুচির সেই ছিন্ন মস্তকও সেই তীর্থে স্নান করিয়া অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হইল।

হে রাজন্! সৎকর্ম্মশালী মহামতি বলদেব সেই তীর্থে বিবিধ ধন দান পূর্ব্বক ধর্ম্মলাভ করিয়া সোমতীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ শশাঙ্ক ঐ তীর্থে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। বিপ্রবরাগ্রগণ্য অত্রি সেই যজ্ঞে হোতা হইয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞের অবসানে সুরগণের সহিত রাক্ষস ও অসুরগণের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, কার্ত্তিকের দেবগণ কর্ত্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া তারকাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন। সেই তীর্থের যে স্থানে বটবৃক্ষ বিরাজিত আছে, সেই স্থানে সেনাপতি কার্ত্তিকেয় নিয়ত অবস্থান করিতেন।

—•••—

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৫।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি সরস্বতীর মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন; এক্ষণে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় কোন্ স্থানে কি প্রকারে কাহাদের কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া দৈত্যগণকে নিপাতিত করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করুন। উহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! তুমি কৌরববংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। অতএব এই আনন্দজনক বৃত্তান্ত শ্রবণে অবশ্যই তোমার কৌতূহল হইতে পারে। এক্ষণে মহামতি কার্ত্তিকেয়ের মাহাত্ম্য ও অভিষেক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে অগ্নিমধ্যে দেবাদিদেব মহাদেবের রেতঃপাত হইয়াছিল। হব্যবাহন তাহার প্রভাবে দীপ্তিশালী ও তেজস্বী হইয়াছেন। তৎকালে তিনি সেই অক্ষয় বীর্য্য বহন ও ধারণ করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশানুসারে উহা গঙ্গাসলিলে পরিত্যাগ করিলেন। ভগবতী ভাগীরথীও সেই তেজোময় বীর্য্য ধারণ করিতে অসমর্থা হইয়া উহা সুরপূজিত সুরম্য হিমালয়ের শরস্তম্বে নিক্ষেপ করিলেন। সেই স্থানে ঐ রেতঃপ্রভাবে কুমার সমুৎপন্ন হইলেন। কুমারের তেজঃপুঞ্জে ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। সেই সময় পুত্রাভিলাষিণী ছয় জন কৃত্তিকা শরবনে সেই অপূর্ব্ব কুমারকে সন্দর্শন করিয়া "ইনি আমার পুত্র, ইনি আমার পুত্র" এই বলিয়া চীৎকার

করিতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান্ কুমার তাঁহাদিগের আগ্রহদর্শনে ষড়ানন হইয়া এককালে তাঁহাদিগের ছয় জনের স্তন্য পান করিতে লাগিলেন। দিব্যরূপা কৃত্তিকাগণ বালকের ঐ অদ্ভুত প্রভাব নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ভাগীরথী হিমালয়ের যে শিখরে ভগবান কুমারকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই শিখর হিরণ্ময় হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। তন্নিবন্ধনই পর্ব্বত সমুদয় স্বর্ণাকার হইয়াছে। হে রাজন্! সেই কুমারের নাম কার্ত্তিকেয়। তিনি ক্রমে ক্রমে শান্তপ্রকৃতি, তপোনিষ্ঠ, বলবীর্য্যশালী ও শশধরের ন্যায় প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিলেন। মহামতি কার্ত্তিকেয় নিয়ত সেই হিরণ্ময় শরস্তম্বে শয়ন করিয়া থাকিতেন। সেই স্থানে গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ তাঁহার স্তুতি পাঠ এবং নৃত্যবাদিত্রনিপুণা চারুদর্শনা দেবকন্যাগণ সর্ব্বদা নৃত্য করিতেন। সেই সময় নদীপ্রধানা গঙ্গা কুমারের উপাসনা ও বসুন্ধরা বিদ্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ করিতে লাগিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁহার জাতকর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করিলেন। চারিবেদ, চতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদ, সমুদয় অস্ত্র এবং সরস্বতী ইহাঁরা মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

হে রাজন্! একদা মহাবলশালী কার্ত্তিকেয় দেখিলেন যে, দেবাদিদেব মহাদেব অদ্ভুতদর্শন বিকৃতবেশধারী ভূতগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবতী শৈলজার সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। ঐ ভূতগণের মুখ ব্যাঘ্র, সিংহ, ভল্লূক, বিড়াল, মকর, বৃষ, হস্তী, উষ্ট্র, উলূক, গৃধ্র, গোমায়ু, ক্রৌঞ্চ, রুরু ও পারাবতের ন্যায় এবং অনেকের শরীর শল্য, গোধা, ও মেষের ন্যায়। কেহ কেহ জলদসন্নিভ, কেহ কেহ অঞ্জনপর্ব্বত সদৃশ, কেহ কেহ ধবল পর্ব্বতাকার ও কেহ কেহ গদা ও চক্রধারী। মহামতি কার্ত্তিকেয় এই রূপে মহাদেবকে সমুপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সন্নিধানে গমনোদ্যত হইলেন। ঐ সময় সপ্ত মাতা, পুত্রসমবেত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং সাধ্য, সিদ্ধ, বিশ্বদেব, বসু, রুদ্র, আদিত্য, উরগ, দানব, খগ, যাম, ধাম, নারদাদি দেব, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ কুমারকে সন্দর্শন করিবার মানসে তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

অনন্তর সেই যোগসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত কুমার দেবাদিদেব পিনাকপাণির সন্নিধানে আগমন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ত্রিলোচন, পার্ব্বতী, গঙ্গা ও হুতাশন তাঁহাকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সকলেই মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, এই বালক গৌরববশতঃ অগ্রে আমারই নিকট উপস্থিত হইবে। ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তাঁহাদিগের

মনোগত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া যোগপ্রভাবে স্বীয় মূর্ত্তি চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিলেন। তখন তাঁহার কার্ত্তিকেয়, বিশাখ, শাখ, ও নৈগমেয় নামে চারিটি মূর্ত্তি হইল। তাঁহাদের চারি জনেরই রূপ সমান। অনন্তর কার্ত্তিকেয় মহাদেবের নিকট, বিশাখ পার্ব্বতীর নিকট, বায়ুমূর্ত্তি ভগবান্ শাখ হুতাশনের নিকট ও নৈগমেয় গঙ্গার নিকট গমন করিলেন। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব আনন্দজনক লোমহর্ষণ ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া দেব, দানব ও রাক্ষসগণের মহাকোলাহল হইতে লাগিল। সেই সময় ভগবান্ ত্রিলোচন, পার্ব্বতী, ভাগীরথী ও হুতাশন পুত্রের প্রিয় কার্য্যসাধনার্থ ব্রহ্মাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমাদিগের প্রিয়কার্য্যসাধন করিবার নিমিত্ত এই বালককে উপযুক্ত আধিপত্য প্রদান করুন। সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি পূর্ব্বে দেব, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, ভূত, যক্ষ, বিহঙ্গ ও পন্নগগণকে সমুদয় ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছি। এই বালকও সেই সমস্ত ঐশ্বর্য্য ভোগের উপযুক্ত। এক্ষণে কোন্ ঐশ্বর্য্য ইহাঁকে প্রদান করি। ভগবান্ কমলযোনি মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবগণের হিতসাধন করিবার মানসে কার্ত্তিকেয়কে সর্ব্বভূতের সৈনাপত্য প্রদান করিয়া প্রধান প্রধান দেবগণমধ্যে তাঁহার আধিপত্য সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ কার্ত্তিকেয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া তাঁহাকে অভিষেক করিবার নিমিত্ত হিমালয়ের যে স্থানে ত্রিলোকবিশ্রুত পরম পবিত্র সরস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক উপস্থিত হইলেন।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৬।

হে রাজন্! দেবগুরু বৃহস্পতি শাস্ত্রানুসারে সমুদয় অভিষেক দ্রব্য আহরণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য্য, চন্দ্র, ধাতা, বিধাতা, অনিল, অনল এবং পূষা, ভগ, অর্য্যমা, অংশ, বিবস্বান্, মিত্র, বরুণ, রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়পরিবৃত ভগবান্ মহাদেব, যাবতীয় বিশ্বদেব, মরুৎ, সাধ্য, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, বৈখানস, বালিখিল্য, বায়ুভক্ষ, মরীচিপায়ী, ভার্গব,

আঙ্গিরস, ঋষি, সর্প, বিদ্যাধরগণসমবেত সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা এবং পুলস্ত্য, পুলহ, অঙ্গিরা, কশ্যপ, অত্রি, মরীচি, ভৃগু, ক্রতু, হর, প্রচেতা, মনু, দক্ষ, ছয় ঋতু, গ্রহ ও জ্যোতিঃ পদার্থ সকল, মূর্ত্তিমতী নদী সমুদয়, সনাতন চারি বেদ, সমুদ্র সকল, হ্রদ সমস্ত, বহুবিধ তীর্থ, ভূমণ্ডল, দিঙ্মণ্ডল, গগনমণ্ডল, পাদপ সমূহ, দেবমাতা অদিতি, হ্রী, শ্রী, স্বাহা, সরস্বতী, উমা, শচী, সিনীবালী, অনুমতি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, বুদ্ধি, অন্যান্য দেবপত্নীগণ, হিমালয়, বিন্ধ্য, বহুশৃঙ্গসম্পন্ন সুমেরু, অনুচরসমবেত ঐরাবত, চতুঃষষ্টি কলা, দশ দিক্, মাসার্দ্ধ, মাস, দিবস, রজনী, হয়প্রধান উচ্চৈঃশ্রবা, নাগাধিপতি বাসুকি, অরুণ, গরুড়, ওষধিসমবেত বৃক্ষসকল ধর্ম্ম, কাল, যম, মৃত্যু, যমের অনুচরগণ ও অন্যান্য দেবগণ কার্ত্তিকেয়কে অভিষেক করিবার মানসে সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। হে রাজন্! সংখ্যাবাহুল্যবশতঃ সমুদয় দেবের নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না। ঐ দেবগণ হিমালয়প্রদত্ত মণিরত্নখচিত অতি পবিত্র আসনে উপবিষ্ট সেনাপতি কার্ত্তিকেয়কে অভিষেক করিবার নিমিত্ত রত্নকলস ও অভিষেকের অন্যান্য দ্রব্যসমূহ গ্রহণ পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে অতি পবিত্র সরস্বতীসলিলে পূর্ব্বে যেরূপ বরুণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, সেই রূপ তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা পরম পরিতুষ্ট হইয়া কার্ত্তিকেয়কে বায়ুবেগগামী অমিততেজা নন্দিসেন, লোহিতাক্ষ, ঘণ্টাকর্ণ ও কুমুদমালী এই চারি পারিষদ প্রদান করিলেন এবং মহাতেজা মহেশ্বর এক জন কামবীর্য্য সম্পন্ন দৈত্যবিঘাতন শতমায়াধারী মহাপারিষদকে তাঁহার অনুচর করিয়া দিলেন। সেই মহাপারিষদ দেবাসুর সংগ্রামে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভুজবলে চতুর্দ্দশ প্রযুত মহাভীষণ দৈত্যকে নিপাতিত করিয়াছিল। অনন্তর দেবগণ অসুরনিপাতন অজেয় বিষ্ণুরূপী সৈন্যগণকে মহামতি কার্ত্তিকেয়হস্তে সমর্পণ করিলেন।

হে রাজন্! মহামতি কার্ত্তিকেয় এইরূপে বহুসংখ্যক অনুচর প্রাপ্ত হইলে, দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, মুনি ও পিতৃগণ মহানন্দে জয়ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় যম উন্মাথ ও প্রমাথ নামে মহাবলশালী কালোপম অনুচরদ্বয়কে, ভগবান্ সূর্য্য হৃষ্টচিত্তে সুভ্রাজ ও ভাস্বর নামে দুই অনুচরকে, শশধর কৈলাসশৃঙ্গ সদৃশ শ্বেতমাল্যপরিশোভিত শ্বেতচন্দনচর্চ্চিত মণি ও সুমণি নামে দুই অনুচরকে এবং হুতাশন জ্বালাজিহ্ব ও জ্যোতি নামে অরাতিসৈন্যনিপাতন অনুচরদ্বয়কে, মহামতি অংশ মহাবল পরাক্রান্ত পরিঘ, বট, ভীম, দহতি ও দহন নামে পাঁচ অনুচরকে

এবং শক্রনিসূদন সুররাজ ইন্দ্র বজ্রদণ্ডধারী উৎক্রোশ ও পঞ্চক নামে দুই অনুচরকে কুমারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। মহাবীর উৎক্রোশ ও পঞ্চক সমরাঙ্গনে দেবরাজের অসংখ্য শত্রুকে সংহার করিয়াছিল। অনন্তর মহাত্মা বিষ্ণু মহাবল পরাক্রান্ত চক্রবিক্রমক ও সংক্রমককে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রীতমনে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ বর্দ্ধন ও নন্দনকে, ধাতা কুন্দ, কুসুম, কুমুদ, ডম্বর ও আড়ম্বরকে, বিশ্বকর্ম্মা মহাবীর চক্র ও অনুচক্রকে, মিত্র তপোবলসম্পন্ন বিদ্যাবিশারদ মহামতি সুব্রত ও সত্যসন্ধকে, বিধাতা সুব্রত ও শুভকর্ম্মাকে, পূষা মায়াবী লোকবিশ্রুত পাণিতক ও পাণিককে, বায়ু বল ও অতিবলকে, বরুণ তিমিমুখ যম ও অতিযমকে, হিমালয় মহামতি সুবর্চ্চা ও অতিবর্চ্চাকে, মহামতি মেরু কাঞ্চন, মেঘমালী, স্থির ও অস্থিরকে, বিন্ধ্যগিরি পাষাণযুদ্ধবিশারদ উচ্ছ্রিত ও অতিশৃঙ্গকে, সমুদ্র সংগ্রহ ও বিগ্রহকে, পার্ব্বতী উন্মাদ, পুষ্পদন্ত ও শঙ্কুকর্ণকে এবং পন্নগরাজ বাসুকি জয় ও মহাজয় নামে দুই নাগকে মহামতি কুমারের পারিষদ করিয়া দিলেন।

অনন্তর সাধ্য, রুদ্র, বসু ও পিতৃগণ এবং সরিৎ, সমুদ্র ও মহাবল পরাক্রান্ত ভূধরগণ মহামতি কুমারকে শূল, পট্টিশ প্রভৃতি দিব্য অস্ত্রধারী বিবিধ বেশভূষিত অসংখ্য সেনাধ্যক্ষ প্রদান করিলেন। এক্ষণে সেই সমুদয় সেনাধ্যক্ষের নাম বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শঙ্কুকর্ণ, নিকুম্ভ, পদ্ম, কুমুদ, অনন্ত, দ্বাদশভুজ, কৃষ্ণ, উপকৃষ্ণ, ঘ্রাণশ্রবা, প্রতিস্কন্ধ, কাঞ্চনাক্ষ, জলন্ধম, অক্ষ, সন্তর্জ্জন, কুনদীক, তমোন্তকৃৎ, একাক্ষ, দ্বাদশাক্ষ, একজট, সহস্রবাহু, বিকট, ব্যাঘ্রাক্ষ, ক্ষিতিকম্পন, পুণ্যনামা, সুনামা, সুচক্র, প্রিয়দর্শন, গজোদর, গজশিরা, স্কন্ধাক্ষ, শতলোচন, জ্বালাজিহ্ব, করালাক্ষ, ক্ষিতিকেশ, জটী, হরি, পরিশ্রুত, কোকনদ, কৃষ্ণকেশ, জটাধর, চতুর্দ্দংষ্ট্র, উষ্ট্রজিহ্ব, মেঘনাদ, পৃথুশ্রব, বিদ্যুতাক্ষ, ধনুর্ব্বক্ত্র, জাঠর, মারুতাশন, উদরাক্ষ, রথাক্ষ, বজ্রনাম, বসুপ্রদ, সমুদ্রবেগ, শৈলকম্পী, বৃষ, মেষপ্রবাহ, নন্দ, উপনন্দ, ধূম্র, শ্বেত কলিন্দ, সিদ্ধার্থ, বরদ, প্রিয়ক, নন্দ, গোনন্দ, আনন্দ, প্রমোদ, স্বস্তিক, ধ্রুবক, ক্ষেমবাহ, সুবাহ, সিদ্ধ, পাত্র, গোব্রজ, কনকাপীড়, গায়ন, হসন, বাণ, খড়্গ, বৈতালী, গতিতালী, কথক, বাতিক, পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ, হংসজ, সমুদ্রোন্মাদিন, রণোৎকট, প্রহাস, শ্বেতসিদ্ধ, নন্দক, কালকণ্ঠ, প্রভাস, কুম্ভাণ্ডক, কালকাক্ষ, সিত, যজ্ঞবাহ, প্রবাহ, দেবযাজী, সোমপ, মজ্জল, ক্রথ, ক্রাথ, তুহর, তুহার, চিত্রদেব, মধুর, সুপ্রসাদ, কিরীটী, বৎসল, মধুবর্ণ, কলসোদর, ধর্ম্মদ, মন্মথকর,

সূচীবক্ত্র, শ্বেতবক্ত্র, সুবক্ত্র, বারুবক্ত্র, পাণ্ডুর, দণ্ডবাহু, সুবাহু, রজ, কোকিলক, অচল, কনকাক্ষ, বালকরক্ষক, সঞ্চারক, কোকনদ, গৃধ্রপত্র, জম্বুক, লোহাজবক্ত্র, জবন, কুম্ভবক্ত্র, কুম্ভক, স্বর্ণগ্রীব, কৃষ্ণৌজা, হংসবক্ত্র, চন্দ্রভ, পাণিকূর্চ্চা, শম্বুক, পঞ্চবক্ত্র, শিক্ষক, চাসবক্ত্র, শাকবক্ত্র, কুণ্ডল।

এতদ্ভিন্ন ভগবান্ ব্রহ্মার প্রদত্ত ব্রাহ্মণপ্রিয় যোগাসক্ত অন্যান্য বালক, বৃদ্ধ ও যুবা পারিষদ্গণ কার্ত্তিকেয়ের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইল। উহাদিগের বদন কূর্ম্ম, কুক্কুট, শশ, উলূক, খর, উষ্ট্র, বরাহ, মার্জ্জার, নকুল, কাক, মূষিক, ময়ূর, মৎস্য, ছাগ, মেষ, মহিষ ভল্লুক, শার্দ্দূল, দ্বীপি, সিংহ, হস্তী, নক্র, গরুড়, কঙ্ক, বৃক, বৃষ, দংশ, পারাবত, কোকিল, শ্যেন, তিত্তিরি, কৃকলাশ, সর্প ও শূলের ন্যায়, ভূষণ সর্প এবং পরিধান গজচর্ম্ম ও কৃষ্ণাজিন। তাহাদিগের মধ্যে কাহারও উদর স্থূল, কলেবর কৃশ; কাহারও বা কলেবর স্থূল, উদর কৃশ; কাহারও গ্রীবা ক্ষুদ্র, কাহারও কর্ণ বৃহৎ এবং কাহারও মুখ স্কন্ধে, কাহারও উদরে, কাহারও পৃষ্ঠে, কাহারও হনুতে, কাহারও কটিতে, কাহারও জঙ্ঘাদেশে এবং কাহারও বা বাম পার্শ্বে নিহত। কাহারও কাহারও বদন কীট পতঙ্গের ন্যায়; কাহারও বাহু, মস্তক ও উদর অসংখ্য; কাহারও কাহারও হস্ত বৃক্ষের ন্যায়; কাহারও কাহারও বস্ত্র সুবর্ণচিত্রিত; কেহ কেহ বীরবাসা এবং কেহ কেহ বহুবিধ গন্ধ মাল্যে পরিশোভিত। কেহ কেহ উষ্ণীষধারী, কেহ কেহ কিরীটধারী ও কেহ কেহ মুকুটধারী; কাহারও কাহারও দুই শিখা, কাহারও কাহারও তিন শিখা, কাহারও কাহারও পাঁচ শিখা এবং কাহারও কাহারও সাত শিখা আর কাহারও কাহারও কেশপাশ সুবর্ণবর্ণ ও ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত। কেহ কেহ মুণ্ড, কেহ কেহ জটিল; কাহারও কাহারও বদন রোমশ; কেহ কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ কেহ শীর্ণবক্ত্র, কেহ কেহ স্থূলপৃষ্ঠ, কেহ কেহ ক্ষীণপৃষ্ঠ, কেহ কেহ দীর্ঘবাহু, কেহ কেহ হ্রস্ববাহু, কেহ কেহ বিস্তীর্ণজঙ্ঘ, কেহ কেহ হ্রস্বজঙ্ঘ, কেহ কেহ দীর্ঘদন্ত, কেহ কেহ হ্রস্বদন্ত ও কেহ কেহ বা চতুর্দ্দন্ত কেহ কেহ শীর্ণগাত্র, কেহ কেহ বামন, কেহ কেহ কুব্জ এবং কাহারও কাহারও নাসিকা গজ, কূর্ম্ম ও বৃকের ন্যায়। কেহ কেহ অধোমুখ, কেহ কেহ সুন্দর, দ্যুতিমান্ ও মনোরম অলঙ্কারে পরিশোভিত এবং কেহ কেহ বা দ্বিগুণজাকার ও অতি ভয়ঙ্কর; কাহারও কাহারও লোচন পিঙ্গল বর্ণ ও নাসিকা লোহিত বর্ণ; কেহ বা শঙ্কুবর্ণ; কাহারও কাহারও ওষ্ঠ স্থূল ও কাহারও কাহারও মেঢ় লম্বিত। উহাদিগের পাদ, ওষ্ঠ, দশন, বাহু,

মস্তক, পরিধিত চর্ম্ম এবং ভাষা নানাপ্রকার। তাহারা সকলেই যুদ্ধ-বিদ্যাবিশারদ। দেবগণও তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। তাহারা সকলেই দেশভাষায় কথোপকথন করিতে করিতে মহানন্দে সেই স্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদিগের মধ্যে অনেকের গ্রীবা, নখ, পাদ, মস্তক, হস্ত ও কর্ণ সুদীর্ঘ এবং উদর বৃকের ন্যায় আয়ত; কাহারও কাহারও কণ্ঠ নীলবর্ণ, কলেবর অঞ্জনবর্ণ, লোচন শ্বেতবর্ণ, গ্রীবা রক্তবর্ণ।

সেই সমুদয় বিবিধ বর্ণপরিশোভিত মহাবল পরাক্রান্ত মহাবেগশালী ঘণ্টাজালজড়িত সংগ্রামপ্রিয় পারিষদগণ পাশ, শতঘ্নী, চক্র, মুষল, মুদ্গর, অসিদণ্ড, গদা, ভুষুণ্ডি ও তোমর প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক কুমারের অভিষেক সন্দর্শন করিয়া মহা আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুসংখ্যক পারিষদও কুমারের সন্নিধানে গমন করিতে লাগিল। হে রাজন্! এই রূপে স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও মেদিনীস্থিত সহস্র সহস্র বীর দেবগণের অনুমতিক্রমে মহামতি কুমারের অনুচর হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিল।

সপ্ত চত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ! যে সকল মাতৃকারা কুমারের অনুচরী ছিলেন, যাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে, শত্রুকুল নির্ম্মূল হয় এবং যে যশস্বিনী কল্যাণদায়িনী মাতৃকাগণে এই চরাচর ত্রিলোক-পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, এক্ষণে তাঁহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রভাবতী, বিশালাক্ষী, পালিতা, গোস্তনী, শ্রীমতী, বহুলা, বহুপুত্রিকা, অপ্সুজাতা, গোপালী, বৃহদম্বালিকা, জয়াবতী, মালতিকা, ধ্রুবরত্না, ভয়ঙ্করী, বসুদামা, সুদামা, বিশোকা, নন্দিনী, একশোভনা, শতঘণ্টা, ক্রোধনা, শলভী, খরী, মাধবী, শুভবক্ত্রা, তীর্থসেনী, গীতপ্রিয়া, কল্যাণী, রুদ্ররোমা, অমিতাশনা, মেঘস্বনা, ভোগবতী, সুভ্রূ, কনকাবতী, অলাতাক্ষী, বীর্য্যবতী, বিদ্যুজ্জিহ্বা, পদ্মাবতী, সুনক্ষত্রা, কন্দরা, বহুযোজনা, সন্তানিকা, মহাবলা, কমলা, সুদামা, বহুদামা, যশস্বিনী, সুপ্রভা, উদূখলমেখলাধারিণী, নৃত্যপ্রিয়া, শতঘণ্টা, শতানন্দা, ভগনন্দা, ভাবিনী, বপুষ্মতী, চন্দ্রশিলা, ভদ্রকালী, ঋক্ষা, অম্বিকা, নিষ্কুটিকা, চত্বরবাসিনী, বামা, সুমঙ্গলা, স্বস্তিমতী, বুদ্ধিকামা, জয়প্রিয়া, ধনদা, সুপ্রসাদা, ভবদা, এড়ী, ভেড়ী, সমেড়ী, বেতালজননী, কণ্ডূতি,

কালিকা, দেবমিত্রা, বসুশ্রী, কোটিরা, চিত্রসেনা, অচলা, কুক্কুটিকা, শঙ্খলিকা, শকুনিকা, কুণ্ডারিকা, কৌকুলিকা, কুম্ভিকা, শতোদরী, উৎক্রাথিনী, জলেলা, মহাবেগা, কঙ্কণা, মহাজবা, কণ্টকিনী, প্রঘসা, পূতনা, কেশযন্ত্রী, ক্রটী, ক্রোশনা, তড়িৎপ্রভা, মন্দোদরী, মুণ্ডী, কোটরা, মেঘবাহিনী, সুভগা, লম্বিনী, লম্বা, তাম্রচূড়া, বিকশিনী, ঊর্দ্ধবেণীধরা, পিঙ্গাক্ষী, লোহমেখলা, পৃথুবক্ত্রা, মধুলিকা, মধুকুম্ভা, পক্ষালিকা, মৎকুণিকা, জরায়ু, জর্জ্জরাননা, দহদহা, ধমধমা, খণ্ডখণ্ডা, পূষণা, মণিকুট্টিকা, অমোঘা, লম্বপয়োধরা, বেণুবীণাধরা, শশোলুকমুখী, কৃষ্ণা, খরজঙ্ঘা, মহাজবা, শিশুমারমুখী, শ্বেতা, লোহিতাক্ষী, বিভীষণা, জটালিকা, কামচরী, দীর্ঘজিহ্বা, বলোৎকটা, কালেহিকা, বামনিকা, মুকুটা, লোহিতাক্ষী, মহাকায়া, হরিপিণ্ডা, একত্বচা, কৃষ্ণবর্ণা, সুকুসুমা, ক্ষুরকর্ণী, চতুষ্কর্ণী, কর্ণপ্রাবরণা, চতুষ্পথনিকেতা, গোকর্ণা, মহিষাননা, খরকর্ণী, মহাকর্ণী, ভেরীস্বনা, মহাস্বনা, শঙ্খকুম্ভশ্রবা, ভগদা, গণা, সুগণা, ভীণী, কামদা, চতুষ্পথরতা, ভূতিতীর্থা, অন্যগোচরা, পশুদা, বিত্তদা, সুখদা, চূড়া, মহাচূড়া, চক্রনেমি, উত্তেজনী, জয়ৎসেনা, কমলাক্ষী, মহাযশা, পয়োদা, গোমহিষদা, সুবিশালা, প্রতিষ্ঠা, সুপ্রতিষ্ঠা, বোচমানা, সুরোচনা, নৌকর্ণী, শিবকর্ণী, বসুদা, মস্থিনী, একবক্ত্রা, মেঘরবা, মেঘমালা ও বিরোচনা।

হে রাজন্! এতদ্ভিন্ন কুমারের অনুযায়িনী আরও অসংখ্য মাতৃকা আছেন। তাঁহারা কামরূপধরা, মাহাত্ম্যযুক্তা, যৌবনসম্পন্না, শুভ্রবসনা, বিবিধ অলঙ্কারবিভূষিতা, দীর্ঘকেশ সুশোভিতা ও কামচারিণী। তাঁহাদিগের বাক্য কোকিলের ন্যায়, ধন কুবেরের ন্যায়, যুদ্ধনৈপুণ্য ইন্দ্রের ন্যায়, বেগ পবনের ন্যায় ও দীপ্তি অনলের ন্যায়। তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার নখ, মুখ ও দন্ত সুদীর্ঘ, কাহার কলেবর মাংসবিহীন, কাহার মেখলা লম্বিত। কেহ শ্বেতবর্ণা, কেহ সুবর্ণবর্ণা, কেহ কৃষ্ণবর্ণা, কেহ ধূম্রবর্ণা, কেহ অরুণবর্ণা, কেহ ঊর্দ্ধবেণীধরা, কেহ পিঙ্গাক্ষী, কেহ লম্বোদরী, কেহ লম্বকর্ণা ও কেহ লম্বস্তনী। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ যম হইতে, কেহ কেহ রুদ্র হইতে, কেহ কেহ সোম হইতে, কেহ কেহ কুবের হইতে, কেহ কেহ বরুণ হইতে, কেহ কেহ ইন্দ্র হইতে, কেহ কেহ অগ্নি হইতে, কেহ কেহ বায়ু হইতে, কেহ কেহ কুমার হইতে, কেহ কেহ ব্রহ্মা হইতে, কেহ কেহ বিষ্ণু হইতে, কেহ কেহ সূর্য্য হইতে ও কেহ কেহ বরাহদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই রূপ অপ্সরার ন্যায় মনোরম। তাঁহারা

বৃক্ষ, চত্বর, চতুষ্পথ, গুহা, শ্মশান ও শৈলপ্রস্রবণে বাস করিয়া থাকেন; তাঁহাদিগের সকলেই যুদ্ধকালে শত্রুগণের অন্তঃকরণে ভয়োৎপাদন করেন। হে রাজন্! ঐ সমুদয় বলবীর্য্যসম্পন্না দিব্য মাল্যবিভূষিতা মাতৃকা দেবরাজ ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে মহামতি কার্ত্তিকেয়ের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন।

হে রাজন্! অনন্তর ভগবান্ পুরন্দর অসুরগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত কুমারকে দিব্য শক্তি, পশুপতি মহাঘণ্টাযুক্ত অরুণ সদৃশ দেদীপ্যমান পতাকা ও রুদ্রের ন্যায় মহাবলপরাক্রান্ত তিন অযুত বীরে পরিবৃত সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ বিবিধ অস্ত্রধারী ধনঞ্জয় সেনা, বিষ্ণু বলবর্দ্ধিনী বৈজয়ন্তী মালা, পার্ব্বতী ভাস্করের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন নির্ম্মল বস্ত্রদ্বয়, গঙ্গা অমৃতোদ্ভব দিব্য কমণ্ডলু, বৃহস্পতি দণ্ড, গরুড় বিচিত্র শিখণ্ডযুক্ত স্বীয় পুত্র ময়ূর, অরুণ চরণায়ুধ কুক্কুট, বরুণ বলবীর্য্যশালী নাগ এবং সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা কৃষ্ণাজিন ও বিজয় প্রদান করিলেন।

এইরূপে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় সুরগণের নিকট সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং দেবগণকে আনন্দিত করিয়া পারিষদ ও মাতৃগণ সমভিব্যাহারে দৈত্যসংহার করিবার মানসে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ধ্বজ ও বিবিধ আয়ুধ সমুচ্ছ্রিত করিয়া জ্যোতির্ম্মণ্ডলমণ্ডিত শরৎকালীন শর্ব্বরীর ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হইল। অনন্তর দেবসেনা ও ভূতগণ মহানন্দে ভেরী, শঙ্খ, পটহ, ঝর্ঝর, ক্রকচ, গোবিষাণিক, আড়ম্বর, গোমুখ ও ডিণ্ডিম প্রভৃতি নানাবিধ বাদিত্র বাদন করিতে লাগিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ কার্ত্তিকেয়ের স্তব পাঠ, গন্ধর্ব্বগণ গান এবং অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাত্মা কার্ত্তিকেয় দেবগণের স্তবে পরম পরিতুষ্ট হইয়া "আমি তোমাদিগের বিনাশে সমুদ্যত দানবগণকে সংহার করিব" এই বলিয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিলেন। দেবগণ কুমারের বর লাভ করত শত্রু সকল বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। সেই সময় ভূতগণের আনন্দধ্বনিতে ত্রিভুবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ সময় মহামতি কার্ত্তিকেয় সৈন্যসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া দেবগণের পরিত্রাণ এবং দৈত্যগণের নিধন বাসনায় গমন করিতে লাগিলেন। উদ্যোগ, জয়, ধর্ম্ম, সিদ্ধি, লক্ষ্মী, ধৃতি ও স্মৃতি—ইহাঁরা সেনাগণের অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইলেন। বিচিত্র ভূষণবিভূষিত ও কবচধারী সেনাগণ শূল, মুদ্গর, মুষল, গদা, নারাচ, শক্তি, তোমর ও জ্বলিত অলাত ধারণ পূর্ব্বক সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে

আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে সমুদয় দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ মহা উদ্বিগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। বিবিধ আয়ুধধারী দেবগণও তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় হুত হুতাশনসদৃশ তেজস্বী মহাবলশালী কুমার রোষভরে বারম্বার শক্তি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শক্তিপ্রভাবে অসংখ্য প্রজ্বলিত উল্কা ও নির্ঘাত ধরাতল নিনাদিত করিয়া নিপতিত হইল। মহাবীর মহাসেন একমাত্র শক্তি পরিত্যাগ করিবামাত্র উহা হইতে কোটি কোটি শক্তি বিনির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি পরম আনন্দিত হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত দশ অযুত দৈত্যপরিবৃত দৈত্যরাজ তারককে, অষ্টপদ্ম দৈত্যপরিবেষ্টিত মহিষকে, কোটি দানবপরিবৃত ত্রিপাদকে এবং দশ নিখর্ব্ব দৈত্যপরিবেষ্টিত হ্রদোদরকে অনুচরবর্গের সহিত নিপাতিত করিলেন। এইরূপে দৈত্যগণ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইলে, কুমারের অনুচরগণ সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করত দশ দিক্ পরিপূরিত করিয়া প্রীতমনে নৃত্য করিতে লাগিল। শক্তির প্রভাপ্রভাবে ত্রৈলোক্য বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। সেই সময় সহস্র সহস্র দৈত্য মহাসেনের সিংহনাদে ভীত, কেহ কেহ পতাকা বিধূননে বিনষ্ট, কেহ কেহ ঘণ্টানিস্বনে বিত্রস্ত এবং কেহ কেহ অস্ত্রাঘাতে ছিন্নগাত্র হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। হে রাজন্! এইরূপে মহাবলশালী কুমার অসংখ্য আততায়ী অসুরকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বলির পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত বাণদৈত্য ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া দেবগণকে নিবারণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাসেন সত্বরে বাণদৈত্যের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন বলিতনয় বাণদৈত্য জীবনভয়ে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বতে লুক্কায়িত হইল। ঐ পর্ব্বত ক্রৌঞ্চের ন্যায় চীৎকার করিয়া থাকে। মহাবলশালী কুমার বাণদৈত্যকে পর্ব্বতমধ্যে লুক্কায়িত দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে অগ্নিপ্রদত্ত শক্তি দ্বারা উহা বিদীর্ণ করিলেন। তখন সেই পর্ব্বতস্থিত মাতঙ্গ ও বানরগণ সাতিশয় ব্যাকুল, বিহঙ্গম সমুদয় উড্ডীন এবং ভুজঙ্গমগণ বিনির্গত হইতে লাগিল। সিংহ, শরভ, গোলাঙ্গুল, ভল্লুক ও হরিণগণ ধাবমান হওয়াতে পর্ব্বতস্থিত কানন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। শৃঙ্গনিবাসী বিদ্যাধর ও কিন্নরগণ কুমারের শক্তিপতননির্ঘোষে ভীত ও বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে সেই পর্ব্বত অতি শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর বিচিত্র ভূষণবিভূষিত অসংখ্য দৈত্য ঐ দেদীপ্যমান পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইল; কুমারের অনুচরগণও তাঁহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক সংহার করিতে লাগিল। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় সুররাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ঐ বলির পুত্র বাণদৈত্যকে তাহার অনুজের সহিত বিনষ্ট করিলেন। মহামতি কার্ত্তিকেয় তৎকালে যত বার শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, উহা ততবারই তাঁহার হস্তে প্রত্যাগত হইল। হে রাজন্! শৌর্য্যাদিগুণসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত কার্ত্তিকেয় পূর্ব্বে এইরূপে ক্রৌঞ্চ পর্ব্বত বিদীর্ণ ও শত শত দৈত্য নিপাতিত করিলেন।

এইরূপে দৈত্যগণ বিনষ্ট হইলে, দেবগণ কুমারকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। চতুর্দ্দিকে দুন্দুভিধ্বনি ও শঙ্খনাদ হইতে লাগিল। দেবমহিলাগণ কুমারের উপর পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও যাজ্ঞিক মহর্ষিগণ কুমারের স্তবপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে কেহ কেহ কুমারকে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠপুত্র ভগবান্ সনৎকুমার বলিয়া স্থির করিলেন এবং কেহ কেহ তাঁহাকে মহেশ্বরের, কেহ কেহ হুতাশনের, কেহ কেহ পার্ব্বতীর, কেহ কেহ কৃত্তিকাগণের ও কেহ কেহ গঙ্গার পুত্র বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! আমি আপনার নিকট কুমারের অভিষেক বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম; এক্ষণে মহামতি কার্ত্তিকেয় সরস্বতীর যে তীর্থে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহাবলশালী কুমার দৈত্যগণকে নিহত করিলে, সেই তীর্থ দ্বিতীয় স্বর্গের ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিল। তখন কার্ত্তিকেয় সেই তীর্থে অবস্থান পূর্ব্বক দেবগণকে পৃথক পৃথক ঐশ্বর্য্য ও ত্রৈলোক্যাধিকার প্রদান করিলেন। সেই তীর্থ তৈজস নামে বিখ্যাত। দেবগণ সেই তীর্থে জলাধিপতি বরুণকে অভিষেক করিয়াছিলেন। মহামতি বলদেব সেই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক ভগবান্ কার্ত্তিকেয়ের অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে কাঞ্চন ও বিবিধ বস্ত্রাভরণ প্রদান করিলেন এবং সেই তীর্থের পূজা ও সলিল স্পর্শ করিয়া সেই স্থানে সেই যামিনী যাপন পূর্ব্বক পরম প্রীতি লাভ করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। ৪৮।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! আপনার মুখে ভগবান্ কুমারের অভিষেক ও দৈত্যগণের বিনাশবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া আমার আত্মা পবিত্র, সর্ব্বগাত্র রোমাঞ্চিত ও অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইল। এক্ষণে দেবগণ কি প্রকারে বরুণকে অভিষেক করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; অতএব আপনি উহা বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপাল! পুরাতন বিচিত্র কথা শ্রবণ করুন। সত্যযুগের প্রারম্ভে সুরগণ বরুণসন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাত্মন্! ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যেরূপে আমাদিগকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, তদ্রূপ তুমি সমুদয় নদীর অধিপতি হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা কর। তোমাকে নিয়ত সমুদ্রে অবস্থান করিতে হইবে। সমুদ্র তোমার বশীভূত হইবেন এবং শশধরের হ্রাস বৃদ্ধির ন্যায় তোমারও হ্রাস বৃদ্ধি হইবে। বরুণদেব দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। সেই সময় সুরগণ সেই তৈজস তীর্থে তাঁহার অভিষেক করিয়া তাঁহাকে সমুদয় নদীর আধিপত্য প্রদান পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন এবং সমুদ্র তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। এইরূপে মহামতি বরুণ দেবগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় নদ, নদী, সাগর ও সরোবরদিগকে বিধানানুসারে পালন করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা বলদেব ঐ তীর্থ হইতে অগ্নি তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। সেই তীর্থে ভগবান্ হুতাশন শমীগর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। অনলের অদর্শনে ত্রিলোকের আলোক বিনষ্ট হইলে, সুরগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাত্মন্! হুতাশন যে কি নিমিত্ত কোথায় পলায়ন করিয়াছেন, তাহা আমরা কিছুমাত্র পরিজ্ঞাত হইতেছি না। এক্ষণে আপনি সত্বরে অগ্নির সৃষ্টি করুন। নচেৎ সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হইবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! ভগবান্ অগ্নি কি নিমিত্ত লুক্কায়িত হইয়াছিলেন? আর দেবগণ কি প্রকারেই বা তাঁহার অনুসন্ধান পাইলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাতপা ভৃগু অগ্নিকে সর্ব্বভক্ষ্য

হইবে বলিয়া শাপ প্রদান করিলে, তিনি ভয়ে পলায়ন করিলেন। বাসবাদি দেবগণ তাঁহার অদর্শনে একান্ত দুঃখিত হইয়া ইতস্ততঃ তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহারা সরস্বতীর সেই তীর্থে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, ভগবান্ অগ্নি শমীগর্ভমধ্যে সমাসীন রহিয়াছেন। দেবগুরু বৃহস্পতি প্রভৃতি সুরগণ হুতাশনকে সন্দর্শন করত নিতান্ত প্রীত হইয়া পুনরায় যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন। তদবধি হুতাশনও ভৃগুর শাপপ্রভাবে সর্ব্বভক্ষ্য হইয়া রহিলেন।

মহাবলশালী বলদেব ঐ অগ্নি তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক ব্রহ্মযোনি তীর্থে গমন করিলেন। পূর্ব্বকালে সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ বিধাতা দেবগণের সহিত সেই তীর্থে অবগাহন করিয়া তাঁহাদিগের নিমিত্ত বিবিধ তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মহামতি বলদেব সেই স্থানে স্নান ও বিবিধ ধন দান করিয়া কৌবের তীর্থে গমন করিলেন। তথায় কুবেরের মনোরম কানন বিদ্যমান আছে। মহামতি যক্ষরাজ সেই স্থানে কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক নলকূবর নামে পুত্র এবং ধনাধিপত্য, অমরত্ব, লোক-পালত্ব ও দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত সখ্যভাব লাভ করিয়াছিলেন। সেই স্থানে নিধি সকল স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত। দেবগণ তথায় আগমন করিয়া তাঁহার অভিষেক সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে হংস-যুক্ত মনোমারুতগামী পুষ্পক নামে দিব্য বিমান ও দেবোপযুক্ত ঐশ্বর্য্য প্রদান করিয়াছিলেন। মহামতি বলদেব সেই তীর্থে স্নান ও ব্রাহ্মণ-গণকে প্রভূত ধন প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্বজন্তুসমাকীর্ণ বিবিধ ফল পুষ্পোপ-শোভিত বদরপাচন তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। সেই তীর্থে ষড় ঋতুর ফল সর্ব্বদা বিরাজিত রহিয়াছে।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৪৯।

হে রাজন্! সেই সিদ্ধতাপসপরিষেবিত বদরপাচন তীর্থে মহাতপা ভরদ্বাজের শ্রুবাবতী নামে অসাধারণ রূপলাবণ্যবতী কৌমার ব্রহ্মচারিণী কন্যা দেবরাজ ইন্দ্রের পত্নী হইবার মানসে স্ত্রীজনের দুষ্কর বিবিধ তীব্র নিয়মানুষ্ঠান পূর্ব্বক কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রুবাবতী এইরূপে এক শত বৎসর তপস্যা করিলে, ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার চরিত্র, তপস্যা ও ভক্তি সন্দর্শন পূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করত

তাঁহার আশ্রমে আগমন করিলেন। ভরদ্বাজতনয়া মহর্ষি বশিষ্ঠকে সন্দর্শন পূর্ব্বক তাপসনির্দ্দিষ্ট আচারদ্বারা তাঁহার যথোচিত পূজা করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আমাকে কি করিতে হইবে, অনুমতি করুন। আমি সাধ্যানুসারে আপনার সমুদয় আজ্ঞাই প্রতিপালন করিব; কেবল ইন্দ্রের প্রতি দৃঢ় ভক্তিনিবন্ধন পাণি প্রদান করিতে পারিব না। আমি তপস্যা ও সুকঠিন নিয়ম দ্বারা ত্রিলোকাধিপতি ভগবান্ পাকশাসনকে পরিতুষ্ট করিব, এই আমার উদ্দেশ্য। বশিষ্ঠরূপধারী সুররাজ ইন্দ্র শ্রুবাবতীর এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করত তাঁহার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, হে সুব্রতে! তোমার কঠোর তপস্যার বিষয় আমার অবিদিত নাই। তুমি যাহা অভিলাষ করিয়া এই কঠিন ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেছ, তপঃপ্রভাবে তাহা সত্বরেই লাভ করিবে। হে কল্যাণি! তপস্যাই মহৎ সুখের প্রধান কারণ। তপঃপ্রভাবেই দেবসেবিত দিব্য স্থান সমুদয় লাভ করিতে পারা যায়। মনুষ্যগণ ঘোরতর তপোবলেই দেহাবসানে দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন। তুমি এক্ষণে এই পাঁচটী বদর পাক কর। ভগবান্ ইন্দ্র এই বলিয়া সেই ঋষিকন্যাকে আমন্ত্রণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং সেই আশ্রমের সন্নিধানে ইন্দ্রতীর্থ নামক প্রদেশে গমন পূর্ব্বক শ্রুবাবতীর ভক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বদর পাকের ব্যাঘাতার্থ জপ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে ব্রহ্মচারিণী শ্রুবাবতী বাগ্যত ও পবিত্র হইয়া সেই পাঁচটি বদর ফল পাক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমুদয় দিবা অবসান হইল, তথাপি বদর সকল সুপক্ক হইল না। এইরূপে শ্রুবাবতী সেই পাঁচটী বদর পাক করিতে করিতে বহু দিবস অতিবাহিত করিলেন। তিনি যে সকল কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে তৎসমস্তই ভস্মীভূত হইল। তখন মুনিকন্যা পাবক কাষ্ঠশূন্য অবলোকন করিয়া মহর্ষির প্রিয়সাধনার্থ অবিচলিত চিত্তে আপনার কলেবর দাহন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথমে পাবকে পাদদ্বয় নিক্ষেপ করিয়া দগ্ধ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এইরূপ দুষ্কর কার্য্য করিয়াও তাঁহার চিত্ত কিছুমাত্র বিকৃত বা মুখ বিবর্ণ হইল না। লোকে সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক যেরূপ আনন্দিত হয়, তিনি আপনার কলেবর প্রজ্বালিত করিয়া সেইরূপ আনন্দিত হইলেন। "তৎকালে বদর পাঁচটি পাক করিতেই হইবে" ইহা তাঁহার অন্তরে সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। এইরূপে তিনি মহর্ষির বাক্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত বদর পাক করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই সকল

বদর কোনক্রমেই সুপক্ক হইল না। ভগবান্ হুতাশন স্বয়ং তাঁহার চরণদ্বয় দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার অঙ্গ দগ্ধ হওয়াতে তিনি কিছুমাত্র দুঃখিত হইলেন না। পরিশেষে ভগবান্ পাকশাসন শ্রুবাবতীর সেই অসাধারণ কার্য্য সন্দর্শন পূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করত কহিলেন, হে ব্রহ্মচারিণি! আমি তোমার ভক্তি, তপোনুষ্ঠান ও নিয়ম সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি: তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে। তুমি কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সহিত সুরপুরে একত্র বাস করিবে; আর এই স্থান বদরপাচন তীর্থ নামে চিরকাল ত্রিভুবনমধ্যে বিখ্যাত রহিবে।

হে মহাভাগে! সপ্তর্ষিগণ এই তীর্থে অরুন্ধতীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ফল মূল আহরণার্থ হিমালয়ে গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময় দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি সমুৎপন্ন হওয়াতে তাপসগণ সেই স্থানে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এ দিকে অরুন্ধতীও তপোনুষ্ঠানে তৎপর হইলেন। কিয়দ্দিন পরে ভগবান ভবানীপতি অরুন্ধতীর কঠোর নিয়ম সন্দর্শন পূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণবেশে সেই স্থানে আগমন করত কহিলেন, হে কল্যাণি! আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর। সেই সময় প্রিয়দর্শনা অরুন্ধতী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার সঞ্চিত অন্ন সমুদয় নিঃশেষিত হইয়াছে; অতএব আপনি বদর ফল ভক্ষণ করুন। ভূতভাবন মহাদেব অরুন্ধতীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ঐ বদর ফল সমুদয় পাক করিতে কহিলেন। তপস্বিনী অরুন্ধতীও ব্রাহ্মণের হিতসাধনার্থ প্রজ্বলিত হুতাশনে সেই বদর ফল সকল পাক করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার নিকট অতি মনোরম দিব্য পবিত্র উপাখ্যান সকল বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অরুন্ধতী তাঁহার মুখে পবিত্র কথা সমুদয় শ্রবণ ও বদর সকল পাক করিতে করিতে সেই দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতিক্রম করিলেন। সেই দ্বাদশ বৎসর তাঁহার এক দিনের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। তিনি ঐ দ্বাদশ বৎসর মধ্যে কিছুই আহার করেন নাই। অনন্তর সপ্তর্ষিগণ ফল পুষ্প আহরণ পূর্ব্বক হিমালয় হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন ভূতভাবন ভবানীপতি মহাদেব আনন্দিত হইয়া অরুন্ধতীকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞে! তুমি পূর্ব্বের ন্যায় ঋষিগণের নিকট গমন কর। আমি তোমার নিয়ম ও তপোনুষ্ঠান সন্দর্শন পূর্ব্বক প্রসন্ন হইয়াছি। ভগবান্ ত্রিলোচন এই বলিয়া স্বীয় রূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক সন্তু-

র্ষিগণকে কহিলেন, হে তাপসগণ! তোমরা হিমালয়ে যে তপোনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহা অরুন্ধতীর তপস্যার সমান নহে। ইনি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন। অনাহারে পাককার্য্যে ইহাঁর দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে।

হে রাজন্! ভগবান্ ভবানীপতি মহর্ষিগণকে এই কথা বলিয়া অরুন্ধতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভদ্রে! এক্ষণে তুমি স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। সেই সময় অরুণলোচনা অরুন্ধতী সপ্তর্ষিগণের সাক্ষাতে মহাদেবকে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যেন, এই তীর্থ বদরপাচন নামে বিখ্যাত হইয়া সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের সেবনীয় হয়। আর যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়া এই তীর্থে ত্রিরাত্র উপবাস করিবেন, তিনি যেন দ্বাদশ বৎসর উপবাসজনিত ফল লাভ করিতে সমর্থ হন। ভগবান্ ত্রিলোচন অরুন্ধতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান পূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণ কর্তৃক সৎকৃত হইয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। সেই সময় ঋষিগণ ক্ষুৎপিপাসান্বিত অরুন্ধতীকে অবিশ্রান্ত ও পূর্ব্বের ন্যায় রূপলাবণ্যসম্পন্ন নিরীক্ষণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

হে ব্রহ্মচারিণি শ্রুবাবতি! পূর্ব্বকালে এইরূপে অরুন্ধতীও তোমার ন্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুমি তাঁহা অপেক্ষা তপোনুষ্ঠানে বিশেষরূপ যত্ন করিয়াছ। আমি তোমার নিয়ম দর্শনে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতেছি যে, যিনি এই তীর্থে অবগাহন পূর্ব্বক সংযত হইয়া এক রাত্রি বাস করিবেন, তিনি দেহান্তে স্বর্গবাসে সমর্থ হইবেন।

হে রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র শ্রুবাবতীকে এইরূপ বর প্রদান পূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত, পবিত্র গন্ধযুক্ত সমীরণ মৃদুভাবে সঞ্চালিত ও দেবদুন্দুভি সমুদয় মহাশব্দে নিনাদিত হইতে লাগিল। তপস্বিনী শ্রুবাবতীও কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রের সহধর্ম্মিণী হইয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! শ্রুবাবতী কোন্ স্থানে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন? আর তাঁহার জননীই বা কে? ইহা শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কৌতূহল হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! একদা আয়তাক্ষী ঘৃতাচী অপ্স-

স্নাকে সন্দর্শন করিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের রেতঃস্খলিত হইয়াছিল। মহর্ষি হস্তদ্বারা সেই রেত গ্রহণ পূর্ব্বক পত্রপুটে সংস্থাপন করেন; সেই পত্র-পুটে শ্রুবাবতীর জন্ম হয়। মহর্ষি ভরদ্বাজ তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সমাপন পূর্ব্বক দেবর্ষিগণের সাক্ষাতে শ্রুবাবতী নাম রাখিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে রাখিয়া হিমালয়ে প্রস্থান করেন।

হে রাজন্! বৃষ্ণিপ্রবর বলদেব সেই বদরপাচন তীর্থের সলিল স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধন প্রদানপূর্ব্বক ইন্দ্র তীর্থে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫০।

হে মহারাজ! অনন্তর যদুবর বলদেব ইন্দ্রতীর্থে আগমন পূর্ব্বক বিধানানুসারে অবগাহন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুবিধ ধন রত্ন প্রদান করিলেন। সেই তীর্থে ভগবান্ দেবরাজ ইন্দ্র যথাবিধি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া বৃহস্পতিকে বহুল ধন দান করত শতক্রতু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সুররাজ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করাতে উহা সর্ব্বপাপবিনাশন পবিত্র ইন্দ্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। মহামতি বলদেব ঐ তীর্থে স্নান ও দ্বিজগণকে গ্রাসাচ্ছাদন প্রদান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া রামতীর্থে গমন করিলেন। ভগবান্ পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া স্বীয় উপাধ্যায় মুনিবর কশ্যপকে লইয়া ঐ তীর্থে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন এবং উপাধ্যায়কে বিবিধ ধনরত্নসম্পন্ন সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। মহামতি বল-দেব ঐ দেবব্রহ্মর্ষিসেবিত পুণ্য তীর্থে মুনিগণকে অভিবাদন করিয়া যমুনা-তীর্থে গমন করিলেন। সেই স্থানে অদিতিনন্দন বরুণ দেবগণ ও মানব-গণকে পরাজয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! সেই যজ্ঞ আরব্ধ হইলে, ত্রিভুবনে ভয়ানক দেবদানব সংগ্রাম এবং তাহা সমাপ্ত হইলে, ক্ষত্রিয়গণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। মহা-মতি বলদেব সেই তীর্থে ও মহর্ষিগণের অর্চ্চনা করিয়া অর্থিগণকে অর্থ দান ও তাপসগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করত আদিত্যতীর্থে উপনীত হই-লেন। সেই স্থানে ভগবান্ সূর্য্য যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক সমস্ত জ্যোতিষ্ক আধিপত্য ও মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছিলেন। হে রাজন্! তথায় ভগ-বান বেদব্যাস, শুকদেব, বাসুদেব এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ, বিশ্বদেব, মরুৎ,

গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ ও সিদ্ধগণ নিরত বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু মধুকৈটভ নামে অসুরদ্বয়কে নিপাতিত করিয়া সেই তীর্থে অবগাহন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যাসদেব সেই তীর্থে অবগাহন করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং মহর্ষি অসিতদেবল ঐ তীর্থে পরম যোগ লাভ করিয়াছিলেন।

এক পঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫১।

হে রাজন্। পূর্ব্বে অসিতদেবল নামে শুদ্ধাচারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন গার্হস্থ্য ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সেই তীর্থে অবস্থান করিতেন। কি নিন্দা, কি স্তুতিবাদ, কি প্রিয়, কি অপ্রিয়, কি কাঞ্চন, কি লোষ্ট্র সকলেতেই তাঁহার সমভাব ছিল। তিনি সর্ব্বদাই দেবার্চ্চনা, অতিথিসেবা ও সমুদয় প্রাণীকে তুল্যজ্ঞান করিতেন। কিয়দ্দিন পরে জৈগীষব্য নামে এক মহর্ষি সেই তীর্থে অবগাহন করিয়া দেবলের আশ্রমে অবস্থান পূর্ব্বক সিদ্ধিলাভ করিলেন। মহামতি দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন; কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধিলাভ করিতে অসমর্থ হইলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, এক দিন মহাত্মা দেবল হোমাদিসময়ে জৈগীষব্যকে দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে ভিক্ষাসময়ে জৈগীষব্য ভিক্ষুকরূপে দেবলের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। দেবল তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া পরম সমাদর পূর্ব্বক প্রীতমনে যথাশক্তি অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহু কাল অতীত হইলে, এক দিন দেবল মহর্ষি জৈগীষব্যকে সন্দর্শন করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, আমি বহুবৎসর এই ভিক্ষুকের অর্চ্চনা করিলাম; কিন্তু ইনি কি অলস! ইহার মধ্যে আমাকে কোন কথাই কহিলেন না। ধীমান্ দেবল এইরূপ চিন্তা করত কলস গ্রহণ পূর্ব্বক গগনমার্গে সমুত্থিত হইয়া সাগরে গমন করিলেন, এবং তথায় উপনীত হইবামাত্র দেখিলেন যে, জৈগীষব্য অগ্রেই সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। তখন মহর্ষি দেবল নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই ভিক্ষুক কি প্রকারে এত শীঘ্র এই স্থানে আগমন ও অবগাহন করিলেন? মহর্ষি দেবল এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সাগরে অবগাহন এবং জপ আহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক জলপূর্ণ কলস গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে সমাগত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়াই

দেখিলেন যে, মহাতপা জৈগীষব্য কাষ্ঠের ন্যায় আশ্রমে আসীন রহিয়াছেন। কোন প্রকারেই কোন রূপ বাক্যালাপ করেন না। সেই সময় অসিত দেবল জৈগীষব্যের তপোবল সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এইমাত্র ইহাঁকে সাগরে অবগাহন করিতে দেখিয়াছি; ইতিমধ্যে কি প্রকারে ইনি আশ্রমে উপনীত হইলেন?

মন্ত্রবিশারদ মহর্ষি দেবল মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জৈগীষব্যের বৃত্তান্ত অবগত হইবার নিমিত্ত আশ্রম হইতে অন্তরীক্ষে সমুত্থিত হইয়া দেখিলেন, অন্তরীক্ষচারী যাবতীয় সিদ্ধ সমাহিত হইয়া জৈগীষব্যকে অর্চ্চনা করিতেছেন। তদ্দর্শনে মহর্ষি দেবল নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং জৈগীষব্যকে তথা হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে যমলোকে, যমলোক হইতে সোমলোকে, সোমলোক হইতে অগ্নিহোত্র, দর্শ পৌর্ণমাস, পশুযজ্ঞ, চাতুর্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, অগ্নিষ্টুব, বাজপেয়, রাজসূয়, বহু সুবর্ণক, পুণ্ডরীক, অশ্বমেধ, নরমেধ, সর্ব্বমেধ, সৌত্রামণি ও দ্বাদশাহ প্রভৃতি বিবিধ সত্রযাজীদিগের লোক সমুদয় এবং তৎপরে মিত্রাবরুণস্থান, রুদ্রস্থান, বসুস্থান, বৃহস্পতি স্থান, গোলোক, ব্রহ্মসত্রীদিগের লোক ও তদনন্তর অন্যান্য তিন লোক অতিক্রম করিয়া পতিব্রতাসেবিত লোকে গমন করিতে দেখিলেন। পরিশেষে মহামতি জৈগীষব্য তথা হইতে যে কোন্ স্থানে অন্তর্হিত হইলেন, দেবল তাহার কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। তখন তিনি জৈগীষব্যের তপোবল ও অসামান্য যোগসিদ্ধি সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মসত্রযাজী লোকশ্রেষ্ঠ সিদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাপুরুষগণ! আমি কি নিমিত্ত আর জৈগীষব্যকে সন্দর্শন করিতে পাইতেছি না, ইহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় বাসনা হইয়াছে। আপনারা ঐ বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার সংশয় অপনোদন করুন। সিদ্ধগণ কহিলেন, হে দেবল! মহর্ষি জৈগীষব্য সারস্বত ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

হে রাজন্! মহর্ষি দেবল সেই সিদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকস্থিত জৈগীষব্যকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইবামাত্র নিপতিত হইলেন। ঐ সময় সিদ্ধ পুরুষগণ পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, হে মহর্ষে! জৈগীষব্য ব্রহ্মার ভবনে উপনীত হইয়াছেন। তুমি কোন ক্রমেই সেই স্থানে গমন করিতে সমর্থ হইবে না। মহর্ষি দেবল সিদ্ধ পুরুষগণের এই বাক্য শ্রবণে ব্রহ্মলোকগমনে ক্ষান্ত হইয়া যথাক্রমে সেই

সমস্ত লোক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পতঙ্গের ন্যায় দ্রুতবেগে স্বীয় পবিত্র আশ্রমে আগমন করিয়া দেখিলেন যে, মহর্ষি জৈগীষব্য পূর্ব্বের ন্যায় সেই স্থানে সমাসীন রহিয়াছেন। সেই সময় তিনি স্বীয় ধর্ম্মানুগত বুদ্ধিবৃত্তিপ্রভাবে মহর্ষি জৈগীষব্যের তপোবল পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, হে ভগবন্! আমি মোক্ষ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। মহর্ষি জৈগীষব্য দেবলের বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে মোক্ষধর্ম্মগ্রহণে কৃতনিশ্চয় অবগত হইয়া শাস্ত্রানুসারে যোগবিধি ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তৎকালোচিত ক্রিয়াকলাপ সমাপন করিলেন। পিতৃগণ ও অন্যান্য প্রাণিগণ মহর্ষি দেবলকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া "কে আমাদিগকে অন্ন প্রদান করিবে" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মহামতি দেবল চতুর্দ্দিকে প্রাণিগণের সেই কাতরোক্তি শ্রবণে মোক্ষ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাসনা করিলেন। সেই সময় পবিত্র ফল মূল ও ওষধি সকল দেবলকে মোক্ষধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সমুদ্যত দেখিয়া "দুর্ব্বুদ্ধি দেবল পুনর্ব্বার আমাদিগকে ছেদন করিবে, মোক্ষধর্ম্ম গ্রহণ করিলে যে, সকল প্রাণীকে অভয় প্রদান করা হয়, ইহা উহার বোধগম্য হইতেছে না" এই বলিয়া রোদন করিতে লাগল। মহর্ষি দেবল তাহাদিগের রোদনধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন, এক্ষণে কি করি। গার্হস্থ্য ও মোক্ষধর্ম্মের মধ্যে কোন্ ধর্ম্ম শ্রেয়স্কর? তিনি কিয়ৎক্ষণ এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া পরিশেষে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং স্বীয় চিত্তের একাগ্রতাপ্রভাবে সত্বরে পরম যোগ ও সিদ্ধি লাভ করিলেন।

ঐ সময় বৃহস্পতিপ্রভৃতি দেবগণ মহর্ষি দেবলের আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক মহর্ষি জৈগীষব্য ও তাঁহার তপস্যার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। তখন তপোধনাগ্রগণ্য গালব দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! জৈগীষব্য দেবলকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিলেন; অতএব উহাঁর কিছুমাত্র তপোবল নাই। ঐ সময় দেবগণ গালবকে কহিলেন, হে মুনিবর! এরূপ কথা কহিবেন না; মহামতি জৈগীষব্যের সদৃশ কাহারও প্রভাব, তেজ, তপস্যা বা যোগবল নাই। হে রাজন্! মহাতপা জৈগীষব্য ও দেবল আদিত্যতীর্থে যোগানুষ্ঠান করিয়া এইরূপ প্রভাবশালী হইয়াছিলেন। মহামতি বলদেব ঐ তীর্থে অবগাহন ও ব্রাহ্মণগণকে বিপুল ধন প্রদান পূর্ব্বক পরম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া সোমতীর্থে উপনীত হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫২।

হে রাজন্! ঐ সোমতীর্থে ভগবান্ শশাঙ্ক রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ তীর্থেই তারকাসুরের সহিত দেবগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ধর্ম্মপরায়ণ বলদেব সেই সোমতীর্থের সলিল স্পর্শ করিয়া বিপ্রগণকে প্রভূত ধন দান পূর্ব্বক সারস্বত মুনির তীর্থে সমাগত হইলেন। পূর্ব্বকালে দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতীত হইলে, সারস্বত মুনি সেই তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি অতীত হইলে, সারস্বত মুনি কি নিমিত্ত মুনিগণকে বেদাধ্যয়ন করাইয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বকালে দধীচ নামে এক অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাতপা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন ছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপঃপ্রভাবে নিতান্ত ভীত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ বর প্রদান দ্বারা তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তিনি মহর্ষির তপস্যার ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত অলম্বুষা নামে এক নেত্রলোভনীয়া অপ্সরাকে প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি দধীচ সরস্বতীসলিলে সুরগণের তর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঐ বিলাসিনী সেই স্থানে উপনীত হইল। অপ্সরার অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শনে মহর্ষি দধীচের রেতঃস্খলিত হইয়াছিল। সরিদ্বরা সরস্বতী পুত্র প্রসবার্থ সেই বীর্য্য গ্রহণ করত মহানন্দে স্বীয় উদরে ধারণ করিলেন। তৎপরে তিনি যথাযোগ্য সময়ে পুত্র প্রসব করিয়া তাঁহাকে গ্রহণ পূর্ব্বক মহাতপা দধীচের সন্নিধানে গমন করত কহিলেন, হে মহর্ষে! পূর্ব্বে অলম্বুষা অপ্সরাকে সন্দর্শন করিয়া আপনার রেতঃস্খলিত হইয়াছিল; আমি "সেই রেত বৃথা বিনষ্ট হইবার নহে" এই বিবেচনা করিয়া ভক্তিসহকারে উহা উদরে ধারণ করিয়াছিলাম। সেই বীর্য্যপ্রভাবে এই পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে; অতএব এ আপনার পুত্র, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন। মহর্ষি মহানদী সরস্বতী কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া সেই পুত্রকে গ্রহণ করত তাহার মস্তক আঘ্রাণ ও তাহাকে বহুক্ষণ আলিঙ্গন করত মহা আনন্দে এই বর প্রদান করিলেন যে, হে সুভগে! বিশ্বদেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তোমার উদকে তর্পণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইবেন। মহাতপা দধীচ সরিদ্বরা সরস্বতীকে এইরূপ বর প্রদান

করিয়া তাঁহার স্তুতিবাদ করত কহিলেন, হে মহাভাগে! তুমি প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস সরোবর হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ব্রতধারী মহর্ষিগণ তোমার মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত আছেন। তুমি নিয়ত আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাক; অতএব এই পুত্র মহাতপা হইয়া তোমার নামানুসারে সারস্বত নামে প্রসিদ্ধ হইবে। এই সারস্বত দ্বাদশ বার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মর্ষিগণকে বেদাধ্যয়ন করাইবে এবং আমার প্রসাদে তুমি সমস্ত নদী অপেক্ষা পবিত্র হইবে। হে রাজন্! মহানদী সরস্বতী মহর্ষি দধীচের নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত ও তৎকর্তৃক সংস্তুত হইয়া পুত্রকে গ্রহণ পূর্ব্বক মহা আনন্দে তথা হইতে গমন করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে দানবগণের সহিত দেবগণের বিবাদ উপস্থিত হইলে, ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র অস্ত্রের অন্বেষণার্থ ত্রিভুবন বিচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কোথাও দানববিনাশোপযোগী অস্ত্র লাভে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! দধীচ মুনির অস্থিভিন্ন আমি দানবগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইব না। অতএব তোমরা সকলে সমবেত হইয়া সেই মহর্ষির সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক শত্রুসংহারার্থ তাঁহার অস্থি প্রার্থনা কর। তখন সুরগণ পুরন্দরের অনুমতিক্রমে দধীচ মুনির সন্নিধানে গমন করিয়া যত্নসহকারে অস্থি প্রার্থনা করিলে, তিনি অবিচলিত চিত্তে স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অক্ষয় লোক লাভ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও হৃষ্টচিত্তে সেই অস্থি দ্বারা বজ্র, চক্র, গদা ও গুরুতর দণ্ড প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। হে রাজন্! মহামতি দধীচ প্রজাপতিতনয় মহর্ষি ভৃগুর উগ্র তপঃপ্রভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। উনি হিমাচল সদৃশ উন্নত ও মহাগৌরবান্বিত ছিলেন; ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহার তেজোবলে নিয়ত উদ্বেজিত হইতেন। এক্ষণে তিনি উহাঁর অস্থিদ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া ঐ ব্রহ্মতেজোদ্ভব বজ্র মন্ত্রপূত করত একোনশত দৈত্যের জীবন সংহার করিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, দ্বাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। সেই সময় মহর্ষিগণ ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থ চতুর্দ্দিকে গমন করিতে লাগিলেন। তখন সারস্বত মুনিও আহারের অনুসন্ধানার্থ গমন করিতে সমুদ্যত হইলে, মহানদী সরস্বতী তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি এ স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিও না, এই স্থানেই অবস্থান কর। আমি তোমার ভোজনার্থ নিয়ত বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য প্রদান করিব। মহামতি সারস্বত সরস্বতী কর্ত্তৃক এই-

রূপ অভিহিত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করত মৎস্যাহারে জীবন ধারণ পূর্ব্বক দেবতর্পণ, পিতৃতর্পণ ও বেদ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর সেই অনাবৃষ্টি অতীত হইলে, মহর্ষিগণ পুনর্ব্বার আপনাদিগের আশ্রমে মিলিত হইলেন। তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন পূর্ব্বক সকলেই বেদ পাঠ বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এক্ষণে পরস্পর পরস্পরকে বেদাধ্যয়ন করাইতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই বেদাধ্যাপনে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে এক জন মহর্ষি যদৃচ্ছাক্রমে মুনিসত্তম সারস্বতের সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, তিনি অনর্গল বেদ পাঠ করিতেছেন। সেই সময় তিনি তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক মুনিগণকে কহিলেন যে, এক জন মহর্ষি নির্জ্জনে বেদ পাঠ করিতেছেন। মহর্ষিগণ তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সকলে মিলিত হইয়া মহাতপা সারস্বতের নিকট গমন করত কহিলেন, হে মহর্ষে! তুমি আমাদিগকে বেদাধ্যয়ন করাও। তখন সারস্বত কহিলেন, হে তপোধনগণ! তোমরা আমার নিকট নিয়মানুসারে শিষ্যত্ব স্বীকার কর। তখন মহর্ষিগণ কহিলেন, হে বৎস! তুমি নিতান্ত বালক; আমরা কি প্রকারে তোমার শিষ্য হইব। সারস্বত কহিলেন, হে তাপসগণ! ধর্ম্ম রক্ষা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অধর্ম্মানুসারে অধ্যাপন ও অধ্যয়ন করিলে, অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই পাপগ্রস্ত ও বৈরভাবপ্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ মহর্ষিগণ বয়োবাহুল্য, পলিত, বিত্ত ও বান্ধব প্রভাবে মহত্ত্ব লাভ করিতে পারেন না। যিনি আমাদের মধ্যে ষড়ঙ্গ বেদাধ্যাপনে সুনিপুণ, তিনিই মহান্ ও প্রধান লোক। ষষ্টি সহস্র তাপস মহর্ষি সারস্বতের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করত পুনর্ব্বার ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা প্রতিদিন সেই বালকের আসনের নিমিত্ত এক এক মুষ্টি দর্ভ আহরণ করিতেন।

হে রাজন্! কেশবাগ্রজ মহাবল বলদেব সেই সারস্বত মহর্ষির তীর্থে ব্রাহ্মণগণকে প্রভূত ধন প্রদান পূর্ব্বক আনন্দিত চিত্তে সুপ্রসিদ্ধ বৃদ্ধকন্যক তীর্থে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় এক জন কুমারী বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত অনূঢ়াবস্থায় তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৩

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! আপনার নিকট অতি সুদুষ্কর বিষয় শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে সেই কুমারী কি নিমিত্ত কি প্রকারে তপস্যা ও নিয়মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহীপতে! পূর্ব্বে কুণিগর্গ নামে এক তপোবলসম্পন্ন মহাযশা ঋষি ছিলেন। তিনি তপঃপ্রভাবে এক পরম রূপলাবণ্যমতী মানসী কন্যার সৃষ্টি করেন। কিয়দ্দিন পরে মুনিবর কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেবলোকে গমন করিলে, তাঁহার দুহিতা তপোনুষ্ঠাননিরত হইয়া উপবাস করত দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার পিতা তাঁহার পরিণয়ের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি আপনার অনুরূপ পতির অভাবে তাহাতে সম্মত হন নাই। এক্ষণে তিনি নির্জ্জন কাননে তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক স্বীয় কলেবর শীর্ণ করিয়াও আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তপোনুষ্ঠান করিতে করিতে তাঁহার বার্দ্ধক্য দশা সমুপস্থিত হইল। তখন তিনি আর পদ সঞ্চালন করিতে সমর্থ হইলেন না। অবশেষে তিনি পরলোকে গমন করাই বিধেয় বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে কলেবর পরিত্যাগ করিতে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে কল্যাণি! সুরপুরে শ্রবণ করিয়াছি যে, অনূঢ়া কন্যার কোন লোকেই গমন করিবার অধিকার নাই। তুমি কেবল তপঃসঞ্চয় করিয়াছ; কিন্তু তথাপি তুমি কোন লোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব কি প্রকারে পরলোকে গমন করিবে?

তপস্বিনী দেবর্ষি নারদের এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনিসমাজে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! আপনাদের মধ্যে যিনি আমার পাণি গ্রহণ করিবেন, আমি তাঁহাকে আপনার তপস্যার অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব। সেই সময় গালবনন্দন মহাতপা শৃঙ্গবান্ কহিলেন, হে সুন্দরি! যদি তুমি আমার সহবাসে এক যামিনী অতিবাহিত করিবে, স্বীকার কর, তাহা হইলে আমি তোমার পাণি গ্রহণ করিতে পারি।

বৃদ্ধকন্যা শৃঙ্গবানের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন। সেই সময় গালবনন্দন যথাবিধি হুতাশনে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক তাপসীর পাণি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর রজনী সমাগত হইলে,

সেই বৃদ্ধা দিব্যাভরণ বিভূষিতা, দিব্যগন্ধানুলেপনা, নবযৌবনা রমণীর রূপ ধারণ পূর্ব্বক মুনিকুমারের সহবাসে প্রবৃত্ত হইলেন। গালবকুমার পত্নীর অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত পরম সুখে যামিনী অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে, তাপস-কুমারী গাত্রোত্থান করিয়া গালবনন্দনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি আপনার নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তাহা প্রতিপালন করিলাম; এক্ষণে প্রস্থান করি, ঋষিকন্যা এই বলিয়া তথা হইতে বিনির্গমনকালে পুনরায় কহিলেন যে, যিনি এই তীর্থে একাগ্র চিত্তে দেবগণের তর্পণ করিয়া এক যামিনী অতিবাহিত করিবেন, তিনি অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষব্যাপী ব্রহ্মচর্য্যের ফল লাভ করিবেন। হে রাজন্! ঋষিকন্যা এই কথা বলিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিলে, গালবকুমার তাঁহার সৌন্দর্য্য স্মরণ পূর্ব্বক সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং অতি কষ্টে তাঁহার তপস্যার অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করত কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পত্নীর অনুগামী হইলেন। হে রাজন্! আমি এই বৃদ্ধ কন্যার চরিত্র, ব্রহ্মচর্য্য ও সুরপুরগমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম। মহামতি বলদেব ঐ বৃদ্ধকন্যক তীর্থে দ্বিজগণকে বহুবিধ ধন প্রদান করেন। ঐ স্থানেই তিনি মদ্ররাজের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হন; পরিশেষে সমন্ত পঞ্চকে উপনীত হইয়া মহর্ষিগণকে কুরুক্ষেত্রের ফল জিজ্ঞাসা করাতে তাঁহারা তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৪।

মহর্ষিগণ কহিলেন, হে রোহিণীনন্দন! সমন্তপঞ্চক প্রজাপতির সনাতনী উত্তরবেদি বলিয়া বিখ্যাত আছে। পূর্ব্বকালে মহাবরপ্রদ অমরগণ ঐ স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ধীমান্ মহানুভব কুরুরাজ ঐ স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া, উহা কুরুক্ষেত্র নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

বলদেব কহিলেন, হে মহর্ষিগণ। কুরুরাজ কি কারণে এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।

মহর্ষিগণ কহিলেন, হে যদুপ্রবীর! পূর্ব্বে কুরুরাজ এই ক্ষেত্র কর্ষণ

করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সুররাজ ইন্দ্র সুরলোক হইতে তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহারাজ! তুমি কি অভিলাষে পরম যত্ন পূর্ব্বক এই ভূমি কর্ষণ করিতেছ? কুরুরাজ কহিলেন, হে পাকশাসন! যে সমুদয় ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে দেহ পরিত্যাগ করিবে, তাহারা সকলে অতি সুনির্ম্মল স্বর্গ লাভে সমর্থ হইবে। আমি এই অভিপ্রায়ে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছি। দেবরাজ ইন্দ্র কুরুরাজের বাক্য শ্রবণ করত তাঁহাকে উপহাস করিয়া সুরপুরে প্রস্থান করিলেন। মহীপাল কুরু পুরন্দরের উপহাসে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া অক্ষুণ্ণচিত্তে ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিলেন। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র এইরূপে কুরুরাজ সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক বারম্বার তাঁহার অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য শ্রবণ ও উপহাস করিয়া গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুরুরাজ কোনক্রমেই ক্ষান্ত হইলেন না। পরিশেষে দেবরাজ ইন্দ্র কুরুরাজের দৃঢ়তর অধ্যবসায় সন্দর্শন করত ভীত হইয়া দেবগণকে রাজর্ষির অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিলে, তাঁহারা কহিলেন, হে পুরন্দর! কুরুরাজকে কোন প্রকারে বর প্রদান দ্বারা নিবৃত্ত করাই শ্রেয়স্কর। দেখ, যদি মনুষ্যগণ ঐ স্থানেই দেহ পরিত্যাগ করিলেই সুরলোকে গমন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা কখন যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে না; সুতরাং আমরা একবারেই যজ্ঞাংশলাভে বঞ্চিত হইব।

দেবরাজ পুরন্দর অমরগণের বাক্যানুসারে কুরুরাজের সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজর্ষে! আর তোমার কষ্ট করিবার আবশ্যক নাই; আমার কথা রক্ষা কর। আমি বলিতেছি, যে সকল ব্যক্তি এই স্থানে নিরলস হইয়া অনাহারে জীবন পরিত্যাগ করিবে কিম্বা সংগ্রামে বাণপথবর্ত্তী হইয়া বিনষ্ট হইবে, তাহারা অনায়াসে সুরলোকে গমন করিবে, সন্দেহ নাই। কুরুরাজ পুরন্দরের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া তাহাতে সম্মত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও হৃষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার স্বর্গে গমন করিলেন।

হে রোহিণীনন্দন! পূর্ব্বকালে এইরূপে কুরুরাজ সমন্ত পঞ্চকের ভূমি কর্ষণ করিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কহিয়াছেন যে, আর কোন স্থানই ইহা অপেক্ষা পবিত্র হইবে না। এই স্থানে যে ব্যক্তি তপোনুষ্ঠান করিবে, তাহারা দেহাবসানে ব্রহ্মলোকে গমন করিবে। যাহারা এই পুণ্য ক্ষেত্রে দান করিবে, তাহাদিগের অর্থ অচিরকালমধ্যে সহস্র গুণ অধিক হইবে। যে সমুদয় ব্যক্তি শুভ ফলের প্রত্যাশায় এই

পুণ্য স্থানে অবস্থান করিবে, তাহারা কখনই যমলোক দর্শন করিবে না এবং যাহারা তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, তাহারা চিরকাল দেবলোকে অবস্থান করিবে। আর দেবাধিপতি ইন্দ্র স্বয়ং কহিয়াছেন যে, এই কুরুক্ষেত্রের ধূলিপটল বায়ুসঞ্চালিত হইয়া যাহাদিগের কলেবর স্পর্শ করিবে, তাহারা দুষ্কৃতকারী হইলেও দেহাবসানে পরম পদ লাভে সমর্থ হইবে। অনেকানেক দেবতা, ব্রাহ্মণ ও নৃপ প্রভৃতি নরদেবগণ এই স্থানে যজ্ঞাবসানে কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তরন্তুক, আরন্তুক, রামহ্রদ ও চমচক্র এই সকল প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানই কুরুক্ষেত্র; সমস্ত পঞ্চক ও প্রজাপতির উত্তরবেদি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই স্থান অতি পবিত্র, সর্ব্বগুণসম্পন্ন ও সুরগণের অভিপ্রেত; অতএব নরপতিগণ এই স্থানে সমরাঙ্গনে বিনষ্ট হইয়া অক্ষয় পবিত্র লোক প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। হে রোহিণীনন্দন! দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মাদি দেবগণের সাক্ষাতে এই কথা কহিলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন।

পঞ্চ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৫।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর বলদেব কুরুক্ষেত্র সন্দর্শন ও বিপুল ধন দান করিয়া দিব্যাশ্রমে উপনীত হইলেন। সেই পবিত্র আশ্রম মধূক, আম্র, প্লক্ষ, ন্যগ্রোধ, বিল্ব, পনস ও অর্জ্জুন বৃক্ষে সমাকীর্ণ। মহামতি বলদেব ঐ আশ্রম সন্দর্শন করিয়া মহর্ষিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তাপসগণ! এই আশ্রমে কোন্ মহাত্মা অবস্থান করিতেন? মহর্ষিগণ কহিলেন, হে মহাত্মন্! পূর্ব্বে যে মহাত্মার এই আশ্রম ছিল, তাহা আদ্যোপান্ত কহিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে ভগবান্ বিষ্ণু এই আশ্রমে তপোনুষ্ঠান ও বিধানানুসারে সমস্ত সনাতন যজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন। এই স্থানে কৌমার ব্রহ্মচারিণী শাণ্ডিল্যতনয়া যোষিজ্জনের অতি দুষ্কর তপোনুষ্ঠান করিয়া সুরপুরে গমন করিয়াছেন। মহামতি বলদেব মহর্ষিগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন ও সন্ধ্যাকার্য্য সমাপন পূর্ব্বক হিমাচলে আরোহণ করিলেন এবং কিয়দ্দূর গমন করিয়া সরস্বতীর প্রভাব ও প্লক্ষপ্রস্রবণ তীর্থ দর্শন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে কারবপন নামক পুণ্য তীর্থে সমাগত হই-

লেন। মহামতি বলদেব সেই তীর্থে পবিত্র নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিয়া বিবিধ বস্তু প্রদান পূর্ব্বক দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন এবং যতি ও ব্রাহ্মণগণের সহিত সেই স্থানে এক যামিনী যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতসময়ে যমুনাকূলে মিত্রাবরুণের পবিত্র আশ্রমে সমুপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বকালে ইন্দ্র, অগ্নি ও অর্য্যমা সেই আশ্রমে পরম প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ বলদেব ঐ আশ্রমে সমাগত হইয়া যমুনায় অবগাহন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ঋষিসমাজে উপবেশন করত তাঁহাদের ও সিদ্ধগণের মুখে পবিত্র কথা শ্রবণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে মহামতি রোহিণীনন্দন ঋষিসমাজে সমাসীন রহিয়াছেন, এমন সময়ে দেবব্রাহ্মণপূজিত কলহপ্রিয় তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ সেই স্থানে সমাগত হইলেন। তাঁহার মস্তকে জটাভার, পরিধান সুবর্ণ-চীর এবং করে হেমদণ্ড, কমণ্ডলু ও অতি পবিত্র কচ্ছপী বীণা। মহামতি বলদেব দেবর্ষি নারদকে সন্দর্শন করিবামাত্র সাতিশয় ব্যস্তসমস্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহাকে অর্চ্চনা করত কৌরবগণের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, দেবর্ষি তাঁহার নিকট কুরুকুলের সংহার বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সেই সময় রোহিণীনন্দন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, হে দেবর্ষে! কুরুপাণ্ডবসংগ্রামে ক্ষত্রিয়গণের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, পূর্ব্বে আমি তাহা সংক্ষেপে শুনিয়াছি। এক্ষণে আপনার মুখে ঐ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে।

তপোধনাগ্রগণ্য দেবর্ষি নারদ বলদেবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে রোহিণীনন্দন! পূর্ব্বে ভীষ্ম, দ্রোণ, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, ভূরিশ্রবা, মদ্রাধিপতি শল্য এবং অন্যান্য যুদ্ধবিশারদ অসংখ্য মহীপাল ও মহীপালপুত্রগণ দুর্য্যোধনের জয়লাভার্থ ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে কৌরবপক্ষে কেবল কৃপ, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা এই তিন জনমাত্র অবশিষ্ট আছেন। কিন্তু তাঁহারাও পাণ্ডবদিগের ভয়ে পলায়ন করিয়াছেন। মহারাজ দুর্য্যোধন মদ্রাধিপতি শল্যকে নিহত ও কৃপ প্রভৃতি তিন জন মহারথকে পলায়িত দেখিয়া একান্ত দুঃখিত হইয়া দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন; এক্ষণে কেশব ও পাণ্ডবগণ তাঁহার প্রতি বিবিধ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করাতে তিনি সেই সমুদয় সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া হ্রদ হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ভীষণ গদা গ্রহণ করত ভীমসেনের সহিত সংগ্রাম

করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। মহাবীর ভীম ও দুর্য্যোধনের অতি ভীষণ গদাযুদ্ধ হইবে। আপনি যদি আপনার শিষ্যদ্বয়ের সংগ্রাম দর্শন করিতে অভিলাষ করেন, তবে সত্বরে সেই স্থানে গমন করুন।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব নারদের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দ্বিজগণের অর্চ্চনা করিয়া স্বীয় অনুযাত্রিকগণকে দ্বারকায় গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন এবং হিমাচল হইতে অবরোহণ করিয়া সরস্বতীর তীর্থফল স্মরণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের সন্নিধানে কহিলেন, কোন তীর্থই সরস্বতীর সমান তৃপ্তিজনক নহে। সরস্বতী তীর্থে যাঁহারা অব-স্থান করেন, তাঁহারাই পরম সুখী। মহাত্মারা সরস্বতীতে আগমন পূর্ব্বক সুরলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব নিয়তই সরস্বতী নদীকে স্মরণ করিবে। সরস্বতী সমস্ত নদী অপেক্ষা পবিত্র ও কল্যাণদায়িনী। সরস্বতীতে আগমন করিলে, আর ইহলোকে ও পরলোকে স্বীয় দুষ্কৃতির নিমিত্ত পরিতাপ করিতে হয় না। হে রাজন্! মহামতি বলদেব এই কথা বলিয়া হৃষ্টচিত্তে সরস্বতীকে বারংবার সন্দর্শন পূর্ব্বক অশ্বসংযোজিত শ্বেত রথে আরোহণ পূর্ব্বক শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধ সন্দর্শন করিবার মানসে সত্বরে তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিলেন।

ষট্ পঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৬।

হে রাজন্! অনন্তর কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র বৃকোদর ও দুর্য্যোধনের ঘোরতর সংগ্রামবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দুঃখিত মনে সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সূতনন্দন! মহামতি বলদেব যুদ্ধ সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিলে, আমার পুত্র দুর্য্যোধন কি প্রকারে তাঁহার সাক্ষাতে বৃকোদরের সহিত সংগ্রাম করিল?

সঞ্জয় কহিলেন, রাজন্! সংগ্রামাভিলাষী মহাবাহু রাজা দুর্য্যোধন বলদেবকে সমাগত দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বলদেবকে সমুপস্থিত দর্শন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাকে আসন প্রদান ও যথাবিধি পূজা করত তাঁহার অনাময়-বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। সেই সময় রোহিণীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি মহর্ষিগণের সমীপে শ্রবণ করিয়াছি যে, কুরুক্ষেত্র পরম পবিত্র ও স্বর্গ সদৃশ। দেবতা, ঋষি ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ

নিয়ত ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া থাকেন। বীরগণ তথায় সংগ্রাম করিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলে, অনায়াসে সুরলোকে দেবরাজের সহিত বাস করিতে সমর্থ হয়। দেবলোকে ঐ স্থান ব্রহ্মার উত্তরবেদি বলিয়া প্রথিত আছে। অতএব চল, আমরা এই স্থান হইতে সমন্তপঞ্চকে গমন করি। হে রাজন্! কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির বলদেবের সমন্তপঞ্চকের অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কুরুরাজ দুর্য্যোধনও সাতিশয় রোষপরতন্ত্র হইয়া সুদীর্ঘ গদা গ্রহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত পাদচারে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন অন্তরীক্ষস্থিত দেবগণ বর্ম্মধারী মহাবীর দুর্য্যোধনকে গদাহস্তে গমন করিতে দেখিয়া সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বার্ত্তাবহ ও চরগণ কুরুরাজের যুদ্ধবেশ সন্দর্শন করিয়া মহা আনন্দিত হইল। রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। বীরগণের সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও ভেরী নিস্বনে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পরে বীরগণ কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া প্রথমতঃ রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে পশ্চিম দিকে গমন করিলেন এবং অবিলম্বে তথা হইতে সরস্বতীর দক্ষিণ পবিত্র তীর্থে উপনীত হইয়া সেই অনূষর প্রদেশই যুদ্ধের উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর বর্ম্ম ধারণ ও মহাকোটী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক গরুড়ের ন্যায় এবং কুরুরাজ দুর্য্যোধন উষ্ণীষ ও সুবর্ণবর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইলেন। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে রণস্থলে সমুপস্থিত হইয়া ক্রোধাবিষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় ও সমুদিত চন্দ্রার্কের ন্যায় শোভা ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধোদ্ধত কুঞ্জরদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরকে সংহার করিবার নিমিত্ত পরস্পরের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। সেই সময় মহাবলশালী রাজা দুর্য্যোধন মহা আনন্দে সৃক্কণী লেহন ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধারুণ লোচনে বৃকোদরের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করত মাতঙ্গ যেরূপ মাতঙ্গকে আহ্বান করে, সেইরূপ ভীমসেনকে আহ্বান করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদরও প্রস্তরসদৃশ সুদৃঢ় গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মৃগেন্দ্র যেরূপ মৃগেন্দ্রকে আহ্বান করে, সেইরূপ দুর্য্যোধনকে আহ্বান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই কৃতান্ত, পুরন্দর, বরুণ, কুবের, হৃষীকেশ, বলদেব, মধু, কৈটভ, সুন্দ, উপসুন্দ, রাম, রাবণ এবং বালি ও সুগ্রীবের ন্যায়

মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় রোষভরে গদা সমুদ্যত করিয়া শৃঙ্গবান্ পর্ব্বতদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। শরদাগমে মদস্রাবী মত্ত মাতঙ্গদ্বয় যেরূপ করিণীর নিমিত্ত ধাবমান হয়, সেইরূপ তাঁহারা জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া পরস্পরের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং ভুজঙ্গের ন্যায় রোষবিষ উদ্গার করিয়া পরস্পরের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই বলদেবের শিষ্য, মহাবলশালী, গদাযুদ্ধ বিশারদ এবং মৃগেন্দ্রের ন্যায় নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ, নখদংষ্ট্রায়ুধ ব্যাঘ্রদ্বয়ের ন্যায় একান্ত দুঃসহ, লোক সংহারার্থ সমুচ্ছলিত সাগরদ্বয়ের ন্যায় দুস্তর, পাবকের ন্যায় ক্রোধোদ্দীপিত ও প্রলয়কালীন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য। তৎকালে উহাঁদিগকে অবলোকন করিয়া বোধ হইল যেন, মঙ্গল গ্রহদ্বয় ক্রোধভরে ধরাতলে ধাবমান হইতেছেন এবং রোষোদ্ধত দৈত্যদ্বয় যেন পরস্পরকে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাঁহারা মারুতসঞ্চালিত পূর্ব্ব পশ্চিম দিকে সমুত্থিত নিরন্তর বারিধারাবর্ষী বর্ষাকালীন জলধরযুগলের ন্যায়, শঠাজালজড়িত সিংহদ্বয়ের ন্যায় ও ক্রোধোদ্ধত বৃষদ্বয়ের ন্যায় বারম্বার গর্জ্জন, তুরঙ্গদ্বয়ের ন্যায় হ্রেষারব এবং মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বৃংহিত ধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রোষবশতঃ তাঁহাদিগের ওষ্ঠাধর বিকম্পিত হইতে লাগিল।

সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় ভ্রাতৃগণ, মহামতি বাসুদেব, মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব এবং কেকয়, সৃঞ্জয় ও পাঞ্চালগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় দণ্ডায়মান ছিলেন। রাজা দুর্য্যোধন বীরের ন্যায় তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি বৃকোদরের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব; এক্ষণে তুমি সমাগত ভূপালগণের সহিত উপবেশন পূর্ব্বক আমাদিগের সংগ্রাম সন্দর্শন কর। কুরুরাজ দুর্য্যোধন এই রূপ কহিলে, তত্রত্য সকলেই সেই স্থানে সমুপবিষ্ট হইয়া গগনমণ্ডলে সমুদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। মহামতি শ্রীমান্ বলদেব তাঁহাদিগের মধ্যে উপবেশন করিয়া রাত্রিকালীন নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যগত পূর্ণ শশধরের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর ও দুর্য্যোধন বৃত্রাসুর ও পুরন্দরের ন্যায় পরস্পরকে নিরীক্ষণ করত অতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৭।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের নিকট দুর্য্যোধনের সংগ্রামবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, হে সঞ্জয়! মনুষ্যত্বকে ধিক্! মনুষ্যের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। দেখ, আমার আত্মজ দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি ও অখিল ভূমণ্ডলের অধীশ্বর ছিল। মহীপালগণ প্রতিনিয়ত তাহার অনুমতি প্রতিপালন করিত। এক্ষণে সেই দুর্য্যোধন গদা ধারণ পূর্ব্বক পাদচারে সংগ্রামে গমন করিল! হায়! অদৃষ্টের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! হায়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন সমস্ত জগতের নাথ হইয়াও অনাথের ন্যায় কত দুঃখই ভোগ করিল! হে রাজন্! বিচিত্রবীর্য্যতনয় ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বিলাপ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহাবলশালী রাজা দুর্য্যোধন মহাহ্লাদে বৃষভের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করত বৃকোদরকে সংগ্রামার্থ আহ্বান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন ভীমসেনকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিবামাত্র ঘোরতর বিবিধ দুর্নিমিত্ত সমুদয় প্রাদুর্ভূত হইল। ঘোররব লোমহর্ষকর নির্ঘাত সমুদয় নিপতিত ও বায়ু প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। পাংশুবৃষ্টি ও ঘোরতর তিমিরজালে দশ দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। শত শত উল্কাপাতে গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত হইতে লাগিল। রাহু অসময়ে সূর্য্যকে গ্রাস করিল। সসাগরা বসুন্ধরা বিকম্পিত, শৈলশৃঙ্গ সমুদয় ধরাতলে নিপতিত ও কূপের জল পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অমঙ্গলসূচক শিবাগণ সমাগত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। বহুবিধ মৃগ দশ দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। অমঙ্গলসূচক জন্তুগণ সূর্য্যাধিষ্ঠিত দিক্ লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘোরতর শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল; কিন্তু কে যে, শব্দ করিতেছে, তাহা কিছুই বোধগম্য হইল না।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই সমুদয় দুর্নিমিত্ত সন্দর্শন করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কোনক্রমেই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না; ধনঞ্জয় যেরূপ খাণ্ডববনে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলেন, আজি আমিও সেইরূপ দুর্য্যোধনের উপর চিরসঞ্চিত ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার হৃদয়নিহিত শোকশল্য সমুদ্ধৃত করিব। আজি কুরুকুলাধম পাপাত্মার

কলেবর গদা দ্বারা শতধা বিভিন্ন করিয়া আপনার গলদেশে কীর্ত্তিময়ী মালা প্রদান করিব। এই দুর্ম্মতি পুনর্ব্বার হস্তিনানগরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। আজি আমাদের সর্পক্রোড়ে শয়ন, বিষান্ন ভোজন, জতুগৃহ দাহ, সভামধ্যে উপহাস, সর্ব্বস্ব অপহরণ, অজ্ঞাতবাস ও বনবাসজনিত বিবিধ দুঃখের শান্তি হইবে। আমি এক দিনেই ঐ পাপাত্মাকে সংহার করিয়া আপনার নিকট অঋণী হইব। আজি উহার পরমায়ু নিঃশেষিত ও মাতৃপিতৃদর্শন সমাপ্ত হইল। ঐ দুরাত্মা আর সুখসম্ভোগ কিম্বা কামিনীগণের সহিত সন্দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না। আজি ঐ কুরুকুলাঙ্গারকে রাজ্যহীন, জীবনবিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া ধরাতলে শয়ন করিতে হইবে। আজি রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শকুনির দুর্ম্মন্ত্রণা স্মরণ করিবেন।

হে রাজন্! শার্দ্দূলসদৃশ বিক্রমশালী ভীমসেন এই কথা বলিয়া সুররাজ ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রাসুরকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সেইরূপ দুর্য্যোধনকে আহ্বান করত রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং দুর্য্যোধনকে গদাহস্তে কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে পুনর্ব্বার তাঁহাকে কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! বারণাবত নগরে তোমরা পিতাপুত্রে আমাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত যে সমুদয় দুষ্কৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলে, তাহা স্মরণ কর। তোমরা সভামধ্যে রজস্বলা দ্রৌপদীকে যেরূপ ক্লেশ প্রদান ও শকুনির সহিত সমবেত হইয়া দ্যূতক্রীড়ায় ধর্ম্মরাজকে যে প্রবঞ্চনা করিয়াছিলে এবং আমরা তোমাদের নিমিত্ত বনবাসী হইয়া যে ক্লেশপরম্পরা ভোগ করিয়াছি, আজি সেই সকল দুঃখের মূলোচ্ছেদ করিব। আজি ভাগ্যবশতঃ তুমি আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছ। প্রবলপ্রতাপ মহারথ ভীষ্ম তোমার নিমিত্তই শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইয়া শরশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তোমার নিমিত্তই মহাবলশালী দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, আমাদের শত্রুতার প্রধান কারণ শকুনি, দ্রৌপদীর ক্লেশদাতা প্রাতিকামী এবং তোমার পরাক্রমশালী ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য অসংখ্য মহীপাল বিনষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে তোমাকেও এই গদাঘাতে নিশ্চয়ই নিহত করিব।

হে রাজন্। ভীমপরাক্রম ভীমসেন উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিলে, আপনার আত্মজ দুর্য্যোধন নির্ভয়চিত্তে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভীমসেন! অনর্থক বাগ্জাল বিস্তার করিবার প্রয়োজন নাই। অবিলম্বে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আজি নিশ্চয়ই তোমার যুদ্ধ-

শ্রদ্ধা বিনষ্ট করিব। হে কুলাধম! দুর্য্যোধন সামান্য লোকের ন্যায় ত্বৎসদৃশ ব্যক্তির কথায় ভীত হইবার নহে। আমি বহুদিবসাবধি তোমার সহিত গদাযুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বাসনা করিতেছি। আজি দৈব অনুকূল হইয়া আমার সেই মনোরথ পূর্ণ করিলেন। এক্ষণে আর অনর্থ বাক্যব্যয় ও আত্মশ্লাঘা করিবার আবশ্যক নাই। মুখে যেরূপ কহিতেছ, সত্বরে তাহা কার্য্যে পরিণত কর।

হে রাজন্! ঐ সময় সোম ও অন্যান্য বংশসম্ভূত যে সমুদয় নরপতি সেই স্থানে সমাগত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই কুরুরাজের সেই কথা শ্রবণে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মহাবীর দুর্য্যোধনও তাঁহাদিগের প্রশংসায় পুলকিতগাত্র হইয়া সংগ্রামে দৃঢ়নিশ্চয় হইলেন। সেই সময় ভূপালগণ রাজা দুর্য্যোধনকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তলরব দ্বারা পুনর্ব্বার আনন্দিত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনও গদা সমুদ্যত করিয়া মহাবেগে দুর্য্যোধনের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। সেই সময় বিজয়াভিলাষী পাণ্ডবগণের কুঞ্জর সকল বৃংহিত ধ্বনি ও তুরঙ্গমগণ বারংবার হ্রেষারব করিতে আরম্ভ করিল এবং অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত সমধিক প্রদীপ্ত হইতে লাগিল।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৮।

হে রাজন্! তখন কুরুরাজ দুর্য্যোধন বৃকোদরকে সংগ্রামে সমাগত দেখিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে পরস্পরকে আক্রমণ করত বাসব ও প্রহ্লাদের ন্যায় পরস্পর জিগীষাপরতন্ত্র হইয়া ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় সমরাঙ্গনে ভয়ানক প্রহারশব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। দর্শকগণ সেই শোণিতাক্তগাত্র গদাধারী বীরদ্বয়কে পুষ্পোপশোভিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় অবলোকন করিলেন। পরস্পরের গদানিষ্পেষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, গগনমণ্ডল খদ্যোতপুঞ্জে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অনন্তর সেই বীরদ্বয় সমরশ্রমে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিলেন এবং পুনরায় গদা গ্রহণ করত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও মনুষ্যগণ করিণীলাভাভিলাষী মদমত্ত মাতঙ্গদ্বয়ের ন্যায় ঐ বীরদ্বয়কে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত

দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং কে যে জয় লাভ করিবে, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনন্তর সেই মহাবীরদ্বয় পরস্পরের রন্ধ্রান্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দর্শকগণ বৃকোদরের যমদণ্ডোপম বজ্র সদৃশ ভীষণ গদা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন ভীষণ গদা বিঘূর্ণিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সমরাঙ্গনে ঘোরতর শব্দ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। কুরুরাজ দুর্য্যোধন বৃকোদরকে মহাবেগে গদা বিঘূর্ণিত করিতে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সেই সময় মহাবলশালী ভীমসেন গদাহস্তে বহুবিধ কৌশল ও মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর সেই বীরদ্বয় আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইয়া ভোজনলোলুপ মার্জ্জারদ্বয়ের ন্যায় বারম্বার পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে বিচিত্র মণ্ডল, গতি, প্রত্যাগতি, অস্ত্র, যন্ত্র, বিবিধ অবস্থান, পরিমোক্ষ, প্রহার বঞ্চন, পরিবারণ, অভিদ্রাবণ, আক্ষেপ, বিগ্রহ, পরাবর্ত্তন সংবর্ত্তন, অবপ্লুত, উপপ্লুত, উপন্যস্ত ও অপন্যস্ত প্রভৃতি বহুবিধ কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পরের গদাপাত পরিহার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মধ্যে মধ্যে রণক্রীড়া প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে গদা প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই সময় গদাপ্রহারে পরস্পরের কলেবর শোণিতধারায় সমাচ্ছন্ন হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, মাতঙ্গদ্বয় দশনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। হে রাজন্! এইরূপে বৃত্রাসুর ও পুরন্দরের ন্যায় সেই মহাবীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন দক্ষিণ মণ্ডল এবং বৃকোদর বাম মণ্ডল অবলম্বন করিয়া পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় মহারাজ দুর্য্যোধন গদা সমুদ্যত করিয়া মহাবেগে বৃকোদরের পার্শ্বদেশে প্রহার করিলে, মহাবলশালী ভীমসেন তাঁহাকে প্রহার করিবার মানসে বজ্রসদৃশ যমদণ্ডোপম ভীষণ গদা সমুদ্যত করিয়া বিঘূর্ণিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে দর্শকগণ একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। ঐ সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন বৃকোদরকে ভীষণ গদা বিঘূর্ণিত করিতে দেখিয়া তাঁহার গদার উপর গদা প্রহার করিলেন। পরস্পরের গদানিষ্পেষে সমরাঙ্গনে ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত ও তেজ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তখন মহাবীর দুর্য্যোধন বিবিধ মণ্ডল ও কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক রণস্থলে বিচরণ করত বৃকোদর অপেক্ষা সমধিক যুদ্ধনিপুণ বলিয়া পরিগণিত

হইলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন গদা বিঘূর্ণিত করিতে আরম্ভ করিলে, উহা হইতে অগ্নিশিখা ও ধূম বিনির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে রাজা দুর্য্যোধনও পর্ব্বতের ন্যায় সুদৃঢ় স্বীয় গদা বিঘূর্ণিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গদার ভ্রমণবেগ সন্দর্শনে সোমক ও পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার হইল। সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন ও ভীমসেন পরস্পর সমরক্রীড়া প্রদর্শন পূর্ব্বক পরস্পরকে গদাঘাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বৃকোদরকে গদাবেগ সম্বরণ করিতে অবলোকন করিয়া বিচিত্র কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভীমপরাক্রম ভীমসেন রোষপরবশ হইয়া তাঁহার গদার উপর গদা প্রহার করিলেন। তখন বজ্রদ্বয়ের ন্যায় ঐ দুই গদার অভিঘাতে ভয়ানক শব্দ ও অনলস্ফুলিঙ্গ সকল সমুত্থিত হইতে লাগিল। বৃকোদরের মহাবেগসম্পন্ন গদা দুর্য্যোধনের গদা প্রতিহত করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলে, উহার আঘাতে অবনীমণ্ডল বিকম্পিত হইল। তখন রাজা দুর্য্যোধন আপনার গদা প্রতিহত দর্শন করত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া বাম মণ্ডল প্রদর্শন পূর্ব্বক ভীমসেনের মস্তকে গদা প্রহার করিলেন। মহাবল বৃকোদর ঐ গদা প্রহারে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না; তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর দুর্য্যোধনের প্রতি স্বীয় কনকালঙ্কৃত গদা পরিত্যাগ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও অসম্ভ্রান্ত চিত্তে অবিলম্বে ঐ ভীমনিক্ষিপ্ত গদা ব্যর্থ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইল। তখন ভীমনিক্ষিপ্ত গদা নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া গম্ভীর শব্দ করত ভূমণ্ডল বিচলিত করিয়া নিপতিত হইল। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন রোষপরবশ হইয়া বৃকোদরের বক্ষঃস্থলে এক গদা প্রহার করিলেন। মহাবলশালী ভীম সেই গদাপ্রহারে বিচেতনপ্রায় হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা বিমূঢ় হইলেন। পাঞ্চাল ও সোমকগণ ভীমসেনকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া ভগ্নোৎসাহ ও বিমনায়মান হইয়া রহিলেন। পরিশেষে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কুরুরাজের গদাপ্রহারে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া কুঞ্জর যেরূপ কুঞ্জরের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ মহাবেগে দুর্য্যোধনের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে গদা প্রহার করিলেন। মহাবল দুর্য্যোধন ঐ আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া

অবনত জানুদ্বয়ে ধরাতল স্পর্শ করিলে, সৃঞ্জয়গণ পুনর্ব্বার মহা আনন্দে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের সেই সিংহনাদ শ্রবণে সাতিশয় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বৃকোদরকে দগ্ধ করিবার অভিলাষেই যেন তাঁহার প্রতি বারংবার কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন এবং তাঁহার মস্তক চূর্ণ করিবার নিমিত্ত মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহার ললাটদেশে গদা প্রহার করিলেন। মহাবীর বৃকোদর ঐ আঘাতে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অচলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঐ সময় সেই গদাপ্রহারে বৃকোদরের ললাটদেশ হইতে শোণিতধারা বিনির্গত হওয়াতে তাঁহাকে মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে শত্রুনিপাতন ধনঞ্জয়ের অগ্রজ ভীমসেন বজ্রসদৃশ লৌহময় গদা গ্রহণ করিয়া বল পূর্ব্বক কুরুরাজকে প্রহার করিলে, দুর্য্যোধন কাননমধ্যে মারুতবেগবিপাটিত কুসুমিত বৃক্ষের ন্যায় ঘূর্ণিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। পাণ্ডবগণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে ভূতলে নিপতিত সন্দর্শন করিয়া মহা আনন্দে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর মহারথ দুর্য্যোধন কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া হ্রদ হইতে সমুত্থিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন এবং ক্ষণকাল শিক্ষানৈপুণ্য প্রদর্শন পূর্ব্বক পর্য্যটন করিয়া ক্রোধভরে অগ্রবর্ত্তী ভীমসেনের উপর গদা প্রহার করিলেন। মহাবলশালী বৃকোদর কুরুরাজের গদাপ্রহারে নিতান্ত কাতর হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বজ্রসদৃশ গদা প্রহারে তাঁহার কবচ ভেদ করিলেন। তৎকালে অন্তরীক্ষে দেবতা ও অপ্সরোগণ কোলাহল ধ্বনি করিতে লাগিলেন। সুরগণ স্বর্গ হইতে বিচিত্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মহাবল বৃকোদর ধরাতলে নিপতিত এবং তাঁহার সুদৃঢ় বর্ম্ম নির্ভিন্ন হইলে, পাণ্ডবগণের অন্তঃকরণে অত্যন্ত ভয় সঞ্চার হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবল পরাক্রান্ত ভীম সংজ্ঞা লাভ করিয়া বদন পরিমার্জ্জন ও অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করত নিবৃত্তলোচনে রণস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

—•••—

একোনষষ্টিতম অধ্যায়। ৫৯।

হে রাজন্! তখন মহাবীর ধনঞ্জয় সেই মহাবলশালী বীরদ্বয়ের

ঘোরতর যুদ্ধ সন্দর্শন করিয়া কেশবকে কহিলেন, হে সখে! এই বৃকোদর ও দুর্য্যোধন ইহাঁদের মধ্যে কোন্ বীর তোমার মতে অপেক্ষাকৃত যুদ্ধবিশারদ এবং কাহারই বা কোন্ গুণ অধিক, তাহা বর্ণন কর।

হৃষীকেশ কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! ঐ বীরদ্বয় উভয়েই সমান উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বৃকোদর দুর্য্যোধন অপেক্ষা বলবান্ বটেন; কিন্তু ভীমসেন অপেক্ষা দুর্য্যোধনের যত্ন ও যুদ্ধনৈপুণ্য অধিক। অতএব বৃকোদর ন্যায়যুদ্ধে কোনক্রমেই দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবেন না। অন্যায় যুদ্ধ করিলেই দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন নিহত হইবে। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, সুরগণ মায়াপ্রভাবে অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র মায়াবলেই বিরোচনকে পরাজয় ও বৃত্রাসুরের তেজ হ্রাস করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভীমসেনও মায়াময় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে সংহার করুন। উনি দ্যূতক্রীড়াকালে কুরুরাজের উরু ভগ্ন করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এই সময় তাহা সফল হউক। মায়াবী রাজা দুর্য্যোধনকে মায়াপ্রভাবেই নিপাতিত করা বিধেয়। যদি বৃকোদর উহার সহিত ন্যায় যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিষম বিপদে নিপতিত হইবেন। হে ধনঞ্জয়! আর দেখ, এ সময় ধর্ম্মরাজের অপরাধেই পুনর্ব্বার আমাদিগের সাতিশয় ভয় উপস্থিত হইয়াছে। ভীষ্ম প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয় মহাবীরগণ বিনষ্ট হওয়াতেই আমাদিগের জয় লাভ, কীর্ত্তিলাভ ও বৈর নির্যাতন হইয়াছিল; কিন্তু ধর্ম্মরাজের নিমিত্ত এক্ষণে আমাদিগের বিজয়লাভে সন্দেহ সমুপস্থিত হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব কি নির্ব্বোধ! উনি কি বুঝিয়া কুরুরাজকে কহিলেন যে, তুমি আমাদিগের মধ্যে এক জনকে পরাজয় করিতে পারিলেই সমস্ত রাজ্য লাভ করিবে। কুরুরাজ একে গদাযুদ্ধবিশারদ, তাহাতে আবার একাগ্রচিত্তে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সুতরাং উহাকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইবে। দানবগুরু শুক্রাচার্য্য এই একটি সারার্থসম্বলিত কথা কহিয়াছেন যে, যাহারা প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামে শত্রুগণের সম্মুখীন হয়, তাহাদিগকে তৎকালে জীবিত নিরপেক্ষ ও একাগ্রচিত্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব তাহাদিগকে দেখিয়া ভয় করা কর্ত্তব্য। হে ধনঞ্জয়! বীরগণ জীবিত নিরপেক্ষ হইয়া সাহস পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইলে, দেবরাজ ইন্দ্রও তাহাদিগের সম্মুখীন হইতে অসমর্থ হন। দেখ, কুরুরাজ হতসৈন্য ও পরাভূত হইয়া রাজ্যলাভের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বন-

বাসে কৃতনিশ্চয় ও হ্রদমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তাহাকে পুনর্ব্বার সংগ্রামার্থ আহ্বান করা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য হইয়াছে। কুরুরাজ ত্রয়োদশ বৎসর গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছে এবং এক্ষণে বৃকোদরকে সংহার করিবার মানসে কখন ঊর্দ্ধে সমুত্থান ও কখন বা তির্য্যগ্‌ভাবে বিচরণ করিতেছে। অতএব যদি ভীমসেন অন্যায় যুদ্ধে উহাকে সংহার না করেন, তাহা হইলে ঐ বীর আমাদিগের নির্জ্জিত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া ভূপতি হইবে, সন্দেহ নাই।

হে রাজন্‌! মহাবলশালী অর্জ্জুন মহামতি বাসুদেবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক আপনার বাম জানুতে আঘাত করত বৃকোদরকে সঙ্কেত করিলেন। তদ্দর্শনে ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাঁহার অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া গদাহস্তে বাম মণ্ডল, দক্ষিণ মণ্ডল, যমক ও গোমূত্রক প্রভৃতি বহুবিধ গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক রণস্থলে বিচরণ করত কুরুরাজকে চমৎকৃত করিতে লাগিলেন। গদামার্গবিশারদ মহাবল দুর্য্যোধনও বৃকোদরকে বিনাশ করিবার বাসনায় সমরে বিচিত্র গতি প্রদর্শন পূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে সেই ক্রুদ্ধ কৃতান্ততুল্য বীরদ্বয় বিজয়লাভের অভিলাষে অগুরুচন্দন চর্চ্চিত ভীষণ গদা বিকম্পিত করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরকে সংহার ও বৈরানল নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত নাগলোলুপ গরুড়দ্বয়ের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সমীরণসংক্ষুব্ধ সাগরদ্বয়ের ন্যায়, মদমত্ত মাতঙ্গযুগলের ন্যায় বীরদ্বয়ের গদা সংঘর্ষণে রণস্থলে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুদয় বিনিঃসৃত ও নির্ঘাত শব্দ সদৃশ ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই নিদারুণ সংগ্রামে তাঁহারা উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন এবং পুনর্ব্বার ক্রোধভরে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সংগ্রামে গদা প্রহারে উভয়েরই কলেবর ক্ষত বিক্ষত হইল। তাঁহারা পঙ্কস্থিত মহিষদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের প্রতি প্রহার করত জর্জ্জরিতদেহ ও রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া হিমালয়স্থিত কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। ঐ সময় মহাবলশালী ভীমসেন ইচ্ছা পূর্ব্বক রন্ধ্র প্রদর্শন করিলে, দুর্য্যোধন ঈষৎ গর্ব্বিত হইয়া সহসা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহাবীর ভীমসেনও তাঁহাকে সম্মুখীন হইতে দেখিয়া মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দর্শনে কুরুরাজ দুর্য্যোধন তথা হইতে অপসৃত হইলেন; সুতরাং বৃকোদরের গদা নিষ্ফল হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। আপনার পুত্র এই প্রকারে সেই

প্রহার হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বৃকোদরের কলেবরে গদা প্রহার করিলেন। মহাবীর ভীমসেন ঐ আঘাতে রুধিরাক্ত গাত্র ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন; কিন্তু তৎকালে এরূপ ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন যে, দুর্য্যোধন তাঁহাকে অবিচলিত ও প্রতিপ্রহারোদ্যত বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বার আর প্রহার করিলেন না। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম পূর্ব্বক কুরুরাজের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন। দুর্য্যোধন বৃকোদরকে ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার প্রহার নিষ্ফল করিবার মানসে ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইবার যত্ন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অভিমুখীন হইলেন এবং রাজা দুর্য্যোধন ঊর্দ্ধে সমুত্থিত হইলে, তাঁহার জানুদ্বয় লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গদা নিক্ষেপ করিলেন। বৃকোদরের সেই বজ্র সদৃশ ভীষণ গদা কুরুরাজের জানুদ্বয় ভগ্ন করিয়া তাঁহাকে ধরাতলে নিপাতিত করিল।

হে রাজন্! মহাবলশালী রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে ভগ্নোরু হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিলে, সনির্ঘাত বায়ু প্রবাহিত, অদ্রিক্রমসম্বলিত সমস্ত বসুন্ধরা বিচলিত হইতে লাগিল। অবিরত শোণিতবৃষ্টি, ভীষণ উল্কাপাত ও পাংশু বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল। অন্তরীক্ষে যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচগণের ভীষণ শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। ঐ শব্দ শ্রবণে মৃগকুল ও বিহঙ্গমগণ তুমুল কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইল। রণস্থলস্থিত মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও মনুষ্যগণ ঘোরতর রবে চীৎকার করিতে লাগিল। ভেরী, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের মহা নির্ঘোষে গগনমণ্ডল ও অবনীমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অসংখ্য করচরণশালী ঘোরদর্শন কবন্ধগণ নৃত্য করিতে করিতে দিক্ সমুদয় সমাবৃত করিল। ধ্বজধারী ও অস্ত্রধারী বীর পুরুষগণ বিকম্পিত হইলেন। হ্রদ ও কূপ সমুদয় হইতে শোণিত উচ্ছলিত হইতে লাগিল। বেগবতী নদী সমুদয় প্রতিকূল প্রবাহে প্রবাহিত হইল এবং পুরুষগণকে কামিনীর ন্যায় ও কামিনীগণকে পুরুষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হে রাজন্! তৎকালে পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এইরূপ অদ্ভুত দুর্নিমিত্ত সকল সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, সিদ্ধ ও পবনচরগণ মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর ও দুর্য্যোধনের অদ্ভুত সংগ্রামবৃত্তান্ত বর্ণন ও তাঁহাদের প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে গমন করিতে লাগিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়। ৬০।

হে নরপতে! মহাবলশালী রাজা দুর্য্যোধন এই প্রকারে ভীম কর্ত্তৃক নিহত হইয়া সিংহনিপাতিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নিপাতিত হইলে পর, পাণ্ডব ও সোমকগণ মহা আনন্দে রোমাঞ্চিতগাত্র হইয়া কুরুরাজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন প্রবলপ্রতাপ বৃকোদর সমরশায়ী কুরুরাজ দুর্য্যোধনের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, রে দুরাত্মন্! পূর্ব্বে সভামধ্যে আমাদিগকে গরু গরু বলিয়া যে উপহাস এবং একবস্ত্রা দ্রৌপদীর প্রতি যে বহুবিধ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলি, আজি তাহার ফল ভোগ কর্। মহাবীর ভীমসেন এই কথা বলিয়া রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকে বাম পদাঘাত করিয়া রোষভরে পুনর্ব্বার বলিলেন, পূর্ব্বে যে যে দুরাত্মারা গরু গরু বলিয়া আমাদিগের সাক্ষাতে নৃত্য করিয়াছিল, আজি আমরা তাহাদিগের সাক্ষাতে গরু গরু বলিয়া নৃত্য করিব। আমরা শঠতাচরণ, বহ্নিপ্রদান, দ্যূতক্রীড়া ও বঞ্চনা প্রভৃতি কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই না; কেবল স্বীয় বাহুবল অবলম্বন পূর্ব্বক শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া থাকি।

হে রাজন্! মহাবলশালী ভীমসেন রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া ঈষৎ হাস্য করত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বাসুদেব, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব ও সৃঞ্জয়গণকে কহিলেন, দেখ, যে দুরাত্মারা একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন পূর্ব্বক বিবস্ত্রা করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল, সেই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ দ্রৌপদীর তপঃপ্রভাবে বিনষ্ট হইয়াছে। আর যাহারা আমাদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়া উপহাস করিয়াছিল, আমরা তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের স্বর্গলাভ বা নিরয়ভোগ হউক, কিছুতেই অসন্তুষ্ট নহি। মহাবল ভীমসেন এই কথা কহিয়া স্কন্ধস্থিত গদা গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সেই ধরাতলগত রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকে বাম পদাঘাত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ সোমকগণ বৃকোদরের সেই নীচ জনোচিত ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই আত্মশ্লাঘানিরত ভীমসেনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বৃকোদর! তুমি বৈরঋণ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ এবং সৎকার্য্য দ্বারা হউক কিম্বা অসৎকার্য্য দ্বারাই হউক, আপনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছ; এক্ষণে বিরত হও। দুর্য্যোধন আমাদিগের জ্ঞাতি, বিশেষতঃ এই বীর একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার এবং

কৌরবগণের অধিপতি ছিল; ইহার মস্তকে পদাঘাত করিয়া অধর্ম্মাচরণ করিও না। এক্ষণে ইহার বন্ধু, অমাত্য, সৈন্য, ভ্রাতা এবং পুত্রগণ বিনষ্ট হইয়াছে; অতএব এই বীর সর্ব্বপ্রকারেই শোচনীয়। বিশেষতঃ দুর্য্যোধন আমাদিগের ভ্রাতা; অতএব ইহার প্রতি এরূপ ব্যবহার করা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। হে ভীমসেন! প্রাচীন লোকমাত্রেই তোমাকে ধার্ম্মিক বলিয়া গণনা করেন; অতএব তুমি কি প্রকারে রাজাকে পাদ দ্বারা স্পর্শ করিতেছ?

হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে এই কথা বলিয়া সাশ্রুলোচনে দীনভাবে দুর্য্যোধনের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! তোমার দুঃখ বা শোক করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। এক্ষণে তুমি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ঘোরতর ফল ভোগ করিতেছ। হে কুরুসত্তম! আমরা তোমাকে সংহার করিব ও তুমি আমাদের হিংসায় প্রবৃত্ত হইবে, ইহা বিধাতাই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, তুমি লোভ ও বালকত্ব-নিবন্ধন আপনার দোষেই এরূপ বিপদাপন্ন হইয়াছ। তুমি বয়স্য, ভ্রাতা, গুরু, পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য আত্মীয়গণকে সংহার করিয়া পরিশেষে স্বয়ং বিনষ্ট হইলে। কেবল তোমার অপরাধেই আমরা ত্বদীয় ভ্রাতা ও জ্ঞাতিগণকে বিনষ্ট করিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি আর শোক করিও না। এক্ষণে তোমার পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প। আমরা নিতান্ত হতভাগ্য, এক্ষণে আমাদিগকে নিয়তই প্রাণাধিক বন্ধুবিচ্ছেদজনিত শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া দীনভাবে অবস্থান করিতে হইবে। আমরা কি প্রকারে বিপ্রপত্নী ও ভ্রাতৃবধূগণকে বিধবা ও শোকার্ত্ত দেখিয়া কালযাপন করিব। তুমি এস্থান হইতে সুরলোকে গমন পূর্ব্বক পরম সুখে অবস্থান করিবে, কিন্তু আমরা নিরয়সদৃশ নিদারুণ দুঃখ ভোগ করিতে রহিলাম। ধৃতরাষ্ট্রের বিধবা পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূগণ শোকে সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া আমাদিগকে অবিরত ভর্ৎসনা করিবেন। হে মহারাজ! ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া দুঃখিতচিত্তে বিলাপ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়। ৬১।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! অমিতপরাক্রম গদাযুদ্ধনিপুণ বলদেব

রাজা দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট দেখিয়া কি কহিলেন? তাহা বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে নরপতে! মহাবল পরাক্রান্ত বলরাম বৃকোদরকে কুরুরাজ দুর্য্যোধনের ঊরুদেশে গদা প্রহার করিতে দেখিয়া সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন এবং সেই মহীপালগণের মধ্যে বাহু সমুদ্যত করিয়া ভীষণ আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৃকোদরকে বারম্বার ধিক্কার প্রদান করত কহিলেন, এই ভীমসেন ধর্ম্মযুদ্ধে নাভির অধঃস্থলে গদা প্রহার করিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছে। বৃকোদর গদাযুদ্ধে যেরূপ অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল, এরূপ আর কোনস্থানে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। নাভির অধঃস্থলে কোনক্রমেই গদা প্রহার করিবে না, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত ও স্থির সিদ্ধান্ত; কিন্তু মহামূর্খ ভীমসেন শাস্ত্রসম্মত ব্যবহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

হে রাজন্। হলায়ুধ বলদেব এই কথা কহিতে কহিতে ক্রোধে অধীর হইয়া লাঙ্গল সমুদ্যত করত মহাবেগে বৃকোদরের প্রতি ধাবমান হইলেন। সেই সময় হলধর হস্ত সমুদ্যত করাতে তাঁহার রূপ বহুবিধ ধাতুরাগরঞ্জিত শ্বেত পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। তখ বিনয়ী কেশব বলরামকে ভীমের প্রতি ধাবমান দেখিয়া স্থূল বর্ত্তুল বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে ধারণ করিলেন। সেই ধবল ও কৃষ্ণ কলেবর যদুবংশীয় বীরদ্বয় একত্র সমবেত হইলে, অপরাহ্নকালীন গগনমণ্ডলগত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় তাঁহাদের অপূর্ব্ব শোভা হইল। সেই সময় যদুবংশাবতংস হৃষীকেশ বলরামের ক্রোধ শান্তি করিবার মানসে কহিতে লাগিলেন, হে মহাত্মন্! শাস্ত্রে ছয় প্রকার উন্নতি নির্দ্দিষ্ট আছে; আপনার উন্নতি, আপনার মিত্রগণের উন্নতি ও তাহাদের বন্ধু বান্ধবগণের উন্নতি এবং অরাতিগণের অবনতি, অরাতির মিত্রগণের অবনতি ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণের অবনতি। প্রাজ্ঞ লোক আপনার ও স্বীয় মিত্রগণের অবনতি দেখিলে, আপনার ক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া সত্বরে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। রণবিশারদ পাণ্ডবগণ আমাদিগের পিতৃস্বসার পুত্র; সুতরাং ইহাঁরা আমাদের সহজ মিত্র। এক্ষণে বিপক্ষগণ ইহাঁদিগকে নিতান্ত পরাভূত করিয়াছিল। আর দেখুন, প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই ক্ষত্রিয়গণের পরম ধর্ম্ম। মহাবীর ভীমসেন সভামধ্যে এই বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি সমরাঙ্গনে গদাপ্রহারে দুর্য্যোধনের ঊরু ভগ্ন করিব। আর পূর্ব্বকালে মহাতপা মৈত্রেয়ও দুর্য্যোধনকে এই

বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন যে, ভীমের গদাপ্রহারে তোমার উরু ভগ্ন হইবে। অতএব এক্ষণে বৃকোদরের এরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে অণুমাত্র অপরাধ দেখিতেছি না। হে রেবতীরমণ! আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন। পাণ্ডবগণের সহিত আমাদিগের যোনিসম্বন্ধ ও সাতিশয় সৌহার্দ্দ আছে; সুতরাং ইহাদিগের উন্নতি হইলেই আমাদিগেরও উন্নতি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

তখন ধর্ম্মপরায়ণ হলধর কেশবের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বাসুদেব! সাধুরাই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন; কিন্তু সেই ধর্ম্ম অর্থ ও কাম দ্বারা উপহত হয়। দেখ, অতিশয় লুব্ধ ব্যক্তি অর্থলোভে এবং অত্যাসক্ত ব্যক্তি কামপ্রভাবে ধর্ম্মবিহীন হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া কালযাপন করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ সুখভোগ করিতে সমর্থ হয়। হে বাসুদেব! এক্ষণে তুমি যতই চেষ্টা কর, বৃকোদর যে অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, তাহা আমার মনোমন্দির হইতে দূরীভূত করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না।

হৃষীকেশ কহিলেন, হে রেবতীরমণ! লোকে আপনাকে নিতান্ত শান্তপ্রকৃতি ও ধর্ম্মবৎসল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অতএব আপনি ক্রোধ সম্বরণ ও শান্তি অবলম্বন করুন। দেখুন, এক্ষণে কলিযুগ সমাগত হইয়াছে। বিশেষতঃ বৃকোদর যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিবার এই উপযুক্ত অবসর; অতএব ইনি এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে বৈর ও প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হউন।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত বলরাম কেশবের মুখে এই রূপ কূটধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াও অপ্রসন্ন চিত্তে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে হৃষীকেশ! বৃকোদর ধর্ম্মপরায়ণ দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মানুসারে নিহত করিয়াছেন; এই নিমিত্ত ভীম এই অবনীমণ্ডলে কূট যোদ্ধা বলিয়া বিখ্যাত হইবেন। আর কুরুরাজ দুর্য্যোধনও ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছেন; অতএব উনি শাশ্বত গতি এবং ইহলোকে অতিশয় যশোলাভ করিবেন। শ্বেত শৈলশিখরাকার রোহিণীনন্দন এই কথা কহিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক দ্বারকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বলদেব যাত্রা করিলে, পাঞ্চাল যাদব ও পাণ্ডবগণ সকলেই নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন। সেই সময় হৃষীকেশ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে অতি দীনভাবে অধোবদনে শোক ও চিন্তায় সাতিশয় ব্যাকুল দেখিয়া কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ; অতএব অধর্ম্মে

অনুমোদন করা আপনার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। বৃকোদর হতবন্ধু বিচেতন-প্রায় দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আপনি কি বলিয়া উহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন?

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কেশবের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে বাসুদেব! ভীমসেন ক্রোধবশতঃ রাজা দুর্য্যোধনের মস্তকে যে পদাঘাত করিয়াছেন, তাহা আমার অভিপ্রেত নহে। আমি কুলক্ষয়েও সন্তুষ্ট হই নাই; কিন্তু ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ নিত্য শঠতাচরণ পূর্ব্বক বিবিধ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিল। সেই সমুদয় কষ্ট বৃকোদরের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। আমিও তন্নিবন্ধনই আমার ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মানুসারেই হউক বা অধর্ম্মানুসারেই হউক, লোভপরবশ রাজা দুর্য্যোধনকে সংহার করিয়া মনোরথ পরিপূর্ণ করুক, এই বিবেচনা করিয়া জ্ঞাতিবিনাশ ও দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছি। হে মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে, যদুপ্রবীর হৃষীকেশ অতি কষ্টে তাঁহার বাক্যে সম্মত হইয়া বৃকোদরের কার্য্যে অনুমোদন করিলেন।

সেই সময় মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর শত্রুপরাজয়জনিত হর্ষে প্রোৎ-ফুল্ললোচন হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিমুখে অবস্থান করত তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আজি আপনার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল। এক্ষণে আপনি রাজধর্ম্মানুসারে এই রাজ্য শাসন করুন। এক্ষণে প্রবঞ্চনাপরতন্ত্র শঠতাপ্রিয় শত্রুতার প্রধান কারণ দুর্য্যোধন ধরাশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। সূতপুত্র, শকুনি ও দুঃশাসন প্রভৃতি অতি কর্কশভাষী বিপক্ষগণও বিনষ্ট হইয়াছে। অদ্যাবধি এই অদ্রিক্র-মসম্বলিত নানা রত্ন সমাকীর্ণ বসুন্ধরা পুনর্ব্বার আপনার হস্তগত হইল। এক্ষণে আপনি নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভীমসেন! অদ্য বাসুদেবের মন্ত্রণাপ্রভাবেই কুরুরাজ দুর্য্যোধন বিনষ্ট ও বৈরানল প্রশমিত এবং বসুন্ধরা পুনর্ব্বার আমাদের অধিকৃত হইল। অদ্য তুমি ভাগ্যবশতঃ শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া জয় লাভ পূর্ব্বক জননীর ও চিরসঞ্চিত ক্রোধের নিকট অঋণী হইলে।

———

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়। ৬২।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাণ্ডব ও সৃঞ্জয়গণ আমার পুত্র দুর্য্যোধনকে বৃকোদরের গদাপ্রহারে নিপাতিত অবলোকন করিয়া কিরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহামতি হৃষীকেশ এবং পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণ সিংহনিপাতিত মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দুর্য্যোধনকে ভীমের গদাঘাতে নিপাতিত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে উত্তরীয় বিকম্পন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় বসুন্ধরা পাণ্ডবগণের হর্ষবেগ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে কেহ কেহ শরাসনে টঙ্কার প্রদান, কেহ কেহ শঙ্খধ্বনি, কেহ কেহ দুন্দুভি শব্দ, কেহ কেহ ক্রীড়া ও কেহ কেহ বা হাস্য করত বৃকোদরকে বারম্বার কহিলেন, হে ভীমসেন! আজি তুমি গদাযুদ্ধবিশারদ কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়া মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। আজি সকলেই তোমাকে বৃত্রনিহন্তা দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় বোধ করিতেছেন। তুমি ব্যতীত কোন ব্যক্তিই বিচিত্রমার্গচারী মহাবীর দুর্য্যোধনকে সংহার করিতে সমর্থ হইত না। আজি তুমি সৌভাগ্যক্রমে কৌরবগণের সহিত শত্রুতা নিঃশেষিত করিয়া দুর্য্যোধনের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছ। ইতিপূর্ব্বে তুমি, সিংহ যেরূপ মহিষের রক্ত পান করিয়া থাকে, সেইরূপ দুঃশাসনকে সংহার পূর্ব্বক তাহার শোণিত পান করিয়াছিলে। হে বৃকোদর। যাহারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তুমি ভাগ্যবশতঃ তাহাদিগের মস্তকে পদার্পণ করিলে। তুমি রাজা দুর্য্যোধন ও অন্যান্য শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়া পৃথিবীমধ্যে মহতী কীর্ত্তি লাভ করিলে। বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইলে, বন্দিগণ যেরূপ দেবরাজ পুরন্দরকে অভিনন্দন করিয়াছিল, আজি দুর্য্যোধন নিহত হওয়াতে আমরা তোমাকে সেইরূপ অভিনন্দন করিতেছি। দুর্য্যোধনের নিধনকালে আমাদিগের যে পুলকোদ্গম হইয়াছিল, এপর্য্যন্ত তাহার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই। হে রাজন্! পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ সমবেত হইয়া বৃকোদরকে এইরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সেই সময় মহামতি বাসুদেব পুরুষবর পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের মুখে সেইরূপ অসঙ্গত প্রশংসা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভূপালগণ! মৃতকল্প শত্রুর প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। পাপসহায় নির্লজ্জ

দুর্য্যোধন যখন মহামতি বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, ভীষ্ম ও সঞ্জয় প্রভৃতি সুহৃদ্গণ বারম্বার অনুরোধ করিলেও লোভবশতঃ তাঁহাদের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে পৈতৃক রাজ্যের অংশ প্রদান করিতে সম্মত হয় নাই, তখনই আমি উহাকে নিহত বলিয়া অবধারণ করিয়াছি। এক্ষণে ঐ পুরুষাধম মিত্র বা শত্রুমধ্যেও পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নহে; ঐ ব্যক্তি কাষ্ঠের ন্যায় নিতান্ত জড় হইয়াছে। উহার প্রতি কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করা কদাচ বিধেয় নহে। চল, আমরা রথারূঢ় হইয়া এস্থান হইতে গমন করি। পাপপরায়ণ দুর্য্যোধন এত দিনের পর ভাগ্যক্রমে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট হইল।

হে রাজন্! কুরুরাজ দুর্য্যোধন হৃষীকেশের মুখে এইরূপ তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া বাহুযুগল দ্বারা ধরাতল ধারণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া সক্রোধলোচনে বাসুদেবের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি কলেবর অর্দ্ধোন্নত করাতে তাঁহাকে ছিন্নপুচ্ছ ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় বোধ হইল। রাজা দুর্য্যোধন ঐ সময় জীবনান্তকর বিষম বেদনায় সাতিশয় কাতর হইয়াছিলেন, তথাপি হৃষীকেশের তিরস্কারবাক্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে কর্কশ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে কংসদাসতনয়! অর্জ্জুন তোমার বাক্যানুসারে ভীমসেনকে আমার উরু ভগ্ন করিতে সঙ্কেত করিয়াছিল; বৃকোদর তজ্জন্যই অধর্ম্ম যুদ্ধে আমাকে নিপাতিত করিয়াছে; ইহাতে কি তোমার লজ্জা হয় না? তুমি অন্যায় উপায়দ্বারাই প্রতিদিন ধর্ম্ম যুদ্ধে প্রবৃত্ত সহস্র সহস্র ভূপালগণকে এবং শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া পিতামহ ভীষ্মকে নিপাতিত করিয়াছ। অশ্বত্থামা নামক গজ বিনষ্ট হইলে, তুমি কৌশলক্রমেই আচার্য্য দ্রোণকে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে দুর্ম্মতি ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার সমক্ষে দ্রোণাচার্য্যকে সংহার করিতে সমুদ্যত হইলে, তুমি একবার তাহাকে নিষেধ কর নাই। কর্ণ অর্জ্জুনকে সংহার করিবার নিমিত্ত বহুদিন অতি যত্ন পূর্ব্বক যে শক্তি রক্ষা করিয়াছিলেন, তুমি কৌশলক্রমে সেই শক্তি ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করাইয়া নিষ্ফল করিয়াছ। সাত্যকি তোমারই প্রবর্ত্তনাপরবশ হইয়া ছিন্নহস্ত প্রায়োপবিষ্ট ভূরিশ্রবাকে বিনষ্ট করিয়াছে। মহাবীর কর্ণ ধনঞ্জয়কে সংহার করিতে সমুদ্যত হইলে, তুমি কৌশলক্রমে তাঁহার সর্পবাণ ব্যর্থ করিয়াছ এবং পরিশেষে কর্ণের রথচক্র ভূগর্ভে প্রবিষ্ট ও তিনি সেই চক্র উদ্ধারের নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান্ হইলে, তুমি কৌশলক্রমে ধনঞ্জয় দ্বারা তাঁহাকে

নিপাতিত করিয়াছিলে; অতএব তোমার সদৃশ পাপাত্মা, নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ আর কেহই নাই। দেখ, তোমরা যদি ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও আমার সহিত ন্যায় যুদ্ধ করিতে, তাহা হইলে কোনক্রমে জয়লাভে সমর্থ হইতে না। তোমার অন্যায় উপায় দ্বারাই আমরা স্বধর্ম্মানুগত ভূপালগণের সহিত বিনষ্ট হইলাম।

মহাত্মা হৃষীকেশ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে গান্ধারীতনয়! তুমি অসৎ পথাবলম্বী হইয়া ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব ও অনুচরগণের সহিত বিনষ্ট হইলে। তোমার পাপেই মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও তোমার ন্যায় অসচ্চরিত্র কর্ণ বিনষ্ট হইয়াছেন। পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট পাণ্ডবগণের পৈতৃক অংশ বারম্বার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি দুর্ম্মতি শকুনির পরামর্শে লোভপরতন্ত্র হইয়া পাণ্ডবগণকে পৈতৃক রাজ্যের অংশ প্রদান কর নাই। তুমি বৃকোদরকে বিষান্ন ভক্ষণ করাইয়াছিলে এবং আর্য্যা কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে দগ্ধ করিবার মানসে জতুগৃহে অগ্নি প্রদান করিয়াছিলে। হে দুরাত্মন্! তুমি যৎকালে রজস্বলা দ্রৌপদীকে সভামধ্যে বিবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিলে, তৎকালেই তোমাকে বিনাশ করা অতি কর্ত্তব্য ছিল। তুমি শঠতাচরণ পূর্ব্বক দ্যূত নিপুণ শকুনির প্রভাবে অক্ষক্রীড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করিয়াছিলে। পাণ্ডবগণ মৃগয়ার্থ তৃণবিন্দুর আশ্রমে গমন করিলে, অরণ্যমধ্যে দুর্ম্মতি জয়দ্রথ তোমার মতানুসারেই দ্রৌপদীকে বিবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল এবং তোমার অপরাধেই অসংখ্য রথী একত্র সমবেত হইয়া একমাত্র বালক অভিমন্যুকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই সকল কারণেই তুমি বিনষ্ট হইলে। হে নির্লজ্জ! তুমি আমাদিগের উপর যে যে কুকর্ম্ম আরোপিত করিতেছ, স্বয়ং সেই সেই কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। তুমি কখনই দেবগুরু বৃহস্পতির উপদেশ-বাক্য শ্রবণ, বৃদ্ধগণকে সেবা ও তাঁহাদিগের হিতবাক্যে কর্ণপাত কর নাই। প্রবল লোভ ও ভোগতৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া বহুবিধ অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। এক্ষণে তাহারই পরিণত ফল ভোগ কর।

সেই সময় কুরুরাজ দুর্য্যোধন কহিলেন, হে বাসুদেব! আমি অধ্যয়ন, বিধানানুসারে দান, সসাগরা বসুন্ধরা শাসন, শত্রুগণের মস্তকোপরি অবস্থান, অন্য মহীপালগণের নিতান্ত দুর্লভ দেবভোগ্য সুখসম্ভোগ ও অত্যুৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি; পরিশেষে ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণের

প্রার্থনীয় সংগ্রামমৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব আমার সদৃশ সৌভাগ্যশালী আর কে আছে? এক্ষণে আমি ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলাম, তোমরা শোকাকুলিত চিত্তে মৃতপ্রায় হইয়া এই অবনীতে অবস্থান কর।

হে রাজন্! কুরুরাজ দুর্য্যোধন এই কথা কহিবামাত্র আকাশ হইতে সুগন্ধি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্বগণ সুমধুর বাদিত্র বাদন ও অপ্সরাগণ রাজা দুর্য্যোধনের যশোগান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সিদ্ধগণ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। সুগন্ধসম্পন্ন সুখস্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চালিত হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল সুনির্ম্মল হইল। ঐ সময় কেশবপ্রমুখ পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনের সেই সম্মানসূচক অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইতে লাগিলেন এবং তাঁহারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও ভূরিশ্রবাকে অধর্ম্ম-যুদ্ধে সংহার করিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত শোকাকুল হইলেন।

পরিশেষে মহামতি কেশব পাণ্ডবগণকে নিতান্ত চিন্তাকুল নিরীক্ষণ করিয়া মেঘগম্ভীর নির্ঘোষে কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ! ভীষ্মপ্রমুখ মহারথগণ ও কুরুরাজ দুর্য্যোধন অসাধারণ রণবিশারদ ও ক্ষিপ্রহস্ত ছিলেন, তোমরা কোনক্রমেই ধর্ম্মযুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না। আমি কেবল তোমাদিগের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত বহুবিধ উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি। আমি যদি ঐরূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম, তাহা হইলে কোনক্রমেই তোমরা জয়, রাজ্য ও অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হইতে না। দেখ, ভীষ্ম প্রভৃতি সেই চারি মহাত্মা অবনীমণ্ডলে অতিরথ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। লোকপালগণ সমবেত হইয়াও ধর্ম্মযুদ্ধে তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ, সংগ্রামে অপরিশ্রান্ত গদাধারী এই দুর্য্যোধনকে দণ্ডধারী কৃতান্তও ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত করিতে সমর্থ নহেন। অতএব বৃকোদর যে উহাঁকে অসৎ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক নিপাতিত করিয়াছেন, এ কথা আর আন্দোলন করিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে যে, শত্রুসংখ্যা অধিক হইলে, তাহাদিগকে কূটযুদ্ধে সংহার করিবে। দেবগণ কূটযুদ্ধের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অসুরগণকে, বিনষ্ট করিয়াছেন। তাঁহাদের অনুকরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছি; সায়ংসময়ও সমাগত হইয়াছে; অতএব চল, আমরা গজ, অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া

বিশ্রাম করি। মহামতি কেশব এই কথা কহিলে, পাঞ্চালগণ পাণ্ডবগণের সহিত মহা আনন্দে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহামতি হৃষীকেশও রাজা দুর্য্যোধনের বিনাশে আহ্লাদিত হইয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৩।

হে রাজন্। এইরূপে পাণ্ডবপক্ষীয় মহাবাহু ভূপতিগণ শঙ্খ প্রধ্মাপিত করিয়া শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবগণ আমাদিগের শিবিরাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, মহাধনুর্দ্ধর যুযুৎসু, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধরগণও স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের শিবিরে গমন করিলেন। তৎকালে ঐ শিবির জনশূন্য রঙ্গভূমির ন্যায়, উৎসবশূন্য নগরের ন্যায় এবং গজরাজশূন্য হ্রদের ন্যায় নিতান্ত শোভাবিহীন হইয়াছিল। বৃদ্ধ অমাত্যগণ স্ত্রী ও ক্লীবগণের সহিত ঐ শিবিরে অবস্থান করিতে ছিলেন। দুর্য্যোধনপ্রভৃতি বীরগণ কাশায় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রতিনিয়ত সেই সমুদয় বৃদ্ধ অমাত্যের উপাসনা করিতেন। মহারথ পাণ্ডবগণ ঐ শিবিরে উপনীত হইয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাদিগের হিতাভিলাষী বাসুদেব ধনঞ্জয়কে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি গাণ্ডীব শরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্রে রথ হইতে অবরোহণ কর। আমি পশ্চাৎ অবরোহণ করিব। মহাবলশালী অর্জ্জুন কেশবের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক গাণ্ডীব ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় গ্রহণ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তৎপরে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন হৃষীকেশও অশ্বরশ্মি পরিত্যাগ পূর্ব্বক রথ হইতে অবরোহণ করিলেন। জগৎপতি বাসুদেব ধনঞ্জয়ের রথ হইতে অবতীর্ণ হইলে, ধ্বজস্থিত কপিবর অন্তর্হিত হইল এবং অকস্মাৎ রথ, তূণীর, রশ্মি, অশ্ব ও যুগবন্ধ কাষ্ঠের সহিত প্রজ্বলিত ও ভস্মীভূত হইয়া গেল। পাণ্ডুতনয়গণ অর্জ্জুনের রথ ভস্মাবশিষ্ট সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সেই সময় মহাবীর ধনঞ্জয় বাসুদেবকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, হে বাসুদেব! আমার রথ কি

নিমিত্ত ভস্মীভূত হইল? যদি বলিবার কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলে এই আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় কীর্ত্তন কর।

মহামতি কেশব ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণ করতঃ কহিলেন, হে সখে! বিবিধ ব্রহ্মাস্ত্রপ্রভাবে পূর্ব্বেই তোমার এই রথে অগ্নিসংলগ্ন হইয়াছিল, কেবল আমি ইহাতে অবস্থান করিতে ছিলাম বলিয়াই একাল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয় নাই। এক্ষণে তুমি কৃতকার্য্য হইয়াছ বলিয়া আমি ঐ রথ পরিত্যাগ করিলাম; তন্নিবন্ধন উহা দগ্ধ ও ভস্মাশেষ হইল। ভগবান্ বাসুদেব ধনঞ্জয়কে এই কথা বলিয়া ঈষৎ গর্ব্বিতভাবে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আজি আপনি ভাগ্যক্রমে জয় প্রাপ্ত হইলেন। আপনার সমস্ত শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে এবং আপনিও ভ্রাতৃগণের সহিত এই বীরক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। এক্ষণে সময়োচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। আপনি পূর্ব্বে বিরাটনগরে আমাকে মধুপর্ক প্রদান পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন যে, হে বাসুদেব! অর্জ্জুন তোমার ভ্রাতা ও সখা, তোমারে ইহাকে সমস্ত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে, এই বলিয়া ধনঞ্জয়কে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তৎকালে আমিও আপনার বাক্য স্বীকার করিয়াছিলাম। এক্ষণে সেই সত্যপরাক্রম মহাবীর অর্জ্জুন মৎকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া জয় লাভ করতঃ ভ্রাতৃগণের সহিত বীরক্ষয়কর লোমহর্ষণ সংগ্রাম হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।

হে রাজন্! মহামতি হৃষীকেশ এই কথা কহিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মাধব! মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ও সূতপুত্র কর্ণ যে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তোমা ভিন্ন আর কে তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হয়? বজ্রপাণি ইন্দ্রও তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হন না। তোমার অনুগ্রহেই সংশপ্তকগণ বিনষ্ট হইয়াছে, ধনঞ্জয় অপরাঙ্মুখ হইয়া সংগ্রাম করিয়াছে এবং আমি পর্য্যায়ক্রমে বহুবিধ কার্য্য সংসাধন করিয়াছি। হে কেশব! বিরাটনগরে মহর্ষি দ্বৈপায়ন আমাকে কহিয়াছিলেন যে, যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই কৃষ্ণের অবস্থান এবং যে পক্ষে কৃষ্ণ, সেই পক্ষেরই জয় লাভ হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই।

হে রাজন্! অনন্তর পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ শিবিরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক আপনার অসংখ্য দাস, দাসী এবং সমস্ত সুবর্ণ, রজত, মণি, মুক্তা, বিবিধ আভরণ, কম্বল ও অজিন প্রভৃতি বহুবিধ ধন প্রাপ্ত হইয়া তুমুল কোলা-

হল করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবগণ ও সাত্যকি প্রভৃতি বীরগণ স্ব স্ব বাহনগণের বন্ধন মোচন ও শ্রমাপনোদন করিয়া ক্ষণকাল তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাযশা হৃষীকেশ কহিলেন, হে মহাবীরগণ! শুভানুষ্ঠানের নিমিত্ত এই রজনীতে শিবিরের বহির্ভাগে অবস্থিতি করাই আমাদিগের বিধেয়। তখন মহাবীর সাত্যকি ও পাণ্ডবগণ বাসুদেবের সহিত শিবির হইতে বহির্গত হইয়া নদীসমীপে আগমন পূর্ব্বক সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই রজনীতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া হতপুত্রা গান্ধারীকে আশ্বাসিত করিবার নিমিত্ত কেশবকে হস্তিনানগরে প্রেরণ করিলেন। মহাত্মা বাসুদেব তাঁহার আদেশানুসারে দারুক-সঞ্চালিত রথে আরোহণ করিয়া সত্বরে গান্ধারী-সন্নিধানে উপনীত হইলেন।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৪।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! রাজা যুধিষ্ঠির কি নিমিত্ত বাসুদেবকে গান্ধারীর সমীপে প্রেরণ করিলেন? পূর্ব্বে হৃষীকেশ ধর্ম্মরাজের নিয়োগানুসারে সন্ধি সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত কৌরবগণের নিকট গমন পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইতে অসমর্থ হইয়াছিলেন। এক্ষণে ঘোরতর সমরে কৌরবপক্ষীয় অসংখ্য বীর ও কুরুরাজ দুর্য্যোধন বিনষ্ট হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির শত্রুবিহীন ও যশস্বী হইয়াও কি জন্য বাসুদেবকে গান্ধারীর সমীপে প্রেরণ করিলেন? অবশ্যই ইহার কোন বিশেষ কারণ থাকিবে, আপনি তাহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! আপনি উত্তম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এক্ষণে যে জন্য যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে গান্ধারীর নিকট প্রেরণ করিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্যায় যুদ্ধে ভীমসেনের হস্তে দুর্য্যোধনকে নিহত দেখিয়া শঙ্কিত মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, পতিপরায়ণা তপস্বিনী গান্ধারী ক্রুদ্ধ হইলে ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিতে পারেন; অতএব অগ্রে তাঁহার ক্রোধশান্তি করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি অধর্ম্ম যুদ্ধে পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিলে আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিবেন, সন্দেহ নাই। রাজা দুর্য্যোধন ন্যায়ানুসারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা অন্যায়াচরণ পূর্ব্বক

তাহাকে সংহার করিয়াছি ; গান্ধারী এই কথা শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই দুঃসহ পুত্রশোক ও ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিবেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভয়শোকাকুলিত চিত্তে এই প্রকার অনেক চিন্তা করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, হে মাধব। তোমার অনুগ্রহেই আমাদিগের দুষ্প্রাপ্য রাজ্য নিষ্কণ্টক হইয়াছে ; তুমি আমার সাক্ষাতেই এই ঘোরতর সমরে বিবিধ কষ্ট সহ্য করিয়াছ। পূর্ব্বে তুমি দেবাসুর সংগ্রামকালে দানবগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত সুরগণের যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলে, এক্ষণে আমাদিগেরও সেইরূপ আনুকূল্য করিয়াছ। তুমি সারথ্যকার্য্য স্বীকার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিলে। তুমি যদি ধনঞ্জয়কে রক্ষা না করিতে, তাহা হইলে আমরা কোনক্রমেই এই সৈন্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতাম না। হে জনার্দ্দন! তুমি আমাদিগের নিমিত্ত বারংবার গদাঘাত, পরিঘ-তাড়ন এবং শক্তি, ভিন্দিপাল, তোমর ও পরশু প্রভৃতি বজ্র-সদৃশ অস্ত্র শস্ত্রের প্রহার ও অতি নিষ্ঠুর বাক্য সহ্য করিয়াছ। আজি দুর্য্যোধন বিনষ্ট হওয়াতে তাহা সফল হইল। এক্ষণে পুনরায় যাহাতে সমুদয় রক্ষা হয়, তোমাকে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা জয় লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ সংশয়দোলায় আন্দোলিত হইতেছে। ধৃতরাষ্ট্র-মহিষী গান্ধারী অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক কলেবর নিতান্ত ক্ষীণ করিয়াছেন। তিনি পুত্র ও পৌত্রগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করতঃ ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া আমাদিগকে নিশ্চয়ই ভস্মসাৎ করিবেন। অতএব আমার মতে তাঁহাকে প্রসন্ন করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে সেই পুত্রশোকসন্তপ্তা ক্রোধসংরক্তলোচনা গান্ধারীকে তুমি ভিন্ন আর কেহই নিরীক্ষণ করিতে পারিবে না ; অতএব তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিবার নিমিত্ত তোমাকেই তথায় গমন করিতে হইবে। তুমি অব্যয় এবং লোকের সৃষ্টি ও সংহার কর্ত্তা। তুমি যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সত্বরে গান্ধারীর ক্রোধ শান্তি করিতে পারিবে। আর মহামতি কৃষ্ণদ্বৈপায়নও সেই স্থানে উপনীত হইবেন। হে বাসুদেব! তুমি সর্ব্বদাই আমাদিগের হিতসাধন করিয়া থাক, অতএব গান্ধারতনয়ার ক্রোধ শান্তি করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সেই সময় মহাত্মা হৃষীকেশ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক সারথিকে কহিলেন, হে দারুক! তুমি শীঘ্র রথ সুসজ্জিত কর। দারুক বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অবিলম্বে রথ সুসজ্জিত করিয়া তাঁহাকে সম্বাদ প্রদান করিল। তখন মহা-

অতি কেশব রথে সমারূঢ় হইয়া ঘর্ঘরশব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করতঃ হস্তিনানগরে প্রবিষ্ট হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্রও বাসুদেবের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা মধুসূদন রথ হইতে অবরোহণ করিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্রের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রথমতঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে সন্দর্শন ও তাঁহার চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন, তৎপরে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে অভিবাদন পূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের হস্ত গ্রহণ করত করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ বিলাপ করিয়া সলিলদ্বারা লোচনদ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক বিধানানুসারে আচমন করত কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি কালের গতি সমুদয়ই বিদিত আছেন। পাণ্ডবগণ আপনার চিত্তানুবর্ত্তন এবং যাহাতে কুলক্ষয় ও ক্ষত্রিয়গণের নিধন না হয়, তাহার উপায় করিবার মানসে সাতিশয় যত্নবান্ হইয়াছিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। পাণ্ডবগণ কপটদ্যূতে পরাজিত হইয়া বনবাস ও বিবিধ বেশ ধারণ পূর্ব্বক অজ্ঞাত-বাস স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিতান্ত অক্ষমের ন্যায় নানাপ্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন। যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, আমি স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক সর্ব্বলোকের সাক্ষাতেই আপনার নিকট পাঁচ খানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনি তৎকালে কালোপহতচিত্ত ও লোভপর-তন্ত্র হইয়া তদ্বিষয়ে অসম্মত হইয়াছিলেন; অতএব আপনার দোষ-প্রযুক্তই সমুদয় ক্ষত্রিয়বংশ নির্ম্মূল হইয়াছে। মহাবীর ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লীক, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ও ধীমান্ বিদুর সন্ধি সংস্থাপনার্থ আপ-নাকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনি তদ্বিষয়ে সম্মত হন নাই। হায়! কালপ্রভাবে সকলেই মোহে অভিভূত হইয়া থাকে; আপনি ধীমান্ হইয়াও সন্ধিস্থাপনের কথা উত্থাপিত হইলে, বিমোহিত হইতেন; অতএব কাল ও অদৃষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্। হে মহারাজ! আপনি পাণ্ডবগণের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। এ বিষয়ে ধর্ম্মতঃ ন্যায়তঃ ও স্নেহতঃ তাঁহাদিগের কিছুমাত্র অপরাধ দেখিতে পাই না। আপনার অপরাধেই এই কুলক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি ইহা বিবেচনা করিয়া পাণ্ডবগণের প্রতি অসূয়াশূন্য হউন। এক্ষণে কুলরক্ষা, পিণ্ডদান ও পুত্রকর্ত্তব্য অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ সমস্তই পাণ্ডবগণের প্রতি নির্ভর করিতেছে। অতএব আপনি ও আর্য্যা গান্ধারী শোকাবেগ সম্ব-রণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদে তাঁহা-দিগকে প্রতিপালন করুন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বভাবতঃ আপনার প্রতি

যেরূপ স্নেহ ও ভক্তি করিয়া থাকেন, তাহা আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন। এক্ষণে তিনি সমুদয় শত্রুদিগকে সংহার করিয়াও দুঃখানলে দিবারাত্রি দগ্ধ হইতেছেন। তিনি আপনার ও গান্ধারীর নিমিত্ত নিরন্তর শোকার্দ্দিত হইয়া সুখের লেশমাত্র অনুভব করিতে পারিতেছেন না। আপনি পুত্রশোকে সন্তপ্ত ও নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন বলিয়া তিনি লজ্জাবশতঃ আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলেন না।

যদুবংশাবতংস মহামতি কেশব রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিয়া শোকসন্তপ্তা গান্ধারীকে কহিলেন, সুবলনন্দিনি! আপনার সদৃশ নারী ইহ লোকে আর দেখিতে পাই না। আপনি সভামধ্যে আমার সাক্ষাতেই আপনার পুত্রগণকে উভয়পক্ষের হিতজনক ধর্ম্মার্থযুক্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু আপনার পুত্রগণ তদ্বিষয়ে সম্মত হন নাই। তৎকালে আপনি দুর্য্যোধনকে তিরস্কার-বাক্যে কহিয়াছিলেন যে, রে মূঢ়! আমি কহিতেছি যে, স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়। এক্ষণে আপনার সেই বাক্য সত্য হইয়াছে; অতএব আপনি আদ্যোপান্ত সমুদয় বিবেচনা করিয়া শোক পরিত্যাগ করুন। হে মহাভাগে! আপনি মনে করিলে, তপঃপ্রভাবে স্বীয় রোষানলে চরাচর বিশ্ব দগ্ধ করিতে পারেন; কিন্তু অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে সংহার করিতে বাসনা করিবেন না।

সেই সময় গান্ধারী কেশবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা সত্য বটে; কিন্তু নিদারুণ শোকাবেগ-প্রভাবে আমার চিত্ত বিচলিত হইয়াছিল। এক্ষণে তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি শান্তভাব অবলম্বন করিলাম, যাহা হউক, বৃদ্ধ রাজা একে অন্ধ, তাহাতে আবার পুত্রবিহীন হইয়াছেন। এক্ষণে পাণ্ডবগণের সহিত তুমি উহাঁর অবলম্বন হইলে। শোকবিহ্বলা গান্ধারী এইমাত্র বলিয়া অর্দ্ধ বস্ত্রে বদন আচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহামতি হৃষীকেশ হেতুগর্ভ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

মহামতি বাসুদেব এই প্রকারে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর শোক নিবারণ করিতেছেন, এমন সময়ে অশ্বত্থামার দুরভিসন্ধি তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইলে তিনি সত্বরে গাত্রোত্থান করিয়া মহর্ষি ব্যাসদেবের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার সাক্ষাতে কুরুরাজকে কহিলেন, হে মহাত্মন্! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। এক্ষণে আমি গমন করিলাম; অশ্বত্থামা এই

রজনীতেই পাণ্ডবগণকে সংহার করিবার অভিলাষ করিয়াছে। উহা আমার বোধগম্য হওয়াতে আমি সহসা গাত্রোত্থান করিলাম। ঐ সময় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও পতিপরায়ণা গান্ধারী কেশিনিসূদন কেশবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে মধুসূদন! তুমি সত্বরে সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে রক্ষা কর। অচিরাৎ যেন তোমার সহিত পুনর্ব্বার আমাদিগের সাক্ষাৎ হয়।

সেই সময় মহামতি কেশব যে আজ্ঞা বলিয়া পাণ্ডবগণকে সন্দর্শন করিবার লালসায় দারুকসঞ্চালিত রথে সমারূঢ় হইয়া সেই যামিনীতেই হস্তিনানগর হইতে শিবির সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং সত্বরে পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগকে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া সাবধান পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এ দিকে কেশব প্রস্থান করিলে পর জগৎপূজ্য মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্যে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন।

—*০*—

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৫।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্র দুর্য্যোধন সাতিশয় কোপনস্বভাব। সে আপনাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করে। বিশেষতঃ পাণ্ডবদিগের সহিত তাহার বৈরভাব বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে বৃকোদর তাহার ঊরু ভগ্ন ও মস্তকে পদাঘাত করিলে, সে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কি কহিল?

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! কুরুরাজ দুর্য্যোধন ভগ্নোরু ও ধূলাবলুণ্ঠিত কলেবর হইয়া সেই বিষম বিপদসময়ে দশ দিক্ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কেশপাশ বন্ধন করত ক্রোধাবিষ্ট ভুজঙ্গমের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অবিরল বাষ্পপূর্ণ লোচনে বারংবার আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ধরাতলে বাহু নিষ্পেষণ পূর্ব্বক দশনে দশন নিপীড়ন করত মূর্দ্ধজজাল বিধুনন করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি পাণ্ডবাগ্রজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিন্দা করত কহিলেন, হায়! শান্তনুতনয় ভীষ্ম, মহাবল কর্ণ, কৃপ, শকুনি, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, শল্য ও কৃতবর্ম্মা প্রতিনিয়ত আমাকে রক্ষা করিতেন, তথাপি আমি এরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলাম! কালের মাহাত্ম্য অতিক্রম করিতে কেহই

সমর্থ নহে; আমি একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি হইয়াও এইরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইলাম। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমাদিগের মধ্যে যদি কেহ জীবিত থাকে, তাহা হইলে তুমি আমার অনুমতিক্রমে তাঁহাকে কহিবে যে, ভীমসেন নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমাকে নিপাতিত করিয়াছে। পাণ্ডবগণ ভূরিশ্রবা, কর্ণ, ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি নিতান্ত নৃশংসের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে। তাহারা এরূপ গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সাধুলোকের নিকট অনাদর প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই! ছল পূর্ব্বক জয় লাভ করিয়া কোন বীরই প্রীতি লাভ করিতে পারেন না। যে ব্যক্তি নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে, তাহাকে কোন বিবেচক ব্যক্তি সমাদর করেন না। পাপপরায়ণ ভীমসেন অধর্ম্মযুদ্ধে জয় লাভ করিয়া যেরূপ হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইয়াছে, আর কোন ব্যক্তিই এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাদৃশ আনন্দ প্রকাশ করেন না। এক্ষণে আমার উরু দেশ ভগ্ন হইয়াছে; সুতরাং বৃকোদর ক্রুদ্ধ হইয়া যে, আমার মস্তকে পদাঘাত করিবে, তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে ব্যক্তি প্রতাপশালী, রাজশ্রীযুক্ত ও বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত ব্যক্তিকে এরূপ অবমাননা করে, সে কি কখন সম্মানের উপযুক্ত হয়?

হে সঞ্জয়! আমি যুদ্ধধর্ম্মে যেরূপ পারগ, তাহা আমার পিতা মাতা বিলক্ষণ জানেন। সংপ্রতি তাঁহারা নিতান্ত দুঃখার্ত্ত হইয়াছেন; অতএব তুমি আমার আদেশানুসারে তাঁহাদিগকে কহিবে, যে, আমি বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান, ভৃত্যদিগকে প্রতিপালন, ধর্ম্মানুসারে সসাগরা পৃথিবী শাসন, জীবিত বিপক্ষগণের মস্তকে অবস্থান, অর্থীদিগকে অর্থ প্রদান ও মিত্রগণের হিতকার্য্য সাধন করিয়াছি। আমি বন্ধুবান্ধবগণের সম্মান বর্দ্ধন, বশীভূত ব্যক্তিগণকে যথাবিধি পূজা, ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা, প্রধান প্রধান রাজগণকে অনুমতি প্রদান, অন্যের নিতান্ত দুর্লভ সম্মান লাভ ও উৎকৃষ্ট অশ্বে গমনাগমন করিয়াছি; আমি শত্রুরাজ্য অধিকার করিয়াছিলাম। অনেকানেক ভূপালগণ দাসের ন্যায় আমার বশতাপন্ন হইয়াছিল। আমি বেদাধ্যয়ন ও পরম সুখে জীবন ধারণ করিয়াছি এবং এক্ষণেও ধর্ম্মযুদ্ধে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইলাম; সুতরাং মৎসদৃশ সৌভাগ্যশালী আর কে আছে? ভাগ্যবশতঃ অরাতিগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আমাকে ভৃত্যের ন্যায় তাহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল না। সৌভাগ্যক্রমে আমি কলেবর পরিত্যাগ করিলে পর, আমার রাজলক্ষ্মী অন্যের আশ্রিত হইবেন। ধর্ম্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়গণ

যেরূপ মৃত্যু বাসনা করেন, আমি সেইরূপ মৃত্যু লাভ করিলাম। আমি সংগ্রামে পরাভূত হইয়া প্রাকৃত লোকের ন্যায় বৈরভাব পরিত্যাগ করি নাই। নিদ্রিত বা প্রমত্ত শত্রুকে সংহার করিলে, যেরূপ পাপে লিপ্ত হইতে হয়, বিষপ্রয়োগ দ্বারা শত্রুকে বিনাশ করিলে, যেরূপ অধর্ম্ম হইয়া থাকে, ধর্ম্মবর্জ্জিত ভীমসেন নিয়ম উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমাকে নিপাতিত করিয়া সেইরূপ পাপের অনুষ্ঠান করিয়াছে। হে সঞ্জয়! তুমি আমার অনুমতিক্রমে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যকে কহিবে যে, পাণ্ডবগণ নিয়ম উল্লঙ্ঘন ও সর্ব্বদাই অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; অতএব তোমরা কোনক্রমেই তাহাদিগকে বিশ্বাস করিও না।

রাজা দুর্য্যোধন আমাকে এই কথা কহিয়া বার্ত্তাবহগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, বৃকোদর অধর্ম্মযুদ্ধে আমাকে সংহার করিয়াছে। এক্ষণে আমি স্বর্গগত বৃষসেন, শকুনি, জলসন্ধ, ভগদত্ত, সোমদত্ত, জয়দ্রথ, লক্ষণ, দুঃশাসনতনয় এবং দুঃশাসন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য বীরবর্গের অনুগামী হইব। হায়! আমার ভগিনী দুঃশলা ভ্রাতৃগণের ও ভর্ত্তার নিধনবার্ত্তা শ্রবণ পূর্ব্বক সাতিশয় দুঃখিত হইয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইবে? আমার বৃদ্ধ পিতা ও জননী গান্ধারী, পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূগণে পরিবেষ্টিত হইয়া শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইবেন। আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা আমার ও অনুজ লক্ষণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিবে। এক্ষণে বাগ্‌বিশারদ পরিব্রাজক চার্ব্বাক যদি এই বৃত্তান্ত অবগত হন, তবে তিনি নিশ্চয়ই আমার উপকারার্থ শত্রুনিধনে প্রবৃত্ত হইবেন। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ত্রিলোকবিশ্রুত এই পবিত্র সমন্ত পঞ্চক তীর্থে দেহত্যাগ পূর্ব্বক শাশ্বত লোকে গমন করিব।

হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন এইরূপে বিলাপ ও অনুতাপ করিলে, তত্রত্য সমুদয় লোকেই অবিরত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে দশ দিকে ধাবমান হইল। তখন এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদয় পৃথিবী বিকম্পিত ও নির্ঘাতশব্দ সমুত্থিত হইল এবং দিঙ্মণ্ডল সাতিশয় মলিন হইয়া গেল। অনন্তর সেই বার্ত্তাবহগণ অশ্বত্থামার সমীপবর্ত্তী হইয়া গদাযুদ্ধ ও দুর্য্যোধনের নিপাতন বার্ত্তা নিবেদন পূর্ব্বক বহুক্ষণ চিন্তা করত দুঃখিত চিত্তে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়। ৬৬।

হে রাজন্! তখন সেই গদা, শক্তি, তোমর ও শরের আঘাতে জর্জ্জরিত কলেবর হতাবশিষ্ট মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা দূতগণের নিকট রাজা দুর্য্যোধনের উরুভগ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মারুতবেগগামী অশ্বসংযোজিত রথে সমারূঢ় হইয়া অবিলম্বে রণস্থলে আগমন পূর্ব্বক দেখিলেন যে, কুরুরাজ দুর্য্যোধন কাননমধ্যে ব্যাধনিপাতিত শোণিতাক্ত কলেবর মহামাতঙ্গের ন্যায়, সহসা নিপতিত আদিত্যমণ্ডলের ন্যায়, মহাবাতপরিশুষ্ক সমুদ্রের ন্যায়, তুষারসমাবৃত পূর্ণ শশধরের ন্যায় ও মারুত বেগবিপাটিত মহাবৃক্ষের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীর ধূলিপটলে ধূসরিত হইয়াছে। ধনাভিলাষী ভৃত্যগণ যেরূপ ভূপতির চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ ভূত ও রাক্ষসগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার লোচনদ্বয় ক্রোধভরে উদ্ধৃত ও ললাট ভ্রুকুটিকুটিল হইয়াছে। কৃপ প্রভৃতি মহারথগণ দুর্য্যোধনকে তদবস্থায় নিপতিত অবলোকন করিয়া শোক ও দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইলেন এবং তিন জনেই স্ব স্ব রথ হইতে অবরোহণ করিয়া মহাবেগে তাঁহার সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক ধরাতলে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর দ্রোণনন্দন মহাবীর অশ্বত্থামা বাষ্পপূর্ণলোচনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে সর্ব্বলোকাধিপতে! তুমি যখন ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া ধরাতলে শয়ন করিয়াছ, তখন জগতের সমস্ত পদার্থই অকিঞ্চিৎকর। হায়! পূর্ব্বে তুমি সসাগরা বসুন্ধরা শাসন করিয়া অদ্য কি প্রকারে একাকী এই নির্জ্জন কাননে অবস্থান করিতেছ? কি জন্য মহারথ দুঃশাসন, কর্ণ ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদিগকে দেখিতেছি না? কৃতান্তের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়। দেখ, তুমি সর্ব্বলোকের অধিপতি হইয়াও আজি ধূলিধূসরিত কলেবরে শয়ন করিয়া রহিয়াছ। কালের কি আশ্চর্য্য মহিমা! যিনি পূর্ব্বে ভূপালগণের অগ্রে অবস্থিতি করিতেন, আজি তিনি পাংশুগ্রাস করিতেছেন। হে কুরুরাজ! এক্ষণে তোমার সে শ্বেতচ্ছত্র, সে নির্ম্মল ব্যজন এবং সেই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা কোথায় রহিল? কার্য্য কারণের গতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। তুমি সর্ব্বলোকের মাননীয় ও সুররাজ ইন্দ্রসদৃশ বিভবশালী হইয়াও এরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলে! কি আশ্চর্য্যের বিষয়। এক্ষণে তোমার এ-খ

সন্দর্শনে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, লক্ষ্মী কাহারই নিকট চিরকাল স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন না।

হে রাজন্! তখন রাজা দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাহুযুগলদ্বারা লোচনদ্বয় পরিমার্জ্জন ও অশ্রু জলধারা বিসর্জ্জন করত তাঁহাকে এবং কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে কহিলেন, বীরগণ! পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, লোকস্রষ্টা বিধাতা এইরূপ মর্ত্ত্য ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন যে, কালক্রমে সমুদয় জীবেরই বিনাশ হইবে; অতএব এক্ষণে আমি তোমাদিগের সমক্ষেই সেই মর্ত্ত্য ধর্ম্মানুসারে বিনাশ প্রাপ্ত হইলাম। পূর্ব্বে আমি সসাগরা বসুন্ধরা প্রতিপালন করিয়া এক্ষণে এরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি। যাহা হউক, ভাগ্যবশতঃ আমি কখন কাহারও যুদ্ধে বিপদ্গ্রস্ত হইয়া পলায়ন করি নাই। ভাগ্যবশতঃ পাপাত্মা পাণ্ডবগণ ছল পূর্ব্বক আমাকে বিনিপাতিত করিল। ভাগ্যবশতঃ আমি প্রতিনিয়ত সংগ্রামে উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছি এবং ভাগ্যবশতঃ আমি এক্ষণে সমরাঙ্গনে জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বিনষ্ট হইলাম। যাহা হউক, আমি যে, তোমাদিগকে এই লোকক্ষয়কর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে বিমুক্ত ও মঙ্গলযুক্ত সন্দর্শন করিলাম, ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। তোমরা সৌহার্দ্যপ্রযুক্ত আমার বিনাশে অণুমাত্র পরিতাপ করিও না। যদি বেদবাক্য যথার্থ হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই সুরপুরে গমন করিব। আমি অমিততেজা কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত আছি। তিনি আমাকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট করেন নাই; অতএব আমার নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন নাই? তোমরা স্ব স্ব উৎসাহ ও পরাক্রমে অনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান ও প্রতিনিয়ত জয়লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে; কিন্তু পরিণামে শত্রুজয়ে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইলে না। কি করিবে, দৈবকে অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নহে।

হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন এই কথা কহিয়া বাষ্পপূর্ণ লোচনে ক্ষণকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ব্যথায় বিহ্বল হইয়া রহিলেন। অশ্বত্থামা রাজা দুর্য্যোধনকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন পূর্ব্বক প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং করে কর-নিষ্পীড়ন করিয়া বাষ্পাকুললোচনে গদগদবচনে দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে কুরুরাজ! নীচাশয় পাণ্ডবগণ অতি নৃশংসের ন্যায় কার্য্য করিয়া আমার পিতাকে বিনষ্ট করিয়াছে। কিন্তু তোমার নিমিত্ত আমার যেরূপ অনু-

স্তাপ হইতেছে, তাঁহার জন্য সেরূপ হয় নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, ধর্ম্ম, সুকৃত ও সত্যদ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, যে কোন প্রকারেই হউক, আমি আজি কেশবের সাক্ষাতেই সমুদয় পাঞ্চালদিগকে সংহার করিব। তুমি আমাকে অনুমতি প্রদান কর।

হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি সত্বরে জলপূর্ণ কলস আনয়ন করুন। কৌরবহিতৈষী কৃপাচার্য্য রাজা দুর্য্যোধনের আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ জলপূর্ণ কলস গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষে উপনীত হইলেন। সেই সময় রাজা দুর্য্যোধন কহিলেন, হে দ্বিজবর! আপনি যদি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হন, তবে শীঘ্র অশ্বত্থামাকে সেনাপতি করুন। ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন যে, রাজা অনুজ্ঞা প্রদান করিলে, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণের সংগ্রাম করা দোষাবহ নহে। মহাবীর কৃপাচার্য্য কুরুরাজের এই বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ অশ্বত্থামাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। তখন অশ্বত্থামা রাজা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন করিয়া সিংহনাদে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত করত কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন রাজা দুর্য্যোধন রক্তাক্তগাত্রে সেই স্থানেই সেই সর্ব্বভূতভয়াবহ ঘোরতর যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন।

শল্য পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

—০৷০—

গদ্য

মহাভারত।

ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত মূলের অনুবাদ।

সৌপ্তিক পর্ব্ব।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

এবং বিনামূল্যে বিতরিত।

"এই মহাভারত সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকা স্বরূপ।"

ঋষিবাক্য।

২য় সংস্করণ।

কলিকাতা।

ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

৩৬৭ নং—চিৎপুর রোড, যোড়াসাঁকো।

সন ১২৮৬ সাল।

মহাভারত।

—০*০—

সৌপ্তিক পর্ব্ব।

—*—

প্রথম অধ্যায়। ১।

নারায়ণ, নরোত্তম নর ও সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া জয়োচ্চারণ করিবে।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! এই প্রকারে মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য ইহাঁরা শোকসন্তপ্ত চিত্তে সমরাঙ্গন হইতে দক্ষিণাভিমুখে ধাবমান হইয়া সন্ধ্যাকালে শিবিরের অনতিদূরে উপনীত হইলেন এবং বাহন সমুদয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্কিতচিত্তে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত পাণ্ডবগণের বলবীর্য্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা জিগীষাপরতন্ত্র পাণ্ডবগণের ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণ করত, পাছে তাঁহারা অনুসরণ করেন, এই ভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! ঐ মহারথগণ কুরুরাজ দুর্য্যোধনের দুর্দ্দশা দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; এক্ষণে কিয়দ্দূর গমন করত সাতিশয় পিপাসার্ত্ত হইয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! বৃকোদর অযুত মাতঙ্গতুল্য বলশালী আমার পুত্রকে নিপাতিত করিয়া অতি আশ্চর্য্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। আমার যুবা পুত্র বজ্রের ন্যায় দৃঢ় ও সকলের অবধ্য ছিল; কিন্তু পাণ্ডবগণ তাহাকে নিপাতিত করিল। এক্ষণে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, মানবগণ কোন ক্রমেই অদৃষ্ট অতিক্রম করিতে পারে না। হা! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রসারময়; নতুবা শত পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও কেন উহা সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না। হায়! অতঃপর এই হতপুত্র বৃদ্ধমিথুনের ভাগ্যে কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে? আমি কোন

ক্রমেই পাণ্ডবগণের রাজ্যে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইব না। আমি স্বয়ং রাজা ও রাজার পিতা; আমি সসাগরা বসুন্ধরা উপভোগ ও মহীপালগণকে শাসন করিয়াছি। এক্ষণে কি প্রকারে আমার শতপুত্র-নিহন্তা বৃকোদরের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া দাসের ন্যায় অবস্থান করিব। মহাত্মা বিদুর আমার আত্মজ দুর্য্যোধনকে নানা প্রকার হিতোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত করে নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার বাক্য অনাদর করিবার ফল পরিণত হইল। আমি কিছুতেই এক্ষণে বৃকোদরের নিষ্ঠুর বাক্য সহ্য করিতে পারিব না।

হে সঞ্জয়! এক্ষণে দুর্ম্মতি ভীমসেন অধর্ম্মযুদ্ধে দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিলে, অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কি করিলেন? তাহা বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর অশ্বত্থামাপ্রমুখ তিন মহারথ অনতিদূরে গমন পূর্ব্বক এক দ্রুমরাজিবিরাজিত লতাজালসমাবৃত ভয়ঙ্কর অরণ্য দেখিতে পাইলেন। সেই সময় তাঁহারা মুহূর্ত্তকাল তথায় বিশ্রাম পূর্ব্বক অশ্বগণকে জলপান করাইয়া সেই বিবিধ মৃগ, পক্ষী ও হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ ফলপুষ্পোপশোভিত, নীলোৎপলসমলঙ্কৃত সলিলসম্পন্ন কাননমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা সহস্রশাখাসম্পন্ন এক বট বৃক্ষ দর্শন করিলেন এবং উহার সন্নিধানে উপনীত ও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণের বন্ধন উন্মোচন করত আচমন পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দিবাকর অস্তাচলে গমন করিলে, শর্ব্বরী সমাগতা হইল। গগনমণ্ডল গ্রহনক্ষত্রগণে বিভূষিত হইয়া বিচিত্র বসনের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। নিশাচরগণ স্বেচ্ছানুসারে গমনাগমন ও কোলাহল করিতে লাগিল। দিবাচরগণ নিদ্রায় অভিভূত হইল এবং ক্রব্যাদগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া উঠিল। সেই সময় কৃতবর্ম্মা, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য সেই বট বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া দুঃখিত ও শোকাকুলিত চিত্তে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধবৃত্তান্ত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অস্ত্র শস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং অচিরকালমধ্যেই নিদ্রাবেশ হওয়াতে সেই বৃক্ষতলেই শয়ন করিলেন। দুঃখভোগে অনভ্যস্ত কৃপ ও কৃতবর্ম্মা অনাথের ন্যায় সেই ভূতলে শয়ন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মহাবীর অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের প্রতি

নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াও নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারিলেন না। তিনি জাগ্রদবস্থায় থাকিয়া বনের চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতে করিতে উহার মধ্যে একটী সুদীর্ঘ ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। সেই বৃক্ষের শাখায় সহস্র সহস্র কাক স্ব স্ব আবাসে শয়ন করিয়া সুখে যামিনী যাপন করিতেছিল। ঐ সময় গরুড়ের ন্যায় বেগবান্ পিঙ্গলবর্ণ মহাকায় এক উলূক সেই স্থানে সমাগত হইল। তাহার মুখ ও নখর সুদীর্ঘ। পেচক ধীরে ধীরে সেই ন্যগ্রোধ বৃক্ষের শাখায় নিপতিত হইয়া বায়সগণের নিকট গমন পূর্ব্বক কাহার কাহার পক্ষচ্ছেদ, কাহার কাহার শিরশ্ছেদ এবং কাহার কাহারও পদভঙ্গ করিয়া তত্রত্য বায়সগণকে প্রায় নিঃশেষিত করিল। বায়সগণের কলেবরে সেই বৃক্ষতল একবারে সমাচ্ছন্ন হইল। বায়সান্তক পেচক শক্রগণকে এইরূপে নিপাতিত করিয়া সাতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।

মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা যামিনীযোগে পেচককে এই প্রকারে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া, শক্রগণকে সেইরূপে সংহার করিবার নিমিত্ত মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই উলূক আমাকে শক্র সংহার-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিল। এক্ষণে বৈরনির্য্যাতনের উপযুক্ত সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। আজি আমি রাজা দুর্য্যোধনের সমীপে পাণ্ডবগণকে সংহার করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; কিন্তু তাহারা বিজয়ী, বলশালী এবং অস্ত্র শস্ত্র ও উৎসাহশক্তিসম্পন্ন; সুতরাং তাহাদিগকে সম্মুখযুদ্ধে কোনক্রমেই বিনাশ করিতে সমর্থ হইব না! এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিলে, বোধ হয়, আমাকেই জীবন পরিত্যাগ করিতে হইবে; কিন্তু ছদ্মভাব অবলম্বন করিলে, কার্য্যসিদ্ধি ও শক্রগণকে বিনষ্ট করিতে পারিব, সন্দেহ নাই। পণ্ডিতগণ সন্দিগ্ধবিষয় অপেক্ষা অসন্দিগ্ধ বিষয়েই হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। আর ক্ষত্রধর্ম্ম অবলম্বন করিলে, লোকনিন্দিত অতি গর্হিত কার্য্যেরও অনুষ্ঠান করিতে হয়। বিশেষতঃ, নীচাশয় পাণ্ডবগণ পদে পদে শঠতাপরিপূর্ণ অতি কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। তত্ত্বদর্শী ধার্ম্মিকগণও কহিয়া থাকেন যে, শক্রপক্ষীয় সৈন্যগণ পরিশ্রান্ত, শস্ত্রবিদীর্ণ, নায়কবিহীন, অর্দ্ধরাত্রি সময়ে নিদ্রিত এবং আহার, প্রস্থান বা প্রবেশে প্রবৃত্ত হইলেও তাহাদিগকে সংহার করা কর্ত্তব্য, সন্দেহ নাই।

প্রবলপ্রতাপ অশ্বত্থামা এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই রাত্রিতে নিদ্রাভিভূত পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া মাতুল

কৃপাচার্য্য ও ভোজরাজ কৃতবর্ম্মাকে জাগরিত করিলেন। মহাবলশালী কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা গাত্রোত্থান করিয়া অশ্বত্থামার দুরভিসন্ধি শ্রবণ পূর্ব্বক লজ্জিত হইয়া কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। সেই সময় মহাবল অশ্বত্থামা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত বাষ্পপূর্ণলোচনে কৃপাচার্য্যকে কহিতে লাগিলেন, হে মাতুল! যাহার নিমিত্ত আমরা পাণ্ডবগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি, নীচাশয় বৃকোদর সেই মহাবল পরাক্রান্ত একাদশ অক্ষৌহিণীর সেনাপতি অদ্বিতীয় বীর রাজা দুর্য্যোধনকে নিপাতিত করিয়া তাঁহার মস্তকে পদার্পণ পূর্ব্বক অতি নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। ঐ শ্রবণ করুন, পাঞ্চালগণ সিংহনাদ, শঙ্খধ্বনি ও দুন্দুভিনির্ঘোষ করিয়া মহা আনন্দে হাস্য পরিহাস করিতেছে; শঙ্খনিনাদমিশ্রিত তুমুল বাদ্যধ্বনি মারুত পরিচালিত হইয়া দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিতেছে; পূর্ব্বদিকে তুরঙ্গগণের হ্রেষারব, মাতঙ্গগণের বৃংহিতধ্বনি, বীরগণের সিংহনাদ, রথ সমূহের লোমহর্ষণ চক্রনির্ঘোষ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। কালের কি বিচিত্র গতি! পাণ্ডবগণ কৌরবপক্ষীয় শত মাতঙ্গ সদৃশ বলবীর্য্যশালী সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ বীরগণকেও বিনাশ করিয়াছে। এক্ষণে কৌরবপক্ষীয় সমুদয় যোদ্ধাই উহাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছে; আমরা তিন জনমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি। এক্ষণে যদি মোহপ্রযুক্ত আপনাদিগের বুদ্ধিভ্রংশ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার পর আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য, তাহা নিশ্চয় করিয়া আদেশ করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ২।

কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি যে সকল কথা কহিলে, আমি তৎসমুদয়ই শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। মনুষ্যগণ দৈব ও পুরুষকারসাধ্য কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। দৈব ও পুরুষকার অপেক্ষা আর কিছুই বলবান্ নাই। একমাত্র দৈব কিম্বা একমাত্র পুরুষকারবলে কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। ঐ উভয়ের একত্র সমাবেশ না হইলে, সিদ্ধিলাভ হওয়া সাতিশয় কঠিন। কি উৎকৃষ্ট, কি অপকৃষ্ট সমুদয় কার্য্যই দৈব ও পুরুষকারসাপেক্ষ। পর্জ্জন্য শৈলোপরি বারিবর্ষণ করিয়া কিছুমাত্র ফলোৎপাদন করিতে পারে না; কিন্তু কৃষ্ট ভূমিতে বারি বর্ষণ করিয়া প্রচুর ফল উৎপাদনে সমর্থ হয়।

দৈববিহীন পুরুষকার ও পুরুষকারবিহীন দৈব এই উভয়েই নিতান্ত নিষ্ফল। দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই একত্র সমাবেশ হইলে, মানবগণ নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। ক্ষেত্র সলিলধারায় সংসিক্ত ও সম্যক্ কর্ষিত হইলে, তাহাতে অবশ্যই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। বহুস্থানে দৈব পুরুষকারের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই ফল প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু বিবেচক ব্যক্তিগণ দৈববল অবলম্বন করিয়া পুরুষকারেই মনোভিনিবেশ করেন। যাহা হউক, মনুষ্যগণের সমুদয় কার্য্যই দৈব ও পুরুষকার-সাপেক্ষ, সন্দেহ নাই। পুরুষকারসহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাহা দৈবপ্রভাবেই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে এবং সেই দৈববলবশতই কর্ম্মকর্ত্তা ফল লাভ করে। মনুষ্যগণ দৈববলবিহীন পুরুষকার প্রকাশ করিলে, তাহা নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া থাকে। আর অলস ও নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ পুরুষকারে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে; কিন্তু তাহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই তাহা প্রায় সফল হইয়া থাকে। কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইলে, নিতান্ত দুঃখভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, কেহ যদি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে তাহার ফল ভোগ করে এবং কেহ যদি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও তাহার ফলভোগ করিতে বঞ্চিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই উভয়বিধ ব্যক্তিকেই নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত বলিতে হইবে। কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিগণ ক্লেশবিহীন হইয়া কালযাপন করিতে থাকে; কিন্তু অলস ব্যক্তিগণ কোন ক্রমে সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় না। এই জীবলোকে দক্ষ ব্যক্তিগণ প্রায় পরোপকারী হয়। কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিগণ অনুষ্ঠিত কার্য্যের ফলভোগ করিতে সমর্থ হউক, বা না হউক, কিছুতেই নিন্দনীয় হন না; কিন্তু যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান না করিয়া ফলভোগ করে, সে সকলেরই নিতান্ত নিন্দনীয় ও বিদ্বেষভাজন হয়। তন্নিবন্ধনই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তি পুরুষকারে অনাদর প্রদর্শন করেন, তিনি আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকেন।

দৈব ও পুরুষকার ভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। যদি পুরুষকার-বিশিষ্ট ব্যক্তি দৈববল অবলম্বন পূর্ব্বক কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহার কার্য্য অবশ্য সফল হইয়া থাকে। বৃদ্ধ লোকদিগের সহবাস এবং তাঁহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ ও তদুপদিষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠান করা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। অভ্যুদয় সময়ে বৃদ্ধগণকে নিয়ত পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা বিধেয়। বৃদ্ধগণ অলব্ধ বস্তু লাভ ও কার্য্য সিদ্ধির প্রধান কারণ। যে

ব্যক্তি বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি অচিরকালমধ্যেই ফললাভ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি ক্রোধ, ভয় ও লোভ পরবশ হইয়া কাহারও সহিত মন্ত্রণা না করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করে, সে অচিরাৎ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকে।

দেখ, অদূরদর্শী লুব্ধপ্রকৃতি রাজা দুর্য্যোধন হিতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন ও অসাধুলোকের পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের কর্ত্তৃক বারংবার নিবারিত হইয়াও গুণশালী পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; তন্নিবন্ধনই এক্ষণে পরিতাপ করিতেছে। আমরা সেই পাপাত্মার অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি বলিয়া আমাদিগের এরূপ ঘোরতর দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। আমি ঐ দুরাত্মার নিমিত্তই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। সম্প্রতি দুঃখপ্রযুক্ত আমার বুদ্ধি সাতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে; তন্নিবন্ধনই আমি কোনক্রমেই সৎবিবেচনা করিতে সমর্থ হইতেছি না। মোহান্ধ মনুষ্যগণের সুহৃদ ব্যক্তিকে সৎ-পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তৎকালে সেই সুহৃদই তাঁহার বুদ্ধি, বিনয় ও শ্রেয়োলাভের একমাত্র কারণ; সুতরাং তাঁহার বাক্যানুসারে কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। অতএব চল, আমরা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী এবং মহাত্মা বিদুরের নিকট গমন করিয়া এই বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। তাঁহারা বিবেচনা করত যাহা হিতকর বলিয়া স্থির করিবেন, তাহাই করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। কার্য্য আরম্ভ না করিলে, কোনক্রমেই ফললাভ হয় না; কিন্তু পৌরুষ প্রকাশ পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও যদি তাহা নিষ্ফল হয়, তবে দৈবই তাহার প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

তৃতীয় অধ্যায়। ৩।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহাবলশালী অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্যের সেই ধর্ম্মার্থসংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করত শোকানলে দগ্ধ হইয়া ক্রূরভাবে তাঁহাকে ও কৃতবর্ম্মাকে কহিলেন, হে বীরদ্বয়! ব্যক্তিমাত্রেরই বুদ্ধিবৃত্তি পৃথক্ পৃথক্। সকলেই স্ব স্ব বুদ্ধিদ্বারা সন্তুষ্ট থাকে এবং অন্য অপেক্ষা আপনাকে সমধিক বুদ্ধিমান বিবেচনা করিয়া প্রতিনিয়ত আত্মবুদ্ধির প্রশংসা ও পরবুদ্ধির নিন্দা করে। এক এক বিষয়ে যাহাদিগের বুদ্ধির

ঐক্য হইয়া থাকে, অন্যান্য বিষয়ে তাহাদিগেরই বুদ্ধি পরস্পর সাতিশয় বিপরীত হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের চিত্তবৈচিত্র্যই বুদ্ধিবৈচিত্র্যের প্রধান কারণ। সুবিজ্ঞ বৈদ্য যেরূপ ব্যাধি অবধারণ করিয়া তাহার শান্তির জন্য বুদ্ধিবলে যথাবিধি ঔষধ নির্ণয় করেন, সেইরূপ অন্যান্য মনুষ্যগণও স্বীয় স্বীয় কার্য্য সংসাধনার্থ যথোপযুক্ত বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। অনেক মনুষ্যের বুদ্ধির ঐক্যের কথা কি বলিব, এক ব্যক্তির বুদ্ধিও সর্ব্বকালে সমভাবে থাকে না। দেখ, মনুষ্য যৌবনকালে যে বুদ্ধির প্রভাবে মোহিত হয়, প্রৌঢ়াবস্থায় তাহার আর সে বুদ্ধি থাকে না। এবং প্রৌঢ়াবস্থায় যে বুদ্ধির আবির্ভাব হয়, বৃদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, সেই বুদ্ধি একবারে তিরোহিত হইয়া যায়। হে ভোজরাজ! বিষম দুঃখ কিম্বা অধিক সম্পদ সময়ে মানবগণের বুদ্ধির বৈপরীত্য হইয়া থাকে। মনুষ্যমাত্রেই স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে কার্য্য অবধারণ পূর্ব্বক তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং বুদ্ধিকেই কার্য্যের উদ্যোগকারিণী বলিতে হইবে। লোকে মারণাদি কার্য্য অতি উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়াই আনন্দিত চিত্তে সেই সমুদয় গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। ফলতঃ সমস্ত লোকেই স্বীয় স্বীয় বুদ্ধিবলে বহুবিধ কার্য্য অবধারণ পূর্ব্বক তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়।

আজি বিষম দুঃখপ্রভাবে আমার যেরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আপনাদের নিকট ব্যক্ত করিলাম। আমি এই স্থির করিয়াছি যে, ঐরূপ কার্য্য করিলেই আমি বিষম শোক হইতে বিমুক্ত হইব। দেখ, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রজাগণের সৃষ্টি ও তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ণয় করিয়া পৃথক্ পৃথক্ বর্ণে পৃথক্ পৃথক্ গুণ নিয়োজিত করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে বেদ, ক্ষত্রিয়দিগকে তেজ, বৈশ্যদিগকে দক্ষতা এবং শূদ্রগণকে সর্ব্ব বর্ণের অনুকূলতা প্রদান করিয়াছেন। অতএব বেদবিহীন ব্রাহ্মণ, তেজোহীন ক্ষত্রিয়, অদক্ষ বৈশ্য এবং প্রতিকূলাচারী শূদ্র সকলের নিকটেই অসাধু ও নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। আমি সুপূজিত ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু ভাগ্যদোষে আমাকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আমি যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া ব্রাহ্মণধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক শান্তিভাব আশ্রয় করি, তাহা হইলে আমাকে নিন্দনীয় হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। আমি দিব্যাস্ত্র ও দিব্য শরাসন গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং পিতৃবিনাশের প্রতিকার না করিলে, কি প্রকারে আমি জনসমাজে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিব। অতএব আমি আজি ক্ষত্রিয়

ধর্ম্মানুসারে নিশ্চয়ই পিতা ও রাজা দুর্য্যোধনের পদবীতে পদার্পণ করিব। অদ্য ব্যায়ামপরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ জয় লাভ করিয়া আনন্দিতচিত্তে কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্বস্ত হইয়া নিদ্রিত হইলে, আমি যামিনীযোগে শিবিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ দানবগণকে সংহার করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিব। আজি ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণ হুতাশনদগ্ধ কাননের ন্যায় বিনষ্ট হইবে। আজি আমি পশুনিসূদন পিনাকপাণি রুদ্রদেবের ন্যায় পাঞ্চালগণমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদিগের ও পাণ্ডবগণের জীবন সংহার করিয়া শান্তি লাভ করিব। আজি আমি পাঞ্চালগণের কলেবরে অবনীমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া পিতার ঋণ হইতে বিমুক্ত হইব। আজি পাঞ্চালগণ রাজা দুর্য্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম ও আমার পিতার পদবীতে পদার্পণ করিবে। আজি আমি পশুনিসূদন রুদ্রদেবের ন্যায় যামিনীযোগে ধৃষ্টদ্যুম্নকে নিপাতিত করিয়া সুশাণিত খড়্গ দ্বারা পাঞ্চাল ও পাণ্ডবগণের নিদ্রাগত সন্তানসন্ততি ও তৎপক্ষীয় সৈন্যগণকে সংহার পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হইয়া পরম সুখ লাভ করিব।

চতুর্থ অধ্যায়। ৪।

কৃপাচার্য্য কহিলেন, হে বৎস! আজি ভাগ্যক্রমে তোমার বৈরনির্য্যাতনের বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে; দেবরাজ ইন্দ্রও স্বয়ং তোমাকে নিবারণ করিতে সমর্থ নহেন। এক্ষণে তুমি বর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই রজনী বিশ্রাম কর, কল্য প্রভাতে সংগ্রামার্থ গমন করিবে। আমিও কৃতবর্ম্মার সহিত বর্ম্ম ধারণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক তোমার অনুগামী হইব। তাহা হইলে তুমি পাঞ্চালগণ ও তাহাদিগের অনুচরবর্গকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি বহুদিন জাগরণ করিতেছ; অতএব এই রজনীতে নিদ্রাসুখ অনুভব কর; তাহা হইলে বিশ্রান্ত, বিনিদ্র ও স্থির চিত্ত হইয়া নিশ্চয়ই শত্রুগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে। আমি তোমার অনুগামী হইলে এবং কৃতবর্ম্মা তোমাকে রক্ষা করিলে, অন্যের কথা কি বলিব, দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। তোমার ও আমার নিকট বিবিধ দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান আছে এবং মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মাও রণবিশারদ; অতএব আজি আমরা নিদ্রাসুখ অনুভব করত শ্রমবিহীন হইলে, কল্য প্রভাতসময়ে একত্র সমবেত হইয়া

সমুদয় শত্রুকে বিনাশ করিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিব। হে দ্রোণ-নন্দন! আজি তুমি নিরুদ্বেগে নিদ্রাগত হইয়া এই রজনী অতিবাহিত কর। প্রাতঃকালে বিপক্ষগণের শিবিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করত স্বীয় নামো-চ্চারণ পূর্ব্বক অরাতিগণকে সংহার করিয়া মহাসুরনিহন্তা দেবরাজের ন্যায় পরমসুখে বিহার করিবে। পূর্ব্বকালে মহামতি বিষ্ণু যেরূপ দৈত্য-সৈন্যগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও পাঞ্চালসৈন্যগণকে পরাজয় করিতে পারিবে। কি আমি কি কৃতবর্ম্মা আমরা পাণ্ডবগণকে পরাজয় না করিয়া কোনক্রমেই সংগ্রাম হইতে প্রত্যাগমন করিব না। আমরা হয় পাণ্ডবগণের সহিত পাঞ্চালগণকে সংহার করিব, না হয়, তাহা-দিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়া সুরলোক প্রাপ্ত হইব। ফলতঃ আমি সত্য কহিতেছি, কল্য প্রভাতসময়ে কৃতবর্ম্মার সহিত সর্ব্বতোভাবে তোমার সহায়তা করিব।

হে রাজন্! মহামতি কৃপাচার্য্য এই প্রকার হিতজনক বাক্য কহিলে, মহাবলশালী অশ্বত্থামা ক্রোধাকুললোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে মাতুল! আতুর, অমর্ষিত, চিন্তাকুলিত ও কামুক ব্যক্তিগণ কোনক্রমেই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। আজি অমর্ষবশতঃ আমার নিদ্রাবিচ্ছেদ হইয়াছে। দেখুন, ইহলোকে পিতৃনিধনস্মরণ অপেক্ষা অধিক কষ্টকর আর কি হইতে পারে! পিতৃ-নিধন স্মরণেই আমার হৃদয় দিবারাত্রি দগ্ধ হইতেছে, আমি কোনক্রমেই শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। পাপাত্মারা আমার পিতাকে যে প্রকারে বিনষ্ট করিয়াছে, তাহা ত আপনি বিদিত আছেন। তাদৃশ পিতৃনিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মাদৃশ কোন্ ব্যক্তি মুহূর্ত্তকালও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়? এক্ষণে আমি রণস্থলে ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার না করিয়া কিছুতেই জীবন ধারণ করিতে বাসনা করি না। ঐ দুরাত্মারা আমার পিতাকে বিনাশ করিয়াছে বলিয়া তাহাকে এবং তাহার অনুচর-বর্গকে নিশ্চয়ই সংহার করিব। কুরুরাজ দুর্য্যোধন ভগ্নোরু ও রণস্থলে নিপতিত হইয়া আমার সমক্ষে যে প্রকার বিলাপ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণে কোন্ পাষাণহৃদয়ের হৃদয় বিদীর্ণ না হয়? কোন্ নির্দ্দয় ব্যক্তি বাষ্পবেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ হয়? আমি বিদ্যমান থাকিতে মিত্র-পক্ষের এরূপ পরাজয় হওয়াতে আমার শোকসাগর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। আমি পাঞ্চালগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত একাগ্রচিত্ত হইয়াছি; অতএব আজি আমার নিদ্রা বা সুখ অনুভব করিবার সম্ভাবনা কি?

বোধ হয়, বাসুদেব ও ধনঞ্জয় পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্দ্রও যে তাঁহাদিগের পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হন না, তাহাও আমি বিশেষরূপ অবগত আছি; তথাপি কোন প্রকারেই ক্রোধবেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ হইতেছি না। এক্ষণে আমাকে এই ক্রোধ হইতে বিমুক্ত করে, এরূপ কোন ব্যক্তিকেই দেখিতে পাই না; সুতরাং আমি যাহা স্থির করিয়াছি, আমার পক্ষে তাহাই শ্রেয়স্কর। দূতমুখে মিত্রপক্ষের পরাজয় ও পাণ্ডবপক্ষের জয়লাভ বৃত্তান্ত শ্রবণাবধি আমার হৃদয় ক্রোধানলে দগ্ধ হইতেছে; অতএব আজি রজনীতেই নিদ্রাগত অরাতিগণের জীবন সংহার পূর্ব্বক সুস্থচিত্ত হইয়া বিশ্রাম ও নিদ্রাসুখ অনুভব করিব।

—•:•—

পঞ্চম অধ্যায়। ৫।

কৃপাচার্য্য কহিলেন, আমার বিবেচনা হয়, বুদ্ধিবিহীন ব্যক্তি নিয়ত শুশ্রূষাপরতন্ত্র ও জিতেন্দ্রিয় হইলেও তাহাকে সুচারুরূপে ধর্ম্মার্থ বিজ্ঞাপন করিতে পারা যায় না এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিনয়ী না হইলে, ধর্ম্মার্থ নির্ণয় করিতে পারে না। দর্ব্বী যেরূপ ঘৃতস্তুপে নিমগ্ন থাকিয়াও তাহার রস আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ জড় ব্যক্তি প্রতিনিয়ত পণ্ডিতের উপাসনা করিয়াও ধর্ম্মজ্ঞ হইতে পারে না। কিন্তু জিহ্বা যেরূপ স্পর্শমাত্রেই সুপরসের আস্বাদন গ্রহণ করে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেইরূপ অল্পক্ষণমধ্যেই পণ্ডিতের উপাসনা করিয়া থাকেন। গুরুশুশ্রূষানিরত বুদ্ধিমান্ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ অচিরকালমধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হন; তাঁহারা কখনই সর্ব্বসম্মত বিষয় লইয়া বিবাদ করিতে বাসনা করেন না। দুর্ব্বিনীত পাপপরায়ণ ব্যক্তি সাধুলোকের হিতকর উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া মহাপাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। সুহৃদ্গণ পাপ হইতে নিবৃত্ত করিতে যত্নবান্ হইলে, যাহারা তাঁহাদের বাক্যানুসারে পাপানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হয়, তাহারা সম্পদ্ভাজন হইতে পারে। আর যাহারা সুহৃদ্গণের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক পাপানুষ্ঠানে বিরত না হয়, তাহাদিগকে শ্রীভ্রষ্ট হইতে হয়, সন্দেহ নাই। লোকে উন্মত্ত ব্যক্তিকে যেরূপ নানাপ্রকার বাক্য দ্বারা শান্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ বন্ধুগণ বিবিধ হিতোপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আত্মীয় ব্যক্তিকে পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত

করেন। যাহারা সুহৃদের বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক পাপকার্য্যে পরাঙ্মুখ না হয়, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই অবসন্ন হইতে হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি-গণ বিজ্ঞ সুহৃদ্‌কে পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত দেখিলে, শক্তি অনুসারে বারম্বার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন; অতএব হে দ্রোণনন্দন! তুমি আমার এই হিতকর বিষয়ে মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক আত্মদমন করিয়া আমার বাক্য রক্ষা কর; নচেৎ নিশ্চয়ই তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। প্রসুপ্ত, ন্যস্তশস্ত্র, রথবিহীন, বাহনবিহীন, শরণাগত ও মুক্তকেশ ব্যক্তিদিগকে বিনাশ করিলে, নিতান্ত অধর্ম্ম হয়। আজি পাঞ্চালগণ কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তিদিগের ন্যায় চৈতন্যবিহীন হইয়া বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রাগত হইবে। যে পামর তদবস্থায় তাহাদিগের বিদ্রোহাচরণ করিবে, তাহাকে অগাধ নরকে নিমগ্ন হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি ইহ-লোকে অস্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। অণুমাত্র পাপও তোমাকে কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই। অতএব কল্য সূর্য্যোদয় হইলে, প্রকাশ্যরূপে সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজয় করিও। তুমি নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, তাহা শুক্লবস্ত্রে শোণিতপাতের ন্যায় সাতিশয় অপ্রীতিকর হইয়া উঠিবে।

ঐ সময় দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা কহিলেন, হে মাতুল! আপনি যাহা বলিলেন, তাহাই যথার্থ বটে, কিন্তু পূর্ব্বে পাণ্ডবগণ ধর্ম্মের সেতু শতধা বিদলিত করিয়াছে। দেখুন, আমার পিতা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে, দুর্ম্মতি ধৃষ্টদ্যুম্ন ভূপালগণের ও আপনাদের সাক্ষাতেই তাঁহার জীবন সংহার করিয়াছে। মহাবীর কর্ণের রথচক্র ভূতলে প্রোথিত হইলে, ধনঞ্জয় সেই বিপদ্‌সময়ে সূতপুত্রকে বিনষ্ট ও শিখণ্ডীকে অগ্রসর করত ন্যস্তশস্ত্র নিরায়ুধ ভীষ্মদেবকে নিপাতিত এবং সাত্যকি প্রায়ো-পবিষ্ট ভূরিশ্রবাকে নিহত আর ভীমসেন অন্যায় গদাযুদ্ধে রাজা দুর্য্যো-ধনকে নিপাতিত করিয়াছে। আজি দূতমুখে ভগ্নোরু রাজা দুর্য্যো-ধনের সকরুণ বিলাপ শ্রবণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হে মাতুল! পাপপরায়ণ পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এইরূপে বারম্বার ধর্ম্মসেতু ভগ্ন করি-য়াছে। আপনি কি জন্য সেই পামরগণের নিন্দা করিতেছেন না? আমি এই যামিনীতে আমার পিতৃহন্তাদিগকে প্রসুপ্তাবস্থায় সংহার করিব; ইহাতে যদি আমায় কীট অথবা পতঙ্গযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে হয়, আমার পক্ষে তাহাও শ্রেয়স্কর। এক্ষণে আমি সাতি-শয় তৎপর হইয়া অভীষ্টসাধন করিব। এক্ষণে আমার নিদ্রা ও সুখা-

ভিলাষ কোথায়? আজি আমাকে এই অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে, এরূপ লোক অবনীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করে নাই ও করিবে না।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! প্রবলপ্রতাপশালী অশ্বত্থামা এই কথা কহিয়া রথে অশ্বসংযোজন পূর্ব্বক অরাতিগণের শিবিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহামতি কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য তাঁহাকে কহিলেন, হে বীর। তুমি কি অভিপ্রায়ে রথযোজনা করিলে, সত্য করিয়া বল। আমরা তোমার দুঃখে দুঃখিত ও সুখে সুখী হইয়া থাকি। অতএব আমাদের প্রতি অণুমাত্র আশঙ্কা করিও না। সেই সময় দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা পিতার নিধনবৃত্তান্ত স্মরণ করত কোপে কম্পিতকলেবর হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীরদ্বয়! দুর্ম্মতি ধৃষ্টদ্যুম্ন সুশাণিত শরনিকরে সহস্র বীরের জীবন সংহার করত অস্ত্রশস্ত্রপরিত্যাগী আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে। আজি আমি সেই ধর্ম্মবিহীন পাপাত্মা দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট করিব। দুর্ম্মতি ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার হস্তে যাহাতে পশুর ন্যায় বিনষ্ট হইয়া শস্ত্রবিজিত লোকে গমন করিতে না পারে, আমি তাহাই করিব। তোমরা বর্ম্ম ধারণ এবং শরাসন ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া আমার সহিত গমন কর। দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া শত্রুগণের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে সেই তিন বীরকে যজ্ঞস্থলে হূয়মান হুতাশনের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। অনন্তর তাঁহারা সেই প্রসুপ্ত জনপূর্ণ শিবির সমীপে উপনীত হইলেন। তখন মহারথ অশ্বত্থামা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে আমন্ত্রণ করত শিবিরদ্বারে গমন পূর্ব্বক রথবেগ সম্বরণ করিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৬।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামাকে দ্বারদেশে সমবস্থিত দেখিয়া কি করিলেন, তাহা বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! এই প্রকারে মহারথ অশ্বত্থামা ক্রুদ্ধচিত্তে শিবিরদ্বারে সমাগত হইয়া দেখিলেন, তথায় এক চন্দ্রার্কসদৃশ দ্যুতিমান্ মহাকায় পুরুষ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল বিচিত্র সহস্র লোচনগণালঙ্কৃত, বাহু সমুদায় সুদীর্ঘ, স্থূল ও নাগাঙ্গদপরিমণ্ডিত এবং

আস্য ব্যাদিত, দংষ্ট্রাকরাল ও অনলশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত; তাঁহার পরিধান শোণিতার্দ্র ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উত্তরীয় কৃষ্ণাজিন। সেই নাগযজ্ঞোপবীতধারী ঘোরদর্শন মহাপুরুষের আকার ও বেশ বর্ণনা করা নিতান্ত দুষ্কর। তাঁহাকে অবলোকন করিলে, পর্ব্বত সমুদায়ও বিদীর্ণ হইয়া যায়। তৎকালে সেই দিব্যপুরুষের বদন, নাসিকা, কর্ণযুগল ও সহস্র লোচন হইতে তেজোরাশি বিনির্গত হইতেছিল। সেই তেজঃপুঞ্জ হইতে শঙ্খচক্রগদাধারী অসংখ্য বাসুদেব প্রাদুর্ভূত হইল।

মহারথ অশ্বত্থামা সেই সর্ব্বলোকভয়াবহ অদ্ভুতাকার মহাপুরুষকে দর্শন করিয়াও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তাঁহার প্রতি দিব্যাস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাকায় পুরুষও বাড়বানল যেরূপ সাগরের সলিলপ্রবাহ গ্রাস করিয়া থাকে, সেইরূপ দ্রোণনন্দনপরিত্যক্ত দিব্যাস্ত্রজাল গ্রাস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় মহাবল অশ্বত্থামা আপনার দিব্যাস্ত্রজাল নিতান্ত ব্যর্থ হইতে দেখিয়া তাঁহার প্রতি এক প্রদীপ্ত অনলশিখাসদৃশ রথশক্তি পরিত্যাগ করিলেন। প্রলয়কালীন মহোল্কা যেরূপ দিবাকরকে সমাহত করিয়া গগনমণ্ডল হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, সেইরূপ ঐ প্রদীপ্ত রথশক্তি মহাপুরুষকে সমাহত করিয়া বিদীর্ণ ও নিপতিত হইল। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণনন্দন এক আকাশসদৃশ নীলবর্ণ সুবর্ণমুষ্টিপরিমণ্ডিত খড়্গ বিবরবিনিঃসৃত ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গের ন্যায় কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। দিব্য খড়্গ সেই পুরুষের কলেবরে নিপতিত হইয়া বিবরমধ্যে লুক্কায়িত নকুলের ন্যায় তিরোহিত হইল। তদ্দর্শনে মহাবীর অশ্বত্থামা সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি এক শক্রধ্বজ সদৃশ প্রজ্বলিত গদা নিক্ষেপ করিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ উহা গ্রাস করিয়া ফেলিলেন।

এই প্রকারে অস্ত্রশস্ত্র সমুদয় নিঃশেষিত হইলে, মহাবলশালী অশ্বত্থামা ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক দেখিলেন, সেই মহাপুরুষের তেজোরাশিবিনির্গত অসংখ্য বাসুদেব এককালে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছেন। তিনি ঐ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃপাচার্য্যের বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক সাতিশয় সন্তপ্তচিত্ত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, যে ব্যক্তি সুহৃদের হিতজনক বাক্য অপ্রিয় জ্ঞান করিয়া অনাদর করে, তাহাকে আমার ন্যায় বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন ও শোক প্রকাশ করিতে হয়, সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি শাস্ত্রসঙ্গত পথ অতিক্রম করিয়া শত্রুবিনাশের বাসনা করে, তাহাকে ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট হইয়া কুপথে

প্রতিহত হইতে হয়। বৃদ্ধ লোকে প্রতিনিয়ত এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন যে, গো, ব্রাহ্মণ, নৃপ, স্ত্রী, সখা, মাতা, গুরু এবং মৃতপ্রায়, জড়, অন্ধ, নিদ্রিত, ভীত, মদমত্ত, উন্মত্ত ও অনবহিত ব্যক্তিগণের প্রতি কোনক্রমে শস্ত্রপাত করিবে না; কিন্তু আমি সেই শাস্ত্রসম্মত সনাতন ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিয়া কুপথে পদার্পণ পূর্ব্বক এই বিষম বিপদে নিপতিত হইয়াছি। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের মতে কোন মহৎ কার্য্যানুষ্ঠানে অশক্তিনিবন্ধন ভীত ও তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হওয়াই ঘোরতর বিপদের বিষয়। দৈববল অপেক্ষা পুরুষকার কোনক্রমেই গুরুতর হইতে পারে না। কেহ যদি কোন কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া দৈবপ্রযুক্ত তাহা সিদ্ধ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। যদি কোন ব্যক্তি অগ্রে প্রতিজ্ঞা করত কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া পশ্চাৎ ভয়বশতঃ তাহা হইতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পূর্ব্বে ঐ রূপ প্রতিজ্ঞা করা নিতান্ত অবিজ্ঞের কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আমি অসৎ কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া আমার এইরূপ মহৎ ভয় সমুপস্থিত হইয়াছে। এই যে মহাপুরুষ সমুদ্যত দৈবদণ্ডের ন্যায় এই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতেছেন, আমি বারংবার চিন্তা করিয়াও ইহাকে অবগত হইতে পারিতেছি না; বোধ হয়, ইনি আমার অধর্ম্মে প্রবৃত্ত কলুষিত বুদ্ধির ভীষণ ফলস্বরূপ। আমি কোনক্রমেই সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হই নাই, এক্ষণে কেবল দৈবপ্রযুক্তই আজি সমরে পরাঙ্মুখ হইতেছি, সন্দেহ নাই। অতঃপর দৈববলপ্রাপ্ত না হইলে আমি কখনই এই কার্য্য সংসাধন করিতে পারিব না। অতএব এক্ষণে আমি দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাপন্ন হই; তিনিই আমার এই দৈবদণ্ড শান্তি করিয়া দিবেন। ভগবান্ ভবানীপতি তপ ও পরাক্রম প্রভাবে সমুদয় দেবগণকে অতিক্রম করিয়াছেন; অতএব তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

—(০*০)—

সপ্তম অধ্যায়। ৭।

হে রাজন্! দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা এইরূপ চিন্তা করত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভূতভাবন ভবানীপতিকে প্রণিপাত পূর্ব্বক, কহিলেন, হে

দেবদেবেশ! আমি শক্তি ক্ষুদ্রাশয়; এক্ষণে বিশুদ্ধান্তঃকরণে আত্মোপহার প্রদান পূর্ব্বক আপনাকে পূজা করিব। হে দেব! তুমি উগ্র, স্থাণু, শিব, রুদ্র, শর্ব্ব, ঈশান ও ঈশ্বর; তুমি গিরিশ, বরদ ও ভবভাবন; তুমি শিতিকণ্ঠ, অজ ও শুক্র; তুমি দক্ষবিনাশক হর; তুমি বিশ্বরূপ, বিরূপাক্ষ ও বহুরূপী; তুমি উমাপতি ও মহাগণপতি; তুমি শ্মশানবাসী ও খট্টাঙ্গধারী; তুমি জটিল; তুমি স্তুত, স্তুত্য ও স্তূয়মান; তুমি অমোঘ; তুমি শক্র; তুমি কৃত্তিবাসা, বিলোহিত, অসহ্য ও দুর্নিবার; তুমি ব্রহ্মস্রষ্টা, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মচারী; তুমি ব্রতধারী, তপস্বী ও তাপসগণের গতি, তুমি অনন্ত, পারিষদপ্রিয়, ত্রিলোচন, ধনাধ্যক্ষ ও ক্ষিতিমুখ; তুমি পার্ব্বতীর হৃদয়বল্লভ ও স্কন্দের পিতা; তুমি পিঙ্গ, বৃষবাহন ও সূক্ষ্মবাসধারী; তুমি পার্ব্বতীর ভূষণ ও তাঁহাতে নিরত; তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতর; তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই; তুমি অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ; তুমি দিগন্ত ও দেশরক্ষক; তুমি চন্দ্রমৌলি ও হিরণ্যকবচধারী; অতএব আমি একাগ্রচিত্তে তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমি যদি এই ঘোরতর বিপদ্ হইতে বিমুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে তোমাকে স্বীয় দেহস্থিত পঞ্চভূত উপহার প্রদান পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিব।

হে রাজন্! মহামতি অশ্বত্থামা এই প্রকার স্তব করিলে, তাঁহার সম্মুখে এক হিরণ্ময়ী বেদী সহসা প্রাদুর্ভূত হইল। ভগবান্ হুতাশন স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দিঙ্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সেই বেদীমধ্যে বিরাজমান হইলেন। বিচিত্রাঙ্গদধারী উদ্যতবাহু অসংখ্য হস্তপদবিশিষ্ট বহু মস্তকপরিমণ্ডিত উজ্জ্বলবদন উজ্জ্বললোচন পর্ব্বতাকার মহাগণ সকল সেই স্থানে উপনীত হইল। তাহাদিগের আকার কুক্কুর, বরাহ ও উষ্ট্রের ন্যায়; মৃগ তুরঙ্গ, জম্বুক, ভল্লূক, বিড়াল, ব্যাঘ্র, দ্বীপি, কাক, বানর, শুক, অজগর, হংস, সারস, চাস, কূর্ম্ম, নক্র, শিশুমার, পারাবত, তিমি, নকুল, বক, মহামকর, শ্যেন, মেষ ও ছাগের ন্যায়, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সহস্রনেত্র, কাহার কাহারও উদর অতি বৃহৎ ও কলেবর ক্ষীণ, কেহ কেহ মস্তকবিহীন, কেহ কেহ প্রদীপ্তলোচন ও প্রদীপ্ত জিহ্বাসম্পন্ন এবং কাহারও কেশ, কাহারও কর্ণ ও কাহারও গাত্রলোম তাম্রবর্ণ। তন্মধ্যে কেহ কেহ শঙ্খের ন্যায় শুক্ল বর্ণ, কেহ কেহ শঙ্খমাল্যধারী এবং কেহ কেহ শঙ্খনিস্বনের ন্যায় অতি গভীর কণ্ঠস্বর সম্পন্ন, কেহ কেহ জটাভারধারী, কেহ কেহ পঞ্চশিখাসম্পন্ন, কেহ কেহ মুণ্ডিতমুণ্ড, কেহ কেহ চতুর্দ্দন্ত, কেহ কেহ চারি জিহ্বা সম্পন্ন, কাহারও কাহারও

উদর অতি কৃশ, কাহার কাহারও কর্ণ গর্দ্দভের ন্যায়, কেহ কেহ কিরীট ও উষ্ণীষধারী, কেহ কেহ মুঞ্জমেখলাপরিভূষিত, কেহ কেহ সর্পকিরীট-সমলঙ্কৃত, কেহ কেহ সর্পাঙ্গদধারী, কেহ কেহ নানাভরণে বিভূষিত, কাহারও কাহারও কেশ সমুদায় কুঞ্চিত এবং কাহারও কাহারও মস্তক পদ্ম ও উৎপলে পরিমণ্ডিত। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শতঘ্নী, কেহ কেহ বজ্র, কেহ কেহ মুষল, কেহ কেহ ভুষণ্ডী, কেহ কেহ পাশ, কেহ কেহ দণ্ড, কেহ কেহ ধ্বজ, কেহ কেহ পতাকা, কেহ কেহ ঘণ্টা, কেহ কেহ পরশু, কেহ কেহ লগুড়, কেহ কেহ স্থূণা, কেহ কেহ খড়্গ এবং কেহ কেহ বা শরপরিপূর্ণ তূণীর ধারণ করিয়াছে; কাহারও কাহারও কলেবর পঙ্কলিপ্ত, কেহ কেহ শুক্ল বস্ত্র ও শুক্ল মাল্যধারী এবং কেহ কেহ পিঙ্গল বর্ণ।

ঐ সময় তাহারা হৃষ্টান্তঃকরণে ভেরী, শঙ্খ, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, আনক ও গোমুখ প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্য বাদিত করিতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ গান, কেহ কেহ নৃত্য এবং কেহ কেহ লঙ্ঘন ও কেহ কেহ লম্ফ প্রদান করিতে লাগিল। কেহ কেহ মহাবেগে ধাবমান হইল; তাহাদিগের কেশকলাপ মারুতবেগে উড্ডীন হইতে লাগিল; কেহ কেহ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বারংবার গর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই সমুদয় অসাধারণ পরাক্রমশালী বিবিধ রাগরঞ্জিত বস্ত্রধারী রত্নখচিত অঙ্গদবিভূষিত অরাতি-নিপাতন ভীষণরূপ মাংসভোজী বসাশোণিতপায়ী পরিচারকগণমধ্যে কেহ কেহ চূড়াধারী, কেহ কেহ অতি হ্রস্ব, কেহ কেহ অতিশয় দীর্ঘ, কাহার কাহারও উদর পিঠরের ন্যায় ও কাহার কাহারও ওষ্ঠ লম্বিত, কাহার কাহারও মেঢ্র ও মুষ্ক অতি বৃহৎ। তাহারা চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র পরিপূর্ণ গগনমণ্ডল অবনীমণ্ডলে আনয়ন এবং চতুর্বিধ লোক সমূহকে সংহার করিতে সমর্থ। তাহারা প্রতিনিয়ত নির্ভয়চিত্তে ভগবান্ ভবানী-পতির ভ্রুভঙ্গী সহ্য করিয়া থাকে। তাহারা সর্ব্বদা স্বেচ্ছাচারপরায়ণ এবং ত্রৈলোক্যের ঈশ্বরেশ্বর। তাহারা হিংসা দ্বেষ পরিশূন্য হইয়া নিরন্তর আমোদে কাল যাপন করে। সেই সমুদয় বাক্যবিন্যাসবিশারদ পারিষদগণ অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াও গর্ব্বিত হয় নাই। ভগবান্ পিনাক-পাণি তাহাদের কার্য্য সন্দর্শন করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকেন এবং তাহাদিগের কর্ত্তৃক কায়মনোবাক্যে পূজিত হইয়া ঔরসপুত্রের ন্যায় তাহাদিগকে রক্ষা করেন। তাহারা চতুর্ব্বিধ সোমরস এবং ক্রুদ্ধ-চিত্তে রাক্ষসগণের শোণিত ও বসা পান করিয়া থাকে। তাহারা বেদা-

ধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা ভগবান্ চন্দ্রশেখরকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সলোকতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কালত্রয়ের অধিপতি শূলপাণি মহাদেব ও দেবী পার্ব্বতী সেই সমুদায় আত্মানুরূপ পারিষদের সহিত একত্র ভোজন করিয়া থাকেন।

অনন্তর সেই সমুদায় ভূতগণ নানাপ্রকার বাদিত্র বাদন, বারম্বার গর্জ্জন, আক্রোশ প্রকাশ ও সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্বত্থামার তেজ দর্শন ও মহিমা বর্ণন করিবার অভিলাষে স্বীয় স্বীয় প্রভাজাল বিস্তার করত মহাদেবকে স্তব করিতে করিতে দ্রোণাত্মজের প্রতি ধাবমান হইতে লাগিল। সেই ভীষণদর্শন ভূতগণকে নিরীক্ষণ করিলে, ত্রিলোকস্থিত সমুদায় ব্যক্তিকেই ভীত হইতে হয়; কিন্তু মহাবলশালী দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতিকে স্বীয় কলেবর উপহার প্রদান করিবার মানসে সমুদ্যত হইলেন। তৎকালে তাঁহার শরাসন সমিধ্, সুশাণিত শরসমূহ পবিত্র ও আত্মা হবিস্বরূপ হইল। অনন্তর তিনি রৌদ্রকর্ম্মা রুদ্রদেবকে সৌম্য মন্ত্রে স্বীয় কলেবর উপহার প্রদান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে ভগবন্! আমি আঙ্গিরসকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; আজি এই বিপদ সময়ে তোমার প্রতি ভক্তিসহকারে সমাধিবলে হুতাশনে স্বীয় কলেবর আহুতি প্রদান করিতেছি; তুমি এই উপহার প্রতিগ্রহ কর। সমুদায় ভূত তোমাতেই বিদ্যমান রহিয়াছে এবং তুমিও সর্ব্বভূতে বিরাজমান আছ। প্রধান প্রধান গুণগ্রাম তোমাতেই অবস্থিত করিতেছে। এক্ষণে আমি শত্রুকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট হবিস্বরূপ অবস্থান করিতেছি, তুমি আমাকে প্রতিগ্রহ কর। মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া সেই প্রদীপ্ত হুতাশনযুক্ত বেদীতে আরোহণ পূর্ব্বক হুতাশনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই সময় ভগবান্ ভবানীপতি তাঁহাকে হুতাশনমধ্যে প্রবিষ্ট, নিশ্চেষ্ট ও উর্দ্ধবাহু নিরীক্ষণ করিয়া হাস্যবদনে কহিলেন, হে বীর! মহাত্মা বাসুদেব সত্য, শৌচ, আর্জ্জব, দান, তপ, নিয়ম, ক্ষমা, ধৃতি, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা আমার আরাধনা করিয়াছেন; সুতরাং কৃষ্ণ অপেক্ষা আমার প্রিয়তম আর কেহই নাই। সেই কৃষ্ণের সম্মান রক্ষা ও তোমার বলবীর্য্য পরীক্ষা করিবার মানসে আমি পাঞ্চালগণকে সুরক্ষিত করিয়া মায়াবল বিস্তার করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে পাঞ্চালগণ কালপ্রাপ্ত হইয়াছে; আজি তাহাদিগের প্রাণ রক্ষা হইবে না। ভূতভাবন

ভগবান্ ভবানীপতি এই বলিয়া অশ্বত্থামাকে এক সুনির্ম্মল খড়্গ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার শরীরে প্রবেশ করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা পুনর্ব্বার মহাদেবের তেজঃপ্রভাবে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত মহাবেগে শিবিরে ধাবমান হইলেন। ভূত ও রাক্ষসগণ সাক্ষাৎ রুদ্রদেবের ন্যায় অশ্বত্থামাকে শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অদৃশ্যভাবে তাঁহার উভয় পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়। ৮।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ অশ্বত্থামা শিবিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য কি করিলেন? তাঁহারা কি ভয়াকুল বা সামান্য রক্ষকগণ কর্ত্তৃক অদৃশ্যভাবে নিবারিত হইয়া পলায়ন করিলেন? অথবা শিবিরভেদ এবং সোমক ও পাণ্ডবগণকে বিনাশ পূর্ব্বক পাঞ্চালগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া দুর্য্যোধনের ন্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন? যাহা হউক, তাঁহারা তৎকালে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! মহামতি দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা শিবির প্রবেশে সমুদ্যত হইলে, মহারথ কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্য দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাবলশালী অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে তথায় অবস্থান করিতে দেখিয়া আহ্লাদিতচিত্তে মৃদুস্বরে কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আপনারা যত্নবান্ হইলে, নিদ্রাগত হতাবশিষ্ট শত্রুপক্ষীয় যোধগণের কথা কি বলিব, সমস্ত ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করিতে পারেন। আমি এক্ষণে শিবিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কৃতান্তের ন্যায় পর্য্যটন করিব। কোন ব্যক্তিই যেন এইস্থানে আপনাদের নিকট পরিত্রাণ প্রাপ্ত না হয়, আমার এইমাত্র প্রার্থনা। মহাবাহু অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া গম্যদ্বার পরিহার পূর্ব্বক অন্য স্থান দিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পাণ্ডবগণের শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমতঃ ধীরে ধীরে ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগার সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তখন সংগ্রামপরিশ্রান্ত পাঞ্চালগণ বিশ্বস্তচিত্তে গাঢ়তর নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন। তদ্দর্শনে মহাবল দ্রোণনন্দন পরম পরিতুষ্ট হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাকে দিব্যাস্তরণসমাবৃত সুগন্ধি

মালাপরিমণ্ডিত বিচিত্র ক্ষৌমবিভূষিত শয়নীয়ে অকুতোভয়ে নিদ্রিত দেখিয়া চরণ দ্বারা প্রবোধিত করিলেন। যুদ্ধদুর্ম্মদ ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার পাদস্পর্শে জাগরিত ও উত্থিত হইয়া তাঁহাকে দ্রোণনন্দন বলিয়া জানিতে পারিলেন। সেই সময় মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রুপদপুত্রকে শয্যা হইতে সমুত্থিত দেখিয়া দুই হস্তে তাঁহার কেশধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরাতলে নিষ্পেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাবলশালী ধৃষ্টদ্যুম্ন অশ্বত্থামার প্রভাবে এই প্রকার দুরবস্থাপন্ন হইয়া নিদ্রা ও ভয়বশতঃ কোন চেষ্টা করিতে সমর্থ হইলেন না। দ্রোণনন্দন চরণদ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল ও কণ্ঠদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাকে পশুর ন্যায় সংহার করিবার মানসে ভূতলে নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন নখরাঘাতে অশ্বত্থামার কলেবর ক্ষতবিক্ষত করিয়া অপরিস্ফুট স্বরে কহিলেন, হে আচার্য্যকুমার! সত্বরে অস্ত্রাঘাতে আমার জীবন সংহার কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রসাদে পবিত্র লোকে গমন করি। মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা ধৃষ্টদ্যুম্নের সেই অব্যক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, রে কুলাঙ্গার! আচার্য্যঘাতীদিগের কোন লোকেই গমন করিবার অধিকার নাই; অতএব তোর উপর অস্ত্রনিক্ষেপ করা আমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। ক্রোধাবিষ্ট দ্রোণনন্দন এই কথা বলিয়া কেশরী যেরূপ মদমত্ত মাতঙ্গের মর্ম্ম নিপীড়ন করে, সেইরূপ নিদারুণ পদাঘাত করিয়া দ্রুপদপুত্রের মর্ম্ম নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। তখন তত্রত্য মহিলাগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের রক্ষক সমুদয় তাঁহার আর্ত্তনাদে জাগরিত হইয়া তাঁহাকে ভূতোপহত বোধ করত ভয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেও পারিল না।

এই প্রকারে মহাবলশালী দ্রোণতনয় দ্রুপদকুমারকে নিপাতিত করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক সিংহনাদে দশ দিক্ পরিপূর্ণ করত অন্যান্য শত্রুগণকে সংহার করিবার মানসে ধাবমান হইলেন।

মহারথ অশ্বত্থামা দ্রুপদপুত্রের গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, তত্রত্য মহিলা ও রক্ষকগণের ভীষণ ক্রন্দনধ্বনি সমুত্থিত হইল। ধৃষ্টদ্যুম্নের পত্নীগণ স্বামীকে বিনষ্ট দেখিয়া হাহাকার করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের রোদনশব্দে অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ সহসা জাগরিত হইয়া বর্ম্মধারণ পূর্ব্বক কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কামিনীগণ ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে করুণ রবে কহিতে লাগিলেন, তোমরা সত্বরে আগমন কর। ঐ দেখ, এক জন পুরুষ ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনাশ করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক

অবস্থিতি করিতেছে। ঐ ব্যক্তি রাক্ষস কি মনুষ্য আমরা তাহার কিছু স্থির করিতে সমর্থ হইলাম না। তখন শিবিরস্থিত প্রধান প্রধান বীরগণ সহসা অশ্বত্থামাকে পরিবেষ্টন করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণনন্দন রুদ্রাস্ত্রদ্বারা সেই সমাগত ক্ষত্রিয়গণকে নিপাতিত করিয়া অনতিদূরে নিদ্রাগত উত্তমৌজাকে অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং অচিরাৎ চরণ দ্বারা তাঁহার কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল আক্রমণ পূর্ব্বক তাঁহাকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর যুধামন্যু উত্তমৌজাকে রাক্ষসহস্তে বিনষ্ট বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে গদা গ্রহণ পূর্ব্বক মহাবেগে দ্রোণপুত্রের হৃদয়ে প্রহার করিলেন। তখন মহাবীর অশ্বত্থামা মহাবেগে ধাবমান হইয়া তাঁহাকে ধরাতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পশুর ন্যায় নিহত করিলেন।

মহাবীর দ্রোণনন্দন এইরূপে যুধামন্যুকে সংহার পূর্ব্বক ইতস্ততঃ শয়ান মহারথগণের প্রতি ধাবমান হইয়া খড়্গাঘাতে যজ্ঞস্থলে বিকম্পিত পশুর ন্যায় একে একে তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে শিবিরমধ্যস্থিত ন্যস্তশস্ত্র পরিশ্রান্ত যোধগণকে মাতঙ্গ ও তুরঙ্গগণের সহিত নিহত করিয়া শোণিতাক্ত কলেবরে কালান্তক কৃতান্তের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। সেই ভীষণ করবালধারী মহাবীরের কলেবর অসিবিচ্ছিন্ন ইতস্ততঃ সঞ্চারিত বীরগণের রুধিরধারায় সংসিক্ত হওয়াতে তাঁহাকে অতি ভীষণ অপূর্ব্ব প্রাণী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সংগ্রামে সমাগত ক্ষত্রিয়গণ দ্রোণতনয়ের অলৌকিক রূপ সন্দর্শন পূর্ব্বক সাতিশয় ব্যথিত হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অনেকে তাঁহাকে রাক্ষস বিবেচনা করিয়া নয়ন উন্মীলিত করিতে লাগিলেন।

এই প্রকারে মহাবীর অশ্বত্থামা সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শিবিরে পর্য্যটন করিতে করিতে দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র ও হতাবশিষ্ট সোমকদিগকে দেখিতে পাইলেন। শরাসনধারী মহারথ দ্রৌপদীর পুত্রগণ সংগ্রামকোলাহলে জাগরিত হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্নের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করত অশ্বত্থামাকে শরনিকরে সমাচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভদ্রকগণ ও মহাবীর শিখণ্ডী তাঁহাদিগের সংগ্রামকোলাহলে প্রবোধিত হইয়া নিশিত শরনিকরে অশ্বত্থামাকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। তখন যুদ্ধবিশারদ মহারথ দ্রোণতনয় সেই শরনিকরবর্ষী যোধগণকে অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পিতৃনিধনবৃত্তান্ত স্মরণ

পূর্ব্বক সক্রোধলোচনে সহস্র চন্দ্রপরিমণ্ডিত চর্ম্ম ও সুবর্ণালঙ্কৃত দিব্য খড়্গ গ্রহণ করত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রৌপদীর পুত্রগণের প্রতি মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বাগ্রে খড়্গাঘাতে প্রতিবিন্ধ্যের কুক্ষিদেশ ছেদন করিলেন। ঐ মহাবীর অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। তখন প্রবলপ্রতাপশালী সুতসোম প্রাসদ্বারা অশ্বত্থামাকে বিদ্ধ করিয়া খড়্গ উত্তোলন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহামতি অশ্বত্থামা রোষভরে সুতসোমের অসিসমবেত বাহু ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বদেশে খড়্গ প্রহার করিলেন। মহাবীর সুতসোম ঐ প্রহারে ব্যথিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। তখন নকুলনন্দন মহাবীর শতানীক ভুজবলে অশ্বত্থামার হৃদয়ে রথচক্র নিক্ষেপ করিলেন। মহাবল অশ্বত্থামা শতানীকের প্রহারে সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া তাঁহাকে ধরাতলে নিপাতন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। সেই সময় মহাবলশালী শ্রুতকর্ম্মা পরিঘ ধারণ করিয়া মহাবেগে গমন পূর্ব্বক দ্রোণাত্মজের মধ্যদেশে প্রহার করিলেন। তদ্দর্শনে দ্রোণনন্দন করাল করবালদ্বারা তাঁহার আস্যদেশ ক্ষতবিক্ষত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর শ্রুতকর্ম্মা অশ্বত্থামার খড়্গাঘাতে বিকৃতাস্য ও বিনষ্ট হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ বরিলেন। ঐ সময় মহারথ শ্রুতকীর্ত্তি আচার্য্যপুত্রের প্রতি নিরন্তর শরবর্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা চর্ম্মদ্বারা শ্রুতকীর্ত্তির ঐ সমুদয় শর নিবারণ পূর্ব্বক তাঁহার কুণ্ডলালঙ্কৃত মস্তক ছেদন করিলেন।

অনন্তর ভীষ্মবিঘাতী শিখণ্ডী প্রভদ্রকগণের সহিত সমবেত হইয়া মহাবীর দ্রোণতনয়কে বহুবিধ অস্ত্রে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার ললাটদেশে এক শর পরিত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে মহাবীর অশ্বত্থামা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গদ্বারা শিখণ্ডীকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দ্রুপদতনয় শিখণ্ডী বিনষ্ট হইলে, অসিমার্গবিশারদ মহাবলশালী অশ্বত্থামা রোষভরে ধাবমান হইয়া সমুদয় প্রভদ্রক, বিরাটরাজার হতাবশিষ্ট সৈন্য সকল, দ্রুপদরাজার যাবতীয় পুত্র পৌত্র ও সুহৃদ্গণ এবং অন্যান্য বীরগণকে ছেদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ দেখিতে পাইলেন যে, রক্তবদনা রক্তলোচনা রক্তমাল্যানুলেপনা রক্তবসনা কৃষ্ণবর্ণা কালরাত্রি অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও ন্যস্তশস্ত্র মুক্তকেশ মহারথগণকে ভয়ঙ্কর পাশে বদ্ধ করিয়া প্রস্থান করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। হে রাজন্! যে অবধি কুরুপাণ্ডবের ভয়াবহ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, সেই অবধি

পাণ্ডবপক্ষীয় যোধগণ প্রতিযামিনীতেই এই প্রকার স্বপ্ন দর্শন করিতেন যে, সেই করালবদনা কামিনী তাঁহাদিগকে লইয়া গমন করিতেছেন এবং মহারথ অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

মহাবীর অশ্বত্থামা এইরূপে সেই দৈবোপহত প্রাণীদিগকে সিংহনাদে বিত্রাসিত ও নিপাতিত করিতে লাগিলেন। তৎকালে বীরগণ পূর্ব্বকালীন স্বপ্নদর্শন স্মরণ করত ইহা দৈবপীড়ন বলিয়া জানিতে পারিলেন। অনন্তর পাণ্ডবশিবিরস্থিত সহস্র সহস্র ধনুর্দ্ধর বীর ঐ নিনাদে জাগরিত হইলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণনন্দন মূর্ত্তিমান কৃতান্তের ন্যায় কাহারও চরণদ্বয় ছেদন, কাহারও জঘন বিদারণ এবং কাহারও বা পার্শ্বদেশ ভেদ করিতে লাগিলেন। তৎকালে কেহ কেহ মাতঙ্গ ও তুরঙ্গদ্বারা উন্মথিত এবং কেহ কেহ সাতিশয় নিষ্পেষিত হইয়া আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে সেই সমুদয় নিপতিত বীরগণে সমরাঙ্গন পরিপূর্ণ হইল। তৎকালে কেহ কেহ রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিল যে, এ কি, এ কে, কি শব্দ, কি করিয়াছে; সেই সময় মহাবীর অশ্বত্থামা কৃতান্তের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক অস্ত্র ও কবচবিহীন পাণ্ডবসৈন্য ও সৃঞ্জয়গণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় অনেকেই দ্রোণতনয়ের শস্ত্রপ্রহারে একান্ত ভীত হইয়া মহাবেগে পলায়ন করিতে করিতে নিদ্রাবেশপ্রযুক্ত চৈতন্যবিহীন ও নিপতিত হইতে লাগিল। অনেকে মোহে ও উরুস্তম্ভে অভিভূত হইয়া পড়িল এবং অনেকে সাতিশয় ভীত ও নিতান্ত অবসন্ন হইল।

অনন্তর মহাবলশালী আচার্য্যপুত্র সেই ভীষণনিস্বন রথে পুনর্ব্বার সমারূঢ় হইয়া ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক শর সমূহে অনেকানেক বীরকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কতকগুলি বীর উত্থিত এবং কতকগুলি তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইতেছিল, তিনি দূর হইতে তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিলেন। তৎপরে তিনি রথচক্রদ্বারা অনেকানেককে প্রমথিত করিয়া অবশিষ্ট শত্রুগণের প্রতি শরনিকর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধাবমান হইলেন এবং পুনরায় শতচন্দ্রযুক্ত বিচিত্র চর্ম্ম ও আকাশের ন্যায় শ্যামল অসি গ্রহণ পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রকারে অশ্বত্থামা মত্ত মাতঙ্গ যেরূপ বিস্তীর্ণ হ্রদ আলোড়িত করে, তদ্রূপ সেই শত্রুশিবির বিক্ষোভিত করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় যোধগণ নিদ্রায় নিতান্ত কাতর ও সেই সংগ্রামের ঘোরতর

শব্দে একান্ত ভীত এবং উত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ অতি বিকৃত স্বরে চীৎকার ও কেহ কেহ অসম্বদ্ধ বাক্য প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে অনেকে অস্ত্র ও শস্ত্র ও বসন গ্রহণ করিতে পারিল না। অনেকের কেশ আলুলায়িত হইয়া পড়িল। কেহই কাহাকে অবগত হইতে সমর্থ হইল না। কেহ কেহ গাত্রোত্থান করিতে সমুদ্যত হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। কেহ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মাতঙ্গ ও তুরঙ্গগণ বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল এবং কতকগুলি দলবদ্ধ হইয়া মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। কতকগুলি মনুষ্য সাতিশয় ভীত হইয়া ধরাতলে বিলীন হইলে, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গমগণ চরণ-দ্বারা তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিল।

এই প্রকারে সেই সমরাঙ্গন অতি ভীষণ হইলে, রাক্ষসগণ হৃষ্টান্তঃকরণে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল! ঐ শব্দে দিঙ্মণ্ডল ও গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মাতঙ্গ ও তুরঙ্গমগণ সেই ভীষণ শব্দ শ্রবণ করিয়া বন্ধন ছেদন পূর্ব্বক শিবিরস্থিত ব্যক্তিগণকে বিমর্দ্দিত করত ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। তৎকালে তাহাদিগের পাদসমুত্থিত রজোরাশি সেই যামিনীযোগে শিবিরমধ্যে দ্বিগুণতর অন্ধকার করিল। তখন সকলেই সংজ্ঞাবিহীন হইয়া কে পিতা, কে পুত্র, কে ভ্রাতা কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না। কুঞ্জর কুঞ্জরগণকে ও অশ্ব অশ্বগণকে অতিক্রম পূর্ব্বক তাড়িত, সমাহত, ভূতলে পাতিত ও বিমর্দ্দিত করিতে আরম্ভ করিল। তখন সুপ্তোত্থিত তিমিরাবৃত জ্ঞানশূন্য মনুষ্যগণ কাল-প্রেরিত হইয়া আত্মপক্ষীয়গণকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে দ্বারপালগণ দ্বারদেশ ও শিবিররক্ষকগণ শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্কিতচিত্তে প্রাণপণে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সময় কেহই কাহাকে চিনিতে পারিল না। সকলেই বন্ধুবান্ধবগণকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে করিতে গোত্র ও নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক হা তাত! হা পুত্র! এই বলিয়া চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেকে হাহাকার শব্দ করত ধরাতলে শয়ন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মহাবীর দ্রোণ-কুমার পলায়মান ব্যক্তিগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই সময় অনেক ক্ষত্রিয় নিতান্ত ভীত, মুহুর্মুহু বিমোহিত ও বধ্যমান হইয়া প্রাণ রক্ষার্থ শিবির হইতে পলায়মান করিতেছিল, ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা ও মহাবীর কৃপাচার্য্য দ্বারদেশেই তাহাদিগকে সংহার করিতে

আরম্ভ করিলেন। অনেকে অস্ত্র শস্ত্র ও কবচ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলু-লায়িত কেশে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিল। তথাপি কৃপ ও কৃত-বর্ম্মা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহারা উভয়ে অশ্বত্থামার প্রিয়কার্য্য সাধনার্থ শিবিরের তিন স্থানে অগ্নি প্রদান করি-লেন। ঐ অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, শিবির আলোকময় হইয়া উঠিল। তখন দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা করবারি গ্রহণ পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগি-লেন। তৎকালে যাহারা তাঁহার অভিমুখে আগমন ও যাহারা পলায়ন করিতেছিল, তিনি তাহাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার খড়্গ প্রহারে অনেকে দুই খণ্ড হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল। দীর্ঘকলেবর মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও মনুষ্যগণ আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইল। তাহাদের কলেবরে বসুন্ধরা এককালে সমাকীর্ণ হইয়া গেল। এই প্রকারে অসংখ্য মনুষ্য বিনষ্ট হইলে, বহুসংখ্যক কবন্ধ সমু-ত্থিত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। সেই সময় মহাবল দ্রোণ-তনয় কোন বীরের আয়ুধ ও অঙ্গদ পরিমণ্ডিত বাহু, কাহারও মস্তক, কাহারও করিশুণ্ডোপম ঊরু কাহারও চরণ, কাহারও পৃষ্ঠ, কাহারও পার্শ্ব, কাহারও মধ্যদেশ ও কাহারও কর্ণ ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং কাহার কাহারও স্কন্ধদেশে প্রহার করিয়া তাহার মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত করিয়া দিলেন। ঐ সময় তাঁহার প্রভাবে অনেকেই সংগ্রাম পরিত্যাগ করিল।

এইরূপে মহাবীর অশ্বত্থামা বহুসংখ্যক মনুষ্যের প্রাণ সংহার করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন দারুণদর্শনা ঘোরা রজনী অন্ধকারে সুশোভিতা হইয়া উঠিল। অসংখ্য লোক অশ্বত্থামার হস্তে বিনষ্ট ও দৃঢ়তর সমাহত হইয়া সেই হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল, যক্ষরাক্ষসসমাকীর্ণ রণস্থলে নিপতিত হইল। অনেকে পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রের নিমিত্ত পরিতাপ করিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় কেহ কেহ কহিতে লাগিল যে, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ রোষাবিষ্ট হইয়া যে কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় নাই, আজি ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণ সেই কার্য্য সংসাধন করিল। আমরা পাণ্ডবগণের অসান্নিধ্যবশতই এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলাম। বাসুদেব-পরিরক্ষিত ধনঞ্জয়কে কি অসুর, কি গন্ধর্ব্ব, কি যক্ষ, কি রাক্ষস, কেহই পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। সেই মহাবীর ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন, সত্য-পরায়ণ, দান্ত ও পরম দয়ালু। তিনি কদাচ নিদ্রিত, প্রমত্ত, ন্যস্তশস্ত্র, বদ্ধাঞ্জলি, ধাবমান বা মুক্তকেশ ব্যক্তিকে সংহার করেন না। হায়!

আজি দুরাত্মা রাক্ষসগণ কি ঘোরতর ক্রূর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিল। হে মহারাজ! অসংখ্য লোক এই প্রকারে বিলাপ ও অনুতাপ করিতে করিতে ধরাতলে নিপতিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মুহূর্ত্তকালমধ্যে মনুষ্য ও অন্যান্য জীবগণের ঘোরতর কোলাহল একেবারে প্রশান্ত হইয়া গেল। বসুন্ধরা শোণিতসিক্ত হওয়াতে সেই ঘোরতর ধূলিপটল এককালে অদৃশ্য হইল। তখন মহাবলশালী দ্রোণতনয় পশুপতি যেরূপ পশুদিগকে সংহার করেন, সেই রূপ কি শয়ান, কি ধাবমান, কি যুধ্যমান, সকলকেই সংহার করিতে লাগিলেন। তখন অনেকে অনলে দগ্ধ ও দ্রোণপুত্রের প্রহারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পরস্পরকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই প্রকারে মহাবীর অশ্বত্থামা অর্দ্ধরাত্রমধ্যে পাণ্ডবগণের সমস্ত সৈন্যদিগকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ করিলেন। অসংখ্য কুঞ্জর, অশ্ব ও মনুষ্যগণ নিহত হইলে, ঐ রজনীতে রাক্ষস ও পিশাচগণ যাহার পর নাই আনন্দিত হইয়া পুত্র কলত্র সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করত শোণিত পান, মাংস ভক্ষণ এবং মেদ, মজ্জা, অস্থি ও রস আস্বাদন পূর্ব্বক ইহা অতি উপাদেয়, ইহা অতি পবিত্র, ইহা অতি সুস্বাদু এই বলিয়া পরম আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বসাপানে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়া মহাবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল। সেই সমস্ত মাংসাশী রাক্ষস ও পিশাচগণ দেখিতে অতি ভয়ঙ্কর। তাহাদিগের বর্ণ পিঙ্গল, দন্ত পর্ব্বতাকার, কেশ জটিল, জঙ্ঘা সুদীর্ঘ, উদর বৃহৎ, অঙ্গুলি সকল পশ্চাদ্ভাগে নিহিত, কলেবর অতি ভীষণ ঘণ্টাজালজড়িত এবং কণ্ঠ নীলবর্ণ। তাহাদিগের কিছুমাত্র ঘৃণা নাই। তাহারা সর্ব্বদাই নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই পাঁচ চরণ। হে মহারাজ! এইরূপ বিবিধ বদনযুক্ত অতি বিকটাকার অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ রাক্ষস সেই স্থানে উপনীত হইয়াছিল। তখন অসংখ্য ভূত সেই রাক্ষসগণের সহিত সমবেত হইল।

অনন্তর প্রত্যূষকালে শোণিতাক্ত কলেবর মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণনন্দন শিবির হইতে প্রতিগমন করিবার অভিলাষ করিলেন। তৎকালে তাঁহার খড়্গমুষ্টি এককালে করতলে সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। তিনি অতি ভীষণ পথে পদার্পণ করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক কল্পান্তকালীন পাবকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার পিতৃবধজনিত দুঃখ তিরোহিত হইল। অনন্তর তিনি যামিনীযোগে লোক সমু-

ময় নিদ্রিত হইলে, শিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া উহা যেরূপ নিঃশব্দ দেখিয়া ছিলেন, এক্ষণে তত্রত্য লোক সমুদয় নিহত হইলে উহা সেইরূপ নিঃশব্দ দেখিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলেন এবং অবিলম্বেই কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মার সহিত সমবেত হইয়া তাঁহাদিগকে হর্ষাবিষ্ট করত আদ্যোপান্ত সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন তাহারাও "আমরা অসংখ্য পঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দিগকে বিনষ্ট করিয়াছি" এই কথা বলিয়া অশ্বত্থামার আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা তিন জনেই করতালি প্রদান পূর্ব্বক মহা আনন্দে হর্ষধ্বনি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হে রাজন্! এই প্রকারে সেই যামিনী নিদ্রাগত ও অনবহিত পাণ্ডব-পক্ষীয় বীরগণের পক্ষে নিতান্ত ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল। কালের কি বিচিত্র গতি! উহা অতিক্রম করা নিতান্ত সুকঠিন। দেখুন, যাহারা আমাদিগের অসংখ্য সৈন্য সংহার করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা-রাই আবার বিনষ্ট হইল!

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহারথ দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা আমার পুত্র দুর্য্যোধনের জয়লাভের নিমিত্ত সর্ব্বদাই যত্ন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি কি জন্য পূর্ব্বেই এইরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া পাণ্ডবসৈন্য-দিগকে বিনাশ করেন নাই? এক্ষণে নীচাশয় দুর্য্যোধন নিপাতিত হইলেই বা তিনি কি নিমিত্ত এইরূপ কার্য্য সম্পাদন করিলেন? তাহা আমার নিকট বর্ণন কর।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! পূর্ব্বে মহাবীর দ্রোণতনয় অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন বাসুদেব, সাত্যকি ও পাণ্ডবগণের ভয়ে এই কার্য্য সংসাধন করিতে সমর্থ হন নাই। এক্ষণে তাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন না; বিশেষতঃ রাত্রিকালে সকলেই নির্ভয়চিত্তে নিদ্রাগত হইয়াছিল; এই জন্যই তিনি স্বীয় অভিলষিত কার্য্য সংসাধন করিতে সমর্থ হইলেন। বাসুদেব ও সাত্যকি সমবেত পাণ্ডবগণের সমক্ষে, অন্যের কথা কি বলিব, দেবরাজ ইন্দ্রও পঞ্চাল ও সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতে সমর্থ হন না। যাহা হউক, এই রূপে মহাবীর অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মা পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিয়া পরস্পরের মুখাবলোকন পূর্ব্বক পরম সৌভাগ্য, পরম সৌভাগ্য বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা মহা আনন্দিত হইয়া কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম্মাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, আমি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং

হতাবশিষ্ট পঞ্চাল, সোমক ও মৎস্যগণকে সংহার করিয়াছি। এক্ষণে আমরা কৃতকার্য্য হইলাম; অতএব বিলম্বে আর প্রয়োজন নাই; সত্বরে কুরুরাজ দুর্য্যোধনের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক যদি তিনি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করি।

—(০৮০)—

নবম অধ্যায়। ৯।

হে রাজন্! ঐ তিন মহারথ এই প্রকারে দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র ও পঞ্চালগণকে সংহার করিয়া, যে স্থানে রণনিপতিত কুরুরাজ দুর্য্যোধন অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় আগমন করিলেন এবং রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে, রাজা দুর্য্যোধন বিচেতনপ্রায় হইয়া অবিরত শোণিত বমন করিতেছেন। তাঁহার জীবন অল্পমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। ভীষণদর্শন শ্বাপদগণ তাঁহাকে ভোজন করিবার মানসে বেষ্টন করিয়া আছে। তিনি গাঢ়তর বেদনায় সাতিশয় কাতর ও ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া অতিকষ্টে তাহাদিগকে নিবারণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে হতাবশিষ্ট সেই তিন বীর একান্ত শোকাকুল হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন। রাজা দুর্য্যোধন সেই শোণিতোক্ষিত মহারথগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া হুতাশনত্রয় পরিশোভিত যজ্ঞবেদীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই বীরত্রয় রাজা দুর্য্যোধনকে ধরাশয্যায় শয়ান দেখিয়া অবিসহ্য দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং হস্ত দ্বারা কুরুরাজের মুখমণ্ডল হইতে শোণিতধারা মোচন করিয়া বিলাপ ও অনুতাপ করত কহিলেন, হায়! দৈবের কোন কার্য্যেই ভার নাই। যে হেতু, রাজা দুর্য্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণীর অধিপতি হইয়াও এক্ষণে রণস্থলে নিহত হইয়া শোণিতাক্ত কলেবরে ধরাতলে শয়ান রহিয়াছেন। দেখ, এই গদাপ্রিয় মহাবীরের সন্নিধানে স্বর্ণজালজড়িত ভীষণ গদা নিপতিত আছে। ইনি কোন সংগ্রামেই গদা পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে প্রিয়তমা ভার্য্যা যেরূপ হর্ম্ম্যতলে শয়ান ভর্ত্তার সহিত একত্র অবস্থিতি করে, সেই রূপ এই গদা দুর্য্যোধনের সহিত অবস্থিতি করিতেছে। কুরুরাজ এক্ষণে স্বর্গগমনে সমুদ্যত হইয়াছেন; তথাপি এই গদা ইহাঁকে পরিত্যাগ করিতেছে না। হায়! কালের কি বিচিত্র গতি! যিনি সমু

দায় মহীপালগণের প্রধান ছিলেন, আজি তিনি সমরাঙ্গনে নিপতিত হইয়া রজোরাশি গ্রাস করিতেছেন! যিনি বহুসংখ্যক শত্রুকে সংহার করিয়া ভূতলশায়ী করিয়াছিলেন, আজি তিনি বিপক্ষের বলবীর্য্যে নিহত হইয়া রণস্থলে শয়ান রহিয়াছেন। শত শত ভূপতি ভীতমনে যাঁহার চরণে প্রণত হইত, আজি তিনি রণস্থলে শয়ন করত ক্রব্যাদগণে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ যাঁহার নিকট সর্ব্বদাই অর্থের নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেন, আজি মাংসাশী জন্তুগণ মাংসলাভের নিমিত্ত সেই মহাবীরের উপাসনা করিতেছে।

অনন্তর মহারথ দ্রোণতনয় ধরাশায়ী দুর্য্যোধনকে সম্বোধন পূর্ব্বক করুণস্বরে বিলাপ ও অনুতাপ করত কহিতে লাগিলেন :— হে নৃপবর! লোকে তোমাকে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তুমি হলায়ুধ বলদেবের প্রিয় শিষ্য এবং সংগ্রামে ধনাধিপতি কুবেরের তুল্য। দুর্ম্মতি ভীমসেন কি প্রকারে সমরক্ষেত্রে তোমার রন্ধ্র প্রাপ্ত হইল? হায়! কালকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। বৃকোদর তোমাকে নিপাতিত করিয়াছে, ইহাও আমাদিগকে দেখিতে হইল! ঐ পাপপরায়ণ ক্ষুদ্রাশয় ছল প্রকাশ পূর্ব্বক তোমার নিধনসাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছে। ঐ দুরাত্মা ধর্ম্মযুদ্ধে তোমাকে আহ্বান করিয়া অধর্ম্মানুসারে গদা দ্বারা তোমার উরুদ্বয় ভগ্ন করিয়াছে। ঐ পাপাত্মা যখন অধর্ম্মযুদ্ধে তোমাকে নিপাতিত করিয়া তোমার মস্তকে পদার্পণ করে, তখন বাসুদেব ও ধর্ম্মরাজ তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিল; অতএব তাহাদিগকে ধিক্! যত দিন এই জীবলোক বিদ্যমান রহিবে, ততদিন ভীমসেন যে শঠতাচরণ পূর্ব্বক তোমাকে সংহার করিয়াছে, সকলেই তাহার এই অপযশ ঘোষণা করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবল পরাক্রান্ত বলদেব সভামধ্যে সতত বলিয়া থাকেন যে, বীর্য্যবান্ রাজা দুর্য্যোধন আমার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছেন, গদাযুদ্ধে তাঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কেহই নাই।

হে কুরুরাজ! মহর্ষিরা ক্ষত্রিয়গণের যাহা প্রশস্ত গতি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তুমি সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ ও বিনষ্ট হইয়া সেই উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইলে; অতএব তোমার নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র অনুতাপ করি না। কেবল তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতা নিদারুণ পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলেন, এই জন্য আমি তাঁহাদিগের নিমিত্তই সন্তপ্ত হইতেছি। তাঁহারা ইহার পর ভিক্ষোপজীবী হইয়া শোকাকুল চিত্তে এই অবনীতে পর্য্য-

টন করিবেন, সন্দেহ নাই। যদুকুলোদ্ভব বাসুদেব ও দুরাত্মা ধনঞ্জয়কে ধিক্! তাহারা আপনাদিগকে ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে; কিন্তু তোমাকে অধর্ম্মযুদ্ধে নিপাতিত দেখিয়াও অনায়াসে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল। অন্যান্য মহীপালগণ রাজা দুর্য্যোধন কি প্রকারে বিনষ্ট হইলেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, নির্লজ্জ পাণ্ডবগণ কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে? হে দুর্য্যোধন! তুমি সংগ্রামে পরাঙ্মুখ না হইয়া যে, ধর্ম্মযুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করিলে, এই জন্য তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এক্ষণে বসুন্ধরাবিহীনা হতপুত্রা গান্ধারী ও প্রজ্ঞাচক্ষু অন্ধরাজের কি গতি হইবে! ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা, মহারথ কৃপাচার্য্য ও আমাকে ধিক্! আমরা প্রজাপালক সর্ব্বকামপ্রদ মহীপতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সুরপুরে গমন করিতে পারিলাম না! পূর্ব্বে আমরা মহাবীর কৃপাচার্য্যের, আপনার ও আমার পিতার বাহু-বীর্য্যপ্রভাবে বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে বিবিধ রত্নময় গৃহে অবস্থান ও ভূরিদক্ষিণ প্রভৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি; এক্ষণে আমরা কাহার শরণাগত হইব? আপনি সমস্ত মহীপতিকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সুরলোকে গমন করিলেন; কেবল আমরা তিন জন আপনার অনুগামী হইতে পারিলাম না; এই জন্যই সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছি। এক্ষণে আমরা সুরলোক ও অর্থবিহীন হইয়া চিরকাল আপনার সুকৃত স্মরণ করিতে থাকিব। আমরা জীবন ধারণ পূর্ব্বক আপনার কি হিতানুষ্ঠান করিব? এক্ষণে আপনি এই আশ্রিতদিগকে পরিত্যাগ করাতে, ইহাদিগের সুখ, শান্তি এককালেই তিরোহিত হইল। অতঃপর এই হতভাগ্যগণকে নিতান্ত ক্লেশে অবনীমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। হে কুরুরাজ! আপনি সুরলোকে গমন করিয়া আমার বাক্যানুসারে মহারথদিগকে যথাবিধি পূজা করত সর্ব্বাগ্রে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য আমার পিতা আচার্য্যকে কহিবেন যে, আজি অশ্বত্থামা দুর্ম্মতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বিনষ্ট করিয়াছেন। হে কুরুকুলতিলক! তৎপরে আপনি মহারথ বাহ্লীক, জয়দ্রথ, সোম-দত্ত, ভূরিশ্রবা ও অন্যান্য মহীপালগণকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবেন।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণতনয় ভগ্নোরু বিচেতনপ্রায় রাজা দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে, আমার এই শ্রুতিসুখাবহ বাক্য শ্রবণ করুন। এক্ষণে পাণ্ডবপক্ষে পঞ্চ-

পাণ্ডব, কেশব ও সাত্যকি এই সাত জন এবং কৌরবপক্ষে আমরা তিন জন, উভয় পক্ষে আমরা দশ জনমাত্র জীবিত আছি। আমি দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র সমুদয়, পঞ্চালগণ ও হতাবশিষ্ট মৎস্যগণকে স্বহস্তে বিনষ্ট করিয়াছি। আমি এই রজনীযোগে শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পাপপরায়ণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় বিনষ্ট এবং পাণ্ডবগণের বাহন সমুদয়, সৈন্য ও পুত্রগণকে সংহার করিয়া বৈরনির্য্যাতন করিয়াছি।

হে রাজন্! রাজা দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার মুখে এই শ্রুতিসুখাবহ বাক্য শ্রবণ করত চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে বীর! মহাবাহু ভিষ্ম, কর্ণ ও তোমার পিতা দ্রোণাচার্য্য যে কার্য্য সংসাধন করিতে সমর্থ হন নাই, তুমি কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত সমবেত হইয়া সেই কার্য্য সাধন করিয়াছ। নীচাশয় পাণ্ডবসেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডীর সহিত বিনষ্ট হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, আমি আপনাকে রুদ্রতুল্য বোধ করিতেছি। এক্ষণে তোমাদিগের মঙ্গল হউক; সুরলোকে পুনর্ব্বার আমার সহিত তোমাদিগের মিলন হইবে। রাজা দুর্য্যোধন এই কথা কহিয়া সেই তিন জন বীরকে আলিঙ্গন করিয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক বন্ধুবিয়োগজনিত দুঃখ বিস্মৃত হইয়া সুরলোকে গমন করিলেন। তাঁহার কলেবরমাত্র ধরাতলে নিপতিত রহিল। হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত রাজা দুর্য্যোধন এই প্রকারে সংগ্রামে ঘোরতর পরাক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক শত্রুহস্তে কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সেই তিন মহারথ কুরুপতি দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গন ও সস্নেহ লোচনে বারম্বার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্ব স্ব রথে সমারূঢ় হইয়া সেই প্রত্যূষসময়ে শোকসন্তপ্ত চিত্তে মহাবেগে নগরাভিমুখে গমন করিলেন। হে রাজন্! আপনার কুমন্ত্রণাই এই কুরুপাণ্ডব সৈন্যক্ষয়ের প্রধান কারণ। আজি আপনার পুত্রগণ সুরলোকে গমন করাতে আমার ঋষিপ্রদত্ত দিব্যদর্শিত্ব বিনষ্ট হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! এই রূপে রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রিয় পুত্র দুর্য্যোধনের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ঐষীক পর্ব্বাধ্যায়।

—০*০—

দশম অধ্যায়। ১০।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! এ দিকে রজনী প্রভাত হইবা-মাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সারথি ধর্ম্মরাজের নিকট গমন পূর্ব্বক সেই রাত্রির সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করত কহিল, হে ধর্ম্মরাজ! দ্রুপদতনয়গণ ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র রাত্রিকালে বিশ্বস্তচিত্তে নিদ্রিত ছিলেন, সেই অবসরে দুরাত্মা কৃতবর্ম্মা, কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে সংহার করিয়াছে। ঐ দুরাত্মাগণের প্রাস, শক্তি ও পরশু প্রভাবে আমাদিগের অসংখ্য মাতঙ্গ, তুরঙ্গ ও মনুষ্য এককালে নিঃশেষিত হইয়াছে। কুঠারনিকৃত্ত মহাকাননের ন্যায় আপনার সৈন্য সমুদয় বিনষ্ট হইতে থাকিলে, তাহাদিগের ঘোরতর শব্দ শ্রুত হইয়াছিল। দুরাত্মারা আপনার শিবিরস্থিত সমস্ত প্রাণীকে বিনাশ করিয়াছে। কেবল আমি একাকী অনবহিত কৃতবর্ম্মার নিকট অতি কষ্টে নিস্তার পাইয়াছি।

হে জনমেজয়! কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির দূতমুখে অশুভ সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র পুত্রশোকে সাতিশয় কাতর হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহাবীর সাত্যকি, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ধারণ করিলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির অতি কষ্টে চৈতন লাভ করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিলেন। হায়! আমরা যে, শত্রুগণকে পরাজিত করিলাম, পুনর্ব্বার তাহাদিগের হস্তেই আমাদিগকে পরাজিত হইতে হইল। কার্য্যগতিকে দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও সমুদয় বিষয় অবগত হইতে পারেন না। আমরা অরাতিগণের গুরু, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, বন্ধু, বয়স্য, অমাত্য প্রভৃতি সকলকেই পরাজয় ও সংহার করিয়া অবশেষে পরাজিত হইলাম। দৈবপ্রভাবে অনর্থ অর্থের ন্যায় এবং অর্থও অনর্থের ন্যায় জ্ঞান হইয়া থাকে। এক্ষণে আমরা জয় লাভ করিয়াও যেন পরাজিত হইলাম, এবং শত্রুগণ পরাজিত হইয়াও যেন জয় লাভ করিল। যে জয়লাভে বিপদাপন্নের ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়, সে জয়কে কোনক্রমেই জয় বলিতে পারা যায় না; তাহা পরাজয়ের তুল্য। হায়! আমরা যাহাদিগের নিমিত্ত বন্ধুবান্ধব সং-

হার পূর্ব্বক পাপাচরণ করিলাম, নির্জ্জিত ব্যক্তিগণ আবার সেই জয়লাভপ্রহৃষ্ট পুত্রগণকেই বিনষ্ট করিল। দেখ, কর্ণি ও নালীক যাহার দংষ্ট্রা, খড়্গ যাহার জিহ্বা, শরাসন যাহার ব্যাদিত বদন ও জ্যানির্ঘোষ যাহার গর্জ্জন বলিয়া বোধ হইত, সেই পুরুষাগ্রগণ্য সমরোৎসাহী নিতান্ত ক্রুদ্ধ কর্ণের হস্ত হইতে যাহারা বিমুক্ত হইয়াছিল, আজি প্রমাদবশতঃ তাহারাই বিনষ্ট হইল। রথরূপ হ্রদসমন্বিত, শরবর্ষণরূপ তরঙ্গমালা সমাকুল, বাহনরূপ রত্নবিশিষ্ট, শক্তি ও ঋষ্টিরূপ মীনসংযুক্ত, ধ্বজালঙ্কৃত মাতঙ্গরূপ নক্রযুক্ত, শরাসনরূপ আবর্ত্তবিশিষ্ট মহাবাণরূপ ফেনসম্বলিত, দ্রোণরূপ মহাসাগর হইতে যাহারা বহুবিধ শস্ত্ররূপ নৌকাদ্বারা উত্তীর্ণ হইয়াছিল, আজি সেই রাজপুত্রগণ প্রমাদবশতঃ কালকবলে নিপতিত হইল। উৎকৃষ্ট ধ্বজাগ্র যাহার ধূমকেতু স্বরূপ, শর সমুদায় যাহার জালা স্বরূপ, ক্রোধ যাহার মহাসমীরণ স্বরূপ এবং কবচ ও বিবিধ শস্ত্র সমূহ যাহাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই মহাসেনারূপ তৃণকাষ্ঠ সকলের দাবানলকল্প ভীষ্মময় অগ্নিদাহকে যাহারা সহ্য করিয়াছিল, আজি সেই সকল রাজপুত্রেরা প্রমাদবশতঃ নিহত হইল। অতএব মর্ত্ত্যলোকে প্রমাদই মনুষ্যগণের সংহারের প্রধান কারণ। প্রমত্ত ব্যক্তি অচিরাৎ অর্থভ্রষ্ট ও অনর্থগ্রস্ত হইয়া থাকে এবং কদাচ বিদ্যা, তপস্যা, শ্রী ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারে না। দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র প্রমাদবিহীন হইয়া সমুদায় শত্রুদিগকে সংহার করত পরম সুখ ভোগ করিতেছেন। সমৃদ্ধিশালী বণিক্‌গণ যেরূপ সাবধানে সাগর সমুত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে প্রমাদবশতঃ সামান্য নদীমধ্যে নিমগ্ন হয়, তদ্রূপ শিবিরস্থিত রাজবংশীয় মহেন্দ্রসদৃশ বীরগণ মহারথদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া প্রমাদবশতঃ সামান্য শত্রুহস্তে বিনষ্ট হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। হায়! এক্ষণে প্রিয়তমা দ্রৌপদী বৃদ্ধ পিতা, ভ্রাতা ও পুত্রগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র অচেতন ও ধরাতলে নিপতিত হইয়া শোকানলে দগ্ধ হইবে। হায়! আজি তাহার কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে!

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকার বিলাপ করত নকুলকে কহিলেন, হে মাদ্রীকুমার! আজি তুমি সত্বরে মন্দভাগিনী দ্রৌপদীকে তাহার মাতৃকুলের সহিত এই স্থানে আনয়ন কর। তখন ধর্ম্মপরায়ণ নকুল রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে রথারোহণ পূর্ব্বক দেবী পাঞ্চালী ও পঞ্চালাধিপতির মহিষীগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন।

দ্রৌনন্দন গমন করিলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকার্দ্দিত চিত্তে রোদন করিতে করিতে সুহৃদগণের সহিত মিলিত হইয়া সেই ভূতগণসমাকীর্ণ শিবিরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্রগণ ও বন্ধুবান্ধব সকল শোণিতাক্ত কলেবরে ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। তাহাদিগের দেহ সকল বিভিন্ন এবং মস্তক সমুদায় অপহৃত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির তাহাদিগের সেই দুর্দ্দশা অবলোকন পূর্ব্বক সাতিশয় দুঃখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে অচেতন ও অনুচরবর্গের সহিত ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

একাদশ অধ্যায়। ১১।

হে রাজন্! এই প্রকারে রাজা যুধিষ্ঠির পুত্র, পৌত্র ও সুহৃদগণকে সমরনিহত অবলোকন করিয়া শোকদুঃখে নিতান্ত বিমোহিত হইলেন। তাঁহাদিগের রূপলাবণ্য ও গুণগ্রাম স্মরণে তাঁহার শোকসাগর একবারে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সেই সময় তত্রত্য সুহৃদগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কম্পিতকলেবর বিচেতনপ্রায় যুধিষ্ঠিরকে নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহামতি নকুল রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীকে সমভিব্যাহারে লইয়া সূর্য্যসদৃশ সমুজ্জ্বল রথে সমারূঢ় হইয়া তথায় উপনীত হইলেন। কমললোচনা দ্রৌপদী শিবিরসন্নিধানে পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিবামাত্র মারুতাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কম্পিতকলেবরে শোকাকুলিত চিত্তে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন পূর্ব্বক সহসা ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার বদনকমল তিমিরাবৃত দিবাকরের ন্যায় মলিন হইল। ক্রোধপরায়ণ ভীমসেন প্রিয়তমাকে ধূলাবলুণ্ঠিত দর্শন করত বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক ধারণ করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পুত্রশোকার্দ্দিতা দ্রৌপদী বৃকোদর কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া অন্যান্য পাণ্ডবগণের সমক্ষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে পুত্রগণকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করিয়া কি সুখে রাজ্য ভোগ করিবেন? আপনি শিবিরমধ্যে বীরবর পুত্রগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কি প্রকারে সুস্থির হইয়া রহিয়াছেন? পাপাত্মা নৃশংস অশ্বত্থামা সুখপ্রসুপ্ত বীরগণকে বিনাশ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া, আমার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ হইতেছে। যদি আপনি আজি সেই পামরকে বিনষ্ট না করেন, তাহা হইলে আমি এই স্থানেই প্রায়োপবেশন

করিব, সন্দেহ নাই। অতএব সত্বরে দুর্ম্মতি দ্রোণনন্দনকে ইহার প্রতিফল প্রদান করুন। যশস্বিনী পাঞ্চালী এই কথা কহিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সন্নিধানে প্রায়োপবেশন করিলেন।

ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির প্রিয়তমা দ্রৌপদীকে প্রায়োপবিষ্ট দর্শন করিয়া কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি! তুমি ধর্ম্মের মর্ম্ম পরিজ্ঞাত আছ। তোমার পুত্র ও ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইয়াছে; অতএব তাহাদের নিমিত্ত অনুতাপ করিবার আর প্রয়োজন নাই এবং দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামাও এস্থান হইতে বহুদূরবর্ত্তী দুর্গম কাননে পলায়ন করিয়াছে; অতএব তুমি কি প্রকারে তাহার সংগ্রামমৃত্যু পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে?

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি শুনিয়াছি, অশ্বত্থামার মস্তকে একটি স্বভাবসিদ্ধ মণি আছে, আপনি যদি সেই পামরকে নিপাতিত করিয়া তাহার সেই মণি আহরণ করেন, তাহা হইলে সেই মণি আপনার মস্তকে রাখিয়া আমি কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব। চারুদর্শনা যাজ্ঞসেনী রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা কহিয়া বৃকোদরের সমীপে উপনীত হইয়া কাতরস্বরে কহিলেন, হে নাথ! ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক আমাকে পরিত্রাণ করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য; অতএব দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ শম্বরাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি পাপপরায়ণ দ্রোণতনয়কে নিপাতিত কর। ইহলোকে তোমার সদৃশ বলবীর্য্যশালী পুরুষ আর কে আছে? তুমি যে বারণাবত নগরে বিষম বিপদাপন্ন পাণ্ডবগণের একমাত্র আশ্রয় হইয়াছিলে এবং হিড়িম্ব রাক্ষসের হস্ত হইতে ভ্রাতৃগণ ও জননীকে রক্ষা করিয়াছিলে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। আর দেবরাজ ইন্দ্র যেরূপ নহুষের হস্ত হইতে শচীকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও বিরাটনগরে দুর্ম্মতি কীচকের হস্ত হইতে আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছ। হে বীর! তুমি পূর্ব্বে যেরূপ এই সমুদায় মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলে, তদ্রূপ এক্ষণে ত্বরায় দ্রোণপুত্রকে বিনাশ করিয়া সুখী হও।

হে রাজন্! পুত্রশোকসন্তপ্তা দ্রৌপদী এই প্রকারে বিলাপ করিলে, মহাবীর ভীমসেন তাহা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সুবর্ণপরিমণ্ডিত রথে আরোহণ করিয়া নকুলকে সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত করত অশ্বত্থামাকে সংহার করিবার মানসে সশর শরাসন বিস্ফারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার অশ্বগণ নকুল কর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া মারুতবেগে গমন করিতে লাগিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই প্রকারে

শিবির হইতে বহির্গত হইয়া দ্রোণতনয়ের রথচক্রচিহ্ন সন্দর্শন করিতে করিতে সেই চিহ্নের অনুসরণক্রমে তাঁহার অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

—*০*—

দ্বাদশ অধ্যায়। ১২।

হে রাজন্! রণদুর্ম্মদ মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর দ্রোণপুত্রের সংহারার্থ ধাবমান হইলে, যদুবংশাবতংস হৃষীকেশ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনার ভ্রাতা বৃকোদর পুত্রশোকে নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া একাকীই দ্রোণতনয়কে সংহার করিবার মানসে গমন করিতেছেন। অন্যান্য ভ্রাতৃগণ অপেক্ষা ভীমসেন আপনার সমধিক প্রিয়। আজি আপনি তাঁহাকে বিপদ্‌সাগরে পতনোন্মুখ দেখিয়া কি প্রকারে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন? ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহামতি দ্রোণাচার্য্য স্বীয় পুত্রকে ব্রহ্মশির নামে যে অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই অস্ত্র সমুদয় পৃথিবী দগ্ধ করিতে পারে। আচার্য্য দ্রোণ প্রথমে সেই অস্ত্র প্রিয় শিষ্য ধনঞ্জয়কে প্রদান করাতে তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া পিতার নিকট ঐ অস্ত্র প্রার্থনা করেন; সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ আচার্য্য দ্রোণ স্বীয় পুত্রকে দুঃশীল ও চঞ্চল বলিয়া অবগত ছিলেন; তন্নিবন্ধন অনতিহৃষ্ট চিত্তে তাঁহাকে সেই অস্ত্র প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! ঘোরতর বিপদ্‌কালেও কাহারও বিশেষতঃ মনুষ্যের প্রতি এই অস্ত্র পরিত্যাগ করিও না। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য অশ্বত্থামাকে অস্ত্র ও উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন, বৎস! তুমি কোনক্রমেই সাধুজনাশ্রিত পথে অবস্থান করিতে পারিবে না। তখন অশ্বত্থামা পিতার সেই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক একবারে শ্রেয়োলাভে হতাশ্বাস হইয়া শোকাকুলিত চিত্তে পৃথিবীমধ্যে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! যৎকালে আপনি অরণ্যবাসী হইয়াছিলেন, তৎকালে অশ্বত্থামা দ্বারকায় উপনীত হইয়া কিয়দ্দিন সেই স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ প্রতিনিয়ত তাঁহাকে পূজা করিতেন। একদা আমি একাকী অবস্থিতি করিতেছি, এমন সময়ে অশ্বত্থামা আমার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে হৃষীকেশ! আমার পিতা অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান পূর্ব্বক মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট ব্রহ্মশির

নামে যে দেবগন্ধর্ব্বপূজিত অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই অস্ত্র আমার নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে; আপনি তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার শত্রুনিপাতন চক্র প্রদান করুন। দ্রোণনন্দন এই প্রকারে অস্ত্র প্রার্থনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিবিধ অনুনয় করিলে, আমি পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিলাম, ব্রহ্মন্! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, ভুজঙ্গম ও বিহঙ্গমগণ একত্র সমবেত হইলেও বলবীর্য্যে আমার শতাংশের এক অংশও হইবে না; অতএব তোমার অস্ত্রে আমার প্রয়োজন নাই। আমার এই শরাসনে শক্তি, চক্র ও গদা বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সমুদয় অস্ত্রের মধ্যে তুমি সংগ্রামে যাহা প্রয়োগ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা প্রার্থনা কর; আমি তোমাকে নিশ্চয়ই তাহা প্রদান করিব। দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা আমার এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক গর্ব্বিত হইয়া এই বজ্রসদৃশ লৌহময় সহস্র অরসম্পন্ন চক্র প্রার্থনা করিল। আমিও তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ চক্র গ্রহণ করিতে অনুমতি প্রদান করিলাম। তখন অশ্বত্থামা সহসা সমুত্থিত হইয়া বামহস্তে চক্র ধারণ করিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই চক্র স্থানান্তরিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি দক্ষিণ হস্তে সেই চক্র ধারণ করিলেন; কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি অনেক শ্রম ও যত্ন করিয়া কোনক্রমেই চক্র সঞ্চালিত করিতে না পারিয়া দুঃখিত চিত্তে চক্রগ্রহণের প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিলেন। তখন আমি তাঁহাকে সাতিশয় উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিলাম, হে আচার্য্যকুমার! যে মহাবীর সমুদয় মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যে সাক্ষাৎ দেবাদিদেব মহাদেবকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিতুষ্ট করিয়াছে, পৃথিবীমধ্যে যাহার সদৃশ প্রিয়পাত্র আমার আর কেহই নাই, আমি যাহাকে পুত্র কলত্র প্রভৃতি সমস্তই প্রদান করিতে পারি, সেই পরম সুহৃৎ শ্বেতাশ্ব কপিধ্বজ ধনঞ্জয়ও কখন এই চক্র প্রার্থনা করে নাই। আমি হিমালয়ের পার্শ্বদেশে দ্বাদশ বৎসর কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক যাহাকে পুত্রত্বে প্রাপ্ত হইয়াছি, যে বীর আমার সদৃশ ব্রতচারিণী রুক্মিণীর গর্ভে সনৎকুমারের অংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই প্রিয় পুত্র প্রদ্যুম্নও কদাপি এই দিব্য চক্র প্রার্থনা করে নাই। আর মহাবলশালী বলদেব, গদ ও শাম্ব প্রভৃতি দ্বারকাবাসী বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণও কদাচ এই চক্র গ্রহণ করিতে অভিলাষ করেন নাই। তুমি কি সাহসে ইহা প্রার্থনা করিলে? তোমার পিতা ভরতবংশীয়গণের আচার্য্য; তুমিও যাবতীয় যাদবগণের মান্য। অতএব তুমি এই প্রকার প্রার্থনা করিয়া নিতান্ত নিন্দিত

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে এই চক্র গ্রহণ পূর্ব্বক কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়াছিলে?

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, হে বাসুদেব! আমি আপনার পূজা করিয়া আপনারই সহিত সংগ্রাম করত সর্ব্বভূতের অপরাজেয় হইব, এই মানসে এই দেবদানবপূজিত চক্র প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি অনুজ্ঞা করুন, আমি চক্রলাভে কৃতকার্য্য না হইয়াও দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করি। আপনি যে চক্র ধারণ করিয়াছেন, ইহা আর কেহই ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। মহাবীর দ্রোণতনয় এই কথা বলিয়া রথ, অশ্ব ও বিবিধ ধন রত্ন গ্রহণ পূর্ব্বক যথাকালে তথা হইতে গমন করিলেন। হে ধর্ম্মরাজ! সেই মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা নিতান্ত ক্রোধপরায়ণ; বিশেষতঃ ব্রহ্মশির অস্ত্র তাঁহার বিদিত আছে; অতএব এক্ষণে তাঁহার হস্ত হইতে ভীমসেনকে রক্ষা করা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।

—০*০—

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৩।

হে জনমেজয়! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য যদুবংশাবতংস হৃষীকেশ ধর্ম্মরাজকে এই কথা বলিয়া সর্ব্বায়ুধসম্পন্ন সূর্য্যসন্নিভ রথে আরোহণ করিলেন। সেই রথের ধুরকাষ্ঠের দক্ষিণে শৈব্য, বামে সুগ্রীব এবং উভয় পার্শ্বে মেঘপুষ্প ও বলাহক নামে কাম্বোজদেশীয় হেমমালামণ্ডিত অশ্ব সংযোজিত ছিল। ঐ রথে বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত রত্নখচিত দিব্য ধ্বজযষ্টি মূর্ত্তিমতী মায়ার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সেই ধ্বজদণ্ডে প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত বিহঙ্গমরাজ গরুড় অবস্থিতি করাতে উহা অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ও মহাবীর ধনঞ্জয় সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক কৃষ্ণের উভয় পার্শ্বে অবস্থান করিয়া সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। সেই সময় মহাত্মা হৃষীকেশ অশ্বপৃষ্ঠে কশাঘাত করিলে, অশ্বগণ মহাবেগে গমন করিতে আরম্ভ করিল। বিহঙ্গমগণের গমনসময়ে গগনমণ্ডলে যে প্রকার শব্দ সমুত্থিত হইয়া থাকে, অশ্বগণের গমনবেগে অবনীমণ্ডলে সেই প্রকার ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। তাহারা কিয়ৎক্ষণমধ্যেই বৃকোদরের সন্নিধানে উপনীত হইল। তখন কৃষ্ণপ্রমুখ বীরত্রয় শত্রুসংহারে সমুদ্যত ক্রোধ-

পরায়ণ মহাবীর ভীমসেনকে নিবারণ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু তদ্বিষয়ে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইলেন না। মহাবলশালী বৃকোদর তাঁহাদের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রৌপদীর পুত্রনিহন্তা দ্রোণ-নন্দন অশ্বত্থামাকে লক্ষ্য করিয়া ভাগীরথীতীরে আগমন করত দেখিলেন যে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অন্যান্য মুনিগণের সহিত সেই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন এবং ক্রূরকর্ম্মা ধূলিধ্বস্ত দ্রোণতনয় ঘৃতাক্ত কুশচীর ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারই সমীপে সমুপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর অশ্বত্থামাকে সন্দর্শন করিয়াই রোষভরে শসর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক থাক্ থাক্ বলিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। মহারথ দ্রোণ-তনয় গৃহীতশরাসন ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে জনার্দ্দনের রথে উপবিষ্ট ভ্রাতৃদ্বয়কে অবলোকন করিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন এবং পুনর্ব্বার সংগ্রাম উপস্থিত হইল এই বিবেচনা করিয়া সেই বিপদ্‌সময়ে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত ঈষিকা গ্রহণ করি-লেন। তৎপরে তিনি ক্রোধভরে সেই ঈষিকায় ব্রহ্মশির অস্ত্র সংযোজন পূর্ব্বক পাণ্ডববংশ বিনষ্ট হউক বলিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন। সেই দিব্যাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ত্রিলোক দগ্ধ করিবার নিমিত্তই যেন তাহা হইতে অনল প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল।

—০✱০—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ১৪।

হে মহারাজ! মহাবাহু বাসুদেব ইঙ্গিত দ্বারা অশ্বত্থামার অভিপ্রায় অবগত হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! তোমার নিকট যে দ্রোণোপদিষ্ট দিব্যাস্ত্র বিদ্যমান আছে, এক্ষণে সেই অস্ত্র পরিত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি ভ্রাতৃগণ ও আপনাকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত সেই অস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্রোণপুত্রের অস্ত্র নিবারণ কর। শক্রনিপাতন ধনঞ্জয় কেশবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সশর শরা-সন গ্রহণ করত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সর্ব্বাগ্রে অশ্বত্থামার ও তৎপরে আপনার ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত স্বস্তিবাচন এবং গুরু ও দেবগণকে নমস্কার করিয়া এই অস্ত্র প্রভাবে অশ্বত্থার অস্ত্র নিরাকৃত হউক, এই বলিয়া সেই দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। তখন অশ্বত্থামার ও ধনঞ্জ-য়ের সেই তেজোমণ্ডলমণ্ডিত অস্ত্রদ্বয় সহসা যুগান্তকালীন অনলের ন্যায়

প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তৎকালে সহস্র সহস্র উল্কাপাত এবং প্রাণিগণ ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিল। গগনমণ্ডলে ভয়ঙ্কর শব্দ ও বিদ্যুৎপাত এবং গিরিকাননসম্বলিত সসাগরা বসুন্ধরা বিকম্পিত হইতে আরম্ভ হইল।

অনন্তর সর্ব্বভূতাত্মা দেবর্ষি নারদ ও ভরতকুলপিতামহ দ্বৈপায়ন ঐ দিব্যাস্ত্রদ্বয়ের তেজঃপ্রভাবে সর্ব্বলোককে সন্তাপিত অবলোকন করিয়া অশ্বত্থামা ও অর্জ্জুনকে সান্ত্বনা এবং তাঁহাদিগের অস্ত্রবল নিবারণ করিবার অভিলাষে সেই প্রদীপ্ত দিব্য অস্ত্রদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনদ্বয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন এবং কহিলেন, পূর্ব্বকালে বিবিধাস্ত্রবেত্তা অনেক মহারথ ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা কখন মানবের প্রতি এরূপ দিব্যাস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে ইহাঁরা দুইজনে এই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া সাতিশয় সাহসের কার্য্য করিয়াছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৫।

হে রাজন্! মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন ঐ অনলসমতেজা মহর্ষিদ্বয়কে সন্দর্শন করিবামাত্র সত্বর হইয়া স্বীয় দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার করিবার বাসনায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমি অশ্বত্থামার অস্ত্রবেগ নিবারণার্থ এই দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। এক্ষণে ইহা প্রতিসংহার করিলে, পাপপরায়ণ অশ্বত্থামা স্বীয় অস্ত্রপ্রভাবে আমাদিগের সকলকেই ভস্মসাৎ করিবে, সন্দেহ নাই। অতএব যাহাতে আমাদিগের ও লোক সমুদায়ের মঙ্গল হইতে পারে, আপনারা তাহার মন্ত্রণা করুন। মহামতি অর্জ্জুন এই কথা বলিয়া স্বীয় দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার করিলেন। দেবগণও ঐ দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হন না। অন্যের কথা কি বলিব, সুররাজ ইন্দ্রও উহার প্রতিসংহারে সমর্থ নহেন। ঐ অস্ত্র ব্রহ্মতেজ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা প্রয়োগ করিলে, ব্রহ্মচারী ভিন্ন অন্য কেহই উহা প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হয় না। ব্রহ্মচর্য্যবিহীন অশিক্ষিত ব্যক্তি ঐ অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে যত্নবান্ হইলে, উহা তৎক্ষণাৎ তাহারই মস্তক ছেদন করিয়া থাকে। মহাবীর অর্জ্জুন সত্যধর্ম্মপরায়ণ, ব্রহ্মচারী ও গুরুশুশ্রূষাপরতন্ত্র ছিলেন। তজ্জন্যই তিনি ঐ দিব্যাস্ত্র প্রতি-

সংহার করিতে সমর্থ হইলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বিষম বিপদে নিপতিত হইয়াও কোনক্রমেই ঐ অস্ত্র পরিত্যাগ করেন নাই।

হে রাজন্! ঐ সময় মহাবীর দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা সেই তাপসদ্বয়কে পুরোবর্ত্তী সন্দর্শন করিয়া কোনক্রমেই স্বীয় ঘোরতর দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি অতি দীনভাবে দ্বৈপায়নকে কহিলেন, হে মুনে! আমি বৃকোদরের ভয়ে সাতিশয় বিপদাপন্ন হইয়া জীবনরক্ষার্থ এই দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি। হে ভগবন্! বৃকোদর রাজা দুর্য্যোধনকে সংহার করিবার অভিলাষে রণস্থলে কপট ব্যবহার দ্বারা নিতান্ত অধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছে। তন্নিবন্ধন আমি পৃথিবীকে পাণ্ডবশূন্য করিব বলিয়া এই ভয়ানক দিব্যাস্ত্রে ব্রহ্মতেজ নিহিত করিয়া উহা প্রয়োগ করিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে উহা প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইতেছি না। হে ব্রহ্মন্! আমি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে সংহার করিবার মানসে ঐ অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই নিতান্ত পাপানুষ্ঠান করিয়াছি; এক্ষণে এই দিব্যাস্ত্র পাণ্ডবগণকে সংহার করিবে, সন্দেহ নাই।

তখন ব্যাসদেব কহিলেন, বৎস! মহামতি ধনঞ্জয় ব্রহ্মশিব অস্ত্র অবগত থাকিয়াও কোনক্রমেই তোমার বিনাশার্থ ক্রোধভরে উহা পরিত্যাগ করেন নাই; কেবল তোমার অস্ত্র নিবারণার্থই ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছেন। ঐ মহাত্মা তোমার পিতার নিকট ঐ ব্রহ্মশির অস্ত্র লাভ করিয়াও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে কদাচ বিচলিত হন নাই। মহাবীর ধনঞ্জয় ধৈর্য্যাবলম্বী, সাধু ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ; তুমি কি জন্য তাঁহার ভ্রাতৃ ও বন্ধুগণের সহিত তাঁহাকে সংহার করিতে অভিলাষ করিয়াছ। যে রাজ্যে দিব্যাস্ত্র দ্বারা ব্রহ্মাস্ত্র নিরাকৃত হইয়া থাকে, সে রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর অনাবৃষ্টি হয়; এই নিমিত্ত মহাবীর ধনঞ্জয় ক্ষমতাপন্ন হইয়াও প্রজাগণের হিতসাধনার্থ তোমার অস্ত্র বিনষ্ট করেন না। হে দ্রোণনন্দন! এক্ষণে আপনাকে, পাণ্ডবদিগকে ও তাঁহাদের রাজ্যকে রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব তুমি সত্বরে দিব্যাস্ত্র প্রতিসংহার পূর্ব্বক ক্রোধশূন্য হও। পাণ্ডবগণও নিরাপদ হউন। রাজর্ষি যুধিষ্ঠির কদাচ অধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক জয়লাভের বাসনা করেন না। এক্ষণে তুমি তোমার মস্তকস্থিত মণি পাণ্ডবগণকে প্রদান কর। উহারা ঐ মণি গ্রহণ পূর্ব্বক তোমার প্রাণ দান করিবেন।

তখন দ্রোণতনয় কহিলেন, হে মহর্ষে! পাণ্ডব ও কৌরবগণের যে

সমুদয় ধনরত্ন বিদ্যমান আছে, সেই সমুদায় অপেক্ষা আমার এই মণি শ্রেষ্ঠ। ইহা ধারণ করিলে, অস্ত্রভয়, ব্যাধিভয় ও ক্ষুধা একবারে তিরোহিত হয় এবং দেব, দানব, পন্নগ, রাক্ষস ও তস্করগণ হইতে কিছুমাত্র শঙ্কা থাকে না। অতএব এই মণি কোন প্রকারেই পরিত্যাগ করিবার উপযুক্ত নহে। কিন্তু আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাও সর্ব্বতোভাবে আমার কর্ত্তব্য। এক্ষণে এই মণি বিদ্যমান আছে এবং আমিও উপস্থিত আছি। আপনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করুন। কিন্তু এই অমোঘ ঈষিকাস্ত্র পাণ্ডবপুত্রগণের মহিলাদিগের গর্ব্ভস্থিত সন্তান সন্ততির উপর নিপতিত হইবে। আমি কোন প্রকারেই এই অস্ত্র প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইব না।

সেই সময় বেদব্যাস কহিলেন, হে দ্রোণনন্দন! এক্ষণে পাণ্ডবপুত্রদিগের পত্নীগণের গর্ভে ঈষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করাই তোমার বিধেয়। আর অন্য বাসনা করিও না। মহামতি দ্বৈপায়ন এই কথা বলিলে, অশ্বত্থামা পাণ্ডবপুত্রদিগের কামিনীগণের গর্ভ উদ্দেশে সেই দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়। ১৬।

অনন্তর মহাত্মা বাসুদেব, পাপপরায়ণ অশ্বত্থামা পাণ্ডবপুত্রদিগের কামিনীগণের গর্ভোদ্দেশে ঈষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছেন, অবগত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাকে কহিলেন, হে দ্রোণনন্দন! পূর্ব্বে বিরাটনগরে এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ বিরাটরাজতনয়া ধনঞ্জয়ের পুত্রবধূ উত্তরাকে কহিয়াছিলেন যে, রাজতনয়ে! কৌরববংশ উৎসন্নপ্রায় হইলে, তোমার গর্ভে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবে। কৌরববংশের পরিক্ষীণাবস্থায় ঐ পুত্রের জন্ম হইবে বলিয়া তাহার নাম পরীক্ষিৎ থাকিবে। হে আচার্য্যকুমার! সেই সাধু ব্রাহ্মণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা কখনই অন্যথা হইবার নহে। অতএব পাণ্ডবগণের পরীক্ষিৎ নামে এক বংশধর পুত্র সমুৎপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণনন্দন বাসুদেবের মুখে এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রুদ্ধচিত্তে কহিলেন, হে বাসুদেব! তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন পূর্ব্বক যাহা কহিলে, তাহা কখনই সফল হইবে না। আমি

যাহা বলিয়াছি, তাহাই ঘটিবে। দেখ, তুমি বিরাটরাজতনয়ার গর্ভ রক্ষা করিবার অভিলাষ করিতেছ; কিন্তু আমার অস্ত্র সত্বরেই তাহাতে নিপতিত হইবে। কৃষ্ণ কহিলেন, হে আচার্য্যকুমার। তোমার এই দিব্যাস্ত্র কোনক্রমেই বিফল হইবার নহে; কিন্তু সেই গর্ভস্থিত বালক নিহত ও পুনরায় জীবিত হইয়া দীর্ঘকাল এই বসুন্ধরা অধিকার করিবে। হে দ্রোণতনয়! মনীষিগণ তোমাকে পাপাত্মা কাপুরুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত আছেন। তুমি বালকনিহন্তা; অতএব তুমি নিশ্চয়ই এক্ষণে এই পাপকর্ম্মের ফল ভোগ করিবে। তোমাকে সহায়বিহীন হইয়া তিন সহস্র বৎসর মৌনভাবে নির্জন প্রদেশে পরিভ্রমণ করিতে হইবে; কোনক্রমেই লোকালয়ে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ও পূয়শোণিতগন্ধ সম্পন্ন হইয়া দুর্গম কাননে নিরন্তর পর্য্যটন করিবে। আর পাণ্ডবকুলতিলক পরীক্ষিৎ ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বেদাধ্যয়ন ও কৃপাচার্য্যের নিকট সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে ষষ্টি বৎসর এই বসুন্ধরা প্রতিপালন করিতে থাকিবে। হে নির্ব্বোধ! পরিক্ষিৎ তোমার সাক্ষাতেই কুরুকুলের রাজপদবী লাভ করিবে। তুমি এক্ষণে তাহাকে অস্ত্রবলে দগ্ধ করিলেও আমি তাহাকে পুনর্জীবিত করিব। তুমি আজি আমার তপস্যা ও সত্যের পরাক্রম সন্দর্শন কর।

সেই সময় ব্যাসদেব কহিলেন, হে আচার্য্যকুমার! তুমি যখন আমাদিগের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক এই নিদারুণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে এবং ব্রাহ্মণ হইয়াও যখন ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক কুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তখন হৃষীকেশ যে উৎকৃষ্ট বাক্য বলিতেছেন, তাহাই ঘটিবে, সন্দেহ নাই। সেই সময় মহাবলশালী দ্রোণতনয় মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধন! আমি এই জীবলোকে আপনার সহিত অবস্থান করিব, তাহা হইলেই আপনার ও বাসুদেবের বাক্য সত্য হইবে। অশ্বত্থামা এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণকে সেই মণি প্রদান পূর্ব্বক বিষণ্ণমনে সর্ব্বসমক্ষে অরণ্যে গমন করিলেন। পাণ্ডবগণও ঐ মণি গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণ, ব্যাসদেব ও নারদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক অবিলম্বে বাসুদেবের সহিত মারুতবেগগামী অশ্বসংযোজিত রথে আরোহণ করত প্রায়োপবিষ্টা দ্রৌপদীর সন্নিধানে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ কিয়ৎক্ষণমধ্যে শিবিরে উপনীত হইয়া অবিলম্বে রথ হইতে

অবরোহণ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, দ্রৌপদী শোকাকুলিতচিত্তে নিরানন্দে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন পাণ্ডবগণ একান্ত দুঃখিতচিত্তে কেশবের সহিত দ্রৌপদীর সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর মহাবীর ভীমসেন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে দ্রৌপদীকে অশ্বত্থামার শিরোমণি প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়তমে! তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে, তোমার পুত্রহন্তাকে পরাজিত করিয়া এই তাহা আনয়ন করিয়াছি; এক্ষণে তুমি সমুত্থিত হইয়া ইহা গ্রহণ এবং ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক শোক পরিহার কর। ধর্ম্মরাজ শান্তির অভিলাষ করিলে, যখন কৃষ্ণ দুর্য্যোধন সমীপে গমন করেন, তখন তুমি তাঁহাকে কহিয়াছিলে, হে বাসুদেব! ধর্ম্মরাজ শান্তির বাসনা করিতেছেন, অতএব বোধ হয়, আমার পতি, পুত্র ও ভ্রাতৃগণ কেহই নাই এবং তুমিও নিহত হইয়াছ। হে কৃষ্ণে! তুমি তৎকালে যে সমুদয় ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুরূপ অতিকঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই সকল বাক্য স্মরণ কর। আমি আমাদিগের রাজ্যলাভের কণ্টকস্বরূপ দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে সংহার এবং জীবিতাবস্থায় দুঃশাসনের রুধির পান করিয়াছি। এক্ষণে আমাদিগের বৈরানল একবারে নির্ব্বাণ হইয়াছে। এক্ষণে কেহই আমাদিগকে আর নিন্দা করিতে পারিবে না। আমি দ্রোণতনয় অশ্বত্থামাকে পরাজয় করিয়া ব্রাহ্মণ ও গুরুপুত্র বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহার সমগ্র যশ অপহৃত হইয়াছে; এক্ষণে কলেবরমাত্র অবশিষ্ট আছে এবং সে মণিবিয়োজিত ও আয়ুধপরিভ্রষ্ট হইয়া দীন হীনের ন্যায় অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে।

হে রাজন্! মনস্বিনী দ্রৌপদী মহাবীর ভীমসেনের মুখে এই সমুদয় বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে কান্ত! এক্ষণে আমার মনোরথ পূর্ণ হইল। দেখ, গুরুপুত্রও আমার গুরু; অতএব তিনি যে মণি ধারণ করিতেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ সেই মণি স্বীয় মস্তকে ধারণ করুন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর অনুরোধে সেই মণি গ্রহণ পূর্ব্বক গুরুর উচ্ছিষ্ট বলিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঐ মণি মস্তকে ধারণ করত চন্দ্রসমন্বিত পর্ব্বতের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিলেন। পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদী তদ্দর্শনে সত্বরে গাত্রোত্থান করিলেন।

—০*০—

সপ্তদশ অধ্যায়। ১৭।

হে রাজন্! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামা প্রভৃতি তিন মহাবীরের হস্তে স্বীয় সৈন্য সমুদয় ও পুত্রগণের নিধনে শোকে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া কেশবকে কহিলেন, হে বাসুদেব! পাপাত্মা নরাধম অশ্বত্থামা কি প্রকারে আমার মহারথ পুত্রগণকে নিহত করিল এবং যে কৃতাস্ত্র মহাবলশালী দ্রুপদপুত্রগণ লক্ষ বীর সমভিব্যাহারে লইয়া সংগ্রাম করিতে পারিত, তাহারা কি জন্য অশ্বত্থামার হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিল? মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সমরে প্রবৃত্ত হইলে, আচার্য্য দ্রোণও তাঁহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হন নাই; এক্ষণে সেই বীর কি নিমিত্ত দ্রোণতনয়কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইল? ফলতঃ আচার্য্যকুমার এমন কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল যে, একাকীই অস্মৎপক্ষীয় সমুদায় বীরের জীবন সংহার করিল? তাহা আমার নিকট বর্ণন কর।

হৃষীকেশ কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! মহাবীর অশ্বত্থামা নিশ্চয়ই দেবাদিদেব মহাদেবের শরণাগত হইয়াছিল এবং তাঁহারই প্রসাদে একাকী সমস্ত বীরের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। ভগবান্ রুদ্রদেব প্রসন্ন হইলে, বলবীর্য্যের কথা কি বলিব, অমরত্ব পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারেন। তাঁহার প্রসাদে লোকে দেবরাজ ইন্দ্রকেও নিপীড়িত করিতে সমর্থ হয়। আমি দেবাদিদেব রুদ্রদেব ও তাঁহার পুরাতন কার্য্য সমুদায় বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছি। তিনি সর্ব্বজীবের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ। তিনি স্বীয় প্রভাবে এই জগতের সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেছেন। পূর্ব্বকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা প্রজাগণকে সৃষ্টি করিবার অভিলাষে ভূতভাবন ভবানীপতিকে কহিলেন, তুমি সত্বরে ভূতগণের সৃষ্টি কর। দেবাদিদেব মহাদেব তাঁহার এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক তথাস্তু বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে প্রজার সৃষ্টি করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে, এই বিবেচনা করিয়া সলিলমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দীর্ঘকাল তপস্যা করিতে লাগিলেন। বিধাতা তাঁহার নিমিত্ত বহুকাল প্রতীক্ষা করিয়া পরিশেষে ভূতসৃষ্টির জন্য আর এক জন অমরের সৃষ্টি করিলেন। তিনি ভগবান্ মহাদেবকে জলনিমগ্ন অবলোকন করিয়া পিতামহকে কহিলেন, হে ভগবন্! যদি আমার অন্য আর কেহ অগ্রজ না থাকেন, তাহা হইলে আমি প্রজাগণের সৃষ্টি করিতে পারি। সেই সময় কমলযোনি ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তোমার অগ্রজ আর কেহই নাই। দেবাদিদেব রুদ্রদেব জলমগ্ন

হইয়াছেন। অতএব তুমি নির্ভয়চিত্তে আত্মকার্য্য সুসম্পাদন কর। তখন অমর ভগবান্ ব্রহ্মার অনুমতিক্রমে সমস্ত ভূত ও দক্ষাদি সপ্ত প্রজাপতির সৃষ্টি করিলেন। সেই সমুদায় প্রজাপতি চতুর্ব্বিধ প্রাণিগণের সৃষ্টি করিয়াছেন। অনন্তর প্রজাগণ একান্ত ক্ষুধার্দ্দিত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তাকে ভক্ষণ করিবার বাসনায় তাঁহার সন্নিধানে সহসা ধাবমান হইল। তখন তিনি ভীতচিত্তে লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভগবন্! প্রজাগণের আহার নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন। কমলযোনি ব্রহ্মা তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক প্রজাগণের ভক্ষণার্থ ওষধি প্রভৃতি স্থাবর পদার্থ সমুদায় নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারই নিয়মানুসারে দুর্ব্বল প্রাণিগণকে বলবানেরা আহার করিতে লাগিল। তখন প্রজাগণ আপনাদিগের ভক্ষ্য দ্রব্য লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে গমন করিতে লাগিল এবং সকলেই স্ব স্ব জাতিতে অনুরক্ত হইয়া প্রাণিসংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করিতে প্রবৃত্ত হইল।

হে রাজন্! এই প্রকারে প্রজাগণ পরিবর্দ্ধিত ও লোকগুরু ব্রহ্মা পরম পরিতুষ্ট হইলে, ভগবান্ দেবদেব সলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া সেই সমুদয় তেজঃপরিবর্দ্ধিত অসংখ্য প্রজাদিগকে অবলোকন পূর্ব্বক রোষভরে স্বীয় লিঙ্গ ধরাতলে প্রবেশিত করিলেন। তখন ভগবান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে দেবাদিদেব! তুমি এত দীর্ঘকাল সলিলমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক কি কার্য্য করিলে? আর কি জন্যই বা এক্ষণে স্বীয় লিঙ্গ ভূতলে প্রবেশিত করিয়াছ? সেই সময় রুদ্রদেব সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে বিধাতঃ! আমার অগোচরে আর এক জন এই সমুদায় প্রজার সৃষ্টি করিয়াছে। অতএব আমার এই লিঙ্গে প্রয়োজন কি? আমি সলিলমধ্যে তপস্যা করিয়া প্রজাগণের জন্য অন্নসৃষ্টি করিয়াছি। প্রজাগণের ন্যায় ঔষধি সকল পরিবর্দ্ধিত হইবে। ভগবান্ দেবদেব এই কথা বলিয়া রোষভরে তপস্যা করিবার নিমিত্ত মুঞ্জবান্ পর্ব্বতে গমন করিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ১৮।

অনন্তর দেবযুগ অতীত হইলে, সুরগণ বেদবিধানানুসারে যজ্ঞ করিবার অভিলাষে ঘৃত প্রভৃতি উপকরণ সামগ্রী সকল আহরণ করি-

লেন। তৎপরে তাঁহারা যজ্ঞভাগ কল্পনা করিবার সময়ে ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতিকে বিশেষরূপে জানিতেন না বলিয়া তাঁহার ভাগ কল্পনা করেন নাই। কেবল আপনাদিগের ভাগ কল্পনা করিয়াছিলেন। ঐ সময় কৃত্তিবাসা স্থাণু স্বীয় ভাগ কল্পিত না হওয়াতে প্রথমতঃ যজ্ঞনাশক শরাসনের সৃষ্টি করিতে বাসনা করিলেন। হে রাজন্! লোকযজ্ঞ, ক্রিয়াযজ্ঞ, গৃহযজ্ঞ, পঞ্চভূতযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ দ্বারা সমুদায় জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। মহাত্মা মহেশ্বর ঐ সকল যজ্ঞের মধ্যে লোকযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞ দ্বারা পাঁচ কিষ্কুপরিমাণ এক কপর্দী শরাসন প্রস্তুত করিলেন। বষট্কার সেই শরাসনের জ্যা হইল এবং চারি যজ্ঞাঙ্গ তাহার দৃঢ়তা সম্পাদন করিল। সেই সময় ভগবান্ পিনাকপাণি রোষভরে সেই শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারিবেশে সুরগণের যজ্ঞস্থলে উপনীত হইলেন। বসুন্ধরা তাঁহাকে শরাসন ধারণ করিতে অবলোকন করিয়া সাতিশয় ব্যথিত হইতে লাগিলেন; শৈল সমুদয় বিকম্পিত হইল; সমীরণ স্থিরভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন; পাবক ও পূর্ব্বের ন্যায় আর প্রজ্বলিত হইলেন না; অনন্তরীক্ষমধ্যে নক্ষত্রমণ্ডল ভীতচিত্তে পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিল; দিবাকর আর সেরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিলেন না; চন্দ্রমণ্ডল এককালে শোভাবিহীন হইল এবং অবনীমণ্ডল ও গগনমণ্ডল নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সেই সময় দেবগণ সাতিশয় ভীত হইয়া বিষয়জ্ঞানশূন্য হইলেন। তাঁহাদিগের যজ্ঞের শোভা তিরোহিত হইল। তখন দেবাদিদেব মহাদেব অতি ভয়ঙ্কর শরে সেই যজ্ঞকে বিদ্ধ করিলেন। যজ্ঞ শরবিদ্ধ হইয়া মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক হুতাশনের সহিত তথা হইতে বিনির্গত হইয়া সুরলোকে গমন করিতে আরম্ভ করিল। ভগবান্ রুদ্রদেবও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

যজ্ঞ এই প্রকারে তথা হইতে গমন করিলে, দেবগণের আর কিছুমাত্র জ্ঞান রহিল না। সেই সময় ভগবান্ ত্রিলোচন কার্ম্মুককোটিদ্বারা দিবাকরের বাহুযুগল, ভগের লোচনদ্বয় এবং পূষার দন্ত সকল সমাহত করিলেন। তখন দেবগণ ও যজ্ঞাঙ্গ সকল ভীতচিত্তে তথা হইতে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কেহ কেহ বিঘূর্ণিত হইয়া সেই স্থানেই মৃতের ন্যায় নিপতিত রহিলেন। এই প্রকারে মহাত্মা নীলকণ্ঠ সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া হাস্য করত শরাসনদ্বারা সুরগণের গতিরোধ করিলেন। তৎকালে দেবগণের বাক্যে সহসা সেই শরাসনের জ্যা ছিন্ন হইল।

তখন দেবগণ দেবাদিদেব মহাদেবকে ছিন্নশরাসন অবলোকন করিয়া যজ্ঞের সহিত তাঁহার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক শরণাপন্ন হইলেন। ভগবান্ ভূতপতি তদ্দর্শনে প্রসন্ন হইয়া জলাশয়ে স্বীয় ক্রোধ সংস্থাপন করিলেন। ঐ ক্রোধ অনলরূপ ধারণ পূর্ব্বক সলিল শোষণ করিতে লাগিল। অনন্তর বিরূপাক্ষ দিবাকরকে বাহুযুগল, ভগকে নয়নদ্বয় ও পূষাকে দন্ত সমুদায় প্রদান পূর্ব্বক যজ্ঞ করিতে অনুমতি করিলেন। তখন সমস্ত জগৎ সুস্থ হইল। সুরগণ সমুদায় হবনীয় দ্রব্যে মহাদেবের ভাগ কল্পনা করিলেন।

হে ধর্ম্মতনয়! দেবাদিদেব মহাদেব এই প্রকারে ক্রুদ্ধ হওয়াতে সকলেই অসুস্থ হইয়াছিল এবং প্রসন্ন হইলে, সকলেই সুস্থ হইল। এক্ষণে সেই মহাবলবীর্য্যশালী ভগবান্ ভবানীপতি দ্রোণতনয়ের প্রতি প্রসন্ন হওয়াতেই, সে আপনার মহারথ পুত্রগণ এবং অনুচরবর্গসমবেত মহাবল পরাক্রান্ত পাঞ্চালদিগকে সংহার করিয়াছে। অশ্বত্থামার প্রভাবে কোনক্রমেই এরূপ ঘটনা হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল মহাদেবের প্রসাদেই এই প্রকার ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে অন্য কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

ঐষীক পর্ব্ব সমাপ্ত।

সৌপ্তিক পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

ভগবান্ বেদব্যাস প্রণীত মূলের অনুবাদ।

স্ত্রী পর্ব্ব।

শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

এবং বিনামূল্যে বিতরিত।

"এই মহাভারত সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার নৌকাস্বরূপ।"

ঋষিবাক্য।

২য় সংস্করণ।

কলিকাতা।

ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত।

৩৬৭ নং—চিৎপুর রোড্, যোড়াসাঁকো।

সন ১২৮৬ সাল।

মহাভারত।

স্ত্রী পর্ব্ব।

—*—

জলপ্রদান পর্ব্বাধ্যায়।

—*০*—

প্রথম অধ্যায়। ১।

নারায়ণ, নরোত্তম নর এবং সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! রাজা দুর্য্যোধন ও উভয় পক্ষীয় সৈন্য সমুদায় বিনষ্ট হইলে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি মহারথত্রয় কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন? আমি দ্রোণপুত্রের কার্য্য শ্রবণ করিলাম; ইহার পর সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র বিনষ্ট হইলে, তিনি পুত্রশোকে সাতিশয় কাতর হইয়া মূকের ন্যায় বাক্যালাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিন্তাকুলিত চিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। মহামতি সঞ্জয় তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! শোক পরিহার করুন, শোক করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, এক্ষণে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইয়াছে। বসুন্ধরা জনশূন্য হইয়াছেন। যে সমুদায় মহীপাল দুর্য্যোধনের সাহায্য করিবার নিমিত্ত নানাদেশ হইতে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের সহিত নিহত হইয়াছেন। অতঃপর আপনি পুত্র, পৌত্র, জ্ঞাতি, গুরু ও পিতৃগণের যথাবিহিত প্রেতকার্য্য সম্পাদন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পুত্রশোকসন্তপ্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের এই সকরুণ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মারুতাহত বৃক্ষের ন্যায় সহসা ধরাতলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার পুত্র, অমাত্য ও সুহৃদগণ সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। অতঃপর আমাকে চিরকা-

লই দীন হীনের ন্যায় এই অবনীতে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। একণে বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া জরাজীর্ণ পক্ষশূন্য বিহঙ্গমের ন্যায় আমার প্রাণ ধারণে প্রয়োজন কি? দিনমণি যেরূপ কিরণবিহীন হইলে নিতান্ত শোভা বিহীন হইয়া থাকেন, আমিও সেইরূপ রাজ্য, লোচন ও বন্ধুবান্ধব বিহীন হইয়া শ্রীভ্রষ্ট হইলাম। পূর্ব্বে আমি পরশুরাম, দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের হিত বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছিলাম এবং কেশব সভামধ্যে হিতোপদেশ প্রদান ও ভীষ্মদেব ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে, আমি তৎকালে বধিরের ন্যায় অবস্থান করিয়াছিলাম; সেই অপরাধেই এক্ষণে আমাকে অনুতাপ করিতে হইতেছে। হায়! কৃষ্ণ সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও সূর্য্য সদৃশ মহামতি দ্রোণাচার্য্যের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি এমন কি কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি যে, আমাকে এরূপ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইতে হইল! এক্ষণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমি পূর্ব্ব জন্মে কোন না কোন দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিলাম; নতুবা বিধাতা কি নিমিত্ত আমাকে এরূপ দুঃখভাগী করিবেন। দৈব প্রতিকুল হইয়াছে বলিয়া আমাকে এই বৃদ্ধাবস্থায় সমস্ত বন্ধুবান্ধবের নিধন দেখিতে হইল! আমার সদৃশ হতভাগ্য এই অবনীতে আর কেহই নাই; অতএব পাণ্ডবগণ আজিই আমাকে ব্রহ্মলোকগমনের সুদীর্ঘ পথ আশ্রয় করিতে দর্শন করুক।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! তখন মহাত্মা সঞ্জয় রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সাতিশয় শোকাকুলিত অবলোকন করিয়া প্রবোধবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে নরাধিপতে! আপনি বৃদ্ধগণের মুখে সমুদায় বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন। সৃঞ্জয় পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইলে, মহর্ষি-গণ তাঁহাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাও আপনি বিশেষ-রূপে পরিজ্ঞাত আছেন; অতএব শোক পরিহার করুন। রাজা দুর্য্যোধন যৌবনমদে প্রমত্ত হইলে সুহৃদ্গণের বাক্যে অনাদর করিয়াছিলেন। এক্ষণে আপনাকে তাহারই ফল ভোগ করিতে হইতেছে। আপনি স্বীয় বুদ্ধিরূপ অসিদ্বারা আপনারেই ছেদন করিতেছেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন একান্ত ক্রূর, অহঙ্কারী, অল্পবুদ্ধি ও সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট ছিল। সে দুর্ম্মতি দুঃশাসন, কর্ণ, শকুনি, চিত্রসেন ও মদ্ররাজ শল্যের বশবর্ত্তী হইয়া কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মদেব, গান্ধারী, বিদুর, দ্রোণ, কৃপ, হৃষীকেশ এবং ব্যাসদেব ও নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণের বাক্যে কর্ণপাত করে নাই; কেবল নিরন্তর যুদ্ধাভিলাষ প্রকাশ করিত। তন্নিবন্ধনই সেই দুরাত্মা রাজ্যের সহিত নিহত হইয়া,

গিয়াছে। আপনি বুদ্ধিমান ও সত্যপরায়ণ; ভবাদৃশ ব্যক্তির শোকমোহের বশতাপন্ন হওয়া নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেখুন, আপনি ধর্ম্মের সমাদর না করিয়া কেবল সংগ্রামাভিলাষী ব্যক্তিগণকে প্রশংসা করিতেন; সেই জন্যই সমুদায় ক্ষত্রিয় নিহত ও অরাতিগণের যশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আপনি উভয় পক্ষের মধ্যস্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু পুত্রগণকে হিতোপদেশ প্রদান বা উভয়পক্ষে সমভাব প্রদর্শন করেন নাই। হে নরনাথ! যে কার্য্য করিলে, পরিশেষে অনুতাপ করিতে না হয়, সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই মনুষ্যের পক্ষে মঙ্গল হইয়া থাকে। আপনি পুত্রের প্রীতিসম্পাদন করিবার বাসনায় তাহারই মতানুযায়ী কার্য্য করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধনই এক্ষণে আপনাকে অনুতাপ করিতে হইতেছে। যে ব্যক্তি আপনার পতনবিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া মধুলোভে উচ্চ স্থানে আরোহণ করে, তাহাকে নিশ্চয়ই নিপতিত হইয়া পরিশেষে আপনার ন্যায় অনুতাপ করিতে হয়। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি শোক পরিহার করুন। শোক অর্থলাভ, ফললাভ, প্রিয়লাভ ও মোক্ষলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক। যে ব্যক্তি স্বয়ং পাবক সমুৎপাদন পূর্ব্বক দগ্ধ হইয়া দুঃখার্দ্দিত হইয়া থাকে, তাহাকে কোনক্রমেই পণ্ডিত বলা যায় না। পূর্ব্বে আপনারা পিতাপুত্রে ক্রোধরূপ ঘৃত ও বাক্যরূপ অনিল দ্বারা পাণ্ডবরূপ ভীষণ অগ্নিপ্রজ্বলিত করিয়াছিলেন; আপনার পুত্রগণ সেই সমিদ্ধ হুতাশনে শলভসমূহের ন্যায় দগ্ধ হইয়াছেন। অতএব তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করা আপনার কোনক্রমেই বিধেয় নহে। আপনি অশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মুখমণ্ডল প্লাবিত করিতেছেন, কিন্তু উহা কদাচ শাস্ত্রসঙ্গত হইতে পারে না। পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, আত্মীয় ব্যক্তির শোকাশ্রু অগ্নিস্বরূপ হইয়া মৃত ব্যক্তিগণকে দগ্ধ করে। অতএব আপনি শোক পরিহার পূর্ব্বক ধৈর্য্য ধারণ করুন। মহাত্মা সঞ্জয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে এই প্রকারে আশ্বাসিত করিতে লাগিলেন।

—*—

দ্বিতীয় অধ্যায়। ২।

হে জনমেজয়! সঞ্জয়ের বাক্যাবসানে, মহামতি বিদুর অমৃত সদৃশ বাক্য দ্বারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে আহ্লাদিত করত কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! আপনি কি জন্য শয়ন করিয়া রহিয়াছেন? ধৈর্য্য ধারণ

করিয়া সত্বরে গাত্রোত্থান করুন। কিছুই চিরস্থায়ী নহে। ক্ষয় বহুসঞ্চয়ের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত এবং মৃত্যুই জীবনের অন্ত। যম বীর ও ভীরু উভয়কেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। অতএব ক্ষত্রিয়গণ কি নিমিত্ত ধর্ম্মানুসারে সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না? দেখুন, লোকে সংগ্রাম না করিয়াও করালকালকবলে নিপতিত হয়, সংগ্রাম করিয়াও জীবিত থাকে। ফলতঃ কাল সমাগত হইলে, কেহই তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন! জীবগণের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে অভাব থাকে, মধ্যে স্থিতি হয় এবং মৃত্যু হইলে, পুনর্ব্বার অভাব হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন কি? মনুষ্য নিতান্ত শোকাকুল হইলেও যখন মৃত ব্যক্তির অনুগমন করিতে কিম্বা আপনি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে পারে না, তখন কি জন্য আপনি এই প্রকার শোক প্রকাশ করিতেছেন? কাল সকলকেই আত্মসাৎ করিয়া থাকে, তাহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহই নহে। যেরূপ তৃণাগ্র সকল বায়ুবেগের বশবর্ত্তী হইয়া উড্ডীন হয়, জীবগণও সেইরূপ কালের বশবর্ত্তী হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিয়া থাকে। হে রাজন্! একমাত্র কালের কবলে সকলকেই নিপতিত হইতে হইবে। কাল সকলেরই অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইতেছে অতএব মৃত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন কি? এক্ষণে আপনি যদি শাস্ত্রসম্মত যুক্তি গ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে সমরনিহত বীরগণের নিমিত্ত আর শোক প্রকাশ করিবেন না। তাঁহারা সকলেই উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সেই সমুদায় বীর স্বাধ্যায়নিরত ও ব্রতপরায়ণ; বিশেষতঃ তাঁহারা সংগ্রামে সম্মুখীন হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদের নিমিত্ত শোক করিবার সম্ভাবনা কি? আর দেখুন, জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে সেই সমুদায় বীরগণের দর্শনাভাব ছিল আর এক্ষণেও পুনর্ব্বার দর্শনাভাব হইয়াছে; এবং তাঁহাদিগের সহিত আপনার ও আপনার সহিত তাঁহাদিগের আর কোন সম্বন্ধই নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোকপ্রকাশ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। হে রাজন! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হইলে, স্বর্গলাভ এবং শত্রুকে সংহার করিলে, যশোলাভ হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ বিষয়ই বহুগুণাত্মক; সুতরাং সংগ্রাম প্রবৃত্তি কদাচ বিফল হইবার নহে। যাঁহারা যুদ্ধে বিনষ্ট হন, তাঁহারা ইন্দ্রের নিকট আতিথ্য গ্রহণ করেন। সুররাজ ইন্দ্র সমরনিহত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত অভীষ্ট লোক নির্দ্ধারিত করিয়া রাখেন, সন্দেহ নাই।

বীরগণ সংগ্রামে জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বরে যেরূপ সুরলোকে গমন করেন, অন্যে প্রভূত দক্ষিণাদানসহকারে যজ্ঞানুষ্ঠান, তপঃসাধন ও বিদ্যানুশীলন দ্বারা সেইরূপ গতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সেই সমুদায় মহাবীর শক্রবীরগণের কলেবর রূপ হুতাশনে শরনিকররূপ আহুতি প্রদান পূর্ব্বক অরাতিগণের শরবেগ সহ্য করিয়াছেন। হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়গণের সংগ্রাম ভিন্ন স্বর্গলাভের সুলভ পথ আর কিছুই নাই; সেই সমুদায় মহাবলশালী মহামতি ক্ষত্রিয় উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাদিগের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। এক্ষণে আপনি শোক সম্বরণ পূর্ব্বক ধৈর্য্য ধারণ করুন; শোকাভিভূত হইয়া স্বীয় কার্য্য বিস্মৃত হইবেন না। এই জগতে সহস্র সহস্র লোকের মাতা পিতা ও পুত্র কলত্র বর্ত্তমান আছে; কিন্তু কেহই কাহার নহে এবং সংসারে শোক ও ভয়ের অসংখ্য কারণ বিদ্যমান আছে; সেই সমুদয় প্রতিনিয়ত মূর্খকেই অভিভূত করে, পণ্ডিতের সম্মুখে কোনক্রমেই গমন করিতে পারে না। হে রাজন্! কালের কাহারও উপর প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। কাল কাহারও প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন না; তিনি সকলকেই আকর্ষণ করিয়া থাকেন। কালপ্রভাবে সমুদায় জীবই পরিবর্দ্ধিত ও নিহত হয়। সকলে নিদ্রিত হইলে, একমাত্র কাল অবিরত জাগরিত থাকেন। উঁহাকে অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ হয় না। দেখুন, জীবন যৌবন রূপ ধন আরোগ্য ও প্রিয়সহবাস কিছুই চিরস্থায়ী নহে। এই ভাবিয়াই বিবেচক জনগণ সেই সকল বিষয়ে কখনই লিপ্ত হন না। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি কি জন্য এই সাধারণভোগ্য দুঃখ একাকী ভোগ করিতেছেন? লোকে দুঃখ করিতে করিতে বরং স্বয়ং বিনষ্ট হয়; কিন্তু অনুশোচন দ্বারা তাহার সেই দুঃখ কোনক্রমেই নিরাকৃত হইতে পারে না। দুঃখ চিন্তা না করাই দুঃখনাশের প্রকৃত ঔষধ। অবিরত দুঃখ চিন্তা করিলে, তাহা কখনই অপনীত হয় না; বরং ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যগণ অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিয়োগ এই উভয় কারণেই নিরন্তর মনোদুঃখে দগ্ধ হয়। হে মহারাজ। শোকে অভিভূত হইলে, লোকে ধর্ম্মানুশীলন, অর্থচিন্তা বা সুখভোগ করিতে সমর্থ হয় না। নিরন্তর শোক প্রকাশ করিলে, লোকের কার্য্যক্ষতি ও ত্রিবর্গনাশ হইয়া থাকে। মূর্খগণ বিশেষরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া কদাচ সন্তুষ্ট হইতে পারে না; কিন্তু পণ্ডিতগণ তদবস্থাতেই পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি প্রজ্ঞাবলে

মানসিক কষ্ট ও ঔষধপ্রভাবে শারীরিক কষ্ট নিরাকৃত করিবেন। জ্ঞান ব্যতীত অন্য কাহারই দুঃখ অপনীত করিবার তাদৃশ ক্ষমতা নাই। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম, মনুষ্য শয়ন করিলে তাহার পশ্চাৎ অবস্থিতি ও গমন করিলে তাহার অনুগামী হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ যে যে অবস্থায় যেরূপ শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই সেই অবস্থাতেই তাহার ফলভোগ করে এবং যিনি যে যে কলেবরে যে প্রকার কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সেই কলেবরে তাহার ফলভোগ করিয়া থাকেন। মনুষ্য আপনিই আপনার মিত্র, আপনিই আপনার শত্রু এবং আপনিই আপনার কৃত ও অকৃত কার্য্যের সাক্ষী স্বরূপ। শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, সুখভোগ এবং পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে দুঃখভোগ করিতে হয়। সকলেই আপনার কার্য্যানুরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। কার্য্যানুষ্ঠান না করিলে, কেহই ফলভোগ করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন্! ভবাদৃশ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কোনক্রমেই জ্ঞানবিরুদ্ধ বহুপাপজনক কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না।

—০:০—

তৃতীয় অধ্যায়। ৩।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাত্মন্! তোমার মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার শোক বিনষ্ট হইল। এক্ষণে পুনর্ব্বার আমি তোমার সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইয়াছি; অতএব পণ্ডিতগণ অনিষ্টাপাত ও ইষ্টবিয়োগজনিত মানসিক দুঃখ হইতে কি প্রকারে বিমুক্ত হইয়া থাকেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন কর।

মহাত্মা বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! পণ্ডিত ব্যক্তি যে সমুদয় উপায়বলে মানসিক দুঃখ ও সুখ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন, সেই সমুদায় উপায় উদ্ভাবন পূর্ব্বক সুখদুঃখ বিবর্জ্জিত হইয়া শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। আমরা যে সকল চিন্তা করিয়া থাকি, তৎসমুদায়ই অনিত্য। মনুষ্যগণ কদলীতরুর ন্যায় অসার। যখন বিদ্বান্, মূর্খ, ধনবান্ ও নির্দ্ধন সকলেই একত্র হইয়া স্নায়ুপরিবেষ্টিত অস্থিময় মাংসশূন্য কলেবরে শ্মশানভূমিতে শয়ন করিয়া থাকে, তখন অপরলোকে কি রূপে তাহাদিগের কুল, রূপ ও গুণের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইবে। লোকে আপনার বুদ্ধিদোষেই পরস্পর লিপ্ত হয়। পণ্ডিতগণ মানবগণের কলেবরকে গৃহস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেই কলেবর কাল

ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু জীবাত্মার কখনই ধ্বংস নাই। লোকে যেরূপ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ জীবাত্মাও এক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর দেহ অবলম্বন করিয়া থাকেন। জীবগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদ্বারাই ইহলোকে সুখ দুঃখ ভোগ করে। কার্য্য দ্বারা স্বর্গ ও সুখ ভোগ হইয়া থাকে। তজ্জন্যই মনুষ্য অবশই হউক বা স্ববশই হউক, প্রতিনিয়ত কার্য্যভার বহন করে। যেরূপ মৃণ্ময় ভাণ্ডের মধ্যে কতকগুলি কুলালচক্রে স্থিত, কতকগুলি কিঞ্চিৎ আকারবিশিষ্ট, কতকগুলি সম্পূর্ণ গঠিত, কতকগুলি ছিন্ন, কতকগুলি অবরোপ্যমাণ, কতকগুলি অবতীর্ণ, কতকগুলি পাবকদগ্ধ, কতকগুলি অগ্নি হইতে সমুদ্ভূত ও কতকগুলি জনসমাজে ব্যবহৃত হইয়া বিনষ্ট হয়, সেই রূপ জীবগণের মধ্যেও কেহ কেহ গর্ভবাসকালে, কেহ কেহ প্রসবান্তে, কেহ কেহ এক দিন পরে, কেহ কেহ পক্ষান্তে, কেহ কেহ এক মাসান্তে, কেহ কেহ এক বৎসর কিম্বা দুই বৎসরাবসানে, কেহ কেহ যৌবন সময়ে, কেহ কেহ প্রৌঢ়াবস্থায় ও কেহ কেহ বৃদ্ধাবস্থায় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া থাকে। প্রাণিগণ জন্মান্তরীণ কার্য্য দ্বারা ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ বা মুক্তি লাভ করে। হে রাজন! যখন সংসারের এই প্রকার গতি, তখন আপনি কি জন্য বৃথা অনুতাপ করিতেছেন? জীবগণ যেরূপ সলিলে ক্রীড়া করিতে করিতে একবার নিমগ্ন ও একবার উন্মগ্ন হইয়া থাকে, অল্পবুদ্ধি লোকও সেইরূপ স্বীয় স্বীয় কার্য্যানুসারে এই সংসারে ক্লেশ ও নিধন প্রাপ্ত হয়। আর যে সমুদায় বিজ্ঞ লোক ইহ লোকে জীবগণের হিতসাধন করিতে যত্নবান্ হন, তাঁহারাই পরম গতি লাভ করিয়া থাকেন।

—০*০—

চতুর্থ অধ্যায়। ৪।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বাক্যবিশারদ! দুর্জ্ঞেয় সংসারের গতি কি প্রকারে পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, অতএব যথার্থরূপে উহা বর্ণন কর।

মহাত্মা বিদুর কহিলেন, হে রাজন! জীবগণের জন্মাবধি সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ করুন। সর্ব্ব প্রথমে প্রাণী গর্ভমধ্যে গাঢ় রক্তে লীন হইয়া অবস্থান করে; পরে পঞ্চম মাস

অতীত হইলে, সর্ব্বাঙ্গসমুৎপন্ন হইয়া মাংসশোণিতলিপ্ত অতি অপবিত্র স্থানে বাস করিয়া থাকে; পরিশেষে বায়ুপ্রভাবে ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশিরা হইয়া যোনিদ্বারে উপনীত ও বহুবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া তথা হইতে বিমুক্ত হয়। জীব এই প্রকারে ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রিয়পাশে আবদ্ধ হইতে থাকে। তখন তাহাকে অন্যান্য বহুবিধ উপদ্রব আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। গ্রহ সকল আমিষাভিলাষী সারমেয়গণের ন্যায় তাহার সমীপে আগমন করিতে আরম্ভ করে। কর্ম্মদোষে ব্যাধি সমুদায় তাহার কলেবরে প্রবিষ্ট হইতে থাকে এবং অন্যান্য বিবিধ ব্যসন তাহাকে নিপীড়িত করিতে প্রবৃত্ত হয়। মনুষ্য বাল্যকালে এইরূপে বিবিধ ক্লেশপরিক্লিষ্ট হইয়া কোনক্রমেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। তৎকালে কাহারে সৎকার্য্য এবং কাহারেই বা অসৎ কার্য্য বলে, তাহা কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হয় না। ঐ সময় তাহার হিতাভিলাষী ব্যক্তি সকল তাহাকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করিয়া থাকে। ভ্রান্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ যমালয়গমনের সময় সমাগত হইতেছে বলিয়া বোধ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যমদূত যথাকালে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করে। সংসারের কি আশ্চর্য্য গতি! লোকে বারংবার স্বয়ং স্বীয় সংহারের কারণ হইয়াও আপনাকে উপেক্ষা করে। ক্রোধ, লোভ ও ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া এককালে আত্মজ্ঞানরহিত হয় এবং কৌলীন্যমর্য্যাদাপ্রভাবে কুলবিহীনগণকে ও ধনদর্পে দরিদ্রগণকে নিন্দা করিয়া থাকে। অনেকে অন্যের প্রতি দোষারোপ ও অন্যকে মূর্খ জ্ঞান করে; কিন্তু আপনার শাসন বা আপনার প্রতি দৃষ্টিপাতও করে না। যখন প্রাজ্ঞ ও মূঢ় ধনবান্ ও নির্দ্ধন এবং মর্য্যাদাসম্পন্ন ও মর্য্যাদাবিহীন সকলেই জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক একত্র হইয়া অস্থিভূয়িষ্ঠ স্নায়ুনিবদ্ধন মাংস বিহীন শরীরে শ্মশানে শয়ন করিয়া থাকে, তখন কেহ কোনরূপ লক্ষণ দ্বারা তাহাদিগের কুল, রূপ ও গুণ পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। যখন সকলকেই সমভাবে ভূতলে নিপতিত হইয়া দীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত হইতে হয়, তখন নির্ব্বুদ্ধি মনুষ্যগণ কি জন্য পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিতে অভিলাষ করে। হে রাজন! যে ব্যক্তি অদ্যাবধি এই বাক্য শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি অন্তে পরম গতি লাভ করিয়া থাকে এবং তাহার পক্ষে কোন পথই দুর্গম হয় না।

-০॥০-

পঞ্চম অধ্যায়। ৫।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাত্মন্! যে বুদ্ধিপ্রভাবে ধর্ম্মকাননে প্রবেশ করিতে পারা যায়, সেই বুদ্ধির বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন কর।

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! আমি ভগবান্ কমলযোনি ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া আপনার আদেশানুসারে তাহা বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। মহর্ষিগণ সংসারকে অরণ্য স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালে এক ব্রাহ্মণ পর্য্যটন করিতে করিতে এক দুর্গম অরণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই অরণ্য সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী ও নিশাচরগণে সমাবৃত এবং ভয়ঙ্কর শব্দে পরিপূর্ণ। তাহা এরূপ ভয়ঙ্কর যে, তদ্দর্শনে কৃতান্তকেও একান্ত ভীত হইতে হয়। ঐ ভয়ানক বন দর্শন করিয়া দ্বিজবরের অন্তঃকরণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি কাহার শরণাগত হইব, এই ভাবিয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক জীবনভয়ে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই সেই বনচরগণকে অতিক্রম করিতে পারিলেন না; পরিশেষে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, সেই ভয়ানক বন বন্ধনজালে সমাবৃত ও পর্ব্বতের ন্যায় সমুন্নত গগনস্পর্শী পঞ্চশীর্ষ নাগগণে সমাকীর্ণ। এক বৃহৎকায় কামিনী বাহুদ্বয় দ্বারা সেই কানন আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে। সেই অরণ্যে সুদৃঢ় তৃণলতাদিমণ্ডিত একটা বৃহৎ কূপ বিদ্যমান আছে। দ্বিজবর পর্য্যটন করিতে করিতে সেই লতাবিতানজড়িত গভীর কূপে নিপতিত ও লতাজালে সংলগ্ন হইয়া ঊর্দ্ধপাদে অধোমস্তকে বৃন্তলগ্ন পনস ফলের ন্যায় লম্বমান রহিলেন। ব্রাহ্মণ যে, কূপমধ্যে লম্বমান হইয়াই নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইলেন, এমন নহে, সেই স্থানে তাঁহার অন্য এক উপদ্রব হইতে লাগিল। তিনি ঐ স্থানে তদবস্থায় অবস্থান পূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন যে, একটা ভয়ঙ্কর মহাভুজঙ্গ সেই কূপের অধোভাগে অবস্থান করিতেছে এবং ষড়বক্ত্র দ্বাদশচরণ কৃষ্ণবর্ণ মদমত্ত মাতঙ্গ ক্রমে ক্রমে সেই কূপমুখস্থিত বৃক্ষের সন্নিধানে উপস্থিত হইতেছে। সেই বৃক্ষের প্রশাখায় বহুরূপধারী ভয়ানক মধুকরগণ মধুক্রম আবৃত করিয়া অবিরত জীবগণের প্রার্থনীয় ব্রহ্মারও লোভনীয় অতি উপাদেয় মধু পান করিতে যত্নবান হইতেছে এবং কতকগুলি পন্নগ ও শ্বেতবর্ণ মূষিক দর্শন দ্বারা সেই বৃক্ষচ্ছেদন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। হে রাজন্! ঐ বৃক্ষশাখা হইতে নিরন্তর মধুধারা বিনিঃসৃত হইতেছিল। দ্বিজবর সেই বিপদ্‌কালেও

অনবরত সেই মধুধারা পান করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্রমেক্রমেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না; বরং উত্তরোত্তর তাঁহার অধিক লাভের প্রত্যাশা বলবতী হইতে লাগিল। সেই সময় তদবস্থাতেই তাঁহার জীবনে কিছুমাত্র নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল না। হে মহারাজ! সেই কাননে প্রথমতঃ হিংস্র জন্তুগণ, দ্বিতীয়তঃ সেই ঘোররূপা কামিনী, তৃতীয়তঃ কূপের অধঃস্থিত মহাভুজঙ্গ, চতুর্থতঃ কূপমুখস্থিত বৃক্ষাভিমুখে ধাবমান মহামাতঙ্গ, পঞ্চমতঃ মূষিকদশনচ্ছিন্ন বৃক্ষের পতন ও ষষ্ঠতঃ মধুলোলুপ মধুকরগণ হইতে বিষম শঙ্কা বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বচ্ছন্দে সেই কাননে কূপমধ্যে তদবস্থাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন; কিছুতেই জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না।

—০৯০-

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৬।

তখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, হায়! সেই ব্রাহ্মণের তথায় অবস্থান করা নিতান্ত কষ্টকর হইল, সন্দেহ নাই। তিনি কি জন্য সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন? তিনি যে স্থানে অবস্থান করিতেছেন, সে স্থান কোথায় এবং সেই স্থান হইতে তাঁহার পরিত্রাণলাভের উপায়ই বা কি? তাহা বর্ণন কর। তাঁহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আমার সাতিশয় অভিলাষ হইয়াছে।

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! মোক্ষধর্ম্মবিশারদ পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যান সংসারের আদর্শস্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যগণ উহা বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া সাবধান পূর্ব্বক অবস্থান করিতে পারিলে, পরলোকে সুকৃত লাভ করিতে সমর্থ হয়। ইতিপূর্ব্বে আপনাকে যে মহাকাননের কথা বলিলাম, তাহা মহাসংসার। তাহাতে যে সমুদয় হিংস্র জন্তু আছে, তাহারা ব্যাধি, সেই বৃহৎকায় কামিনী রূপলাবণ্যবিনাশিনী জরা এবং সেই কূপ মনুষ্য গণের কলেবর স্বরূপ। সেই কূপের অধোভাগে যে মহাভুজঙ্গ অবস্থান করিতেছেন, সে মানবগণের সর্ব্বসংহারকর ও জীবগণের অন্তকর কাল। ঐ কূপমধ্যে যে লতা সঞ্জাত হইয়াছে এবং যাহাতে সেই দ্বিজবর লম্বমান রহিয়াছেন, তাহা মানবগণের জীবিতাশা। যে ষড়ানন মত্ত মাতঙ্গ সেই কূপমুখস্থ বৃক্ষ সন্নিধানে আগমন করিতেছে, তাহা সম্বৎসর; তাহার ছয় মুখ, ছয়

ঋতু এবং দ্বাদশ চরণ দ্বাদশ মাস। যে সমুদায় মূষিক ও পন্নগ সেই বৃক্ষ ছেদন করিতেছে, উহারা প্রাণিগণের আয়ুক্ষয়কর দিবা ও রাত্রি; আর যে সমুদায় মধুকরগণের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা কাম এবং সেই বৃক্ষ হইতে যে মধুধারা বিনিঃসৃত হইতেছে, তাহা কামরস। মনুষ্যগণ সেই রসে সর্ব্বদা নিমগ্ন হয়। হে রাজন্! পণ্ডিতগণ এই প্রকারে সংসারকে নির্ণয় করিয়া উহাতে কদাচ আবদ্ধ হন না।

সপ্তম অধ্যায়। ৭।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে মহাত্মন্! তুমি স্বীয় তত্ত্বদর্শিতাপ্রভাবে অদ্ভুত উপাখ্যান বর্ণন করিলে। এক্ষণে তোমার অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিতে আমার পুনরায় কৌতুক জন্মিতেছে।

বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! পণ্ডিতগণ যাহা শ্রবণ পূর্ব্বক সংসার হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন, আমি পুনরায় সেই বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যেরূপ লোকে অনেক পথ অতিক্রম করিতে হইলে, সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়া স্থানে স্থানে বিশ্রামার্থ অবস্থান করে, সেইরূপ নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ এই সংসার পরিভ্রমণ করত বারংবার গর্ভবাস আশ্রয় করিয়া থাকে; কিন্তু সাধুগণ উহা হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই নিমিত্ত শাস্ত্রবিশারদ প্রাজ্ঞ জনগণ এই সংসার অরণ্যকে পথ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থই এই পথে অনবরত পর্য্যটন করিতেছে; কেবল সাধুগণ উহাতে বিরক্ত হইয়া রহিয়াছেন। ঐ পথে হিংস্র জন্তুর ন্যায় শারীরিক ও মানসিক নানা প্রকার ব্যাধি মানবগণকে আক্রমণ করিতেছে। যদি কেহ কোন-ক্রমে সেই ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করে, তাহা হইলে জরা ক্রমে ক্রমে তাহাকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাহার রূপরাশি বিনষ্ট করিতে থাকে; কিন্তু মানবগণ এরূপ নির্ব্বোধ যে, ঐ রূপ দুরবস্থাতেও কোনক্রমে জীবিতা-শায় নিরাশ হয় না, প্রতিনিয়তই শব্দ, রূপ, রস, স্পর্শ প্রভৃতি বিবিধ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে লিপ্ত হইয়া থাকে। সম্বৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ ও দিবা রাত্রি ক্রমে ক্রমে মানবগণের রূপ ও পরমায়ু ক্ষয় করিতেছে; কিন্তু নির্ব্বোধ মনুষ্যগণ তাহাদিগকে কালের প্রতিনিধি বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না। সকলেই স্বীয় স্বীয় কার্য্যানুরূপ ফলভোগ করিতে

থাকে। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ জীবগণের কলেবরকে কৃতান্তের রথ, প্রাণকে সেই রথের সারথি, ইন্দ্রিয়দিগকে তাহার অশ্ব ও কর্ম্মবুদ্ধিকে সেই অশ্বগণের রশ্মি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই ধাবমান অশ্বদিগকে বুদ্ধিরূপ প্রগ্রহদ্বারা নিবৃত্ত না করিয়া তাহাদিগের অনুগামী হয়, সেই ব্যক্তি এই সংসারচক্রে চক্রের ন্যায় বারংবার পরিভ্রমণ করিয়া থাকে এবং যাহারা সেই অশ্বগণের সহিত পরিভ্রমণ করিয়াও মুগ্ধ না হয়, তাহাদিগকে এই সংসারে বারংবার পরিভ্রমণ করিতে হয় না।

হে মহারাজ! এই প্রকারে মনুষ্যগণকে সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিয়া বহুবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়; অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সেই দুঃখ নিবারণ করিতে অত্যন্ত যত্নবান্ হইয়া থাকেন; তাহাতে কোন প্রকারেই উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না। উপেক্ষা করিলে, তাহা ক্রমে ক্রমে শতধা পরিবর্দ্ধিত হয়। যিনি ইহলোক ক্রোধলোভবিবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয়, সন্তুষ্টচিত্ত ও সত্যপরায়ণ, তিনিই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। আর যে ব্যক্তি নিতান্ত বুদ্ধিবিহীন ও মুগ্ধস্বভাব, সেই ব্যক্তিই আপনার ন্যায় রাজ্য, সুহৃৎ ও পুত্র নাশজনিত দুঃখে কাতর হইয়া পরিতাপ ও দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। সংযতচিত্ত সাধু ব্যক্তিগণ জ্ঞানরূপ মহৌষধ প্রয়োগ পূর্ব্বক দুঃখরূপ মহাব্যাধিকে নিবারণ করেন। স্থিরচিত্ত হইলে, যেরূপ দুঃখবিমোচনের উৎকৃষ্ট উপায় হয়, বিক্রম অর্থ বা বন্ধুবান্ধবে তদ্রূপ হইতে পারে না। অতএব আপনি স্থিরচিত্ত হইয়া দুঃখ বিমোচন করুন। দম, দান ও অনবধানতা এই তিনটী ব্রহ্মার অশ্ব; যিনি শীলরূপ রশ্মি গ্রহণ করিয়া ঐ তিন অশ্বসংযুক্ত মানসরথে আরোহণ করিতে সমর্থ হন, তিনি কৃতান্তের ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনায়াসে ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারেন। আর যিনি জীবগণকে অভয় প্রদান করেন, তিনি উৎকৃষ্ট বিষ্ণুলোকগমনে সমর্থ হন। অভয় প্রদান করিলে, যে প্রকার ফল লাভ হইয়া থাকে, সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও নিত্য উপবাস করিলেও তদ্রূপ ফল লাভ হইতে পারে না। জীবগণের মধ্যে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর বস্তু আর কিছুই নাই। কেহই মৃত্যু-বাসনা করে না। অতএব সর্ব্বভূতে সতত দয়া করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অসূক্ষ্মদর্শী ভ্রান্তবুদ্ধি মনুষ্যগণ মোহজালে জড়িত হইয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করে। আর সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মারা শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন।

—•:•—

অষ্টম অধ্যায় ৮।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পুত্রশোকসন্তপ্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বিদুর, সঞ্জয় এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধব ও দ্বারপালগণ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন পূর্ব্বক বহুক্ষণ সুশীতল বারিধারাভিষিক্ত তালবৃন্ত বীজন ও গাত্র সংস্পর্শ দ্বারা পরম যত্ন সহকারে তাহার মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই প্রকারে বহুক্ষণের পর চৈতন্য লাভ করত পুত্রশোকে সাতিশয় বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! মনুষ্যগণের দেহ ধারণে ধিক্! মানবদেহ ধারণ করিলেই পুত্র, অর্থ ও জ্ঞাতিকুটুম্ব নাশের নিমিত্ত পদে পদে বিষাগ্নি সদৃশ বহুবিধ দুঃখ উপনীত হইয়া কলেবর দগ্ধ ও বুদ্ধি বিনষ্ট করিতে থাকে। দুঃখানলে কলেবর দগ্ধ হইলে, লোকে অচিরাৎ মৃত্যু বাসনা করে। এক্ষণে ভাগ্যবিপর্য্যয়বশত আমি এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি; অতঃপর জীবন পরিত্যাগ ভিন্ন এ দুঃখের আর নিষ্কৃতি দেখিতেছি না; অতএব আমি আজিই দেহ পরিত্যাগ করিব। হে মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এই কথা বলিয়া শোকে একান্ত অভিভূত ও চিন্তায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া মৌনাবলম্বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সেই সময় মহর্ষি ব্যাসদেব শোকার্ত্ত স্বীয় পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৎস! আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, মেধাবী ও পরম ধার্ম্মিক। তুমি সমুদয় বিষয়ই বিশেষরূপে অবগত আছ। মর্ত্ত্যদিগের অনিত্যতার বিষয় তোমার অবিদিত নাই। যখন সমস্ত জীবলোক অনিত্য এবং জন্মগ্রহণ করিলেই জীবগণের মৃত্যু হইয়া থাকে, তখন তুমি কি জন্য বৃথা শোক করিতেছ? দৈব তোমার সমক্ষেই দুর্য্যোধনকে নিমিত্ত করিয়া তোমাদিগের এই বিরোধ উপস্থিত করিয়াছেন; সুতরাং কৌরবকুলের সংহার অবশ্যম্ভাবী; অতএব তুমি কি জন্য পরলোকগত বীরগণের জন্য অনুতাপ করিতেছ? মহাত্মা বিদুর সন্ধিসংস্থাপনার্থ নিতান্ত যত্নবান্ হইয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হন নাই; অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, লোকে চিরকাল যত্নবান্ হইলেও দৈব ও নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না।

হে বৎস! সুরগণ তোমাদিগের কুলক্ষয়ের কারণ যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তাহা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে সেই বিবরণ তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করিলেই তুমি চিত্ত স্থির করিতে সমর্থ হইবে। পূর্ব্বে এক দিন আমি দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় গমন পূর্ব্বক দর্শন করিলাম, সমুদায় দেবতা ও নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ সেই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। সেই সময় বসুন্ধরাও স্বীয় কার্য্য সংসাধনার্থ তাঁহাদের সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুরগণ! পূর্ব্বে তোমরা ভগবান্ ব্রহ্মার নিকেতনে আমার নিমিত্ত যে কার্য্য সাধন করিতে স্বীকার করিয়াছিলে, অচিরাৎ তাহার অনুষ্ঠান কর। সেই সময় সর্ব্বলোকপূজনীয় বিষ্ণু বসুন্ধরার এইবাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত কহিলেন, হে বসুন্ধরে! ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ দুর্য্যোধন তোমার কার্য্য সংসাধন করিবে। সে রাজা হইলেই তুমি কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। সেই দুর্ম্মতির কার্য্য সংসাধন করিবার নিমিত্ত অন্যান্য মহীপালগণ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া দৃঢ়তর অস্ত্র প্রহারে পরস্পরকে সংহার করিলেই তোমার ভার লাঘব হইবে। এক্ষণে সত্বরে স্বস্থানে গমন পূর্ব্বক লোকদিগকে ধারণ করিতে থাক।

হে রাজন্! তোমার তনয় দুর্য্যোধন লোক সংহারার্থ কলির অংশে গান্ধারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। সে নিতান্ত অমর্ষপরায়ণ, চঞ্চলস্বভাব, ক্রুদ্ধ ও দুর্ব্বিনীত ছিল। দৈববশতঃ তাহার ভ্রাতৃগণও তাহার ন্যায় হইয়া উঠিয়াছিল এবং শকুনি মাতুল ও কর্ণ পরম সখা হইয়াছিল। দুর্য্যোধনের ন্যায় অন্যান্য রাজগণও লোক সংহারের জন্য অবনীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। রাজা যেরূপ স্বভাবসম্পন্ন হন, তাহার প্রজারাও সেইরূপ স্বভাব হইয়া থাকে। রাজা ধর্ম্মপরায়ণ হইলে, অধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম হইয়া উঠে। স্বামীর দোষ ও গুণদ্বারা ভৃত্য দোষ ও গুণ বিশিষ্ট হয়, সন্দেহ নাই। দুষ্ট রাজার দোষেই তোমার অন্যান্য পুত্রগণ বিনষ্ট হইয়াছে; অতএব তাহাদিগের জন্য শোক প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। তোমার তনয়গণ নিতান্ত দুরাত্মা ছিল, তাহাদিগের অপরাধেই সমস্ত পৃথিবী উচ্ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। পাণ্ডবগণের এ বিষয়ে কিছুমাত্র দোষ নাই। পূর্ব্বে তত্ত্বদর্শী দেবর্ষি নারদ রাজসূয় যজ্ঞস্থলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন যে, হে ধর্ম্মরাজ! কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাদিগের বংশ ধ্বংস করিবে, অতএব এক্ষণে তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, তাহার অনু-

ষ্ঠানে যত্নবান্ হও। তৎকালে পাণ্ডবগণ দেবর্ষি নারদের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সাতিশয় শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে বৎস! এক্ষণে আমি তোমার নিকট সেই সমুদায় দেবগণেরও গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিলাম। অতঃপর তুমি দৈবকৃত বিড়ম্বনা পরিজ্ঞাত হইয়া শোক পরিহার পূর্ব্বক জীবনধারণে যত্ন ও পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহ প্রকাশ কর। পূর্ব্বেই আমি এই সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞকালে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলাম; ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরও আমার মুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া কৌরবগণের সহিত যাহাতে বিদ্রোহঘটনা না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপ যত্নবান্ হইয়াছিলেন; কিন্তু দৈবের বলবত্ত্ব ও অখণ্ডনীয়তা প্রভাবে কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হন নাই। কি স্থাবর কি জঙ্গম কেহই কৃতান্তের নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না। তুমি ধর্ম্মপরায়ণ, বুদ্ধিমান্; তুমি জীবগণের সদ্গতি ও দুর্গতির বিষয় বিশেষরূপ পরিজ্ঞাত আছ; অতএব কি জন্য এক্ষণে মুগ্ধ হইতেছ? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে এই প্রকার শোকাভিভূত জানিতে পারিলে, জীবন পরিত্যাগ করিতেও ক্ষান্ত হইবেন না। রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত ধীর; তিনি পশু পক্ষীর প্রতিও সতত দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। তোমার প্রতি তাঁহার দয়া কি নিমিত্তই বা না হইবে? এক্ষণে তুমি আমার কথা রক্ষা কর; দৈবের অখণ্ডনীয়তা অনুচিন্তন ও পাণ্ডবদিগের প্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক জীবন ধারণ করিতে থাক; তাহা হইলে লোকসমাজে কীর্ত্তি লাভ, ধর্ম্মার্থের অনুশীলন ও বহুকাল তপোনুষ্ঠান করিতে পারিবে। অতঃপর প্রজ্ঞারূপ সলিল সেচন পূর্ব্বক প্রজ্বলিত পুত্রশোকানল নির্ব্বাণ করাই তোমার কর্ত্তব্য।

হে জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র অমিততেজা ব্যাসদেবের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত কহিলেন, হে মহর্ষে! আমি গুরুতর শোকে যারপর নাই বিমোহিত হইয়াছি। বারংবার মোহ উপস্থিত হওয়াতে আমার আত্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমি আপনার মুখে নিগূঢ় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বুঝিলাম যে, আমার তনয়গণ দৈববশতই বিনষ্ট হইয়াছে। অতএব আমি আর জীবন পরিত্যাগের অভিলাষ বা শোক প্রকাশ করিব না। হে মহারাজ! সেই সময় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

নবম অধ্যায়। ৯।

জনমেজয় কহিলেন, হে ভগবন্! মহর্ষি ব্যাসদেব অন্তর্হিত হইলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র কি করিলেন? আর সেই সময় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃপ প্রভৃতি মহারথত্রয় কি কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন? তাহা বর্ণন করুন। আমি আপনার মুখে অশ্বত্থামার সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর সঞ্জয় রাজা দুর্য্যোধন ও তাঁহার সৈন্যগণের বিনাশে হতবুদ্ধি হইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! বহুদেশীয় মহীপালগণ কুরুক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক আপনার তনয়গণের সহিত পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন। দুর্য্যোধন শত্রুতা উচ্ছিন্নপ্রায় করিবার বাসনায় সমস্ত মেদিনী উচ্ছিন্নপ্রায় করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি নিয়মানুসারে পুত্র, পৌত্র ও পিতৃগণের প্রেতকার্য্য সমাধান করুন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের মুখে এই প্রকার নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করত বিচেতন ও মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। সেই সময় সর্ব্বধর্ম্মবিশারদ মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে ধরাশায়ী অবলোকন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! সকল প্রাণিকেই করাল কালকবলে নিপতিত হইতে হইবে, অতএব আপনি শোক সম্বরণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করুন। পূর্ব্বে প্রাণিগণের অভাব, মধ্যে কিয়দ্দিনমাত্র সদ্ভাব এবং পরিশেষে নিধনবশতঃ পুনর্ব্বার অভাব হইয়া থাকে। অতএব তাহাদিগের জন্য শোক করা বিজ্ঞগণের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। শোক করিলে মৃত ব্যক্তিকে প্রাপ্ত কিম্বা স্বয়ং মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইতে পারে না। অতএব আপনি কি জন্য বৃথা পরি-তাপ করিতেছেন? দেখুন, লোকে সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইয়াও মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় এবং সংগ্রাম করিয়াও জীবিত থাকে। কাল সমুপস্থিত হইলে, কেহই তাহকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। কাল সমস্ত প্রাণিকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। কালের কেহই প্রিয় বা অপ্রিয় নাই। তৃণ সমুদায় যেরূপ বায়ুর বশবর্ত্তী হইয়া উড্ডীন হয়, সেইরূপ জীবগণও কালের বশবর্ত্তী হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করে। ইহলোকস্থিত সমস্ত প্রাণিগণকেই এক স্থানে গমন করিতে হইবে; অতএব কালের বশীভূত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত শোক করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। হে ভারত!

আপনি যে সমুদায় মহাত্মার নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারা কোনক্রমেই শোচনীয় হইতে পারেন না। তাঁহারা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়া সুরলোকে গমন করিয়াছেন। বীরগণ সমরে জীবন পরিত্যাগ করিলে, যেরূপ সহজে স্বর্গ লাভ করিতে পারেন, অন্যান্য লোক প্রভূত-দক্ষিণ বহুসংখ্যক যজ্ঞ, তপস্যা ও বিদ্যাবলে তদ্রূপ সহজে স্বর্গ লাভ করিতে পারেন না। কৌরবপক্ষীয় সমস্ত বীরই বেদবেত্তা ও ব্রতপরায়ণ ছিলেন; তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই সমরে পরাঙ্মুখ হন নাই। তাঁহারা শক্রগণের দেহাগ্নিতে শরাহুতি প্রদান পূর্ব্বক তন্নিক্ষিপ্ত শরসমূহ অনায়াসে সহ্য করিয়াছেন। অতএব আপনি কেন তাহাদিগের জন্য পরিতাপ করিতেছেন? ক্ষত্রিয়গণের সংগ্রামই স্বর্গ লাভের উৎকৃষ্ট পথ। ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে যুদ্ধ অপেক্ষা আর শ্রেয়স্কর কিছুই নাই। কৌরবপক্ষীয় মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা কদাচ শোচ্য নহেন; অতএব এক্ষণে আপনি আপনাকর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া শোক পরিত্যাগ করুন; শোকাভিভূত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে বিরত হইবেন না।

-০*০-

দশম অধ্যায়। ১০

হে মহারাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহামতি বিদুরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া যান সুসজ্জিত করিতে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক পুনরায় বিদুরকে কহিলেন, হে মহাত্মন্! তুমি গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য রমণীগণকে সত্বরে আনয়ন কর। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে এই কথা কহিয়া শোকোপহত চিত্তে যানে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর পুত্রশোকসন্তপ্তা গান্ধারী পতির অনুমত্যনুসারে কুন্তী ও অন্যান্য অন্তঃপুরচারিণীগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে আগমন করিলেন। রোদনপরায়ণা কামিনীগণ রাজার নিকট আগমন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহামতি বিদুর শোকাকুলিতচিত্তে আর্ত্তস্বরে সেই রোদনপরায়ণা কুলকামিনীগণকে আশ্বাসিত করিয়া রথে সংস্থাপন পূর্ব্বক পুর হইতে বিনির্গত হইলেন। সেই সময় কৌরবগণের প্রতিগৃহেই ক্রন্দনধ্বনি সমুত্থিত হইল। আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া উঠিল। দেবগণও পূর্ব্বে যে

সমুদায় কুলকামিনীগণের মুখাবলোকন করেন নাই, এক্ষণে তাঁহারা অনাথার ন্যায় সামান্য লোকের নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। আলু- লায়িতকেশা একবসনা কুলকামিনীগণ অলঙ্কার পরিত্যাগ করত হরিণী- গণ যেরূপ যূথপতির নিধনে শোকার্ত্ত হইয়া পর্ব্বতগুহা হইতে বিনির্গত হয়, সেই রূপ গৃহ হইতে বিনির্গত হইতে লাগিলেন এবং শোকার্দ্দিত- চিত্তে অঙ্গনচারিণী ঘোটকীগণের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া পিতা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগকে অবলোকন করিবামাত্র বোধ হইল যেন, তাঁহারা যুগান্ত- কালীন লোকসংক্ষয়ের বিষয় প্রকাশ করিতেছেন। তৎকালে তাঁহারা শোকে জ্ঞানশূন্য হইয়া কোনক্রমেই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে সমর্থ হইলেন না। পূর্ব্বে যে মহিলাগণ সখীজনের নিকটেই লজ্জায় নম্রমুখী হইতেন; এক্ষণে শত্রুগণের সমক্ষেই লজ্জা পরিহার পূর্ব্বক এক বস্ত্র পরিধান করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যাহারা অল্প শোকের কারণ উপস্থিত হইলে, পরস্পরকে আশ্বাস প্রদান করিতেন, এক্ষণে তাঁহারা শোকে নিতান্ত অধীর হইয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই প্রকারে সেই রোদন- পরায়ণা কুলকামিনীগণে সমাবৃত হইয়া শোকাকুলিতচিত্তে রণস্থলে গমন করিতে লাগিলেন। শিল্পী, বণিক ও বৈশ্যগণ তাঁহার অনুগমন করিল। তৎকালে কুলকামিনীগণের রোদন ধ্বনিতে ত্রিভুবন ব্যথিত হইয়া উঠিল। ভূতগণ যুগান্তকালীন জীবক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিল এবং অনুরক্ত পুরবাসিগণ ব্যথিতহৃদয়ে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

একাদশ অধ্যায়। ১১।

অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পরিজনগণ এক ক্রোশ মাত্র গমন করিলে, মহারথ কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও কৃতবর্ম্মা তাঁহাদের সন্নিধানে উপনীত হইলেন। সেই তিন মহারথ প্রজ্ঞাচক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে রোদন করিতে দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাষ্পপূর্ণলোচনে গদ্গদ বচনে কহিলেন, হে রাজন্! আপনার পুত্রগণ অতি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক অনুচরবর্গের সহিত ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন।

আমাদিগের অন্যান্য সমস্ত সৈন্য নিহত হইয়াছে; এক্ষণে আমরা তিন জনমাত্র অবশিষ্ট আছি।

অনন্তর মহাবীর কৃপাচার্য্য পুত্রশোকসন্তপ্তা গান্ধারীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজ্ঞি! তোমার তনয়গণ যখন নির্ভয়চিত্তে বীর জনোচিত সংগ্রামকার্য্য সম্পাদন করিয়া শত্রুগণকে সংহার পূর্ব্বক বিনষ্ট হইয়াছেন, তখন তাঁহারা তেজঃপুঞ্জ কলেবর ধারণ পূর্ব্বক দেবগণের ন্যায় সুনির্ম্মল দিব্য লোকে বিচরণ করিতেছেন। অস্মৎপক্ষীয় বীর-গণের মধ্যে কেহই সংগ্রামে বিমুখ বা শত্রুগণের শরণাগত হইয়া বিনষ্ট হয় নাই। প্রাচীন মহাত্মারা সমরে শস্ত্রদ্বারা নিধন লাভকেই পরম গতি কহিয়া থাকেন; অতএব তাঁহাদিগের নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অক-র্ত্তব্য। আপনার তনয়গণের শত্রু পাণ্ডবগণও সহজে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও আমি আমরা তিন জন, দুর্ম্মতি বৃকোদর অধর্ম্মানুসারে রাজা দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট করিয়াছে শ্রবণ করিবা-মাত্র সেই যামিনীতেই শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিদ্রিত পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণকে সংহার করিয়াছি। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র আমাদিগের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। এই প্রকারে আমরা তোমার তনয়ের অরাতিগণকে সংহার করিয়া পরিশেষে মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ ক্রোধভরে নিশ্চয়ই বৈরনির্য্যাতনার্থ আগমন করিবে, এই বিবেচনা করিয়া জীবনভয়ে পলায়ন করিতেছি। পুরুষাগ্রগণ্য পাণ্ডবগণ পুত্রগণের নিধনবৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক উন্মত্তপ্রায় হইয়া আমাদিগকে সংহার করিবার মানসে নিতান্ত যত্নবান্ হইয়াছে। অতএব আমরা আর এই স্থানে অবস্থান করিতে সাহসী হইতে পারিতেছি না। এক্ষণে আপনি শোক পরিহার পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রস্থান করিতে অনুমতি প্রদান করুন। মহারাজও আমাদিগকে গমনার্থ আদেশ প্রদান করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দর্শন করুন।

হে জনমেজয়! অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত কৃপাচার্য্য, কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া বারংবার নিরীক্ষণ করত ভাগীরথীর অভিমুখে রথ সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা তিন জনে কিয়দ্দূর গমন পূর্ব্বক পরস্পরকে আমন্ত্রণ করিয়া তিন দিকে মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন। মহাবল কৃপাচার্য্য হস্তিনানগরে, কৃতবর্ম্মা স্বীয় রাজধানীতে এবং আচার্য্যকুমার অশ্বত্থামা ব্যাসদেবের আশ্রমাভিমুখে ধাবমান হইলেন। হে রাজন্! সেই তিন মহারথ

এই প্রকারে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করিয়া স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলে, মহারথ পাণ্ডবগণ পথিমধ্যে দ্রোণতনয়কে আক্রমণ পূর্ব্বক বিক্রম প্রকাশ করিয়া পরাজিত করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়। ১২।

হে রাজন্! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র হস্তিনা হইতে বিনির্গত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনায় মহামতি কেশব, সাত্যকি, যুযুৎসু ও ভ্রাতৃগণের সহিত গমন করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী পুত্রশোকে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পাঞ্চাল-রমণীগণের সহিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, পুত্রশোকে নিতান্ত নিপীড়িত বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র কুলকামিনীগণে সমাবৃত হইয়া ভাগীরথী-তীরাভিমুখে গমন করিতেছেন। মহিলাগণ কুররীকুলের ন্যায় দুঃখিত-চিত্তে এই বলিয়া বিলাপ করিতেছেন যে, হা ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে তোমার সে ধর্ম্মানুরাগিতা ও অনৃশংসতা কোথায় রহিল? তুমি কি প্রকারে ভ্রাতা, গুরুপুত্র ও মিত্রগণকে সংহার করিলে; মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ ও জয়দ্রথকে বিনষ্ট করিয়া তোমার চিত্ত কি ব্যথিত হইতেছে না? এক্ষণে মহাবল পরাক্রান্ত অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র এবং গুরু ও ভ্রাতৃগণের বিরহে তোমার রাজ্যলাভ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইবে।

রাজা যুধিষ্ঠির সেই কামিনীগণের এই প্রকার বিলাপধ্বনি শ্রবণ করত তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করিলেন। তখন অন্যান্য পাণ্ডবগণও স্বীয় স্বীয় নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যকে অভিবাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অপ্রসন্ন চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া স্বীয় দুরভিসন্ধি সম্পাদন করিবার বাসনায় বৃকোদরকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বোধ হইল যেন, তাঁহার শোকাগ্নি ক্রোধসমীরণে সন্ধুক্ষিত হইয়া ভীমরূপ তৃণরাশি দগ্ধ করিবার মানস করিয়াছে। হে রাজন্! অসামান্য ধীশক্তিসম্পন্ন মহামতি কেশব ইহার পূর্ব্বেই বৃকোদরের প্রতি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দুরভিসন্ধি পরিজ্ঞাত হইয়া তাহার প্রতিবিধান করিবার

অভিলাষে, লৌহময় ভীম সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ভাব সন্দর্শন পূর্ব্বক তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বৃকোদরকে হস্ত দ্বারা অবরোধ করত ধৃতরাষ্ট্রকে সেই লৌহময় ভীম প্রদান করিলেন। দশ সহস্র মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ বলবীর্য্যশালী রাজা ধৃতরাষ্ট্র সেই লৌহময় ভীমসেনকে প্রাপ্ত হইবামাত্র বাহুযুগল দ্বারা গ্রহণ পূর্ব্বক যথার্থ ভীম বিবেচনা করত বল প্রকাশ করিয়া চূর্ণ করিলেন। বৃকোদরের লৌহময় প্রতিমূর্ত্তি চূর্ণ হইবামাত্র ধৃতরাষ্ট্রের বক্ষঃস্থলে বিমথিত এবং মুখমণ্ডল হইতে অবিরত রুধির প্রবাহ বিনির্গত হইতে লাগিল। সেই সময় তিনি রুধিরাক্ত কলেবর হইয়া পুষ্পোপশোভিত পারিজাত বৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত হইলেন। মহামতি সঞ্জয় তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক শোকোপহত চিত্তে হা ভীম! হা ভীম! বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময় পুরুষোত্তম হৃষীকেশ ধৃতরাষ্ট্রকে ক্রোধবিহীন ও ভীমসেননিধনে নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আপনি লৌহময় ভীমকে চূর্ণ করিয়াছেন; প্রকৃত ভীমকে সংহার করেন নাই। আমি আপনাকে সাতিশয় কোপাবিষ্ট অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে মৃত্যুর দশনান্তর্গত বিবেচনা করত অগ্রেই অপসারিত করিয়াছিলাম। আপনার সদৃশ বলবীর্য্যশালী আর কে আছে? আপনি বাহুযুগলদ্বারা পরিগ্রহ করিলে, কোন্ ব্যক্তি তাহা সহ্য করিতে সমর্থ হয়? যেরূপ শমনের সন্নিহিত হইলে, কেহই জীবিত থাকিয়া পরিত্রাণলাভে সমর্থ হয় না, সেই রূপ আপনার বাহুযুগলের মধ্যগত হইলে, কোন বীরই জীবিত থাকে না। আমি তন্নিবন্ধনই আপনার সমীপে দুর্য্যোধনবিনির্ম্মিত লৌহময় ভীমের প্রতিমূর্ত্তি অর্পণ করিয়াছিলাম। হে কুরুরাজ! আপনার চিত্ত পুত্রশোকে একান্ত সন্তপ্ত ও ধর্ম্মভাবপরিশূন্য হইয়াছে; তন্নিবন্ধনই আপনি বৃকোদরকে সংহার করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃকোদরকে সংহার করা আপনার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। দেখুন, আপনার তনয়গণ কোনক্রমেই জীবিত থাকিবার উপযুক্ত ছিলেন না; তজ্জন্যই আমরা পূর্ব্বে সন্ধি সংস্থাপনার্থ বিশেষ যত্নবান্ হইয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এক্ষণে আপনি তাহা বিশেষরূপ অনুচিন্তন পূর্ব্বক শোকে মনঃসমাধান করিবেন না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৩।

অনন্তর পরিচারকগণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কলেবরপ্রক্ষালনাদি শৌচক্রিয়া সমাধান করিলে, কৃষ্ণ তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে নরাধিপ! আপনি সমুদায় কার্য্যাকার্য্য বিশেষরূপ অবগত আছেন। আপনি বহুদর্শী এবং বেদ, পুরাণ ও রাজধর্ম্ম প্রভৃতি নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। অতএব আপনি স্বয়ং অপরাধী হইয়া কেন এরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিতেছেন? পূর্ব্বে আমি, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, বিদুর ও সঞ্জয় আমরা সকলে আপনাকে কহিয়াছিলাম যে, পাণ্ডবগণ সমধিক বলবীর্য্যশালী; অতএব তাঁহাদিগের সহিত সন্ধিসংস্থাপন করাই বিধেয়। হে মহাত্মন্! এই প্রকারে আমরা আপনাকে বারংবার সন্ধিসংস্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেও তৎকালে আপনি আমাদিগের বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহাতে সম্মত হন নাই। দেখুন, যে স্থিরবুদ্ধি ভূপাল স্বয়ং আপনার দোষ দর্শন ও দেশকাল বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনি অনায়াসে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন। আর যিনি হিতাহিত বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াও তাহা গ্রহণ না করেন, তাঁহাকে দুর্নীতিবশতঃ বিপদাপন্ন হইয়া নিশ্চয়ই শোক করিতে হয়। আপনি নিতান্ত চঞ্চলস্বভাব এবং রাজা দুর্য্যোধনের বশীভূত ছিলেন বলিয়াই এই প্রকার দুরবস্থাপন্ন হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে কি জন্য বৃকোদরকে সংহার করিতে বাসনা করিতেছেন? বৃকোদরের অপরাধ কি? যে নীচাশয় স্পর্দ্ধা প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়াছিল, ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাহাকে সংহার করিয়া বৈরনির্য্যাতন করিয়াছেন। হে রাজন্! আপনি অপরাধশূন্য পাণ্ডবগণকে পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকার অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন, আর দুর্য্যোধনও ইহাদিগের প্রতি কতই অত্যাচার করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা অনুচিন্তন পূর্ব্বক ক্রোধ সম্বরণ করুন।

হে জনমেজয়! দেবকীনন্দন হৃষীকেশ এই প্রকার কহিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বাসুদেব! তুমি যে সমুদায় কথা কহিতেছ, ঐ সমস্তই সত্য; কিন্তু বলবান্ অপত্যস্নেহপ্রভাবে আমি ধৈর্য্য ধারণ করিতে সমর্থ হইনাই; তন্নিবন্ধনই আমি বৃকোদরের অহিতানুষ্ঠান করিতে অভিলাষ করিয়াছিলাম। তুমি ভাগ্যক্রমে সত্যপরায়ণ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেনকে রক্ষা করিয়াছ বলিয়াই

সে আমার বাহুযুগলের মধ্যগত হয় নাই। যাহা হউক, আমি এক্ষণে একাগ্রচিত্ত হইয়াছি; আমার সমুদায় শোক ও তাপ নিরাকৃত হইয়াছে; অতঃপর মহাবলশালী বৃকোদরকে কুশল প্রশ্ন ও সাদর সম্ভাষণ করিব। আমার পুত্রগণ ও অন্যান্য রাজগণ সকলে সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছে; সুতরাং এক্ষণে পাণ্ডুপুত্রগণই আমার প্রীতি ও মঙ্গলের আস্পদ হইল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিয়া রোদন করিতে করিতে বৃকোদর, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন।

—০:০—

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ১৪।

হে মহারাজ! অনন্তর মহাত্মা হৃষীকেশ ও পাণ্ডবগণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক গান্ধারীর সমীপে উপনীত হইলেন। পুত্রশোকসন্তপ্তা পতিপরায়ণা গান্ধাররাজতনয়া, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শত্রুকুল নির্ম্মূল করিয়াছেন জানিয়া তাহাকে শাপ প্রদান করিতে সমুদ্যত হইলেন। সেই সময় দিব্য চক্ষু সর্ব্বভূতভাববেত্তা সত্যবতীতনয় ব্যাসদেব পাণ্ডবগণের প্রতি গান্ধারীর দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া ভাগীরথীর নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করত মনোমারুতবেগে তৎক্ষণাৎ পুত্রবধূর সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে শান্ত করিবার বাসনায় কহিলেন, বৎসে! তুমি আমার বাক্যানুসারে পাণ্ডবগণের প্রতি ক্রোধ পরিহার করিয়া শান্তি অবলম্বন কর। তোমার তনয় ইতিপূর্ব্বে শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অষ্টাদশ দিবসই সময়ে সময়ে তোমার নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিয়াছিল, মাতঃ! আমি শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করুন। তৎকালে তুমিও কহিয়াছিলে, বৎস! যে স্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই জয়। হে কল্যাণি! তুমি সমস্ত জীবগণের হিতসাধনে সর্ব্বদা যত্ন করিয়া থাক। তোমার বাক্য কোনক্রমেই অন্যথা হয় না। মহামতি পাণ্ডবগণ ঘোরতর সংগ্রামে অসংখ্য ভূপতির জীবন সংহার করিয়া জয় লাভ পূর্ব্বক তোমার বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন করিয়াছে। পূর্ব্বে তোমার অসাধারণ ক্ষমা গুণ ছিল; অদ্য তুমি কি কারণে সেই গুণ পরিত্যাগ করিতেছ? এক্ষণে অধর্ম্মকে পরাজয় করাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়

হইয়া থাকে। অতএব তুমি স্বীয় ধর্ম্ম ও পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমুদায় স্মরণ পূর্ব্বক এক্ষণে ক্রোধ সম্বরণ কর।

গান্ধারী কহিলেন, হে ভগবন্! পাণ্ডবগণের প্রতি আমার ঈর্ষা নাই। আর তাহারা যে, নিহত হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। কিন্তু আমি পুত্রশোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইতেছি। কুন্তী যেরূপ পাণ্ডবগণকে প্রতিপালন করেন, আমি এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্র আমরা সেইরূপ তাহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করিব। দুরাত্মা দুর্য্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনের অপরাধেই কুরুবংশ ধ্বংস হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির, বৃকোদর, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের কিছুমাত্র অপরাধ নাই। কৌরবগণ গর্ব্ববশতই সমরে প্রবৃত্ত হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে, তন্নিবন্ধন আমি কিছুমাত্র আক্ষেপ করি না। কিন্তু মহামতি বৃকোদর যে, দুর্য্যোধনকে গদাযুদ্ধে আহ্বান করিয়া তাহাকে অপেক্ষাকৃত শিক্ষানিপুণ অবলোকন পূর্ব্বক কেশবের সমক্ষেই তাহার নাভির অধোদেশে গদাঘাত করিয়াছে, তাহার সেই অধর্ম্মই আমার ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিতেছে। আপনার জীবন রক্ষা করিবার নিমিত্ত রণস্থলে সাধুজনসমুদ্দিষ্ট ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা বীর পুরুষের কি উচিত কার্য্য।

—০*০—

পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৫।

হে রাজন্! সেই সময় ভীমপরাক্রম ভীমসেন গান্ধারীর এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সঙ্কিতচিত্তে তাঁহাকে অনুনয়সহকারে কহিলেন, হে মাতঃ! আত্মরক্ষার্থ ভয়প্রযুক্ত যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তাহা ধর্ম্মই হউক বা অধর্ম্মই হউক, আপনি তদ্বিষয়ে ক্ষমা প্রদর্শন করুন। আমি অধর্ম্মানুসারেই আপনার পুত্রকে সংহার করিয়াছি; ধর্ম্মযুদ্ধে তাহাকে বিনষ্ট করা কাহারই সাধ্য নহে এবং সে আমাকে সংহার করিতে পারিলেই সমুদায় রাজ্য গ্রহণ করিবে, এই রূপ বিবেচনা করিয়াই আমি অধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলাম। পূর্ব্বে আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অধর্ম্মানুসারে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পরাজয়, আমাদিগের সহিত নিয়ত শঠতাচরণ এবং একবস্ত্রা রজস্বলা দ্রৌপদীর প্রতি বহুবিধ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, বিশেষতঃ তাহাকে আয়ত্ত না করিলে, আমরা এই সসাগরা বসুন্ধরা কোনক্রমেই ভোগ করিতে পারিতাম না। তন্নিবন্ধনই আমি এই

রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। হে আর্য্যে! সেই দুরাত্মা যখন সভামধ্যে আমাদিগের প্রতি যথোচিত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে বাম উরু প্রদর্শন করিয়াছিল, আমরা সেই সময়েই তাহাকে সংহার করিতাম, কেবল ধর্ম্মরাজের অনুমত্যনুসারেই এত দিন পর্য্যন্ত সময় প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। হে আর্য্যে! এই প্রকারে কুরুরাজ দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজের অন্তঃকরণে বৈরানল সন্ধুক্ষিত করিয়া আমাদিগকে বনে প্রেরণ পূর্ব্বক বহুবিধ ক্লেশ প্রদান করিয়াছে। আমি তজ্জন্যই এই প্রকারে রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে রাজা দুর্য্যোধন নিহত হওয়াতে, এককালে বৈরানল নির্ব্বাপিত হইয়াছে রাজা যুধিষ্ঠির পুনর্ব্বার রাজ্য অধিকার করিয়াছেন এবং আমরাও ক্রোধবিহীন হইয়াছি।

সেই সময় গান্ধারী ভীমসেনের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, হে বৃকোদর! তুমি বৈরনির্য্যাতন করিবার বাসনায় দুর্য্যোধনকে অধর্ম্মযুদ্ধে বিনষ্ট করিয়া প্রশংসার কার্য্য কর নাই। আর বৃষসেন কর্ত্তৃক নকুল হতাশ্ব হইলে, তুমি যে, দুঃশাসনের রুধির পান করিয়াছিলে, তোমার সেই কর্ম্মটি সাধুজনের বিনিন্দিত, ক্রূর ও অনার্য্য জনের সমুচিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

ঐ সময় বৃকোদর কহিলেন, মাতঃ! আত্মীয়গণের কথা কি বলিব, অন্যেরও শোণিত পান করা কাহার কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ ভ্রাতা আত্মার সদৃশ; সুতরাং দুঃশাসনের শোণিত পান করা আমার পক্ষে নিতান্ত অবিধেয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। ফলতঃ আমি তাহার শোণিত পান করি নাই। দুঃশাসনের রুধির আমার ওষ্ঠাধর অতিক্রম করিয়া উদরে প্রবিষ্ট হয় নাই; কেবল তাহার রুধিরে আমার বাহুযুগল সংসিক্ত হইয়াছিল। মহাবীর কর্ণ তদ্বিষয় বিশেষরূপ জ্ঞাত হইয়াছিলেন। বৃষসেন নকুলের অশ্ব সংহার করিলে, আপনার পুত্রগণ নিতান্ত হৃষ্ট হইয়াছিল। তৎকালে আমি তাহাদিগকে বিত্রাসিত করিবার নিমিত্ত সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। আর দেখুন, দ্রৌপদী দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইলে, দুঃশাসন তাহার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল; তজ্জন্য আমি সাতিশয় রোষপরবশ হইয়া দুঃশাসনের শোণিত পান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। অদ্যাপি সেই প্রতিজ্ঞা আমার মনোমধ্যে জাগরূক হইয়া রহিয়াছে। আমি যদি ঐ প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করিতাম, তাহা হইলে, আমাকে যাবজ্জীবন ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অবস্থিতি করিতে হইত; তন্নিবন্ধনই আমি এই প্রকার কার্য্যের

অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনি আমার প্রতি দোষারোপ করিবেন না। আপনার তনয়গণ আমাদিগের নিকট নিতান্ত অপরাধ করিয়াছিল। পূর্ব্বে তাহাদিগকে নিবারণ না করিয়া এক্ষণে কি নিমিত্ত আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছেন?

ঐ সময় গান্ধারী কহিলেন, বৎস! আমাদের এক শত পুত্রের মধ্যে যে, তোমাদের নিকট অল্প অপরাধ করিয়াছিল, এমন একটিরেও কেন তুমি অবশিষ্ট রাখিলে না? সেই পুত্রটিই এই অন্ধদ্বয়ের, যষ্টিস্বরূপ হইত। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ ও অন্ধ হইয়াছি; আমাদিগের রাজ্যও অপহৃত হইয়াছে; এক্ষণে তোমরাই আমাদিগের পুত্রস্বরূপ হইলে। যাহা হউক, তুমি যদি ধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিতে, তাহা হইলে আমি এরূপ দুঃখিত হইতাম না।

হে রাজন্! পুত্রপৌত্রনিধনে নিপীড়িতা রাজমহিষী গান্ধারী এই কথা বলিয়া রোষাবিষ্ট চিত্তে পুনর্ব্বার কহিলেন, এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কোথায়? তখন রাজা যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পিতকলেবরে গান্ধার-রাজতনয়ার সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে দেবি! আমি আপনার পুত্রনিহন্তা নৃশংস যুধিষ্ঠির; আমি আপনা-দিগের রাজ্যনাশের একমাত্র হেতু। এক্ষণে আপনি আমাকে শাপ প্রদান করুন। আমি আপনার শাপ প্রদানের উপযুক্ত পাত্র। হে আর্য্যে! আমি মিত্রদ্রোহী হইয়া নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি। যখন তাদৃশ সুহৃদ্গণ আমা কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, তখন আমার রাজ্যে, জীবনে ও ধনে আর প্রয়োজন কি? ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিয়া অবনতকলেবর হইয়া গান্ধারীর চরণে নিপতিত হইতে সমুদ্যত হইলেন। তৎকালে দূরদর্শিনী গান্ধারী ধর্ম্মরাজের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর না করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত নেত্রনিবদ্ধ পট্টবস্ত্রের প্রান্তভাগ দিয়া তাঁহার অঙ্গুলির অগ্রভাগে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার কটাক্ষপাত হইবামাত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুনখী হইলেন। সেই সময় ধনঞ্জয় এই আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া কেশবের পশ্চাৎভাগে গমন করিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণ সকলেই ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই সময় রাজমহিষী গান্ধারী ক্রোধ পরিহার করিয়া তাঁহাদিগকে মাতার ন্যায় সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ গান্ধারীর অনুমতিক্রমে বীরজননী কুন্তীর নিকট উপনীত হইলেন। পুত্রবৎসলা কুন্তী বহুদিবসাবধি পুত্রগণের মুখচন্দ্র

সন্দর্শন না করিয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন; একণে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া বসনাঞ্চল দ্বারা মুখ আবরণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহিত রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পুত্রগণের কলেবর অস্ত্রশস্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের প্রত্যেকের গাত্র বারংবার হস্ত দ্বারা স্পর্শ করত সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। তৎপরে তিনি হতপুত্রা দ্রৌপদীকে ধরাতলে নিপতিত ও অনর্গল বিনির্গলিত অশ্রুজলে অভিষিক্ত দেখিয়া বহুবিধ পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

তখন দ্রৌপদী কুন্তীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে আর্য্যে! একণে অভিমন্যু ও আমার পুত্রেরা কোথায় গেল! বহুদিবস হইল, তাহারা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল; এখন আর আপনার নিকট আগমন করিতেছে না। আমি পুত্রহীনা হইয়াছি, আমার রাজ্যে আর প্রয়োজন কি?

তখন বিশাললোচনা কুন্তী দ্রৌপদীকে ধরাতল হইতে উত্থাপিত করিয়া পুত্রগণের সহিত আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন যশস্বিনী গান্ধারী স্বীয় পুত্রবধূগণের সহিত সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে কহিলেন, বৎসে! তুমি আর শোক প্রকাশ করিও না; দেখ, আমিও শোকদুঃখে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি। একণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই লোকক্ষয় কালকৃত ও অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব্বে মহাত্মা হৃষীকেশ শান্তিসংস্থাপন করিবার মানসে আগমন পূর্ব্বক কৃত-কার্য্য হইতে অসমর্থ হইলে, মহামতি বিদুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই সত্য হইল। একণে এই দুর্নিবার হত্যাকাণ্ড অতিক্রান্ত হইয়াছে। অতএব একণে আর শোক প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা যুদ্ধে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগের নিমিত্ত শোক করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। আর দেখ, তুমি যেরূপ শোকে ব্যাকুল হইয়াছ, আমিও সেইরূপ শোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছি; সুতরাং একণে আমাদিগকে আর কে আশ্বাসিত করিবে? ফলতঃ আমার অপরাধেই এই কুলক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে।

জলপ্রদানিক পর্ব্ব সমাপ্ত।

—০।০—

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্বাধ্যায়।

—•:•—

ষোড়শ অধ্যায়। ১৬।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ব্রহ্মচারিণী পতিপরায়ণা গান্ধার-রাজতনয়া দ্রৌপদীকে এই কথা কহিয়া মহর্ষি বেদব্যাসপ্রদত্ত বর প্রভাবে দিব্য চক্ষু দ্বারা তথায় অবস্থান করিয়াই কৌরবগণের রণভূমি দেখিতে লাগিলেন। সেই স্থান ভগ্ন রথ, অস্থি, কেশ ও রুধিরে সমাবৃত এবং মনুষ্য, অশ্ব ও মাতঙ্গগণের শোণিতপরিবৃত মৃত কলেবরে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অসংখ্য তুরঙ্গ, মাতঙ্গ ও নর নারীগণ সেই স্থানে ভীষণ রবে চীৎকার করিতেছিল এবং শৃগাল, বক, কাকোল, কঙ্ক, কাক, গৃধ্র ও রাক্ষসগণ মহা আনন্দে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছিল। দিব্যজ্ঞান সম্পন্না গান্ধারী দূর হইতে সেই ভীষণ রণভূমি সন্দর্শন করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের অনুমত্যনুসারে হৃষীকেশ ও বন্ধুবান্ধববিহীন রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কৌরবকামিনীগণের সহিত সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত হইলেন। অনাথা কৌরবমহিলাগণ কুরুক্ষেত্রে গমন পূর্ব্বক দেখিলেন, তাঁহাদের কাহারও ভ্রাতা, কাহারও পুত্র, কাহারও পিতা, কাহারও বা ভর্ত্তা জীবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। গোমায়ু, বল, কাক, ভূত, পিশাচ ও রাক্ষসগণ মহা আহ্লাদে সেই সমুদায় ব্যক্তিগণের মাংস ভক্ষণ করিতেছে। এই রূপে কৌরবমহিলাগণ সেই শ্মশান-তুল্য রণভূমি অবলোকন করিয়া হাহাকার করিতে করিতে বিচিত্র যান হইতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ ঐ অদ্ভুত ভয়ঙ্কর ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া স্খলিতকলেবরে ভূতলশায়ী হইলেন এবং কেহ কেহ নিতান্ত পরিশ্রম বশতঃ চেতনশূন্য হইয়া পড়িলেন। তৎকালে পাঞ্চাল ও কৌরব মহিলাগণের দুঃখের আর পরিসীমা রহিল না।

ঐ সময় ধর্ম্মপরায়ণা গান্ধারী দুঃখার্ত্ত কামিনীগণের রোদনধ্বনিতে সমরাঙ্গনের চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ দেখিয়া পুণ্ডরীকাক্ষ বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক করুণবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে মাধব! ঐ দেখ, আমার বধূগণ অনাথা হইয়া আলুলায়িত কেশে কুররীকুলের ন্যায় রোদন

করিতে করিতে তোমার নিকট আগমন করিতেছে এবং স্ব স্ব পতি, পুত্র, পিতৃ ও ভ্রাতৃগণকে স্মরণ করত তাঁহাদিগের মৃত কলেবরের নিকট ধাবমান হইতেছে। ঐ দেখ, রণস্থল পুত্রহীনা বীরজননী ও পতিহীনা বীরপত্নীগণে পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং মহাতেজা পুরুষাগ্রগণ্য ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অভিমন্যু, দ্রুপদ ও শল্য জীবন পরিত্যাগ করিয়াও প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। ঐ দেখ, সমরাঙ্গন মহাবীরগণের হিরণ্ময় কবচ, দিব্য মণি, অঙ্গদ, কেয়ুর, মালা, শক্তি, পরিঘ, সুতীক্ষ্ণ খড়্গ, শর ও শরাসন সমূহে পরিমণ্ডিত হইয়াছে। ক্রব্যাদগণ স্থানে স্থানে অবস্থান, ক্রীড়া ও শয়ন করিতেছে। হে বাসুদেব! রণস্থলের এই প্রকার অবস্থা সন্দর্শন করিয়া শোকানলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। কৌরব ও পাঞ্চালগণ বিনষ্ট হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, এককালে পঞ্চ ভূত বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, সুপর্ণ ও গৃধ্রগণ রুধিরাক্তগাত্র সহস্র সহস্র বীরকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেছে। মহাবলশালী জয়দ্রথ, কর্ণ, দ্রোণ, ভীষ্ম ও অভিমন্যু ইহারা যে, বিনষ্ট হইবেন, ইহা কে চিন্তা করিতে পারিত? হায়! আজি ঐ সমুদয় দুর্য্যোধনের বশীভূত অমর্ষপরায়ণ অবধ্যকল্প বীরগণ বিনষ্ট ও শান্তভাবাপন্ন হইয়া গৃধ্র, কঙ্ক, বল, শ্যেন, কুক্কুর ও শৃগালগণের ভক্ষ্য হইয়াছেন। পূর্ব্বে যাহারা সুকোমল নির্ম্মল শয্যায় শয়ন করিতেন, আজি তাঁহারা বিনষ্ট হইয়া বিস্তৃত বসুধাতলে শয়ন করিয়াছেন। যাহারা যথাসময়ে বন্দিগণের স্তুতিবাদ শ্রবণ করিতেন, আজি তাঁহারা শৃগালগণের বিবিধ অমঙ্গলকর ধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন। পূর্ব্বে যাহারা অগুরু চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া শয়ন করিতেন, আজি তাঁহারা ধূলিধূসরিত কলেবরে শয়ান রহিয়াছেন। এক্ষণে গৃধ্র গোমায়ু ও বায়সগণ উহাদিগের আভরণ হইয়াছে। ভীষণ জম্বুকগণ বারংবার ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে। সমরাভিমানী বীরগণ বিনষ্ট হইয়াও নিশিত শরনিকর, খড়্গ ও বিমল গদা ধারণ করত জীবিতের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। নিশাচরগণ বিচিত্র মাল্যপরিমণ্ডিত ঋষভসদৃশ অসংখ্য বীরগণকে ধরাতলে বিঘট্টিত করিতেছে। পরিঘধারী সহস্র সহস্র বীর প্রিয়তমার ন্যায় গদা আলিঙ্গন পূর্ব্বক রণশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন। রাক্ষসগণ বর্ম্ম ও আয়ুধধারী অসংখ্য যোদ্ধাকে জীবিত বিবেচনা করিয়া ভয়ে আকর্ষণ করিতেছে না। রাক্ষসসমাকৃষ্ট বহুসংখ্যক বীর পুরুষের হিরণ্ময় বিচিত্র হার চতুর্দ্দিকে সমাকীর্ণ হইতেছে। শৃগালগণ শঙ্কিত হইয়া বিনষ্ট বীর-

গণের কণ্ঠাবলম্বিত হার আকর্ষণ করিতেছে। পূর্ব্বে সুশিক্ষিত বন্দিগণ উৎকৃষ্ট স্তুতিবাদ দ্বারা যাহাদিগকে পরম পরিতুষ্ট করিতেন, এক্ষণে কামিনীগণ দুঃখ শোকে সাতিশয় কাতর হইয়া তাহাদিগের নিকট করুণ-স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। এই দেখ, কৌরবমহিলাগণের মুখমণ্ডল পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। উহারা নিরন্তর বাষ্পপূর্ণ লোচনে দুঃখিতান্তঃকরণে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। উহাদিগের বদনমণ্ডল অবিরত রোদন ও ক্রোধবশতঃ রক্তবর্ণ হইয়া রক্তোৎপলকাননের শোভা ধারণ করিতেছে। উহারা ভয়ানক ক্রন্দনকোলাহলপ্রভাবে পরস্পরের অপরিস্ফুট বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহার অর্থগ্রহ করিতে পারিতেছে না। অনেকে বারংবার বিলাপ ও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখে স্পন্দহীন হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিতেছে অনেকে ভর্ত্তৃগণের মৃত কলেবর অবলোকন করিয়া মুক্তকণ্ঠে বিলাপ ও মস্তকে করাঘাত করিতেছে। এই দেখ, বীরগণের ছিন্ন মস্তক, ভুজ ও স্তূপাকার অঙ্গ প্রত্যঙ্গদ্বারা সমরাঙ্গন সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। কামিনীগণ বীরগণের মস্তকহীন কলেবর ও কলেবরহীন মস্তক সন্দর্শন পূর্ব্বক বিমোহিত হইতেছে। কোন কোন কামিনী এক বীরের কলেবরে অপর বীরের মস্তকে সংযোজিত করিয়া হায়! কাহার মস্তক কাহার কলেবরে যোজিত করিলাম বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেছে। কেহ কেহ বীরগণের দেহে শরসংছিন্ন বাহু, উরু ও চরণ সংযোজিত করিয়া দুঃখিতচিত্তে বারংবার মূর্চ্ছিত হইতেছে। কতকগুলি রমণী পশু পক্ষীর নখ দন্তাঘাতে ক্ষতবিক্ষত ছিন্নমস্তক ভর্ত্তৃগণকে অবলোকন করিয়াও আপনার ভর্ত্তা বলিয়া অবগত হইতে সমর্থ হইতেছে না; কেহ কেহ ভর্ত্তা, ভ্রাতা, পিতা ও পুত্রগণকে বিপক্ষগণের হস্তে বিনষ্ট অবলোকন করিয়া বারংবার মস্তকে করাঘাত করিতেছে। সখড়্গ বাহু, কুণ্ডলপরিমণ্ডিত মস্তক ও মাংসশোণিতসঞ্জাত কর্দমে সমরাঙ্গন নিতান্ত দুর্গম হইয়াছে। দেখ, পূর্ব্বে যে মহিলাগণ দুঃখের লেশমাত্রও জানিতে পারে নাই, এক্ষণে তাহারা ভ্রাতা, পিতা ও তনয়গণের হতকলেবরে সমরভূমি সমাচ্ছন্ন দেখিয়া এককালে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে। হে বাসুদেব! আমার দীর্ঘকেশী পুত্রবধূগণ এক্ষণে যে, এই প্রকার মলিন ভাব অবলম্বন করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে! যখন আমি পুত্র, পৌত্র ও ভ্রাতৃগণকে বিনষ্ট অবলোকন করিলাম, তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যে আমি পূর্ব্বজন্মে ঘোরতর পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম। গান্ধাররাজতনয়া এই

প্রকার বিলাপ করিতে করিতে রণনিহত রাজা দুর্য্যোধনকে দেখিতে পাইলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়। ১৭।

হে রাজন্! সেই সময় রাজমহিষী গান্ধারী দুর্য্যোধনকে অবলোকন করিবামাত্র শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নমূল কদলী বৃক্ষের ন্যায় সহসা ধরাতলে নিপতিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া শোণিতাক্ত গাত্র সমরশায়ী কুরুরাজকে আলিঙ্গন করত হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার নয়নজলে দুর্য্যোধনের হারবিভূষিত বিপুল বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত হইল! অনন্তর গান্ধাররাজতনয়া নিকটবর্ত্তী বাসুদেবকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে হৃষীকেশ! এই জ্ঞাতিবিনাশন ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইবার সময় দুর্য্যোধন কৃতাঞ্জলিপুটে আমারে জয়াশীর্ব্বাদ করিতে কহিলে, আমি আপনার বিষম বিপদ্ সমাগত হইয়াছে জানিতে পারিয়া কহিয়াছিলাম, বৎস! যে স্থানে ধর্ম্ম, সেই স্থানেই জয়। তুমি যখন সংগ্রামে কিছুতেই পরাঙ্মুখ হইতেছ না, তখন নিশ্চয়ই দেবতার ন্যায় সুরলোকে গমন করিবে। হে হৃষীকেশ! পূর্ব্বে আমি এই বাক্য কহিবার সময় পুত্র বিনষ্ট হইবে বলিয়া কিছুমাত্র শোক প্রকাশ করি নাই; কিন্তু এক্ষণে বন্ধুবান্ধববিহীন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিমিত্ত শোকে সাতিশয় সন্তপ্ত হইতেছি। ঐ দেখ, অস্ত্রশস্ত্রবিশারদ রণদুর্ম্মদ রাজা দুর্য্যোধন বীরশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। হায়! কালের কি আশ্চর্য্য গতি! যে দুর্য্যোধন ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে প্রধান ছিল, আজি তাহাকে ধূলিশয্যা গ্রহণ করিতে হইল! যাহা হউক, ঐ বীর যখন বীর জনোচিত শয্যায় শয়ান রহিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই উহার সুদুর্ল্লভ সুরলোক লাভ হইয়াছে। আহা! পূর্ব্বে মহিলাগণ যাহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিত, এক্ষণে অশুভজনক শৃগালগণ তাহার চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা যাহার নিকট আগমন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেন, এক্ষণে গৃধ্র সমুদায় তাহার সন্নিধানে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে কামিনীগণ যাহাকে উৎকৃষ্ট ব্যজন দ্বারা বীজন করিত, এক্ষণে পক্ষিগণ পক্ষ দ্বারা তাহাকে বীজন করিতেছে।

ঐ দেখ, মহাবলশালী রাজা দুর্য্যোধন বৃকোদরের নিদারুণ গদাঘাতে বিনষ্ট হইয়া সিংহনিপাতিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শোণিতাক্ত কলেবর ধরাতলে শয়ন করিয়াছে। যে বীর রণস্থলে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমানীত করিয়াছিল, যে ত্রয়োদশ বৎসর নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিয়াছিল, আজি সেই মহাধনুর্দ্ধরকে দুর্নীতিবশতঃ র শয্যা গ্র ণ করিতে হইল! ঐ হতভাগ্য দুর্য্যোধন মহাত্মা বিদুর, অন্ধ পি তা ও বৃদ্ধগণকে অপমান করিয়াই কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে। হে মাধব! পূর্ব্বে এই বসুমতীকে দুর্য্যোধনের শাসনবর্ত্তী, মাতঙ্গ, গো ও তুরঙ্গমগণে পরিপূর্ণ দেখিয়াছি; কিন্তু এক্ষণে ইহাকে অন্যের বশবর্ত্তী ও শূন্যপ্রায় অবলোকন করিতে হইল! অতএব আমার আর জীবন ধারণে প্রয়োজন কি? এক্ষণে কুলকামিনীগণকে মৃত বীর পুরুষগণের সমীপে গমন ও বিলাপ করিতে অবলোকন করিয়া আমি সাতিশয় কষ্ট পাইতেছি। ঐ দেখ, দীর্ঘকেশী বিপুলনিতম্বা সুবর্ণবেদী সদৃশ লক্ষ্মণের গর্ভধারিণী দুর্য্যোধনের ক্রোড়ে শয়ন করিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ বরবর্ণিনী দুর্য্যোধনের জীবিতাবস্থায় উহার বাহুদ্বয় অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রীড়া করিত। হায়! আজি পুত্রসমবেত দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট অবলোকন করিয়া কি নিমিত্ত আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল না! ঐ দেখ, লক্ষ্মণজননী শোণিতাক্ত গাত্র স্বীয় তনয়ের মস্তকাঘ্রাণ ও দুর্য্যোধনের কলেবর পরিমার্জ্জন করিতেছে এবং কখন স্বামীর ও কখন পুত্রের নিমিত্ত শোকে নিতান্ত অধীর হইতেছে। ঐ দেখ, ঐ নিতম্বিনী কখন আপনার মস্তকে করাঘাত করিয়া দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইতেছে এবং কখন পতিপুত্রের মুখকমল পরিমার্জ্জিত করিতেছে। হে মাধব! যদি বেদ ও শাস্ত্র সকল সত্য হয়, তাহা হইলে, আমার পুত্র যে সুরলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

—০✱০—

অষ্টাদশ অধ্যায়। ১৮।

হে বাসুদেব! আমার এই যে এক শত পুত্রকে বিনষ্ট অবলোকন করিতেছ, ইহারা প্রায়ই বৃকোদরের গদাঘাতে নিপাতিত হইয়াছে। এক্ষণে যে, আমার হতপুত্রা পুত্রবধূগণ আলুলায়িত কেশে সমরাঙ্গনে মহাবেগে গমন করিতেছে, ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা ক্লেশকর। পূর্ব্বে

যে মহিলাগণ অলঙ্কৃত পদে প্রাসাদোপরি সঞ্চরণ করিত, আজি তাহারা বিষম বিপদে নিমগ্ন ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া শোণিতাক্ত ভূমিতে মত্তের ন্যায় পরিভ্রমণ করত গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণকে উৎসারিত করিতেছে। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কৃশোদরী দুর্য্যোধনপত্নী ঘোরতর জনক্ষয় অবলোকন পূর্ব্বক দুঃখার্ত্ত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ রাজতনয়াকে সন্দর্শন করিয়া আমার চিত্ত স্থির হইতেছে না। ঐ দেখ, মহিলাগণ কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ পতি ও কেহ কেহ পুত্রগণকে রণনিহত অবলোকন করিয়া তাহাদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইতেছে। প্রৌঢ় ও স্থবির রমণীগণ অতি ভয়ঙ্কর শব্দে রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, শ্রান্ত ও মোহাবিষ্ট কামিনীগণের মধ্যে কেহ কেহ রথনীড় ও কেহ কেহ বিনষ্ট মাতঙ্গগণের দেহ ধারণ এবং কেহ বা স্বীয় পতির কুণ্ডলালঙ্কৃত ছিন্ন মস্তক গ্রহণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছে। বোধ হয়, এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মহিলাগণ এবং আমি পূর্ব্বজন্মে বিবিধ গুরুতর পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম; তন্নিবন্ধনই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির হইতে এই বিষম বিপদ উপস্থিত হইল! ফলভোগ না হইলে, কোনক্রমেই পাপ পুণ্যের ক্ষয় হয় না। হে মধুসূদন! ঐ দেখ, নবযৌবনসম্পন্না লজ্জাশীলা কামিনীগণ শোকদুঃখে নিতান্ত অভিভূত ও ধরাতলে নিপতিত হইয়া সারসীগণের ন্যায় রব করিতেছে। উহাদিগের বদনকমল মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড উত্তাপে পরিশুষ্ক হইয়া গিয়াছে। হায়! আজি আমার মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় পরাক্রমশালী পুত্রদিগের মহিষীগণ সামান্য লোকদিগের নয়নপথে নিপতিত হইল। ঐ দেখ, আমার তনয়গণের শতচন্দ্রমণ্ডিত চর্ম্ম, সূর্য্যসন্নিভ ধ্বজ এবং হেমবিনির্ম্মিত বর্ম্ম, নিষ্ক ও শিরস্ত্রাণ সমুদয় বসুধাতলে নিপতিত হইয়া হুত হুতাশনের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ দেখ, মহাবলশালী দুঃশাসন সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। ভীমপরাক্রম ভীমসেন উহাকে নিপাতিত করিয়া উহার সর্ব্বাঙ্গের শোণিত পান এবং দ্যূতক্লেশ ও দ্রৌপদীর বাক্য স্মরণ করত গদাপ্রহারে দুর্য্যোধনকে বিনষ্ট করিয়াছে। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ভ্রাতা দুঃশাসন ও সূতপুত্র কর্ণের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া দ্রৌপদীকে সভামধ্যে কহিয়াছিল, পাঞ্চালি! আজি তুমি দাসপত্নী হইয়াছ, অতএব সত্বরে নকুল, সহদেব ও ধনঞ্জয়ের সহিত আমাদিগের আবাসে প্রবেশ কর। সেই সময় আমি দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে আসন্নমৃত্যু জানিতে পারিয়া কহিয়াছিলাম, বৎস! তুমি সত্বরে কলহপ্রিয় দুর্ব্বুদ্ধি শকুনিকে পরিত্যাগ

পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর; বৃকোদর তোমার বাক্য-বাণে বিদ্ধ হইয়া যে উল্কাভিহত মাতঙ্গের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইতেছে, তাহা তুমি অনুধাবন করিতেছ না। হে বাসুদেব। ঐ সময় দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণকে রোষাবিষ্ট অবগত হইয়াও ভুজঙ্গ যেরূপ বৃষভের প্রতি বিষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তাহাদিগের প্রতি বাক্‌শল্য প্রয়োগ করিয়া-ছিল। এক্ষণে সেই অপরাধেই কুরুবংশ ধ্বংস হইল। ঐ দেখ, মহা-বীর দুঃশাসন সুদীর্ঘ বাহুযুগল বিস্তার পূর্ব্বক ধরণীতলে শয়ন করিয়াছে। সিংহ যেরূপ মত্ত মাতঙ্গকে সংহার করে, সেইরূপ মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে বিনাশ করিয়া উহার রুধির পান করত অতি ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়। ১৯।

হে হৃষীকেশ! ঐ দেখ, প্রাজ্ঞসম্মত প্রিয় পুত্র বিকর্ণ বৃকোদর কর্ত্তৃক নিহত হইয়া নীল নীরদসমাচ্ছন্ন শরৎকালীন শশধরের ন্যায় কুঞ্জরসমূহের মধ্যে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। মাংসাভিলাষী গৃধ্রগণ বহু কষ্টে উহার চাপগ্রহণকর্কশ তলত্রযুক্ত করতল ছেদন করিতেছে। ঐ দেখ, উহার অল্প-বয়স্কা ভার্য্যা সাতিশয় দুঃখিত হইয়া পরম যত্নসহকারে ঐ সমুদায় আমিষ-লোলুপ গৃধ্রগণকে নিরাকৃত করিতে নিতান্ত যত্নবান্ হইতেছে; কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না। হায়! যে তরুণবয়স্ক মহাবল বিকর্ণ চিরকাল পরমসুখে কাল যাপন করিয়াছে, আজি তাহাকে ধুলিধূসরিত গাত্র হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিতে হইল? কর্ণিনালীক ও নারাচ দ্বারা উহার মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ হইয়াছে, তথাপি এখনও শ্রী উহাকে পরিত্যাগ করে নাই। ঐ দেখ, শত্রুনিপাতন দুর্ম্মুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বৃকোদর কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া বসুধাতলে নিপতিত রহিয়াছে। শ্বাপদগণ উহার মুখমণ্ডলের অর্দ্ধভাগ ভোজন করাতে, উহা সপ্তমীর শশধরের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছে। হায়! যাহার মুখশ্রী অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে, তাহাকে রজোরাশি গ্রাস করিতে দেখিয়া কি প্রকারে আমি জীবনধারণে সমর্থ হইব। পূর্ব্বে যুদ্ধসময়ে যাহার অভিমুখে কেহই অবস্থিতি করিতে পারিত না, যে বীর দেবগণকেও পরাজয় করিতে সমর্থ হইত, সেই বীর কি প্রকারে বিপক্ষের হস্তে জীবন পরিত্যাগ করিল। ঐ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর

বিচিত্রমাল্যবিভূষিত চিত্রসেন বিনষ্ট হইয়া ধরাশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। শোকার্ত্ত যুবতীগণ ক্রব্যাদগণের সহিত সমবেত হইয়া উহার সন্নিধানে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। আমি অবলাগণের রোদনধ্বনি ও শ্বাপদগণের গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। ঐ দেখ, তরুণবয়স্ক বিবিংশতি ধূলি ধূসরিত কলেবর হইয়া বীরজনোচিত রণশয্যায় শয়ন করিয়াছে। গৃধ্রগণ উহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। উহার মধুর হাস্যযুক্ত সুন্দর বদন সুধাংশুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। অপ্সরারা যেরূপ গন্ধর্ব্বগণের সহিত বিহার করে, সেইরূপ সহস্র সহস্র সুন্দরী ঐ বীরের সহিত ক্রীড়া করিত। পূর্ব্বে বীরসেনানিপাতন মহাবলশালী দুঃসহকে কেহই পরাজয় করিতে সমর্থ হয় নাই; এক্ষণে তাহার কলেবর শত্রুগণের শরনিকর সমাচিত হইয়া প্রফুল্ল কর্ণিকারাবৃত অচলের ন্যায় শোভমান হইয়াছে। ঐ বীর জীবন পরিত্যাগ করিয়াও সমুজ্জ্বল কবচ ও হিরণ্ময় হার দ্বারা অগ্নিময় ধবল পর্ব্বতের ন্যায় দীপ্যমান হইতেছে।

বিংশতিতম অধ্যায়। ২০।

হে হৃষীকেশ! যাহার পরাক্রম তোমার ও ধনঞ্জয়ের অপেক্ষা অর্দ্ধগুণ অধিক ছিল, যে সিংহের ন্যায় বলবীর্য্যশালী মহাবীর অসহায় হইয়াও আমার তনয়ের নিতান্ত দুর্ভেদ্য সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়াছিল, যে বীর শত্রুগণের সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ ছিল, এক্ষণে সেই অভিমন্যু স্বয়ং কৃতান্তের বশীভূত হইয়াছে। অর্জ্জুনতনয় বিনষ্ট হইয়াও কিছুমাত্র প্রভাহীন হয় নাই। ঐ দেখ, অনিন্দনীয়া বিরাটতনয়া স্বীয় স্বামী অভিমন্যুকে নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত দুঃখিতচিত্তে বিলাপ করত আপনার কোমল করপল্লব দ্বারা উহার গাত্র পরিমার্জ্জিত করিতেছে। পূর্ব্বে ঐ লোকললামভূতা ললনা মধুপানে মত্ত হইয়া অভিমন্যুর বিকসিত পুণ্ডরীক সদৃশ কমনীয় বদনমণ্ডল আঘ্রাণ পূর্ব্বক সলজ্জভাবে উহাকে আলিঙ্গন করিত, এক্ষণে সেই নিতম্বিনী পতির বর্ম্ম উন্মোচিত করিয়া উহার রুধিরাক্ত কলেবর বারংবার সন্দর্শন পূর্ব্বক তোমাকে কহিতেছে, হে পদ্মপলাশলোচন! আমার এই ভর্ত্তার নয়নযুগল তোমার লোচনের ন্যায় সুদীর্ঘ; ইঁহার রূপলাবণ্যও তোমার ন্যায় মনোরম; এই বীর বলবীর্য্য

এবং তেজেও তোমার তুল্য ছিলেন; এক্ষণে ইনি বিনষ্ট হইয়া রণশয্যা গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ দেখ, ঐ অবলা স্বামীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছে, মহাবাহো! পূর্ব্বে তুমি অতি সুকুমারও রাঙ্কবচর্ম্মে শয়ন করিতে, এক্ষণে তোমার কলেবর বসুধাতলে সন্নিবেশিত হইয়া কি ব্যথিত হইতেছে না? তুমি জ্যাঘাতকঠিন অঙ্গদসমলঙ্কৃত গজশুণ্ডোপম বাহুদণ্ড প্রসারিত করিয়া শয়ন করাতে বোধ হইতেছে যেন, বারংবার ব্যায়ামসাধনে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছ। আমি সাতিশয় কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছি, কিন্তু তুমি আমার সহিত আলাপ করিতেছ না। পূর্ব্বে তুমি দূর হইতে আমাকে অবলোকন করিবামাত্র সাদর সম্ভাষণ করিতে, কিন্তু এক্ষণে আমি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতেছি, তথাপি তুমি কি জন্য আমার সহিত আলাপ করিতেছ না! আর্য্যপুত্র! আমি ত তোমার নিকট কোন অপরাধ করি নাই। হে নাথ! তুমি আর্য্যা সুভদ্রা, দেবসদৃশ পিতা ও পিতৃব্যগণ এবং নিতান্ত হতভাগিনী এই অনাথাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় গমন করিলে। হে জনার্দ্দন! ঐ দেখ, উত্তরা অভিমন্যুর বদনমণ্ডল স্বীয় উৎসঙ্গে সন্নিবেশিত ও রুধিরাক্ত কেশকলাপ সংযত করিয়া উঁহাকে জীবিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছে, আর্য্যপুত্র! তুমি কেশবের ভাগিনেয় ও ধনঞ্জয়ের পুত্র; মহারথগণ তোমাকে রণস্থলে কি প্রকারে বিনষ্ট করিল। যাহারা তোমাকে সংহার পূর্ব্বক আমাকে চিরদুঃখিনী করিয়াছে, সেই ক্রূরকর্ম্মা কৃপাচার্য্য, কর্ণ, জয়দ্রথ, দ্রোণ ও অশ্বত্থামাকে ধিক্। হায়! সেই মহারথগণ যখন তোমাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক সংহার করে, তখন তাহাদিগের চিত্ত কি প্রকার হইয়াছিল। হে বীর! তুমি অসংখ্য বন্ধুবান্ধববিশিষ্ট হইয়াও পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণের সাক্ষাতে কি প্রকারে অনাথের ন্যায় বিনষ্ট হইলে। তোমার পিতা ধনঞ্জয় তোমাকে বহুসংখ্যক বীরগণের হস্তে বিনষ্ট দেখিয়া কি প্রকারে জীবন ধারণ করিতেছেন। হে কমললোচন! এক্ষণে পাণ্ডবগণ বিপুল রাজ্যলাভ ও শত্রুজয় করিয়াও একমাত্র তোমার বিরহে কিছুতেই সুখী হইতে পারিতেছেন না। আমি ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা সত্বরে তোমার শস্ত্রবিজিত লোকে গমন করিব; তোমাকে সেই স্থানে সর্ব্বদা আমারে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। নিয়মিত সময় সমাগত না হইলে, দেহ পরিত্যাগ করা নিতান্ত সুকঠিন; এই জন্যই এই হতভাগিনী তোমাকে নিহত অবলোকন করিয়াও জীবন ধারণ করিতেছে। হে জীবিতেশ্বর! তুমি এক্ষণে পরলোকে গমন

করিয়া আমার ন্যায় কাহাকে হাস্যবদনে মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিবে॥ আমার বোধ হয়, সুরলোকে অপ্সরা তোমার অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শন ও সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিলে, তাহাদিগের চিত্ত বিমোহিত হইবে, সন্দেহ নাই। তুমি অপ্সরাদিগের সহিত সমবেত হইয়া বিহার করিতে করিতে সময়ে সময়ে আমার কার্য্য সমুদয় স্মরণ করিও। তুমি এই অবনীতে আমার সহিত ছয় মাস বাস করিয়া সপ্তম মাসে কলেবর পরিত্যাগ করিলে।

হে মধুসূদন! ঐ দেখ, বিরাটকুলকামিনীগণ বিরাটতনয়াকে দুঃখিতচিত্তে এই প্রকার বিলাপ করিতে দেখিয়া উহাকে আকর্ষণ করিতেছে। ঐ মহিলাগণ বিরাটকে বিনষ্ট অবলোকন করিয়া শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছে। ঐ দেখ, গৃধ্র ও জম্বুকগণ দ্রোণশরসংচ্ছিন্ন শোণিতাক্ত কলেবর রণশায়ী বিরাটকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ভীষণ কোলাহল করিতেছে। এখন বিরাটকুলকামিনীগণ বিরাটের মৃত কলেবর বিবর্ত্তিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। আতপসন্তপ্ত রমণীগণের বদনকমল শ্রান্তিনিবন্ধন নিতান্ত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং দেহও সাতিশয় শুষ্ক হইয়াছে; ঐ দেখ, অপ্রাপ্তযৌবন উত্তর, সুদর্শন, লক্ষ্মণ ও কাম্বোজদেশীয় সুদক্ষিণ বিনষ্ট হইয়া সমরাঙ্গনে শয়ন করিয়াছে।

-০*০-

একবিংশতিতম অধ্যায়। ২১।

হে বাসুদেব! ঐ দেখ, প্রজ্জলিত হুতাশনসন্নিভ অমর্ষপরায়ণ মহাধনুর্দ্ধর কর্ণ অসংখ্য অতিরথকে নিপাতিত করিয়া ধনঞ্জয়ের প্রভাবে প্রশান্ত ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক রুধিরাক্ত কলেবরে ভূমিতলে শয়ন করিয়াছে। আমার মহারথ পুত্রগণ পাণ্ডবভয়ে ভীত হইয়া যাহাকে যূথপতির ন্যায় অগ্রসর করত শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইত, এক্ষণে সেই মহাবীর মত্ত মাতঙ্গনিপাতিত মাতঙ্গের ন্যায়, সিংহার্দ্দিত শার্দ্দূলের ন্যায় ধনঞ্জয়শরে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে। কামিনীগণ একত্র মিলিত হইয়া আলুলায়িত কেশে উহার সন্নিধানে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির যাহার ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে পারেন নাই, এক্ষণে সেই ইন্দ্রের ন্যায় অপরাজেয়, প্রলয়কালীন পাবকের

ন্যায় তেজস্বী, হিমাচলের ন্যায় স্থির, দুর্য্যোধনের প্রধান অবলম্বন মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ ধনঞ্জয় কর্তৃক নিহত হইয়া মারুতভগ্ন মহীরুহের ন্যায় ধরাশয্যা গ্রহণ করিয়াছে। ঐ দেখ, বৃষসেনজননী কর্ণের বনিতা ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিতেছে, হা নাথ! এত দিনের পর আচার্য্যের অভিশাপ সফল হইল। বসুন্ধরা তোমার রথচক্র গ্রাস করিলে, নির্দ্দয় অর্জ্জুন তদবস্থায় তোমার শিরশ্ছেদন করিল। ক্রব্যাদগণ তোমার কলেবর ভক্ষণ পূর্ব্বক অল্লাবশেষ করাতে, উহা কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের ন্যায় নিতান্ত শোভাবিহীন হইয়াছে। কর্ণ-বনিতা এই বলিতে বলিতে একবার ভূতলে শয়ন করিতেছেন এবং পুনর্ব্বার উত্থিত ও পতিপুত্রশোকে একান্ত অধীর হইয়া কর্ণের মুখমণ্ডল আঘ্রাণ করিতেছেন।

—০✱০—

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়। ২২।

হে হৃষীকেশ! ঐ দেখ, গৃধ্র ও শৃগালগণ বৃকোদর কর্ত্তৃক বিনষ্ট মহাবলশালী অবন্তিনাথকে অনাথের ন্যায় ভক্ষণ করিতেছে। ঐ বীর অসংখ্য শত্রুকে নিপাতিত করিয়া রুধিরাক্তগাত্রে রণশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। জম্বুক, কঙ্ক ও ক্রব্যাদগণ উহাঁকে ইতস্তত: আকর্ষণ করিতেছে। কামিনীগণ সমবেত হইয়া ঐ বীরশয্যাশায়ী মহাবীরের নিকট উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, প্রতীপতনয় মহাধনুর্দ্ধরবাহ্লিক ভল্ল দ্বারা নিহত হইয়া প্রসুপ্ত শার্দ্দুলের ন্যায় নিপতিত রহিয়াছেন। উহাঁর বদনমণ্ডল এখনও পূর্ণ শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ দেখ, সিন্ধুসৌবীরভর্ত্তা মহাবলশালী জয়দ্রথ বসুধাতলে শয়ন করিয়াছেন। পুত্রশোকসন্তপ্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহাবীর ধনঞ্জয় আপনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ভেদ করত উহাঁকে সংহার করিয়াছে। অমঙ্গলসূচক শৃগাল ও গৃধ্রগণ চীৎকার করত উহাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেছে। সিন্ধুপতির মহিষীগণ উহার সন্নিধানে উপবেশন করিয়াও উহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিতেছে না। কাম্বোজ ও যবনরমণীগণ জয়দ্রথের সমীপে সমুপবিষ্ট হইয়া রোদন করিতেছে। হে মধুসূদন! জয়দ্রথ যখন কেকয়গণের সহিত মিলিত হইয়া দ্রৌপদীকে হরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছিলেন, তখনই পাণ্ডবগণ

উহাঁকে বিনাশ করিত। তৎকালে উহারা কেবল দুঃশলার বৈধব্য নিবারণ করিবার নিমিত্ত জয়দ্রথকে পরিত্যাগ করিয়াছিল; এক্ষণে সেই দুঃশলার অনুরোধেই উহাঁকে কেন জীবিত রাখিল না? ঐ দেখ, সেই দুঃশলা দুঃখশোকে সাতিশয় কাতর হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ পূর্ব্বক আপনাকে বিপদাপন্ন বোধ করিতেছে। হায়! আজি আমার বালিকা তনয়া ও পুত্রবধূগণকে বিধবা হইতে হইল! ইহার পর আর অধিক দুঃখ কি আছে! হা কি কষ্ট! ঐ দেখ, দুঃশলা স্বীয় পতির মস্তক না দেখিয়া শোকভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। মহাবলশালী সিন্ধুপতি পুত্রবৎসল পাণ্ডবদিগকে নিবারণ পূর্ব্বক তাহাদিগের অসংখ্য সৈন্যকে সংহার করিয়া পরিশেষে স্বয়ং করাল কালকবলে নিপতিত হইয়াছেন। পূর্ণেন্দুবদনা রমণীগণ ঐ মত্ত মাতঙ্গ-তুল্য মহাবীরকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়। ২৩।

হে মাধব! ঐ দেখ, মদ্ররাজ মহারথ শল্য রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছেন। উনি নকুলের সাক্ষাৎ মাতুল। ঐ মহাবীর সতত সর্ব্ব স্থানে তোমার সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন। উনি কর্ণের রথরশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক পাণ্ডবগণের জয়লাভার্থ তাহার তেজোহ্রাস করিয়াছিলেন। আহা! ঐ দেখ, বায়সগণ পদ্মপলাশলোচন মদ্ররাজ শল্যের পূর্ণচন্দ্রসন্নিভ মুখমণ্ডল দংশন ও সুবর্ণবর্ণ জিহ্বা ভক্ষণ করিতেছে। সূক্ষ্মবস্ত্রধারিণী কুলকামিনী সকল পঙ্কনিমগ্ন গজাধিপতির চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট করিণীকুলের ন্যায় শরবিক্ষতকলেবর ভূতলশায়ী মদ্রাধিপতিকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। ঐ দেখ, পর্ব্বতবাসী প্রবলপ্রতাপান্বিত ভগদত্ত অঙ্কুশ ধারণ পূর্ব্বক রণভূমিতে নিপতিত হইয়া রহিয়াছেন। শ্বাপদগণ উহাঁকে ভক্ষণ করিতেছে। উহাঁর কেশকলাপ শিরঃস্থিত কনকমালার প্রভাপ্রভাবে কেমন সুশোভিত হইয়াছে। বলিরাজের সহিত ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, ধনঞ্জয়ের সহিত উহাঁরও সেইরূপ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত ভগদত্ত সমরে অর্জ্জুনের জীবন সংশয় করিয়া পরিশেষে স্বয়ং বিনষ্ট হইয়াছেন। ঐ দেখ, মহাবীর ভীষ্ম গগনতলপরিভ্রষ্ট যুগান্তকালীন দিবা-

কবের ন্যায় বসুধাতলে নিপতিত রহিয়াছেন। উঁহার তুল্য বলবীর্য্য-শালী আর কেহই ছিল না। ঐ মহাবলশালী বীর যুদ্ধসময়ে স্বীয় অস্ত্র-প্রভাবে শত্রুগণকে পরিতাপিত করিয়া পরিশেষে অস্তগত দিবাকরের ন্যায় নিপতিত হইয়াছেন। উনি দেবাপির ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। ঐ বীররসপরায়ণ মহাত্মা কর্ণি, নালীক ও নারাচ প্রভৃতি শরনিচয়বিনি-র্ম্মিত শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক শরবণশায়ী ভগবান কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় শোভা ধারণ করিতেছেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তিন শর দ্বারা উঁহার উৎকৃষ্ট উপধান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মহামতি ভীষ্ম পিতার আজ্ঞা প্রতি-পালন করিবার নিমিত্ত উর্দ্ধরেতা হইয়াছিলেন। উনি অদ্বিতীয় পুরুষ ও পরম ধার্ম্মিক; ঐ বীর মর্ত্ত্য হইয়াও তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবে অমরের ন্যায় জীবন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। যখন মহাবীর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম শর-শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে যে, পৃথিবীমধ্যে রণবিশা-রদ ও বলবীর্য্যশালী ব্যক্তি জীবিত নাই। পাণ্ডবগণ জিজ্ঞাসা করাতে উনি স্বয়ং আপনার মৃত্যুর উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। যে সত্যবাদী মহামতি ভীষ্ম ক্ষয়োন্মুখ কুরুবংশের প্রত্যুদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই মহাত্মা এক্ষণে কৌরবগণের সহিত পরাজিত হইলেন! হে বাসু-দেব! দেবসদৃশ দেবব্রত সুরলোকে প্রস্থান করিলে, কৌরবকুল আর কাহাকে ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করিবে?

ঐ দেখ, মহাবীর ধনঞ্জয়, সাত্যকি ও কৌরবদিগের উপদেষ্টা দ্বিজ-সত্তম দ্রোণাচার্য্য ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছেন। যিনি ত্রিদশাধিপতি পুরন্দর ও মহাবল জামদগ্ন্যের ন্যায় চতুর্ব্বিধ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, যাহার প্রসাদে মহাবীর ধনঞ্জয় এই দুষ্কর কার্য্য সংসাধন করি-য়াছে, যাহাকে অগ্রসর করিয়া কৌরবগণ পাণ্ডবগণের সহিত স্পর্দ্ধা করিত এবং যিনি সমরাঙ্গনে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় সঞ্চরণ করত সৈন্য-দিগকে সন্তাপিত করিতেন, আজি সেই মহাবীর বিনষ্ট হইয়া প্রশান্ত-শিখ অনলের ন্যায় ধরাতলে বিলীন রহিয়াছেন। উঁহার বামমুষ্টি বা হস্তাবাপ বিশীর্ণ হয় নাই। উনি বিনষ্ট হইয়াও জীবিতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন। বেদচতুষ্টয় ও অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় প্রজাপতির ন্যায় ঐ মহা-বীরকে পরিত্যাগ করে নাই। হায়! আচার্য্যের যে বন্দনীয় চরণ-যুগল বন্দিগণ কর্ত্তৃক বন্দিত ও শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিসেবিত হইত, আজি গোমায়ুগণ সেই চরণযুগল আকর্ষণ করিতেছে। ঐ দেখ; ব্রহ্মচারিণী আচার্য্যপত্নী কৃপী অতি দীনভাবে আলুলায়িতকেশে অধোবদনে দুঃখিত হৃদয়ে

নিহত অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ স্বীয় পতির নিকট অবস্থান পূর্ব্বক বিলাপ ও উহার প্রেত কার্য্য করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। ঐ দেখ, জটাধারী ব্রহ্মচারীগণ রথনীড়, শরাসন, শক্তি ও অন্যান্য বহুবিধ অস্ত্র দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের চিতা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সামগাথকগণ অগ্নি আহরণ পূর্ব্বক যথাবিধি চিতা প্রজ্জ্বলিত ও তদুপরি আচার্য্য দ্রোণের কলেবর সন্নিহিত করিয়া ত্রিবিধ সামগাণ করিতেছেন। অনেকে শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছেন। ঐ দেখ, দ্রোণাচার্যের শিষ্যগণ সামবেদ গাণ, করিতে করিতে আচার্য্য দ্রোণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংসাধন পূর্ব্বক তাঁহার পত্নীকে অগ্রসর করিয়া চিতার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথীর অভীমুখে গমন করিতেছে।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়। ২৪।

হে জনার্দ্দন! ঐ দেখ, সোমদত্ততনয় মহাবীর, ভূরিশ্রবা সাত্যকির হস্তে বিনষ্ট হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়াছেন। বিহঙ্গমগণ উহাকে ছিন্ন ভিন্ন করিতেছে। ঐ দেখ, যুদ্ধনিহত সোমদত্ত যেন পুত্রশোকে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া সাত্যকিরে ভৎসনা করিতেছেন। ভূরিশ্রবার জননী একান্ত দুঃখিত হইয়া স্বীয় স্বামী সোমদত্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেছে হে রাজন্! আজি ভাগ্যবশতঃ তোমাকে এই ভয়ানক কুরুকুলক্ষয় দেখিতে হইল না। আজি ভাগ্যবশতঃ তুমি যজ্ঞশীল অতি বদান্য মহাবীর পুত্র যূপধ্বজকে বিনষ্ট অবলোকন করিতেছ না, আজি ভাগ্য বশতঃ তোমাকে সাগরমধ্যস্থিত সারসীকুলের ন্যায় পুত্রবধূগণের বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিতে হইল না। হায়! তোমার পুত্রবধূগণ পতিপুত্র বিহীন হইয়া এক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আলুলায়িতকেশে ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে। মহাবীর ভূরিশ্রবা ও শল নিহত হইয়া রণস্থলে শয়ান রহিয়াছে, শ্বাপদগণ উহাদিগকে ভক্ষণ করিতেছে। তোমার পুত্রবধূগণ সকলেই বিধবা হইয়াছে। আজি তুমি ভাগ্যবশতঃ উহাদিগের বৈধব্য দেখিতেছ না হায়! বৎস যূপকেতুর হিরণ্ময় ছত্র রথোপরি পতিত রহিয়াছে। হে জনার্দ্দন! ঐ দেখ, ভূরিশ্রবার প্রিয় মহিষীগণ উহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছে। উহারা পতিশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া দীনভাবে তোমারই অভিমুখে ধাবমান হইতেছে। অর্জ্জুন অনবহিত ভূরিশ্রবার বাহু ছেদন করিয়া নিতান্ত নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে। বিশেষতঃ

সোমদত্ততনয় প্রায়োপবেশন করিলে, সাত্যকি তাহার জীবন সংহার করিয়া ধনঞ্জয়ের অপেক্ষাও গুরুতর পাপে লিপ্ত হইয়াছে, সন্দেহনাই। ঐ দেখ, ভূরিশ্রবার মহিষীগণ দুই জনে এক ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়াছে বলিয়া বিলাপ করিতেছে। ভূরিশ্রবার প্রিয়তমা মহিষী উহার হস্ত উৎসঙ্গে সন্নিহিত করিয়া রোদন করত দীনবচনে কহিতেছে, হা! যাহা আমাদিগের রসনা আকর্ষণ, কঠিন কুচদ্বয় বিমর্দ্দন, নীবি বিশ্রংসন এবং নাভি, ঊরু ও জঘনদেশ স্পর্শ করিত, যাহা অরাতিগণের নিধন সাধন, মিত্রগণকে অভয় দান ও ব্রাহ্মণগণকে অসংখ্য গো দান করিত, এই সেই হস্ত নিপতিত রহিয়াছে! আর্য্যপুত্র! তুমি যৎকালে অন্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত ও অনবহিত ছিলে, অর্জ্জুন সেই সময় কেশবের সাক্ষাতে তোমার এই বাহু ছেদন করিয়াছেন। বাসুদেব কি প্রকারে সভামধ্যে ধনঞ্জয়ের এই কার্য্যের প্রশংসা করিবেন এবং স্বয়ং ধনঞ্জয়ই বা কি প্রকারে আত্মশ্লাঘা করিতে সমর্থ হইবেন। হে মধুসূদন! ভূরিশ্রবার প্রধান মহিষী তোমাকে এই প্রকার ভর্ৎসনা করিয়া মৌনাবলম্বন করিয়াছে এবং উহার সপত্নীগণ আপনাদিগের পুত্রবধূর ন্যায় উহার জন্য সাতিশয় শোকাকুল হইয়াছে।

ঐ দেখ, মহাবীর গান্ধারাধিপতি শকুনি ভাগিনেয় সহদেবের হস্তে নিহত হইয়াছে। পূর্ব্বে পরিচারকগণ যাহাকে কনকদণ্ডপরিমণ্ডিত ব্যজন করিত, আজি বিহঙ্গমগণ সেই মহাবীরকে পক্ষপুটদ্বারা বীজন করিতেছে। যে ব্যক্তি মায়াবলে অসংখ্য রূপ ধারণ করিত, সহদেবের তেজঃস্বরূপ হুতাশন তাহার সেই মায়া ভস্মীভূত করিয়াছে। যে শঠাচরণ পূর্ব্বক মায়াবল বিস্তার করিয়া সভামধ্যে রাজা যুধিষ্ঠিরকে পরাজয় করত তাঁহার সমস্ত রাজ্য হরণ করিয়াছিল, মহাবীর সহদেব এক্ষণে তাহারই জীবন হরণ করিয়াছে! ঐ নির্ব্বোধ আমার পুত্রগণকে সংহার করিবার নিমিত্ত শঠতা শিক্ষা করিয়াছিল। ঐ ধূর্ত্তই আমার তনয় ও স্বপক্ষীয় বীরগণের জীবন সংহারার্থ পাণ্ডবগণের সহিত বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছিল। এক্ষণে ঐ দুর্ম্মতি আমার পুত্রগণের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া দিব্য লোকে গমন করিয়াছে। হে জনার্দ্দন! আমার পুত্রগণ নিতান্ত সরলস্বভাব এবং ঐ মূঢ় অতিশয় কুটিল; এক্ষণে বোধ হইতেছে, ঐ ধূর্ত্ত লোকান্তরে গমন করিয়াও আমার পুত্রগণের মধ্যে পরস্পরবিবাদ উৎপাদন করিয়া দিবে।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়। ২৫।

হে মধুসূদন! ঐ দেখ, বৃষভস্কন্ধ দুর্দ্ধর্ষ কাম্বোজাধিপতি বিনষ্ট হইয়া ধূলিরাশিমধ্যে শয়ান রহিয়াছেন। পূর্ব্বে উনি কাম্বোজদেশীয় মহার্হ আস্তরণমণ্ডিত শয্যায় শয়ান থাকিতেন। ঐ দেখ, উঁহার বনিতা প্রিয়তমের চন্দনচর্চ্চিত ভুজযুগল রুধিরাক্ত অবলোকন করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে বিলাপবাক্যে কহিতেছে, হা নাথ! তোমার এই মনোরম অঙ্গুলিসমন্বিত ভুজযুগল পরিঘসদৃশ ছিল। আমি পূর্ব্বে যে সময় তোমার এই বাহুদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিতি করিতাম, সেই সময় রতি আমাকে এক মুহূর্ত্তও পরিত্যাগ করিত না। এক্ষণে তোমার অভাবে আমার কি গতি হইবে! কাম্বোজরাজমহিষী এই বলিয়া অনাথার ন্যায় মধুরস্বরে রোদন করিতে করিতে কম্পিত হইতেছে। ঐ দেখ, কলিঙ্গাধিপতির উভয় পার্শ্বে অবস্থিত কামিনীগণ দিব্য মাল্যের ন্যায় আতপতাপিত হইয়াও শ্রীভ্রষ্ট হইতেছে না। ঐ দেখ, মগধদেশীয় অবলাগণ প্রদীপ্তাঙ্গদধারী মগধাধিপতি জয়ৎসেনের চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক রোদন করিতেছে। ঐ বিশালনয়না সুস্বরসম্পন্না কামিনীগণের শ্রুতিসুখকর মধুর নিনাদ শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত বিমোহিতপ্রায় হইতেছে। পূর্ব্বে ঐ রমণীগণ মহামূল্য আস্তরণমণ্ডিত শয্যায় শয়ান থাকিত, এক্ষণে উঁহারা শোকাকুলিতচিত্তে আভরণ সমুদায় ইতস্ততঃ নিক্ষেপ পূর্ব্বক রোদন করত বসুধাতলে নিপতিত হইতেছে। ঐ দেখ, কোশলাধিপতির পুত্র বৃহদ্বলের নারীগণ স্বামীকে পরিবেষ্টন করিয়া রোদন করিতে করিতে ব্যাকুলিতচিত্তে উঁহার হৃদয়সন্নিবিষ্ট শরসমূহ উদ্ধৃত করিতে করিতে বারংবার মূর্চ্ছাপন্ন হইতেছে। আতপতাপও পরিশ্রমে উঁহাদিগের বদনমণ্ডল ম্লান হইয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, ধৃষ্টদ্যুম্নের সুবর্ণমাল্যসমলঙ্কৃত অঙ্গদপরিশোভিত অল্পবয়স্ক পুত্রগণ বিনষ্ট হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। উঁহারা হুতাশন সদৃশ প্রতাপশালী আচার্য্য দ্রোণের শরপথে নিপতিত হইয়া শলভের ন্যায় বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ দেখ, রুচিরাঙ্গদধারী কেকয়দেশীয় পাঁচ ভ্রাতা আচার্য্যের শরে বিনষ্ট ও রণশয্যায় শয়ান হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। উঁহাদিগের তপ্তকাঞ্চনবিনির্ম্মিত বর্ম্ম, বিচিত্র ধ্বজ, রথ ও মাল্যের প্রভাবে রণস্থল দেদীপ্যমান হইয়াছে। ঐ দেখ, পাঞ্চালাধিপতি দ্রুপদ বনমধ্যে সিংহনিপাতিত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় দ্রোণের শরে বিনষ্ট হইয়া ভূতলে

শয়ান রহিয়াছেন। উহার সুনির্ম্মল পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র শরৎকালীন শশধরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঐ পাঞ্চালাধিপতির পুত্রবধূ ও ভার্য্যাগণ দুঃখিতান্তঃকরণে উহার মৃত কলেবর দগ্ধ করিয়া দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমন করিতেছে।

ঐ দেখ, চেদিরাজ মহাবীর ধৃষ্টকেতু অসংখ্য শত্রু বিনাশ করত স্বয়ং দ্রোণাচার্য্যের শরে নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ান রহিয়াছেন। বিহঙ্গমগণ উহার কলেবর ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে। উহার মহিষীগণ সমরস্থলে আগমন পূর্ব্বক উহারে অঙ্কে আরোপিত করিয়া অবিরত রোদন করিতে করিতে স্থানান্তরিত করিতেছে। ঐ দেখ, উহার মনোহর কুণ্ডলপরিমণ্ডিত মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র আচার্য্যের শরে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সমরক্ষেত্রে নিপতিত রহিয়াছে। ঐ বীর অদ্যাপি আপনার ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করে নাই। আমার পৌত্র লক্ষ্মণ ও ধৃষ্টকেতুর পুত্রের ন্যায় স্বীয় পিতার অনুগামী হইয়াছে। ঐ দেখ, সুবর্ণাঙ্গদপরিমণ্ডিত হেমচর্ম্মধারী নির্ম্মল মাল্যবিভূষিত বৃষভলোচন অবন্তিদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ বসন্তকালীন মারুতবেগবিপাটিত কুসুমোপশোভিতশালবৃক্ষদ্বয়ের ন্যায় ধরণীতলে শয়ান রহিয়াছে। হে হৃষীকেশ! পাণ্ডবগণ যখন মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ, সোমদত্ত, বিকর্ণ ও কৃতবর্ম্মার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, তখন উহারা ও তুমি অবধ্য। ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ শস্ত্রবলে দেবগণকেও সংহার করিতে সমর্থ ছিলেন। কিন্তু কালের কি কুটিল গতি। আজি তাঁহারাই বিনষ্ট হইয়া রণস্থলে নিপতিত রহিয়াছেন। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। হে মধুসূদন! তুমি যখন শান্তিসংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া বিরাটনগরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলে, তখন আমি নিশ্চয় করিয়াছিলাম যে, আমার পুত্রগণ বিনষ্ট হইয়াছে। সেই সময় মহামতি ভীষ্ম ও বিদুর আমাকে কহিয়াছিলেন যে, আর তুমি আপনার তনয়গণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করিও না। সেই মহাত্মাদিগের বাক্য কখনই অন্যথা হইবার নহে। ঐ দেখ, আমার তনয়গণ পাণ্ডবদিগের ক্রোধানলে ভস্মসাৎ হইয়াছে।

হে মহারাজ! গান্ধাররাজতনয়া এই কথা বলিয়া দুঃখশোকে নিতান্ত অধীর ও জ্ঞানশূন্য হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে রোষভরে কেশবের প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ! যখন কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর পরস্পরের

ক্রোধানলে দগ্ধ হয়, তখন তুমি কি জন্য তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিলে? তোমার বহুসংখ্যক ভৃত্য ও সৈন্য বিদ্যমান আছে। তুমি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বাক্যবিশারদ ও অসামান্য বলবিক্রমশালী হইয়াও ইচ্ছা পূর্ব্বক কৌরবগণের সংহারে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ। অতএব নিশ্চয়ই তোমাকে ইহার ফলভোগী হইতে হইবে। আমি পতিশুশ্রূষা দ্বারা যে কিছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দুর্লভ তপোবলে তোমাকে অভিশাপ প্রধান করিতেছি যে, তুমি যেরূপ কৌরব ও পাণ্ডবগণের জ্ঞাতিনিধনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছ, সেইরূপ তোমা কর্ত্তৃক তোমার জ্ঞাতিবর্গও বিনষ্ট হইবে। অতঃপর ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ সমাগত হইলে, তোমাকে অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুত্র বিহীন এবং বনচারী হইয়া অতি গর্হিত উপায় দ্বারা বিনষ্ট হইতে হইবে। তোমার কুলকামিনীগণকেও ভরতবংশীয় রমণীগণের ন্যায় পুত্র ও বন্ধুবান্ধব বিহীন হইয়া বিলাপ করিতে হইবে।

মহাত্মা হৃষীকেশ গান্ধারীর মুখে এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করত তাঁহাকে কহিলেন, দেবি! আমা ভিন্ন যদুবংশীয়দিগকে সংহার করে, এমন আর কেহই নাই। আমাকে যে, যদুবংশ ধ্বংস করিতে হইবে, আমি তাহা অনেক দিন স্থির করিয়া রাখিয়াছি। আমার যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, আপনি এক্ষণে তাহাই কহিলেন। যাদবগণ মনুষ্য বা দেবদানবগণের বধ্য নহেন? সুতরাং তাঁহারা পরস্পর নিহত হইবেন। মহাত্মা কৃষ্ণ এই প্রকার কহিলে, পাণ্ডবেরা নিতান্ত ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া এককালে জীবিতাশা বিসর্জ্জন করিলেন।

স্ত্রীবিলাপ পর্ব্ব সমাপ্ত।

শ্রাদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়

—০:০—

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়। ২৬।

অনন্তর হৃষীকেশ গান্ধাররাজতনয়াকে ধরাতলে নিপতিত অবলোকন করিয়া কহিলেন, রাজ্ঞি! সত্বরে গাত্রোত্থান করুন; এক্ষণে শোক

করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। আপনার অপরাধেই অসংখ্য বীর বিনষ্ট হই-য়াছে। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন অতি দুরাত্মা, পরশ্রীকাতর, আত্মাভি-মানী, নিষ্ঠুর ও গুরুজনের নিতান্ত অবাধ্য ছিল। আপনি তাহার দুষ্কৃত কার্য্যের প্রশংসা করিতেন, এক্ষণে কি জন্য আত্মদোষ ক্ষালন করি-বার নিমিত্ত আমার প্রতি দোষারোপ করিতেছেন? যাহা হউক, অতঃ-পর দুঃখ করা আর কদাচ কর্ত্তব্য নহে। গতানুশোচনা দ্বারা দুঃখ দ্বিগুণ হইয়া উঠে; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণী, পুত্র হইলে তপোনুষ্ঠান করিবে; বৈশ্যা, পুত্র হইলে পশু পালন করিবে; শূদ্রা, পুত্র হইলে দাসত্ব স্বীকার করিবে; তুরঙ্গী, শাবক হইলে দ্রুতবেগগামী হইবে; গাভী, বৎস হইলে ভার বহন করিবে এবং তোমার সদৃশ ক্ষত্রিয়পত্নীরা, পুত্র হইলে সংগ্রামে মৃত্যুলাভ করিবে বলিয়াই গর্ভ ধারণ করিয়া থাকেন।

গান্ধারী মহামতি কেশবের সেই কথা শ্রবণ করিয়া উহা নিতান্ত অপ্রিয় বোধ করত শোকাকুলিতচিত্তে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বীয় বুদ্ধি বিপাকজ শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পাণ্ডবপ্রধান! এই সংগ্রামে যে সমস্ত সৈন্য সমা-গত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কতগুলিই বা বিনষ্ট হইয়াছে এবং কতগুলিই বা জীবিত আছে, তাহা যদি তুমি জ্ঞাত থাক, তাহা হইলে বর্ণন কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৌরবপতে! এই সংগ্রামে শতাধিক ষট্‌ষষ্টি কোটি বিংশতি সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইয়াছে এবং চতুর্ব্বিংশতি সহস্র এক শত পঞ্চষষ্টি যোদ্ধা জীবিতাবস্থায় পলায়ন করিয়াছে। তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে পুরুষপ্রবর! তুমি সর্ব্বজ্ঞ; অতএব নিহত বক্তিগণ কোন্ কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়াছে, তাহা বর্ণন কর। ধর্ম্মরাজ কহিলেন, হে নরনাথ! এই যুদ্ধে যাহারা হৃষ্টচিত্তে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা ইন্দ্রলোকে, যাহারা মৃত্যু অবধারণ করিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা গন্ধর্ব্বলোকে, যাহারা শরণার্থী হইয়া সংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইবার সময় অস্ত্রাঘাতে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা গুহ্যলোকে, যাহারা রণপরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত লজ্জাকর বোধ করিয়া অস্ত্রশস্ত্রবিদ্ধ হইয়াও বিপক্ষের অভিমুখে গমন পূর্ব্বক অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়াছে, তাহারা ব্রহ্মলোকে এবং যাহারা রণস্থলের বহির্ভাগে দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারা কথঞ্চিৎ উত্তর কুরুতে গমন করিয়াছে;

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, যুধিষ্ঠির তুমি কোন্ জ্ঞানবলে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় এই সকল বিষয় দর্শন করিতেছ? যদি বলিবার কোন ব্যাঘাত না থাকে, তাহা হইলে বর্ণন কর।

ধর্ম্মরাজ কহিলেন, মাহারাজ? পূর্ব্বে আমি আপাপনার আদেশানুসারে অরণ্যবাসী হইয়া তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অরণ্যমধ্যে পর্য্যটন করিতে করিতে দেবর্ষি লোমশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। তাঁহার কৃপাবলেই আমি জ্ঞানযোগে দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হইয়াছি।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! এই যুদ্ধে যে সকল ব্যক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা অনাথ বা বন্ধুবান্ধববিশিষ্ট ও যাহাদিগের অগ্নিহোত্র সঞ্চিত নাই, তাহাদিগকে ত যথাবিধি দগ্ধ করিতে হইবে? এক্ষণে অমারাই বা কি রূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? আর গৃধ্র প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ যাহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে, তাহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিলে, তাহারা ত সদগতি প্রাপ্তি হইতে পারিবে?

হে জনমেজর! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক সুশর্ম্মা, ধৌম্য, সঞ্জয়, মহামতি বিদুর, যুযুৎসু এবং ইন্দ্রসেনপ্রমুখ ভৃত্য ও সারথিগণকে কহিলেন, তোমরা শীঘ্র বীরগণের প্রেতকার্য্য সম্পাদন কর; ইহাদিগের কলেবর অনাথের ন্যায় ধ্বংস না হয়। সুশর্ম্মপ্রভৃতি ব্যক্তিগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এইরূপ অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে অগুরু, চন্দন, কালীয়ক, ঘৃত, তৈল, গন্ধ, ক্ষৌম বস্ত্র, মহামূল্য কাষ্ঠ, ভগ্ন রথ ও বহুবিধ প্রহরণ আহরণ পূর্ব্বক পরম যত্ন সহকারে চিতা নির্ম্মাণ করিয়া প্রাধান্যানুসারে ঘৃতধারাসমাহুত হুতাশনে কুরুরাজ দুর্য্যোধন তাঁহার ভ্রাতৃগণ, শল্য, শল, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, অভিমন্যু, দুঃশাসনপুত্র, লক্ষ্মণ, ধৃষ্টকেতু, বৃহন্ত, সোমদত্ত, সৃঞ্জয়গণ, ক্ষেমধন্বা, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুধামন্যু, উত্তমৌজা, কোশলরাজ, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, শকুনি, অচল, বৃষক, ভগদত্ত, কর্ণ, কর্ণের পুত্রগণ, কেকয়গণ, ত্রিগর্ত্তগণ, রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ, অলম্বুষ, রাজা জলসন্ধ ও অন্যান্য শত সহস্র ভূপালের মৃত কলেবর দগ্ধ করিতে লাগিলেন। সেই সময় কোন কোন মহাত্মা পিতৃযজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া সামবেদ গান করিতে লাগিলন। কেহ কেহ মৃত ব্যক্তিগণের জন্য শোক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। সেই যামিনীযোগে সাম ও ঋক্‌বেদ ধ্বনিতে এবং কামিনীগণের আর্ত্তনাদে সমস্ত জীবগণ মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। পাবক ধূমশূন্য ও প্রজ্জলিত

হইয়া উঠিলে, জ্ঞান হইল যেন, গগনমণ্ডলে গ্রহগণ মেঘে সমাবৃত হইয়াছে। যে সমুদয় ব্যক্তিগণ নানাদেশ হইতে সমাগত হইয়া অনাথের ন্যায় জীবন পরিত্যাগ করিয়াছিল, মহামতি বিদুর যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে তৈলসংসিক্ত রাশি রাশি কাষ্ঠে চিতা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগকে একত্র দাহ করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এই প্রকারে বীরগণের দাহকার্য্য সমাধান হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রকে অগ্রসর করিয়া ভাগীরথীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়। ২৭।

হে রাজন্! অনন্তর রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও অন্যান্য ব্যক্তিসকল পুণ্যতোয়া প্রসন্নসলিলা ভগবতী ভাগীরথীতে আগমন পূর্ব্বক ভূষণ ও উত্তরীয় সমুদয় পরিত্যাগ করিলেন। তখন কৌরবকুলকামিনীগণ দুঃখিতান্তঃকরণে গলদশ্রুলোচনে কেহ কেহ পিতা, কেহ কেহ ভ্রাতা, কেহ কেহ পুত্র, কেহ কেহ পৌত্র, কেহ কেহ শ্বশুর, কেহ কেহ পতি এবং কেহ কেহ বা অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের উদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই প্রকারে সেই বীরপত্নীগণ বীরগণের উদককার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলে, ভাগীরথীর অবতরণপথ সাতিশয় সুশোভিত হইল। ভাগীরথীর তীর এককালে বীরভার্য্যাগণে সমাকীর্ণ, নিরানন্দ ও উৎসবশূন্য হইয়া উঠিল।

তখন আর্য্যা কুন্তী শোকসন্তপ্তচিত্তে গলদশ্রুলোচনে পাণ্ডবগণকে কহিলেন, পুত্রগণ। যে বীরলক্ষণলাঞ্ছিত মহাবীর ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, যাহাকে তোমরা রাধাগর্ভসম্ভূত সূতপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে, যে সৈন্যগণের মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় বিরাজিত হইত, যে তোমাদের ও তোমাদিগের অনুচরবর্গের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিল, যে দুর্য্যোধনের সমুদয় সৈন্যকে পরিচালিত করিত, এই অবনীমধ্যে যাহার সদৃশ বলবিক্রমশালী আর কেহই নাই, যে প্রাণ প্রদান করিয়াও যশোলাভ করিতে বাসনা করিত, সেই সত্যপরায়ণ সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ মহাবীর কর্ণের উদককার্য্য সম্পাদন কর। সেই সহজ কবচকুণ্ডলধারী মহাবাহু আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সে দিবাকরের ঔরসে ও আমার গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিল। পাণ্ডবগণ মনস্বিনী কুন্তীর এই বাক্য

শ্রবণ করিয়া কর্ণের নিমিত্ত সাতিশয় শোক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভুজঙ্গের ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মাতঃ। যে সাগরসদৃশ বীরের শরজাল তরঙ্গস্বরূপ, ধ্বজ আবর্ত্তস্বরূপ, বাহুযুগল গ্রাহস্বরূপ এবং রথ হ্রদস্বরূপ ছিল; অর্জ্জুন ভিন্ন আর কোন বীরই রণস্থলে যাহার শরবেগ সহ্য করিয়া অবস্থান করিতে পারিত না, তিনি দেবতার ঔরসে আপনার গর্ভে কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? আমরা সকলেই যাঁহার ভুজবলে পরিতাপিত হইয়াছিলাম, আপনি তাঁহাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় কি প্রকারে তিরোহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন? আমরা যেরূপ ধনঞ্জয়ের বাহুবল অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি, সেইরূপ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণও যাহার বলবীর্য্য আশ্রয় করিয়াছিল, যাহা ব্যতিরেকে আর কেহই সমস্ত রাজগণের সৈন্যদিগের তেজ সহ্য করিতে সমর্থ হয় নাই, সেই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ কি আমাদিগের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন? আপনি কি প্রকারে সেই অদ্ভুতপরাক্রম মহাবীরকে অগ্রে প্রসব করিয়াছিলেন? আপনি এই বিষয় গোপনে রাখিয়াছিলেন বলিয়াই, আমরা এক্ষণে কর্ণসংহারজন্য বন্ধুবান্ধবগণের সহিত বিপন্ন হইয়া সাতিশয় দুঃখভোগ করিতেছি। আমি অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচপুত্র এবং পাঞ্চাল ও কৌরবগণের নিধনে যেরূপ পরিতাপিত হইয়াছি, আজি কর্ণের নিধনে তদপেক্ষা শতগুণ পরিতাপিত হইলাম; এক্ষণে কর্ণবিরহ পাবকের ন্যায় আমাকে দগ্ধ করিতেছে। হায়! পূর্ব্বে আপনি এই গূঢ় বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে, আমাদিগের স্বর্গীয় বস্তুও দুর্ল্লভ হইত না এবং এই কৌরববংশধ্বংসকর ঘোরতর হত্যাকাণ্ডও উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না।

হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির এই প্রকার বিবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া দুঃখে দগ্ধপ্রায় হইয়া কর্ণের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। সেই সময় যাবতীয় কামিনীগণ উদকক্রিয়া সম্পাদনার্থ আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই আর্ত্তনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণের প্রতি প্রীতিনিবন্ধন তাঁহার পত্নীগণকে তথায় আনয়ন করাইলেন এবং তাহাদিগের সহিত সমবেত হইয়া কর্ণের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক ব্যাকুলিতচিত্তে ভাগীরথীর জল হইতে সমুত্থিত হইলেন।

শ্রাদ্ধ-পর্ব্ব সমাপ্ত।

স্ত্রী-পর্ব্ব সম্পূর্ণ।